জাতক

ঈশানচন্দ্র ঘোষ

অনূদিত

প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ—১৩৮৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ—১৩৯১
তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ—১৪০৫
চতুর্থ মুদ্রণ : পৌষ ১৪০৮

প্রকাশক :
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গণেশ হালুই

লেজার সেটিং :
লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৯৯এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলি—৯

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ-পত্র

আমার লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা স্বর্গতা ভুবনেশ্বরী
এবং আমার অসহায়াবস্থায় আশ্রয়দাতা
স্বর্গত রামচন্দ্র বসু, শিবচন্দ্র বসু
ও গঙ্গাধর নাগ, ইঁহাদের পুণ্য-
স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া
এই গ্রন্থ উৎসর্গ
করিলাম।

সূচীপত্র

৫৩৮—মূকপঙ্গু-জাতক ১

নৈষ্ক্রম্যকামী রাজপুত্র তেমিয় পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও আজন্ম মূকপঙ্গু সাজিলেন ; ষোল বৎসর বয়সেও যখন তাঁহার বুদ্ধির ও বাকশক্তির কোন পরিচয় পাওয়া গেল না তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার জন্য শ্মশানে পাঠাইলেন। এই সময়ে তিনি সারথির নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাকে বিস্মিত করিলেন ; তিনি প্রব্রজ্যা লইলেন ; অতঃপর তাঁহার পিতা, সারথি প্রভৃতি অন্য বহু লোকেও তাঁহার অনুগামী হইল।

৫৩৯—মহাজনক-জাতক ১৭

মিথিলারাজ মহাজনকের দুই পুত্র—অরিষ্টজনক ও পোলজনক। অরিষ্টজনক বহুলোকের পরামর্শে পোলজনককে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন ; ইহাতে পোলজনক বিদ্রোহী হইয়া অরিষ্টকে পরাজিত ও নিহত করিয়া নিজেই রাজা হইলেন। অরিষ্টের সসত্ত্বা মহিষী পলায়ন করিয়া কালচম্পা নগরে আশ্রয় লইলেন এবং সেখানে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রেরও নাম হইল মহাজনক। ইহার পর পোলজনক সীবলি-নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন; লোকে পুষ্পরথের সাহায্যে মহাজনককে রাজপদের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিল ; মহাজনক নানারূপে বুদ্ধির পরিচয় দিয়া রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং সীবলিকে বিবাহ করিলেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবার পর তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি সীবলির শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রাজক হইলেন।

৫৪০—শ্যাম-জাতক ৪১

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ এক নিষাদপুত্রের সহিত ব্রহ্মচর্যাপরায়ণা এক নিষাদকন্যার বিবাহ। তাঁহারা উভয়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে বাস করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফলে অন্ধ হইলেন। এই সময়ে শক্রের অনুগ্রহে তাঁহারা এক পুত্র লাভ করিলেন। এই পুত্রের নাম শ্যাম। একদিন শ্যাম মাতাপিতার জন্য জল আনিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে কাশীরাজ পিলিযক্ষ তাঁহাকে বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করিলেন। শ্যাম শরাহত হইয়াও রাজাকে কোন দুর্ব্বাক্য বলিলেন না। ইহাতে রাজার বড় অনুতাপ জন্মিল। তিনি শ্যামকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় নদীতীরে রাখিয়া তাঁহার মাতা পিতাকে এই দুঃসংবাদ দিতে গেলেন। শ্যামের মাতাপিতা নদীতীরে গিয়া বহু বিলাপ করিলেন। অতঃপর তাঁহাদের এবং বহুসুন্দরী-নাম্নী এক দেবীর সত্যক্রিয়ার প্রভাবে শ্যামের দেহ হইতে বিষ নিষ্ক্রান্ত হইল ; শ্যামের মাতাপিতাও দেবানুগ্রহে পুনর্ব্বার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেন। পরিশেষে শ্যাম রাজাকে বহু উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন।

৫৪১—নেমি-জাতক ৫৬

দান ও ব্রহ্মচর্য্য, এই দুয়ের মধ্যে কোনটা মহত্তরফলপ্রদ, ইহা লইয়া বিদেহরাজ নেমির মনে বিতর্ক জন্মিল ; শক্র তাঁহার সন্দেহাপনোদন করিলেন। অতঃপর নেমির শাসনগুণে বিদেহবাসীরা সকলেই সদাচারসম্পন্ন হইল ; দেবতারা তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলে শক্র তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে লইবার জন্য দেবরথ পাঠাইলেন। স্বর্গে যাইবার কালে নেমি শত শত নরক ও শত শত দেববিমান দেখিতে পাইলেন এবং কি কি পাপে লোকে কি কি যন্ত্রণা পায়, কি কি পুণ্যের বলেই বা স্বর্গসুখ ভোগ করে, মাতলির মুখে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। স্বর্গ হইতে ফিরিবার পরে একদা নিজের মস্তকে একগাছি পাকা কেশ দেখিতে পাইয়া নেমি রাজত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

৫৪২—খণ্ডহাল-জাতক ৭৪

বারাণসীর মূর্খ রাজা একরাজ স্বর্গলাভ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ধূর্ত্ত পুরোহিত খণ্ডহালের পরামর্শে সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞসম্পাদনের ইচ্ছা করিলেন। এই যজ্ঞে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তাঁহার চারি মহিষী, চারি পুত্র, চারি কন্যা চারিজন গৃহপতিকে বলি দেবার কথা ছিল। শেষে শক্রের প্রভাবে ইঁহারা মুক্তি লাভ করিলেন ; লোকে খণ্ডহালের প্রাণ বধ করিল এবং একরাজকে পদচ্যুত ও চণ্ডালশ্রেণী-ভুক্ত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিল।

৫৪৩—ভূরিদত্ত-জাতক ৯১

এক তপস্বিবেশ-ধারী রাজপুত্রের ঔরসে ও এক নারীর গর্ভে সমুদ্রজা নাম্নী এক কন্যার জন্ম। সমুদ্রজার সহিত নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ ; সমুদ্রজার চারিপুত্রের মধ্যে ভূরিদত্তের প্রজ্ঞা ও পোষধ-বর্ণন ; এক সাপুড়ের হাতে ভূরিদত্তের বন্দিদশা ও যন্ত্রণাভোগ ; ভূরিদত্তের মুক্তিলাভ। যজ্ঞাদির নিষ্ফলতা বর্ণন।

৫৪৪—মহানারদকাশ্যপ-জাতক ১২৫

এক আজীবকের শিক্ষার দোষে মিথিলারাজ অঙ্গতির চরিত্র-ভ্রংস ; রাজকন্যা রুজার শীলবলে নারদ ব্রহ্মার আগমন ; নারদের সহিত রাজার কথোপকথন ; পরলোকের অস্তিত্ব-প্রতিপাদন ; রাজার সুমতিলাভ ; কায়রথ-বর্ণন।

৫৪৫—বিদুরপণ্ডিত-জাতক ১৪১

কুরুরাজের অমাত্য বিদুরের প্রজ্ঞাবল ; বিদুরকর্তৃক চতুষ্পোষধ-প্রশ্নের মীমাংসা ; নাগরাজ-পত্নী বিমলার বিদুরকে দেখিবার ইচ্ছা ; নাগরাজকন্যা ইরন্দতীকে পাইবার আশায় যক্ষসেনাপতি পূর্ণকের কুরুরাজসভায় গমন ; সেখানে দ্যূতক্রীড়ায় রাজাকে পরাস্ত করিয়া পূর্ণকর্তৃক বিদুরকে লইয়া যাইবার অনুমতিলাভ ; প্রস্থানের পূর্ব্বে বিদুরকর্তৃক তাঁহার পুত্রদিগকে উপদেশদান। বিদুরকে বধ করিবার জন্য পূর্ণকের নানাবিধ বিফল চেষ্টা ; বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া পূর্ণকের চৈতন্যলাভ ; নাগরাজ ও বিমলার সহিত বিদুরের সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন ; বিদুরের কুরুরাজ্যে প্রতিগমন।

৫৪৬—মহাউন্মার্গ-জাতক ১৭৭

মহৌষধ পণ্ডিতের মহাপ্রজ্ঞার পরিচয় ; মহৌষধের বুদ্ধিবলে মিথিলারাজের চারিজন বিখ্যাত পণ্ডিতের পুনঃ পুনঃ পরাভব ; উত্তর পঞ্চালের রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁহার পুরোহিত কৈবর্ত্তের সমস্ত কুচক্রান্তের ব্যর্থীকরণ ; অপূর্ব্ব সুরুঙ্গ প্রস্তুত করিয়া উত্তর পঞ্চাল হইতে রাজমাতা, রাজমহিষী, রাজপুত্র ও রাজপুত্রীর হরণ ; ব্রহ্মদত্তের সহিত সখ্য ; ভেরী প্রব্রাজিকাদ্বারা উদকরাক্ষস প্রশ্নের সাহায্যে মহৌষদের মহাপ্রজ্ঞার প্রকটীকরণ।

৫৪৭—বিশ্বন্তর-জাতক ২৭০

অতিদানহেতু রাজপুত্র বিশ্বন্তরের শিবিরাজ্য হইতে নির্ব্বাসন ; বিশ্বন্তরপত্নী মাদ্রীর পাতিব্রত্য; বিশ্বন্তরকর্তৃক জূজককে নিজের পুত্রকন্যাদান ; তাপস-বেশধারী শক্রকেও নিজের পত্নীদান, শক্রের আত্মরূপ-প্রকাশ এবং বিশ্বন্তরকে বরদান ; বিশ্বন্তরের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি।

নির্ঘণ্ট ৩৪১

বিজ্ঞাপন

এত দিনে জাতকের ষষ্ঠ খণ্ড মুদ্রাকরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। ইহার অনুবাদে দুই বৎসর এবং মুদ্রণে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ খণ্ডের জাতকগুলি 'মহানিপাত' পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকেরই গাথার সংখ্যা অত্যধিক, আখ্যায়িকাগুলিও অতি বৃহৎ।

নিজের অজ্ঞতা, অনবধানতা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং মুদ্রাকরের সহস্র ত্রুটি,—এই সকল কারণে কেবল এ খণ্ডে নয়, অন্যান্য খণ্ডেও অনেক-ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। ভ্রম গোপন না রাখিয়া প্রদর্শন করা সঙ্গত, এই বিশ্বাসে এ খণ্ডে যে সকল ভ্রম আছে, তাহাদের জন্য একটী শুদ্ধিপত্র এবং অন্যান্য খণ্ডের মুদ্রণের যে সকল ভ্রম আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছে, সেগুলির জন্য আর কয়েকটী শুদ্ধিপত্র পুস্তকের শেষে যোগ করিয়া দিলাম। পাঠক মহাশয়েরা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তত্তৎ অংশ সংশোধন করিয়া লইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। সুদূর ভবিষ্যতে এই গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হইলেও শুদ্ধিপত্রগুলি সম্পাদকের শ্রমভার লঘু করিবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ড অপেক্ষা ষষ্ঠ খণ্ড আয়তনে প্রায় শতপৃষ্ঠ-পরিমাণে বৃহত্তর। কাজেই ইহার মূল্য কিছু বৃদ্ধি করা হইল।

কলিকাতা
বিজয়াদশমী ঃ—১৫ই আশ্বিন, ১৩৩৭

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

ক্রোড়পত্র

(১) মহাজনক-জাতকে সীবলির সঙ্গে মহাজনকের বিবাহ-প্রসঙ্গে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সহিত সেক্স্‌পিয়ার প্রণীত Merchant of Venice নাটকের Portia-নাম্নী মহিলার বিবাহের বৃত্তান্ত তুলনীয়।

(২) ভূরিদত্ত-জাতকে ১৬৭ম গাথায় (১৫১ম পৃষ্ঠে) 'অকাশিক' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ইহার অর্থ "যাহারা কাশীদেশের লোক নয়" (কাজেই কাশীরাজ্যের লোকদিগের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না)।

(৩) মহানারদকাশ্যপ-জাতকে (১৭৪ম ও ১৭৫ম পৃষ্ঠে) কায়রথের বর্ণনা আছে—গাথাকার মানবদেহকে একখানি রথ কল্পনা করিয়া মন, অহিংসা, মিতাহার প্রভৃতিকে ইহার সারথি, কক্ষ, নাভি ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতেও এই উপমার অতি সুন্দর প্রয়োগ দেখা যায়। এই জন্য তাহা হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল ঃ—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।।[১]
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।।
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ।[২]
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি।।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভুয়ো ন জায়তে।।
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।।

(৪) বিশ্বন্তর-জাতকে (৩৭৪ম পষ্ঠে) পূর্ণপাত্রের উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে ঈশ্বর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সংপাদিত কাদম্বরী হইতে একটী অতিরিক্ত টীকা প্রদত্ত হইল ঃ—

"উৎসবেষু সুহৃদ্ভির্যদ্ বলাদাকৃষ্য গৃহ্যতে, বস্ত্রং মাল্যঞ্চ তৎ পূর্ণপাত্রং পূর্ণানকঞ্চ তৎ।" "আনন্দত্তোহি সৌহার্দ্দাদেত্য বস্ত্রাদিকং বলাৎ। অজানতো হরত্যেব পূর্ণপাত্রস্তু তৎ স্মৃতম্।" কোন উৎসবের সময়ে কিংবা কোন গৃহস্বামীর পুত্রাদি ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার বস্ত্রমাল্যাদি কাড়িয়া লইত কিংবা গোপনে লইয়া যাইত। ইহাও "পূর্ণপাত্র" নামে অভিহিত।

১। বিষয়া [illegible] ; গোচর [illegible]।
২। সদা [illegible]।

জাতক

মহানিপাত

৫৩৮—মূকপঙ্গু-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া ভগবানের মহাভিনিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে ইদানীং সমস্ত পারমিতা পূর্ণ করিয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমার জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই, আমি পারমিতাসমূহ পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলাম মাত্র, তখনও আমি রাজ্যত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে কাশীরাজ-নামক এক ব্যক্তি যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা ছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনও কি পুত্র, কি কন্যা, কোন সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই। কুশ-জাতকে (৫৩১) যেরূপ বলা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও নগরবাসীরা "আমাদের রাজার বংশরক্ষক কোন পুত্র নাই" বলিয়া রাজভবনে গমন করিল এবং রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনি পুত্র প্রার্থনা করুন।" রাজা তাঁহার ষোড়শ সহস্র রমণীকে পুত্র প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা চন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া পুত্র কামনা করিলেন, কিন্তু ইহাতেও কেহ পুত্রবতী হইলেন না। রাজার অগ্রমহিষী মদ্ররাজ-দুহিতা চন্দ্রাদেবী শীলবতী ছিলেন। রাজা তাঁহাকেও পুত্র প্রার্থনা করিতে বলিলেন। চন্দ্রা পূর্ণিমার দিন পোষধ গ্রহণ করিয়া অপ্রশস্ত শয্যায় শয়নপূর্ব্বক নিজের শীল চিন্তা করিতে করিতে সত্যক্রিয়া করিলেন, "আমি যদি কখনও শীলভঙ্গ না করিয়া থাকি, তবে এই সত্যবলে আমার পুত্রোৎপত্তি হউক।"

চন্দ্রার শীলতেজে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল, শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'চন্দ্রাদেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাকে পুত্র দান করিব।' অনন্তর, কে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারে, ইহা নির্ণয় করিতে গিয়া বোধিসত্ত্বের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বে বারাণসীতে বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুর পর উৎসদ নরকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; সেখানে অশীতিসহস্র বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে ত্রয়স্ত্রিংশ-ভবনে পুনর্জ্জন্মলাভ করিয়াছিলেন ; সেখানেও নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল অবস্থিতি করিয়া এই সময়ে দেহত্যাগপূর্ব্বক তিনি উপরিদেবলোকে[1] যাইতে অভিপ্রায় করিতেছিলেন। শক্র তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "সৌম্য, তুমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে পারমিতা পূর্ণ করিবার সুবিধা পাইবে, বহুলোকেরও কল্যাণ সাধিত হইবে। কাশীরাজের অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন ; তুমি গিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ কর।" বোধিসত্ত্ব তাহাই করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তিনি পঞ্চশত দেবপুত্রসহ দেবদেহ ত্যাগ করিয়া নিজে চন্দ্রার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন; অন্যান্য দেবপুত্রেরা অমাত্যপত্নীদিগের গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন।

বোধিসত্ত্বের তেজে চন্দ্রার গর্ভ যেন বজ্রপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। চন্দ্রা গর্ভ ধারণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া রাজাকে জানাইলেন, রাজা গর্ভরক্ষার জন্য যথাশাস্ত্র সমস্ত সংস্কার[2] সম্পাদিত করিলেন। মহিষী পূর্ণগর্ভা হইয়া যথাকালে পুণ্যলক্ষণসম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ দিন অমাত্যদিগের গৃহেও পঞ্চশত কুমার ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা অমাত্যগণে বেষ্টিত হইয়া প্রাসাদতলে উপবিষ্ট ছিলেন ; যখন লোকে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, "মহারাজ, আপনার পুত্র জন্মিয়াছে," তখনই তাঁহার মনে পুত্রস্নেহ সঞ্জাত

১। সর্ব্বোচ্চ ছয়টি দেবলোক। সর্ব্বনিম্নে চতুর্মহারাজিক ; তদূর্দ্ধে যথাক্রমে ত্রয়স্ত্রিংশ যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি ও পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী। বোধিসত্ত্ব এই সময়ে যাম দেবলোকে যাইতে বাসনা করিয়াছিলেন।

২। যথা পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত।

হইল ; স্নেহ যেন তাঁহার চর্ম্মমাংস ভেদ করিয়া অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত হইল ; তাঁহার অন্তঃকরণ প্রীতিরসে পূর্ণ হইল, হৃদয় শীতল হইল। তিনি অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আপনারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত ?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "কি বলিতেছেন, মহারাজ ? আমরা এতদিন অনাথ ছিলাম, এখন সনাথ হইলাম — একজন প্রভু পাইলাম।" রাজা প্রধান সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, "আমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত অনুচরসমূহ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আবশ্যক। আপনি গিয়া জানুন, আজ অমাত্যদিগের গৃহে কতজন বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।" সেনাপতি পঞ্চশত সদ্যঃপ্রসূত বালক দেখিতে পাইয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা ঐ পঞ্চশত বালকের জন্য রাজপুত্রোচিত পরিচ্ছদাদি এবং পঞ্চশত দাসী পাঠাইলেন। অতঃপর মহাসত্ত্বের জন্য তিনি অতিদীর্ঘাদি-দোষশূন্যা, অলম্বস্তনী ও মধুরক্ষীরবতী চতুঃষষ্টি ধাত্রী নিয়োজিত করিলেন। (ধাত্রীর দেহ অতিদীর্ঘ হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্যপান করিবার কালে গ্রীবা বিস্তার করিতে হয় ; এজন্য শিশুর গ্রীবা দীর্ঘ হইয়া থাকে। আবার ধাত্রী যদি খর্ব্বকায়া হয়, তবে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্য পান করিতে শিশুর স্কন্ধাস্থির পীড়ন ও সঙ্কোচন ঘটে। ধাত্রী অতিকৃশা হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্যপানকালে শিশুর উরুতে ব্যথা হয় ; সে অতিস্থূলা হইলে তাহার কক্ষে বসিয়া স্তন্যপান করিতে করিতে শিশুর পা বাঁকিয়া যায়।[1] ধাত্রীর গায়ের রং খুব কালো হইলে তাহার স্তন্য অতিশীতল এবং অতি গৌর হইলে তাহার স্তন্য[2] অত্যুষ্ণ হয়। ধাত্রীর স্তন বেশী ঝুলিয়া পড়িলে শিশুর নাক চাপে চাপে চেপটা হইয়া যায়। কোন কোন ধাত্রীর স্তন অম্লদোষযুক্ত, কাহারও কাহারও আবার কটু বা অন্যভাবে বিস্বাদ। এজন্য রাজা উক্ত সর্ব্ববিধদোষবর্জ্জিতা অর্থাৎ অতিদীর্ঘাদি-দোষরহিতা, অলম্বস্তনী, মধুরক্ষীরবতী চতুঃষষ্টি ধাত্রী নিয়োজিত করিয়া) পুত্রের মহা আদরযত্ন করিলেন এবং চন্দ্রাদেবীকে একটি বর দিলেন। চন্দ্রা বর গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তখন কিছু না চাহিয়া উহা ভবিষ্যতের জন্য মনে রাখিলেন। কুমারের নামকরণ-দিবসে রাজা লক্ষণপাঠক ব্রাহ্মণদিগকে উপহার দিলেন এবং কোন রিষ্টি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা কুমারের বহু সুলক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ, কুমার ধন্যপুণ্যলক্ষণসম্পন্ন ; একটি দ্বীপ ত তুচ্ছ, ইনি চতুর্মহাদ্বীপেও রাজত্ব করিতে সমর্থ, ইঁহার কোনরূপ রিষ্টি দেখা যাইতেছে না।" রাজা এই কথায় তুষ্ট হইলেন এবং নামকরণকালে পুত্রের "তেমিয় কুমার" এই নাম রাখিলেন, কারণ কুমারের ভূমিষ্ট হইবার কালে সমস্ত কাশীরাজ্যে এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহাতে কুমারের দেহ জলসিক্ত হইয়াছিল।[3]

কুমারের বয়স যখন এক মাস হইল, তখন পরিচারিকারা তাঁহাকে সাজাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা প্রিয়পুত্রকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে কোলে বসাইয়া খেলা দিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার নিকট চারি জন চোর আনীত হইল। রাজা তাহাদের একজনকে কণ্টককশা দ্বারা সহস্রবার প্রহৃত হইতে, একজনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কারানিক্ষিপ্ত হইতে, একজনকে শক্তিবিদ্ধ হইতে ও একজনকে শূলারোপিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। পিতার আদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভীতত্রস্ত হইয়া ভাবিলেন, "আমার পিতা রাজ্যের জন্য ভয়ঙ্কর নিরয়গামিকর্ম্ম করিতেছেন।" পরদিন পরিচারিকারা কুমারকে শ্বেতচ্ছত্রের নিম্নে অলঙ্কৃত রাজশয্যায় শোওয়াইল ; কুমার অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইবার পর জাগিয়া চক্ষু মেলিলেন এবং শ্বেতচ্ছত্র ও রাজভবনের ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু ছিলেন; এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার ভয় আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, আমি কোথা হইতে এই রাজভবনে আসিলাম?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি জাতিস্মরত্ব-প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি দেবলোক হইতে আসিয়াছেন ; তাহার পূর্ব্বে কি ছিলেন তাহা ভাবিয়া নরকে যে যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিলেন ; তাহারও পূর্ব্বে, দেখিতে পাইলেন, তিনি এই বারাণসী নগরেই

১। মূলে 'খলঙ্কপাদো হোতি' আছে। ইহার অর্থ অভিধানে পাইলাম না। ইংরাজী অনুবাদক 'bow-legged' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত মনে করিয়া আমিও ইহার অনুসরণ করিলাম। সম্ভবতঃ 'খলঙ্ক' না হইয়া 'কলঙ্ক' হইবে।

২। পাঠান্তর 'সনীল' আছে। আমি 'অনীল' এই পাঠই গ্রহণ করিলাম।

৩। "তিম্ম" শব্দের অর্থ [illegible] হওয়া।

রাজা ছিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, 'আমি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া অশীতিসহস্র বৎসর উৎসদ নরকে পচিয়াছি, এখন আবার এই চোরের ঘরে জন্মিয়াছি! কাল যখন পিতার নিকট চারিজন চোর আনীত হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কি ভয়ঙ্কর নিরয়নামক পরুষ বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছিলেন! আমি যদি আবার রাজত্ব করি, তবে পুনর্ব্বার নরকে জন্মিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিব।' মহাসত্ত্ব যতই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভয় বৃদ্ধি হইল, তাঁহার হেমবর্ণ দেহ হস্তমর্দ্দিত পদ্মের ন্যায় ম্লান ও বিবর্ণ হইল। কি উপায়ে এই চৌরগৃহ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন, তিনি শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

মহাসত্ত্বের পূর্ব্ব কোন এক জন্মে যিনি জননী ছিলেন, তিনি এই সময়ে রাজভবনের ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছিলেন। তিনি মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বৎস তেমিয়, ভয় পাইও না ; যদি এখান হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে অপীঠসর্পী হইয়াও পীঠসর্পীর[১] ন্যায় পড়িয়া থাক, অবধির হইয়াও বধিরের মত দেখাও, অমূক হইয়াও মূকবৎ নীরব থাক। এই তিন উপায় অবলম্বন করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তা অপ্রকটিত রাখ।

১। দেখাবে না কিছুমাত্র বুদ্ধির লক্ষণ ; সকলের কাছে রবে জড়ের মতন।
'অপেয়ে' বলিয়া সবে ত্যজিবে তোমার ; ইষ্টসিদ্ধিহেতু তব ইহাই উপায়।

ছত্রদেবীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন—

২। মা গো, তুমি আমার পরমহিতৈষিণী ; তুমিই আমার সত্য কল্যাণকামিনী।
দয়া করি করিলে যে উপদেশ দান, যতনে পালিব তাহা হয়ে সাবধান।

অতঃপর মহাসত্ত্ব উক্ত উপায় তিনটী অবলম্বন করিলেন। রাজা পুত্রের চিত্তবিনোদনার্থ সেই পঞ্চশত শিশুকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন ; তাহারা স্তন্যের জন্য রোদন করিত। কিন্তু নরকভয়ভীত মহাসত্ত্ব ভাবতেন, 'রাজত্ব করা অপেক্ষা শুকাইয়া মরাও ভাল।' এজন্য তিনি কান্দিতেন না। ধাত্রীরা গিয়া চন্দ্রদেবীকে এই বৃত্তান্ত জানাইল ; তিনি আবার রাজাকে বলিলেন। রাজা নিমিত্তজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, কুমারকে যে সময়ে স্তন্য দিবার নিয়ম আছে, সেই সময় অতিক্রম করাইয়া দিবার আদেশ দিন। তাহা করিলে কুমার কান্দিতে কান্দিতে দৃঢ়রূপে স্তন ধরিয়া নিজেই পান করিবেন।" এই পরামর্শমত ধাত্রীরা তখন হইতে বেলা অতিক্রম করিয়া স্তন্য দিতে লাগিল ; তাহারা কখনও একবার অতিক্রম করিত, কখনও সমস্ত দিনই দিত না। মহাসত্ত্ব ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক হইতেন, কিন্তু নরকভয়ে কখনও স্তন্যপানের জন্য রোদন করিতেন না। তিনি না কান্দিলেও, "আহা বাছার ক্ষিদে পেয়েছে" বলিয়া কখনও মাতা কখনও বা ধাত্রীরা তাঁহাকে স্তন্য পান করাইতেন। অন্য বালকেরা যথাসময়ে স্তন্য না পাইলেই কান্দিত ; কিন্তু মহাসত্ত্ব না কান্দিতেন, না ঘুমাইতেন, না হাত পা গুটাইতেন, না কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন এমন ভাব দেখাইতেন। ধাত্রীরা ভাবিল, 'পীঠসর্পীর হাত পা ত এমন হয় না ; যাহারা মূক, তাহাদের ত হনুর গঠন এমন নয় ; যাহারা বধির, তাহাদের কর্ণের গঠন ত অন্যরূপ। তেমিয়কুমারের এরূপ হইবার নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। দেখা যাউক, ব্যাপার কি, তাহা বাহির করিতে পারি কি না।' ইহা চিন্তা করিয়া তাহারা প্রথমে দুগ্ধদ্বারা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল এবং কুমারকে সারাদিন দুধ খাইতে দিল না। কুমার পিপাসার্ত্ত হইয়াও দুগ্ধের জন্য কোন শব্দ করিলেন না। তখন তাঁহার মাতা গিয়া বলিলেন, "বাছার আমার ক্ষিদে পেয়েছে।" তিনি কুমারকে দুগ্ধ দেওয়াইলেন। এইরূপে মাঝে মাঝে দুগ্ধ দ্বারা তাহারা এক বৎসর কাল পরীক্ষা করিল ; কিন্তু কি বিশিষ্ট কারণে কুমারের যে ঐ দশা ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা ভাবিল, "শিশুরা পূপমোদকাদি মিষ্টদ্রব্য খাইতে ভালবাসে ; এই সকল দ্রব্যদ্বারাই কুমারকে পরীক্ষা করিতে হইবে।" তাহারা কুমারের নিকটে সেই বালকদিগকে বসাইত ; নানাবিধ মোদকাদি আনয়ন করিয়া অদূরে রাখিয়া দিত,

১। পীঠসর্পী — পঙ্গু।

"তোমরা যে যত ইচ্ছা কর, মিঠাই খাও" বলিয়া নিজেরা লুকাইয়া দেখিত। অন্য বালকেরা পরস্পর মারামারি ও কলহ করিয়া মিষ্টান্ন খাইত; কিন্তু মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'তেমিয়, যদি নরকে যাইতে চাও, তবে মিষ্টান্ন খাও।' তিনি নরকের ভয়ে মিষ্টান্নের দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না। পূপমোদকাদি দ্বারা এইরূপে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়াও তাহারাও কুমারের নিশ্চেষ্টতার কোন কারণ দেখিতে পাইল না। ইহার পর তাহাদের মনে হইল, 'শিশুরা নানারূপ ফল খাইতে ভালবাসে।' তাহারা নানারূপ ফল আনয়ন করিয়া পরীক্ষা করিল; অন্য শিশুরা কাড়াকাড়ি করিয়া ফল খাইত; মহাসত্ত্ব সেদিকে দৃক্পাতও করিতেন না। ফল দ্বারাও এক বৎসর পরীক্ষা চলিল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল হইল। শিশুরা ক্রীড়নকপ্রিয়, এই বিশ্বাসে তাহারা সুবর্ণনির্ম্মিত গজ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া দিত; অন্য বালকেরা, যেন লুঠের দ্রব্য পাইয়াছে এই ভাবে সেগুলি গ্রহণ করিত; কিন্তু সেদিকে মহাসত্ত্বের দৃষ্টি যাইত না। ক্রীড়নকদ্বারাও এইরূপে এক বৎসর বৃথা পরীক্ষা হইল। চারি বৎসর বয়সের শিশুরা ভোজ্যদ্রব্য বড় ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তাহারা নানারূপ ভোজ্য আনিয়া দিতে লাগিল; অন্য শিশুরা সে সমস্ত টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিত; মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'তেমিয়, তুমি যে কত জন্ম অনাহারে কাটাইয়াছ তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।' তিনি নরকের ভয়ে ভোজ্যদ্রব্যের দিকে তাকাইতেন না। ইহাতে মাতার বুক যেন ফাটিয়া যাইত; তিনি সহিতে না পারিয়া নিজেই গিয়া কুমারকে খাওয়াইতেন।[১] পঞ্চবর্ষীয় বালকেরা অগ্নিকে ভয় করে, ইহা ভাবিয়া তাহারা কুমারকে অগ্নিদ্বারা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। তাহারা বহুদ্বারবিশিষ্ট একখানি বড় ঘর প্রস্তুত করাইত, উহা তালপাতা দিয়া ছাওয়াইত, মহাসত্ত্বকে অন্যান্য বালকদিগের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ঐ ঘরে বসাইত এবং ঘরে আগুন লাগাইত। অন্যান্য বালকেরা ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলাইত; মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'নরকযন্ত্রণাভোগ করা অপেক্ষা ইহা বরং ভাল।' তিনি নিরোধসমাপন্নবৎ[২] নিশ্চল থাকিতেন। অতঃপর আগুন যখন তাঁহার কাছে আসিত, তখন তাহারা তাঁহাকে বাহিরে লইয়া যাইত। ষড়্বর্ষীয় বালকেরা মত্তহস্তী দেখিয়া ভয় পায়, এজন্য তাহারা একটা হস্তীকে বেশ শিক্ষিত করিয়া, বোধিসত্ত্বকে অন্যান্য বালকদিগের সহিত রাজাঙ্গনে বসাইত এবং হাতীটাকে সেখানে ছাড়িয়া দিত। হাতীটা ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে এবং শুণ্ডদ্বারা ভূতলে আঘাত করিতে করিতে ভয় দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইত; অন্যান্য বালকেরা মরণভয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটিয়া যাইত; মহাসত্ত্ব নরক ভয়ে সেখানেই বসিয়া থাকিতেন; সুশিক্ষিত হস্তীটা তাঁহাকে লইয়া একবার উপরে, একবার নীচে দোলাইত এবং শেষে তাঁহার শরীরে কোনরূপ আঘাত না করিয়া চলিয়া যাইত। ক্রমে বোধিসত্ত্বের বয়স সাত বৎসর হইল; তিনি যখন বালকগণ-পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন তাহারা কয়েকটা উৎপাটিতবিষদন্ত ও বদ্ধমুখ-সর্প আনিয়া সেখানে ছাড়িয়া দিত। অন্যান্য বালকেরা চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইত, মহাসত্ত্ব কিন্তু নরকের ভয় চিন্তা করিয়া নিশ্চল থাকিতেন, তিনি ভাবতেন, 'ক্রুদ্ধ সর্পের মুখেও প্রাণত্যাগ শ্রেয়স্কর'। সর্পগুলি তাঁহার সর্ব্বশরীর বেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর ফণা তুলিয়া থাকিত, কিন্তু ইহাতেও তিনি বিচলিত হইতেন না। এইরূপে তাহারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিল; কিন্তু কিছুতেই মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ দেখিতে পাইল না। বালকেরা সমাজোৎসব ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তাহারা মহাসত্ত্বকে পঞ্চশত বালকের সহিত রাজাঙ্গনে বসাইয়া সেখানে বহু নট আনয়ন করিত। অন্যান্য বালকেরা নটদিগের ক্রীড়া দেখিয়া বাহবা দিত ও হাস্য করিত; কিন্তু মহাসত্ত্ব ভাবিতেন, 'নরকে জন্মিলে মুহূর্ত্তের জন্যও হাস্য ও আনন্দ থাকে না'; তিনি নরকের ভয় ভাবিয়া নিশ্চল থাকিতেন; নটদিগের দিকে দৃক্পাতও করিতেন না। বার বার এ পরীক্ষাদ্বারাও তাহারা মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ বাহির করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা খড়্গের দ্বারা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মহাসত্ত্বকে বালকদিগের সহিত রাজাঙ্গনে বসাইত; বালকেরা যখন ক্রীড়ায় রত হইত, তখন একটা লোক স্ফটিকবর্ণের একখানি খড়্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে লম্ফ দিতে দিতে ও সিংহনাদ করিতে করিতে সেখানে ছুটিয়া আসিত।

১। "[illegible]" এই পাঠ অনূদিত হইল।

২। নিরোধ — [illegible] নিরোধসমাপন্ন — [illegible]।

সে বলিত, "কাশীরাজের নাকি একটা অপেয়ো (কালকর্ণী) ছেলে হইয়াছে। (সেটা কোথায়? তাহার মাথা কাটিব)।" তাহাকে দেখিয়া অন্যান্য বালকেরা মহাভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিত ; বোধিসত্ত্ব কিন্তু নরকযন্ত্রণার কথা ভাবিয়া যেন কিছুই জানেন না, এইভাবে বসিয়া থাকিতেন। লোকটা খড়্গদ্বারা তাঁহার মস্তকস্পর্শ করিয়া ভয় দেখাইত যে, তাঁহার মাথা কাটিবে ; কিন্তু তাঁহাকে ভীত করিতে অসমর্থ হইয়া চলিয়া যাইত। বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও তাহারা মহাসত্ত্বের কোন বিশিষ্ট দোষ দেখিতে পাইল না। এইরূপে নয় বৎসর অতীত হইল। তিনি প্রকৃতই বধির কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য দশমবর্ষে রাজভৃত্যেরা তাঁহার শয্যার চারিদিকে পর্দা খাটাইত ; উহার চারি কোণে চারিটি ছিদ্র রাখিত ; তাঁহার অজ্ঞাতসারে শয্যার নিম্নে কয়েকজন শঙ্খধ্মাতা রাখিত ; শঙ্খধ্মাতারা সকলে একসঙ্গে শঙ্খধ্বনি করিত। রাজভবন শঙ্খনাদে নিনাদিত হইত ; অমাত্যগণ পর্দার চতুষ্কোণে যে সকল ছিদ্র থাকিত, সেইগুলির ভিতর দিয়া দেখিতেন ; কিন্তু মহাসত্ত্বের যে একদিনও কোনরূপ চিত্তবিকার হইয়াছে, বা হস্তপদের বিকার হইয়াছে বা কোন অঙ্গস্পন্দিত হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিতে পারিতেন না। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল। পরবৎসর ভেরীর শব্দ দ্বারা পরীক্ষা করা হইল ; তাহাতেও কোন দোষ দেখিতে পাওয়া গেল না। ইহার পর দীপ দ্বারা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। কুমার রাত্রিকালে অন্ধকারে হস্তপাদ স্পন্দন করেন কি না ইহা দেখিবার জন্য রাজভৃত্যেরা কতকগুলি ঘটের মধ্যে দীপ জ্বালিত ; তাহার পর কক্ষের অভ্যন্তরস্থ অন্য দীপগুলি নিবাইয়া কুমারকে কিয়ৎক্ষণ অন্ধকারে রাখিত, শেষে ঘটের মধ্যস্থ দীপগুলি এক সঙ্গে তুলিত, ইহাতে সমস্ত কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইত ; তাহারা এই আলোকে কুমার কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী করেন কি না তাহা পর্যবেক্ষণ করিত। কিন্তু পূর্ণ এক বৎসর এ পরীক্ষাদ্বারাও তাহারা তাঁহার দেহের কুত্রাপি স্পন্দনমাত্র লক্ষ্য করিতে পারিল না। তখন তাহারা স্থির করিল, কুমারকে গুড় দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহারা তাঁহার সর্বাঙ্গে গুড় মাখাইয়া মক্ষিকাবহুল স্থানে শোয়াইয়া রাখিত, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি তাড়াইয়া তাঁহার দিকে লইয়া যাইত ; সেগুলি তাঁহার সর্বশরীর ছাইয়া ফেলিয়া সূচীর মত হুল ফুটাইত ; কিন্তু ইহাতেও তিনি নিরোধসমাপন্নবৎ নিশ্চল থাকিতেন। পূর্ণ এক বৎসর বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও রাজপুরুষেরা ভাবিল, 'কুমার এখন বড় হইয়াছে ; এ বয়সে বালকেরা শুচিপ্রিয় ও অশুচিবিদ্বেষী হইয়া থাকে ; অতএব ইহাকে অশুচিদ্বারা পরীক্ষা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তাহারা তখন হইতে তাঁহাকে স্নান করাইত না ; তিনি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া তাহারই মধ্যে শুইয়া থাকিতেন ; দুর্গন্ধে দুর্গন্ধে তাঁহার পেটের নাড়িভুঁড়ি বাহির হইবার উপক্রম হইত, তাঁহাকে মাছিতে খাইত ; লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিত, "তেমিয়, তুমি এখন বড় হইয়াছ ; কে সর্বদা তোমার পরিচর্যা করিবে? তোমার কি লজ্জা হয় না ; দিন রাত শুইয়া আছ কেন? উঠিয়া গা পরিষ্কার কর।" কিন্তু এইরূপ নানাপ্রকার মল-রাশিতে নিমগ্ন থাকিয়াও মহাসত্ত্ব নিশ্চিন্তভাবে গূথনরকের কথা ভাবিতেন যে গূথনরকের দুর্গন্ধে শতযোজন দূরস্থ লোকের হৃদয়ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এক বৎসর কাল বার বার এই পরীক্ষা করিয়াও কেহ মহাসত্ত্বের ঈদৃশী দশার কোন হেতু নির্ণয় করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা মহাসত্ত্বের শয্যার নিম্নে আগুনের মালসা রাখিতে লাগিল ; তাহারা ভাবিল, 'কুমার যখন অগ্নির তাপে পীড়িত হইয়া আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন না, তখন হয়ত তাঁহার শরীরের স্পন্দন হইবে।' অগ্নির তাপে মহাসত্ত্বের শরীরে ফোস্কা পড়িল ; কিন্তু তিনি ভাবিলেন, "অবীচিনরকের অগ্নিশিখা শতযোজন পর্যন্ত উত্থিত হয় ; তাহার তুলনায় এ উত্তাপ শতগুণে, সহস্রগুণে উপভোগ্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উত্তাপ সহ্য করিতেন ও নিশ্চল রহিতেন। তাঁহার মাতাপিতার হৃদয় এ দৃশ্য দেখিয়া যেন বিদীর্ণ হইত ; তাঁহারা লোকজনকে সরাইয়া মহাসত্ত্বকে অগ্নিসন্তাপের বাহিরে আনিতেন এবং বলিতেন, "বৎস তেমিয়, তুমি পীঠসর্পী, বা মূক বা বধির হইয়া জন্ম নাই, ইহা আমরা জানি ; যাহারা পীঠসর্পী, মূক বা বধির, তাহাদের পা, মুখ ও কাণ এরূপ হয় না। আমরা দেবতাদিগের নিকট বহু প্রার্থনা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। আমাদের সর্বনাশ করিও না ; সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজারা যাহাতে আমাদিগকে ধিক্কার না দেন, তুমি তাহার উপায় কর।" মাতাপিতা মহাসত্ত্বের নিকট এইরূপ যাচ্ঞা করিতেন ; কিন্তু তিনি

সেই যাজ্ঞা শুনিয়াও যেন শুনিতেন না ; যথাপূর্ব্ব নিশ্চলভাবে শুইয়া থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার মাতাপিতা কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া যাইতেন। কখনও তাঁহার পিতা একাকী তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতেন ; কখনও বা তাঁহার মাতাই একা গিয়া ঐরূপ বলিতেন। এবংবিধ উপায়ে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়াও কিন্তু কেহ, কি জন্য যে তাঁহার এ দশা, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মহাসত্ত্বের যখন বয়স্ ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা রাণী প্রভৃতি ভাবিলেন, পীঠসর্পীই হউক, কিংবা মূকবধিরই হউক, এমন কেহই নাই, যে চিত্তরঞ্জক বিষয়ে সুখ পায় না, কিংবা যাহা প্রীতিজনক নয় তাহাতে প্রীতি পায়। যেমন যথাকালে পুষ্পের বিকাশ হয়, তেমনি যথাবয়সে লোকের চিত্তেরও এইরূপ অবস্থা ঘটে। অতএব ইহার চিত্তরঞ্জনার্থ নট নর্ত্তকী প্রভৃতি দ্বারা নানারূপ অভিনয় করাইয়া পরীক্ষা করা যাউক। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা দেবকন্যার ন্যায় বিলাসবতী পরমসুন্দরী রমণীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে এই কুমারকে হাসাইতে অথবা কামপাশে বদ্ধ করিতে পারিবে, সেই ইহার অগ্রমহিষী হইবে।" তাঁহারা কুমারকে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইলেন, দেবপুত্রের মত সাজাইলেন, দেববিমানকল্প রাজকীয় প্রকোষ্ঠে রাজশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং সমস্ত কক্ষটী সুগন্ধ মাল্য (চন্দনের বা কর্পূরের মালা), পুষ্পমাল্য, ধূপ, বাস, মদিরা, আসব ইত্যাদির গন্ধে আমোদিত করিয়া চলিয়া গেলেন। রমণীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্যগীত, মধুরালাপ প্রভৃতি নানা উপায়ে অভিরমণের চেষ্টা পাইল ; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রজ্ঞাসহকারে অবলোকন করিলেন এবং পাছে তাহারা তাঁহার শরীর স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মৃতবৎ স্তব্ধকায় হইলেন। তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে না পারিয়া তাহারা ভাবিল, 'কি আশ্চর্য্য! ইহার শরীর মৃতের ন্যায় স্তব্ধ ; এ মানুষ না, যক্ষ।' তাহারা গিয়া কুমারের মাতাপিতাকে এই কথা জানাইল।

এইরূপে বার বার পরীক্ষা করিয়াও রাজা ও রাণী কুমারের এতাদৃশী দশার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ষোল বৎসর ষোলটী মহাপরীক্ষা এবং বহু ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিলেন ; কিন্তু কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। রাজা নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া লক্ষণপাঠকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা না কুমারের জন্মকালে বলিয়াছিলে যে, এ ধন্য-পুণ্যলক্ষণ এবং ইহার কোন রিষ্টি নাই! এই কুমার আজন্ম পীঠসর্পী ও মূকবধির। তোমাদের কথানুরূপ ফল হইল না কেন?" দৈবজ্ঞেরা বলিল, "মহারাজ, কিছুই আচার্য্যদিগের অগোচর নাই ; কিন্তু আপনারা দেবতাদিগের নিকট এত প্রার্থনা করিয়া যে পুত্র লাভ করিয়াছেন, সে অপেয়ে (কালকর্ণী) হইবে একথা বলিলে আপনাদের দুঃখ হইতে পারে, ইহা মনে করিয়াই আমরা তখন প্রকৃত কথা বলি নাই।" "এখন আমার কর্ত্তব্য কি?" "মহারাজ, কুমার এই রাজভবনে বাস করিলে হয় আপনার, নয় মহিষীর জীবনান্ত হইবে, অথবা আপনার রাজ্য যাইবে। আমরা এই তিনটীর একটী না একটী অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি। অতএব একখানা অপেয়ে রথে অপেয়ে ঘোড়া যোতাইয়া কুমারকে তাহাতে তুলিয়া দিন ; এবং পশ্চিমদ্বার দিয়া বাহির করাইয়া আমক শ্মশানে পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করুন।" অমঙ্গলের কথা শুনিয়া রাজার ভয় হইল ; তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দৈবজ্ঞদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রা রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাকে একটী বর দিয়াছিলেন ; আমিও উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন কিছু চাই নাই। এখন আমি যাহা চাই, তাহা দান করুন" "কি চাও বল।" "আমার পুত্রকে রাজ্য দিন।" "না, দেবি; তাহা আমি দিতে পারিব না। তোমার পুত্র কালকর্ণী।" "মহারাজ, চিরজীবনের জন্য না হউক, সাত বৎসরের জন্য তাহাকে রাজ্য দিন।" "তাহা দিতে পারিব না।" "তবে পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর, সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ, চারি, তিন, দুই মাস, এক মাস, অর্দ্ধ মাসের জন্য দিন।" "না দেবি; আমি দিতে পারিব না।" "অন্ততঃ সাত দিনের জন্য দিন, মহারাজ।" "বেশ, এবার তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম।" তখন চন্দ্রা পুত্রকে সাজাইলেন, নগরে ভেরী বাদন দ্বারা প্রচার করিলেন যে, তেমিয়কুমার রাজত্ব করিতেছেন। তিনি নগর সুসজ্জিত করাইয়া পুত্রকে গজস্কন্ধে আরোহণ করাইলেন, তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র-উত্থাপিত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন, প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে রাজকীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া সমস্ত রাত্রি

সেই যাজ্ঞা শুনিয়াও যেন শুনিতেন না ; যথাপূর্ব্ব নিশ্চলভাবে শুইয়া থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার মাতাপিতা কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া যাইতেন। কখনও তাঁহার পিতা একাকী তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতেন ; কখনও বা তাঁহার মাতাই একা গিয়া ঐরূপ বলিতেন। এবংবিধ উপায়ে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়াও কিন্তু কেহ, কি জন্য যে তাঁহার এ দশা, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মহাসত্ত্বের যখন বয়স্ ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা রাণী প্রভৃতি ভাবিলেন, পীঠসর্পীই হউক, কিংবা মূকবধিরই হউক, এমন কেহই নাই, যে চিত্তরঞ্জক বিষয়ে সুখ পায় না, কিংবা যাহা প্রীতিজনক নয় তাহাতে প্রীতি পায়। যেমন যথাকালে পুষ্পের বিকাশ হয়, তেমনি যথাবয়সে লোকের চিত্তেরও এইরূপ অবস্থা ঘটে। অতএব ইহার চিত্তরঞ্জনার্থ নট নর্ত্তকী প্রভৃতি দ্বারা নানারূপ অভিনয় করাইয়া পরীক্ষা করা যাউক। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা দেবকন্যার ন্যায় বিলাসবতী পরমসুন্দরী রমণীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ''যে এই কুমারকে হাসাইতে অথবা কামপাশে বদ্ধ করিতে পারিবে, সেই ইহার অগ্রমহিষী হইবে।'' তাঁহারা কুমারকে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইলেন, দেবপুত্রের মত সাজাইলেন, দেববিমানকল্প রাজকীয় প্রকোষ্ঠে রাজশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং সমস্ত কক্ষটী সুগন্ধ মাল্য (চন্দনের বা কর্পূরের মালা), পুষ্পমাল্য, ধূপ, বাস, মদিরা, আসব ইত্যাদির গন্ধে আমোদিত করিয়া চলিয়া গেলেন। রমণীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্যগীত, মধুরালাপ প্রভৃতি নানা উপায়ে অভিরমণের চেষ্টা পাইল ; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রজ্ঞাসহকারে অবলোকন করিলেন এবং পাছে তাহারা তাঁহার শরীর স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মৃতবৎ স্তব্ধকায় হইলেন। তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে না পারিয়া তাহারা ভাবিল, 'কি আশ্চর্য্য! ইহার শরীর মৃতের ন্যায় স্তব্ধ ; এ মানুষ না, যক্ষ।' তাহারা গিয়া কুমারের মাতাপিতাকে এই কথা জানাইল।

এইরূপে বার বার পরীক্ষা করিয়াও রাজা ও রাণী কুমারের এতাদৃশী দশার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ষোল বৎসর ষোলটী মহাপরীক্ষা এবং বহু ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিলেন ; কিন্তু কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। রাজা নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া লক্ষণপাঠকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ''তোমরা না কুমারের জন্মকালে বলিয়াছিলে যে, এ ধন্য-পূণ্যলক্ষণ এবং ইহার কোন রিষ্টি নাই! এই কুমার আজন্ম পীঠসর্পী ও মূকবধির। তোমাদের কথানুরূপ ফল হইল না কেন?'' দৈবজ্ঞেরা বলিল, ''মহারাজ, কিছুই আচার্য্যদিগের অগোচর নাই ; কিন্তু আপনারা দেবতাদিগের নিকট এত প্রার্থনা করিয়া যে পুত্র লাভ করিয়াছেন, সে অপেয়ে (কালকর্ণী) হইবে একথা বলিলে আপনাদের দুঃখ হইতে পারে, ইহা মনে করিয়াই আমরা তখন প্রকৃত কথা বলি নাই।'' ''এখন আমার কর্ত্তব্য কি?'' ''মহারাজ, কুমার এই রাজভবনে বাস করিলে হয় আপনার, নয় মহিষীর জীবনান্ত হইবে, অথবা আপনার রাজ্য যাইবে। আমরা এই তিনটীর একটী না একটী অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি। অতএব একখানা অপেয়ে রথে অপেয়ে ঘোড়া যোতাইয়া কুমারকে তাহাতে তুলিয়া দিন ; এবং পশ্চিমদ্বার দিয়া বাহির করাইয়া আমক শ্মশানে পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করুন।'' অমঙ্গলের কথা শুনিয়া রাজার ভয় হইল ; তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দৈবজ্ঞদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রা রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, ''মহারাজ, আপনি আমাকে একটী বর দিয়াছিলেন ; আমিও উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন কিছু চাই নাই। এখন আমি যাহা চাই, তাহা দান করুন'' ''কি চাও বল।'' ''আমার পুত্রকে রাজ্য দিন।'' ''না, দেবি; তাহা আমি দিতে পারিব না। তোমার পুত্র কালকর্ণী।'' ''মহারাজ, চিরজীবনের জন্য না হউক, সাত বৎসরের জন্য তাহাকে রাজ্য দিন।'' ''তাহা দিতে পারিব না।'' ''তবে পাঁচ, চারি, তিন, দুই, এক বৎসর, সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ, চারি, তিন, দুই মাস, এক মাস, অর্দ্ধ মাসের জন্য দিন।'' ''না দেবি; আমি দিতে পারিব না।'' ''অন্ততঃ সাত দিনের জন্য দিন, মহারাজ।'' ''বেশ, এবার তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম।'' তখন চন্দ্রা পুত্রকে সাজাইলেন, নগরে ভেরী বাদন দ্বারা প্রচার করিলেন যে, তেমিয়কুমার রাজত্ব করিতেছেন। তিনি নগর সুসজ্জিত করাইয়া পুত্রকে গজস্কন্ধে আরোহণ করাইলেন, তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র-উত্থাপিত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন, প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে রাজকীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া সমস্ত রাত্রি

অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিলেন। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তিনি সারথিকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। অনন্তর তাঁহার প্রসাধনের ইচ্ছা জন্মিল। অমনি শক্রভবন উত্তপ্ত হইল ; শক্র ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'তেমিয় কুমারের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ; তিনি প্রসাধন ইচ্ছা করিতেছেন ; মানুষ যে আভরণ ব্যবহার করে, তাহা ইহার পক্ষে তুচ্ছ।' তিনি দিব্য আভরণ দিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, "যাও, কাশীরাজপুত্রকে গিয়া সজ্জিত কর।" বিশ্বকর্ম্মা "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং তেমিয় কুমারকে দশ সহস্র দিব্যবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া দিব্য ও মানুষিক আভরণে মণ্ডিত করিলেন। ইহাতে তেমিয় কুমার স্বয়ং শক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। সারথি যেখানে গর্ত্ত খনন করিতেছিল, তিনি শক্রলীলায় সেখানে গিয়া গর্ত্তের ধারে দাঁড়াইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

৩। কেন এত তাড়াতাড়ি করিছ খনন? গর্ত্তে তব, হে সারথে, কিবা প্রয়োজন?

ইহা শুনিয়াও সারথি উপরে তাকাইল না ; সে গর্ত্ত খনন করিতে করিতেই চতুর্থ গাথা বলিল :—

৪। মূক, পঙ্গু, জড়বৎ রাজার তনয় ; আজ্ঞা দিলা তেঁই মোরে রাজা মহাশয় :—
'খনন করিয়া গর্ত্ত কানন মাঝারে, রাখ সেথা সমাহিত করিয়া কুমারে।'

মহাসত্ত্ব বলিলেন :—

৫। মূক, বা বধির, কিংবা পঙ্গু, জড় নই আমি, শুন সত্য সারথিপ্রবর ;
তথাপি আমারে যদি সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।
৬। দেখ চারু উরু মম সুগঠিত বাহুদ্বয় শোন কর শ্রবণগোচর ;
তথাপি আমারে যদি সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।

ইহা শুনিয়া সারথি ভাবিল, "এ কে? এখানে আসিবার পরেই এ এইরূপ আত্মবর্ণন করিতেছে!" সে গর্ত্তখনন হইতে বিরত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া মহাসত্ত্বের অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইল এবং তিনি দেবতা, কি মানুষ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল,

৭। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিংবা দেবরাজ পুরন্দর, কে তুমি, নিশ্চয় করি বল ;
পুণ্যবলে কে তোমার, লভেছে পিতৃরূপে? কোন্ কুল করেছ উজ্জ্বল?

তখন মহাসত্ত্ব সারথির নিকট আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশনা করিলেন :—

৮। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিংবা দেবরাজ পুরন্দর নহি আমি জানিও নিশ্চয় ,
কাশীরাজপুত্র আমি, সমাহিতে গর্ত্তে যারে আজ তুমি করেছ আশয়।
৯। কাশীরাজ পিতা মোর ; সেবক তাঁহার তুমি, দেখ ভাবি, সারথিপ্রবর ;
তথাপি আমারে যদি সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।
১০। যে তরুর ছায়া সেবি লভে তৃপ্তি অনুক্ষণ, তার ও শাখা কাটিতে ছেদন
পারে কি করিতে কেহ? যে করে সে পাপ, লোকে মিত্রদ্রোহী বলে সর্ব্বজন।
১১। কাশীরাজ তরুসম ; আমি তার শাখা তরে ; ছায়াসেবী সারথিপ্রবর ;
তথাপি আমারে যদি সমাহিত কর বনে, হবে তব পাপ ঘোরতর।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ বলিলেও সারথি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না। তাহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি দশটী মিত্রপূজক গাথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ব্রহ্মস্বরে এবং দেবতাদিগের সাধুকারে সমস্ত বনসন্নিবেশ নিনাদিত হইল :

১২। মিত্রের হিতৈষী লোকে সদ্ধে প্রবাসে খাদ্য বহু পাইবে, গিয়া যত দেশে।
১৩। মিত্রের হিতৈষী যেই, গ্রামে কি নগরে, পূজিত সকলে তারে সমাদর করে।
১৪। মিত্রের হিতৈষী যেই, দস্যুগণ তারে [illegible] ;
না পারে পীড়িতে [illegible] [illegible]
১৫। মিত্রের হিতৈষী যেই, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

১৬। মিত্রের হিতৈষী যেই, প্রাপ্তি হয় তার   সৎকারের বিনিময়ে সর্বত্র সৎকার।
অন্যের গৌরব হানি করেনা কখন ;   তাই সে সবার হয় গৌরবভাজন।
গুণ আর কীর্তি তার করে সবে গান ;   কি স্বদেশে, কি বিদেশে পায় সে সম্মান
১৭। মিত্রের হিতৈষী যেই, পূজিয়া অপরে   অপরের ঠাঁই সেই পূজা লাভ করে।
প্রণমি অপরে হয় প্রণম্য তাদের ;   হয় সেই অধিকারী কীর্তি ও যশের।
১৮। মিত্রের হিতৈষী যেই, সতত কমলা   থাকেন তাহার সঙ্গে হইয়া অচলা।
উজলে সে দশদিক্ গুণের ছটায়,   অগ্নি বা দেবতা যথা নিজের প্রভায়।
১৯। মিত্রের হিতৈষী যেই, তাহার গোধন   নবজাত বৎসে বৃদ্ধি পায় অনুক্ষণ।
উপ্তবীজ সব তার হয় অঙ্কুরিত ;   কৃষিফল ভুঞ্জি সেই হয় আনন্দিত।
২০। মিত্রের হিতৈষী যেই, তাহার কখন   দরী, গিরি কিংবা বৃক্ষ হইতে পতন
হয় যদি, করে সেই লাভ নিঃসংশয়   হেন স্থান, বাঁচে যাহা করিয়া আশ্রয়।
২১। প্ররোহ রক্ষিত বট তরুকে যেমন   উৎপাটিতে কখন(ও) না পারে প্রভঞ্জন,
মিত্রের হিতৈষী যেই, তেমনি তাহারে   পরাস্ত করিতে কভু শত্রুরা না পারে।

মহাসত্ত্ব এই সকল গাথাদ্বারা ধর্ম্মদেশন করিলেও সুনন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিল না ; সে রথের নিকটে গেল ; কিন্তু সেখানে রথ ও অলঙ্কারভাণ্ড না দেখিয়াই ফিরিয়া গিয়া সে কুমারের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার পদতলে পড়িয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল ঃ—

২২। এস, রাজপুত্র ; পুনঃ   গৃহেতে তোমারে লয়ে যাই ;
সুখে থাক ; কর রাজ্য ;   এ বনে থাকিয়া কাজ নাই।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৩। সে রাজ্যে, সে ধনে, কিংবা   জ্ঞাতিগণে নাই প্রয়োজন ;
রাজ্য হেতু পাপপথে   করিতে হইবে বিচরণ।

সারথি বলিল,

২৪। ফিরি যদি যাও ঘরে,   পূর্ণপাত্র লয়ে হাতে   করিবে তোমায় সম্বর্দ্ধন,
জনক জননী তব   তুষ্ট হয়ে দান মোরে   করিবেন সুপ্রচুর ধন।
২৫। ফিরি যদি যাও ঘরে,   অন্তঃপুরবাসিনীরা,   বালক, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যগণ
সন্তুষ্ট হইয়া সবে   করিবেন দান মোরে   যথাসাধ্য বহুবিধ ধন।
২৬। ফিরি যদি যাও ঘরে,   গজসাদি, অশ্বসাদি,   রথী আর পদাতিকগণ,
সন্তুষ্ট হইয়া সবে   করিবেন দান মোরে   যথাসাধ্য বহুবিধ ধন।
২৭। ফিরি যদি যাও ঘরে,   সমাগত হয়ে সেথা   পৌর আর জানপদগণ,
অপার আনন্দ লভি   দিবেন আমায় সবে   উপহার নানাবিধ ধন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৮। পিতা, মাতা, রথী, পৌর, বালক সবাই   করিল আমারে ত্যাগ ; গৃহ মোর নাই।
২৯। দিলা অনুমতি মাতা ; সর্ব্বথা বর্জ্জন   করিলা জনক মোরে ; প্রব্রজ্যাগ্রহণ
একাকী অরণ্যে আমি করিলাম তাই ;   কামের বাসনা মোর অণুমাত্র নাই।
৩০। যে জন না করে ত্বরা,   তাহার(ও) সিদ্ধ হয় ;
ব্রহ্মচর্য্য করি লাভ   হইলাম সিদ্ধার্থ নিশ্চয়।
৩১। যে না করে ত্বরা, সেই   হিতপরাকাষ্ঠা লাভ করে ;
ব্রহ্মচর্য্য লাভ করি   নিষ্ক্রমণ নির্ভয়অন্তরে।

সারথি বলিল,

৩২। এত মিষ্টভাষী তুমি,   এমন সুস্পষ্ট বাক্য তব ;
মাতার পিতার ঠাঁই   কেন তবে ছিলে হে নীরব?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৩৩। [illegible] নাই মোর [illegible] ;   [illegible] নাই [illegible] আমি [illegible]।
[illegible] আছে ; তবু আমি [illegible] ;   জিহ্বা আছে, তবু আমি মূক হইয়াছি।

৩৪। পূর্ব্বজন্মকথা মোর হয়েছে স্মরণ ; করেছিনু কিছুদিন রাজত্ব তখন।
রাজত্বের অবসানে হইল আমার নরকে পড়িয়া একশেষ যন্ত্রণার।
৩৫। করিনু রাজত্ব আমি বিংশতি বৎসর ; ভুঞ্জিনু তাহার ফল অতি ভয়ঙ্কর ;
অশীতি সহস্রবর্ষ সে পাপের ফলে পুড়িলাম অহর্নিশ নরক-অনলে।
৩৬। রাজ্যের নামেতে তাই ভয় বড় করে ; রাজ্যে পাছে অভিষিক্ত করয় আমারে,
এই আশঙ্কায় মূক সাজিনু সর্ব্বথা, পিতার, মাতার সঙ্গে না কহিনু কথা।
৩৭। কোলে মোরে লয়ে পিতা পরুষবচনে, দিলেন ভীষণ এই আজ্ঞা ভৃত্যগণে,
'বধ এরে, বান্ধি এরে রাখ কারাগারে, শক্তিদ্বারা কাট এরে খণ্ড খণ্ড করে ;
ইহারে করহ গিয়া শূলে আরোপিত।" শুনিয়া হৃদয় মোর হইল কম্পিত।
৩৮। শুনি যে দারুণ বাণী কাঁপে মোর বুক ; অমূক হইয়া আমি সাজিলাম মূক।
অপঙ্গু হইয়া থাকি পঙ্গুর মতন নিজের বিষ্ঠায় পরিপ্লুত অনুক্ষণ।
৩৯। দুঃখময় ক্ষণস্থায়ী জীবের জীবন ; তার তরে পাপ লোকে করে কি কারণ?
৪০। এই জীবনের তরে আছে কি এমন প্রজ্ঞাহীন, ধর্ম্মদৃষ্টিহীন কোনজন,
প্রাণাতিপাতাদি পাপে হয় যেই রত? ধিক্ হেন পাষণ্ডেরে, ধিক্ শত শত!
৪১। যে জন না করে ত্বরা, ফলাশা তাহারও সিদ্ধ হয়।
ব্রহ্মচর্য্য করি লাভ হইলাম সিদ্ধার্থ নিশ্চয়।
৪২। যে না করে ত্বরা, সেও তিহপরাকাষ্ঠা লাভ করে ;
ব্রহ্মচর্য্য লভি করি নিষ্ক্রমণ নির্ভয়অন্তরে

ইহা শুনিয়া সুনন্দ ভাবিল, 'এই কুমার ঈদৃশী রাজশ্রীকে গলিত শব মনে করিয়া বর্জ্জন করিতেছেন এবং নিজের সঙ্কল্প অব্যাহত রাখিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ অরণ্যে আসিয়াছেন। আমারই বা এই কষ্টকর জীবনে কি প্রয়োজন? আমিও ইঁহার সঙ্গে প্রব্রজ্যা লইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বলিল,

৪৩। আমিও প্রব্রজ্যা লব নিকটে তোমার ;
'এস ভিক্ষু' বলি মোরে করহ আহ্বান,
সুখে থাক, কর পূর্ণ প্রার্থনা আমার,
প্রব্রজ্যা পাইতে বড় ব্যগ্র মোর প্রাণ।

সুনন্দের প্রার্থনা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি যদি ইহাকে এখনই প্রব্রজ্যা দেই, তবে আমার মাতাপিতার এখানে আসা ঘটিবে না ; ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে, কারণ এই অশ্ব, রথ ও আভরণভাণ্ড সমস্তই বিনষ্ট হইবে ; আমারও নিন্দা হইবে, কারণ লোকে ভাবিবে, আমি প্রকৃতই যক্ষ, আমি সারথিকে খাইয়া ফেলিয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্মনিন্দাপরিহারার্থ এবং মাতাপিতার মঙ্গলসাধনার্থ তিনি সারথিকে বুঝাইলেন যে, সে অশ্ব, রথ ও আভরণভাণ্ড প্রত্যর্পণের জন্য রাজার নিকট ঋণী। তিনি বলিলেন,

৪৪। অনৃণ হইয়া এস, রথ করি প্রত্যর্পণ;
অনৃণ(ই) প্রব্রজ্যা পায়, বলে ইহা ঋষিগণ।

সারথি ভাবিল, 'আমি নগরে গমন করিলে কুমার যদি অন্যত্র চলিয়া যান এবং এই বৃত্তান্ত শুনিয়া 'আমার পুত্রকে দেখাও' বলিয়া মহারাজ এখানে আসিয়া ইঁহাকে দেখিতে না পান, তবে আমাকে দণ্ড দিবেন। অতএব আমার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া, ইঁনি যে চলিয়া যাইবেন না, এরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করা আবশ্যক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে দুইটী গাথা বলিল :—

৪৫। তোমার আদেশ রক্ষা করিব আমি যেমন,
আমারও প্রার্থনা এক করহ তুমি পূরণ :—
৪৬। রাজাকে লইয়া সঙ্গে যতক্ষণ নাহি ফিরি,
এই স্থানে অবস্থিত রবে তুমি দয়া করি।
পিতা তব পুনর্বার পুত্রসন্দর্শনে,
তোষ হয়, পাইবেন অপার আনন্দ মনে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৪৭। পূরিব প্রার্থনা তব, সারথে, আমি নিশ্চয় ;
পিতাকে দেখিতে হেথা আমারও বাসনা হয়।
৪৮। আমার কুশলবার্ত্তা বল গিয়া জ্ঞাতিগণে ;
জানায়ো প্রণাম মোর মাতাপিতৃ-শ্রীচরণে।

এই আদেশ গ্রহণ করিয়া

৪৯। নমি কুমারের পায় প্রদক্ষিণ করি তাঁরে তখন সারথি
রথে করি আরোহণ রাজদ্বারে উপনীত হ'ল শীঘ্রগতি।

এই সময়ে চন্দ্রাদেবী প্রাসাদবাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রের কোন সংবাদ আসিল কি না, জানিবার জন্য সারথির আগমনপথ অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি সারথিকে একা আসিতে দেখিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫০। সারথি ফিরেছে একা ; শূন্য রথ, হায়! দেখি ইহা জননীর বুক ফেটে যায়।
এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অশ্রুপূর্ণনেত্রে মাতা লাগিলা কাঁদিতে :—
৫১। "এই ত সারথি সেই, পুত্রকে আমার বধিয়া করেছে আজ্ঞা পালন রাজার।
রেখেছে বাছারে পুঁতি গর্ত্তেতে নিশ্চয়, মাটিতে মাটির দেহ মিশিয়াছে, হায়।
৫২। তোমরকে করি বধ ফিরিল সারথি, দেখি ইহা শত্রুগণে হৃষ্ট হবে অতি।"
৫৩। সারথি ফিরেছে একা ; শূন্য রথ হায়! দেখি ইহা সাশ্রুনেত্রে জননী শুধায় :—
৫৪। "সত্যই কি মূকপঙ্গু ছিল বাছাধন? গর্ত্তে ফেলি যবে তারে করিলে নিধন,
বিলাপ তখন সে কি কিছু করে নাই? বল সত্য, হে সারথে, তোমায় শুধাই।
৫৫। গর্ত্তে ফেলি যবে তারে করিলে নিধন, হাত পা ছুড়িয়া বাধা দিল কি তখন?"]

সারথি বলিল,

৫৬। রাজপুত্রমুখে যাহা করেছি শ্রবণ, দেহবল তাঁর যাহা করেছি দর্শন
সত্য করি তোমাকে বলিব সমুদায়, যদি, আর্য্যে দাও তুমি অভয় আমায়।

চন্দ্রাদেবী বলিলেন,

৫৭। অভয় দিলাম, সৌম্য ; বল অকপটে দেখিলে যা', শুনিলে যা বাছার নিকটে।

সারথি বলিল—

৫৮। নন মূক, নন পঙ্গু তনয় তোমার ; নিঃসরে সুস্পষ্ট বাণী মুখ হ'তে তাঁর।
কাঁপিতেন সদা তিনি রাজত্বের ভয়ে, মূকপঙ্গুবৎ, তাই, ছিলেন আলয়ে।
৫৯। স্মৃতিপথে জাগে তাঁর পূর্ব্বজন্ম কথা ; ছিলেন আরূঢ় তিনি রাজপদে হেথা।
কিন্তু তার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর ; করিতে হইল ভোগ নরক দুস্তর ;
৬০। করিলেন রাজ্য তিনি বিংশতি বৎসর ; ভুঞ্জিলেন প্রতিফল তার ভয়ঙ্কর ;
অশীতিসহস্র বর্ষ সে পাপের ফলে পুড়িলেন অহর্নিশ নরক অনলে।
৬১। রাজ্যের নামেতে বড় ভয় পেয়ে মনে সাজিলেন মূকপঙ্গু তিনি সে কারণে।
রাজা পাছে দেন তাঁরে এই ভয়ে সদা নীরব ছিলেন তিনি বলেন নি কথা।
৬২। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তাঁর নাই দোষ কোন ; শালপ্রাংশু, ব্যূঢ়োরস্ক দেহ সুগঠন।
সুস্পষ্টমধুরভাষী, মহাপ্রজ্ঞাশালী হয়েছেন ধর্ম্মমার্গে তিনি প্রতিষ্ঠিত।
৬৩। দেখিতে তনয়ে যদি ইচ্ছা হয় মনে, অবিলম্বে চল, দেবি, তুমি মোর সনে।
লইয়া তোমারে আমি, পলাইব যবে যেখানে তেমিয় এবে আছেন বসিয়া।

সারথিকে প্রেরণ করিয়া কুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া শক্র বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, "বাপু, তেমিয় কুমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চান ; তাঁহার জন্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ

করিয়া এবং প্রব্রাজকব্যবহার্য্য সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া এস।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সত্বর গমন করিলেন ত্রিযোজনব্যাপী বনভূমিতে আশ্রম প্রস্তুত করিলেন, তাহার মধ্যে দিবাবাসের ও রাত্রিবাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিলেন, সমস্ত তপোবনটীকে পুষ্করিণী, গুহা, ফলবৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা সাজাইলেন এবং প্রব্রাজকদিগের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। মহাসত্ত্ব দেখিয়াই বুঝিলেন, আশ্রমটী শক্রদত্ত ; তিনি পর্ণশালার অভ্যন্তরে গিয়া পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিলেন, রক্তচীবরের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন, জটামণ্ডল বন্ধন করিলেন এবং কান্ধে বাঁক লইয়া ও ভিক্ষুজনোচিত দণ্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালা হইতে বাহির হইলেন। এইরূপে পূর্ণপরিব্রাজকশ্রী ধারণপূর্ব্বক তিনি ইতস্ততঃ চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে মনের উল্লাসে বলিতে লাগিলেন, "অহো! কি সুখ! অহো! কি সুখ!" তিনি পুনর্ব্বার পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। অতঃপর সন্ধ্যাকালে তিনি পুনর্ব্বার বাহিরে গেলেন, অদূরবর্ত্তী একটী কারবৃক্ষ হইতে কতকগুলি পাতা লইয়া শক্রদত্ত পাত্রে অলবণ, অতক্র জলে, কোনরূপ মশলা না দিয়া[১] সিদ্ধ করিলেন, উহাই অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন এবং ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে, সুনন্দের কথা শুনিয়া কাশীরাজ প্রধান সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া যাত্রার জন্য উদ্‌যোগ করিতে বলিলেন।

৬৪। যোত রথে অশ্ব সব ; গজপৃষ্ঠে যোগ্ধারা বান্ধহ আসন ;
বাজাও পণব, শঙ্খ ; একমুখী ভেরী সব করহ বাদন।

৬৫। সুসন্নদ্ধ ভেরী সব, দুন্দুভি মধুরস্বরা লাগুক বাজিতে ;
আন সব পৌরজনে ; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

৬৬। পুরস্ত্রী কুমারগণ বৈশ্য-ব্রাহ্মণাদি সবে বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব ; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

৬৭। গজসাদী, দেহরক্ষী, রথী পদাতিকগণে বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব ; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

৬৮। পৌরজানপদগণে সমবেত করি হেথা বল সাজাইতে
নিজ নিজ যান সব ; যাইব পুত্রকে আমি এবে বুঝাইতে।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া সারথিরা রথে অশ্ব যোজন করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল এবং রাজাকে সংবাদ দিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৯। সৈন্ধব তুরগ রথে হইল যোজন ; সারথিরা রাজদ্বারে করিল গমন।
বলে, 'ভূপ, রথে অশ্ব হ'য়েছে যোজিত, আজ্ঞাপ্রতীক্ষায় সবে দ্বারে উপস্থিত।"]

রাজা বলিলেন,

৭০। (ক)। স্থূল অশ্ব মন্দগতি ; কৃশ বলহীন।

তিনি সারথিকে বলিলেন, "এরূপ অশ্ব যেন গ্রহণ করা না হয়!" সারথি বলিল,

৭০। (খ)। ভাল অশ্ব যুতিয়াছি, বর্জ্জি স্থূল, ক্ষীণ।

পুত্রের নিকট যাইবার কালে রাজা চতুর্ব্বর্ণের ও অষ্টাদশশ্রেণীর সমস্ত লোক এবং নিজের সমস্ত সৈনসামন্ত সমবেত করাইলেন। এই আয়োজন সম্পন্ন করিতে তিন দিন অতিবাহিত হইল। চতুর্থ দিনে, যে যে দ্রব্য সঙ্গে লওয়া আবশ্যক, সমস্ত লইয়া তিনি রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পুত্রের

১। সিদ্ধপুনে উদকে সেদেত্বা — কোনরূপ মশলা দেওয়া হয় নাই এমন জলে সিদ্ধ করিয়া। কারপত্র সম্বন্ধে অকিত্তি জাতকের (৪৮০) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আশ্রমে গিয়া তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন।

[এই ঘটনা বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭১। ভূপতি তখন ত্বরা করিলেন আরোহণ সজ্জিত স্যন্দনে,
চল সবে সঙ্গে মোর', বলিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজপত্নীগণে।
৭২। চামর, উষ্ণীষ, খড়্গ, পাদুকা, ধবলচ্ছত্র করিয়া গ্রহণ,
সুবর্ণ-খচিত চারু সমুজ্জ্বল রাজরথে করি আরোহণ,
৭৩। সারথিকে পুরোভাগে রাখি করিলেন যাত্রা কাশীনরপতি ;
যেখানে প্রশান্তমনে তেমিয় ছিলেন, সেথা যান শীঘ্রগতি।
৭৪। বেষ্টিত ক্ষত্রিয়গণে দীপ্ত-হুতাশনবৎ রাজাকে তেমিয়
আসিতে দেখিয়া সেথা করিলেন মিষ্টভাষে সম্ভাষণ প্রিয়।—
৭৫। "কুশল ত তব, পিতঃ? অসুখ ত নাই কিছু? রাজকন্যাগণ,
যাঁহারা আমার মাতা, আছেন ত সবে হ'য়ে আরোগ্যভাজন?"
৭৬। "কুশল আমার পুত্র ; অসুখ কিছুই নাই ; রাজকন্যাগণ,
যাঁহারা তোমার মাতা, আছেন সকলে হ'য়ে আরোগ্যভাজন।"
৭৭। "মদ্য ত না কর পান? সুরা ত অপ্রিয় তব? সত্যে, ধর্ম্মে, দানে
পাও ত আনন্দ মনে? পাল ত এ ব্রতত্রয় সদা সাবধানে?"
৭৮। "মদ্য নাহি করি পান, অপ্রিয় আমার সুরা ; সত্যে, ধর্ম্মে, দানে
পাই আমি প্রীতি মনে ; পালি এই ব্রতত্রয় সদা সাবধানে।"
৭৯। "নীরোগ ত অশ্বগণ? গজাদি বাহন তব নীরোগ ত সব?
শরীরের পীড়াকর কোনরূপ ব্যাধি, পিতঃ হয় নি ত তব?"
৮০। "নীরোগ তুরগগণ ; গজাদি বাহন মোর নীরোগ সকল ;
শরীরের পীড়াকর হয় নাই ব্যাধি কোন; আছি আমি ভাল।"
৮১। "রাজ্যের প্রত্যন্ত তব শান্ত ও সমৃদ্ধিশালী আছে ত সতত?
রাজ্যমধ্যবর্ত্তী ভাগ ধনেজনে পরিপূর্ণ হয়েছে ত, পিতঃ?
কোষ, কোষস্থিত ধন রয়েছে ত অনুক্ষণ পূর্ণ ও রক্ষিত?
অনবধানতাহেতু হয় না ত সে সকল কভু অপচিত?
৮২। স্বাগত, হে মহারাজ।[১] তোমার দর্শনে বড়ই আনন্দ আজ পাইলাম মনে।
আন হে তোমরা হেথা পল্যঙ্ক সত্বর ; বসুন উপরে তার সুখে নরবর।"

মহাসত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন না।

ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন ; 'ইনি যদি পল্যঙ্কে উপবেশন না করেন, তবে পর্ণাস্তরণ প্রস্তুত কর।' উহা প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন,

৮৩। সুবিন্যস্ত এই পর্ণ-আস্তরণোপরি বসুন আপনি, পিতঃ, অনুগ্রহ করি।
এখান হইতে জল করি আহরণ করিবে ভৃত্যেরা তব পাদ প্রক্ষালন।

মহাসত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ রাজা পর্ণাস্তরণেও উপবেশন করিলেন না। তিনি ভূমিতে বসিলেন। মহাসত্ত্ব পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক সেই কারপত্র আনয়ন করিলেন এবং তাহা ভোজন করিবার জন্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন :—

৮৪। শুধু এই তুচ্ছ কারপত্র অলবণ খেয়ে এবে করিতেছি জীবন ধারণ।
আশ্রমে আপনি মোর অভ্যাগত আজ ; দিনু ইহা : দয়া করি ভুঞ্জ, মহারাজ।

রাজা বলিলেন,

৮৫। খাই না কখন(ও) পর্ণ ; উপযুক্ত খাদ্য ইহা, জান, বৎস, নয় ত আমার।
খাঁটি শালিতণ্ডুলের পলান্ন করায়ে পাক করি আমি তাহাই আহার।

১। "স্বাগতং তে মহারাজ অথো তে অদুরাগতং"। — অদুরাগতং শব্দটি (ন + দুর্ + আগতং) অনিকল welcome শব্দের প্রতিশব্দ।

এই সময়ে চন্দ্রাদেবী অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনী-পরিবৃতা হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রিয় পুত্রের পাদস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার বন্দনা করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার পুত্র কি আহার করেন, দেখ।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ পর্ণের এক টুকরা চন্দ্রার হস্তে দিলেন। চন্দ্রা ও তাঁহার সঙ্গিনীরা সকলেই বলিলেন, "প্রভো, আপনি কি সত্যসত্যই ইহা ভোজন করেন?" তাঁহারা উহার আস্বাদ লইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আপনি অতি দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন!" তাঁহারা আবার উপবেশন করিলে রাজা বলিলেন, "বৎস, ইহা আমার নিকট বড় আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতেছে।

৮৬। একাকী নির্জ্জনে থাকি এমন বিস্বাদ খাদ্য করিতেছ প্রত্যহ, আহার,
অথচ এ কি আশ্চর্য্য! হইয়াছে দেহ তব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর!"

ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৮৭। পর্ণে আচ্ছাদিত এই শয্যায় একাকী
শুয়ে থাকি, মহারাজ। একা শুই, তাই
দেহের বর্ণের মোর ঘটে না ব্যত্যয়।

৮৮। হাতে লয়ে তরবারি রাজরক্ষিগণ
থাকে না শয্যার পাশে ; তাই, মহারাজ,
দেহের বর্ণের মোর ঘটে না ব্যত্যয়।

৮৯। অতীতের জন্য আমি না করি শোচনা ;
অনাগত ভেবে আমি না করি বিলাপ ;
ভালমন্দ না বিচারি সহিত বর্ত্তমানে ;
বর্ণের আমার তাই ঘটে না ব্যত্যয়।

৯০। অনাগত-ভয়ে সদা করিয়া বিলাপ,
অতীতের জন্য আর করিয়া শোচনা,
শীর্ণ হয় মূর্খগণ ; ছিন্নমূল যথা
হরিদ্বর্ণ নল হয় শীর্ণ ও বিবর্ণ।

রাজা ভাবিলেন, 'পুত্রকে আমি এখনই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইব।' তিনি নিম্নলিখিত গাথাগুলিতে পুত্রকে রাজ্যগ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন :—

৯১। গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পত্তি, বর্ম্মিগণ, সুরম্য ভবন, —
সমস্তই হস্তে তব করিলাম আজ হ'তে আমি সমর্পণ।

৯২। নানাভরণমণ্ডিত সুসজ্জিত অন্তঃপুর করিলাম দান ;
রাজা হও আমাদের ; দেখিয়া লভুক তৃপ্তি মন আর প্রাণ।

৯৩। নৃত্যগীতে সুনিপুণা, সুশিক্ষিতা, সুচতুরা নর্ত্তকী সকল
কাম চরিতার্থ তব করিবে, অরণ্যে, বল, থাকিয়া কি ফল?

৯৪। অলঙ্কৃতা রাজকন্যা আনি দিব প্রতিকূল রাজকুল হ'তে;
উৎপাদি তাদের গর্ভে অপত্য, পশ্চাতে যাবে প্রব্রজ্যা লইতে।

৯৫। যুবা তুমি — শিশু তুমি ; তুমি হে আমার, বৎস, প্রথম তনয় ;
কর রাজ্য, হও সুখী ; একাকী অরণ্যে থাকি কিবা ফলোদয়?

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মদেশন করিলেন :—

৯৬। "যুবাকেই ল'তে হয় ব্রহ্মচর্য্যাব্রত ; যুবকের(ই) পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যা সুসঙ্গত।
তরুণেই করিবেক প্রব্রজ্যা গ্রহণ — ঋষি-প্রবর্ত্তিত ইহা ধর্ম্ম সনাতন।

৯৭। যুবাকেই ল'তে হয় ব্রহ্মচর্য্যাব্রত ; যুবকের(ই) পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যা সুসঙ্গত।
ব্রহ্মচর্য্যাব্রত আমি পালিব সদাই ; রাজত্ব করিতে লাভ ইচ্ছা মোর নাই।

৯৮। আজ আধ আধ স্বরে 'বাবা', 'মা' বলিয়া যে শিশু শ্রবণে দেয় অমৃত ঢালিয়া,
কষ্কালবদ্ধ সেই প্রিয় পুত্র, হায় তরুণ বয়সে, দেখি, মৃত্যুমুখে যায়।

৯৯। নূতন বাঁশের কুড়ি যেমন সুন্দর, সেইরূপ দেখি কত চারুকলেবর
শিশুকন্যাগণ, হায়, করে উৎপাটন অকালে সহসা আসি দুরন্ত শমন।

১০০। বাল্যেও মরিছে সদা, নরনারীগণ ; বয়স বিচার কভু করে না শমন।
'শিশু আমি', যুবা আমি', ভাবি ইহা মনে জীবনে বিশ্বাস জীব করিবে কেমনে?

১০১। রাত্রি যায়, দিন আসে, আয়ুঃ হয় ক্ষয় ; এ প্রত্যক্ষ সত্যে কার(ও) আছে কি সংশয়?
অল্পোদকে মৎস্যবৎ হেথা জীবগণ ; রক্ষা কি করিতে পারে শৈশব, যৌবন?

১। 'অপ্পপত্তো ন জনং'। এই গাথাটির ইংরাজী অনুবাদ নিতান্ত অর্থশূন্য হইয়াছে।

২। 'কলীর' ; সংস্কৃত 'করীর'।

১০২। এ লোক সন্তপ্ত সদা ; বেষ্টিত সতত ; অমোঘারা চরিতেছে হেথা অবিরত,
এ সকল কিছু তুমি কর বিলোকন কেন রাজ্য দিতে চাও আমায়, রাজন্?"
১০৩। "কে করে সন্তপ্ত লোক? কে করে বেষ্টন? অমোঘা কাহারা হেথা করে বিচরণ?"
সংক্ষেপে বলিলা তুমি, পারি না বুঝিতে ; সে কারণ হ'ল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে।"[১]
১০৪। "মৃত্যুদ্বারা অনুক্ষণ এ লোক সন্তপ্ত ; জরা এরে রাখিয়াছে বেষ্টিয়া সতত ;
রজনী অমোঘা, ভূপ; আসে আর যায় ; সঙ্গে সঙ্গে জীবদের আয়ুঃ ক্ষয় পায়।
১০৫। বস্ত্রবয়নের জন্য টানা সাজাইয়া
একটি একটা করি পড়েন তাহার
যেমন বয়নকারী দিলে পরাইয়া
তখনি বয়নযোগ্য অংশ হ্রাস পায়,
প্রতি রাত্রি অবসানে মর্ত্যেরও জীবন
অল্প হ'তে অল্পতর হয় হে তেমন।[২]
১০৬। পুরতঃ জলের স্রোত ধায় অনুক্ষণ ; পশ্চাতে ফিরিয়া তাহা আসে না কখন।
মানুষের আয়ুষ্কাল ধায় সে প্রকার সম্মুখে ; পশ্চাতে ফিরি আসে না ক আর।
১০৭। স্রোতস্বতী তীররুহ তরু সমুদায় উপাড়ি লইয়া যথা সিন্ধুপানে ধায়,
জরা মৃত্যু সেইরূপ ধ্বংসি জীবগণে টানিতেছে অবিরত শমন-সদনে।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজা গৃহবাসে বীতরাগ হইলেন ; তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি আর নগরে ফিরিব না, এখানেই প্রব্রজ্যা লইব ; আমার পুত্র যদি নগরে যায়, তবে তাহাকেই শ্বেতচ্ছত্র দান করিব।' তিনি মহাসত্ত্বকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিয়া বলিলেন,

১০৮। গজসাদী, অশ্বসাদী, রথী, পত্তি, বর্ম্মিগণ, সুরম্য ভবন, —
সমস্তই হস্তে তব করিলাম আজ হতে আমি সমর্পণ।
১০৯। নানাভরণমণ্ডিত অন্তঃপুর সুসজ্জিত করিলাম দান ;
রাজা হও আমাদের ; দেখিয়া লভুক তৃপ্তি মন আর প্রাণ।
১১০। নৃত্যগীতে সুনিপুণা, সুশিক্ষিতা, সুচতুরা নর্ত্তকী সকল
কাম চরিতার্থ তব করিবে ; অরণ্যে, বল, থাকিয়া কি ফল?
১১১। অলঙ্কৃতা রাজকন্যা আনি দিব প্রতিকূল রাজকুল হতে ;
উৎপাদি তাদের গর্ভে অপত্য, পশ্চাতে যাবে প্রব্রজ্যা লইতে।
১১২। কোষ, কোষস্থিত ধন, অশ্বাদি বাহন সব, সেনা সমুদায়,
সুরম্য প্রাসাদ যত,— সমস্ত ঐশ্বর্য্য, পুত্র, দিলাম তোমায়।
১১৩। সুভাষিণী নারীগণে[৩] বেষ্টিত হইয়া তুমি রবে অনুক্ষণ ;
করিবে তোমার সেবা কায়মনোবাক্যে সদা দাসদাসীগণ।
রাজত্ব গ্রহণ কর ; থাক সুখে চিরদিন ; কি কাজ এ বনে
এত কষ্টে থাকি একা? যাও, পুত্র ; গৃহে ফিরি আমার বচনে।

মহাসত্ত্ব যে রাজ্য চান না, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন,

১১৪। কি লাভ পাইলে ধন? ধনের ত সদা হয় ক্ষয়।
কি লাভ পাইলে ভার্য্যা? ভার্য্যারা ত মরিবে নিশ্চয়।
কি কাজ যৌবন-সুখে? যৌবন কি চিরদিন থাকে?
আজ হোক, কাল হোক, জরা আসি গ্রাসিবে তাহাকে।
১১৫। জীবনে কি আছে সুখ? ক্রীড়া, রতি, ধন-উপার্জ্জন,
দারা, পুত্র, সব(ই) বৃথা। ছিন্ন আমি করেছি বন্ধন।

১। এই গাথাটি রাজার উক্তি।
২। মৃত্যু — তন্তুবায় ; জীবের আয়ুঃ — বস্ত্র ; রাত্রি — পড়েনের সূতা।
৩। মূলে 'সোমনস্স পাপন কৃচ্চা' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'সুভাসিত রাজকন্যানং মঙ্গলেন পরিকথিতো।'

১১৬। মৃত্যু না ভুলিলে মোরে, জানিয়াছি এই সত্য সার ;
মৃত্যুবশগত যেই, কামভোগ, ধন বৃথা তার।

১১৭। সুপক্ক হইলে ফল সদা তার পতনের ভয় ;
মর্ত্ত্যের(ও) আজন্ম তথা মৃত্যু ভয় রয়েছে নিশ্চয়।[১]

১১৮। প্রভাতে যে বহু জন করি দরশন, রহে না সায়াহ্নে তাহাদের একজন।
দেখিতে অনেক লোক সায়াহ্নেও পাই ; প্রভাতে তাদের কিন্তু একটীও নাই।

১১৯। সাধ্য যাহা, অদ্যই তা' কর সম্পাদন ; জান কি, হবে না কল্য তোমার মরণ?
মহাসেনাপতি মৃত্যু[২] ; কভু অঙ্গীকার করে না সে কবে বধ করিবে কাহার।

১২০। ধন পেতে চায় যেই, তস্কর সে জন; করিয়াছি ছিন্ন আমি সমস্ত বন্ধন।
তুমিও প্রব্রজ্যা আসি লও, মহারাজ ; মুক্ত আমি ; রাজত্বে কি আছে মোর কাজ?

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মদেশন যথাসঙ্গতরূপে সম্পূর্ণ হইল। তাহা শুনিয়া রাজা এবং চন্দ্রাদেবীপ্রমুখা ষোড়শ সহস্র রাজান্তঃপুরবাসিনী রমণী প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইলেন। রাজা নগরে ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করাইলেন, যাহার ইচ্ছা, সেই তাঁহার পুত্রের নিকট প্রব্রজ্যা লইতে পারে। তাঁহার সমস্ত সুবর্ণকোষাগারাদির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং 'অমুক অমুক স্থানে মহানিধিকুম্ভসমূহ আছে, যাহার ইচ্ছা, সে ঐ সমস্ত লইতে পারে' সুবর্ণপট্টে তিনি এই কথা লেখাইয়া তাহা মহাস্তম্ভে সংলগ্ন করাইলেন। যেমন আপণদ্বার উন্মুক্ত থাকে, নগরবাসীরাও স্ব স্ব দ্বার সেইরূপ উন্মুক্ত করিয়া গৃহত্যাগপূর্ব্বক রাজার নিকটে গমন করিল। রাজা এই বিপুল জনসঙ্ঘসহ মহাসত্ত্বের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে শক্রদত্ত সেই ত্রিযোজনবিস্তীর্ণ আশ্রম জনপূর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব বিচরণ করিয়া পর্ণশালাগুলি দেখিলেন। যে সকল পর্ণশালা আশ্রমের মধ্যভাগে ছিল, সেগুলি তিনি প্রব্রাজিকাদিগকে দান করিলেন, কারণ স্ত্রী-জাতি স্বভাবতঃ ভীরু। বহিঃস্থ পর্ণশালাগুলি পুরুষেরা পাইলেন। সকলেই পোষধদিনে বিশ্বকর্ম্মারোপিত ফলবৃক্ষগুলির তলে ভূমিতে অবস্থিত হইয়া ফল গ্রহণ করিতেন এবং তাহা ভোজন করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। কাহারও চিত্তে কামচিন্তা, নিষ্ঠুরচিন্তা বা হিংসার চিন্তা উদিত হইলে মহাসত্ত্ব তৎক্ষণাৎ তাহার মন জানিতে পারিতেন এবং আকাশে আসীন হইয়া ধর্ম্মদেশন করিতেন। তাহা শুনিয়া সকলেই অতি শীঘ্র শীঘ্র অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল।

কাশীরাজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া জনৈক সামন্তরাজ কাশীরাজ্য অধিকার করিবার জন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত নগর অলঙ্কৃত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং সেখানে সপ্তবিধ উৎকৃষ্ট রত্নরাশি দেখিয়া ভাবিলেন, এই ধনের সম্বন্ধে নিশ্চয় কোন ভয়ের কারণ আছে।[৩] তিনি কয়েকজন মাতাল ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোন্ দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছিলেন?" তাহারা বলিল, "পশ্চিম দ্বার দিয়া।" ইহা শুনিয়া তিনিও সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক নদীতীরে উপনীত হইলেন। তিনি আসিতেছেন জানিয়া মহাসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া আকাশে উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মদেশন করিলেন ; তাহা শুনিয়া সেই সামন্তরাজ অনুচরগণসহ মহাসত্ত্বের নিকট প্রব্রজ্যা লইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আরও তিনজন রাজা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। কাজেই রাজহস্তিসকল বন্য হস্তী হইল, অশ্বসমূহ বন্য অশ্ব হইল, রথসকল জঙ্গলে পড়িয়া বিনষ্ট হইল, যে সকল কার্ষাপণ লোকের ভাণ্ডারে ছিল, সেগুলি এখন আশ্রমভূমিতে বালুকার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিল। প্রব্রাজকগণ সকলেই সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া জীবনাবসানে ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি তির্য্যকেরাও ঋষিদিগের প্রভাবে প্রসন্নচিত্ত হইয়া ষট্ কামস্বর্গের কোন না কোনটীতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইল।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমি রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম।

১। এই গাথাটী ৪র্থ খণ্ডের দশরথ জাতকের (৪৬১) পঞ্চম গাথা।

২। নচেৎ এতগুলি লোকে মরিয়া যায় কেন?

৩। কারণ তখন নগরে আর কোন রক্ষক ছিল না।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী, সারিপুত্র ছিলেন সেই সারথি, শাক্য মহারাজবংশীয় পিতা ও মাতা ছিলেন সেই পিতা ও মাতা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই রাজানুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই মূকপঙ্গু পণ্ডিত।)

☞ ঐ জাতকের টীকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ— সিংহল দ্বীপে আগমন করিবার পরে মঙ্গণবাসী খুদ্দক তিসস্ স্থবির এবং মহাবংসক স্থবির কটকন্ধকারবাসী ফুস্সদেব স্থবির, উপরিমণ্ডকমালবাসী মহারক্খিত স্থবির ভগ্গরিবাসী মহাতিস্স স্থবির বাম ত্তপর ভারবাসী মহাসিব স্থবির, কাড়বেলবাসী মহামলিয়দেব স্থবির — এই স্থবিরগণ কুদ্দালকসমাগমে, মূকপঙ্গুসমাগমে অয়োঘরসমাগমে ও হস্তিপালসমাগমে পশ্চাদাগত নামে অভিহিত। মন্দবাসী মহানাগ স্থবির এবং মলিয়মহাদেব স্থবিরপরিনির্ব্বাণ-দিবসে বলিয়াছিলেন "বন্ধুগণ, মূকপঙ্গুজাতে বর্ণিত জনসঙ্ঘ আজ বিচ্ছিন্ন হইল।" "কেন ভদন্ত?" এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা উভয়েই বলিয়াছিলেন, "আমি তখন মাতাল ছিলাম, আমার সঙ্গে সুরাপান করিবে এমন কাহাকেও না পাইয়া, আমি সর্ব্বশেষে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা লইয়াছিলাম।"

এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য ঃ— উল্লিখিত জাতকসমূহে বর্ণিত জনসঙ্ঘের সকলেই কেহ অগ্রে, কেহ পরে জন্মান্তরে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি উত্তরকালে সিংহলদ্বীপে জন্মিয়াও পরিনির্ব্বাণ পাইয়াছিলেন। কুদ্দালক-জাতকের নির্দ্দেশক সংখ্যা ৭০, হস্তিপালের ৫০৯, অয়োঘরের ৫১০।

৫৩৯—মহাজনক জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিষ্ক্রমণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া তথাগতের মহানিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন ঃ—]

পুরাকালে বিদেহনগরে মিথিলারাজ্যে মহাজনক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ঃ— অরিষ্টজনক ও পোলজনক। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঔপরাজ্য এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে সৈনাপত্য দান করিয়াছিলেন।

কালক্রমে মহাজনকের মৃত্যু হইলে অরিষ্টজনক রাজপদ গ্রহণ করিলেন এবং পোলজনককে ঔপরাজ্য দিলেন। মহাজনকের জনৈক ভৃত্য তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "মহারাজ, উপরাজ আপনার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়াছেন।" তাহার মুখে পুনঃ পুনঃ এই কথা শুনিয়া অরিষ্টজনক সহোদরের প্রতি বিরূপ হইলেন, তিনি পোলকজনককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইয়া রাজভবনের অদূরে কোন গৃহে রক্ষিপরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। কুমার কারানিক্ষিপ্ত হইয়া সত্যক্রিয়া করিলেন, "আমি যদি ভ্রাতার বৈরী হই, তবে এই শৃঙ্খলের যেন মোচন হয় না, কারাদ্বারও যেন উন্মুক্ত হয় না ; নচেৎ শৃঙ্খল খুলিয়া যাউক, দ্বারও উন্মুক্ত হউক।" তিনি সত্যক্রিয়া করিবামাত্র শৃঙ্খল খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল, কারাদ্বারও উন্মুক্ত হইল। কুমার নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক এক প্রত্যন্তগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ; রাজা তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না।

কুমার ক্রমে সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদ হস্তগত করিয়া বহু অনুচর লাভ করিলেন। 'আমি পূর্ব্বে ভ্রাতার বৈরী ছিলাম না, কিন্তু এখন হইলাম' এই ভাবিয়া তিনি বহুসংখ্যক যোদ্ধা লইয়া মিথিলায় গমনপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। পোলজনক কুমার আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রাজধানীর প্রায় সমস্ত অধিবাসীই গজাদিবাহনসহ তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। অন্যান্য লোকেও এইরূপ করিল। তখন পোলজনক ভ্রাতাকে এই পত্র পাঠাইলেন ঃ — আমি পূর্ব্বে আপনার বৈরী ছিলাম না, কিন্তু এখন বৈরী হইয়াছি। হয় আমাকে রাজচ্ছত্র দিন, নয় যুদ্ধ দিন। রাজা যুদ্ধদানার্থ যাত্রা করিবার কালে অগ্রমহিষীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, যুদ্ধে জয় কি পরাজয় হইবে, তাহা জানা অসম্ভব। যদি আমার পতন হয়, তবে তুমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা করিও।"

যুদ্ধ হইল, পোলকজনকের যোদ্ধারা রাজার প্রাণসংহার করিল ; রাজা নিহত হইয়াছেন, এই সংবাদে সমস্ত নগরে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। তাঁহার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া মহিষী যত শীঘ্র পারিলেন, একটা ঝুড়িতে সুবর্ণাদির বহু মূল্য আভরণ পূরিলেন, তাহার উপরিভাগ ছিন্ন বস্ত্র দিয়া ঢাকিলেন, সর্ব্বোপরি কিছু চাউল ছড়াইয়া দিলেন ; এক খণ্ড মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নিজের শরীর যথাসাধ্য বিরূপ করিলেন এবং ঐ ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া প্রাতঃকালেই অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি উত্তর দ্বার দিয়া নগরের বাহিরে গেলেন ; কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কখনও কোথাও যান নাই বলিয়া পথ জানিতেন না ; কোন্‌দিকে যে যাইবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কেবল শুনিয়াছিলেন যে কালচম্পা নামে একটী নগর আছে। এখন একস্থানে বসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ কালচম্পা নগরে যাইবে কি?"

মহিষীর গর্ভে যখন যিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি যে সে সত্ত্ব ছিলেন না ; পূর্ণপারমি স্বয়ং মহাসত্ত্বই তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার তেজে শক্রভবন কম্পিত হইল ; শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, মহিষীর কুক্ষিতে মহাপুণ্য সত্ত্ব রহিয়াছেন ; অতএব তাঁহাকে (মহিষীর সাহায্যার্থ) যাইতে হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি একখানি আবৃত যান প্রস্তুত করিলেন, তাহার মধ্যে একখানি শয়নমঞ্চ স্থাপিত করিলেন এবং নিজে বৃদ্ধের বেশ ধারণ করিয়া, যেন ঐ যান চালাইতেছেন এই ভাবে, মহিষী যে গৃহদ্বারে বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কালচম্পা নগরে যাইবে কি?" মহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি কালচম্পায় যাইব।" "যদি যেতে চাও, মা, তবে শকটে উঠিয়া বোস।" "বাবা, আমি পূর্ণগর্ভা, শকটে উঠিবার সাধ্য নাই। আমি তোমার পিছু পিছু যাইব ; তুমি গাড়ীর মধ্যে আমার এই ঝুড়িটা রাখিবার একটু যায়গা দাও।" "কি বল, মা? কার সাধ্য যে, আমার মত গাড়ী চালাইতে পারে? তুমি ভয় পেও না, মা ; উঠে বোস।" মহিষী যখন গাড়ীর নিকটে গেলেন, তখন শক্রের অনুভাববলে পৃথিবী স্ফীত হইয়া গাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগ স্পর্শ করিল। মহিষী গাড়ীতে উঠিয়া শয্যায় শুইয়া ভাবিলেন, ইনি নিশ্চয় কোন দেবতা হইবেন। তিনি দিব্য শয্যায় শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইলেন। ত্রিশ যোজন অতিক্রম করিবার পর এক নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া শক্র তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন, "নাম, মা ; নদীতে স্নান কর। শিয়রের দিকে একখানা শাড়ী আছে ; তাহা পর ; গাড়ীর ভিতরে মিষ্টান্ন আছে, তাহা খাও।" মহিষী তাহাই করিয়া আবার শয়ন করিলেন।

সায়াহ্নকালে শকট চম্পানগরে উপনীত হইল। মহিষী নগরের দ্বার, অট্টালক ও প্রাকার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, এ কোন্ নগর?" শক্র উত্তর দিলেন, "মা, ইহা চম্পানগর।" "কি বল, বাবা? চম্পানগর যে আমাদের নগর হইতে ষাট যোজন দূরে!" "তাই বটে, মা ; কিন্তু আমার সোজা পথ জানা আছে।" অনন্তর শক্র মহিষীকে দক্ষিণদ্বারের নিকটে শকট হইতে অবতরণ করাইয়া বলিলেন, "মা, বাড়ীতে পৌঁছিবার জন্য আমাকে আরও খানিকটা রাস্তা চলিতে হইবে। তুমি নগরে প্রবেশ কর।" ইহা বলিয়া শক্র কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। মহিষী একটা পান্থশালায় বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে চম্পাবাসী এক বেদপাঠক ব্রাহ্মণ পঞ্চশত মাণবক-পরিবৃত হইয়া স্নান করিবার জন্য যাইতেছিলেন। তিনি দূর হইতে পান্থশালায় উপবিষ্টা রূপবতী ও সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না মহিষীকে দেখিতে পাইলেন ; এবং মহিষীর গর্ভস্থ মহাসত্ত্বের অনুভাববলে দর্শনমাত্রই তাঁহার মনে মহিষীর প্রতি কনিষ্ঠা ভগিনীস্নেহ সঞ্জাত হইল। তিনি মাণবকদিগকে পথে দাঁড়াইতে বলিয়া একা পান্থশালায় প্রবেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনী, তোমার বাড়ী কোথায়?" মহিষী বলিলেন, "আমি মিথিলারাজ অরিষ্টজনকের অগ্রমহিষী।" "এখানে আসিবার কারণ কি?" "পোলজনক রাজাকে নিহত করিয়াছেন ; আমি ভয়ে গর্ভরক্ষার্থ এখানে আসিয়াছি।" "এ নগরে তোমার জ্ঞাতিজন কেহ আছেন কি?" "না, বাবা ; আমার কেহই নাই।" "তোমার কোন চিন্তা নাই ; আমি উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসার এবং দেশবিখ্যাত আচার্য্য ; আমি তোমাকে আমার ভগিনীস্থানে স্থাপিত করিব এবং নিজের ভগিনীজ্ঞানে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তুমি আমাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন কর এবং আমার পা ধরিয়া পরিদেবন আরম্ভ কর।" এই কথায় মহিষী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ঐ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িলেন ; অতঃপর তাঁহারা দুইজনেই পরস্পরের কথা শুনিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। শিষ্যেরা ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনার কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ইনি আমার কনিষ্ঠা ভগিনী, অমুক সময়ে ইঁহার জন্ম হয়; তখন আমি স্থানান্তরে ছিলাম।" শিষ্যেরা বলিল, "এখন ত আপনি ইঁহার দেখা পাইলেন ; আর ত চিন্তার কোন কারণ নাই।"

ব্রাহ্মণ তখন একখানি আচ্ছাদিত বৃহদ্ যান আনয়ন করাইলেন এবং মহিষীকে তাহাতে বসাইয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ, ব্রাহ্মণীকে বলিবে, ইঁনি আমার ভগিনী ; ইঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা যেন তিনি করেন।" শিষ্যদিগকে এই আদেশ দিয়া তিনি মহিষীকে নিজের গৃহে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণী মহিষীকে গরম জলে স্নান করাইলেন এবং শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ স্নানান্তে গৃহে ফিরিলেন এবং ভোজনকালে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "আমার ভগিনীকে ডাক।" ব্রাহ্মণী মহিষীকে ডাকিলেন ; ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে একত্র আহার করিলেন এবং ইহার পর নিজের অন্তঃপুরে রাখিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহিষী অচিরে একটী পুত্র প্রসব করিলেন ; পিতামহের নামানুসারে এই পুত্রের নাম হইল মহাজনক-কুমার। একটু বড় হইলে তিনি সমবয়স্ক অন্যান্য বালকদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যাহারা তাঁহার রোষ জন্মাইত, তিনি তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতেন ; — এরূপ করিবারই কথা, কারণ তিনি উভয়কুলে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ; তাঁহার শরীরে প্রচুর বল এবং মনে আভিজাত্যসম্ভূত দুর্জ্জয় অভিমান ছিল। প্রহৃত বালকেরা বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিত ; কে মারিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত, "বিধবার ছেলেটা।" পুনঃ পুনঃ এই কথা শুনিয়া কুমার ভাবিলেন, 'ইহারা সর্ব্বদাই আমাকে বিধবার ছেলে বলে ; মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ব্যাপার কি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি একদিন মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাবা কে, মা?" "ব্রাহ্মণ ঠাকুর তোমার পিতা" এই উত্তর দিয়া মহিষী তাঁহাকে বঞ্চনা করিলেন। অতঃপর তিনি আবার একদিন একটা ছেলেকে প্রহার করিলে, সে যেমন বলিল "বিধবার ছেলেটা আমাকে মারিল, অমনি কুমার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমাকে বিধবার ছেলে বলিস্ কেন রে? জানিস্ না যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমার বাবা?" ছেলেরা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্মণ তোমার কে হন বলিলে?" এই প্রশ্ন শুনিয়া কুমার ভাবিলেন, 'তাই ত। এরা জিজ্ঞাসা করিতেছে, ব্রাহ্মণ আমার কে হন? মা নিশ্চয় প্রকৃত ব্যাপার বলেন নাই ; হয় ত তিনি আত্মসম্মানরক্ষার্থেই সত্য কথা বলেন নাই। যে যাহাই হউক, আমি তাঁহাদ্বারা প্রকৃত কথা বলাইবই বলাইব।' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি স্তন্যপানকালে মহিষীর একটা স্তন দংশন করিয়া বলিলেন, "আমার বাবা কে, বল। না বলিলে কামড়াইয়া তোমার স্তন কাটিয়া ফেলিব।" মহিষী কুমারকে আর বঞ্চনা করিতে পারিলেন না ; তিনি বলিলেন, "বাবা, তুই মিথিলারাজ অরিষ্টজনকের পুত্র।" পোলজনক তোর পিতার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন ; আমি তোকে রক্ষা করিবার জন্য এই নগরে আসিয়াছিলাম। এই ব্রাহ্মণ আমাকে নিজের ভগিনীস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।" ইহার পর কেহ কুমারকে বিধবার পুত্র বলিলে তিনি রাগ করিতেন না। তাঁহার বয়স্ ষোল বৎসর হইবার পূর্ব্বেই তিনি তিন বেদে এবং অন্য সমস্ত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। ষোল বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি পরমসুন্দর যৌবনশ্রীসম্পন্ন হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, আমি পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিব। তিনি জননীকে বলিলেন, "মা, তোমার হাতে কিছু আছে কি? না থাকিলে ব্যবসার দ্বারা অর্থসংগ্রহপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিতে হইবে।" মহিষী বলিলেন, "বাবা, আমি খালি হাতে আসি নাই। আমার কাছে এমন সকল উৎকৃষ্ট মুক্তা, মণি ও হীরক আছে, যাহাদের এক একটা দ্বারাই রাজ্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। তুমি সেই সমুদায় লও এবং রাজ্য উদ্ধার কর। ব্যবসায়ে তোমার কি প্রয়োজন?" "মা, তুমি আমাকে ঐ ধন দাও ; আমি ঐ ধনের অর্দ্ধমাত্র লইয়া সুবর্ণভূমিতে গিয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিব এবং তাহা দিয়া রাজ্য উদ্ধার করিব।" কুমার মহিষীকে ইহা

ইহা বলিয়া অর্দ্ধধন আনয়ন করাইলেন, উহা দ্বারা পণ্য সংগ্রহ করিলেন, সুবর্ণভূমিগামী বণিক্‌দিগের সঙ্গে মিলিয়া উহা পোতে তুলিলেন এবং মাতাকে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমি সুবর্ণভূমিতে চলিলাম।" মহিষী বলিলেন "বাবা, সমুদ্রে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা অতি বিরল ; সেখানে বহু বিঘ্ন আছে; তুমি যাইও না, রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ত তোমার বহু ধন আছে।" কিন্তু কুমার বলিলেন, "না, মা ; আমাকে যাইতেই হইবে।" তিনি মাতাকে প্রণাম করিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক পোতে আরোহণ করিলেন। ঠিক এই দিনেই পোলজনকের শরীরে রোগ জন্মিল ; তিনি যে শয্যায় শয়ন করিলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না।

কুমারের পোতে সার্দ্ধ তিন শত আরোহী ছিল।[১] উহা সাত দিনে সপ্তশত যোজন অতিক্রম করিল; কিন্তু অতি দ্রুতবেগে চলিল বলিয়া শেষে উহার আর অগ্রসর হইবার সামর্থ্য রহিল না ; উহা বানচাল হইল ; তক্তাগুলি ভাঙ্গিয়া গেল ; ছিদ্রপথ দিয়া জল উঠিতে লাগিল ; এইরূপে পোতখানি মধ্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইল। আরোহীরা রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে নানা দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল; কিন্তু মহাসত্ত্ব রোদন করিলেন না, পরিদেবনও করিলেন না ; নৌকা ডুবিবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি ঘৃতের সঙ্গে শর্করা মর্দ্দন করিয়া পেট পুরিয়া ভোজন করিয়াছিলেন, দুইখানি পরিষ্কৃত বস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা নিজের শরীর দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন এবং মাস্তুল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন পোত নিমগ্ন হইল, তখন তিনি মাস্তুলে আরোহণ করিলেন। মৎস্যকচ্ছপাদি অন্য সমস্ত আরোহীকে উদরসাৎ করিল ; হতভাগ্যদিগের রক্তে চতুর্দ্দিকের জল লোহিত বর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব মাস্তুলের অগ্রে থাকিয়া কোন্ দিকে মিথিলা ইহা নির্ণয় করিলেন। তাঁহার শরীরে এত বল ছিল যে, সেখান হইতে লম্ফ দিয়া তিনি মৎস্যকচ্ছপাদি অতিক্রমপূর্ব্বক পোত হইতে ১৪০ হাত[২] দূরে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। ঠিক ঐ দিন পোলজনকের মৃত্যু হইল।

মহাসত্ত্ব এখন হইতে মণিবর্ণ ঊর্ম্মিমালা দ্বারা চালিত, সুবর্ণখণ্ডের ন্যায় সমুদ্র অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল ; কিন্তু উহা তাঁহার নিকট মাত্র এক দিন বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর বেলাভূমি দেখিতে পাইয়া তিনি লবণোদকে মুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং পোষধী হইলেন। এই সময়ে মণিমেখলা-নাম্নী দেবকন্যা লোকপালচতুষ্টয় কর্তৃক সমুদ্ররক্ষিকারূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। লোকপালেরা বলিয়া দিয়াছিলেন, "যে সকল লোক মাতৃসেবাদিগুণযুক্ত, তাহারা সমুদ্রে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইবার অনুপযুক্ত ; তুমি অনুসন্ধান দ্বারা এই সকল লোকের রক্ষা করিবে।" মণিমেখলা কিন্তু এই সাত দিন সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই ; দেবসম্পত্তির আস্বাদনে নাকি তাঁহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল, অথবা তিনি দেবসভায় গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মনে হইল, 'আজ সাত দিন আমি সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করি নাই। না জানি, সেখানে কি ঘটিয়াছে!' তিনি মহাসত্ত্বের অদূরে দিব্যাভরণমণ্ডিত দেহে আকাশে অবস্থিত হইয়া পরীক্ষার্থ প্রথম গাথা বলিলেন :—

> ১। দুস্তর সাগরে পড়ি কূল না দেখিতে পাও,
> তবু বীর্য্যবলে তুমি জীবন বাঁচাতে চাও।
> কে তুমি? করিবে রক্ষা এ বিপদে কে তোমায়?
> এমন প্রয়াস তুমি করিতেছ কি আশায়?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি এই সাত দিন সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করিতেছি ; এতদিন দ্বিতীয় প্রাণী দেখিতে পাই নাই। কে এখন আমার সঙ্গে কথা বলিতেছে?" অনন্তর ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই

১। মূলে 'সত্তজঙ্ঘসতানি' আছে। 'সাত শত জঙ্ঘা' = ৩৫০ জন লোক। ইংরাজী অনুবাদক 'সত্তজঙ্ঘসতানি' এই পাঠ কল্পনা করিয়া বলেন, ঐ পোতে সাতশত সার্থবাহের পণ্য ও [illegible] ছিল। এরূপ পাঠের প্রয়োজন নাই।

২। ১ [illegible] — ১০ মুষ্টি। ৪র্থ খণ্ডের [illegible] পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দেবীকে দেখিতে পাইয়া তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

২। সুব্রত সুফল দেয় শুনি লোকে অনুক্ষণ ;
পুরুষকারের গুণ সকলে করে কীর্ত্তন।
যদিও না দেখি কূল, দুস্তর সাগরে, তাই,
আত্মরক্ষা হেতু, দেবি ঈদৃশ প্রয়াস পাই।

মহাসত্ত্বের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার অভিপ্রায়ে দেবী আবার বলিলেন :—

৩। অপ্রমেয়, সুগভীর পার নাহি দেখা যায়,
এ হেন সাগরে নাই পুরুষকারের. হায়.
কোন সাধ্য বাঁচাইতে, না পাইয়া বেলাভূমি
অর্ণবকুক্ষিতে প্রাণ নিশ্চয় হারাবে তুমি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি এমন কথা বলিতেছেন কেন? প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি মরি, তথাপি আমি নিন্দাভাজন হইব না।

৪। জ্ঞাতি-পিতৃ-দেবগণ ইঁহাদের ঠাঁই ঋণপাশে আছে বদ্ধ মানব সবাই।
পুরুষকারের বলে ঋণ হয় শোধ ; করিলে না হয় কভু অনুতাপ বোধ।"

দেবী বলিলেন :—

৫। বিফল এ চেষ্টা, ইহা শুধু ক্লেশকর ; এর বলে তরিবে কি দুস্তর সাগর?
আসন্ন মরণ যার অতীব নিশ্চয়, প্রদর্শি পুরুষকার কি ফল সে পায়?

দেবী এইরূপ বলিলে মহাসত্ত্ব পরবর্ত্তী চারিটী গাথায় তাঁহাকে নিরুত্তর করিলেন :—

৬। নিতান্ত বিফল চেষ্টা, ভাবি ইহা মনে নিরুদ্যম থাকে যেই জীবনরক্ষণে
না করে পুরুষকার প্রয়োগ বিপদে আলস্যের ফল সেই পায় পদে পদে।
৭। কেহ কেহ কার্য্যে ব্রতী হয় ফলাশায়, চেষ্টা করে সিদ্ধিলাভ করিতে তাহায় ;
যদিও না পায় ফল কিবা দোষ তার? করিয়াছে যাহা তার সাধ্য করিবার।
৮। কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল পাও ত দেখিতে, ডুবেছে সঙ্গীরা মোর অর্ণবকুক্ষিতে;
আমি কিন্তু তরিতেছি এখন(ও) সাগর, দিতে তুমি দেখা ; কিবা ভয় অতঃপর?
৯। যথাশক্তি, যথাবল করিব প্রয়াস, যতক্ষণ রবে প্রাণ না ছাড়িব আশ।
পৌরুষ প্রয়োগ আমি করি সাধ্যমতে নিশ্চয় সাগর পারে যাইব, দেবতে।

মহাসত্ত্বের দৃঢ়সঙ্কল্পব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া দেবী তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন :—

১০। অসীম, তরঙ্গক্ষুব্ধ হেন মহার্ণবে পড়ি
হও নাই নিরুদ্যম ; পৌরুষ না পরিহরি
ধর্ম্মানুমোদিত চেষ্টা করিতেছ যথাশক্তি
রাখিতে নিজের প্রাণ ; দেখি আমি তুষ্ট অতি।
দিনু বর, যাও যেথা যেতে তব চায় মন ;
উদ্যমশীলের রক্ষা করেন দেবতাগণ।

ইহা বলিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাপরাক্রম পণ্ডিত, আমি তোমাকে কোথায় লইয়া যাইব?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মিথিলা নগরে।" তখন দেবী তাঁহাকে মালাকলাপের ন্যায় উত্তোলন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা নিজের বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন, এবং যেন নিজের প্রিয় পুত্রকে লইয়া যাইতেছেন, এইভাবে আকাশে উত্থিত হইলেন। সাত দিন লবণোদকে সিক্ত হইয়া মহাসত্ত্বের শরীর জীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে দিব্যস্পর্শে তিনি অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিয়া নিদ্রিত হইলেন। দেবী তাঁহাকে মিথিলায় লইয়া গিয়া তত্রত্য আম্রবণে মঙ্গলশিলায় দক্ষিণপার্শ্বে ভর দেওয়াইয়া শয়ান করাইলেন এবং উদ্যান-দেবতাদিগের উপর তাঁহার রক্ষার ভার দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

পোলজনকের পুত্র ছিল না ; একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম সীবলি। সীবলি পণ্ডিতা ও

প্রজ্ঞাবতী ছিলেন। পোলজনক যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ আপনি দেবত্ব লাভ করিলে কাহাকে রাজ্য দান করিব?" পোলজনক বলিয়াছিলেন, "যে আমার কন্যার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবে, চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়র কোন্ দিক্ তাহা বুঝিতে পারিবে, সহস্রপুরুষনম্য ধনুকে জ্যা আরোপণ করিবে এবং ষোড়শ মহানিধি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকেই এই রাজ্য দিবে।" "মহারাজ, এই সমস্ত যাহাতে স্মরণ রাখিতে পারি, এমন কয়েকটী গাথা বলুন।"[১] রাজা বলিলেন ঃ—

১১। সূর্যের উদয় যেথা, অস্ত যেথা আর,
ভিতরে, বাহিরে নিধি রয়েছে অপার।
না ভিতরে, না বাহিরে আছে বিদ্যমান
ভূগর্ভনিহিত নিধি প্রচুরপ্রমাণ।
১২। উঠিবার স্থানে নিধি, নামিবার স্থানে,
চারি মহাশালস্তম্ভে আছে সঙ্গোপনে ;
যোজনপ্রমাণ স্থানে চারিদিকে তার
ভূগর্ভে নিহিত আছে মহানিধি আর।
১৩। দন্তাগ্রে, বালাগ্রে নিধি বিজ্ঞ শুধু জানে ;
কেবুকে, বৃক্ষাগ্রে নিধি—নিধি ষোল স্থানে।
এই সব নিধি যেই করিবে উদ্ধার ;
অথবা দেখাবে দেহে কত শক্তি তার
সজ্জা করি সে ধনুক, লোকহিতে পারে
সহস্র পুরুষ মিলি পারে কি না পারে ;
পল্যঙ্ক-রহস্য যেই করিবে নির্ণয়,
নারীদিকে তুষিতে বা যার সাধ্য হয়,
হেন জনে রাজ্য মম কর সমর্পণ ;
অন্যে যেন নাহি পায় এ রাজ্য কখন।

পোলজনক নিধির উদান বলিবার কালে সেই সঙ্গে অপর পণগুলিরও উদান বলিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে অমাত্যেরা প্রেতকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সপ্তম দিনে সমবেত হইয়া মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'রাজার আদেশ এই যে, যে ব্যক্তি তাঁহার কন্যার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই রাজ্য দিতে হইবে। দেখা যাউক, কে রাজকন্যার প্রীতিভাজন হইতে পারেন।" অনেকেই বলিলেন, "সেনাপতি মহাশয়, বোধ হয়, তাঁহার প্রিয়পাত্র।" তদনুসারে তাঁহারা সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন। সেনাপতি রাজ্য লাভার্থ রাজদ্বারে উপনীত হইলেন এবং রাজকন্যার নিকট আপনার আগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। রাজকন্যা তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তির রাজচ্ছত্র ধারণের উপযুক্ত ধৃতি আছে কি?' ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, 'তিনি আসিতে পারেন।' এই আদেশ শুনিয়া রাজকন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি সোপানপাদমূল হইতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে আরও পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাজকন্যা বলিলেন, "আপনি উপরের ছাদে খুব তাড়াতাড়ি ছুটুন।" রাজকন্যা তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া সেনাপতি লাফাইতে লাফাইতে ছুটিলেন। তখন রাজকন্যা বলিলেন, "ফিরিয়া আসুন।" সেনাপতি ছুটিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে রাজকন্যা বুঝিলেন যে, সেনাপতি মহাশয়ের কিছুমাত্র ধৃতি নাই। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "আমার পা টিপিয়া দাও।" সেনাপতি তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য বসিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজকন্যা তাঁহাকে বুকে লাথি মারিয়া চিৎ করিয়া ফেলিলেন এবং দাসীদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "এই অজ্ঞ, ধৃতিহীন মূর্খটাকে গলা ধরিয়া মারিতে মারিতে বাহির করিয়া দাও।" দাসীরা তাহাই করিল ; লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, সেনাপতি মহাশয়?" সেনাপতি উত্তর দিলেন, "ও কথা আর বলো না ভাই ; এ রাজকন্যা মানুষী নয়।" ইহার পর ভাণ্ডাগারিক মহাশয় গেলেন এবং ঐরূপ লজ্জা পাইলেন। অনন্তর শ্রেষ্ঠী, ছত্রধর, অসিগ্রাহক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরাও একে একে লজ্জাভাজন হইলেন। তখন প্রজারা সকলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "রাজদুহিতাকে তুষ্ট করিতে পারে এমন লোক ত কেহই নাই। এখন দেখ যে ধনুতে ছিলা পরাইতে সহস্র লোক আবশ্যক, তাহাতে ছিলা পরাইতে পারে এমন লোক পাওয়া যায় কি না ; পাইলে তাহাকেই রাজ্য দেওয়া যাউক।" কিন্তু কেহই ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিল না। তাহার পর প্রস্তাব হইল, যে ব্যক্তি চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়র নির্দ্দেশ করিতে পারিবে, তাহাকেই রাজ্য দেওয়া যাউক ; কিন্তু এরূপ লোকও পাওয়া গেল না। পরিশেষে,

১। মূলে এই গাথা গুলিকে 'উদান' বলা হইয়াছে। হর্ষের বা দুঃখের আবেগে যে গাথা নিঃসৃত হয়, সচরাচর তাহাই উদান নামে অভিহিত হয়। এখানে কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

কথা হইল, যে ষোড়শ স্থান হইতে মহানিধি উদ্ধার করিতে পারিবে তাহাকেই রাজা করা হইবে। কিন্তু ইহাও কেহ করিতে পারিল না। তখন সকলে বলিতে লাগিল, "রাজ্য অরাজক হইলে কে প্রজাপালন করিবে? এখন কর্তব্য কি?" তাহাদের কথা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন, "তোমাদের কোন চিন্তা নাই। এস, আমরা পুষ্পরথ[1] ছাড়িয়া দেই। পুষ্পরথের সাহায্যে যে রাজা পাওয়া যায়, তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপে আধিপত্য করিতে সমর্থ।" তাহারা পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মত হইল, সমস্ত নগর সাজাইল, মঙ্গলরথে চারিটী কুমুদশুভ্র অশ্ব যোজিত করিল, রথখানি উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত করিল এবং উহাতে পঞ্চরাজচিহ্ন[2] স্থাপনপূর্ব্বক, চতুর্দ্দিকে চতুরঙ্গিণী সেনা সন্নিবেশিত করিল। রাজ্যে রাজা থাকিলে রথের পুরোভাগে বাদ্যধ্বনি হয়; রাজা না থাকিলে পশ্চাতে বাদ্য করিবার নিয়ম। কাজেই পুরোহিত আদেশ দিলেন, "রথের পশ্চাতে বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে চল।" তিনি সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল লইয়া রথের যোত্র ও প্রতোদ[3] অভিষিক্ত করিলেন, এবং "যে ব্যক্তির রাজত্ব করিবার উপযোগী পুণ্য আছে, তাঁহার নিকটে যাও" বলিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন।

রথ রাজভবন প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভেরীবাদকদিগের বীথি অবলম্বন করিয়া চলিল। সেনাপতি প্রভৃতি ভাবিতে লাগিলেন, 'পুষ্পরথ বুঝি আমার নিকটে আসিল।' রথ কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই গৃহ অতিক্রমপূর্ব্বক সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্ব দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিল এবং উদ্যানাভিমুখে চলিল। রথ অতিবেগে যাইতেছে দেখিয়া লোকে বলিল "রথ থামাও।" পুরোহিত কিন্তু বাধা দিয়া বলিলেন, "থামাইও না, যদি ইচ্ছা হয়, তবে শত যোজন যাউক না কেন?" অনন্তর রথ উদ্যানে প্রবেশ করিল, মঙ্গলশিলাপট্ট প্রদক্ষিণ করিল এবং আরোহণোপযোগী হইয়া থামিয়া রহিল। শিলাপট্টশয়ান মহাসত্ত্বকে দেখিয়া পুরোহিত অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, শিলাপট্টে এক ব্যক্তি শুইয়া আছেন। ইহার শ্বেতচ্ছত্রধারণোপযোগী ধৃতি আছে কি না, তাহা জানি না। যদি ইনি পুণ্যবান্ হন, তবে আমাদের দিকে দৃক্‌পাতও করিবেন না। কিন্তু যদি ইনি কোন দুর্লক্ষণযুক্ত সত্ত্ব হন, তবে ভয়ে ও ত্রাসে শয্যাত্যাগ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের দিকে তাকাইবেন। তোমরা শীঘ্র একসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বাদ্যধ্বনি কর।" ইহা শুনিয়া লোকে তৎক্ষণাৎ যুগপৎ বহুশত বাদ্যযন্ত্র বাজাইল; বাদ্যধ্বনি সাগরকল্লোলের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিল। এই শব্দ শুনিয়া মহাসত্ত্বের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি মাথার কাপড় খুলিয়া সেই জনসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন এবং সম্ভবতঃ শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার নিকট উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার মাথা ঢাকিলেন এবং পাশ ফিরিয়া বাম পার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া রহিলেন। পুরোহিত তাঁহার পায়ের কাপড় খুলিয়া লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন, এক মহাদ্বীপ ত তুচ্ছ কথা, এই ব্যক্তি চতুর্মহাদ্বীপে রাজত্ব করিতে সমর্থ। তাঁহার আদেশে পুনর্ব্বার তূর্যধ্বনি হইল; মহাসত্ত্ব মুখের কাপড় খুলিয়া আবার পাশ ফিরিলেন এবং দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া শুইয়া শুইয়া সেই জনসঙ্ঘ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

পুরোহিত জনসঙ্ঘকে আশ্বাস দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও অবনতদেহে বলিলেন, 'প্রভু, উত্থান করুন; রাজশ্রী আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন।' মহাজনককুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের রাজা কোথায়?" "তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।" "তাঁহার কি পুত্র বা ভ্রাতা নাই?" "না, প্রভু।" "বেশ আমি রাজত্ব গ্রহণ করিব।" ইহা বলিয়া তিনি উত্থিত হইলেন এবং শিলাপট্টোপরি পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলেন। পুরোহিতপ্রমুখ অমাত্যগণ সেখানেই তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তাঁহার নাম হইল 'মহাজনক রাজা।' তিনি সেই রথবরে আরোহণপূর্ব্বক মহাসমারোহে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রাসাদে আরোহণ করিবার কালে, সেনাপতি প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, এই আদেশ দিয়া উচ্চতম তলে উপনীত হইলেন। রাজকন্যা পূর্ব্বানুষ্ঠিত উপায় দ্বারাই তাঁহার পরীক্ষা করিবেন এই অভিপ্রায়ে[4]

১। ফুস্সরথ বা পুষ্পরথ-সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের শোণক-জাতকের (৫২৯) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। ছত্র, চামর, উষ্ণীষ, খড়্গ ও পাদুকা।

৩। প্রতোদ — চাবুক।

৪। অর্থাৎ সেনাপতি প্রভৃতিকে পূর্ব্বে যে যে উপায়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেইগুলি প্রয়োগ করিয়া ইঁহাকেও পরীক্ষা করিবার জন্য। এখানে ইংরাজী অনুবাদক "পুরিম সমাচারা" শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (by his first behaviour), আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

একজন ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, রাজার নিকট গিয়া, বল, সীবলি দেবী আপনাকে ডাকিতেছেন; শীঘ্র আসুন।" রাজা সুপণ্ডিত ; তিনি যেন ইহা শুনিয়াও শুনিলেন না ; তিনি প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আহা কি সুন্দর!" ভৃত্য রাজাকে নিজের বক্তব্য শুনাইতে অসমর্থ হইয়া রাজকন্যাকে গিয়া বলিল, "আর্য্যে, তিনি আপনার আদেশ শুনিলেন বটে, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া কেবল প্রাসাদের সৌন্দর্য্যই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনাকে তৃণের মতও জ্ঞান করেন না!" ইহা শুনিয়া সীবলি ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি মহানুভাব।' তিনি রাজার নিকট দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ভৃত্য পাঠাইলেন; তখন রাজা নিজের ইচ্ছামত স্বাভাবিক গতিতে সিংহবৎ বিক্রম করিতে করিতে প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। রাজা নিকটবর্ত্তী হইলে রাজকন্যা তদীয় তেজে এমন অভিভূত হইলেন যে, তিনি নিজের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, অগ্রসর হইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। রাজা কুমারীর হস্ত ধরিয়া মহাতলে আরোহণ করিলেন এবং সমুচ্ছ্রিতশ্বেতচ্ছত্রতলে রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের রাজা মৃত্যুকালে কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন কি?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মহারাজ।" "কি আদেশ, বলুন ত?" "তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি সীবলি দেবীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে হইবে।" "সীবলি দেবী অগ্রসর হইয়া আমাকে হস্তালম্ব দিয়াছেন, ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, তিনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর কোন আদেশের কথা বলুন।" "মহারাজ, তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি চতুরস্র পল্যঙ্কের শিয়রের দিক্ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজ্য দিতে হইবে।" রাজা ভাবিলেন, 'ইহা জানা কঠিন বটে ; কিন্তু উপায়প্রয়োগে জানা যাইতে পারে।' তিনি নিজের মস্তক হইতে একটী সুবর্ণ সূচী তুলিয়া উহা সীবলিদেবীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, এটী যথাস্থানে রাখিয়া দাও।" সীবলি উহা লইয়া পল্যঙ্কের শিয়রের দিকে রাখিলেন এবং (কেহ কেহ বলেন যে) রাজার হস্তে একখানি খড়্গ দিলেন। এই উপায়ে পল্যঙ্কের কোন্ দিক্ শিয়র, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি অমাত্যদের কথা শুনিতে পান নাই এই ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলেন?" অমাত্যেরা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "ইহা জানা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই দিক্টা শিয়র। রাজার অন্য কোন আদেশ থাকে ত বলুন।" "মহারাজ, একখানি ধনুক আছে ; সহস্র লোকে চেষ্টা করিলেও তাহাতে ছিলা পরাইতে পারে কি না সন্দেহ। রাজা বলিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ ধনুকে ছিলা পরাইতে পারিবেন, রাজত্ব তাঁহাকে দিতে হইবে।" "বেশ, সেই ধনুক লইয়া আসুন।" অমাত্যেরা ধনুক আনয়ন করিলেন ; রাজা পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়াই, স্ত্রীলোকেরা কার্পাস ধুনিবার ধনুতে যেমন ছিলা পরায়, সেইরূপ অবলীলাক্রমে উহাতে ছিলা পরাইলেন এবং তাহার পর বলিলেন, "অন্য কোন আদেশ আছে কি" "যে ব্যক্তি ষোড়শ স্থান হইতে মহানিধি উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে রাজত্ব দিতে হবে।" "ঐ স্থানগুলির সম্বন্ধে কোন্ উদান আছে কি?" "আছে, মহারাজ," বলিয়া অমাত্যেরা 'সূর্য্যের উদয় যেথা" ইত্যাদি উদান কয়টী বলিলেন। সেগুলি শুনিতে শুনিতেই রাজার মনে গগনতলে চন্দ্রমার ন্যায় তাহাদের অর্থ সুস্পষ্ট হইল। তিনি অমাত্যদিগকে বলিলেন, "আজ বেলা নাই; কাল নিধিগুলির উদ্ধার করিব।" পরদিন তিনি অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের রাজা প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে ভোজন করাইতেন কি?" অমাত্যেরা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" রাজা ভাবিলেন, উদানের সূর্য্য আকাশের সূর্য্য নয় ; যাঁহারা সূর্য্যসম তেজস্বী, সেই প্রত্যেকবুদ্ধদিগকেই সূর্য্য বলা হইয়াছে। মৃত রাজা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক যেখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, সম্ভবতঃ সেখানেই ধন নিহিত আছে।' তিনি অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধেরা আগমন করিলে রাজা প্রত্যুদ্গমন করিয়া কোথায় যাইতেন?" "অমুক স্থানে, মহারাজ" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তখন রাজা সেই স্থান খনন করাইয়া নিহিত ধন উদ্ধার করাইলেন এবং আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধেরা যখন প্রস্থান করিতেন, তখন রাজা অনুগমন করিয়া কোথা হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতেন?" "অমুকস্থান হইতে, মহারাজ" ইহা বলিয়া অমাত্যেরা সেই স্থান নির্দ্দেশ করিলে রাজা সেখান হইতেও ধন উদ্ধার করাইলেন। লোকে বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া সাধুবাদ দিতে দিতে বলিতে লাগিল,

'সূর্য্যের উদয়ে নিধি' আছে শুনিয়া লোকে এতদিন সূর্য্যোদয়ের দিক্ খনন্ করিয়া বেড়াইতেছিল ; 'সূর্যের অস্তে নিধি' আছে শুনিয়া সূর্যাস্তের দিকে খুঁড়িতেছিল ; এখন কিন্তু সত্যসত্যই ধন বাহির হইল, অহো। কি আশ্চর্য্য!'' অতঃপর রাজভবনের মহাদ্বারের মধ্যে গোবরাটের এক প্রান্তে ভূমি খনন করিয়া 'ভিতরের' নিধি এবং উহার বাহিরের ভূমি খনন করাইয়া 'বাহিরের' নিধি উদ্ধার করা হইল। 'না ভিতরে না বাহিরে' যে নিধির কথা ছিল, তাহা গোবরাটের তলদেশে পাওয়া গেল। রাজার মঙ্গলহস্তীতে আরোহণ করিবার কালে যেখানে সোনার সিঁড়ি[১] রাখা হইত, সেখান হইতে 'উঠিবার স্থানের' নিধি এবং যেখানে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেন, সেখান হইতে 'নামিবার স্থানের' নিধি বাহির হইল। যেখানে অমাত্যেরা ভূতলে দাঁড়াইয়া রাজাকে প্রণাম করিতেন, সেখানে শালস্তম্ভচতুষ্টয়যুক্ত রাজপল্যাঙ্ক ছিল। সেইগুলির তলদেশ হইতে চারটী ধনকুম্ভ উত্তোলিত হইল; ইহাই 'চারি মহাশালস্তম্ভের' নিধি। 'যোজনপ্রমাণ স্থানে চারিদিকে তার' — মহাসত্ত্ব দেখিলেন এখানে যোজন শব্দে রথের যুগ বুঝিতে হইবে। রাজপল্যাঙ্কের চতুর্দ্দিকে যুগ প্রমাণ স্থানে বহু ধন নিহিত ছিল। তিনি উহা খনন করাইয়া বহু ধনপূর্ণ কুম্ভ উত্তোলন করাইলেন। দন্তাগ্রে — যেখানে মঙ্গল হস্তী দাঁড়াইত, সেখানে তাহার দন্তযুগলাভিমুখ স্থান হইতে নিধি উদ্ধৃত হইল। বালাগ্রে — যেখানে মঙ্গলাশ্ব দাঁড়াইত, সেখানে তাহার পুচ্ছাভিমুখ স্থান হইতে নিধি পাওয়া গেল। কেবুকে — 'কেবুক' শব্দে জল বুঝায়। মহাসত্ত্ব মঙ্গলপুষ্করিণীর জল বাহির করাইয়া গুপ্তধন দেখাইলেন। বৃক্ষাগ্রে — উদ্যানে একটা বিশাল শালবৃক্ষ ছিল। মধ্যাহ্নকালে যতদূর পর্য্যন্ত উহার ছায়া পড়িত, মণ্ডলাকারে ততদূর খনন করাইয়া অনেক গুপ্তধন উদ্ধৃত হইল। এইরূপে ষোড়শ স্থান হইতে ধন উদ্ধার করিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কোন আদেশ আছে কি?'' অমাত্যেরা বলিলেন, ''না, মহারাজ, আর কোন আদেশ নাই।''

মহাসত্ত্বের অলৌকিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাইয়া প্রজাবৃন্দ পরম সন্তোষ লাভ করিল। মহাজনক উদ্ধৃত সমস্ত ধন দানে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে নগর মধ্যে এবং চতুর্দ্বারে পাঁচটী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কালচম্পানগর হইতে নিজের জননী এবং সেই ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের মহাসৎকার করিলেন।

অরিষ্টজনকের পুত্র মহাজনক এইরূপে সমস্ত বিদেহরাজ্যের অধিপতি হইলেন। নবীন ভূপতি অতি বুদ্ধিমান্ ইহা শুনিয়া তাঁহার দর্শনার্থ সমস্ত নগরবাসী সংক্ষুব্ধ হইল ; তাহারা নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া রাজদর্শনে যাইতে লাগিল ; সমস্ত নগরে মহোৎসবের আয়োজন হইল। পঞ্চাঙ্গুলিক দ্বারা[২] রাজভবন চিত্রিত হইল, স্থানে স্থানে গন্ধ, মালা, পুষ্পগুচ্ছ প্রলম্বিত হইল, লাজবৃষ্টি, কুসুমবৃষ্টি এবং চন্দনধূপাদির ধূমে সমস্ত নগর অন্ধকারময় হইল ; রাজাকে উপঢৌকন দিবার জন্য সুবর্ণরজতপাত্রে নানাবিধ খাদ্য, ভোজ্য, পানীয় ও ফল লইয়া লোকে রাজভবন বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কোথাও অমাত্যেরা মণ্ডলাকারে অবস্থিত হইলেন, কোথাও ব্রাহ্মণেরা, কোথাও শ্রেষ্ঠি প্রভৃতি, কোথাও পরমসুন্দরী নর্ত্তকীগণ, স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ ও মুখমাঙ্গলিকগণ[৩] সমবেত হইল ; কোথাও মঙ্গলগীতিকুশল চারণেরা গান করিতে লাগিল। বহু বহু তূর্যাধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত রাজপুরী যুগন্ধর-সাগরকুক্ষির ন্যায় একনিনাদে নিনাদিত হইল। রাজা যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেরই লোকে সসম্ভ্রমে কাঁপিয়া উঠিল।

মহাসত্ত্ব শ্বেতচ্ছত্রতলে রাজাসনে আসীন হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও রাজশ্রী শক্রের ঐশ্বর্য্য ও রাজশ্রীর সদৃশ। তিনি মহাসমুদ্রে পড়িয়া যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তখন সেই কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন 'উদ্যম একান্ত কর্তব্য, আমি যদি মহাসমুদ্রে পৌরুষ প্রদর্শন না করিতাম, তবে আজ এই ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিতাম না।' সেই উদ্যমশীলতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিলেন এবং প্রীতির বেগে এই উদানগুলি বলিলেন —

১। নিস্সেণি – নিশ্রেণী, মই।

২। 'হৃৎথরাদিহি' - হস্ত + অন্তর (আস্তর)।

৩। চতুর্থ খণ্ডে মহামঙ্গল-জাতকে (৪৫৩) তিন প্রকার মাঙ্গলিকের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে 'মুখমঙ্গলিক' নাই। যাহারা মঙ্গলসূচক আশীর্ব্বাদ করিত বা যাহাদের মুখ দেখিয়া মঙ্গল আশা করা যাইত, তাহারাই কি 'মুখমাঙ্গলিক'?

১৪। ছাড়িওনা আশা নর ; অনির্ব্বিণ্ণ পণ্ডিত যে জন ;
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
১৫। ছাড়িও না আশা, নর অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন ;
দেখনা, উদক হ'তে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।
১৬। উদ্যোগী হও, হে নর, অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন,
ছিল যাহা অভিলাষ, পেয়ে পরিতুষ্ট মোর মন।
১৭। উদ্যোগী হও, হে নর, অনির্ব্বিণ্ণ, পণ্ডিত যে জন ;
দেখনা উদক হ'তে স্থলে উঠি লভিনু জীবন।
১৮। যদিও পতিত হয় দুঃখ-পারাবারে তথাপি সুখের আশা পণ্ডিত না ছাড়ে।
সুখের, দুঃখের চিন্তা কতই প্রকার নিয়ত উদিত হয় চিত্তে সবাকার।
অতর্কিতভাবে মৃত্যু উপস্থিত হয় ; তবে বল, আশাত্যাগে কিবা ফলোদয়?
১৯। ভাবি নাই কভু যাহা, তাহাও ঘটিয়া থাকে, আবার নিশ্চয়
ঘটিবে বলিয়া স্থির করিনু যা' মম মনে, তাহা নাহি হয়।
ভাবনা বিফল, তাই, নরনারী সকলের সুখের কারণ ;
হৃদয়ে আশায় পুষি নিয়ত উদ্যমশীল হও সর্ব্বজন।'[১]

মহাজনক অতঃপর দশবিধ রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রাজত্ব করিতে এবং প্রত্যেকবুদ্ধদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সীবলিদেবী ধন্যপুণ্যলক্ষণ এক পুত্র প্রসব করিলেন ; এই শিশুর নাম রাখা হইল দীর্ঘায়ুঃকুমার। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে ঔপরাজ্য দান করিলেন।

একদিন উদ্যানপাল নানাবিধ ফল ও পুষ্প আনয়ন করিলে রাজা সে সমস্ত দেখিয়া প্রীত হইয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন এবং বলিলেন, "সৌম্য, আমি উদ্যান দেখিব : তুমি গিয়া ইহা সুসজ্জিত করিয়া রাখ।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল এবং কিয়ৎকাল পরে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, উদ্যান সুসজ্জিত হইয়াছে।" রাজা বহু অনুচরসহ গজারোহণে উদ্যানদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দুটী ঘনশ্যাম আম্রবৃক্ষ ছিল ; তন্মধ্যে একটীতে তখন ফল ছিল না ; আর একটীতে বহু সমধুর ফল ছিল। রাজা ঐ ফল এতদিন খান নাই বলিয়া অন্য কেহ উহাতে হাত দিতে সাহস পায় নাই। এখন রাজা গজস্কন্ধে বসিয়াই একটী ফল খাইলেন ; উহা তাঁহার জিহ্বা স্পর্শ করিবামাত্র স্বর্গীয় ফলের ন্যায় সুমধুর বোধ হইল। রাজা ভাবিলেন, 'ফিরিবার সময় এই বৃক্ষ হইতে বহু ফল ভোজন করিব।" এদিকে, রাজা অগ্রফল গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া, উপরাজ হইতে মাহুত পর্য্যন্ত সকলেই ঐ ফল ছিঁড়িয়া উদরসাৎ করিল; যখন ফল পাইল না, তখন যষ্টির আঘাতে ডালপালা ভাঙ্গিয়া তাহারা বৃক্ষটীকে নিষ্পত্র করিল। উহা ন্যাড়ামুড়ো হইয়া থাকিল ; দ্বিতীয় গাছটা কিন্তু পূর্ব্বের মত মণিপর্ব্বতের ন্যায়ই বিরাজ করিতে লাগিল। রাজা উদ্যানের বাহিরে আসিয়া প্রথম গাছটার দুর্দ্দশা দেখিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" অমাত্যেরা বলিলন, "মহারাজ অগ্রফল গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া অন্য সব লোকে গাছটাকে লুঠ করিয়াছে।" 'এই গাছটার ত কি পত্রের, কি বর্ণের কোন হানি হয় নাই?" "নিষ্ফল বলিয়াই এটার কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।" এই উত্তর শুনিয়া রাজার চিত্ত ব্যাকুল হইল ; তিনি ভাবিলেন, 'এই বৃক্ষটা নিষ্ফলতার জন্য পূর্ব্ববৎ শ্যামলপত্র-শোভিত রহিয়াছে ; আর অপর বৃক্ষটী ফলবান্ ছিল বলিয়া নিষ্পত্র ও ভগ্নশাখ হইয়াছে। এই রাজত্বও ফলবান্ বৃক্ষসদৃশ এবং প্রব্রজ্যা নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ। যে সকিঞ্চন, তাহারই ভয়; অকিঞ্চনের কোন ভয়ই নাই। আমিও আর ফলবান্ বৃক্ষসদৃশ হইব না ; নিষ্ফল বৃক্ষসদৃশ হইব ; সম্পত্তি পরিহার করিয়া নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।"

মনে মনে এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া মহাজনক রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াই সেনাপতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মহাসেনাপতে, আজ হইতে আমার খাদ্য আনিবার জন্য একজন ভৃত্য এবং মুখপ্রক্ষালনের জল ও দন্তকাষ্ঠ দিবার জন্য একজন ভৃত্য ব্যতীত আর কেহ যেন আমাকে দেখিতে

১। এই কয়েকটা গাথা চতুর্থ খণ্ডের শরভমৃগ জাতকের (৪৮৩) ১ম হইতে ৬ষ্ঠ গাথা।

পায় না ; আপনি প্রাচীন বিনিশ্চয়ামাত্যদিগকে লইয়া রাজ্য শাসন করুন। আমি এখন হইতে মহাতলে থাকিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিব।" অনন্তর তিনি প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং নির্জনে শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন এইরূপে অতীত হইলে প্রজারা রাজাঙ্গনে সমবেত হইল এবং মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের রাজা পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখন ত তেমন নাই।

২০। সার্ব্বভৌম রাজা মিথিলার।
পূর্ব্বের মতন কিছু দেখি না ত তাঁর।
না চান দেখিতে নৃত্য, না শুনেন গীতবাদ্য ;
কি হ'য়েছে বল ত, রাজার?

২১। রাজপুরে হয় না এখন
তুষিতে রাজার মন পশুদের রণ।
উদ্যানে না যান তিনি, না দেখেন পুষ্করিণী
যাহে কেলি করে হংসগণ ;
মূকের মতন সদা ; কারো সঙ্গে নাহি কথা ;
না করেন রাজ্যের পালন।"

তাহারা খাদ্য হরক ও শুশ্রূষাকারক ভৃত্যদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন কি?" তাহারা উত্তর দিল, "না, কোন কথাই বলেন না। তাঁহার চিত্ত কামাদিতে অনাসক্ত এবং বিবেকনিমগ্ন ; যে সকল প্রত্যেকবুদ্ধের লোকালয়ে গতিবিধি আছে, তিনি নিয়ত তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া বলেন, 'কে আমাকে সেই সকল শীলাদিগুণসম্পন্ন অকিঞ্চন মহাত্মাদিগের বাসস্থান দেখাইয়া দিবে।' তিনটী গাথাদ্বারা তিনি এই উদান ব্যক্ত করিয়া থাকেন —

২২। নির্বাণ-অমৃতকামী, শীলপরায়ণ- করেন না আয়োজন কখন(ও) আপন —
বধবন্ধ-উপরত হেন পুণ্যাত্মারা — কি যুবক, কিবা বৃদ্ধ—বল, শুনিত, তাঁরা।
করেন বিরাজ এবে উদ্যানে কাহার? জানিতে বাসনা বড় হ'য়েছে আমার।
২৩। রিপুক্ষুব্ধ ধরাধামে দমি রিপুগণে বিহরেন মহর্ষিরা সদা শান্ত মনে :
ধীর, নির্ব্বিকার তাঁরা, অতীত তৃষ্ণার ; শ্রীচরণে তাঁহাদের কোটি নমস্কার।
২৪। ছেদি মৃত্যুজাল, মায়াবীর দৃঢ় পাশ, মমতা বন্ধন কাটি, তৃষ্ণা করি নাশ,
বিহার করেন লোকে প্রত্যেকবুদ্ধেরা। কে মোরে দেখাবে যেথা আছেন তাঁহারা?

মহাজনক প্রসাদে অবস্থিতি করিয়া শ্রামণ্যধর্ম্মপালনে চারি মাস অতিবাহিত করিলেন ; অতঃপর তাঁহার প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল। রাজভবন তাঁহার নিকট লোকান্তরিক নরকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ; তিনি ভবত্রয়কে[3] প্রজ্বলিত অগ্নিসম দুঃখকর বলিয়া মনে করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যাকামী হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'কবে আমি মিথিলা ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন করিব এবং সেখানে প্রব্রাজকের বেশ ধারণ করিব!' এই সময়ে তিনি মিথিলার শোভা বর্ণনা করিয়া কতিপয় গাথা বলিলেন —

২৫। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সমুজ্জ্বলা অলঙ্কৃত সৌধের মালায়, —
পরিহরি কবে, হায় প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

২৬। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
নিপুণ স্থপতিগণ, মাপি, ভাগ করি,
প্রাসাদ, প্রাকার, বীথি নির্মিয়াছে যার, —
পরিহরি কবে, হায় প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১। মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে এবং পরবর্তীকালে মোগলদিগের সময়ে রাজধানীতে [illegible] যুদ্ধ হইত।

২। তিন – তিনটী ঋতুকালের অনুরূপ তিন [illegible] নামে [illegible] সাধারণতঃ [illegible] মন্ত্রণাগার।

৩। কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক [illegible] বলে।

২৭। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
প্রাকার-তোরণাদিতে সুশোভিতা যাহা, —
পরিহরি কবে, হায় প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

২৮। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী
দৃঢ় অট্টালকে আর কোষ্ঠে সুরক্ষিতা,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

২৯। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সুবিন্যস্ত সমুদায় রাজপথ যার,—
পরিহরি কবে, হায় প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩০। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
মধ্যে যার সুগঠিত আপণসমূহ,—
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩১। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
সদা সমাকীর্ণা যাহা গো-ঘোটক-রথে, —
পরিহরি কবে, হায় প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩২। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
চারু উপবনমালা শোভে যার বুকে, —
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৩। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
চারু উদ্যানের মালা শোভে যার বুকে, —
পরিহরি কবে, হায় প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৪। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী
প্রাসাদের, কাননের মালা যার বুকে, —
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৫। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
রাজবন্ধুগণে সদা পরিপূর্ণা যাহা,
নিরমিলা পূর্ব্বে যাহা সৌমনস্য-নামা
যশস্বী বিদেহ, বেষ্টি তিনটী প্রাকারে,[1] —
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৬। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
ধনধান্যে পরিপূর্ণা, ধর্ম্মে সুরক্ষিতা —
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৭। সমৃদ্ধিশালিনী এই মিথিলা নগরী,
অজেয়া, রক্ষিতা সদা ধর্ম্মবলে যাহা, —
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৮। সুবিভক্ত, সুগঠিত রম্য অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৩৯। সুধাধবলিত রম্য এই অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪০। শুচিগন্ধ, মনোরম এই অন্তঃপুর
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪১। যথামান সুবিভক্ত কূটাগার সব[2]
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪২। সুধাধবলিত এই কূটাগার সব
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৩। শুচিগন্ধ, রম্য এই কূটাগার সব
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৪। লোহিত চন্দনলিপ্ত কূটাগার সব
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৫। সুবর্ণ পল্যঙ্ক, আর বিচিত্র শয়ন,
সুকোমল দীর্ঘরোম কম্বল যাহার[3]
উপরে আস্তৃত থাকে,—এই সমুদায়
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৬। কৌষেয়, কার্পাস বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, আর
কৌটুম্বর রাজ্যে যাহা হয়েছে নির্ম্মিত—[4]
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১। তিপুরং বা 'তিপুরং' দুই পাঠই ধরা হইয়াছে। তি-পাকারং তিক্খত্তুং পুরং

২। অর্থাৎ যাহার প্রকোষ্ঠগুলি যেখানে যে মাপের হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপে নির্ম্মিত। কূটাগার বলিলে কূট বা চূড়াযুক্ত মন্দির প্রাসাদাদি বুঝায়।

৩। মূলে 'গোণক' শব্দ আছে। গোণকো = দীর্ঘলোমকো মহাকোজবো, চতুরঙ্গুলাধিকানি কির তস্স লোমানি। কোজব = ছাগরোম-নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট শয্যাবিশেষ।

৪। মিলিন্দ পঞ্হে শাকল নগরবর্ণনায় কাশী ও কুটুম্বরজাত বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মান্দাজ অঞ্চলে কোইম্বাটুর নগর 'কুটুম্বর' নাম রক্ষা করিতেছে কি?

৪৭। রম্য, পদ্মবিভূষিত এই সরোবর,
চক্রবাক কূজে যেথা মধুর কূজনে —
পরিহরি কবে, হায়, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৪৮। মাতঙ্গবাহিনী এই, সর্ব্ব অলঙ্কারে
বিভূষিতা, যাহা, যার গজগণ পরে
সুবর্ণনির্ম্মিত কচ্ছ, মস্তকে তাদের
উজ্জ্বল সুবর্ণজাল করে ঝলমল, —

৪৯। অঙ্কুশতোমর হস্তে গ্রামণিসকল
স্কন্ধোপরি তাহাদের করে আরোহণ, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৫০। অশ্বের বাহিনী, যাহা বিভূষিত সদা
সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ; অশ্বগণ যার
শীঘ্রগামী, আজানেয়, সিন্ধুদেশ-জাত ; —

৫১। ইলী[1] আর চাপহস্তে গ্রামণিসকল
পৃষ্ঠোপরি তাহাদের করে আরোহণ ; —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৫২। এই সব রথশ্রেণী সুসজ্জিত সদা,
বিরাজে বিচিত্র ধ্বজ প্রতি রথোপরি,
দ্বীপিকাব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৫৩। বর্ম্ম পরি চাপ হস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৪। সুবর্ণখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৫৫। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৬। রজতখচিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৫৭। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৫৮। তুরঙ্গবাহিত এই রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৫৯। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬০। উষ্ট্রবাহ্য এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৬১। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬২। গো-বাহিত এই সব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৬৩। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬৪। অজবাহ্য এইসব রথ মনোহর,[2]
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৬৫। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬৬। মেণ্ডবাহ্য এইসব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৬৭। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৬৮। মৃগবাহ্য এইসব রথ মনোহর,
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত,
দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

১। ইলী — ভোজালির মত একপ্রকার ছোট তলোয়ার।
২। টীকায় বলেন যে অজরথ, মেণ্ডরথ ও মৃগরথ শোভার জন্য রাখা হইত।

৬৯। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
ত্যজিয়া এসব কবে, প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৭০। সুসজ্জিত, মহাবল গজসাদিগণ,
(নীলবর্ম্মধর, হস্তে অঙ্কুশ, তোমর) ; —
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭১। সুসজ্জিত, মহাবল অশ্বারোহগণ,
(নীলবর্ম্মধর, হস্তে ইলী-শরাসন) ; —
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭২। সুসজ্জিত, মহাবল ধনুর্দ্ধরগণ
(নীলবর্ম্মী, চাপহস্ত — তূণীর পৃষ্ঠেতে), —
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৩। সুসজ্জিত, মহাবল রাজপুত্রগণ, —
রঞ্জিত বিচিত্র বর্ম্মে দেহ যাহাদের ;
(শির'পরি হেমমালা কিবা শোভা পায়!) —
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৪। সুব্রত ব্রাহ্মণগণ, বিভূষিত যাঁরা
নানাবিধ অলঙ্কারে, শরীর চর্চ্চিত
হরিচন্দনের লেপে কিবা চমৎকার ;
পরিধান কাশীজাত দুকূল সুন্দর, —
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৫। বিভূষিতা সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে যাঁরা,
মনোরমা সপ্তশত সেই ভার্য্যাগণে
ত্যজি সবে কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৬। সুসংযতা, ক্ষীণকটি ভার্য্যা সপ্তশত
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৭। আজ্ঞানুবর্ত্তিনী প্রিয়ভাষিণী সতত
এই মোর প্রিয়ঙ্করী ভার্য্যা সপ্তশত
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৮। শতরাজি, শতপল সুবর্ণে নির্ম্মিত
আমার এই মহামূল্য পাত্র সমুদায়[1]
পরিহরি কবে আমি প্রব্রজ্যা লইব।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৭৯। মাতঙ্গবাহিনী এই, সর্ব্ব অলঙ্কারে
বিভূষিতা যাহা, যার গজগণ পরে
সুবর্ণনির্ম্মিত কক্ষ, মস্তকে তাদের
উজ্জ্বল সুবর্ণ-জাল করে ঝলমল, —

৮০। অঙ্কুশ-তোমর হস্তে গ্রামণিসকল
স্কন্ধোপরি তাহাদের করে আরোহণ, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮১। অশ্বের বাহিনী, যাহা বিভূষিতা সদা
সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ; অশ্বগণ যার
শীঘ্রগামী, আজানেয়, সিন্ধুদেশ-জাত,

৮২। ইলী আর চাপহস্তে গ্রামণিসকল
পৃষ্ঠোপরি তাহাদের করে আরোহণ ; —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮৩। এই সব রথশ্রেণী, সুসজ্জিত সদা,
বিরাজে বিচিত্র-ধ্বজ প্রতি রথোপরি,
দীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ, —

৮৪। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮৫। সুবর্ণখচিত এই সব রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৮৬। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১। "সতফলং কংসং সোবণ্ণং সতরাজিকং"। এই জাতকের ১২২ম গাথায় এবং বিশ্বন্তর জাতকের ২০০ম গাথায় ঠিক এই পদগুলি দেখা যায়। শেষোক্ত গাথার টীকায় আছে :— "কংসসতো কতা কঞ্চন পাতী"। 'ফল' শব্দটী 'পল' শব্দের রূপান্তর। ১ পল = ৪ কর্ষ = ৩২০ রতি। রাজিক = রাই সরিষা। শতরাজিক = যাহার ওজন একশত সর্ষপবীজের সমান; বহুমূল্য। কিন্তু একশত সর্ষপবীজের ওজন এত বেশী নয় যে, তৎপরিমাণ স্বর্ণকে বহুমূল্য বলা যায়। টীকাকার এখানে শতরাজিকের অর্থ করিয়াছেন, 'পিট্‌ঠি পস্‌সে রাজিসতেন সমন্নাগতং', অর্থাৎ যাহার পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে এক শত রাজি বা 'পল' তোলা আছে। এ অর্থ সঙ্গত নহে। 'ফল' শব্দটীতে যে কোন ধাতু [illegible]।

৮৭। রজতখচিত এই সব রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৮৮। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

৮৯। তুরগবাহিত এই সব রথ সমুদায়
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৯০। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯১। উষ্ট্রবাহ্যে এই সব রথ মনোহর
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৯২। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৩। গো-বাহিত এই সব রথ মনোহর
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৯৪। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৫। অজবাহ্য এই সব রথ মনোহর
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৯৬। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৭। মেণ্ডবাহ্য এই সব রথ মনোহর
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

৯৮। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

৯৯। মৃগবাহ্য এই সব রথ মনোহর
সুসজ্জিত, সুন্দরপতাকাসুশোভিত
দ্বীপি-ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত প্রতি রথ ; —

১০০। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে গ্রামণিসকল
আরোহণ করে যাতে আদেশে আমার, —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০১। সুসজ্জিত, মহাবল গজসাদিগণ
(নীলবর্ম্মধর — হস্তে অঙ্কুশ, তোমর) ; —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন হবে সমাগত।

১০২। সুসজ্জিত, মহাবল অশ্বারোহগণ,
(নীলবর্ম্মধর, হস্তে ইল্লী শরাসন) ; —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৩। সুসজ্জিত, মহাবল ধনুর্দ্ধরগণ,
(নীলবর্ম্মী, হস্তে—পৃষ্ঠেতে তূণীর) ; —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৪। সুসজ্জিত, মহাবল রাজপুত্রগণ,
রক্ষিত বিচিত্রবর্ম্মে দেহ যাহাদের ;
(শির'পরি হেমমালা কিবা শোভা পায়)। —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
যাইবে না মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৫। সুব্রত ব্রাহ্মণগণ, বিভূষিত যাঁরা —
নানাবিধ অলঙ্কারে, শরীর চর্চ্চিত
হরিচন্দনের লেপে অতি চমৎকার।
পরিধান কাশীজাত দুকূল সুন্দর। —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
না যাবেন মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৬। বিভূষিতা সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে যাঁরা,
মনোরমা, সপ্তশত সেই ভার্য্যাগণ ; —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
না যাবেন মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৭। সুসংযতা, ক্ষীণকটি ভার্য্যা সপ্তশত ; —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
না যাবেন মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৮। আজ্ঞানুবর্ত্তিনী প্রিয়ভাষিণী সতত,
প্রিয়ঙ্করী সপ্তশত ঘরণী আমার ; —
যবে আমি যাব চলি, পশ্চাতে পশ্চাতে
না যাবেন মোর সঙ্গে এই সব আর।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১০৯। মুণ্ডিত মস্তকে কবে সঙ্ঘাটি পরিয়া
বিচরিব পাত্রহস্তে ভিক্ষাচর্য্যা তরে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১০। রাজপথে পরিত্যক্ত ধূলি-ধূসরিত
ছিন্নবস্ত্র দ্বারা করি সঙ্ঘাটি প্রস্তুত
তাহাই পরিব আমি, অহো কতদিনে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১১। সপ্তাহ ব্যাপিয়া বৃষ্টি হবে অবিরাম ;
হইবে চীবর মোর আর্দ্র সেই জলে ;
তাই পরি ভিক্ষাহেতু বিচরিব আমি।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১২। কবে আমি স্থানাস্থান না করি বিচার
কোন্ বন, কোন্ বৃক্ষ ভাল মন্দ আর,
সর্ব্বত্র প্রশান্তচিত্তে করিব গমন।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১৩। দুর্গম পর্ব্বতে, বনে নির্ভয় অন্তরে
ভ্রমিব একাকী আমি অহো কত দিনে।
কবে সেই শুভদিন আসিবে আমার।

১১৪। সপ্তস্বরা, মনোহরা বীণার বাদক
সাতটী তারের করে লয় সম্পাদন।
তেমতি চিত্তকে কবে করিব সুতান ;
হইবে অনার্য্যভাব বিদূরিত সব ;
বাজিবে হৃদয়তন্ত্রী মৃদি তার তানে।

১১৫। পাদুকা নির্ম্মাণকালে চর্ম্মকার যথা[1]
কাটি ছাটি দেয় ফেলি মাপের বাহিরে
যেখানে যেখানে চর্ম্ম বেশী দেখা যায় ;
তেমতি কি দিব্য, কি বা মানুষিক কামে
কোন প্রয়োজন নাই, বুঝি ইহা মনে
আমিও করিব ছিন্ন তৃষ্ণার বন্ধন।[2]

যখন মহাজনকের জন্ম হয়, তখন মানুষের পরমায়ুঃ দশ সহস্র বৎসর ছিল। তন্মধ্যে তিনি সপ্ত সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া আয়ুষ্কালের অবশিষ্ট তিন সহস্র বৎসর প্রব্রজ্যায় অতিবাহিত করেন। উদ্যানদ্বারে আম্রবৃক্ষ দর্শন করিবার পর চারিমাস তিনি প্রাসাদে থাকিয়াই প্রব্রজ্যা-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহার ধারণা হইল যে, রাজবেশ অপেক্ষা প্রব্রাজিতের বেশই শ্রেষ্ঠ ; তিনি প্রকৃত প্রব্রাজক হইবার অভিপ্রায়ে ভৃত্যকে বলিলেন, "ভদ্র, তুমি কাহাকেও না জানাইয়া বাজার হইতে কয়েকখানি কাষায় বস্ত্র এবং একটা মৃৎপাত্র আনয়ন কর।" ভৃত্য তাহাই করিল। তখন রাজা নাপিত ডাকাইয়া কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করাইলেন, নাপিতকে বিদায় দিয়া একখানি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, একখানি দিয়া দেহ আচ্ছাদিত করিলেন, একখানি স্কন্ধোপরি রাখিলেন, মাটির পাত্রটী থলিতে পুরিয়া উহা স্কন্ধে ঝুলাইলেন, ভিক্ষুদণ্ড হস্তে লইয়া কয়েকবার মহাতলে প্রত্যেকবুদ্ধলীলায় ইতস্ততঃ চঙ্ক্রমণ করিলেন এবং সেইদিন প্রাসাদেই

১। মূলে 'রথকারো' আছে। কিন্তু কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করা ভিক্ষুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া এখানে 'চর্ম্মকার' শব্দ ব্যবহৃত হইল। চতুর্থ খণ্ডের ১২০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। ২৫শ হইতে ১০৮ম গাথায় মিথিলা বর্ণন করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই পুনরুক্তিদুষ্ট, এজন্য ইংরাজী অনুবাদক কেবল সারাংশ অবলম্বন করিয়া সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়াছেন। কিন্তু মূলের সহিত সুসঙ্গতি রক্ষার্থ আমি সবিস্তার অনুবাদই দিলাম।

রহিলেন। পরদিন সূর্যোদয়কালে তিনি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সীবলি দেবী রাজার অপর সপ্তশত প্রিয়া ভার্য্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমরা অনেক দিন রাজাকে দেখি নাই ; আজ তাঁহাকে দেখিব ; তোমরা অলঙ্কার পরিয়া যথাসাধ্য স্ত্রীজাতি-সুলভ হাবভাব বিলাস দেখাইয়া তাঁহাকে কামপাশে বদ্ধ করিতে চেষ্টা কর।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ সকল রমণীর সঙ্গে প্রসাদে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পথে রাজাকে অবতরণ করিতে দেখিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজাকে চিনিতে পারিলেন না, ভাবিলেন রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য কোন প্রত্যেকবুদ্ধ আসিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসে তাঁহারা নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে মহাসত্ত্ব প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। রমণীগণ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখেন, রাজশয্যায় রাজার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ এবং আভরণগুলি পড়িয়া আছে। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, সিঁড়িতে যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যেক বুদ্ধ নহেন, তাঁহাদেরই প্রিয়ভর্ত্তা। তাঁহারা বলিলেন, "এস, আমরা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনি।" তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাঙ্গনে গেলেন ; তাঁহাদের কেশকলাপ পৃষ্ঠোপরি আলুলায়িত হইতে লাগিল ; তাঁহারা বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এরূপ কাজ কেন করিতেছেন?" তাঁহারা করুণস্বরে পরিদেবন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিলেন। এই সংবাদে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল ; "রাজা নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন ; এমন ধার্ম্মিক রাজা আমরা কোথায় পাইব?" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নগরবাসীরাও রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল।

রাজাও প্রজাদিগের পরিবেদন শুনিয়াও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। এই বৃত্তান্ত সুন্দররূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

১১৬। সপ্তশত রাজভার্য্যা বিভূষিতা ছিল যারা সর্ব্ব অলঙ্কারে,
বাহু তুলি কান্দি বলে, "কেন ছাড়ি যাও তুমি আমা সবাকারে?
১১৭। সপ্তশত রাজভার্য্যা সুসংযত, ক্ষীণকটি, পরমসুন্দরী
বাহু তুলি কান্দি বলে "কেন যাও আমা সবে নাথহীনা করি?"
১১৮। সপ্তশত রাজভার্য্যা আজ্ঞাবহা, প্রিয়ংবদা সকলেই যারা,
বাহু তুলি কান্দি বলে, "কেন যাও? উপায় কি করিব আমরা?"
১১৯। সপ্তশত রাজভার্য্যা বিভূষিতা ছিল যারা সর্ব্ব আভরণে, —
ত্যজি রাজা যান ছুটি প্রব্রজ্যার তাড়নায় তিষ্ঠেন কেমনে?
১২০। সপ্তশত রাজভার্য্যা সুসংযত, ক্ষীণকটি, পরমসুন্দরী
ত্যজি রাজা যান ছুটি প্রব্রজ্যা-তাড়ন আর সহিতে না পারি।
১২১। সপ্তশত রাজভার্য্যা আজ্ঞাবহা, প্রিয়ংবদা সকলেই যারা,
ত্যজি রাজা যান ছুটি পশ্চাতে অসহ্য তাঁর প্রব্রজ্যার তাড়া।
১২২। শতরাজি শত পল সুবর্ণে নির্ম্মিত পাত্র করি পরিহার
মৃৎপাত্র লইলা রাজা দ্বিতীয় এ অভিষেক হইল তাঁহার।

সীবলি দেবী পরিদেবন করিয়াও রাজাকে ফিরাইতে না পারিয়া ভাবিলেন, "একটা উপায় আছে।" তিনি মহাসেনাপতিকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "বাবা, রাজা যে দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তুমি গিয়া সেই দিকের জীর্ণ গৃহপান্থশালাদিতে অগ্নি প্রয়োগ কর এবং স্থানে স্থানে তৃণপত্রাদি একত্র করিয়া ধূম উৎপাদন কর।" মহাসেনাপতি তাহাই করিলেন। তখন সীবলি দেবী রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া জানাইলেন যে, মিথিলা নগরী দগ্ধ হইতেছে।

১২৩। 'জ্বলিছে ভীষণ অগ্নি, কোষের প্রকোষ্ঠ সব
পুড়িতেছে, স্বর্ণ রৌপ্য সব নষ্ট হ'ল তব।
১২৪। দক্ষিণ-আবর্ত্ত শঙ্খ, হীরক-হরিচন্দন,
গজদন্তাজিনতাম্র লৌহ আদি বহুধন —
ভস্মীভূত হয় সব এস ফিরি, নরবর,
বিপুল ঐশ্বর্য্য তব ফিরি শীঘ্র রক্ষা কর।'

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেবী, তুমি কি বলিতেছ? যাহার কিছু আছে, তাহার সেই বস্তু দগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমি যে অকিঞ্চন।

১২৫। অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
পুড়িছে মিথিলা পুরী কিন্তু তাহে নাহি পুড়ে আমার কিঞ্চন।"

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব উত্তর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভার্য্যাগণও নগরের বাহির হইলেন। অতঃপর সীবলিদেবী আর একটী উপায় চিন্তা করিয়া আজ্ঞা দিলেন, "গ্রামসমূহ যেন বিধ্বস্ত এবং রাজ্য বিলুণ্ঠিত হইতেছে, এইরূপ দেখাও।" অমনি লোকে রাজাকে দেখাইতে লাগিল, আয়ুধহস্ত পুরুষেরা ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া লুণ্ঠন করিতেছে ; তাহারা অনেকের শরীর লাক্ষারসে রঞ্জিত করিয়া দেখাইল, যেন তাহারা আহত হইয়াছে ; অনেককে কাষ্ঠফলকে বহন করিতে করিতে দেখাইল, যেন তাহারা মারা গিয়াছে। বহু লোকে চীৎকার করিতে লাগিল, "মহারাজ, আপনি জীবিত থাকিতেই রাজ্য বিলুণ্ঠিত এবং প্রজারা নিহত হইতেছে।" সীবলিদেবীও রাজাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

১২৬। বনদস্যুগণ আসি সোণার এ রাজ্য করে নাশ ;
ফির, ভূপ ; কর রক্ষা ; তুমি হে তস্কর-দস্যুত্রাস।

রাজা ভাবিলেন, 'আমার জীবদ্দশায় দস্যুরা যে আক্রমণ করিয়া রাজ্যবিধ্বংস করিবে, ইহা অসম্ভব। এ নিশ্চয় সীবলিদেবীর কৌশল।' তিনি দুইটী গাথায় দেবীকে নিরুত্তর করিলেন ঃ—

১২৭। অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
রাজ্য হয় বিলুণ্ঠিত, নষ্ট কিন্তু আমার ত না হয় কিঞ্চন।
১২৮। অকিঞ্চন যেই জন, সেই সে প্রকৃত সুখে যাপয়ে জীবন,
আভাস্বর দেবসম চরিব কেবল প্রীতি করিয়া ভক্ষণ।

রাজা এইরূপ বলিলেও সেই জনবৃন্দ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'এসকল লোক ফিরিতে চায় না। ইহাদিগকে ফিরাইতে হইতেছে।' তিনি অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া ফিরিলেন এবং রাজপথে দাঁড়াইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রাজ্য কাহার?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এ রাজ্য আপনার।" "যদি তাহাই হয়, তবে যে কেহ এই রেখা অতিক্রম করিবে, তাহার দণ্ডবিধান কর" — ইহা বলিয়া তিনি হস্তস্থিত ভিক্ষুদণ্ড দ্বারা পথের এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলেন। তেজস্বী রাজা যে রেখা অঙ্কিত করিলেন, কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিল না ; জনবৃন্দ রেখাটীকে সম্মুখে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিল। সীবলিরও সাধ্য রহিল না যে, রেখা লঙ্ঘন করেন। কিন্তু রাজা যখন তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আবার যাইতে লাগিলেন, তখন আর শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তিনি রাজপথের উপর এড়োভাবে পড়িয়া গেলেন এবং গড়াইতে গড়াইতে রেখা পার হইয়া গেলেন। তখন লোকে বলিয়া উঠিল, "যাঁহারা রেখার স্বামী, তাঁহারাই রেখা লঙ্ঘন করিল।" কাজেই তাহারাও রেখা লঙ্ঘন করিয়া সবীলি যে পথে গেলেন, সেই পথে ছুটিল।

মহাসত্ত্ব উত্তর হিমালয়ের অভিমুখে চলিলেন। মহিষীও সমস্ত সেনা ও বাহন লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। রাজা জনবৃন্দকে ফিরাইতে না পারিয়া এইরূপে ষষ্টি যোজন পথ অতিক্রম করিলেন। ঐ সময়ে নারদনামক এক পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন তপস্বী হিমালয়ের কাঞ্চনগুহায় অবস্থিতি করিতেন। তিনি সপ্তাহকাল ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিয়া ধ্যানভঙ্গের পর উঠিয়া "অহো কি সুখ! অহো কি সুখ!" মনের উল্লাসে এই উদান বলিতে বলিতে ভাবিলেন, 'জম্বুদ্বীপে এবংবিধ সুখপ্রয়াসী আর কেহ আছে

১। তু-মহাভারত, শান্তি ২২৩অ° (মান্দ্রাজ) ঃ—
অনন্তং বত মে বিত্তং ভাব্যং মে নাস্তি কিঞ্চন ; মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চন দহ্যতে।

২। ব্রহ্মলোকবাসী উচ্চশ্রেণীর দেবগণ 'আভাস্বর দেব' নামে অভিহিত। ইঁহারা মূর্তিমান্ দেহী ও প্রীতিভক্ষ বলিয়া বর্ণিত।

কি?' অনন্তর দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি বুদ্ধাঙ্কুর মহাজনককে দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন যে, তিনি মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছেন ; কিন্তু সীবলিদেবী প্রমুখ জনবৃন্দকে ফিরাইতে পারিতেছেন না। পাছে এই সকল লোক বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কায় আরও অধিক পরিমাণে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ নারদ ঋষিবলে গমনপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে একটী গাথায় উৎসাহিত করিলেন ঃ—

১২৯। কেন এত মহাশব্দ? মহোৎসবে মত্ত কিহে গ্রামবাসিগণ?
কেন হেথা এত লোক? বলহে, শ্রমণ, তুমি ইহার কারণ।

ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন,

১৩০। অতিক্রম করি আমি সীমা বাসনার যাইতেছি চলি এবে ছাড়িয়া আগার
মনের আনন্দে ; রত হয়ে তপস্যায় মুনিজনলভ্য প্রজ্ঞা পাব, এ আশায়।
ফিরাতে আমারে এরা আসিয়াছে সাথে ; জান তুমি ; জিজ্ঞাসিছ কেন, বল, তবে?

তখন রাজার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য নারদ বলিলেন,

১৩১। প্রব্রাজক-চিহ্ন বটে করেছ ধারণ, ভেব না তথাপি, করিয়াছ অতিক্রম
কামাদি রিপুর সীমা, জানিও নিশ্চয়, সহজে না প্রশমিত হয় রিপুচয়।
রয়েছে স্বর্গের পথে বিঘ্ন নানামত লঙ্ঘিতে সে সব তুমি হও দৃঢ়ব্রত।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৩২। দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কাম্য[1] কিছুই না চাই, সর্ব্বথা নিষ্কামভাবে যথেচ্ছ বেড়াই
বাসনাবিহীন হেন জনের পথেতে কি যে বিঘ্ন আছে, তাহা পারি না বুঝিতে।

নারদ একটী গাথায় রাজাকে বিঘ্ন সমস্ত প্রদর্শন করিলেন ঃ—

১৩৩। নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্যজনিত বিজৃম্ভণ,
উৎকণ্ঠা, আহার-অন্তে নিদ্রার সেবন, —
এইরূপ বহু বিঘ্ন দেহে বিদ্যমান।
এসব করিবে দূর হয়ে সাবধান।[2]

অতঃপর মহাসত্ত্ব একটী গাথায় নারদের স্তুতি করিলেন ঃ—

১৩৪। কৃপা করি দিলা, বিপ্র, যেই উপদেশ, তাহাতে কল্যাণ মম হইবে অশেষ।
কে তুমি, মারিষ, আমি চাই জিজ্ঞাসিতে, কি নাম? কোথায় বাস? পারি কি জানিতে?

ইহার উত্তরে নারদ বলিলেন

১৩৫। নারদ আমার নাম, শুন, নৃপোত্তম, বিখ্যাত কাশ্যপ গোত্রে লভেছি জনম।
সাধুসমাগমে লোকে শুভফল পায় ; এসেছি সেহেতু আমি দেখিতে তোমায়।
১৩৬। জন্মুক আনন্দ তব এই প্রব্রজ্যায় ; ধ্যান কর ব্রহ্মাখ্য বিহারচতুষ্টয়,
চরিত্রে অভাব কিছু করিলে দর্শন ক্ষান্তি ও সংযমে তাহা করিবে পূরণ।
১৩৭। আত্মাবমাননা,[3] কিংবা আত্ম-অভিমান, উভয়(ই) ত্যজিবে তুমি হয়ে সাবধান।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, অভিজ্ঞা, এ তিনের সংস্কারে লভিতে অভীষ্টফল প্রব্রাজক পারে।[4]

নারদ মহাসত্ত্বকে এইরূপ উপদেশ দিয়া আকাশপথে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। অতঃপর মৃগাজিন-নামক অপর এক তাপস পূর্ব্ববৎ ধ্যানাবসানে আসন হইতে উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিলোকন করিতে

১। অর্থাৎ কি ঐহিক, কি পারত্রিক সুখ।

২। তুঃ — ষড়্দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা —
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়ং, ক্রোধ, আলস্যং, দীর্ঘসূত্রতা। — হিতোপদেশ।
বিজৃম্ভণ — হাইতোলা। আহারান্ত নিদ্রা — দিবা নিদ্রা। ভিক্ষুদিগের পক্ষে মধ্যাহ্নের পর ভোজন নিষিদ্ধ, কাজেই আহারান্তে নিদ্রা বলিলে দিবানিদ্রা বুঝাইবে।

৩। তুঃ — নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং। — মনু ৪/১৩৭

৪। অর্থাৎ যাঁহার কর্ম্ম শুদ্ধ, যিনি সদ্ধর্ম্মপরায়ণ এবং যিনি অভিজ্ঞাসম্পন্ন, সেই প্রব্রাজকই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

করিতে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই জনবৃন্দকে নিবর্ত্তন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে উপদেশ দিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনিও আকাশপথে গমন করিয়া দেখা দিলেন এবং বলিলেন ঃ—

১৩৮। **হস্তী, অশ্ব** শত শত, পুরী, জনপদ — ছাড়িয়া, জনক, তুমি এ সব সম্পৎ,
মৃন্ময় ভিক্ষার পাত্রে সন্তুষ্ট এখন। কি হেতু হইল তব এ পরিবর্ত্তন!

১৩৯। মিত্রামাত্যজ্ঞাতি কিংবা জানপদগণ করেছে কি ক্ষতি কোন তোমার কখন?
ঐশ্বর্য্যের মায়া তবে কি হেতু কাটিল? মৃৎপাত্রে এমন রুচি কেমনে হইল?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৪০। করি নাই, মৃগাজিন, আমি কোন দিন আচরি অধর্ম্ম জ্ঞাতিগণে দীন হীন
জ্ঞাতিরাও কোন দিন করে নি আমার প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে কিংবা, কোন অপকার।

এইরূপে মৃগাজিনের প্রশ্নটীর নিরাকরণ করিয়া মহাসত্ত্ব কি জন্য যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলিলেন ঃ—

১৪১। লোকের দুর্দ্দশা আমি করেছি দর্শন ; রিপুগ্রাসে পড়িতেছে সদা মূঢ়গণ,
ডুবিছে পাপের পঙ্কে ; করে মারামারি ; সঙ্গে পরস্পরে ; — এই দৃষ্টান্ত নেহারি
করিয়াছি, মৃগাজিন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ ; না ঘটে আমার যেন দুর্দ্দশা এমন।

রাজার প্রব্রজ্যাগ্রহণের কারণ সবিস্তর শুনিবার জন্য মৃগাজিন জিজ্ঞাসা করিলেন,

১৪২। বল তুমি, শিষ্য হও কোন মহাত্মার? হেন শুদ্ধ উপদেশ বল ত কাহার?
অভিজ্ঞাসম্পন্ন কর্ম্মবাদী তাপসের, অথবা পরমজ্ঞানী, প্রত্যেকবুদ্ধের
প্রত্যক্ষ দর্শন বিনা, ওহে বধিবর, ঈদৃশ শ্রবণ কভু হয় না ক নর,
অবলীলাক্রমে যেই করয়ে বর্জ্জন দুঃখ অতিক্রম হেতু রাজ্য আর ধন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৪৩। শ্রমণ ব্রাহ্মণে আমি পূজি কোন দিন করি নি জিজ্ঞাসা কিছু, ওহে মৃগাজিন।

অনন্তর, যে কারণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যন্ত দেখাইবার জন্য মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৪৪। মহা-আড়ম্বরে, হয়ে রাজ-শ্রী-ভূষিত,
গিয়াছিনু একদিন উদ্যান-বিহারে।
হতেছিল গান ; তূর্য্যধ্বনি সুমধুর ;
বীণা-করতাল-আদি যন্ত্রসমূহের
বাদনে উদ্যান-ভূমি হল নিনাদিত।

১৪৫। প্রাকার-বাহিরে আমি দেখিনু তখন
ফলবান্ আম্রতরু, ফল হেতু যারে
প্রহার করিতেছিল ফলকামিগণ
লগুড় আঘাতে, আর লোষ্ট্রনিক্ষেপণে।

১৪৬। দেখি ইহা, মৃগাজিন, গজস্কন্ধ হতে
অবতরি, পরিহরি রাজশ্রী আমার
আম্রতরুদ্বয়-মূলে গেলাম সত্বর —
ফলবান্ এক বৃক্ষ, নিষ্ফল অপর।

১৪৭। ফলবান্ ছিল যেটী, দেখিনু তাহার
কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে প্রহারে প্রহারে —
ভগ্নশাখ, ছিন্নপত্র, কাণ্ডমাত্রসার।
নিষ্ফল তরুটী কিন্তু পূর্ব্বের মতন
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া সুশ্যাম, সুন্দর।

১৪৮। ঐশ্বর্য্য যাঁদের আছে দশা তাহাদের
ঠিক ফলবান্ আম্রতরুর মতন।
সর্ব্বদা অশান্তি বহু করে তারা ভোগ,
শত্রুরা সুবিধা পেলে হরয়ে জীবন।

১৪৯। চর্ম্মলোভে মারে দ্বীপী, দন্তলোভে হাতী ; ধনার্থে ধনীকে মারে —ইহাই ত রীতি?
অনাগার, অকিঞ্চন, কিন্তু যেই জন, কি লোভে তাহার লোকে বধিবে জীবন?
ফলবান্ ফলহীন, আম্রতরুদ্বয়, ইহারাই শাস্তা মোর ; অন্য কেহ নয়।

ইহা শুনিয়া মৃগাজিন বলিলেন, "মহারাজ! অপ্রমত্ত হইয়া চলিবেন" এবং এই উপদেশ দিয়া তিনি স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। মৃগাজিন প্রস্থান করিলে সীবলিদেবী রাজার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন,

১৫০। প্রব্রজ্যা লবেন রাজা, শুনি এ বারতা
মহাভয় পাইয়াছে রাজ্যবাসী যত ; —
গজসাদী দেহরক্ষী, রথী পদাতিক —
সকলেই হইয়াছে ভয়েতে বিহ্বল।

১৫১। করহ আশ্বস্ত সবে ; রক্ষায় এদের
সুব্যবস্থা কর, দেব ; পুত্রে তারপর
অভিষিক্ত করি রাজ্যে যাবে প্রব্রজ্যায়।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১৫২। জনপদ, মিত্রামাত্য, জ্ঞাতিগণ সবে
করিয়াছি ত্যাগ আমি ; পরিব্রাজকের
পুত্র নাই প্রজাবতি,[১] জানিও নিশ্চয়।
আছেন ক্ষত্রিয়সুত বিদেহে অনেক ;
তাঁহারাই করাবেন এখন হইতে
শাসন মিথিলা রাজ্য দীর্ঘায়ুর দ্বারা।

সীবলি বলিলেন, "মহারাজ আপনি ত প্রব্রজ্যা লইলেন ; এখন আমি কি করিব, বলুন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি ; তুমি আমার উপদেশ পালন করিয়া চলিও।

১৫৩। (ক) এস ; উপদেশ যাহা ভাল মনে করি,
করিব তোমায় দান ; —'পুত্রে রাজ্য দিয়া
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, বাক্যে কায়ে, মনে
কর যদি পাপ কর্ম্ম, দুর্গতি অশেষ
দেহান্তে করিতে ভোগ হইবে তোমায়।

১৫৩ (খ) পরদত্ত, পরপক্ব পিণ্ডের ভোজনে
জীবন যাপন হয় সুধীর লক্ষণ।"

মহাসত্ত্ব মহিষীকে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল। মহিষী একটা স্থান মনোনীত করিয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করাইলেন ; মহাসত্ত্ব একটা বৃক্ষের মূলে গিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন ; সীবলি সৈনিকদিগকে পশ্চাতে আসিতে আজ্ঞা দিয়া নিজে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যার বেলায় থূণা-নামক এক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি নগরের মধ্যবর্ত্তী মাংসাবপণি হইতে একটা বড় মাংসপিণ্ড কিনিয়া উহা শূলদ্বারা অঙ্গারে পাক করিয়া জুড়াইবার জন্য একখানা তক্তার একপ্রান্তে রাখিয়া দিয়াছিল। সে অনামনস্ক হইলে একটা কুকুর ঐ মাংস লইয়া পলায়ন করিল। লোকটা কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া নগরের বাহিরে দক্ষিণদ্বার পর্য্যন্ত গেল; শেষে ক্লান্ত হইয়া ফিরিল। রাজা ও রাণী কুকুরটার সম্মুখে আসিয়া দুই জনে দুই দিকে গেলেন ; কুকুর ভয়ে মাংস ফেলিয়া পলাইয়া গেল ; ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'কুকুরটা মাংস ফেলিয়া ও ইহার আশা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে ; এই মাংসের অন্য কোন স্বামী যে আছে, তাহাও জানা যায় না ; এইরূপ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ধূলিমিশ্রিত খাদ্য ত আর নাই। অতএব আমি ইহাই আহার করিব।' তিনি ঝুলি হইতে মৃৎপাত্র বাহির করিলেন, সেই মাংসখণ্ড তুলিয়া উহা হইতে ধূলি পুছিলেন, উহা পাত্রে লইলেন এবং যেখানে জল আছে, এমন কোন মনোরম স্থানে গিয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া রাণী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইনি যদি রাজ্যাভিলাষী হইতেন, তবে ঈদৃশ ধূলিমিশ্রিত ন্যক্কারজনক কুক্কুরোচ্ছিষ্ট মাংসপিণ্ড ভোজন করিতেন না, ইনি আর আমাদের প্রভু হইবেন না।' তিনি বলিলেন, 'ছিঃ মহারাজ, আপনি এমন কদর্য্য খাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন!'' মহাসত্ত্ব বলিলেন, ''দেবি, তুমি অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ এই পিণ্ডপাতের বিশিষ্ট গুণ দেখিতে পারিতেছ না।' যেখানে ঐ মাংসখণ্ড পতিত হইয়াছিল, সেইদিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি উহা অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন এবং মুখ প্রক্ষালন করিয়া হাত পা ধুইলেন। তখন দেবী তাঁহার নিন্দা করিয়া বলিলেন,

১। রাজা সীবলিদেবীকে 'পজাপতী' বা 'প্রজাবতী' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। 'প্রজাবতী' শব্দ হইতে পায়াতী (পুত্রবতী) শব্দের [illegible] পাঠ হইয়াছে।

১৫৪। চতুর্থ ভোজন কালে[১] খাদ্য না পাইলে
ক্ষুধার জ্বালায় লোকে মরে অনশনে ;
তথাপি সদ্‌বংশজাত সৎপুরুষগণ
ধূলিতে আচ্ছন্ন হেন জঘন্য আহার
গ্রহণ করিয়া কভু না রাখেন প্রাণ।
এ নয় উচিত তব ; এ নয় শোভন,
খাইলে কুক্কুরোচ্ছিষ্ট তুমি, নরমণি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৫৫। গৃহী বা কুক্কুরে যাহা করে পরিত্যাগ,
অভক্ষ্য, সীবলি, তাহা নয় ত আমার।
ধর্ম্মানুমোদিত লাভ হয় যে খাদ্যের,
তাহাই ভোজনযোগ্য ; দোষ নাই তায়।

পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বালক বালিকারা খেলা করিতেছিল ; একটী বালিকা একখানি ছোট কুলো লইয়া বালি ঝাড়িতেছিল। তাহার এক হাতে ছিল একটা বালা, আর এক হাতে ছিল দুইটা বালা। শেষোক্ত হস্তের বলয়দ্বয় পরস্পরের বিঘট্টনে শব্দ করিতেছিল ; অপর হস্তের বলয়টী নিঃশব্দ ছিল। রাজা ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'সীবলি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছেন ; স্ত্রীই কিন্তু প্রব্রাজকদিগের মলস্বরূপ।[২] আমি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও ভার্য্যা ত্যাগ করিতে পারি নাই, এজন্য লোকে আমার নিন্দা করিতেছে। যদি এই বালিকা বুদ্ধিমতী হয়, তবে এ সীবলিকে প্রতিনিবর্ত্তনের হেতু বুঝাইয়া দিবে। ইহার উত্তর শুনিয়া আমি সীবলিকে বিদায় দিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন।

১৫৬। মায়ের কোলের ধন[৩] ! সুন্দর বলয় হাতে ; বাছা, তুমি বল ত আমায়,
এক হাতে শব্দ হয় ; কিন্তু অন্য হাতে তব শব্দ কেন শুনা নাহি যায়?

বালিকা বলিল,

১৫৭। শ্রমণ, এ হাতে মোর বান্ধা আছে দুইটা বলয় ;
ঠোকাঠুকি করে তারা; তাহাতেই শব্দ এই হয়।
সেই মত এ জগতে দ্বিতীয় যাহার সাথে থাকে,
বিবাদে, কলহে সদা অশান্তি ভুঞ্জিতে হয় তাকে।
১৫৮। শ্রমণ, অপর হাতে বান্ধা আছে একটী বলয় ;
দ্বিতীয় অভাবে সেটা মৌন ও নিঃশব্দভাবে রয়।
১৫৯। দ্বিতীয় থাকিলে সঙ্গে ঘটিবেক বিবাদ নিশ্চিত ;
একাকী যে, কার সঙ্গে বিবাদে সে হইবে প্রবৃত্ত?
স্বর্গলাভহেতু যার হইয়াছে বাসনা অন্তরে,
একত্বে স্থাপিয়া রুচি একাকী সে বিচরণ করে।

সেই অল্পবয়স্কা কুমারীর উত্তর শুনিয়া মহাসত্ত্ব সীবলিকে উপদেশ দিবার অবসর পাইলেন। তিনি বলিলেন,

---

১। তিন দিন অন্তে প্রতি চতুর্থ দিনে একবার ভোজন করাকে 'চতুর্থ ভোজন' বলে। এই প্রসঙ্গে কুণাল-জাতকের অনুবাদে (পঞ্চম খণ্ড, ২৬৮ম পৃষ্ঠে) ভ্রমক্রমে 'তিন দিন' না লিখিয়া 'চারিদিন' এবং 'চতুর্থ দিনে' না লিখিয়া 'পঞ্চম দিনে' লেখা হইয়াছে।

২। তুঃ 'ইত্থি মলং ব্রহ্মচরিয়স্স।''

৩। মূলে 'উপসেনিয়ে' আছে। ''মাতরং উপগন্ত্বা সযানিকা'' অর্থাৎ যে বালিকা মায়ের কোলে গিয়া শুইয়া থাকে, তাহাকে উপসেনিয়া বলা যায়। ইহা একপ্রকার স্নেহসম্বোধন।

১৬০। শুনিলে ত, ভদ্রে, তুমি কথা বালিকার ; দাসী যে, সেও ত মোরে দিতেছে ধিক্কার।
বনিতাদ্বিতীয় প্রব্রাজক যেই জন, সেই হয় এইরূপ নিন্দার ভাজন।
১৬১। গিয়াছে এখান হ'তে দুই দিকে পথ, পথিকেরা যাহা দিয়া করে যাতায়াত।
যে পথে তোমার ইচ্ছা, যাও তুমি চলি; প্রস্থান করিব আমি অন্য পথ ধরি।
আমি তব পতি, ইহা ভেব না ক আর; ভাবিব না তুমিও যে ঘরণী আমার।

এই কথা শুনিয়া সীবলি বলিলেন, "প্রভু, আপনি এই উৎকৃষ্ট দক্ষিণ পথে অগ্রসর হউন ; আমি বাম পথ অবলম্বন করিব।" তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু শোকসংবরণ না করিতে পারিয়া ফিরিয়া রাজার সঙ্গেই নগরে প্রবেশ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন :—

১৬২। করিতে করিতে হেন কথোপকথন ; প্রবেশিলা থূণায় তাঁহারা দুইজন।

নগরে প্রবেশ করিয়া মহাসত্ত্ব ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে এক ইষুকারের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সীবলি দেবী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐ সময়ে ইষুকারক একটা বাণ আগুনের হাঁড়িতে রাখিয়া তাহা কাঞ্জিক দ্বারা ভিজাইতেছিল এবং একটা চক্ষু বুজিয়া আর একটা দ্বারা দেখিয়া উহা সোজা করিতেছিল। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি এই লোকটা বিজ্ঞ হয়, তবে এরূপ করিবার প্রকৃত কারণ বলিতে পারিবে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি ইষুকারকের নিকটে গেলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৬৩। ইষুকারকের কক্ষে ভোজনবেলায়
উপস্থিত হন রাজা ; সে ব্যক্তি তখন
নিমীলিয়া এক চক্ষু, অপাঙ্গদৃষ্টিতে
অন্য চক্ষুদ্বারা ইষু দ্বারা ছিল নিরখিতে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৬৪। ইষুকার, তুমি এক চক্ষু নিমীলিয়া
নিরীক্ষণ করিতেছ অপাঙ্গদৃষ্টিতে
অন্য চক্ষুদ্বারা ইষু ; বোধ হয় মোর,
ঠিক এতে দেখিতে না পাইতেছ তুমি।

ইষুকার বলিল,

১৬৫। দুই চক্ষুদ্বারা যদি করহ দর্শন,
সকল(ই) বিশালরূপে হয় দৃশ্যমান ;
কোন্ অংশে আছে বাঁকা বুঝা নাহি যায়
ঠিক সোজা করি গড়া অসম্ভব হয়।

১৬৬। কিন্তু নিমীলন যদি করি চক্ষু এক
অপাঙ্গদৃষ্টিতে ইষু দেখি বার বার,
কোন্ অংশ বাঁকা তাহা বুঝিতে পারিয়া
সোজা করি গড়ি ইষু ; না ঘটে ব্যত্যয়।

১৬৭। একত্র থাকিলে দুই হয় পরস্পর
বিবাদে নিরত তারা ; একাকী যে জন,
কার সঙ্গে বিবাদে সে হইবে প্রবৃত্ত?
স্বর্গলাভহেতু যার বাসনা অন্তরে,
একাকী থাকিয়া সেই বিচরণ করে।

মহাসত্ত্বকে এই উপদেশ দিয়া ইষুকার নীরব হইল। তিনি পিণ্ডাচর্য্যা করিয়া মিশ্রখাদ্য[১] সংগ্রহপূর্ব্বক নগরের বাহিরে গেলেন এবং যেখানে জল আছে, এমন কোন রমণীয় স্থানে উপবেশন করিয়া ভোজন সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি ঝুলির মধ্যে পাত্রটী রাখিয়া সীবলিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

১। ভিক্ষুদের পাত্রে গৃহীরা কটু, অম্ল, মধুর প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য নিক্ষেপ করে ; এজন্য ঐ খাদ্য মিশ্রখাদ্য নামে অভিহিত।

১৬৮। ইষুকার বলিল যা', শুনিলে ত তুমি;
দাস যে, সেও ত মোরে দিতেছ ধিক্কার।
বনিতাদ্বিতীয় প্রব্রাজক যেই জন,
সেই হয় এইরূপ নিন্দার ভাজন।

১৬৯। গিয়াছে এখান হ'তে দুই দিকে পথ, পথিকেরা যাহা দিয়া করে যাতায়াত।
যে পথে তোমার ইচ্ছা যাও চলি ; প্রস্থান করিব আমি অন্য পথ ধরি।
আমি তব পতি ইহা ভেব না ক আর ; ভাবিব না তুমিও যে ঘরণী আমার।

'আমি তব পতি ইহা ভেব না ক আর', মহাসত্ত্ব একথা বলিলেও সীবলি তাঁহার অনুগমন করিয়াই চলিলেন। কিন্তু তিনি রাজাকে ফিরাইতে পারিলেন না। জনসঙ্ঘও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে বনভূমি নিকটবর্ত্তী হইল ; মহাসত্ত্ব বনের নীলিমা দেখিতে পাইয়া মহিষীকে নিবর্ত্তন করাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে পথের ধারে মুঞ্জ তৃণ দেখিয়া তাহা হইতে একটা কাণ্ড ছিঁড়িয়া লইলেন এবং সীবলিকে বলিলেন, "দেখ, এই কাণ্ডটা আর খুড়িতে পারা যায় না ; এইরূপ, তোমার সঙ্গেও আমার আর সহবাস সম্ভবপর নয়।" অনন্তর তিনি এই অর্দ্ধগাথা বলিলেন ঃ

১৭০। ছিন্না মুঞ্জযষ্টিবৎ একাকিনী বিহর, সীবলি।

ইহা শুনিয়া সীবলি বুঝিলেন, এখন হইতে তিনি আর রাজেন্দ্র মহাজনকের সহবাস করিতে পারিবেন না। তিনি শোকবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া উভয় হস্তে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে রাজপথে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি সংজ্ঞাহীনা হইয়াছেন দেখিয়া মহাসত্ত্ব নিজের পদচিহ্ন বিলোপ করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অমাত্যেরা আসিয়া সীবলির শরীরে জল সেচন করিলেন এবং হস্তপাদ পরিমর্দ্দন করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। তিনি চৈতন্যলাভ করিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, 'রাজা কোথায়?" অমাত্যেরা বলিলেন, "আপনি কি জানেন না, মা?" সীবলি বলিলেন, "বাবা সকল, শীঘ্র তাঁহার খোঁজ কর।" অমাত্যেরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু রাজার দেখা পাইলেন না। সীবলি মহাপরিদেবন করিতে লাগিলেন, রাজা যেখানে শেষে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা তদীয় পূজা করিলেন এবং শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজধানীর অভিমুখে চলিলেন।

মহাসত্ত্ব হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন। তিনি আর মনুষ্যপথে ফিরিলেন না। যেখানে ইযুকারকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, যেখানে কুমারীর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল, যেখানে তিনি মাংস পরিভোজন করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি মৃগাজিনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, যেখানে নারদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, সীবলিদেবী এই সকল স্থানে এক একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা পূজা করিলেন এবং চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া মিথিলায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে আম্রকাননে তিনি পুত্রের অভিষেক সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ নগরে প্রেরণপূর্ব্বক নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ঐ উদ্যানেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অচিরে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম দ্বারা ধ্যান অভ্যাস করিলেন এবং ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই সমুদ্রদেবতা ; সারিপুত্র ছিলেন নারদ, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন মৃগাজিন, ক্ষেমা ভিক্ষুণী ছিলেন সেই কুমারী, আনন্দ ছিলেন সেই ইষুকার, রাহুল ছিলেন দীর্ঘায়ুঃকুমার, রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা এবং আমি ছিলাম মহাজনক নরেন্দ্র।]

৫৪০—শ্যাম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন মাতৃপোষক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে অষ্টাদশকোটি ধনশালী কোন শ্রেষ্ঠিপরিবারে একটীমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল ; কাজেই সে মাতাপিতার অতি প্রিয় ও প্রীতিভাজন ছিল। সে একদিন প্রাসাদোপরি অবস্থিত হইয়া বাতায়ণ উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক দেখিতে পাইল, বহুলোক গন্ধমালাদি হাতে লইয়া ধর্ম্মশ্রবণার্থ জেতবনে যাইতেছে। ইহাতে তাহারও জেতবনে যাইতে ইচ্ছা হইল ; সে গন্ধমালাদি লইয়া বিহারে গিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে বস্ত্র-ভেষজ্য-পানীয়াদি দান করিল এবং গন্ধমাল্যাদিদ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল। ধর্ম্মকথা শুনিয়া সে কামাদি রিপুর দোষ এবং প্রব্রজ্যার গুণ বুঝিতে পারিল এবং সভা হইতে উঠিয়া ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা যাজ্ঞা করিল। ভগবান্ বলিলেন, "যে মাতাপিতার অনুমতি পায় নাই, তথাগতগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করেন না।" ইহা শুনিয়া সে গৃহে ফিরিয়া সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া মাতাপিতার অনুমতি লাভ করিল এবং জেতবনে গিয়া পুনর্ব্বার প্রব্রজ্যা চাহিল। শাস্তা এক ভিক্ষুকে আজ্ঞা দিলেন ; সেই ভিক্ষু শ্রেষ্ঠিকুমারকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র মহালাভ ও সম্মান পাইলেন। তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের সেবা করিয়া উপসম্পদা লাভ করিলেন। তিনি পাঁচ বৎসরে সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আয়ত্ত করিলেন। ইহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি এই জনবহুল স্থানে অবস্থিতি করিতেছি ; ইহা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে।' তিনি অরণ্যবাসে বিদর্শনধুর[১] পরিপূরণার্থ (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দৃষ্টি লাভের আশায়) উপাধ্যায়ের নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্তগ্রামে গমন করিলেন এবং সেখানে অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এই অরণ্যে তিনি বিদর্শন উৎপাদনের জন্য বার বৎসর যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলেন, কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেন না।

এদিকে তাঁহার মাতাপিতা কালক্রমে দুরবস্থাপন্ন হইলেন। যাহারা তাঁহাদের ক্ষেত্রে বা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল, তাহারা দেখিল ঐ বংশে কোন পুত্র বা ভ্রাতা নাই যে, প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে পারে; কাজেই তাহারা স্ব স্ব হস্তগত ধন লইয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা পলায়ন করিল, গৃহের দাসভৃত্যগণও স্বর্ণরৌপ্যাদি লইয়া পলাইয়া গেল ; শেষে শ্রেষ্ঠিদম্পতি এমন নিঃস্ব হইলেন যে, তাঁহাদের হাত ধুইবার পাত্রটী পর্য্যন্ত রহিল না ; তাঁহারা বাড়ী ঘর বিক্রয় করিলেন ; তাঁহাদের মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত গেল ; তাঁহারা নিতান্ত দীনদশাপন্ন হইয়া ছিন্নবস্ত্র পরিয়া খর্পরহস্তে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একজন ভিক্ষু জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রের সেই অরণ্যাবাসে উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠিপুত্র তাঁহার আতিথ্যকৃত্য করিলেন এবং তিনি সুখাসীন হইলে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "জেতবন হইতে।" তখন শ্রেষ্ঠিপুত্র শাস্তা ও মহাশ্রাবকাদি সুস্থ আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মাতাপিতার কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, শ্রাবস্তীর অমুক শ্রেষ্ঠিকুলের সুসংবাদ ত?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "ভাই, সেই শ্রেষ্ঠিকুলের কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না।" "কেন, ভদন্ত?" "ভাই, সেই শ্রেষ্ঠিকুলে না কি একটীমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল; সে বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে ; তাহার প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময় হইতে এই পরিবারের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হয়। কর্ত্তা ও কর্ত্রী দুইজনে জনসাধারণের কৃপাপাত্র হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন।" ভিক্ষুর কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না ; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু জিজ্ঞাসিলেন, "ভাই, কান্দিতেছ কেন?" "ভদন্ত, সেই দুই ব্যক্তি আমার মাতাপিতা ; আমি তাঁহাদের পুত্র।" "ভাই, তোমার দোষেই তোমার মাতাপিতার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; যাও, এখন গিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ কর।" ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র ভাবিলেন, 'আমি এই বার বৎসর অবিরত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও, কি মার্গ, কি মার্গফল, কিছুই লাভ করিতে পারি নাই। আমি, বোধ হয় ইহাতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। প্রব্রজ্যায় আমার কি ফল? আমি গৃহী হইয়া মাতাপিতার পোষণ করিব, দান দিব এবং এই উপায়েই স্বর্গপরায়ণ হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অরণ্যস্থ কুটীরখানি স্থবিরকে দান করিয়া পরদিন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং চলিতে চলিতে শ্রাবস্তীর অবিদূরে জেতবনের পৃষ্ঠদেশস্থ বিহারে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে একটী পথ শ্রাবস্তীর দিকে এবং একটী পথ জেতবনের দিকে গিয়াছিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'প্রথমে মাতাপিতাকে দর্শন করি, কি দশবলকে দর্শন করি? মাতাপিতাকে পূর্ব্বে বহুদিন দেখিয়াছি ; কিন্তু এখন হইতে বুদ্ধদর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে। অতএব আজ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে দেখিয়া এবং ধর্ম্মকথা শুনিয়া কাল প্রাতঃকালেই মাতাপিতাকে দর্শন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্রাবস্তীর পথ ছাড়িয়া সায়াহ্ন সময়ে জেতবনে প্রবেশ করিলেন।

ঐ দিন প্রত্যূষকালে শাস্তা সকল ভুবন অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সেই কুলপুত্রের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির সময় আসিয়াছে। তাঁহার আগমনকালে শাস্তা মাতৃপোষক সূত্র দ্বারা মাতাপিতার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠিপুত্র ভিক্ষুসভার একপ্রান্তে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে শুনিতে ভাবিলেন, "আমি গৃহী হইলে মাতাপিতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিব বটে, কিন্তু শাস্তা বলিতেছেন যে, প্রব্রাজিত পুত্রও মাতাপিতার উপকার করিতে সমর্থ। আমি পূর্ব্বে শাস্তাকে দর্শন না করিয়াই (অরণ্যে) গিয়াছিলাম ; কাজেই এরূপ প্রব্রজ্যার অঙ্গহানি হইয়াছিল ; এখন আমি গৃহী না হইয়াও প্রব্রজ্যায়

১। ধুর — ভার। ইহা দ্বিবিধ—গ্রন্থধুর ও বিদর্শনধুর অর্থাৎ শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টি বা ধ্যান।

থাকিয়াই মাতাপিতার ভরণপোষণ করিব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শলাকা লইয়া শলাকাভক্ত এবং শলাকা-যবাগূ গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে নিদ্বাসনার্হ হইয়াছেন। তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি প্রথমে যবাগূই গ্রহণ করিব, না মাতাপিতাকে দর্শন করিব?' তিনি দেখিলেন, যাঁহারা দীনহীন, তাঁহাদের নিকট রিক্তহস্তে যাওয়া উচিত নহে। এজন্য তিনি যবাগূ গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার পুরাতন গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তাঁহার মাতাপিতা তখন যবাগূ ভিক্ষা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী প্রাচীরের নিকটে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র সাতিশয় দুঃখিত হইলেন; তিনি সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রেষ্ঠিদম্পতী তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার মাতা ভাবিলেন, লোকটা বুঝি ভিক্ষার আশায় দাঁড়াইয়া আছে। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, আপনাকে দিবার উপযুক্ত আমাদের কিছুই নাই ; আপনি অন্যত্র ভিক্ষা করুন গিয়া।" মাতার কথায় শ্রেষ্ঠিপুত্রের হৃদয় শোকে পরিপূর্ণ হইল ; কিন্তু তাহা সংবরণপূর্ব্বক তিনি সাশ্রুনয়নে সেখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলেন ; বৃদ্ধা তাঁহাকে দুই তিনবার অন্যত্র যাইতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়াই রহিলেন। তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, "ভদ্রে, গিয়া দেখ ত, এই ব্যক্তি তোমার পুত্র কি না।" বৃদ্ধা পুত্রের কাছে গিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতাও ঐরূপ করিলেন ; সেখানে শোকের মহোচ্ছ্বাস হইল। পুত্রই মাতাপিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না ; তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শোকবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের কোন চিন্তা নাই ; আমি আপনাদিগের ভরণপোষণ করিব।" মাতাপিতাকে এই আশ্বাস দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে যবাগূ পান করাইলেন, কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, পুনর্ব্বার ভিক্ষা আহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন ; অনন্তর নিজের জন্য আবার ভিক্ষা করিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া, আর খাইবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিজের আহার সম্পাদন করিয়া তাঁহাদেরই অবিদূরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে তিনি উক্ত প্রকারে মাতাপিতাকে পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে ভিক্ষা পাইতেন, এমন কি, প্রতিপক্ষে যে খাদ্যাদি পাইতেন,[১] সমস্তই তাঁহাদিগকে দিতেন এবং আবার ভিক্ষা করিয়া কিছু পাইতেন ত তাহাই নিজে খাইতেন। লোকে তাঁহাকে বর্ষাবাসের জন্য যে খাদ্য দিত, বা তিনি অন্য যাহা কিছু পাইতেন, তাহাও মাতাপিতাকে দিতেন। তাঁহারা পরিধানের পর যে সকল জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিতেন, তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সেগুলিতে রং দিয়া নিজে পরিধান করিতেন। তিনি অল্পদিনই ভিক্ষা পাইতেন, বহুদিন পাইতেন না। তাঁহার অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস অতি রুক্ষ হইল ; মাতাপিতার পোষণ করিতে করিতে তাঁহার শরীর ক্রমে নিতান্ত কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইল। তাঁহার এই দশা দেখিয়া বন্ধুবয়স্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, পূর্ব্বে তোমার দেহ সোনার মত উজ্জ্বল ছিল ; এখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছ ; তোমার কোন পীড়া হইয়াছে কি?" তিনি উত্তর দিলেন, 'না ভাই, আমার কোন পীড়া হয় নাই ; কিন্তু একটা বিঘ্ন ঘটিয়াছে।" তিনি বন্ধুদিগকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। বন্ধুরা বলিলেন, "উপাসকেরা শ্রদ্ধাবশে যাহা দান করে, শাস্তা তাহা নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন; তুমি সেই শ্রদ্ধাদত্ত-দ্রব্য গৃহীদিগকে দান করিয়া ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছ।" ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্র লজ্জায় অধোবদন হইলেন। বন্ধুরা কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না ; তাঁহারা শাস্তার নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, অমুক ভিক্ষু গৃহীদিগকে পোষণ করিয়া শ্রদ্ধাদত্ত দ্রব্যের অপচয় করিতেছেন।" শাস্তা সেই কুলপুত্রকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি শ্রদ্ধাদত্ত দ্রব্য দ্বারা গৃহীদিগের পোষণ করিতেছ?" শ্রেষ্ঠিপুত্র উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত ; একথা সত্য।" তাঁহার সৎক্রিয়ার মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার এবং নিজের পূর্ব্বজন্মাচরিত কার্য্য প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে গৃহীদিগের পোষণ করিতেছ, তাহারা কে?" শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিলেন, "ভদন্ত, তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা।" ইহা শুনিয়া তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ শাস্তা "সাধু", "সাধু", "সাধু" বলিয়া তিনবার সাধুকার দিলেন এবং বলিলেন, "পূর্ব্বে আমি যে পথে চলিয়াছিলাম, তুমিও সেই পথ ধরিয়াছ। আমিও পূর্ব্বে ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারা মাতাপিতার পোষণ করিয়াছিলাম।" শাস্তার এই কথায় শ্রেষ্ঠিপুত্রের মনে উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় নিজের পূর্ব্বচরিত-বর্ণনার্থ শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :— |

পুরাকালে বারাণসীর নিকটে নদীর এপারে একখানি এবং ওপারে একখানি নিষাদ-গ্রাম ছিল। প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চশত নিষাদপরিবার বাস করিত এবং প্রত্যেক গ্রামে একজন নিষাধজ্যেষ্ঠক ছিল। এই উভয় নিষাধজ্যেষ্ঠকের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাহারা যৌবনে অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহাদের একজনের কন্যা ও একজনের পুত্র জন্মিলে ঐ পুত্র ও কন্যাকে পরস্পর বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিবে।

নদীর এপারে যে নিষাদজ্যেষ্ঠক বাস করিত, কালক্রমে তাহার একটী পুত্র জন্মিল। এই শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তখন তাহাকে একখণ্ড সুক্ষ্মবস্ত্রের উপর ধরা হইয়াছিল, এই জন্য তাহার নাম রাখা

১। 'পক্খিকভত্তাদি'—প্রতিপক্ষে ভিক্ষুদিগের বিহার হইতে বিশিষ্ট ভক্তাদি দিবার প্রথা ছিল। পাঁচ প্রকার ভক্তের উল্লেখ দেখা যায়—নিত্য ভক্ত, শলাকা ভক্ত, পাক্ষিক ভক্ত, পোষধিক ভক্ত ও পাটিপদিক ভক্ত।

হইল দুকূলক। অপর নিষাদজ্যেষ্ঠকের একটী কন্যা জন্মিল ; সে নদীর অপর পারে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাখা হইল পারিকা। এই শিশুদ্বয় উভয়েই পরমসুন্দর ও হেমকান্তি হইল, নিষাধকুলে জন্মিয়াও তাহারা প্রাণিহত্যা করিত না। ক্রমে যখন তাহাদের বয়স্ ষোল বৎসর হইল, তখন দুকূলককুমারের মাতাপিতা বলিল, "বৎস, তোমার জন্য একটী পাত্রী আনয়ন করিব। দুকূলককুমার ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল ; তাহার মনে পাপের লেশমাত্র ছিল না ; সে উভয় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিল, "আমার গৃহবাসে রুচি নাই ; আপনারা এমন আজ্ঞা করিবেন না।" তাহার মাতাপিতা পুনঃ পুনঃ বলিলেও সে গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না।

পারিকা কুমারীর মাতাপিতা যখন তাহাকে বলিল, "বৎসে, আমাদের বন্ধুর এক পুত্র আছে, সে পরমসুন্দর ; তাহার বর্ণ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল, আমরা তোমাকে তাহারই হস্তে সম্প্রদান করিব," তখন সেও কাণে আঙ্গুল দিয়া ঐরূপ উত্তর দিল, কারণ সেও ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছিল।

দুকূলক গোপনে পারিকাকে বলিয়া পাঠাইল, "যদি তোমার মৈথুনে অভিরুচি থাকে, তবে অন্য কাহারও গৃহে গমন কর, কারণ আমার মৈথুনে প্রবৃত্তি নাই।" পারিকাও দুকূলককে এইরূপ কথাই বলিয়া পাঠাইল। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও নিষাদ জ্যেষ্ঠকদ্বয় তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিল। তাহারা দুই জনেই কামসমুদ্রে অবতরণ না করিয়া একই গৃহে মহাব্রহ্মের ন্যায় বাস করিতে লাগিল।

দুকূলক মৎস্য, মৃগ প্রভৃতি মারিত না, এমন কি অন্যে মাংস আনিয়া দিলেও সে তাহা বিক্রয় করিত না। তাহার মাতাপিতা বলিল, "বাছা তুমি নিষাদকুলে জন্মিয়াছ ; কিন্তু না চাও গৃহস্থালী করিতে, না চাও পশুপক্ষী মারিতে ; তুমি কি করিবে, বল ত?" দুকূলক বলিল, "আপনারা আজ্ঞা দিলে আমি আজই প্রব্রজ্যা লইব।" "বেশ, তোমরা দুই জনেই যাও," বলিয়া তাহারা দুকূলক ও পারিকাকে বিদায় দিল। তাহারা মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গার তীর অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিল এবং হিমালয়ে প্রবেশ করিল। যেখানে মৃগসম্মতানাম্নী নদী হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, তাহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাত্যাগ করিল এবং মৃগসম্মতার অভিমুখে শৈলারোহণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে শত্রুভবন উত্তপ্ত হইল। শক্র ইহার কারণ জানিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, দুই জন মহাপ্রাণী নিষ্ক্রমণ করিয়া হিমালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাতে উপযুক্ত বাসস্থান পান, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তুমি মৃগসম্মতা নদীর অর্দ্ধ ক্রোশান্তরে[১] ইঁহাদের জন্য পর্ণশালা এবং প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য উপকরণাদি প্রস্তুত করিয়া রাখ।" বিশ্বকর্ম্মা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, মূকপঙ্গুজাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া সেখান হইতে কর্কশরাবী পশুদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং পদব্রজে যাতায়াত করিবার উপযোগী একপদিক পথ প্রস্তুত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। দুকূলক ও পারিকা সেই পথ দেখিতে পাইয়া তাহা অনুসরণ করিয়া আশ্রমপদে উপনীত হইলেন। পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া দুকূলক প্রব্রাজকব্যবহার্য্য উপকরণসমূহ দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন, শক্রই সে সমস্ত দান করিয়াছেন। তিনি পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া রক্তবল্কলের অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন এবং মস্তকে জটা প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে ঋষিবেশ ধারণ করিয়া তিনি পারিকাকেও প্রব্রজ্যা দিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়েই সেখানে বাস করিয়া কামাবচরলোকলভ্যা[২] মৈত্রী চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মৈত্রীভাবনার প্রভাবে তত্রত্য পশুপক্ষীরাও পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হইল ; একে অন্যকে আক্রমণ বা প্রহার করিতে বিরত হইল। পারিকা

১। 'অড্ঢ কোসন্তরে'। নূতন পালি অভিধানে 'কোস' শব্দ এই প্রসঙ্গে 'কোষ' বা 'গৃহ' অর্থে ধরা হইয়াছে। কিন্তু দূরত্বনির্দ্দেশার্থ এ অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কোস = ক্রোশ, এই অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। পালিতেও 'অড্ঢ কোসন্তরে' এই পাঠান্তর আছে।

২। কামাবচর লোক বা কামস্বর্গ। ইহা ছয়টী (১ম খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কামলোকের অধিবাসীরা দেবত্ব লাভ করিয়াও কামের বশীভূত ; ব্রহ্মলোকবাসীরা কামের অতীত।

খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিতেন ; আশ্রমপদ সম্মার্জ্জন করিতেন এবং অন্য সমস্ত কৃত্য সম্পাদন করিতেন; উভয়েই বন্য ফল আহরণ করিয়া ভোজন করিতেন এবং ভোজনান্তে স্ব স্ব পর্ণশালায় গিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেন। শক্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের সৎকার করিতেন।

একদিন শক্র চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুকূলক ও পারিকার একটা মহাবিঘ্ন ঘটিবে, — তাঁহারা অন্ধ হইবেন। তিনি দুকূলকের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রণাম করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত, বুঝা যাইতেছে যে আপনাদের একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থ একটী পুত্রলাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব আপনারা লোকধর্ম্মের অনুসরণ করুন।" দুকূলক বলিলেন, "শক্র, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আমরা যখন গৃহে ছিলাম, তখন লোকধর্ম্মকে কৃমিসঙ্কুল মলরাশিবৎ মনে করিয়া পরিহার করিয়াছি ; এখন বনে আসিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কিরূপে সেই লোকধর্ম্মের সেবা করিব?" "ভদন্ত, যদি একান্ত তাহা না করেন, তবে পারিকা ঋতুমতী হইলে আপনি হস্তদ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবেন।" দুকূলক বলিলেন, "ইহা করা যাইতে পারে।" শক্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

মহাসত্ত্ব পারিকাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তিনি যখন রজস্বলা হইলেন, তখন তাঁহার নাভিতে হাত বুলাইলেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব দেবলোকে দেহত্যাগপূর্ব্বক পারিকার গর্ভে জন্মান্তর লাভ করিলেন। দশমাস অতীত হইলে পারিকা এক হেমকান্তি পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের কনকোজ্জ্বল বর্ণ দেখিয়া মাতাপিতা তাঁহার নাম রাখিলেন সুবর্ণশ্যাম। পর্ব্বতান্তরবাসিনী কিন্নরীগণ পারিকার পুত্রের ধাত্রীকর্ম্ম করিয়াছিল। দুকূলক ও পারিকা পুত্রকে স্নান করাইয়া পর্ণশালায় শোওয়াইয়া রাখিয়া বন্য ফলমূল আহরণের জন্য যাইতেন ; ঐ সময়ে কিন্নরীরা শিশুটীকে লইয়া গিরিকন্দরাদিতে স্নান করাইত, পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া তাহাকে নানা পুষ্পাভরণে সাজাইত এবং তাহাকে হরিতাল-মনঃ-শিলাদির তিলক পরাইয়া পর্ণশালায় আনিয়া শোওয়াইয়া রাখিত। পারিকা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে স্তন্য পান করাইতেন।

সুবর্ণশ্যাম এইরূপে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে ষোড়শবর্ষে উপনীত হইল। তখনও মাতাপিতা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুত্রকে পর্ণশালায় বসাইয়া রাখিয়া নিজেরা বন্য ফলমূল আহরণের জন্য যাইতেন। কখন কি বিপদ্ ঘটে, এই আশঙ্কায় মহাসত্ত্ব তাঁহাদের গমনপথটী লক্ষ্য করিতেন। অনন্তর একদিন তাপসদম্পতী বন্য ফলমূল সংগ্রহপূর্ব্বক সায়াহ্নকালে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আশ্রমপদের অদূরে আকাশে মহামেঘ দেখা দিল ; তাঁহারা একটা বৃক্ষের মূলে গিয়া বল্মীকোপরি আশ্রয় লইলেন। ঐ বল্মীকের মধ্যে একটা বিষধর সর্প বাস করিত। তাঁহাদের শরীর হইতে স্বেদগন্ধযুক্ত জল নামিয়া সর্পটার নাসাপুটে প্রবেশ করিল ; ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে নাসাবাত ত্যাগ করিল ; উহার সংস্পর্শে তাঁহারা দুইজনেই অন্ধ হইলেন, একে অপরকে দেখিতে পাইলেন না। দুকূলক পণ্ডিত পারিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পারিকে, আমার দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইয়াছে, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না।" পারিকাও ঠিক এইরূপ বলিয়া নিজের দুর্দ্দশা জানাইলেন। তাঁহারা পথ দেখিতে না পাইয়া, "হায়, আজ আমরা প্রাণ হারাইলাম," এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকৃত কোন্ কর্ম্মের ফলে তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিল? তাঁহারা নাকি কোন বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন মহাধনশালী ব্যক্তির চক্ষুরোগ হইলে বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু রোগী তাঁহাকে কোন পারিশ্রমিক দেন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈদ্য নিজের ভার্য্যাকে এসব কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল ত, এখন কি করি?" ভার্য্যাও ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়াছিলেন, "সে পাপিষ্ঠের কাছে ধন লইবার কোন প্রয়োজন নাই ; তুমি একটা দ্রব্যকে ঔষধ বলিয়া উহা একবার তাহার চক্ষুতে প্রয়োগ কর এবং এই উপায়ে তাহার দুইটা চক্ষুই নষ্ট করিয়া ফেল।" পত্নীর এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বৈদ্য উক্ত লোকটার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মফল এখন তাঁহাদের দুইজনেরই চক্ষু নষ্ট হইল।

এদিকে মহাসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন, 'আমার মাতাপিতা অন্যান্য দিন এই সময়ে ফিরিয়া আসেন ; কিন্তু আজ তাঁহারা কোথায় আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা যে পথে যান, আমি সেই পথ ধরিয়া গিয়া দেখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐপথে গিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। দুকূলক ও পারিকা ঐ শব্দ শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহাদের পুত্রই শব্দ করিতেছেন। তাঁহারা সাড়া দিলেন এবং পুত্রস্নেহবশতঃ বলিলেন, "বৎস থাম, এ পথে বিপদ্ আছে। তুমি অগ্রসর হইও না।" মহাসত্ত্ব তাঁহাদের হস্তে একখানি দীর্ঘ যষ্টি দিয়া বলিলেন, "তবে আপনারা এই যষ্টি ধরিয়া আসুন।" তাঁহারা যষ্টির একপ্রান্ত ধরিয়া পুত্রের নিকটে গেলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন "আপনাদের চক্ষু নষ্ট হইল কিরূপে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'বাবা, বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া আমরা বৃক্ষমূলে একটা বল্মীকের উপর বসিয়াছিলাম ; ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ ত দেখিতে পাই না।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন যে ঐ বল্মীকে বিষধর সর্প আছে; সে ক্রুদ্ধ হইয়া নাসাবাত ত্যাগ করিয়া থাকিবে। অনন্তর তিনি মাতাপিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং একবার কাঁদিলেন ও একবার হাসিলেন। ইহাতে তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা, কাঁদিলে বা কেন, হাসিলেই বা কেন?" তিনি বলিলেন, "যৌবনেই আপনারা চক্ষু হারাইলেন, এইজন্য কাঁদিলাম ; কিন্তু এখন আপনাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব, এইজন্য হাসিলাম। আপনারা চিন্তা করিবেন না; আমি আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" এইরূপ আশ্বাস দিয়া মহাসত্ত্ব মাতাপিতাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন; তাঁহারা রাত্রিকালে যেখানে থাকিতেন, দিবাভাগে যেখানে থাকিতেন, তাঁহাদের চঙ্ক্রমণে, পর্ণশালায়, মলকুটীরে ও প্রস্রাব-স্থানে—সর্ব্বত্র এমন করিয়া রজ্জু বান্ধিলেন যে, তাহা ধরিয়া তাঁহারা যখন যেখানে প্রয়োজন, যাইতে পারেন ; এবং পরদিন হইতে তাঁহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া নিজেই বন্যফলমূল আহরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাতঃকালেই তাঁহাদের বাসস্থান সম্মার্জ্জন করিতেন, মৃগসম্মতা নদীতে গিয়া জল আনিতেন, তাঁহাদের ভোজনের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক সাজাইয়া রাখিতেন, ভোজনের জন্য নানাবিধ মধুর ফল দিতেন এবং তাঁহারা ভোজনান্তে মুখ প্রক্ষালন করিলে নিজে ভোজন করিতেন। ইহার পর মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি মৃগগণ-পরিবৃত হইয়া ফলাহরণার্থ বনে প্রবেশ করিতেন, পর্ব্বতান্তরে কিন্নরগণপরিবৃত হইয়া ফল সংগ্রহ করিতেন, সায়াহ্নকালে আশ্রমে ফিরিতেন, কলসী পূর্ণ করিয়া জল আনিতেন, উহা গরম করিতেন ; গরম জল দিয়া মাতাপিতার ইচ্ছামত হয় তাঁহাদিগকে স্নান করাইতেন, নয় তাঁহাদের পা ধোওয়াইতেন, খাপড়ায় জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া তাঁহাদের গায়ে সেক দিতেন, তাঁহাদিগকে বসাইয়া নানাবিধ ফল খাওয়াইতেন, শেষে নিজে খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা পরদিনের জন্য রাখিতেন। এইরূপে মহাসত্ত্ব মাতাপিতার সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বারাণসীতে পিলিযক্ষ-নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি মৃগমাংসলোভে মাতার উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া পঞ্চায়ুধে সুসজ্জিত হইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংস খাইতেছিলেন। এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে একদা তিনি মৃগসম্মতা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং যে ঘাট হইতে শ্যাম জল লইয়া যাইতেন, সেখানে মৃগপদচিহ্ন দেখিয়া মণিবর্ণ শাখা দ্বারা একটা কোষ্ঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক শরাসনে বিষদিগ্ধ শর সংযোজন করিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব সন্ধ্যাকালে নানাবিধ ফল আহরণ করিয়া সে সমস্ত আশ্রমে রাখিয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি স্নান করিয়া জল লইয়া আসিতেছি।" অমনি মৃগেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি দুইটী মৃগ একত্র করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠে জলের কলসটা রাখিলেন এবং সেই দুইটীকে হাত দিয়া ধরিয়া নদীতীরে গমন করিলেন। কোষ্ঠকস্থিত রাজা তাঁহাকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি এতদিন এই অঞ্চলে বিচরণ করিতেছি ; কিন্তু মানুষের মুখ দেখি নাই। এ দেবতা, কি নাগ? আমি ইহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, এ যদি দেবতা হয় তবে আকাশে উত্থিত হইবে ; যদি নাগ হয় তবে ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে। আমি ত চিরকাল এই হিমালয়ে থাকিব না ; বারাণসীতেই ফিরিতে হইবে। সেখানে অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিবেন, 'মহারাজ, আপনি হিমালয়ে বাস করিবার কালে আশ্চর্য্য কিছু দেখিয়াছেন কি?' আমি উত্তর দিব, এইরূপ একটী প্রাণী দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা যখন আবার প্রশ্ন করিবেন, 'সে

প্রাণী কে!' তখন আমাকে বলিতে হইবে যে, আমি জানি না। এই উত্তর শুনিয়া তাঁহারা আমাকে নিন্দা করিবেন। অতএব এই প্রাণীকে শরবিদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল করা যাউক ; শেষে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব।' রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ; এদিকে বোধিসত্ত্বের অনুগামী মৃগেরা প্রথমে নদীতে অবতরণপূর্ব্বক জলপান করিয়া উপরে উঠিল ; তাহার পর বোধিসত্ত্ব ব্রতাচারসম্পন্ন মহাস্থবিরের ন্যায় ধীরে ধীরে জলে নামিলেন, প্রশান্তমনে উপরে ফিরিয়া আসিলেন, বল্কলটী পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিলেন, কলস তুলিয়া তাহার বাহিরে সংলগ্ন জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং উহা বামাংসকূটে স্থাপন করিলেন। রাজা ভাবিলেন, ইহাই শরবিদ্ধ করিবার উত্তম সময়। তিনি বিষদিগ্ধ শর নিক্ষেপ করিয়া মহাসত্ত্বকে দক্ষিণপার্শ্বে বিদ্ধ করিলেন ; শর এত বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে উহা মহাসত্ত্বের দেহ ভেদ করিয়া বামপার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গেল। তিনি বিদ্ধ হইয়াছেন বুঝিয়া মৃগগণ ভয়ে পলায়ন করিল। সুবর্ণশ্যাম পণ্ডিত কিন্তু শরবিদ্ধ হইয়াও যে সে প্রকারে জলের কলসীটা রক্ষা করিলেন। তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উহা ধীরে ধীরে নামাইলেন, বালি সরাইয়া সেই গর্ত্তে উহা রাখিয়া দিলেন এবং দিক্ নিরূপণ করিয়া যে দিকে তাঁহার মাতাপিতার আশ্রম, সেইদিকে নিজের মস্তক স্থাপন করিয়া রজতপট্টনিভ সিকতার উপর স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় শুইয়া পড়িলেন। তিনি পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, "এই হিমালয়ে ত আমার কোন শত্রু নাই ; আমি ত কাহারও সহিত শত্রুতা করি নাই!" এই সময়ে তাঁহার মুখ হইতে মরণসূচক রক্তপ্রবাহ নিঃসৃত হইল। তিনি রাজাকে দেখিতে না পাইয়াই বলিলেন,

১। জল তুলিবার কালে না ছিলাম সাবধান ;
হেনকালে দেহে মোর কে তুমি হানিলা বাণ?
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য — কোন্ কুলে জন্ম তব?
বিঁধি মোরে লুকাইলে! বীরের কি এ গৌরব?

তাঁহার দেহের মাংস যে অভক্ষ্য ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি আবার বলিলেন,

২। মাংস মোর খাদ্য নয় ; চর্ম্মে নাই প্রয়োজন ;
বৈধার্হ ভাবিলে তবে তুমি মোরে কি কারণ?

অতঃপর শরনিক্ষেপকের নামাদি জানিবার জন্য তিনি তৃতীয় গাথা বলিলেন —

৩। শুধাই তোমায়, সৌম্য ; দাও পরিচয় ; কি নাম তোমার? তুমি কাহার তনয়?
কি হেতু বিন্ধিলা মোরে? লুকায়ে এখন রহিয়াছ, বল, শুনি, তুমি কি কারণ?

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তিকে আমি বিষদিগ্ধ শরে আহত করিয়া ফেলিয়াছি ; তথাচ এ আমাকে গালি দিতেছে না, বা আমার নিন্দা করিতেছে না ; এ প্রিয় বাক্য দ্বারা আমার হৃদয়ে যেন সান্ত্বনা দিতেছে। যাই, ইহার নিকটে গিয়া দেখি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শ্যামের নিকটে গিয়া বলিলেন,

৪। কাশীরাজ আমি, পিলিযক্ষ নাম ধরি,
মাংসলোভে রাজ্য ছাড়ি বিচরণ করি।
মৃগ অন্বেষণে সদা ফিরি বনে বনে ;

৫। বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে।
দৃঢ়ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজন ;
পড়ে যদি শরপথে আবার কখন,
মানুষ ত তুচ্ছজীব, নিজে নাগেশ্বর,
মরণ হইতে তার নাহিক নিস্তার।

এইরূপে নিজের বল বর্ণন করিয়া রাজা শ্যামের নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন —

৬। কি নাম তোমার? দাও নিজ পরিচয় ; কোন গোত্রে জন্ম? তুমি কাহার তনয়?

শ্যাম ভাবিলেন, 'আমি যদি দেব, নাগ, কিন্নর বা ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া আত্মপরিচয় দেই, তবে ইনি তাহাই বিশ্বাস করিবেন। দূর হৌক, সত্য কথাই বলা উচিত।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৭। নিষাদের পুত্র আমি ; জীবিত ছিলাম যবে
'শ্যাম' নামে ডাকিতেন মোরে জ্ঞাতিবন্ধু সবে।
[illegible] দশায়, হায়, পড়েছি আমি আজ,
[illegible] তোমার, হে মহারাজ।

৮। মৃগবৎ বিদ্ধ আমি বিষদিগ্ধ স্থূল শরে ;
পাতিত, দেখ না, নিজ-রক্তপ্লুত কলেবরে।

৯। বিদ্ধিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব নিদারুণ বাণ তব
বাম পার্শ্ব দিয়া, দেখ, গেছে চলি, নরর্ষভ।
রক্ত উঠে মুখে ; আর মৃত্যুর বিলম্ব নাই ;
বিদ্ধি মোরে লুকাইয়া ছিলা কেন, বল তাই।

১০। সুন্দর চর্ম্মের তরে লোকে দ্বীপী বধ করে ;
দন্তযুগলের তরে বধে লোকে করিবরে ;
সাধিতে কি প্রয়োজন, ভাবিলে আমায়, বল,
বেধাই, — জানিতে ইহা জন্মিয়াছে কুতূহল।

শ্যামের কথা শুনিয়া, যাহা প্রকৃত ঘটিয়াছিল তাহা গোপন করিয়া, রাজা মিথ্যা উত্তর দিলেন —

১১। শরপাতনের পথে মৃগ এক এসেছিল ;
তোমায় দেখিয়া সেটা ভয় পেয়ে পলাইল।
ক্রুদ্ধ আমি তব প্রতি হইলাম সে কারণ ;
বিদ্ধিতে তোমাকে শর করিলাম নিক্ষেপণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন, মহারাজ? এই হিমালয়ে আমাকে দেখিয়া পলায়ন করে, এমন কোন পশু নাই।

১২। জীবন-বৃত্তান্ত পূর্ব্ব যতদূর পারি আমি করিতে স্মরণ,
যখন হইতে মোর হইয়াছে, নরনাথ, জ্ঞান-উন্মেষণ,
কি বা মৃগ, কি শ্বাপদ এ অরণ্যে আছে যারা, দর্শনে আমার
হয় নি চকিত কভু; আমি যে বিশ্বাসপাত্র তাহা সবাকার।

১৩। যখন হইতে এই বল্কলচীবর আমি করেছি ধারণ,
যখন হইতে আমি বাল্য অতিক্রম করি পেয়েছি যৌবন,
কি বা মৃগ, কি শ্বাপদ, এ অরণ্যে আছে যারা, দর্শনে আমার
হয় নি চকিত কভু ; আমি যে বিশ্বাসপাত্র তাহা সবাকার।

১৪। থাকুক পশুর কথা, এ গন্ধমাদনে আছে কিম্পুরুষগণ,
স্বভাবতঃ ভীরু যারা— কিন্তু আমি তাহাদের বিশ্বাসভাজন।
মিলিয়া তাদের সনে পর্ব্বতে, কাননে আমি আনন্দে বিচরি!
তবে সে হরিণ কেন দেখি মোরে পেল ভয়, বুঝিতে না পারি।

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'একে ত আমি এই নিরপরাধ ব্যক্তিকে শরবিদ্ধ করিলাম ; তাহার পর আবার মিথ্যা বলিলাম! এখন সত্য কথাই বলা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন,

১৫। দেখি নাই মৃগ কোন ; হে শ্যাম, তোমায় বলিনু অলীক কথা ; ক্ষমহ আমায়।
ক্রোধ ও লোভের দাস আমি নরাধম?[১] করিনু তোমার দেহে শর নিক্ষেপণ।

ইহা বলিয়া রাজা আবার ভাবিলেন, 'এই সুবর্ণশ্যাম এ বনে একাকী বাস করে না ; নিশ্চয় এখানে ইহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ আছে ; জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তিনি বলিলেন,

১৬। কোথা হ'তে আসিয়াছ বল ত আমায়; প্রেরণ তোমারে কেবা করেছে হেথায়
মৃগসম্মতার জল লইয়া যাইতে? কার আজ্ঞা পেয়ে তুমি আসিলে নদীতে?

শরাঘাতে শ্যাম মহা যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মুখ হইতে রক্তবমনপূর্ব্বক বলিলেন,

১৭। মাতা পিতা অন্ধ মোর ; এ ভীষণ বনে তাঁহাদের সেবা আমি করি সযতনে।
করিতে তাঁদেরি তরে জল আহরণ মৃগসম্মতায় আমি এসেছি, রাজন্।

অনন্তর তিনি মাতাপিতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন —

১৮। জীর্ণশীর্ণ তাঁরা, জীবন্মৃতের সমান দেহের উত্তাপে শুধু হয় অনুমান
বাঁচিয়া আছেন, হায়, কুটীরে কেবল ছয়টী দিনের খাদ্য রয়েছে সম্বল!
জল বিনা এতদিনে, বুঝিনু নিশ্চয় মরিবেন শুষ্ককণ্ঠে সেই অন্ধদ্বয়।

১। মূলে 'তে' আছে। ইহার কোন অর্থ হয় না। পাঠান্তর 'তে ন'। ইহা একপদরূপে (অর্থাৎ 'তেন' এই ভাবে) গ্রহণ করিলে সুসঙ্গতি রক্ষা হয়। তেন = সে কারণ।

১৯। মরিব, তাহাতে কিন্তু দুঃখ নাই তত   সকল প্রাণীই হয় মৃত্যুমুখগত।
জননীর পাদপদ্ম না দেখিব আর,   এ চিন্তায় দুর্বিষহ কিন্তু দুঃখভার।
২০। মরিব, তাহাতে কিন্তু দুঃখ নাই তত   সকল প্রাণীই হয় মৃত্যুমুখগত।
জনকের পাদপদ্ম না দেখিব আর,   এ চিন্তায় দুর্বিষহ কিন্তু দুঃখভার।
২১। জননী আমার দীন, না দেখি আমায়   শোকে ক্লিষ্ট-চিরদিন হইবেন, হায়!
নিশীথে, পশ্চিম যামে বসি একাকিনী   হইবেন অনিদ্রায় শীর্ণা অভাগিনী —
ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী যথা, নিদাঘে যখন   তপন প্রখর তাপ করে বরষণ।
২২। জনক আমার দীন, না দেখি আমায়   শোকে ক্লিষ্ট-চিরদিন হইবেন, হায়!
নিশীথে, পশ্চিম যামে একাকী বসিয়া   যাইবেন অনিদ্রায় ক্রমে শুকাইয়া —
ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী যথা, নিদাঘে যখন   তপন প্রখর তাপ করে বরষণ।
২৩। শয্যা ছাড়ি প্রতিদিন দুই তিনবার   করিয়াছি সেবা-সংবাহন দু'জনার।
না পেয়ে তা' ভ্রমিবেন এ বিশাল বনে   'কোথা, বৎস শ্যাম' বলি তাঁরা দুই জনে।
২৪। অন্ধ মাতাপিতা মোর নারিনু দেখিতে   মরণসময়ে ; এই দুঃখ বড় চিতে।
ইহাই দ্বিতীয় শল্য, জ্বালায় যাহার   হৃদয় হতেছে মোর পুড়ি ছারখার।

শ্যামের বিলাপ শুনিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই ব্যক্তি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতাপিতার পোষণ করেন, এখন এই ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যেও ইনি কেবল তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করিতেছেন। ঈদৃশ গুণবান্ ব্যক্তিকে শরবিদ্ধ করিয়া আমি মহা অপরাধী হইয়াছি। কি উপায়ে এখন ইঁহাকে আশ্বাস দেওয়া যায়? আমি যখন নরকে প্রবেশ করিব, রাজ্য তখন আমার কি উপকারে আসিবে? ইনি মাতাপিতাকে যে ভাবে পোষণ করিতেন, আমিও ঠিক সেই ভাবে তাঁহাদের ভরণপোষণে প্রবৃত্ত হইব। তাহাতে ইঁহার মরণও অমরণবৎ হইবে।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন,

২৫। ক'রো না বিলাপ বেশী, হে প্রিয়দর্শন!   আমিই হইয়া দাস ভরণ-পোষণ
করিব এ মহারণ্যে যতনে সতত   মাতার পিতার তব ; হও হে, আশ্বস্ত।
২৬। বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে ;   দৃঢ়-ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজনে।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে   পুষিব নিশ্চয়, জেন, সেই দুই জনে।
২৭। পশুরা বনে যে খাদ্য যাইবে ফেলিয়া,   যতনে সে সব আমি লব কুড়াইয়া।
বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিব,   দাসরূপে অন্ধদ্বয়ে যতনে সেবিব।
২৮। জনকজননী তব, বল দেখি, ভাই   এ অরণ্যে বসতি করেন কোন ঠাঁই?
যাইব সেখানে আমি, করিব পোষণ   তাঁদের, করেছ, শ্যাম, তুমিও যেমন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "সাধু, মহারাজ, সাধু! তবে আপনিই আমার মাতাপিতার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করুন।" তিনি একটী গাথায় আশ্রমের পথ নির্দ্দেশ করিলেন —

২৯। শিয়রের দিকে এই একপদী পথ ;
ঐই পথে অর্দ্ধক্রোশ করিলে গমন
দেখিতে পাইবে এক আশ্রম, রাজন্।
মাতাপিতা মোর সেথা করেন বসতি।
যাও চলি ; আজ হতে লও তাঁহাদের
রক্ষণাবেক্ষণ ভার — সত্যসন্ধ তুমি।

এইরূপে রাজাকে পথ বুঝাইয়া দিয়া মাতাপিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ তাদৃশী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও শ্যাম কৃতাঞ্জলিপুটে রাজার নিকট পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন—

৩০। কাশীরাজ্যাধিপ তুমি, কাশীনরেশ্বর,   চরণে তোমার নমস্কার বার বার।
মাতাপিতা অন্ধ মোর ; পালিবে দু'জনে   এই মহারণ্যে তুমি পরম যতনে।
৩১। নমস্কার, কাশীরাজ! যুড়ি দুই কর   এই ভিক্ষা মাগিতেছি, ওহে নরেশ্বর,—
মাতার চরণে, আর পিতার আমার   জানাবে আমার কোটি কোটি নমস্কার।

"নিশ্চয় জানাইব" বলিয়া রাজা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মহাসত্ত্ব রাজার মুখে পিতামাতাকে নমস্কার জানাইয়া বিসংজ্ঞ হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩২। বলি ইহা, বিষবেগে সে প্রিয়দর্শন
যুবক মূর্চ্ছিত হ'ল—সংজ্ঞাহীন এবে।

শ্যাম এতক্ষণ কথা বলিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে বিষবেগে তাঁহার ভবাঙ্গ, চিত্তসন্ততি,[১] হৃৎপিণ্ড ও দেহ এমন অভিভূত হইল যে, তাঁহার আর কথা বলিবার সামর্থ্য রহিল না ; তাঁহার মুখ বন্ধ হইল, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইল, হস্তপদ স্তম্ভিত হইল ; সর্ব্বশরীর শোণিতসিক্ত হইল। রাজা ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি এখনই আমার সঙ্গে কথা বলিলেন ; এখন কেন ইনি এমন হইলেন? তিনি শ্যামের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন; দেখিলেন যে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়াছে, শরীরও স্তব্ধ হইয়াছে। তখন 'শ্যাম ত তবে মরিয়াছেন!' ইহা স্থির করিয়া তিনি শোকবেগ সংবরণে অসমর্থ হইলেন। তিনি উভয় হস্তে মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৩। দেখি ইহা নরপাল বহু পরিতাপ
করেন করুণস্বরে : — "হায়, এতকাল
অজর অমর আমি, ভাবিতাম মনে।
মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী, বুঝিলাম আজ।
পূর্ব্বে কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না আমার।

৩৪। বিষদিগ্ধ, শরাহত, বিষে অভিভূত —
তথাপি করিল শ্যাম উপদেশ দান।
এও যদি মৃত্যুমুখে হইল পতিত,
মৃত্যু না গ্রাসিবে বল অন্য কোন্ জনে?

৩৫। মরিয়াছে শ্যাম ; মুখে নাই কথা তার ;
নরকে নিশ্চয় হবে গমন আমার।

৩৬। শ্যামকে বিন্ধিয়া শরে যে ভীষণ পাপ
করিয়াছি, চিরদিন ঘোর পরিণাম
ভুঞ্জিতে তাহার হবে ; গ্রামবালকেরা
ধিক্কার পাপীরে দিবে শত শত বার।
জনহীন কিন্তু এই অরণ্য মাঝারে
এমন কেহই নাই, চিনে যে আমারে।

৩৭। গ্রামবালকেরা মিলি করাবে স্মরণ,
করিলাম আমি আজ যে পাপ ভীষণ।
জনহীন কিন্তু এই অরণ্য মাঝারে
এমন কেহই নাই, চিনে যে আমারে।"

এই সময়ে বহুসুন্দরী নাম্নী এক দেবকন্যা গন্ধমাদনে বাস করিতেন। তিনি অতীত সপ্তম জন্মে মহাসত্ত্বের জননী ছিলেন। পুত্রস্নেহবশতঃ তিনি মহাসত্ত্বের কথা ভাবিতেন। ঐ দিন কিন্তু তিনি নিজেই দিব্য সম্পত্তি অনুভব করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের কথা ভাবেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি ঐ দিন দেবসভায় গিয়াছিলেন। শ্যাম যখন মূর্চ্ছিতহইলেন, তখন হঠাৎ দেবীর মনে হইল, তাঁহার পুত্রের যেন কি হইয়াছে। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রাজা পিলিযক্ষ তাঁহার পুত্রকে বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করিয়া মৃগসম্মতানদীর সৈকতভূমিতে পাতিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন ; তিনি নিজে যদি সেখানে না যান, তবে তাঁহার পুত্র সুবর্ণশ্যাম মারা যাইবেন, রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, শ্যামের মাতাপিতাও অনাহারে, পানীয় জলটুকু পর্য্যন্ত না পাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া মরিবেন ; কিন্তু তিনি যদি সেখানে উপস্থিত হন, তবে রাজা জলের কলসী লইয়া শ্যামের মাতাপিতার নিকট যাইবেন ও পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে নদীতীরে আনয়ন করিবেন ; তখন শ্যামের মাতাপিতা এবং দেবী নিজে সত্যক্রিয়া করিবেন ; এই সত্যক্রিয়া দ্বারা শ্যামের দেহপ্রবিষ্ট বিষ নষ্ট হইবে, শ্যাম প্রাণ লাভ করিবেন, তাঁহার অন্ধ মাতাপিতা পুনর্ব্বার চক্ষু পাইবেন, রাজাও শ্যামের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজধানীতে

১। ভবাঙ্গ — জীবনীশক্তি (যাহা দ্বারা ভব অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষিত হয়)। চিত্তসন্ততি — চিত্তবৃত্তি সমূহের শৃঙ্খলা।

প্রতিগমনপূর্ব্বক মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণামে স্বর্গলাভ করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া বহুসুন্দরী মৃগসম্মতার তীরে গমন করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন এবং সেখানে গিয়া আকাশে অদৃশ্যভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৮। গন্ধমাদন পর্ব্বতে অদৃশ্য থাকিয়া,
হইয়া রাজার প্রতি অনুকম্পাবশ,
বলিলা বহুসুন্দরী এই গাথাদ্বয় —

৩৯। "করিয়াছ, মহারাজ, মহা অপরাধ ;
মহাপাপ তুমি, ভূপ, করিয়াছ আজ।
মাতা, পিতা, পুত্র তিন নির্দ্দোষ প্রাণীকে
সংহার করিলে তুমি এক শরাঘাতে।

৪০। এস, দেই উপদেশ, পালনে যাহার
সুগতি করিবে লাভ সম্ভবতঃ তুমি।
যথাধর্ম্ম অন্ধদ্বয়ে করিলে পোষণ
সুগতি হইবে তব, মনে এই লয়।"

দেবীর কথা শুনিয়া রাজার বিশ্বাস হইল যে, শ্যামের মাতাপিতার ভরণপোষণ করিলে তিনি পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন। তিনি স্থির করিলেন, "রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন? আমি অন্ধ দুইজনকেই পোষণ করিব।" এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া এবং বহু পরিদেবন দ্বারা শোকভার লঘু করিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সুবর্ণশ্যাম মারাই গিয়াছেন।' তিনি নানাবিধ পুষ্পদ্বারা তাঁহার শরীর পূজা করিলেন ; তাহাতে জল সেচন করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন, তাহার চতুর্দ্দিকে প্রণাম করিয়া, সুবর্ণশ্যাম যাহা জলপূর্ণ করিয়াছিলেন[১] সেই কলসী লইয়া নিতান্ত বিষণ্ণমনে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪১। করিয়া করুণস্বরে বিলাপ অনেক,
লইয়া উদকঘট কাশী নরপতি
চলিলা দক্ষিণমুখে আশ্রম-উদ্দেশে।

স্বভাবতঃ মহাবল হইলেও রাজা জলের কলসী লইয়া অতিকষ্টে সমস্ত পথ মাড়াইতে মাড়াইতে অশ্রমপদে প্রবেশপূর্ব্বক দুকূলপণ্ডিতের পর্ণশালাদ্বারে উপনীত হইলেন ; পণ্ডিত ভিতরে বসিয়া তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া ভাবিলেন, "এ ত শ্যামের পদশব্দ নয়, কে আসিতেছে?" তিনি জিজ্ঞাসিলেন,

৪২। শুনিতেছি পাদশব্দ মানুষের বটে ;
শ্যামের পায়ের শব্দ কিন্তু ইহা নয়।
কে তুমি, মারিষ, এলে আশ্রমে মোদের?

৪৩। শান্তভাবে হাঁটে শ্যাম, পাদক্ষেপ তার
শান্ত স্বভাবের অনুরূপ অনুক্ষণ।
শ্যামের পায়ের শব্দ এ ত না নিশ্চয়।
কে তুমি, মারিষ, এলে আশ্রমে মোদের?

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি নিজের রাজপদ না জানাইয়া যদি বলি যে, তোমাদের পুত্রকে বধ করিয়াছি, তবে ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিবে ; তাহা শুনিয়া ইহাদের প্রতিও আমার ক্রোধ জন্মিবে, হয়ত সে জন্য আমি ইহাদিগকে প্রহার করিব। আমাকে যেন এমন পাপ না করিতে হয়। আমি রাজা, ইহা বলিলে ভয় না পাইবে এমন লোক নাই, অতএব আমি যে রাজা, ইহাই বলি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি জল রাখিবার পীঠে জলের কলসী রাখিয়া পর্ণশালাদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন,

৪৪। কাশীরাজ আমি, পিলিযক্ষ নাম ধরি ;
মাংসলোভে রাজ্য ছাড়ি বিচরণ করি।
মৃগঅন্বেষণে সদা ফিরি বনে বনে ;
বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে।
দৃঢ়ধন্বাবলি মোরে জানে সর্ব্বজন ;
পড়ে যদি শরপথে আমার কখন
মানুষ ত তুচ্ছ দীন, নিজে নাগেশ্বর,
মরণ হইতে তার নাহিক নিস্তার।

১। মূলে 'যেন পূরিতং উদকমণ্ডং' আছে। আমার মনে হয় 'পূরিতং' পদের পরিবর্তে 'পূরেন্তো' পদ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ইহা শুনিয়া দুকূলপণ্ডিত রাজাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,

৪৫। স্বাগত, হে মহারাজ, তব আগমনে
পবিত্র হইল এই আশ্রম মোদের।
তুমি নরেশ্বর, বল কোন্ প্রয়োজনে
দেখা দিলা দয়া করি দীনের আশ্রমে?

৪৬। তিন্দুক, পিয়াল, কাস্মারী[1] ও মধুক —
আছে হেতা নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল।
দীন মোরা ; দয়া করি তাই, নরবর,
ভক্ষণ করিয়া কর কৃতার্থ আমায়।

৪৭। এই সুশীতল জল হয়েছে আনীত
গিরিগুহাজাতা মৃগসম্মতা হইতে।
হয় যদি ইচ্ছা, ভূপ কর ইহা পান

এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি তোমাদের পুত্রকে বধ করিয়াছি, প্রথমেই একথা বলা ভাল হইবে না ; আমি যেন কিছুই জানি না, এইভাবে ইহাদের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৪৮। অন্ধ আপনারা ; বনে না পান দেখিতে ;
কে করিল, এই সব ফল আহরণ?
নিশ্চয় সে অন্ধ নয়, হেন মনে লয়,
করেছে বিশুদ্ধ হেন খাদ্য যে সঞ্চয়।

দুকূলপণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, আমরা ফলমূল আহরণ করি না ; আমাদের পুত্র এই সমস্ত আহরণ করে।

৪৯। পরম সুন্দর, যুবা নাতিদীর্ঘকায়, —
কুঞ্চিতাগ্র দীর্ঘ, কৃষ্ণ কেশ তার শিরে, —

৫০। শ্যাম নামে আমাদের সুপুত্র এসব
ফল আহরণ করি গিয়াছে নদীতে
ঘট লয়ে সেথা হতে আনিতে পানীয়।
অদূরেই আছে নদী ; ফিরিবে এখনি।"

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

৫১। পরমসুন্দর যুবা যে শ্যামের কথা
বলিলে, তাপস, তুমি, পরিচর্যা তব
করিত যে অনুক্ষণ অপ্রমত্তভাবে,
বধিয়াছি তারে আমি হানি তীক্ষ্ণশর।

৫২। কুঞ্চিতাগ্র, দীর্ঘ বটে তার কৃষ্ণ কেশ :
রুধিরে হয়েছে লিপ্ত তাহা এবে, হায়!
বধিয়াছি শ্যামে আমি ; ক্ষম, মহাশয়।

দুকূলপণ্ডিতের অদূরে পারিকার পর্ণশালা ছিল। তিনি কুটীরে বসিয়া রাজার কথা শুনিতে পাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বাহিরে গেলেন এবং রজ্জুর সঙ্কেতে দুকূলপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

৫৩। হয়েছে নিহত শ্যাম, কে বলিল, হায়।
দুকূল। কাহার সঙ্গে বলিতেছ কথা?
নিহত হয়েছে শ্যাম, শুনি এ বারতা,
হৃদয় বিদীর্ণ মোর হইতেছে শোকে।

৫৪। তরুণ অশ্বত্থাঙ্কুর, হায়, আচম্বিতে
হল কি হে ভগ্ন আজ প্রভঞ্জনাঘাতে?
নিহত হয়েছে শ্যাম, শুনি এ বারতা
হৃদয় বিদীর্ণ মোর হইতেছে শোকে।

পারিকাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে দুকূল বলিলেন,

৫৫। ইনি কাশী নরেশ্বর শুন লো, পারিকে
মৃগসম্মতার তীরে ক্রোধবশে ইনি
শ্যামকে করিয়াছেন বিদ্ধ তীক্ষ্ণশরে।
অভিশাপ এঁরে যেন না দেই আমরা।

পারিকা বলিলেন,

৫৬। বহুকষ্টে প্রিয়পুত্র করেছিনু লাভ ;
ছিল সে অন্ধের যষ্টি এ ভীষণ বনে

১। কাস্মারী কি ফল, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

সেই এক পুত্রে মোর বধিল যে জন,
কেন না হইবে রুষ্ট তার প্রতি মন?

দুকূল বলিলেন,

৫৭। বহুকষ্টে প্রিয়পুত্র করেছিনু লাভ ;
ছিল সে অন্ধের যষ্টি এ ভীষণ বনে।
হেন পুত্রে কিন্তু বধ করে যেই জন,
দিওনা ক শাপ তারে, বলে সাধুগণ।

অনন্তর পতিপত্নী উভয়েই বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে শ্যামের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

৫৮। বধিয়াছি শ্যামে আমি করিনু স্বীকার,
ক'রো না তোমরা আর ক্রন্দন বিলাপ।
আমিই হইয়া ভৃত্য এই মহাবনে
হব রত তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে।

৫৯। বড়ই নিপুণ আমি শরনিক্ষেপণে,
দৃঢ়ধন্বা বলি মোরে জানে সর্ব্বজনে।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে
পুষিব নিশ্চয় জেন, তোমা দুইজনে।

৬০। পশুরা যে খাদ্য বনে যাইবে ফেলিয়া,
যতনে সে সব আমি লব কুড়াইয়া।
বন হতে ফলমূল করিব সঞ্চয় ;
তোমরা অভাবগ্রস্ত হবে না নিশ্চয়।
আমিই হইয়া দাস এই মহাবনে
রব রত তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে।

নিষাদদম্পতী বলিলেন,

৬১। তুমি হবে দাস, ভূপ, - ধর্ম্ম ইহা নয় ;
আমাদেরও পক্ষে ইহা শোভা নাহি পায়।
রাজা তুমি আমাদের ; চরণে তোমার ;
শ্রদ্ধাভরে দুই জনে করি নমস্কার।

ইহা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'অহো কি আশ্চর্য্য! আমি ইঁহাদের এমন সর্ব্বনাশ করিলাম, তথাপি ইঁহাদের মুখে একটী পরুষ কথাও শুনিলাম না! ইঁহারা আমাকে সাদরেই সম্ভাষণ করিতেছেন!' তিনি বলিলেন,

৬২। ধর্ম্ম কি, বুঝাও মোরে, হে নিষাদবর।
রাজা বলি আমার যে রাখিলে সম্মান,
তোমার(ই) মাহাত্ম্য এতে হইল প্রকাশ।
তুমি মোর পিতা হ'লে এখন হইতে,
তুমিও, পারিকে, মোর জননীস্থানীয়া।

তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যে আমাদের দাস হইয়া থাকিবেন, ইহা হইতেই পারে না। আপনি যষ্টির অগ্রভাগ ধরিয়া আমাদিগকে শ্যামের কাছে লইয়া চলুন, আমরা এই ভিক্ষা চাহিতেছি।

৬৩। প্রণাম চরণে তব, কাশীনরেশ্বর ;
এই ভিক্ষা মাগি মোরা যুড়ি দুই কর,
সেখানে লইয়া চল আমা দু'জনায়।

৬৪। লুটায়ে চরণে তার পড়িব দু'জনে ;
চুম্বিব মুখারবিন্দ প্রিয়দর্শনের ;
যত দিন দেহে শেষে রহিবে জীবন
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করি কাটাইব কাল।"

তিন জনে এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময় সূর্য্য অস্তমিত হইল। তখন রাজা ভাবিলেন, 'আমি ইঁহাদিগকে এখনই সেখানে লইয়া গেলে শ্যামকে দেখিবামাত্র ইঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এইরূপে তিন মহাপ্রাণীর মৃত্যু ঘটিলে আমার নরকে পতন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইঁহাদিগকে এখন সেখানে যাইতে দিব না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি চারিটী গাথা বলিলেন —

৬৫। ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশ প্রমাণ[1]
অরণ্য, যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীনদেহে ;
ভূতলে আকাশচ্যুত চন্দ্রমার মত।

৬৬। ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশ প্রমাণ
অরণ্য, যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীনদেহে ;
ভূতলে আকাশচ্যুত ভাস্করের মত।

৬৮। ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশ প্রমাণ
অরণ্য, যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীনদেহে ;
ধূলি ধূসরিত তার সোণার শরীর।

৬৯। ভীষণ শ্বাপদাকীর্ণ, আকাশ প্রমাণ
অরণ্য, যেখানে শ্যাম প্রিয়দরশন
পড়িয়া রয়েছে, হায়, প্রাণহীনদেহে ;
আশ্রমেই আপনারা থাকুন এখন।

তাঁহারা যে শ্বাপদাদিকে ভয় করেন না, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য নিষাদদম্পতী বলিলেন,

৬৯। থাকুক সে বনে শত সহস্র, নিযুত[2]
ভীষণ শ্বাপদ, মোরা নাহি পাই ভয়।
করিবে না তারা কোন ক্ষতি আমাদের।

কোনরূপে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রাজা তাঁহাদিগকে হাত ধরিয়া মৃগসম্মতার তীরে লইয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭০। হাত ধরি অন্ধদ্বয়ে কাশী-নরপতি
তখন লইয়া গেলা শরাহত শ্যাম
ছিলেন পড়িয়া যেথা বনের ভিতর।

রাজা তাঁহাদিগকে লইয়া শ্যামের পাশে বসাইলেন এবং বলিলেন, "এই আপনাদের পুত্র।" তখন পিতা শ্যামের মস্তক এবং মাতা পাদদ্বয় বক্ষঃস্থলে রাখিয়া উপবেশনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন—

৭১। মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত[3] হয়ে
ধূলি ধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
ভূতলে আকাশচ্যুত চন্দ্রমার মত,

৭২। মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ'য়ে।
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
ভূতলে আকাশচ্যুত ভাস্করের মত,

৭৩। মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ'য়ে।
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
দেখি, দোঁহে বাহু তুলি করেন বিলাপ ঃ—

৭৪। মহাবনে পুত্র শ্যাম শরাহত হ'য়ে।
ধূলিধূসরিত দেহে রয়েছে পড়িয়া
দেখি, দোঁহে সকরুণ করেন বিলাপ ঃ—
"ধর্ম্ম, গিয়াছেন ছাড়ি, হায়, ধরাধাম।

৭৫। রয়েছ কি, বৎস, গাঢ় নিদ্রায় মগন?
এতক্ষণ বসিয়া মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৬। কিংবা মত্ত হইয়াছ করি সুরাপান?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৭। অথবা আলস্যবশে এ দশা তোমার?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৭৮। হ'য়েছ কি ক্রুদ্ধ তুমি আমাদের প্রতি?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৮৯। কিংবা ইহা ছল তব? আছ দর্প করি?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

৮০। বিমনা কি হইয়াছ, বাছা, কোন হেতু?
এতক্ষণ বসি মোরা আছি তব পাশে,
তবু না বলিছ কথা, হে প্রিয়দর্শন।

১। 'আকাসন্তং পাদস্সাত'-তং বনং আকাসস্স অন্তো বিয় হুত্বা পাদস্সাত ; অথবা, আকাসসমানং পকাসমানং। বোধ হয়, যেখানে ভূতলের সহিত আকাশ মিশিয়াছে অর্থাৎ দিগ্‌বলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। মূলে 'নহুত' আছে। নহুত একটী বৃহৎ সংখ্যা — একের পিঠে আটাশটী শূন্য বসাইলে যত হয়।

৩। মূলে 'অপবিদ্ধ' এই বিশেষণ পদ আছে। অপবিদ্ধ = নিরর্থকপরিত্যক্ত, যেমন অপবিদ্ধ শিশু = a foundling ; কিন্তু এখানে বোধ হয় 'শরাহত' অর্থেই পদটীর প্রয়োগ হইয়াছে।

৮১। হবে যবে আমাদের জটার মণ্ডল
মলপিণ্ড, কে তখন ধৌত করি তাহা
রাখিবে, হায় রে পুনঃ সুবিন্যস্ত করি?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের।
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর?

৮২। সম্মার্জনী হাতে লয়ে কে আর করিবে
সমস্ত আশ্রমপদ নিত্য পরিষ্কার?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর?

৮৩। শীতল, উত্তপ্ত জল ঋতুভেদে আনি
কে করাবে স্নান আর অন্ধ দুইজনে?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর?

৮৪। বন হ'তে ফলমূল আহরণ করি
করাবে ভোজন কেবা অন্ধ দুইজনে?
শ্যাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর?

শ্যামের মাতা বহু বিলাপ করিয়া নিজের বুকে হাত দিয়া প্রকৃতই শোকের কারণ আছে কি না, বুঝিতে লাগিলেন. ; তিনি বিবেচনা করিলেন, 'পুত্রের জন্য ত বিলাপ করিলাম। কিন্তু হয় ত বাছা বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। আমি বিষের বীর্য্য নষ্ট করিবার নিমিত্ত সত্যক্রিয়া করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সত্যক্রিয়া করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৮৫। ধূলায় ধূসর শ্যাম পড়িয়া ভূতলে,
দেখি শোকাতুরা মাতা এই সত্য বলে :—

৮৬। "চিরদিন ধর্ম্মপথে চরিয়াছে শ্যাম ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৮৭। ব্রহ্মচর্য্যব্রত শ্যাম ভাঙ্গে নাই কভু ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৮৮। সত্য ভিন্ন মিথ্যা কভু বলে নাই শ্যাম ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৮৯। মাতাপিতৃসেবা সদা করিয়াছে শ্যাম ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯০। কুলজ্যেষ্ঠদের শ্যাম ক'রেছে সম্মান ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯১। প্রাণ হ'তে প্রিয়তর শ্যাম যে আমার ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্য বাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯২। আমি ও শ্যামের পিতা ক'রেছি অর্জ্জন
যে পুণ্য এতেক কাল, প্রভাবে তাহার
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

মাত্র সাতটী গাথায় এইরূপে সত্যক্রিয়া করিলে শ্যাম পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তখন পিতা বলিলেন, 'আমার পুত্র ত জীবিত আছে। আমিও সত্যক্রিয়া করিতেছি। ইহা বলিয়া তিনিও সত্যক্রিয়া করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৯৩। ধূলায় ধূসর শ্যাম পড়িয়া ভূতলে,
দেখি শোকাতুর পিতা এই সত্য বলে : —

৯৪। চিরদিন ধর্ম্মপথে চরিয়াছে শ্যাম ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৫। ব্রহ্মচর্য্যব্রত শ্যাম ভাঙ্গে নাই কভু ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৬। সত্য ভিন্ন মিথ্যা কভু বলে নাই শ্যাম,
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৭। মাতাপিতৃসেবা সদা করিয়াছে শ্যাম ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৮। কুলজ্যেষ্ঠদের শ্যাম করেছে সম্মান ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

৯৯। প্রাণ হ'তে প্রিয়তর শ্যাম যে আমার ; —
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।[1]

১০০। আমি ও শ্যামের মাতা ক'রেছি অর্জ্জন
যে পুণ্য এতেককাল, প্রভাবে তাহার
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

দুকূলকের সত্যক্রিয়ার পর মহাসত্ত্ব আবার পাশ ফিরিয়া অপর পার্শ্বে ভর দিয়া শুইলেন। অতঃপর সেই দেবতা সত্যক্রিয়া করিলেন।

১। ৯৩ম হইতে ১০০ম গাথা ৮৫ম হইতে ৯২ম গাথার পুনরুক্তি।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০১। অদৃশ্য থাকিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে,
হইয়া শ্যামের প্রতি দয়াপরবশ,
বলিলা সে দেবী তবে এই সত্য বাণী ঃ—

১০২। "বহুদিন আছি আমি এ গন্ধমাদনে ;
শ্যাম হ'তে প্রিয়তর নাই কেহ মোর ঃ—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

১০৩। গন্ধমাদনেতে আছে কানন যতেক,
সমস্তই পুষ্পগন্ধে সদা সুবাসিত ঃ—
সত্য যদি হয় ইহা, সত্যবাক্যে এই
হউক বাছার দেহে বিষবীর্য্যক্ষয়।

১০৪। এইরূপে তিন জনে করুণ বিলাপ
করিতেছিলেন যবে, দাঁড়াইলা উঠি
বিলম্ব না করি শ্যাম, প্রিয়দরশন —
যৌবনসম্পন্ন— ঠিক পূর্ব্বের মতন।

মহাসত্ত্বের আরোগ্যলাভ, তাঁহার মাতাপিতার পুনর্ব্বার চক্ষুর্লাভ, অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবানুভাববলে তাঁহাদের চারিজনেরই আশ্রমে উপস্থিতি, — এই সমস্ত এক সময়েই ঘটিল। শ্যামের মাতা পিতা দৃষ্টি লাভ করিয়া এবং তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর শ্যাম পণ্ডিত এই গাথাগুলি বলিলেন ঃ—

১০৫। শ্যাম আমি ; সুখী হও তোমরা সকলে ;
সুস্থদেহে উঠিয়াছি মৃত্যুশয্যা হ'তে।
ক'রোনা বিলাপ আর ; স্নেহ-সম্ভাষণে
প্রিয় তনয়ের কর আনন্দ বিধান।

১০৬। স্বাগত, হে মহারাজ, তব আগমনে
পবিত্র হইল এই আশ্রম মোদের।
তুমি নরেশ্বর ; বল কোন্ প্রয়োজনে
দেখা দিলা দয়া করি দীনের আশ্রমে?

১০৭। তিন্দুক, পিয়াল, কাসুমারী[1] ও মধুক —
আছে হেথা নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল।
দীন মোরা ; দয়া করি তাই, নরবর,
ভক্ষণ করিয়া কর কৃতার্থ আমায়।

১০৮। এই সুশীতল জল হয়েছে আনীত
গিরিগুহাজাতা মৃগসম্মতা হইতে।
হয় যদি ইচ্ছা, ভূপ, কর ইহা পান।"

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজা বলিলেন,

১০৯। বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি ; দিক্ ও বিদিক্
কিছুই বিস্ময়ে নারি নির্ণিতে এখন।
দেখিলাম এইমাত্র মরিয়াছে শ্যাম,
পাইল জীবন শ্যাম কেমনে এখন?

শ্যাম ভাবিলেন, 'রাজা আমাকে মৃত মনে করিয়াছিলেন, আমি যে জীবিত ছিলাম তাহা ইঁহাকে বুঝাইতেছি।' তিনি বলিলেন,

১১০। রয়েছে জীবন দেহে ; গাঢ় বেদনায়
চিত্তবৃত্তিরোধ কিন্তু ক্ষণতরে হয়।
যদিও জীবিত আছে, দেখিলে তাহায়
মৃত মনে করা কিছু অসম্ভব নয়।

১১১। রয়েছে জীবন দেহে ; গাঢ় বেদনায়
নিশ্বাসপ্রশ্বাসরোধ কভু কভু হয়।
যদিও জীবিত আছে, দেখিলে তাহায়
মৃত মনে করা কিছু অসম্ভব নয়।

এই কারণে লোকে সময়ে সময়ে জীবিত লোককেও মৃত মনে করে।" অতঃপর শ্যাম পণ্ডিত রাজাকে এই ব্যাপারের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য দুইটী গাথায় ধর্ম্মদেশন করিলেন ঃ—

১১২। যথাধর্ম্ম করে যেই মাতাপিতৃসেবা,
করেন চিকিৎসা তার দেবতারা নিজে।

১১৩। যথাধর্ম্ম করে যেই মাতৃপিতৃসেবা,
সর্ব্বত্র প্রশংসা লভি ইহলোকে সেই
পরলোকে স্বর্গে গিয়া ভুঞ্জে বহুসুখ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "অহো! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! যে মাতাপিতার পোষণ করে, তাহার ব্যাধির নাকি দেবতারাও চিকিৎসা করেন! এই শ্যাম বড়ই গৌরবের পাত্র।" তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,

১১৪। পাইতেছে বৃদ্ধি মোর ক্রমেই বিস্ময় ;
দিঙ্মূঢ় হয়েছি আমি ; শরণ তোমার
লইলাম, শ্যাম, আমি, এখন হইতে
শরণ হইলে তুমি এই পাতকীর।

১। ১০৬ম হইতে ১০৮ম গাথা যথাক্রমে ৪৬শ—৪৮শ গাথার পুনরুক্তি।

শ্যাম বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি যদি দেবলোকে যাইতে এবং প্রভূত দেবসম্পত্তি ভোগ করিতে চান, তবে দশবিধ ধর্ম্মচর্য্যা করুন।' অনন্তর তিনি রাজাকে দশধর্ম্ম-চর্য্যা গাথাগুলি[১] শুনাইলেন ঃ—

১১৫। মাতার পিতার সেবা যথাধর্ম্ম কর তুমি, ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১১৬। দারাসুতগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১১৭। মিত্রামাত্যগণে তব যথাধর্ম্ম পাল সবে, ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১১৮। যুদ্ধযাত্রা আদি তব হয় যেন যথাধর্ম্ম ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১১৯। কি নগরে, কিবা গ্রামে যথাধর্ম্ম রক্ষ প্রজা, ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২০। পৌরজানপদগণে যথাধর্ম্ম পাল তুমি ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২১। শ্রমণব্রাহ্মণগণে যথাধর্ম্ম কর শ্রদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২২। ইতর জীবের প্রতি যথাধর্ম্ম কর দয়া ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২৩। ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব ; সুচরিত ধর্ম্ম হয় সুখের নিদান
ইহলোকে ধর্ম্মচর্য্যা করিলে রাজার হয় স্বরগে গমন।
১২৪। ধর্ম্মচর্য্যা কর দেব প্রমাদ ইহাতে যেন হয় না কখন ;
ধর্ম্মবলে স্বর্গলাভ করিলেন ইন্দ্র আদি দেবব্রহ্মগণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপ পিলিযক্ষকে দশরাজধর্ম্ম শুনাইয়া আরও অনেক উপদেশ দিলেন এবং পঞ্চশীলে স্থাপিত করিলেন। রাজা অবনতমস্তকে এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক পারিষদগণসহ স্বর্গপরায়ণ হইলেন। বোধিসত্ত্বও মাতাপিতার সঙ্গে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, মাতা ও পিতার পোষণ পণ্ডিতজনের চিরাগত ধর্ম্ম।" অতঃপর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান — তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবকন্যা ; অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র ; কাশ্যপ ছিলেন সেই পিতা ; ভদ্রকাপিলানী ছিলেন সেই মাতা এবং আমি ছিলাম সুবর্ণশ্যাম পণ্ডিত।]

শ্যাম-জাতক পাঠ করিলে রামায়ণবর্ণিত দশরথকর্ত্তৃক অন্ধক মুনির পুত্রবধের কথা মনে পড়ে। অন্ধক বৈশ্য; দুকূলক চণ্ডাল। দশরথ অজ্ঞানকৃত বধের জন্যও অন্ধককর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিলিযক্ষ জ্ঞানকৃত বধের জন্যও চণ্ডালতাপস কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন নাই। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা-নীতির অনুমোদিত।

৫৪১—নেমি-জাতক।

[মিথিলার নিকটবর্ত্তী মখাদেবাম্রবণে অবস্থিতিকালে শাস্তা একদা ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা ঐ দিন সন্ধ্যাকালে বহুভিক্ষুসহ উক্ত আম্রবণে বিচরণ করিতে করিতে এক রমণীয় ভূভাগ দেখিতে পাইয়া নিজের কোন অতীত জন্মবৃত্তান্ত বলিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান্ স্থবির আনন্দ এই হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসিলে ভগবান বলিয়াছিলেন, "আনন্দ, পুরাকালে, আমি যখন মখাদেব নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলাম, তখন এই ভূভাগে অবস্থিতি করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিয়াছিলাম।" অতঃপর আনন্দের প্রার্থনায় সুরচিত আসনে উপবেশন করিয়া তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন ঃ—]

১। এই দশটী গাথা রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) এবং ত্রিশকুন-জাতকেও (৫২১) পাওয়া গিয়াছে।

পুরাকালে বিদেহ রাজ্যে মিথিলা নগরে মখাদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি চতুরশীতি সহস্র বৎসর কৌমার ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর ঔপরাজ্য করিয়াছিলেন এবং আরও চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবার পর একদা নাপিতকে বলিয়াছিলেন, "ভদ্র, আমার মস্তকে পক্ককেশ দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবে।"

ইহার কিছুকাল পরে নাপিত মখাদেবের মস্তকে পক্ককেশ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জানাইল। তিনি সন্না দিয়া তোলাইয়া উহা নিজের হাতে রাখাইলেন এবং ললাটে যেন মৃত্যুর আজ্ঞা পাঠ করিতেছেন, এই ভাবে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি নাপিতকে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিলেন এবং জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি রাজ্য গ্রহণ কর ; আমি প্রব্রজ্যা লইব।" পুত্র জিজ্ঞাসিলেন, "এ আজ্ঞা করিতেছেন কেন, পিতঃ ?" মখাদেব বলিলেন ঃ—

দেবদূতরূপে[১] দেখা দিয়াছে মস্তকে মোর শুক্ল কেশরাজি
বয়স্ গিয়াছে চলি ; প্রব্রজ্যা লইব, তাই আমি বৎস, আজি।

মখাদেব জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তাঁহাকে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, নগর হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ভিক্ষুপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং চতুরশীতি সহস্র বর্ষ ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পুত্রও এই উপায়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; তদনন্তর ঐ পুত্রের পুত্রও উক্ত গতি লাভ করিলেন। এইরূপে একে একে মখাদেবের বংশের দ্ব্যূন চতুরশীতি সহস্র পুরুষ স্ব স্ব মস্তকে পক্ককেশ দেখিয়া উক্ত আম্রবণেই প্রব্রজ্যা লইয়া ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ধ্যানপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ মখাদেব ব্রহ্মলোকে অবস্থিত হইয়া নিজের বংশচরিত চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইলেন দ্ব্যূন চতুরশীতি সহস্র বংশধর শেষ বয়সে প্রব্রাজক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আবার ভাবিলেন, 'অতঃপর এই প্রথা অনুষ্ঠিত হইবে, কি অনুষ্ঠিত হইবে না?' তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা আর চলিবে না। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'আমার কুলপ্রথা আমাকেই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।' তিনি ব্রহ্মলীলা সংবরণপূর্ব্বক মিথিলা নগরে রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নামকরণ দিবসে দৈবজ্ঞেরা অঙ্গলক্ষণসমূহ দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই কুমার আপনার কুলপ্রথা রক্ষা করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার বংশ প্রব্রাজকবংশ ; ঐ কুমারের পরে কিন্তু এ বংশে আর প্রব্রজ্যাগ্রহণপ্রথা প্রচলিত থাকিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলিন, "এই কুমার রথচক্রনেমির ন্যায় আমার বংশপদবি অনুসরণ করিবার জন্য জন্মিয়াছে বলিয়া আমি ইহার 'নেমিকুমার' এই নাম রাখিলাম।[২]

কুমার শৈশব হইতেই দাতা, শীলসম্পন্ন ও পোষধ কর্ম্মে অভিরত হইলেন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত প্রথানুসারে নিজের মস্তকে পক্ককেশ দেখিবামাত্র, নাপিতকে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম দান করিয়া এবং পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া এই আম্রবণে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন। মহারাজ নেমি মহাদানশীল ছিলেন বলিয়া নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে ও মধ্যভাগে পাঁচটী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রভূত দানে প্রবৃত্ত হইলেন। এক এক দানশালায় প্রতিদিন এক লক্ষ কার্যাপণ বিতরিত হইত। এইরূপ তিনি প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ কার্যাপণ দান করিতেন। তিনি প্রত্যহ পঞ্চশীল রক্ষা করিতেন, পক্ষদিবসে[৩] পোষধ পালন করিতেন। তিনি প্রজাবৃন্দকে দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত করিতেন এবং স্বর্গলাভের পথ প্রদর্শন করিয়া ও নরকের ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া

১। পালি সাহিত্যে 'দেব' শব্দটাতে যমকেও বুঝায় ; কাজেই দেবদূত -- যমদূত।
২। বুঝিতে হইবে যে 'নেমি' শব্দটা উচ্চারণদোষে 'নিমি'তে পরিণত হইয়াছে।
৩। অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও অষ্টমী তিথিতে।

এবং দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া লোকে মৃত্যুর পরেই দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে দেবলোক পূর্ণ এবং নরক প্রায় শূন্য হইল। দেবগণ, ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবনে সুধর্ম্মানাম্নী দেবসভায় সমবেত হইয়া মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "অহো! আমাদের আচার্য্য মহারাজ নেমির কি মাহাত্ম্য! তাঁহারই কৃপায়, তাঁহারই বুদ্ধসুলভ জ্ঞানের প্রভাবে আমরা এই অপার দিব্যসম্পত্তি ভোগ করিতেছি। নরলোকেও নেমির গুণকথা, মহাসাগরপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত তৈলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত প্রকট করিবার জন্য শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলিলেন,

১। আত্মপরকুশলার্থী সুপণ্ডিত নেমি যবে করিতেন পৃথিবী শাসন,
বহুলোক সাধুশীল হইল, দেখিয়া ইহা চমৎকৃত হ'ল ত্রিভুবন।

২। অরিন্দম বিদেহেশ করিতেন মহাদান নিত্য দীনে, শ্রমণে, ব্রাহ্মণে ;
দান করিবার কালে একদা হইল তাঁর এ বিতর্ক উপজাত মনে —
দান আর ব্রহ্মচর্য্য, এ দু'য়ের কোন ধর্ম্ম মহত্তর ফল দিতে পারে?
কোন্‌টী এদের শ্রেষ্ঠ? সর্ব্ব অগ্রে অনুষ্ঠেয়? সদুত্তর কে দিবে আমারে?

এই সময়ে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল ; শক্র ইহার কারণ চিন্তা করিয়া মিথিলাপতির মনে যে বিতর্ক জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সন্দেহ নিরাকরণের অভিপ্রায়ে অবিলম্বে সমস্ত রাজভবন উদ্ভাসিত করিয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দেহ হইতে প্রভা বিকিরণ করিতে করিতে আকাশে অবস্থিত হইলেন এবং রাজার প্রশ্নের বিশদ্ উত্তর দিলেন।

৩। নেমির সংশয় বুঝি দেবকুলেশ্বর —
মঘবা, সহস্রনেত্র—হন আবির্ভূত,
অপনীত করি তমঃ দেহের আভায়।

৪। বাসবের দিব্যমূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ
শিহরিল মনুজেন্দ্র নেমির শরীর ;
জিজ্ঞাসেন "কে হে তুমি? দেব, কি গন্ধর্ব্ব,
কিংবা, দেবরাজ শক্র স্বয়মুপস্থিত।"

৫। পেয়েছেন ভয় নেমি, বুঝিয়া বাসব
বলিলা, "দেবেন্দ্র আমি ; নির্ভয়ে রাজন্,
জিজ্ঞাস যে কোন প্রশ্ন ইচ্ছা তব হয়।
আসিয়াছি হেথা আমি দিতে সদুত্তর।

৬। জিজ্ঞাসার অবসর পেয়ে এইরূপে
বলেন বাসবে নেমি, "সবর্বভূতেশ্বর
মহাবাহু শক্র তুমি, জিজ্ঞাসি তোমায়,
দান আর ব্রহ্মচর্য্য, এ দুই ধর্ম্মের
কোন্‌টী সমর্থ দিতে মহত্তর ফল?"

৭। শুনি নরদেবের এ প্রশ্ন পুরন্দর
দিলা সদুত্তর ; ভাল জানা ছিল তাঁর
ব্রহ্মচর্য্য পরিণামে কি সুফল দেয়।
জানা নাহি ছিল তাহা নেমি নৃপতির।

৮। "উত্তম, মধ্যম, হীন, এ তিন প্রকার
ব্রহ্মচর্য্য আছে ভূপ ; হীনের প্রভাবে
জনম ক্ষত্রিয়কুলে লভে জীবগণ ;
মধ্যম দেবত্ব দেয় ; উত্তম আচরি
অর্হন, নির্ব্বাণ পান ভবসিন্ধুপারে।

৯। অনাগার তপস্বীরা ব্রহ্মচর্য্যবলে
যে উত্তমগতি লাভ করেন, ভূপাল,
দানে—যজ্ঞে সুলভ তা' নহে কদাচন।"[1]

শক্র উক্ত গাথাগুলি দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের মহাফলত্ব প্রকটিত করিলেন এবং পুরাকালে যে সকল রাজা মহাদান করিয়াও কামলোক[2] অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের উদাহরণ প্রদর্শনার্থ বলিলেন,

---

১। 'যে কায়ে তপস্‌সিনো উপপজ্জন্তি, এতে কায়া যাচযোগেন ন সুলভা-এখানে 'কায়' শব্দ ব্রহ্মঘট (ব্রহ্মসমূহ বা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি) বুঝাইতেছে। যাচযোগ-যাচনযুক্তযাচযোগ বাযাঞ্ঞযুক্তবণ তি উভয়মপি দায়কস্‌সেবতং নাম।

২। ব্রহ্মলোকের অধস্তন একাদশ লোক কামলোক নামে অভিহিত — ছয়টা দেবলোক, মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক তির্য্যগ্‌যোনি ও নিরয়। এই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা কামগুণের বশবর্ত্তী। ছয় দেবলোক, যথাঃ— পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, নির্ম্মাণরতি, তুষিত, যাম, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ও চতুর্ম্মহারাজিক। অধস্তন কামলোক চারিটী 'অপায়'। কামলোকের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক— ষোলটি রূপব্রহ্মলোক এবং চারিটী অরূপব্রহ্মলোক। সমুদায়ে একাবিংশতী সত্ত্বলোক।

১০। দিলীপ, সগর, শৈল, পৃথু, মুচলিন্দ
অষ্টক, অশ্বক, উশীনর, ভগীরথ, —

১১। এই সব সুবিখ্যাত নৃপতি-পুঙ্গব,
আর(ও) অন্য কত শত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ
করিয়া অনেক যজ্ঞ, দিয়া বহু দান
নারিলেন অতিক্রমি যেতে প্রেতলোক।[১]

দানফল হইতে ব্রহ্মচর্য্যফল যে মহত্তর, এইরূপে তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক, যে সকল তপস্বী ব্রহ্মচর্য্যবলে প্রেতলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মান্তর লাভ করিয়াছিলেন, শক্র এখন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন ঃ—

১২-১৩। যামহনু, সোমযাগ, মাঘ, মনোজব,
সমুদ্র, ভরত, কালিকর তপোধন —
এই সপ্ত ঋষি, আর কশ্যপ, অঙ্গিরা,
অকীর্ত্তি ও কৃশবৎস, এই চারিজন —
অতিক্রমি প্রেতলোক ব্রহ্মচর্য্যবলে।
করিলেন ব্রহ্মলোকে অন্তিমে প্রয়াণ।

ব্রহ্মচর্য্য মহাফলপ্রদ, এ সম্বন্ধে শক্র যাহা অন্যের মুখে শুনিয়াছিলেন, এতক্ষণ তাহাই বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তিনি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

১৪। রয়েছে উত্তর দেশে নদী সুগভীরা
সীদা-নামধেয়া,[২] নাহি পারে কেহ যাহা
অতিক্রমি যেতে, এত লঘু তার জল।
বিরাজে উভয়পার্শ্বে নলাগ্নিসন্নিভ
কাঞ্চন পর্ব্বতরাজি সেই তটিনীর

১৫। নদীকচ্ছ আমোদিত গন্ধে তগরের ;
গিরিকচ্ছ আচ্ছাদিত রমণীয় বনে
প্রকৃতির অতিপ্রিয় এ রম্য ভূভাগে
থাকিতেন পুরাকালে তপস্বী অযুত।

১৬। ছিলাম তখন আমি মহাদানশীল।
ঋষিরা বিবিক্তচারী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়।
নিরোধি চিত্তের বৃত্তি পালিতেন তাঁরা
ব্রহ্মচর্য্যব্রত সবে ; তুষিতাম আমি
তাঁ' সবারে প্রতিদিন দিয়া বহুদান।

১৭। কুটিলতা-বিবর্জ্জিত চরিত্র যাঁহার,
স্বভাব সর্ব্বথা যাঁর সারল্যমণ্ডিত,
তাঁহার(ই) সতত আমি করিতাম সেবা।
জাত্যংশে কিরূপ তিনি—উচ্চ কিংবা নীচ,
কভু নাহি করিতাম এ বিচার আমি।
একমাত্র কর্ম্মই শরণ মর্ত্ত্যদের ;
জাতিবলে কর্ম্মফল এড়াতে কে পারে?

১৮। উচ্চ, নীচ সর্ব্ববর্ণ পড়িবে নরকে,
করে যদি পাপপথে বিচরণ তারা।
উচ্চ, নীচ সর্ব্ববর্ণ সদ্ধর্ম্ম আচরি
শুদ্ধিমার্গে কামলোক করে অতিক্রম।[৩]

১। সাধারণতঃ জাতকবর্ণিত রাজাদিগের এবং হিন্দুদিগের পৌরাণিক রাজাদিগের নাম প্রায় একই। কিন্তু দশম গাথার 'শৈল' রাজার নাম কোন সংস্কৃত পুরাণে পাওয়া যায় না। মূলে 'পুথুজ্জনো' রাজার নাম আছে। আমি ইঁহাকে 'পৃথু' বলিয়া গ্রহণ করিলাম। 'পুথুজ্জন' (পৃথগ্‌জন) বলিলে সামান্য ব্যক্তি বা বৌদ্ধেতর ব্যক্তিকে বুঝায়। ইহা কোন রাজার নাম হইতে পারে না। অষ্টক রাজার নাম পঞ্চম খণ্ডের শরভঙ্গ-জাতকেও (৫২২) পাওয়া গিয়াছে।

একাদশ গাথায় দেবতাদিগকেও প্রেতের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, কেননা 'কামাবচরদেবতা হি রূপাদিনো কিলেসবত্থুস্স কারণা পরং পচ্চাসিংসনতো কৃপণতায় পেতা তি বুচ্চন্তি।' এই উক্তির সমর্থনে টীকাকার একটী গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ— যাহারা অন্যের সাহচর্য্য বিনা, একাকী থাকিয়া সুখলাভ করিতে না পারে, যাহারা বিবেকজ প্রীতির আস্বাদ পায়না, তাহারা ইন্দ্রের মত সৌভাগ্যশালী হইলেও পরাধীনসুখ (সুখের জন্য পরমুখাপেক্ষী) এবং কৃপার পাত্র।

২। টীকাকার বলেন যে, এই নদীর জল এত লঘু যে, তাহাতে ময়ূরের পালক পড়িলেও তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায় ; এই কারণেই ইহার নাম 'সীদা' হইয়াছে।

৩। ব্রহ্মচর্য্য যে দান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, শক্র নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি দানশীল ছিলেন, ঋষিরা তপস্যা করিতেন। দান করিয়াও তিনি কামলোক অতিক্রম করিতে পারেন নাই ; কিন্তু যে সকল ঋষি তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন, ব্রহ্মচর্য্যবলে তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই গাথা পাঁচটার ব্যাখ্যায় টীকাকার একটা অতিদীর্ঘ আখ্যায়িকা যোজন করিয়াছেন। তাহার স্থূলমর্ম্ম এই — সীদানদীতীরবাসী দশসহস্র ঋষির একজন একবার ভিক্ষার্থে আকাশপথে বারাণসীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তত্রত্য রাজপুরোহিতের প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা হয় এবং তিনি রাজার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন। কালক্রমে তপঃসিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বারাণসীরাজকে দর্শন দেন। তাঁহার মুখে ঋষিদিগের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া রাজা ঋষিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য ব্যগ্র হন এবং পাছে তাঁহারা বারাণসীতে আসিতে সম্মত না হন, এই আশঙ্কায় নিজেই বহু অনুচর ও নানা দ্রব্য লইয়া সীদাতীরে গমন করেন। এখানে তিনি দশসহস্র বৎসর সেই দশসহস্র ঋষিকে নিত্যভোজন করাইতেন। এত লোকের নিয়তগমনাগমনহেতু সীদাতীরে একটী নগরের উৎপত্তি হইয়াছিল। কালক্রমে ঋষিরা তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ; রাজা কিন্তু এত দানশীল হইয়াও শক্রত্ব ভিন্ন আর কিছু লাভ করিতে পারেন নাই।

শক্র আবার বলিলেন, "মহারাজ, দান অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য অধিকতর মহাফলপ্রদ বটে ; কিন্তু মহাপুরুষদিগের চরিত্রে এই দুই গুণেরই সমাবেশ আছে। অতএব আপনিও অপ্রমত্তভাবে দানে রত থাকিবেন এবং শীলরক্ষা করিবেন।" নেমিকে এই উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯। বিদেহেশে করি এই উপদেশ দান দেবরাজ শক্র স্বর্গে করিলা প্রস্থান

দেবতারা শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ত কয়েকদিন দেখিতে পাই নাই ; আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?" শক্র বলিলেন, "মারিষগণ, মিথিলারাজ নেমির মনে একটা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া সেই সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্য গিয়াছিলাম।" অতঃপর তিনি তিনটী গাথায় এই বৃত্তান্ত আবার বিশদ করিয়া বলিলেন ঃ—

২০। বলিতেছি যাহা, সমবেত দেবগণ, অবহিত চিত্তে তাহা করুণ শ্রবণ ঃ—
ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য ভূমণ্ডলে যাঁরা উচ্চ, নীচ-বর্ণ ভেদে বহুবিধ তাঁরা।
২১। অরিন্দম, পরমার্থকামী, সুপণ্ডিত বিদেহের পতি নেমি সর্ব্বত্র বিদিত।
২২। মহাদানশীল তিনি, দানের সময় হইল তাঁহার মনে সন্দেহ উদয় ; —
দান, আর ব্রহ্মচর্য্য—কোন্‌টী প্রধান? কোন্‌টী এদের করে মহাফলদান।

এইরূপে কিছুই অনুক্ত না রাখিয়া শক্র রাজার গুণ বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া নেমিকে দেখিবার জন্য দেবতাদিগের ইচ্ছা হইল। তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ নেমিই আমাদের আচার্য্য। তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া এবং তাঁহারই কৃপায় আমরা এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আমাদিগকে দেখান।" শক্র এই প্রস্তাব সুসঙ্গত মনে করিয়া সম্মত হইলেন এবং মাতলিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "সৌম্য মাতলে, তুমি বৈজয়ন্ত-রথ যোজন করিয়া মিথিলায় যাও এবং মহারাজ নেমিকে সেই দিব্য যানে তুলিয়া এখানে আনয়ন কর।" মাতলি, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রথ যোজনা করিয়া যাত্রা করিলেন। শক্রের সহিত দেবতাদিগের কথোপকথন, মাতলির প্রতি আজ্ঞাদান, এবং মাতলির রথযোজনা—এই সকল কার্য্যে মনুষ্যগণনায় এক মাস অতিক্রান্ত হইয়াছিল। নেমি পূর্ণিমার পোষধ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদিকের বাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক প্রাসাদের উচ্চতলে অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া শীলের মাহাত্ম্য চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূর্ব্বদিকের ক্ষিতিজ রেখার ঊর্দ্ধে উদীয়মান চন্দ্রমণ্ডলের সহিত মাতলির রথও দেখা গেল। লোকে তখন সায়মাশ সমাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহদ্বারে বসিয়া পরম সুখে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল ; তাহারা ঐ দৃশ্য দেখিয়া বলিল, "আজ যে দুইটা চন্দ্র উদিত হইল।" তাহাদের কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দিব্যরথখানি স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। তখন বহুলোকে বলিয়া উঠিল, "দ্বিতীয়টী চন্দ্র নহে, উহা রথ।" কিয়ৎক্ষণ পরে মাতলিচালিত সহস্রসৈন্ধবযুক্ত বৈজয়ন্ত রথখানি সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। লোকে ভাবিল, 'কাহার জন্য এই দিব্যরথ আসিতেছে?' তাহারা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আর কাহার জন্য আসিবে? আমাদের রাজা ধার্ম্মিক ; শক্র তাঁহারই জন্য বৈজয়ন্ত রথ পাঠাইয়াছেন। এ সম্মান আমাদের রাজার উপযুক্তই হইয়াছে।" অনন্তর লোকে পরিতুষ্ট হইয়া এই গাথা বলিল ঃ—

২৩। অহো! কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল এখন! ভাবিলে বিস্ময়ে দেহে হয় রোমাঞ্চন।
দিব্যরথ অবতীর্ণ সুরলোক হ'তে বিদেহকে সশরীরে স্বর্গে লয়ে যেতে।[১]

লোকে এইরূপ বলাবলি করিতেছিল ; এদিকে মাতলি বাতবেগে অগ্রসর হইয়া রথ ঘুরাইলেন, প্রাসাদ-বাতায়নের ঝন্‌কাঠের নিকটে থামাইলেন এবং উহা সজ্জিত করিয়া রাজাকে আরোহণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

১। এই গাথাটী ৪র্থ খণ্ডের স্বাধীন-জাতকেও (৪৯৫) আছে। ফলতঃ স্বাধীন-জাতক এবং পঞ্চম খণ্ডের সংকৃত্য-জাতক (৫৩০), এই দুইটী আখ্যায়িকা লইয়া নেমি জাতকের অধিকাংশ রচিত। সংকৃত্য জাতকের নরকবর্ণনা এবং এই জাতকের নরকবর্ণনা প্রায় একই।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৪। দেবপুত্র, ঋদ্ধিমান্ শক্রের সারথি
মাতলি বলিলা তবে মিথিলাপতিকে,
(গুণে যাঁর মুগ্ধ সর্ব্ব-রাজ্যবাসিগণ) :—

২৫। "এস হে, দিক্‌পালকল্প নরেন্দ্রপুঙ্গব।
আরোহি এ রথে চল ত্রিদশ-আলয়ে ;
সেন্দ্র দেবগণ বসি সুধর্ম্মা সভায়
করেন স্মরণ সেথা গুণগ্রাম তব।

রাজা ভাবিলেন, 'দেবলোক কখনও দেখি নাই, এখন দেখিতে পাইব ; মাতলির অনুরোধও রক্ষা করা হইবে ; অতএব যাওয়াই কর্ত্তব্য।' এই চিন্তা করিয়া তিনি অন্তঃপুরচারিণী এবং প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি শীঘ্রই ফিরিব ; তোমরা অপ্রমত্তভাবে দানাদি পুণ্যকার্য্যে নিরত থাক।" অনন্তর তিনি রথে আরোহণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৬। সত্বর মিথিলাপতি আসন ত্যজিয়া,
পশ্চাতে রাখিয়া যত সমবেত জন,
করিলেন আরোহণ সেই দিব্যরথে।

২৭। মাতলি স্যন্দনারূঢ় রাজাকে তখন
বলিলা, "আদেশ তুমি কর, নরবর,
কোন্ পথে লয়ে যাব ত্রিদিবে তোমায়।
পাপীর যন্ত্রণাগার আছে এক পথে :
অন্য পথে পুণ্যাত্মার সুখময় ধাম।"

রাজা ভাবিলেন, 'আমি পূর্ব্বে ইহার কোন স্থানই দেখি নাই ; আমাকে দুই স্থানই দেখিতে হইবে।' তিনি বলিলেন,

২৮। লয়ে চল মোরে তুমি, হে দেবসারথে,
উভয়তঃ যেন আমি পাই নিরখিতে
কি যন্ত্রণা পায় লোকে পাপের কারণ,
কি বা সুখ করে ভোগ পুণ্যাত্মা যে জন।

মাতলি ভাবিলেন, 'দুই পথই ত একসঙ্গে দেখাইতে পারা যায় না। জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ইনি প্রথমে কোন্ পথে যাইতে চান।' তিনি বলিলেন,

২৯। কোন্ পথে, রাজশ্রেষ্ঠ যাইবে প্রথমে ?
পাপীর যন্ত্রণাগার,
স্বর্গবাস পুণ্যাগার,
কোন্‌টী দেখিতে আগে ইচ্ছা হয় মনে ?

রাজা ভাবিলেন, 'আমি ত দেবলোকে নিশ্চয় যাইব। প্রথমে তবে নরকই দেখা যাউক।' তিনি বলিলেন,

৩০। দেখিব নরক আগে
পাপীরা যেখানে থাকে
ক্রূরকর্ম্মাদের স্থান করিব দর্শন ;
দেখিব কি গতি লভে দুঃশীল যে জন।

ইহা শুনিয়া মাতলি রাজাকে বৈতরণী দর্শন করাইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩১। দেখাইলা নরবরে মাতলি তখন
মহাঘোরা ক্ষারোদকা বৈতরণী নদী,
ফুটিতেছে জলরাশি অবিরত যার
হুতাশনশিখাসম প্রচণ্ড উত্তাপে।[১]

১। টীকাকার এই প্রসঙ্গে বৈতরণীর রোমহর্ষক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহার জল বেত্রলতাচ্ছন্ন ; সেই বেত্রের কণ্টকগুলি ক্ষুরধার ও অগ্নিময়। নদীতীরে নরকপালেরা প্রজ্বলিত অসি-শক্তি-তোমর-ভিন্দিপাল-মুদগরাদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অবস্থিত। তাহাদের প্রহারের তাড়নায় পাপীরা খণ্ডবিখণ্ড দেহে ঐ বেত্রাবরণের উপর পতিত হয়। এখানে তাহারা কণ্টকে বিদ্ধ হয় ; আকাশ হইতে তালপ্রমাণ প্রজ্বলিত অয়ঃশূল সমূহ উত্থিত হইয়াও তাহাদের দেহ বিদ্ধ করে। তন্নিম্নে জলের উপর লৌহময় ও ক্ষুরধার পদ্মপত্র। এই সকল পত্রের নিম্নে ক্ষারময় তপ্তজল ; নদীর তলদেশও তীক্ষ্ণক্ষুরাচ্ছন্ন। পাপীরা যন্ত্রণায় ডুব দিয়া সেখানেও গিয়া শান্তি পায় না, তাহারা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কখনও স্রোতের অনুকূলে, কখনও বিপরীত দিকে ছুটাছুটি করে। ইহার পর যখন তাহারা তীরে উঠে, তখন নরকপালেরা আবার পূর্ব্ববৎ প্রহার আরম্ভ করে।

৩২। ঘোরা বৈতরণীগর্ভে পড়িতেছে পাপী
দেখি ; ইহা মাতলিকে বলিলেন নেমি,
"পাপীর যন্ত্রণা ঘোর করি দরশন
বড় ভয় পাই মনে, হে দেবসারথে।
বল, শুনি, এরা সব কি পাপের ফলে
পেতেছে যন্ত্রণা পড়ি বৈতরণী-জলে?"

৩৩। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সদমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৩৪। "সবল হইয়া যদি জীবলোকে কেহ
দুর্ব্বলের করে হিংসা, অথবা পীড়ন,
সে নিষ্ঠুর পাপকর্ম্মা জীবনাবসানে
শাস্তি পায় পড়ি এই বৈতরণী-জলে।"

৩৫। "রক্তবর্ণ কুক্কুর, শবল গৃধ্রগণ,
ভীষণ কাকোলসঙ্ঘ দংষ্ট্রতুণ্ডাঘাতে
ছিঁড়ি মাংস পাপীদের করয়ে ভক্ষণ।
পাপীদের এ যন্ত্রণা করি দরশন,
বড় ভয় পাই মনে, হে দেবসারথে।
বল, শুনি, এরা সব কি পাপের ফলে
কাকোলের ভক্ষ্য হয়ে রয়েছে এখানে?"

৩৬। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৩৭। "কৃপণ যাহারা ছিল, কিংবা অপরের
দানে বাধা দিত যারা, বলিত দুর্ব্বাক্য
শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণে, হিংসোপরায়ণ
কোপনস্বভাব হেন মহাপাপিগণ
হয়েছে কাকোল-ভক্ষ্য নরকে এখন।"

৩৮। 'জ্বলিতেছে নিরয়ীর শরীর অনলে
ছুটিছে সে প্রজ্বলিত অয়োভূমি' পরি
ধাইছে নরকপাল পশ্চাতে তাহার
চূর্ণ করি দেহ তপ্তলৌহদণ্ডাঘাতে,
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে।
বল, হে মাতলে, এরা কি পাপের ফলে
ভূতলে পাতিত হয় ভীমদণ্ডাঘাতে?"

৩৯। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়
রাজার ছিল না জানা সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ পরিণাম ঃ—

৪০। "জীবলোকে যে সকল মহাপাপী করে
হিংসা দ্বেষ সাধুশীল নর বা নারীকে
ক্রূরকর্ম্মা তারা এবে সে পাপের ফলে
ভূতলে পাতিত হয় ভীমদণ্ডাঘাতে।"

৪১। "জ্বলন্তঅঙ্গারপূর্ণ কুণ্ডের ভিতরে
পড়িতেছে কেহ কেহ নরকপালেরা
শির'পরি তাহাদের করে বরষণ
জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি দগ্ধদেহে, হায়,
কাঁপে থর থর পাপী করয় ক্রন্দন।
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে
বল হে মাতলে এরা কি পাপের ফলে
পেতেছে যন্ত্রণা হেন অগ্নিকুণ্ড মাঝে?"

৪২। কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়
রাজার ছিল না জানা সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৪৩। "করিব 'শ্রেণীর' হিত এই ব্যপদেশে[১]
যাহারা সংগ্রহি অর্থ, গণজ্যেষ্ঠগণে
উৎকোচ করিয়া দান, মিথ্যা সাক্ষ্যবলে
করে উহা আত্মসাৎ, জানি, শুনি আর
লুণ্ঠয় সে ধন যারা সেই পাপাত্মারা
জ্বলন্ত অঙ্গারকুণ্ডে পড়িয়া এখন
করিতেছে ছট্‌ফট্ আত্মকর্ম্ম-দোষে।"

৪৪। "প্রজ্বলিত, অগ্নিময় পর্ব্বত-প্রমাণ
দ্রবীভূত লৌহ পূর্ণ কুম্ভ অই হোথা
ভীষণ জ্বালায় যার ঝলসে নয়ন ;
পাপীদের এ যন্ত্রণা করি দরশন
বড় ভয় পাই মনে, হে দেবসারথে।
কি পাপের ফলে পড়ে ভিতরে উহার
অবাক্‌শিরে পাপিগণ, বল ত আমায়?"

১। মূলে "পুগায়তনস্‌স হেতু" ইত্যাদি আছে। পুগ – শ্রেণী, guild পুগায়তন – পুগসন্তক ধন অর্থাৎ শ্রেণীর প্রাপ্য ধন, যেমন বর্ত্তমান সময়ের স্বরাজভাণ্ডার ইত্যাদি। টীকাকার বলেন, "ওকাসে সতি সঙ্ঘানং বা দস্‌সাম পূজং বা পবত্তেস্‌সাম, বিহারং বা করিস্‌সাম সংকড্‌ঢিত্বা ঠপিতস্‌স পুগসন্তকস্‌স ধনস্‌স হেতু তং ধনং যথারুচিং খাদিত্বা গণজেট্‌ঠকানং লঞ্চং দত্বা অসুকট্‌ঠানে দণ্ডকং গরুকানং গহেত্বা অমুকট্‌ঠানে অপোচে একাকং দিন্নং তি কূটসক্‌খিং দত্বা তং ধনং বিনাসেসি।"

৪৫। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৪৬। "সাধুশীল শ্রমণব্রাহ্মণগণে যারা
হিংসে, কিংবা পীড়া দেয়, সেই মহাপাপে
পড়ে তারা অধঃশিরে লৌহকুম্ভে এবে।"

৪৭। "গলায় লোহার ফাঁস পরায়ে পাপীর
দেখ না দিতেছে পাক নরকপালেরা।
ছিঁড়ি মুণ্ড তপ্তজলে দিতেছে ফেলিয়া।
একের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড যুড়িতেছে গিয়া
অপরের গলদেশে পুনঃ পুনঃ হায়
এইরূপে দুর্বিষহ পাইতে যন্ত্রণা।
দেখিয়া বড়ই ভয় পাইতেছি মনে
বল, হে মাতলে কোন্ পাপে এইরূপে
পাপীর মস্তক ছিন্ন হয় বার বার?"

৪৮। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৪৯। "জীবলোকে যে পাপীরা পাখী ধরি তার
পক্ষ দুটী ফেলে ছিঁড়ি, অথবা মস্তক,
সেই শাকুনিক সব নরকে, রাজন,
শুইয়া দারুণ দুঃখ পায় এই মত।

৫০। "প্রচুর সলিলে পূর্ণা সমতটা অই
বহিতেছে নদী, যার আছে দুই ধারে
সুগঠিত ঘাট সব ; পিপাসার্ত লোকে
যায় হোথা সুশীতল বারিপান তরে,
কিন্তু কি আশ্চর্য! দেয় মুখে যবে জল,
অমনি তা' শুষ্ক বুসে[১] হয় পরিণত।[২]

৫১। দেখি ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
বল, হে মাতলে, কোন পাপে ইহাদের
পীয়মান জল হয় বুসে পরিণত?"

৫২। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৫৩। ভাল শস্যে মিশাইয়া বুস যে বণিক
ক্রেতাকে বঞ্চনা করে, সেই, মহারাজ,
নরকজ্বালায় যবে পিপাসার্ত হ'য়ে
নদীতে ছুটিয়া যায়, কর্ম্মদোষে তার
নদীর সলিল হয় বুসে পরিণত।"

৫৪। "হানিছে উভয়পার্শ্বে নিরয়িগণের
শরশক্তিতোমরাদি নরকপালেরা।
দেখি ইহা বড় ভয় পাইতেছি মনে।
কোন্ পাপে, হে মাতলে, এই সব লোকে
হইতেছে ভূপাতিত শক্তিশরাঘাতে?"

৫৫। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৫৬। যে সকল পাপাশয় থাকি জীবলোকে,
অপহরি ধন, ধান্য, সুবর্ণ, রজত,
অজ-মেষ-মহিষাদি পশু অপরের
করিত, হে ভূমিপাল, জীবিকানির্ব্বাহ,
তাহারাই সেই পাপে নরকভূতলে
হতেছে পাতিত এবে শক্তিশরাঘাতে।"

৫৭। "গ্রীবায় আবদ্ধ অই লৌহময়পাশে
রয়েছে পাতকী সব ; অন্য এক দল
খণ্ডবিখণ্ডিত হয় শস্ত্রের আঘাতে,
দেখি ইহা ভয় বড় পাইতেছি মনে।
কি পাপের হেতু, বল হে দেবসারথে,
খণ্ডবিখণ্ডিত দেহ হতেছে এদের?"

৫৮। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৫৯। "গো-মহিষ-ছাগ-মেষ-শূকর-মীনাদি
প্রাণিবধ যাহাদের বৃত্তি জীবলোকে ;
বধি মাংস তাহাদের বিক্রয়ের তরে

৬০। "মলমূত্রে পূর্ণ অই হ্রদ দেখা যায়,
ওষ্ঠাগত প্রায় প্রাণ পূতিগন্ধে যার।
ক্ষুধার্ত পাপীরা, দেখ, ধায় ওর পানে,

১। পালি 'ভুসং' ; বাঙ্গালা 'ভূসি'।

২। গ্রীক্ পুরাণের Tantalus আকণ্ঠ জলে মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার মস্তকোপরি একগুচ্ছ সুপক্ব দ্রাক্ষাফল থাকিত, কিন্তু তিনি জলপান করিবার ইচ্ছা করিলে জল অদৃশ্য হইত, ক্ষুধায় কাতর হইয়া দ্রাক্ষাগ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিলে তাহাও অদৃশ্য হইত।

সূনায় সাজায়ে যারা রাখে স্তূপাকারে,
সেই ক্রূরকর্ম্মা সব জীবনাবসানে
খণ্ড বিখণ্ডিত হয় নরকে এখন।"

ওখানেই গিয়া অই মলমূত্র খায়।
দেখ ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
কি পাপের ফলে এরা, হে দেবসারথে,
করিতেছে ক্ষুন্নিবৃত্তি মলমূত্র খেয়ে?

৬১। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৬২। "মিত্রদ্রোহী, অপরের পীড়ক যাহারা,
সতত নিরত যারা পরের হিংসায়,
সেই সব পাপী, ভূপ জীবনাবসানে
নরকে পড়িয়া করে বিষ্মূত্র ভোজন।"[১]

৬৩। "রক্তপূয়ে পূর্ণ অই হ্রদ অন্যতর,
ওষ্ঠাগতপ্রায় প্রাণ পূতিগন্ধে যার,
তৃষ্ণার্ত্ত মানবগণ করিতেছে পান
ন্যক্কারজনক অই রক্ত আর পূয়।
দেখি ইহা বড় আমি পাইতেছি ভয়।
কোন্ পাপে বল মোরে, হে দেবসারথে,
করে পান লোকে হেথা রক্ত আর পূয়?

৬৪। কি পাপে কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৬৫। "সমাজের পরিত্যাজ্য পাপাত্মা যে সব
মাতা, পিতা পূজনীয় অন্যান্য ব্যক্তির
করিয়াছে প্রাণবধ থাকি জীবলোকে,
ক্রূরকর্ম্মফলে তারা পড়িয়া নরকে
রক্তপূয় পানে করে পিপাসা দমন।"

৬৬। "হয়েছে বড়িশে বিদ্ধ রসনা পাপীর,
শত শঙ্কু দ্বারা বিদ্ধ চর্ম্ম যে প্রকার,
স্থলেতে নিক্ষিপ্ত, হায় মীনের মতন
করে এরা ধড় ফড় কান্দে অবিরত,
মুখ হ'তে হয় সদা ফেন উদ্গিরণ।

৬৭। দেখি ইহা বড় ভয় পাই আমি মনে।
কোন্ পাপে, বল মোরে, হে দেবসারথে,
হয়েছে বড়িশে বিদ্ধ রসনা এদের?

৬৮। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৬৯। "ক্রয়বিক্রয়ের স্থানে অর্ঘকারকের
পদে প্রতিষ্ঠিত যারা উৎকোচগ্রহণে
দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য দেয় কমাইয়া,
ধনলোভে কূট তুলা করি ব্যবহার
ওজনের ব্যতিক্রম ঘটায় যাহারা,
অথচ বলিয়া মুখে মধুর বচন
নিজের ধূর্ত্ততা রাখে করিয়া গোপন —
মৎস ধরিবার তরে লোকে সে প্রকার
বড়িশ আমিষে ঢাকি ফেলে জলাশয়ে —

৭০। হেন কূটকারিগণ পরিত্রাণ কভু
লভিতে না পারে ; তারা নিজ কর্ম্মফলে
পায় না ক পুরস্কার পরলোকে গিয়া।
ক্রূর কর্ম্মফলে সেই পাপীরা এখানে
পেতেছে যন্ত্রণা বদ্ধ হইয়া বড়িশে।"

৭১। "ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে, অই দেখ, নারীগণ
বাহু তুলি করিতেছে সতত ক্রন্দন।
ছিন্নগ্রীবা গবী যথা থাকে আঘাতনে,[২]
রয়েছে শোণিত পূয়ে লিপ্তদেহা এরা।
ভূমিতে নিখাত আছে আকটি শরীর ;
পর্ব্বতপ্রমাণ অপরার্দ্ধ প্রজ্বলিত!
চৌদিক্ হইতে ছুটি জ্বলন্ত পর্ব্বত
পিষিতেছে পুনঃ পুনঃ ভীষণ আঘাতে
উর্দ্ধকায় ইহাদের ; কিন্তু নবীভূত

৭২। দেখি ইহা বড় আমি পাইতেছি ভয়।
বল, হে মাতলে, এরা কি পাপের ফলে
আকটি নিখাত আছে ভূমিতে সতত?
কেনই বা পিষ্ট উর্দ্ধকায় ইহাদের
নবীভূত হয়ে পুনঃ করে অতিক্রম
উচ্চতায় অই সব জ্বলন্ত পর্ব্বত?"

১। মূলে "কারণিকা বিরোসকা পরেসং হিংসায় সদা নিবিট্ঠা" আছে। টীকাকার বলেন "কারণিকা তে কারণকারকা বিরোসকা মিত্তসুহজ্জানং পি বিহেঠকা।" সুহজ্জ = সুহৃৎ। 'কারণিক' শব্দের অর্থ এখানে যে কি হইবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহারা শর নির্ম্মাণ করে তাহাদিগকে 'কারণিক' বলা হয়। কিন্তু এ অর্থ এখানে অপ্রযোজ্য। বোধ হয় ইহা, এখানে 'অকৃতজ্ঞ' বা 'কর্ত্তব্যে উদাসীন' এইরূপ কিছু বুঝাইতেছে।

২। আঘাতন — কসাইখানা (Slaughter house)।

পিষ্ট অংশ হয় পুনঃ, উচ্চতায় যাহা
অতিক্রম সেই সব জ্বলন্ত পর্ব্বত।[১]

৭৩। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৭৪। "সৎকুলে লভিয়া জন্ম এরা জীবলোকে
করিল অশ্রদ্ধ কর্ম্ম ; ছিল দুশ্চারিণী ;
করিয়া রূপের গর্ব্বে পতি পরিত্যাগ
ভজিল পুরুষান্তরে কামের তাড়নে।
জীবলোকে কামসুখ চরিতার্থ করি
পেতেছে এখন এই যন্ত্রণা ভীষণ।"

৭৫। "পদদ্বয় ধরি, দেখ, অধঃশিরে অই
পাপীকে নরকপাল ফেলিছে নরকে।
বল হে মাতলে, আমি শুধাই তোমায়,
কোন্ পাপে মানুষের এ দুর্দ্দশা হয়?"

৭৬। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ-পরিণাম ঃ—

৭৭। "প্রিয়া পত্নী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন মানুষের।
হেন ধন হরণ যে করে নরাধম,
পরদারসেবী সেই পাপাত্মার হয়
ঊর্দ্ধপাদে অধঃশিরে নরকে পতন।

৭৮। বহুবর্ষ এইরূপে নরকে থাকিয়া
এতাদৃশ পাপাত্মারা ভুঞ্জে দুঃখ সদা।
ক্রূরকর্ম্মা, দুর্ম্মতিরা কভু, মহারাজ,
নাহি পায় পরিত্রাণ জীবনাবসানে।
আত্মকৃত কর্ম্ম আসি অগ্রে ইহাদের
ব্যবস্থা করিয়া রাখে উচিত দণ্ডের।
তাই, এরা অধঃশিরে পড়িছে নরকে।"

ইহা বলিয়া দেবসারথি মাতলি ঐ নরকও অন্তর্দ্ধাপিত করিলেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া যে নরকে মিথ্যাদৃষ্টিক[২] লোকে দণ্ড ভোগ করে, রাজাকে তাহা দেখাইলেন। অনন্তর রাজা প্রশ্ন করিলে মাতলি তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন।

৭৯। "লঘুগুরু নানারূপ কুকার্য্যের আমি
দেখিনু নরকে আসি ঘোর পরিণাম।
দেখি সব বড় ভয় পাইলাম মনে।
বল ত, মাতলে, ঐ লোকগুলো কেন
পাইতেছে হেন তীব্র ভীষণ যাতনা?"

৮০। কি পাপে, কি দণ্ড পাপী পায় পরলোকে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায় ;
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পাপ পরিণাম ঃ—

৮১। "মিথ্যাদৃষ্টি যাহাদের ছিল জীবলোকে,
মোহবশে ভ্রান্তমার্গে চলিত নিজেরা
অন্যকেও সেই পথে লইত টানিয়া,
সে সব পাষণ্ড আসি নরকে এখন
পাইতেছে হেন তীব্র যন্ত্রণা ভীষণ।

এদিকে দেবলোকে দেবতারা সুধর্ম্মা সভায় সমবেত হইয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতলি ফিরিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন, ইহা ভাবিয়া শক্রর বিলম্বের কারণ বুঝিলেন। তিনি জানিলেন যে, 'মাতলি নিজের দৌত্যকুশলতা প্রদর্শন করিবার জন্য নেমিকে লইয়া নরকে নরকে ঘুরিতেছেন এবং পাপীরা অমুক পাপে অমুক নরকে অমুক দণ্ড ভোগ করে, ইহা বলিতেছেন। এরূপ করিলে নেমির

১। এই গাথার শেষ চরণ — "খন্ধাতিবত্তন্তি সজোতিভূতা" দুর্ব্বোধ্য। 'অতিবত্তন্তি' পদের অর্থ অতিক্রম করে। কিন্তু কাহাকে অতিক্রম করে? 'খন্ধ'-ই বা কি? টীকাকার বলেন, "নারিয়ো এতে পব্বতখন্ধা অতিক্কমন্তি, তাসং কির এবং কটিপ্পমাণং পবিসিত্বা ঠাপিতকালে পুরত্থিমায় দিসায় জলিতো অয়পব্বতো সমুট্‌ঠাহিত্বা অসনি বিয় বিয়বন্তো আগন্ত্বা সরীরং সণ্হকরণিয়ং বিয় পিংসন্তো গচ্ছতি। তস্মিন্ অতিবত্তিত্বা পচ্ছিম-পস্সে ঠিতে পুন তাসং সরীরং পাতুভবতি, তা দুক্খং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তিয়ো বাহা পগ্গহ্য কন্দন্তি, সেস দিসাসু উট্‌ঠিতপব্বতেসু পি এসেব নয়ো ; দ্বে পব্বতা সমুট্‌ঠায় উচ্ছুযন্তিকং বিয় পীড়েন্তি ..... তেনাহ খন্ধাতিবত্তন্তীতি।" ইহা হইতে কি অনুমান করা যায় যে, 'খন্ধ' শব্দ দ্বারা ঐ সকল অয়ঃপর্ব্বত বুঝিতে হইবে? নারীদের দেহের ঊর্দ্ধভাগ পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ, নচেৎ পেষণের সুবিধা হয় না ; একবার পিষ্ট হইয়া উহা আবার নবীভূত হয় এবং জ্বালায় ও উচ্চতায় ঐ সকল পর্ব্বতকেও অতিক্রম করে।

২। যাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করে ও সদ্ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না।

১০০। শুনি নাই পূর্ব্বে কভু শ্রুতিসুখকর।
হেন দিব্য বাদ্য আমি; এ দৃশ্য সুন্দর
হয় নাই কভু মোর নয়ন-গোচর।

১০১। দেখিয়া এসব আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন্ শুভকর্ম্মফলে এই মহাত্মারা
স্বর্গসুখ ও বিমানে ভুঞ্জেন এখন?"

১০২। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১০৩। "যে সকল উপাসক থাকি নরলোকে
রক্ষিতেন শীল সব ; করিতেন যাঁরা
উদ্যান উৎসর্গ ; জলসত্র, সেতু, কূপ[১]
নির্ম্মিতেন অকাতরে লোকহিততরে,

১০৪-১০৬। সসম্মানে করিতেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের।
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত
চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য-পক্ষে আর পালিতেন যাঁরা।
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল ; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল,
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন,
ভুঞ্জেন বিমানে তাঁরা এবে দিব্যসুখ।"

পুণ্যবান উপাসকদিগের পুণ্যকীর্ত্তন করিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে অপর একটী স্ফটিক-বিমান দেখাইলেন। উহা বহুকূটাগারযুক্ত, নানাকুসুম প্রতি-মণ্ডিত উৎকৃষ্ট তরুরাজি সমন্বিত, এবং একটী প্রসন্নসলিলা নদীদ্বারা বেষ্টিত। নদীতীরে নানাজাতীয় বিহঙ্গের কলনাদে শ্রবণে অমৃতবর্ষণ হইতেছিল। বিমানের অভ্যন্তরে এক পুণ্যবান্ পুরুষ অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা মাতলিকে তাঁহার কৃতকর্ম্মের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ—

১০৭। "স্ফটিকনির্ম্মিত অই শোভিছে বিমান,
কূটাগারগাররাজি যার অতি মনোহর।
দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ওখানে,
অন্নপানে পরিপূর্ণ ; দিব্যনৃত্যগানে
মুখরিত হইতেছে প্রকোষ্ঠ উহার।

১০৮। বেষ্টিয়া রয়েছে ওরে স্রোতস্বিনী এক,
নানাপুষ্পদ্রুমে তট সুশোভিত যার ;

১০৯। দেখিয়া এসব আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কি শুভকর্ম্মের ফলে, বল ত আমায়,
ভুঞ্জে নর হেন দিব্য সুখ ও বিমানে?"

১১০। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে,
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১১১। "কিম্বিলা নগরে, ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর,
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান,
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু ;

১১২-১১৪। সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের,
প্রদানি প্রসন্নচিতে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত ;
চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য-পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গ শীল পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল
সে সংযম সেই দানমাহাত্ম্যে রাজন্,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।"

১। মূলে 'পাপসঙ্কমনানি' আছে। পপা (প্রপা) = জলসত্র। এ সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের ২৮৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। সঙ্কমন = সংক্রম, সাঁকো বা পুল।

কিম্বিলিক গৃহপতির পুণ্যের কথা বলিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে আরও একটী স্ফটিক-বিমান দেখাইলেন। পূর্ব্বে যে বিমানের কথা বলা হইল, এই বিমানের চতুষ্পার্শে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পুষ্পফলযুক্ত বৃক্ষবাটিকা বিরাজ করিতেছিল। এই বিমানের অধিবাসী কি পুণ্যের বলে ঈদৃশ সুখ ভোগ করিতেছেন, ইহা জানিবার জন্য রাজা মাতলিকে প্রশ্ন করিলেন ; মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ—

১১৫। "অই যে স্ফটিকময় শোভিছে বিমান,
সুগঠিত, চারুকূটাগার বিমণ্ডিত,
দিব্যাঙ্গনা শত শত রয়েছে ভিতরে।

১১৬। অন্নপানে পরিপূর্ণ ; দিব্যনৃত্যগীতে
মুখরিত হইতেছে প্রকোষ্ঠ যাহার.
চৌদিকে বেষ্টিয়া বহে নদী মনোরমা,
সুপুষ্পিত তরুরাজি শোভে তটে যার,

১১৭। কপিত্থ-রাজায়তন জম্বু-আম্র-শাল
তিন্দুক পিয়াল আদি নিত্যফলপ্রদ।

১১৮। দেখিয়া এ সব আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার
কি শুভকর্ম্মের ফলে, বল ত আমায়,
ভুঞ্জে নর হেন দিব্য সুখ ও বিমানে?"

১১৯। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১২০। "মিথিলাপুরীতে, ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর।
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান,
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু।

১২১-১২৩। সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত ;
চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য-পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল ; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন্,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।"

উক্ত গৃহপতির পুণ্য বর্ণনা করিয়া মাতলি আবার রথ চালাইলেন এবং রাজাকে পূর্ব্ব-বর্ণিত বিমানের মতই সুন্দর আর একটী বিমান দেখাইলেন। ঐ বিমানে যে দেবপুত্র স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতেছিলেন, রাজা তাঁহার কৃতকর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন ; মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ—

১২৪। "সুন্দর ভূভাগে অই শোভিছে বিমান-
বৈদুর্য্যে নির্ম্মিত যাহা, সুন্দরগঠন।

১২৫। বাজিছে মৃদঙ্গ হোথা আড়ম্বর আদি
নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র ; দেবপুত্রগণ
করিছেন নৃত্য গীত ভিতরে উহার।
সমধুর দিব্য শব্দ পশিছে শ্রবণে।

১২৬। শুনি নাই পূর্ব্বে কভু শ্রুতিসুখকর
হেন দিব্য বাদ্য আমি ; এ দৃশ্য সুন্দর
হয় নাই কভু মোর নয়ন-গোচর।

১২৭। দেখিয়া এসব, আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন্ শুভ কর্ম্মফলে দেবপুত্র এই
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে?"

১২৮। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১২৯। বারাণসীধামে, ভূপ, নরজন্মে ইনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর,
করিলেন ইনি বহু উৎসর্গ উদ্যান ;
নির্ম্মিলেন কূপ, সেতু, জলসত্র বহু ;

১৩০-১৩২। সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের,
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত ;

চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য-পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল ; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন্,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।"

অনন্তর আরও অগ্রসর হইয়া মাতলি রাজাকে বালসূর্য্যসঙ্কাশ একটী কনকবিমান দেখাইলেন এবং তত্রত্য দেবপুত্রের সম্পত্তি-সম্বন্ধে রাজার প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ—

১৩৩। "কনকনির্ম্মিত অই লোহিতবরণ
সুন্দর বিমানে শোভে বালসূর্য্যসম,

১৩৪। দেখি ও বিমান আমি হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন্ শুভ কর্ম্মফলে দেবপুত্র অই
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে?'

১৩৫। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৩৬। শ্রাবস্তী নগরে, ভূপ, নরজন্মে উনি
ছিলেন বিখ্যাত গৃহপতি, দানবীর
করিলেন উনি বহু উৎসর্গ উদ্যান ;
নির্ম্মিলেন কূপ সেতু জলসত্র বহু ;

১৩৭-১৩৮। সসম্মানে করিলেন সেবা অনুক্ষণ
সরলস্বভাব শান্তচেতা ঋষিদের,
প্রদানি প্রসন্নমনে ভিক্ষুব্যবহার্য্য
চীবরান্নশয্যা-আদি দ্রব্য আছে যত ;
চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে,
প্রাতিহার্য্য-পক্ষে আর পালিতেন ইনি
সযত্নে অষ্টাঙ্গশীল ; পোষধী হইয়া
সর্ব্বদা সংযমবলে রক্ষিতেন শীল।
সে সংযম, সেই দানমাহাত্ম্যে, রাজন্,
ভুঞ্জেন বিমানে ইনি এবে দিব্যসুখ।"

মাতলি এইরূপে উক্ত আটটী বিমানের পরিচয় দিতেছিলেন ; এদিকে দেবরাজ শক্র তাঁহার অতিবিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অপর একজন দ্রুতগামী দেবপুত্রকে প্রেরণ করিলেন। এই দেবপুত্রের মুখে শক্রের আজ্ঞা শুনিয়া মাতলি দেখিলেন, আর বিলম্ব করা চলে না। তিনি তখন রাজাকে যুগপৎ বহু বিমান দেখাইলেন, এবং এই সকল বিমানবাসীরা কি পুণ্যে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন, রাজা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে যথাযথ উত্তর দিলেন ঃ—

১৪০। "অন্তরীক্ষে এই সব বিরাজে বিমান
ভাস্বর, সুবর্ণময়, সহস্র, সহস্র
নিবিড় মেঘের কোলে সৌদামিনী যথা।

১৪১। দেখিয়া এ সব, আমি, হে দেবসারথে,
হইতেছি পুলকিত আনন্দে অপার।
কোন শুভ কর্ম্মফলে দেবপুত্রগণ
ভুঞ্জেন বিমানে থাকি দিব্যসুখ এবে?

১৪২। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা, সে কারণ-তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৪৩। "পাইয়া প্রকৃষ্ট শিক্ষা যাঁরা নরলোকে
সদ্ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লেন, নৃমণি,
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ শাস্তা যে যে উপদেশ
দিলেন, পালন সদা করিলেন যাঁরা
অপ্রমত্তভাবে, সেই স্রোতাপন্নগণ
এ সব বিমানে বাস করেন এখন।"[১]

রাজাকে এইরূপে আকাশস্থ বিমানসমূহ প্রদর্শন করিয়া মাতলি অতঃপর তাঁহাকে শক্রসকাশে গমন করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন ঃ—

১। ইঁহারা দশবল কাশ্যপের উপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্হত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই।

১৪৪। পাপকর্ম্মাদের যন্ত্রণা-আগার করিলেন নিরীক্ষণ ;
পুণ্যবান্ যাঁরা, তাঁদের(ও), রাজর্ষে, দেখিলেন নিকেতন।
চলুন সত্বর, করি গিয়া এবে দেবরাজ দরশন।

ইহা বলিয়া মাতলি পুরোভাগে রথ চালাইলেন ; এবং সুমেরুকে পরিবেষ্টন করিয়া কটিবন্ধাকারে যে সাতটী পর্ব্বত বিরাজমান আছে, রাজাকে সেগুলি দেখাইলেন। তদ্দর্শনে রাজা মাতলিকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

১৪৫। সহস্রতুরগযুক্ত স্যন্দনে আরূঢ় রাজা স্বর্গধামে যাইবার কালে
সীদা[১] তোয়নিধি মাঝে দেখিলেন সবিস্ময়ে মনোহর সপ্তকুলাচলে।
হেরি সে অপূর্ব্ব দৃশ্য, কৌতূহল নিবারিতে মাতলিকে শুধান নৃমণি,
"এই সব পর্ব্বতের কোনটী কি নাম ধরে, দয়া করি বল, সূত, শুনি।"

রাজা এই প্রশ্ন করিলে দেবপুত্র মাতলি বলিলেন,

১৪৬। সুদর্শন, করবীক, ঈষাধর, যুগন্ধর,
নেমিন্ধর, বিনতক, অশ্বকর্ণ গিরিবর —[২]

১৪৭। উচ্চ হ'তে উচ্চতর এই সব পর পর
বিরাজে সোপানবৎ সীদাবক্ষে কি সুন্দর!
চতুর্ম্মহারাজ নামে বিদিত ভুবনে যাঁরা
এ সব পর্ব্বতে, ভূপ, বসতি করেন তাঁরা।[৩]

রাজাকে চতুর্ম্মহারাজিক দেবলোক দেখাইয়া মাতলি আবার রথ লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ভবনের ইন্দ্রের মূর্ত্তিপরিবৃত চিত্রকূট নামক দ্বার-কোষ্ঠক দেখাইলেন। তাহা দেখিয়াও রাজা প্রশ্ন করিলেন এবং মাতলি সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ—

১৪৮। "খচিত বিবিধরত্নে বিবিধবরণ
অই যে তোরণ শোভে পুরোভাগে মোর, —
ইন্দ্রের প্রতিমা বহু রয়েছে চৌদিকে
রক্ষিতে এ স্থান যেন, রক্ষে বনভূমি
অন্য সব পশু হ'তে শার্দ্দূল যেমন ;

১৪৯। দর্শন করিয়া ইহা হে দেবসারথে,
হইলাম পুলকিত আনন্দে অপার।
কি নাম এ তোরণের, বল ত আমায়।"

১৫০। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৫১-১৫২। "চিত্রকূট এই দ্বার ; দেবেন্দ্রের ইহা
আগম-নির্গমপথ ; সুমেরু পর্ব্বতে
প্রবেশিতে হয়, ভূপ, এই দ্বার দিয়া।
হ'য়েছে খচিত ইহা বিবিধ রতনে,
ইন্দ্রের প্রতিমা দ্বারা সর্ব্বত্র রক্ষিত,
রক্ষিত অরণ্য যথা শার্দ্দূলসমূহে।
নীরজঃ স্বরগধামে, এই দ্বার দিয়া,
চলুন, প্রবেশ মোরা করিব এখন।"

ইহা বলিয়া মাতলি রাজাকে দেবনগরের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন; কথিত আছে ঃ—

১৫৩। সহস্র তুরগযুক্ত স্যন্দন আরূঢ় রাজা হইতে হইতে অগ্রসর,
দেখিলেন অবশেষে রয়েছে সম্মুখে সভা ত্রিদশগণের মনোহর।

১। ইতঃপূর্ব্বে এই জাতকের ১৪শ গাথায় 'সীদা' নদীর নাম পাওয়া গিয়াছে। এখানে 'সীদাসমুদ্রের' ব্যাখ্যাতেও টীকাকার বলেন যে, ইহার জল এত লঘু যে তাহাতে ময়ূরের পালক পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায় এবং এইজন্যই ইহার নাম 'সীদা মহাসমুদ্র।' [সদ্ (সীদতি) – মগ্ন হওয়া]।

২। কুলাচলগুলির সম্বন্ধে টীকাকার বলেন ঃ— সকলের বাহিরে সুদর্শন পর্ব্বত ; তাহার পর করবীক পর্ব্বত; ইহা সুদর্শন অপেক্ষা উচ্চতর। উভয় পর্ব্বতের মধ্যে একটী সীদান্তর সমুদ্র। অতঃপর যথাক্রমে ঈষাধর, যুগন্ধর, নেমিন্ধর, বিনতক ও অশ্বকর্ণ পর্ব্বত পর পর উচ্চতর হইয়া সোপানাকারে অবস্থিত। পরস্পর নিকটবর্ত্তী প্রতি দুই পর্ব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তি অংশ এক একটী সীদান্তর সমুদ্র। এই পর্ব্বত-বলয়গুলির কেন্দ্রভাগে সুমেরু পর্ব্বত ; তাহার শিখরদেশে ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ভবন বা দেবনগর। দেবনগর ও সুমেরু পর্ব্বতও সুদর্শন নামে বিদিত।

৩। চতুর্ম্মহারাজেরা লোকপাল বা দিক্‌পালের স্থানীয়। ধৃতরাষ্ট্র উত্তরদিকের, বিরূঢ়ক দক্ষিণদিকের, বিরূপাক্ষ পশ্চিমদিকের এবং বৈশ্রবণ দক্ষিণদিকের অধিপতি। ইঁহাদের আবাসভূমি সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন দেবলোক। পুরাণে ইঁহারা গণদেবতা পর্যায়ভুক্ত।

দিব্যযানস্থ রাজা যাইতে যাইতে সুধর্ম্মা-নামক দেবসভা দেখিয়া মাতলিকে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন; মাতলিও সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ—

১৫৪। "সুনীল শরদাকাশসম মনোহর	বৈদুর্য্যনির্ম্মিত অই বিমান সুন্দর ;
১৫৫। অপরূপ শোভা-এর করি নিরীক্ষণ	হইল আমার আজ সার্থক নয়ন।
কি নামে বিদিত হয় এ চারু বিমান?	কি উদ্দেশ্যে হইয়াছে ইহার নির্ম্মাণ?"

১৫৬। কি পুণ্যে, কি সুখ ভুঞ্জে লোকে পরকালে
সুবিদিত মাতলির আছে সমুদায়।
রাজার ছিল না জানা ; সে কারণ তিনি।
লাগিলেন বুঝাইতে পুণ্যের সুফল।

১৫৭-১৫৯। "এ সেই সুধর্ম্মাসভা ত্রিদশগণের,
বৈদুর্য্যনির্ম্মিত চারু। আছে প্রতিষ্ঠিত
শত শত সুগঠিত, বৈদুর্য্যনির্ম্মিত
অষ্টকোণ[1] স্তম্ভোপরি এ চারু বিমান।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌বাসী যত দেবগণ হেথা
ইন্দ্রকে অগ্রণী করি হ'য়ে সমাসীন
চিন্তেন দেবতা আর মানবের হিত।
এই পথে, হে রাজর্ষে, করুন প্রবেশ
দেবগণপ্রিয় এই বিচিত্র সভায়।"

দেবতারা রাজার আগমন-প্রতীক্ষায় সভাসীন হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা দিব্য গন্ধবস্ত্রপুষ্পহস্তে চিত্রকূটদ্বারকোষ্ঠক পর্যন্ত প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন, এবং মহাসত্ত্বকে গন্ধাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সুধর্ম্মাসভায় লইয়া গেলেন। রাজা রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দেবসভায় প্রবেশ করিলেন ; দেবতারা সেখানে তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন ; শক্রও তাঁহাকে আসন এবং দিব্য কাম্যবস্তুসমূহ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন,

১৬০। উপস্থিত দেখি তাঁরে	দেবতারা সবে হৃষ্টমনে
করিলা অভিনন্দন	সুমধুর স্বাগতবচনে ঃ—
এস, হে রাজর্ষে, মোরা	বড় সুখ পাইলাম আজ,
আসন গ্রহণ কর	দেবেন্দ্রের পাশে মহারাজ।
১৬১। শক্র নিজে অভ্যর্থনা	করিলেন মিথিলানাথের,
দিলেন আসন তাঁরে,	আর যত সামগ্রী ভোগের।
১৬২। বলেন দেবেন্দ্র তাঁরে,	"দেবলোকে তব আগমন
হ'য়েছে, রাজর্ষে, আজ	সাতিশয় সুখের কারণ।
যত কাম্য বস্তু আছে	সমস্তই তোমার আয়ত্ত
ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌লোকে থাকি	কর ভোগ দিব্য সুখ নিত্য।"

শক্র রাজাকে দিব্য কাম ভোগ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাজা উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন,

১৬৩। যাজ্ঞালব্ধ যান, আর যাজ্ঞালব্ধ ধন —	অপরের দত্ত সুখ তাহারই মতন।
১৬৪। পরদত্ত সুখ আমি ভুঞ্জিতে না চাই,	নিজকৃত পুণ্যফলে সুখ যেন পাই।
তাহাই প্রকৃত সুখ, নিজস্ব আমার,	পর অনুগ্রহ বিনা প্রাপ্তি ঘটে যার।
১৬৫। তাই আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন	করিব কুশলকর্ম্ম বহু সম্পাদন।
হইব সংযমী, দান্ত, দানশীল আর।	সেই সুখী, হয় যেই হেন সদাচার।
করে না এমন কর্ম্ম সে জন কখন,	অনুতাপানলে দগ্ধ হয় যাতে মন"

১। 'অট্‌ঠংসো' — আটপলে।
২। মূলে 'আবাসং বসবত্তিনং' আছে। বশবর্ত্তী — অপারবিভূতিসম্পন্ন বা আত্মসংযমী। ইহা দেববাচক।
৩। এই গাথা তিনটী যথাক্রমে চতুর্থ খণ্ডের সাধীন-জাতকের (৪৯৪) ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথা।
৪। এই তিনটী গাথা যথাক্রমে চতুর্থ খণ্ডের সাধীন-জাতকের (৪৯৪) ১১শ, ১২শ ও ১৩শ গাথা।

মহাসত্ত্ব এইরূপে মধুরস্বরে দেবতাদিগের নিকট ধর্ম্ম দেশন করিলেন ; মনুষ্যগণনায় এক সপ্তাহকাল তিনি দেবগণের প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক দেবসভায় মাতলির গুণকীর্ত্তন করিবার কালে বলিলেন,

১৬৭। মাতলি সারথিবর করিলেন দয়াবশে উপকার প্রভূত আমার
দেখালেন ইনি মোরে পুণ্যাত্মাদিগের ধাম, পাপীদের যন্ত্রণা-আগার।

অতঃপর রাজা শত্রুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি এখন নরলোকে ফিরিতে ইচ্ছা করি।" শক্র বলিলেন, "সৌম্য মাতলে, তুমি তবে নেমিরাজাকে মিথিলায় লইয়া যাও।" মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথ সজ্জিত করিলেন ; রাজা প্রীতিপ্রমুখবচনে দেবগণের নিকট বিদায় লইলেন এবং নিবর্তনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। মাতলি পূর্ব্বাভিমুখে রথ চালাইয়া মিথিলায় উপনীত হইলেন, নগরবাসীরা সকলে দিব্য রথ দেখিয়া, রাজা ফিরিয়া আসিলেন, জানিয়া আহ্লাদিত হইল ; মাতলি মিথিলা প্রদক্ষিণ করিয়া, যে বাতায়ন হইতে সপ্তাহ পূর্ব্বে মহাসত্ত্বকে তুলিয়া লইয়াছিলেন সেই বাতায়নেই তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন এবং "আমি তবে এখন যাই" বলিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর বহুলোকে রাজাকে পরিবেষ্টন করিয়া, দেবলোক কীদৃশ, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজা দেবগণের, বিশেষতঃ দেবরাজ শক্রের দিব্যসম্পত্তি বর্ণনাপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরাও দান কর, পুণ্যব্রত হও ; এই সকল সৎকর্ম্ম করিলে তোমরাও দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিবে।"

কালক্রমে একদিন নাপিত নেমিকে জানাইল যে, তাঁহার মস্তকে পক্ককেশ দেখা দিয়াছে। তিনি নাপিতের দ্বারা উহা তোলাইয়া পৃথক্ স্থানে রাখাইলেন এবং তাহাকে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রাম পুরস্কার দিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণাভিলাষে পুত্রকে রাজ্য সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, আপনি কি হেতু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন?" ইহার উত্তরে নেমি "দেবদূতরূপে দেখা দিয়াছে মস্তকে মোর" ইত্যাদি গাথা বলিলেন, পূর্ব্বপুরুষদিগের মত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং সেই আম্রবণেই অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

নেমির প্রব্রজ্যাগ্রহণবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা শেষের গাথাটী বলিলেন ঃ—

১৬৭। মিথিলার নরশ্রেষ্ঠ, বিদেহ-ঈশ্বর পুত্রের প্রশ্নের এই দিয়া সদুত্তর,
করিলেন যজ্ঞ বহু, মুক্তহস্তে দান ; হলেন সংযমী আর মহাশীলবান।

নেমির পুত্র কড়ার জনক কিন্তু কুলপ্রথা ধ্বংস করিলেন ; তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন না।[১]

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জাতকের সমবধান করিলেন ঃ—

তখন অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, আনন্দ ছিলেন মাতলি, বুদ্ধের অনুচরগণ ছিলেন সেই চতুরশীতি সহস্র রাজা, এবং আমি ছিলাম নেমি।]

১। মূলে 'তং বংসং উপচ্ছিন্দিত্বা অপব্বজি' আছে। প্রথমে বলা হইয়াছে, মখাদেববংশীয় নেমির পিতার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্ব্যূন চতুরশীতি সহস্র রাজা বার্দ্ধক্যাগমে প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। বংশের এই প্রথা রক্ষিত হইবে কি না, ভাবিয়া ব্রহ্মলোকবাসী মখাদেব বুঝিয়াছিলেন যে, উহা রহিত হইবার বিলম্ব নাই। বংশপ্রথারক্ষার জন্যই তখন তিনি নেমিরূপে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। নেমির জন্ম হইলে দৈবজ্ঞেরা বলিলেন, 'ইনি বংশপ্রথা রক্ষা করিবেন বটে, কিন্তু 'ইমিস্স পরতো তুম্হাকং বংসং ন গমিস্সতি।" অতএব নেমির পুত্র যে প্রব্রাজক হন নাই, ইহা বলাই আখ্যায়িকা-কারের উদ্দেশ্য। কিন্তু 'অপব্বজি' কি ন+পব্বজি বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন' অর্থাৎ তাঁহার মতে নেমির পরেও এক পুরুষ পর্য্যন্ত প্রব্রজ্যাগ্রহণের প্রথা চলিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে পৌর্ব্বাপর্য্যসঙ্গতি রক্ষা হয় না। নেমির পুত্র যে প্রব্রাজক হন নাই, তাহার আরও একটী যুক্তি এই ঃ— নেমির জন্মের পূর্ব্বে মখাদেববংশের প্রব্রাজকগণের সংখ্যা মাত্র দুই কম চুরাশি হাজার ছিল। নেমির পিতা এবং নেমি, ইঁহারা প্রব্রাজক হইলে মামুলী চুরাশী হাজার পূর্ণ হইল, কুলক্রমাগত প্রথাও উঠিয়া গেল।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বসিষ্ঠ-করালজনক সংবাদ নামে কয়েকটী অধ্যায় আছে। পুরাকালে মিথিলায় জনকবংশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল ; তাঁহারা সকলেই 'জনক' আখ্যা গ্রহণ করিতেন।

৬ মিথিলারাজের নাম পালিতে 'নিমি' লেখা আছে। নামের ব্যাখ্যা দেখিয়া আমি ইহা 'নেমি' লিখিয়াছি। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে 'নিমি'-নামক অনেক রাজারও উল্লেখ দেখা যায়। অতএব এই জাতককে 'নিমি-জাতক' এবং রাজাকে 'নিমি'ও বলা যাইতে পারে।

৫৪২—খণ্ডহাল-জাতক।[১]

[শাস্তা গৃধ্রকূটে অবস্থিতি-কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত সঙ্ঘভেদস্কন্ধকে[২] বিবৃত আছে। দেবদত্তের প্রব্রজ্যাগ্রহণের সময় হইতে রাজা বিম্বিসারের মরণ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী উক্ত স্কন্ধকের বর্ণনানুসারে বুঝিতে হইবে।[৩] বিম্বিসারের প্রাণ বধ করাইয়া দেবদত্ত অজাতশত্রুর নিকটে গিয়া বলিল, 'মহারাজ, আপনার মনোরথ ত সিদ্ধ হইয়াছে ; আমার মনোরথ কিন্তু এখনও পূর্ণ হয় নাই।" অজাতশত্রু জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার কি মনোরথ, ভদন্ত?" 'আমি দশবলকে বধ করাইয়া স্বয়ং বুদ্ধ হইব।" "ইহার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" "আপনি কতকগুলি তীরন্দাজ সমবেত করুন।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া অজাতশত্রু পঞ্চশত অক্ষণবেধী[৪] ধানুষ্ক সমবেত করাইলেন, তাহাদের মধ্য হইতে একত্রিশ জন বাছিয়া লইলেন এবং 'যাও, স্থবির যে আদেশ দিবেন, তাহা পালন কর গিয়া,' ইহা বলিয়া তাহাদিগকে দেবদত্তের নিকটে পাঠাইলেন। দেবদত্ত এই একত্রিশ জনের নেতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুন বাপু ; শ্রমণ গৌতম গৃধ্রকূটে থাকেন ; তিনি প্রতিদিন অমুক সময়ে দিবাবিহার-স্থানে চঙ্ক্রমণ করেন ; তুমি সেখানে গিয়া বিষদিগ্ধ শরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিবে এবং অমুক পথে ফিরিয়া আসিবে।" ইহা বলিয়া সে ঐ লোকটাকে পাঠাইয়া দিল এবং যে পথে তাঁহার ফিরিবার কথা, সেই পথে দুই জন তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে একজন লোক আসিতে দেখিবে। তাহাকে বধ করিয়া তোমরা অমুক পথে ফিরিবে।" শেষোক্ত পথে সে চারিজন তীরন্দাজ রাখিল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে দুই জন লোক ফিরিয়া আসিতেছে দেখিবে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" ইহাদের যে পথে ফিরিবার কথা, সেই পথে সে আটজন তীরন্দাজ পাঠাইল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেই পথে দেখিতে পাইবে চারিজন লোক ফিরিয়া আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" পরিশেষে সে শেষোক্ত পথে ষোলজন তীরন্দাজ স্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিল, "তোমরা যে পথে থাকিবে, সেখানে দেখিতে পাইবে, আট জন লোক ফিরিয়া আসিতেছে। তোমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া অমুক পথে ফিরিবে।" (জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দেবদত্ত এরূপ ব্যবস্থা করিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা কেবল তাহার আত্মদুষ্কৃতি গোপন করিবার জন্য)।

তীরন্দাজদিগের নেতা বাম পার্শ্বে খড়্গ এবং পৃষ্ঠে তূণীর বন্ধন করিল এবং মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত বৃহৎ কার্ম্মুক লইয়া তথাগতের নিকটে গমন করিল। তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে কার্ম্মুক সজ্য করিয়া তাহাতে শর সন্ধান করিল ; কিন্তু জ্যা আকর্ষণ করিয়াও শর বিক্ষেপ করিতে পারিল না ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভিত হইল — যেন তাহার দেহখানি যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে, এইরূপ বোধ করিতে লাগিল। সে নিজেই মরণভয়ে ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া শাস্তা মধুরস্বরে বলিলেন, "ভয় নাই ; এখানে এস।" লোকটা তখনই অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া শাস্তার পাদমূলে পড়িল এবং বলিতে লাগিল "ভগবন্, আমি পাপবশে বালকের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায়, দুষ্কর্ম্মার ন্যায় অভিভূত হইয়াছি।[৫] আমি আপনার মহিমা জানিতাম না ; অজ্ঞানান্ধ দুর্মতি দেবদত্তের কথা শুনিয়া আপনার প্রাণান্ত করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" শাস্তা তাহাকে ক্ষমা করিলে সে একান্তে উপবেশন করিল। তখন শাস্তা তাহাকে সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিলেন, সে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। শাস্তা তাহাকে বলিলেন "ভদ্র, দেবদত্ত তোমাকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছে, তুমি তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে ফিরিয়া যাও।"

তাহাকে বিদায় দিয়া শাস্তা চঙ্ক্রমণ হইতে অবতরণপূর্ব্বক একটা বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইলেন। এদিকে ঐ ধনুর্গ্রহ ফিরিতেছে না দেখিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য যে দুই জন প্রথমে আদিষ্ট হইয়াছিল, 'তাহারা ভাবিল, 'লোকটা আসিতে

১। এই আখ্যায়িকার নামান্তর 'চন্দ্রকুমার-জাতক'।

২। বিনয়পিটকের মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গ স্কন্ধক নামে অভিহিত। ইহারা আবার অনেকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায় এক একটী স্বতন্ত্র স্কন্ধক। দেবদত্ত এবং অজাতশত্রুর সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ১ম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

৩। বিম্বিসারের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে ২৭৭ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

৪। অক্ষণ = বিদ্যুৎ। অক্ষণবেধী = যে বিদ্যুদ্‌বেগে অর্থাৎ নিমেষের মধ্যে বেধ করিতে পারে। কিন্তু অন্য কোথাও 'অক্ষণ' শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। 'অক্ষণবেধী' বলিলে সচরাচর কিন্তু যাহারা দূর হইতে অব্যর্থসন্ধানে বেধ করিতে পারে, তাহাদিগকে বুঝায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'অক্ষিবেধী' শব্দই লিপিকারের দোষে 'অক্ষণবেধী' হইয়াছে। অক্ষি = চক্ষু, চাঁদমারী (bull's eye)। শরনিক্ষেপ-কৌশলসম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের শরভঙ্গ-জাতকের (৫২২) ৭৭ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

৫। "অচ্চয়ো মং অচ্চগমা" — আমি একটা দোষে বা পাপে অভিভূত হইয়াছি অর্থাৎ আমি একটা দোষ করিয়াছি। আত্মদোষখ্যাপনের কালে লোকে এই বাক্য ব্যবহার করিত।

এত বিলম্ব করিতেছে কেন?' তাহারা ঐ পথে আরও অগ্রসর হইয়া শাস্তাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিল। শাস্তা তাহাদিগকেও সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বিদায় দিবার কালে বলিয়া দিলেন, "দেবদত্ত তোমাদিগকে যে পথে ফিরিতে বলিয়াছে, তোমরা তাহা পরিহার করিয়া অন্য পথে যাও।" অন্য যাহারা শাস্তার নিকটে উপস্থিত হইল, তাহারাও এইরূপে সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল এবং মার্গান্তরে প্রতিগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

প্রথমে যে ধনুর্গ্রহ গিয়াছিল, সে দেবদত্তের নিকটে ফিরিয়া বলিল, "ভদন্ত দেবদত্ত, আমি সম্যক্‌সম্বুদ্ধের জীবনান্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছি। সেই ভগবান্ মহানুভাব ও মহর্দ্ধিসম্পন্ন।" অন্য সকলেও দেখিল, সম্যক্‌সম্বুদ্ধের কৃপাতেই তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এই নিমিত্ত সেই একত্রিশ জন ধনুর্গ্রহই শাস্তার নিকটে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল এবং অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইল।

ক্রমে ভিক্ষুগণ এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনিলে, ভাই ; দেবদত্ত এক তথাগতের প্রতি শত্রুতাবশতঃ বহু লোকের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু শাস্তার কৃপায় সেই সকল লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত কেবল আমার প্রতি শত্রুতা-বশতঃ বহুলোকের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীর নাম ছিল পুষ্পবতী। সেখানে বশবর্ত্তীর পুত্র একরাজ রাজত্ব করিতেন। একরাজের পুত্র চন্দ্রকুমার ছিলেন উপরাজ। রাজার পুরোহিতের নাম ছিল খণ্ডহাল। তিনি রাজার ধর্ম্মার্থের অনুশাসন করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত, ইহা মনে করিয়া রাজা তাঁহাকে বিনিশ্চয়াগারে বিচারকের পদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খণ্ডহাল উৎকোচলোভী হইয়াছিলেন এবং উৎকোচ পাইয়া স্বত্ববান্‌কে নিঃস্বত্ব, নিঃস্বত্বকে স্বত্ববান্ করিতেন। একদিন এক ব্যক্তি মকদ্দমা হারিয়া বিচারকের নিন্দা করিতে করিতে বিনিশ্চয়শালা হইতে বাহির হইয়াছিল। ঐ সময়ে চন্দ্রকুমার রাজদর্শনে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পরাজিত ব্যক্তি তাঁহার পায়ে পড়িল। চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বল ত?" সে বলিল, "প্রভো, খণ্ডহাল বিচারার্থীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিজে ভোগ করিতেছেন। তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া আমাকে হারাইয়া দিয়াছেন।" চন্দ্রকুমার বলিলেন, "তুমি ভয় পাইও না।" এই আশ্বাস দিয়া তিনি তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া তাহাকেই স্বত্ববান্ করিলেন। ইহাতে বহুলোকে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে সাধুকার দিতে লাগিল। রাজা এই কোলাহল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের কোলাহল?" পারিষদেরা উত্তর দিলেন, খণ্ডহাল কূটবিচার করিয়াছিলেন; চন্দ্রকুমার এখন সেই বিবাদের সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া লোকে সাধুকার দিতেছে।" রাজা ইহা শুনিলেন, এবং কুমার যখন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি না কি একটা বিবাদের বিচার করিয়াছ?" চন্দ্রকুমার উত্তর দিলেন, "হাঁ পিতঃ" "বেশ, এখন হইতে তুমিই বিচারকার্য্য সমাধান করিও। ইহা বলিয়া তিনি চন্দ্রকুমারের উপরেই সমস্ত বিবাদের বিচারভার ন্যস্ত করিলেন। ইহাতে খণ্ডহালের আয় কমিয়া গেল ; কুমার তখন হইতে তাহার বিদ্বেষভাজন হইলেন; সে তাঁহার ত্রুটি খুঁজিতে লাগিল।

একরাজ ভূপতি জড়মতি ছিলেন। তিনি একদিন প্রত্যূষকালে নিদ্রাবসান হইবার কিঞ্চিন্মাত্র পূর্ব্বে অলঙ্কৃত দ্বারকোষ্ঠকযুক্ত, সপ্তরত্নময়-প্রাকারপরিবেষ্টিত, ষষ্টিযোজন-বিস্তৃত, সুবর্ণবীথি-পরিশোভিত, সহস্রযোজন উচ্চ বৈজয়ন্তাদি-প্রাসাদ-প্রতিমণ্ডিত, নন্দনাদি উপবন-শোভিত, নন্দাদিপুষ্করিণীযুক্ত এবং দেবগণাকীর্ণ ত্রয়স্ত্রিংশদ্‌ভবন দর্শন করিয়া সেখানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আজ আচার্য্য খণ্ডহাল আগমন করিলে তাঁহাকে দেবলোকগমনের পথ জিজ্ঞাসা করিব ; তিনি যে পথ প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া দেবলোকে যাইব।'

খণ্ডহাল প্রাতঃকালেই রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার সুনিদ্রা হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা তাঁহাকে আসন দেওয়াইয়া নিজেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১। পুষ্পবতী নগরীতে ক্রূরকর্ম্মা একরাজ পুরাকালে করেন রাজত্ব ;
খণ্ডহাল নামধারী দুষ্টমতি বিপ্র এক করিতেন তাঁর পৌরোহিত্য।
২। বলেন ভূপতি তাঁরে, "সদ্ধর্ম্ম-বিনয় আদি আছে তব জানা সমুদায় ;
কি পুণ্যের বলে, বল, মানুষ সুগতি পায়? স্বর্গপথ দেখাও আমায়।"

এরূপ প্রশ্ন কোন সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধ কিংবা তাঁহার শ্রাবক, তদভাবে কোন বোধিসত্ত্বকেও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সপ্তাহকাল পথ হারাইয়া, যে ব্যক্তি অর্দ্ধমাস পথ হারাইয়াছে, তাহার নিকট পথ জিজ্ঞাসা করা যেমন নির্ব্বোধের কার্য্য, খণ্ডহালকে স্বর্গলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করাও সেইরূপ। খণ্ডহাল ভাবিল, 'আমার শত্রুকে দমন করিবার অতি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি এখন চন্দ্রকুমারের প্রাণনাশ করাইয়া নিজের মনস্কাম পূর্ণ করিব।' সে রাজাকে সম্বোধন করিয়া তৃতীয় গাথা বলিল ঃ—

৩। করিয়া প্রভূত দান, অবধ্যে বধিয়া প্রাণে সেই পুণ্যবলে লভে নর
দেহান্তে সুগতি, ভূপ ; ত্রিদশ-আলয়ে গিয়া দিব্য সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর।

খণ্ডহাল প্রশ্নের যে উত্তর দিল, রাজা আর একটী গাথায় তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

৪। মহাদান কারে বলে? অবধ্য অবনীধামে কোন্ জন? বল, মহাশয়।
বুঝাইয়া দাও মোরে ; যজ্ঞ আর মহাদানে ব্রতী আমি হইব নিশ্চয়।

খণ্ডহাল ব্যাখ্যা করিল ঃ

৫। পুত্র, রাজ্ঞী, শ্রেষ্ঠী, বৃষ, উৎকৃষ্ট তুরগ, গজাদি অন্য যে জীব আছে, ভূপ, তব,
প্রত্যেকের চারি চারি করিয়া নিধন রক্তে তাহাদের কর যজ্ঞ সম্পাদন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন স্বর্গপ্রাপ্তির পথ ; খণ্ডহাল তাঁহাকে দেখাইল নিরয়গমনের পথ। সে ভাবিল, 'কেবল চন্দ্রকুমারকে বলি দিবার কথা বলিলে লোকে মনে করিবে যে, আমি শত্রুতাবশতঃ এই ব্যবস্থা করিতেছি।' কাজেই সে বলিদানের জন্য বহু পাত্রের নাম করিয়া তাঁহাকেও উহার মধ্যে টানিয়া আনিল।

রাজা ও খণ্ডহালের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অন্তঃপুরবাসীদিগের মহা ভয় হইল ; তাহারা সকলে এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬। কুমার মহিষীগণে যজ্ঞহেতু করহ নিধন —
শুনি এ দারুণ আজ্ঞা কাঁদে অন্তঃপুরবাসিগণ।
এক সঙ্গে সকলের মিশে আর্ত্তনাদ ভয়ঙ্কর ;
নিনাদিত করে পুরী : কাঁপে সবে ভয়ে থর থর।

ফলতঃ তখন সমস্ত রাজভবন যুগান্তবাতাহত শালবনের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইল। খণ্ডহাল রাজাকে বলিল, "কি মহারাজ? আপনি এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিবেন, কি পারিবেন না? "রাজা উত্তর দিলেন, "বলেন কি আচার্য্য? আমি এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবলোকে যাইব।" 'মহারাজ, যাহারা ভীরু এবং দুর্ব্বল প্রকৃতিবিশিষ্ট, তাহারা এ যজ্ঞসম্পাদনে অক্ষম। আপনি এক কাজ করুন। আপনি সকলকে এখানে সমবেত করিবার ব্যবস্থা করুন। আমি যজ্ঞকুণ্ডে গিয়া তত্রত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিব।" ইহা বলিয়া সে যজ্ঞসম্পাদনার্থ পর্য্যাপ্তসংখ্যক লোকজন সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, সমতল যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করাইল এবং উহা বৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত করাইল। বৃতিদ্বারা ঘিরিবার কারণ এই ঃ— পাছে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া যজ্ঞে বাধা দেয়, এই আশঙ্কায় পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকুণ্ড বৃতিদ্বারা পরিবেষ্টিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এদিকে রাজা পরিচারকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, আমি নিজের পুত্রকন্যা এবং মহিষীদিগকে বধ করিয়া স্বর্গে যাইব ; যাও, তোমরা গিয়া উহাদের সকলকে এখানে আনয়ন কর।" তিনি প্রথমে পুত্রদিগকে আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন,

৭। চন্দ্র, সূর্য, ভদ্রসেন, শূর বামগোত্র,[১]
এ চারি পুত্রকে মোর বল শীঘ্র করি,
আসুক সকলে হেথা এক সঙ্গে মিলি।

পরিচারকেরা প্রথমতঃ চন্দ্রকুমারের নিকটে গিয়া বলিল, "কুমার, আপনার প্রাণবধ করিয়া আপনার পিতা স্বর্গে যাইবার অভিলাষী ; আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পরামর্শে আমাকে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছেন?" "খণ্ডহালের পরামর্শে, কুমার।" "খণ্ডহাল কেবল আমাকেই, না অন্য কাহাকেও ধরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?" "অন্য অনেককেও ধরাইবার আদেশ হইয়াছে। তিনি নাকি চতুষ্কনামক যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রকুমার ভাবিলেন, 'খণ্ডহালের সঙ্গে ত অন্য কাহারও শত্রুতা নাই ; বিচারাগারে উৎকোচ পাইতেছে না বলিয়া সে শুদ্ধ আমার প্রতি সঞ্জাতবৈর হইয়া বহুলোকের প্রাণবধ করাইতেছে! একবার পিতার দেখা পাইলে কিরূপে সকলের মুক্তি লাভ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা আমার কর্ত্তব্য।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, তোমরা পিতার আদেশ পালন কর।" তাহারা চন্দ্রকুমারকে লইয়া রাজাঙ্গনের এক প্রান্তে রাখিয়া দিল, অপর তিন জন কুমারকেও আনিয়া তাঁহার পার্শ্বে রাখিল এবং রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ, আপনার পুত্রদিগের আনয়ন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বাপু সকল, এখন গিয়া আমার কন্যাদিগকে আনিয়া তাহাদের পাশে রাখ।

৮। উপশ্রেণী, কোকিলা, মুদিতা, নন্দা আর —
কুমারী দুহিতা মোর এই চারিজন ;
বল গিয়া তা' সবারে বিলম্ব না করি
যজ্ঞার্থে সকলে হেথা হোক সমবেত।"

ভৃত্যেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কুমারীদিগের নিকটে গেল ; এবং রোরুদ্যমানা ও পরিদেবতী বালিকাদিগকে লইয়া তাঁহাদের ভ্রাতাদিগের পাশে রাখিয়া দিল। অনন্তর রাজা নিজের প্রিয়া ভার্য্যাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন,

৯। বিজয়া মহিষী মোর, সর্ব্বসুলক্ষণবতী একপতী,[২] কেশিনী, সুনন্দা,
এই চারি পত্নী মোর যজ্ঞসম্পাদনহেতু, সমবেত হোক শীঘ্র হেথা।

এই আজ্ঞা শুনিয়া রাজ্ঞীরা পরিদেবন করিতে লাগিলেন ; রাজভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে আনিয়া কুমারদিগের পাশে রাখিয়া দিল। অতঃপর রাজা চারিজন শ্রেষ্ঠীকে আনয়ন করিবার জন্য বলিলেন,

১০। গৃহপতি পূর্ণমুখ, ভদ্রিক, শৃঙ্গার,
বর্দ্ধন,—এ চারি জন বিলম্ব না করি
যজ্ঞার্থে আসিয়া হেথা হোক সমবেত।

রাজপুরুষেরা গিয়া সেই চারিজন গৃহপতিকেও আনয়ন করিল। যখন রাজার পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তখন নগরবাসীরা কোন উচ্চবাচ্য করে নাই ; কিন্তু শ্রেষ্ঠীদিগের বহু জ্ঞাতিকুটুম্ব ছিল ; কাজেই তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবার কালে সমস্ত রাজ্য সংক্ষুব্ধ হইল ; নগরবাসীরা বলিল, "রাজা

১। টীকাকার বলেন যে চন্দ্র ও সূর্য্য অগ্রমহিষী গৌতমী দেবীর গর্ভজাত এবং ভদ্রসেন ও শূর বামগোত্র তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ৭ম গাথায় ৫ জন রাজপুত্রের নাম করা হইয়াছে। সমবধানে কিন্তু দেখা যাইবে যে শূর বামগোত্র একজনের নাম। অথচ গাথায় 'সূরং চ বামগোত্তং চ' থাকায় শূর ও বামগোত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। যজ্ঞের ব্যবস্থাতেও চারিজন থাকিবার কথা।

২। ইংরাজী অনুবাদক কেবল তিনটী রাজ্ঞীর নাম দিয়াছেন। সঙ্গতি রক্ষার জন্য আমি 'একপতী'ও একজন রাজ্ঞীর নাম বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

যে শ্রেষ্ঠীদিগকে মারিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন, ইহা কিছুতেই হইতে দিব না।" তাহারা শ্রেষ্ঠীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠিচতুষ্টয় জ্ঞাতিগণ-পরিবৃত হইয়া রাজার নিকট জীবন ভিক্ষা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১১। দারাসুত-পরিবৃত গৃহপতিগণ সবে
সমবেত হ'য়ে বলে, যুড়ি দুই কর,
"কেবল একটী শিখা রাখিয়া মুড়াও মাথা,
বধিও না প্রাণে, এই মাগি, নরেশ্বর।"[১]
হইলাম দাস তব, এ কথা বিশ্বাস যদি
করিতে না চাও তুমি, কর আনয়ন
সকল শ্রেণীর লোক সভায় শুনুক তারা,
হইলাম দাস তব মোরা চারিজন।

এইরূপ কাতর প্রার্থনা করিয়াও তাঁহারা জীবন-সম্বন্ধে অভয় পাইলেন না। রাজপুরুষেরা অপর লোকদিগকে হঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কুমারদিগের নিকটে বসাইয়া রাখিল। অতঃপর রাজা হস্তি প্রভৃতি আনয়ন করিবার আজ্ঞা দিলেন ঃ—

১২। আনহ অভয়ঙ্কর, অচ্যুত বারণবর,
আনহ বরুণদন্ত, আন রাজগিরি ; —
সেই চারি গজ বধি সম্পাদিব যজ্ঞ আমি ;
আন সবে এইখানে বিলম্ব না করি।
১৩। পূর্ণক, বিন্দক, কেশী, সুরমুখ, এই চারি
অশ্বতর আছে মোর বড়ই সুন্দর;
যজ্ঞার্থে বধিব আমি সেই চারি অশ্বতর,
সে চারিটা লয়ে হেথা এসহে সত্বর।
১৪। বাছি বাছি যূথশ্রেষ্ঠ আন বৃষচতুষ্টয় ;
চারি চারি অন্য প্রাণী কর আনয়ন ;
বধি সবে সম্পাদিব যজ্ঞ আমি স্বর্গহেতু,
বহু দান পেয়ে তুষ্ট হবে বিপ্রগণ।
১৫। কল্য সূর্য্যোদয়কালে হবে যজ্ঞ সম্পাদিত
ভাবি ইহা যথোচিত কর আয়োজন ;
বলহ কুমারগণে, আহারে বিহারে তারা
এই রাত্রি যথারুচি করুক যাপন।
১৬। কর আয়োজন সব, কল্য সূর্য্যোদয়কালে
সম্পাদিব যজ্ঞ, এই সঙ্কল্প আমার।
বলহ কুমারগণে, "অদ্যকার এই রাত্রি
জীবনের শেষ রাত্রি তোমা সবাকার।"

রাজার মাতাপিতা তখনও জীবিত ছিলেন। লোকে তাঁহার মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "আর্য্যে, আপনার পুত্র নিজের পুত্রকলত্রের প্রাণবধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদনের ইচ্ছা করিয়াছেন।" রাণী জিজ্ঞাসিলেন, "কি বলিলে বাবা?" তিনি হৃদয়ের বেগসংবরণার্থ দুই হাতে নিজের বুক চাপিয়া ধরিলেন, এবং ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না কি এইরূপ নিষ্ঠুর যজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়াছ! একথা সত্য কি?"

১। অর্থাৎ "আমাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত কর।"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৭। কান্দিতে কান্দিতে মাতা প্রাসাদ ছাড়িয়া গেলেন যেখানে রাজা ছিলেন বসিয়া।
শুধান, "বধিয়া চারি তনয় তোমার ইচ্ছা না কি হইয়াছে যজ্ঞ করিবার?"

রাজা বলিলেন,

১৮। চন্দ্র মোর পুত্ররত্ন, কুলের ভূষণ, তথাপি তাহার মায়া ক'রেছি বর্জ্জন।
বধি তারে, বধি অন্য পুত্র আছে যত সম্পাদিয়া যজ্ঞ আমি হব স্বর্গগত।

রাজার মাতা বলিলেন,

১৯। পুত্রমেধযজ্ঞদ্বারা হয় স্বর্গবাস, এ কথা কভু না বৎস, করিও বিশ্বাস।
যায় না স্বর্গে সে কভু, এ পথে যে চলে ; অনন্ত যন্ত্রণা পায় নরক-অনলে।
২০। দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি ; ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি
করহ অহিংসাব্রত পালন সতত। এই পথে চলি লোকে হয় স্বর্গগত।
পুত্রমেধযজ্ঞফলে হয় স্বর্গবাস — মূঢ় বিনা এ কথা কে করিবে বিশ্বাস?

রাজা বলিলেন,

২১। আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে সঙ্কল্প আমার এই ;
চন্দ্রসূর্য্যে দিয়া বলি যজ্ঞ সম্পাদিব।
সুদুস্ত্যাজ্য পুত্র বধি সেই মহাত্যাগবলে,
দেহান্তে অনন্ত সুখ স্বরগে ভুঞ্জিব।

রাজমাতা পুত্রকে নিজের উপদেশ মত কাজ করাইতে অসমর্থা হইয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর রাজার পিতা এই ভীষণ বার্ত্তা শুনিয়া পুত্রকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই ঘটনা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২। শুধালেন বশবর্ত্তী ঔরস তনয়ে আপনার,
"এ কি কথা শুনি, পুত্র? ইচ্ছা না কি হ'য়েছে তোমার
করিতে চতুষ্ক যজ্ঞ, বধি নিজ পুত্রচতুষ্টয়!
নিষ্ঠুর সঙ্কল্প তব শুনি উপজিল মহা ভয়।

রাজা বলিলেন,

২৩। চন্দ্র মোর পুত্ররত্ন, কুলের ভূষণ ; তথাপি তাহার মায়া ক'রেছি বর্জ্জন।
বধি তারে, বধি অন্য পুত্র আছে যত, সম্পাদিয়া যজ্ঞ আমি হব স্বর্গগত।

রাজার পিতা বলিলেন,

২৪। পুত্রমেধযজ্ঞদ্বারা হয় স্বর্গবাস, এ কথা কভু না, বৎস, করিও বিশ্বাস
যায় না স্বর্গে সে কভু, এ পথে যে চলে ; অনন্ত যন্ত্রণা পায় নরক-অনলে।
২৫। দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি ; ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি
করহ অহিংসাব্রত পালন সতত ; এই পথে চলি লোকে হয় স্বর্গগত।
পুত্রমেধযজ্ঞফলে হয় স্বর্গবাস — মূঢ় বিনা এ কথা কে করিবে বিশ্বাস?

রাজা বলিলেন,

২৬। আচার্য্যের আজ্ঞা পেয়ে সঙ্কল্প আমার এই ;
চন্দ্রসূর্য্যে দিয়া বলি যজ্ঞ সম্পাদিব।
সুদুস্ত্যাজ্য পুত্র বধি সেই মহাত্যাগবলে,
দেহান্তে অনন্ত সুখ স্বরগে ভুঞ্জিব।

রাজার পিতা পুনর্ব্বার বলিলেন,

২৭। দানে যেন সদা তব হয় অভিরতি ; ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, সর্ব্বজীব প্রতি-
হও শ্রীমান্ ; হ'য়ে পুত্রপরিবৃত পৌরজানপদগণে পালহ সতত।

কিন্তু তিনিও রাজাকে নিজের কথামত কাজ করাইতে পারিলেন না। তখন চন্দ্রকুমার ভাবিলেন, 'আমার একার জন্যই এতগুলি প্রাণীর মহাদুঃখ ঘটিয়াছে ; অতএব আমি পিতার নিকট এই সকল প্রাণীর দুঃখমোচন প্রার্থনা করিয়া দেখি।' তিনি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

২৮। বধিও না প্রাণে, দেব ; দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবার ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিয়ত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।
২৯। বধিও না প্রাণে, দেব ; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।
৩০। বধিও না প্রাণে, দেব ; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।
৩১। বধিও না প্রাণে, দেব ; যার ইচ্ছা, তার(ই) দাস কর আমা সবে, নরমণি ;
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমাসবার এখনি।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন ;
বধিও না প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এত প্রাণী ; করি আমি এই নিবেদন।

চন্দ্রকুমারের এবংবিধ বহু বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইল ; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, "কেহই আমার পুত্রদিগকে বধ করিতে পারিবে না ; আমার দেবলোক প্রাপ্তির প্রয়োজন নাই।" তিনি সকলকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য বলিলেন,

৩২। জীবন রক্ষার তরে করুণ বিলাপে এরা দুঃখার্ত্ত করিল মোর মন।
এখনি বন্ধনমুক্ত করহ কুমারগণে। পুত্রমেধে নাই প্রয়োজন।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যেরা কুমারগণ হইতে পক্ষি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল। খণ্ডহাল যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত আয়োজন করিতেছিল। এক ব্যক্তি তাহাকে গিয়া বলিল, "অরে ধূর্ত্ত খণ্ড-হাল! রাজা ত কুমারদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। তুই এখন নিজের পুত্রদিগকে মারিয়া তাহাদের গলরক্তে যজ্ঞ সম্পাদন কর্।" "রাজা কি করিতেছেন?" ইহা বলিয়া খণ্ডহাল রাজার নিকটে ছুটিয়া গেল এবং বলিল,

৩৩। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ বহু কষ্টে হয় সম্পাদিত।
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত।
৩৪। যে করে এ মহাযজ্ঞ যে জন যাজক এতে অনুমোদন যে করে এর —
সবাই সুগতি লভে দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

রাজার কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ খণ্ডহালের কথা শুনিয়া ধর্ম্মভয়ে ভীত হইলেন এবং পুত্রগণকে পুনর্ব্বার ধরাইয়া আনিলেন। তখন চন্দ্রকুমার পিতাকে বুঝাইতে লাগিলেন ঃ—

৩৫। লভিলাম জন্ম যবে, এই খণ্ডহাল, দেব,
করেছিল আশীর্ব্বাদ কতই তখন!
এখন যজ্ঞের হেতু তাহারই অলীক বাক্যে
অকারণ আমাদের করিবে নিধন।
৩৬। শৈশবে যখন মোরা কিছু নাহি জানিতাম,
বধ না করালে, নিজে করিলে না বধ,
এখন যুবক সবে ; তথাপি বধিতে চাও,
যদিও করি নি কেহ কোন অপরাধ!
৩৭। শৌর্য্যশালী সবে মোরা ; বর্ম্ম পরি, শস্ত্র ধরি
গজপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ,
মাতিব সংগ্রামে সবে, মথিব অরাতিগণে,
দেখিয়া তোমার হবে সার্থক নয়ন।
আমাদের মত পুত্র কুলধুরন্ধর
যজ্ঞার্থে করিবে বধ! ছি, ছি, অকারণ,
৩৮। প্রত্যন্তে বিদ্রোহী প্রজা, আটবীতে দস্যুগণ, —
তা'দেরই দমন তরে হয় নিয়োজিত।
রাজপুত্রগণ বলবীর্য্যসমন্বিত।
হেন পুত্রগণে, পিতঃ, ছি, ছি, অকারণ
বিনাদোষে চাও তুমি করিতে নিধন।

৩৯। তৃণপত্র দিয়া পাখী কুলায় নির্ম্মাণ করি
স্নেহভরে করে নিজ শাবক পালন ;
তুমি কিন্তু নরনাথ, বঞ্চকের কথা শুনি
নিজ পুত্রগণে চাও করিতে নিধন।

৪০। করো না বিশ্বাস, পিতঃ, সে ধূর্ত্তের বাণী তুমি ;
শুধু সে আমারে বধি নিবৃত্ত না হবে ;
তোমার, অন্যের প্রাণ হরিবে সে নরাধম,
বাধা দিতে আমি আর রহিব না যবে।

৪১। উৎকৃষ্ট নিগম, গ্রাম, ধন, রত্ন, অন্ন, পান
করি দান ভূপতিরা তোষেণ ব্রাহ্মণে ;
গৃহের উৎকৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণেরই অগ্রে ভোগ্য ;
গৃহীরা, ব্রাহ্মণসেবা করে সযতনে।

৪২। এত অকৃতজ্ঞ, কিন্তু, হে পিতঃ ব্রাহ্মণ জাতি,
যার কাছে উপকার পায় হেন মত,
তাহার(ই) অনিষ্টতরে সদা এরা চেষ্টা করে ;
উপকারে অপকার ইহাদের ব্রত।

৪৩। বধিও না প্রাণে, দেব ; দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবার ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিয়ত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।

৪৪। বধিও না প্রাণে, দেব ; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

৪৫। বধিও না প্রাণে, দেব ; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

৪৬। বধিও না প্রাণে, দেব ; যার ইচ্ছা, তার(ই) দাস কর আমা সবে, নরমণি ;
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমাসবার এখনি।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন ;
বধিও না প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এত প্রাণী ; করি আমি এই নিবেদন।

কুমারের বিলাপ শুনিয়া রাজা বলিলেন,

৪৭। জীবন রক্ষার তরে করুণ বিলাপে এরা দুঃখার্ত্ত করিল মোর মন।
এখনি বন্ধনমুক্ত করহ কুমারগণে। পুত্রবধে নাই প্রয়োজন।

তিনি পুনর্ব্বার কুমারদিগের বন্ধন মোচন করাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া খণ্ডহাল আবার আসিয়া বলিল,

৪৮। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ বহু কষ্টে হয় সম্পাদিত।
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত।

৪৯। যে করে এ মহাযজ্ঞ যে জন যাজক এতে অনুমোদন যে করে এর —
সবাই সুগতি লভে দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

ইহা বলিয়া সে কুমারদিগকে পুনর্ব্বার আবদ্ধ করাইল। চন্দ্রকুমার রাজাকে পুনর্ব্বার অনুনয় করিতে লাগিলেন ঃ—

৫০। পুত্রে বধি যজ্ঞ করি দেবলোকে যজমান করে যদি দেহান্তে গমন
খণ্ডহাল কেন তবে প্রথমেই হেন যজ্ঞ নাহি করে নিজে সম্পাদন?
দৃষ্টান্ত দেখাক সেই ; বধুক তনয়ে তার যজ্ঞহেতু সকলের আগে ;
সে দৃষ্টান্ত অনুসারি রাজাও তাহার পর ব্রতী হইবেন এই যাগে।

৫১। পুত্রে বধি যজ্ঞ করি দেবলোকে যজমান করে যদি দেহান্তে গমন
নিজপুত্রগণে বধি খণ্ডহাল কেন তবে করুক না যজ্ঞ সম্পাদন?

৫২। চতুষ্ক যজ্ঞের ফলে হয় স্বর্গবাস— খণ্ডহাল করে যদি ইহাই বিশ্বাস—
তবে কেন নিজ পুত্রগণে, জ্ঞাতিজনে বধে না সে যজ্ঞহেতু, ভাবি দেখ মনে
আগে বলি দিক্ সেই ; যাক স্বর্গে চলে, ভোগ স্বর্গধাম সেই মহাপুণ্যবলে।

৫৩। যে করে এ যজ্ঞ, এর যাজক যে হয়, এ যজ্ঞের প্রশংসা করে যে পাপাশয়,
সকলেই সেহ ত্যজি পচিবে নরকে। করে কি এমন যজ্ঞ কোন বিজ্ঞ লোকে?

কুমার এত বলিয়াও পিতার মন ফিরাইতে পারিলেন না। অনন্তর, রাজাকে বেষ্টন করিয়া যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৫৪। অপত্যবৎসল গৃহপতিগণ, পুত্রস্নেহবতী গৃহিণীরা আর —
করেন যাঁহারা এ নগরে বাস, — কেন না নিন্দেন এ কাজ রাজার?
কেন না তাঁহারা করেন বারণ ঔরস পুত্রের করিতে নিধন?

৫৫। অপত্যবৎসল গৃহপতিগণ, পুত্রস্নেহবতী গৃহিণীরা আর —
করেন যাঁহারা এ নগরে বাস, — কেন না নিন্দেন এ কাজ রাজার?
কেন না তাঁহারা করেন বারণ আত্মজ পুত্রের করিতে নিধন?

৫৬। আমরা সতত হিতৈষী রাজার, কল্যাণসাধক সকল প্রজার ;
অনিষ্ট কাহার(ও) করি নি কখন হইনি কাহার(ও) বিরাগভাজন।
তবু আমাদের হেন দুর্দ্দশায় প্রতিবাদ কেহ করে না ক, হায়!

কুমার এইরূপ বলিলেও সভাস্থ কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তখন তিনি নিজের ভার্য্যাদিগকে রাজার নিকট প্রাণভিক্ষার্থ যাইতে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন,

৫৭। যাও গো, গৃহিণীগণ, বল গিয়া শ্বশুরালে
রাজাকেও বল সবে যুড়ি দুই কর,
"কেশরিবিক্রম তব পুত্রদের জীবনান্ত
করিও না বিনা দোষে, ওহে নরবর।"

৫৮। যাও গো, গৃহিণীগণ, বল গিয়া শ্বশুরালে
রাজাকেও বল সবে যুড়ি দুই কর,
"সর্ব্বজনপ্রিয় তব পুত্রদের জীবনান্ত
করিও না বিনাদোষে, ওহে নরবর।"

রমণীরা গিয়া রাজার নিকটে আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন ; কিন্তু রাজা তাঁহাদিগের প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। তখন কুমার নিতান্ত অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—

৫৯। পুক্কুশ, অথবা বৈশ, কিংবা রথকারগৃহে লভিতাম যদি এ জনম,
তা' হলে ত আজ, হায় ঘটিত না এইরূপে যজ্ঞহেতু আমার নিধন।

অতঃপর উক্ত রমণীদিগকে আবার উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন,

৬০। যাও, সীমন্তিনীগণ, পায়ে পড়ি বল শ্বশুরালে,
"অপরাধ কোনরূপ করি নি ত মোরা কোন কালে।"

৬১। যাও, সীমন্তিনীগণ পায়ে পড়ি বল শ্বশুরালে,
"কোন্ দোষে দোষী বল হইয়াছি মোরা কোন্ কালে?"

অতঃপর চন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠা ভগিনী শৈলকুমারী শোকসংবরণে অসমর্থা হইয়া রাজার পায়ে পড়িয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬২। বধ হেতু বদ্ধ হেরি ভ্রাতৃগণে, সকরুণ বিলাপ শৈলজা করে কত ঃ—
হায়রে এমন যজ্ঞ সম্পাদি জনক মোর হইবেন না কি স্বর্গগত!

রাজা তাঁহার কথাতেও কর্ণপাত করিলেন না। তখন চন্দ্রকুমারের বাসুল-নামক পুত্র পিতাকে দুঃখাভিভূত দেখিয়া ভাবিল, 'আমি দাদামহাশয়ের নিকট কান্দাকাটি করিয়া পিতার প্রাণ রক্ষা করিব।' সে রাজার পাদমূলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৩। গড়াগড়ি দিয়া রাজার সম্মুখে বাসুল কান্দিয়া কয়,
"শিশু আমি, আর্য্য, অপ্রাপ্তযৌবন ; হইও না নিরদয়।
মুখ পানে মোর চাও একবার ; পিতারে মেরো না প্রাণে ;
শৈশবেই যদি হই পিতৃহীন, দাঁড়াইব কোন্ স্থানে?"

শিশুর পরিদেবন শুনিয়া রাজার বুক যেন ফাটিয়া গেল। তিনি সাশ্রুনয়নে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই, দাদু ; তোর পিতাকে ছাড়িয়া দিতেছি।

৬৪। বাসুল আমার! ঐই তোর পিতা, যারে ওর কাছে ছুটি ;
অন্তঃপুর হতে বিলাপ রে তোর শুনি বুক গেল ফাটি।
কুমারগণের বন্ধনমোচন এখনি করহ সবে ;
পুত্রমেধে মোর নাই প্রয়োজন ; স্বর্গে কি বা সুখ হবে?"

ঠিক এই সময়ে খণ্ডহাল আসিয়া আবার দেখা দিল। সে বলিল,

৬৫। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, দুষ্কর চতুষ্ক যজ্ঞ কষ্ট কষ্টে হয় সম্পাদিত ;
আরম্ভ করিয়া ইহা এখন বিরত হওয়া হয় না ক তোমার উচিত ;
৬৬। যে করে এ মহাযজ্ঞ, যে জন যাজক এতে, অনুমোদন যে করে এর, —
সবাই সুগতি লভে ; দেহান্তে ত্রিদশালয়ে ভোগী হয় অনন্ত সুখের।

কাণ্ডাকাণ্ডহীন মূর্খরাজা খণ্ডহালের কথায় আবার পুত্রদিগকে ধরাইয়া আনিলেন। খণ্ডহাল ভাবিল, 'এ রাজা দুর্ব্বল-চিত্ত, এ কুমারদিগকে এক এক বার ধরাইতেছে, এক এক বার ছাড়িয়া দিতেছে ; আবার হয় ত ছোট ছেলেদের কান্নায় ভুলিয়া কুমারদিগকে মুক্তি দিতে পারে। অতএব সকলকেই এখন যজ্ঞকুণ্ডের নিকট লইয়া যাওয়া ভাল।' সে যজ্ঞকুণ্ডের নিকট যাইবার উদ্দেশ্যে বলিল,

৬৭। হইয়াছে, একরাজ, যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন ;
যাহাতে করিবে তুমি সর্ব্বরত্ন-আহুতি অর্পণ।
প্রাসাদ হইতে এবে যাত্রা করি চল যজ্ঞস্থানে,
সম্পাদিত হ'লে যজ্ঞ সদ্যঃ তুমি যাবে স্বর্গধামে।

ইহার পর রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বকে লইয়া যজ্ঞভূমির অভিমুখে যাত্রা করিল তখন তাঁহার অন্তঃপুরচারিণীগণ এক সঙ্গে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৮। চন্দ্রের যুবতী ভার্য্যা সপ্তশত পতির বিপদে পাগলের মত
আলুলিত কেশে কান্দিতে কান্দিতে পশ্চাতে তাঁহার লাগিল ছুটিতে।
৬৯। আর(ও) কত নারী নন্দনবাসিনী দেবকন্যাসমা রূপের ছটায়,
শোকবেগ তারা সংবরিতে নারি পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁহাদের ধায়।
কৃষ্ণ কেশদাম শিরে আলুলিত ; ইন্দুনিভ মুখ অশ্রুপরিপ্লুত।

অতঃপর এই সকল নারীর বিলাপ ঃ—

৭০। পরিধান কাশীজাত, কৌষিক বসন,
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম —
হেন চন্দ্রসূর্য্যে দেখ, যেতেছে লইয়া
বধার্থ রাজার যজ্ঞে রাজভৃত্যগণ।

৭১। পরিধান কাশীজাত, কৌষিক বসন,
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম —
হেন চন্দ্রসূর্য্যে দেখ, যেতেছে লইয়া
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে।

৭২। পরিধান কাশীজাত, কৌষিক বসন,
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোরম —
হেন চন্দ্রসূর্য্যে দেখ, যেতেছে লইয়া
ডুবাইয়া প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।

৭৩। সুপক্ব মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত, স্নাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর।
হেন চন্দ্রসূর্য্যে, দেখ, যেতেছে লইয়া
বধার্থ রাজার যজ্ঞে রাজভৃত্যগণ।

৭৪। গজবরস্কন্ধে এঁরা যাইতেন যবে,
যেত সঙ্গে ইঁহাদের পত্তি শত শত,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

৭৫। অশ্ববরপৃষ্ঠে এঁরা যাইতেন যবে,
যেত সঙ্গে ইঁহাদের পত্তি শত শত,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে, হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

৭৬। আরোহি সুন্দর রথে যেতেন যখন,
যেত সঙ্গে ইঁহাদের পত্তি শত শত ;
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে, হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

৭৭। বিচিত্র সোণার সাজ-সজ্জায় শোভিত
তুরগে আরোহি যাঁরা চলিতেন পথে,
সেই চন্দ্রসূর্য্য, দেখ, যান পদব্রজে
যজ্ঞকুণ্ডে, হবে যেথা প্রাণান্ত এঁদের।

রমণীরা যখন এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন রাজভৃত্যেরা বোধিসত্ত্বকে নগরের বাহিরে লইয়া গেল। নগরের সমস্ত অধিবাসী সংক্ষুব্ধ হইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। এত লোক বাহির হইবার জন্য ছুটিল যে, নগরদ্বারসমূহে তাহাদের নিষ্ক্রমণের স্থান রহিল না। খণ্ডহাল এই বিশাল জনস্রোত দেখিয়া ভাবিল, 'কে জানে ইহারা কি অনর্থ ঘটাইবে?' সে তৎক্ষণাৎ নগরদ্বারসমূহ রুদ্ধ করাইল। জনস্রোত নির্গমনের পথ পাইল না। নগরের মধ্যভাগের দ্বারসন্নিধানে একটা উদ্যান ছিল ; তাহারা সেখানে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। সেই মহাশব্দে পক্ষীরা ভয় পাইয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিল। লোকে শকুনিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,

৭৮। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে [1] যাও শীঘ্র করি,
মূঢ় একরাজ সেথা চারি পুত্র বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৭৯। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা চারি কন্যা বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮০। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা চারি রাজ্ঞী বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮১। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা চারি গৃহপতি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮২। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা হস্তী চারি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮৩। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা চারি অশ্ব বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮৪। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা বৃষ চারি বধি
সম্পাদিবে যজ্ঞ আজ স্বর্গলাভহেতু।

৮৫। মাংস খেতে সাধ যদি, শকুনি, তোমার,
পুষ্পবতী-পূর্ব্বদ্বারে যাও শীঘ্র উড়ি,
মূঢ় একরাজ সেথা স্বর্গলাভহেতু
করিবে চতুষ্ক যজ্ঞ বহু প্রাণী বধি।

মহাজনসঙ্ঘ সেখানে উক্তরূপ বিলাপ করিয়া বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গমন করিল এবং প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে অন্তঃপুর, কূটাগার, উদ্যানাদি দেখিয়া এই সকল গাথায় পরিদেবন করিল ঃ—

৮৬। প্রাসাদ তাঁদের এই রহিয়াছে দেখ ;
রমণীয় অন্তঃপুর—কিন্তু শূন্য এবে।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৮৭। এ তাঁদের কূটাগার সুবর্ণে খচিত,
পুষ্পমাল্যসুশোভিত,—কিন্তু শূন্য এবে।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৮৮। উদ্যান তাঁদের এই হের রমণীয়।
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত।
না আছেন তাঁরা কিন্তু এখানে এখন।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৮৯। এ সেই অশোকবন অতি রমণীয়।
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত।
না আছেন কিন্তু তাঁরা এখানে এখন।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পারমগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

১। কথারম্ভেই বলা হইয়াছে যে 'পুষ্পবতী' বারাণসীর নামান্তর।

৯০। এই কর্ণিকারবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত।
না আছেন কিন্তু তাঁরা এখানে এখন।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯১। এ সেই পাটলিবন অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত।
না আছেন কিন্তু তাঁরা এখানে এখন!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৯২। এই সেই আম্রবণ অতি রমণীয়,
সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্পে সদা সুশোভিত।
না আছেন কিন্তু তাঁরা এখানে এখন।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়!

৯৩। এ সেই পুষ্করিণী, বক্ষে শোভে যার
পদ্মপুণ্ডরীক আদি জলজ কুসুম।
পুষ্পদামবিভূষিত, সুবর্ণে খচিত
সুন্দর বিচিত্র নৌকা রয়েছে এখানে
জলকেলিহেতু রাজকুমারগণের।
কিন্তু তাঁরা আর নাহি আসিবেন হেথা।
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

এইরূপে নানাস্থানে বিলাপ করিয়া তাহারা হস্তিশালাদির নিকটে গেল এবং আবার বলিতে লাগিল ঃ—

৯৪। এই সেই দৃঢ়দন্ত ঐরাবত নামে
গজরত্ন তাঁর, হায়! কোথা এবে তিনি?
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৯৫। এই সেই অভগ্নখুর অশ্বরত্ন তাঁর।
কে আর করিবে এর পৃষ্ঠে আরোহণ!
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৯৬। তুরগবাহিত, নানা রতনে খচিত
এই তাঁর রম্যরথ নির্ঘোষ যাহার
শারিকার স্বরবৎ শুনিতে মধুর।
কে আর করিবে বল এতে আরোহণ?
লইয়া গিয়াছে রাজপুত্র চারিজনে ;
বধার্থ পামরগণ যজ্ঞকুণ্ডে, হায়।

৯৭। চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার[1] কলেবর ;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল ;
কোন্ প্রাণে বধি হেন পুত্র চারিজনে
মূঢ় রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

৯৮। চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর ;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল ;
কোন্ প্রাণে বধি হেন কন্যা চারিজনে
মূঢ় রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

৯৯। চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর ;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল ;
কোন্ প্রাণে বধি হেন রাজ্ঞী চারিজনে
মূঢ় রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

১০০। চন্দনে চর্চ্চিত সুকুমার কলেবর ;
বিশুদ্ধ কাঞ্চননিভ বর্ণ সমুজ্জ্বল ;
কোন্ প্রাণে বধি হেন গৃহপতিগণে
মূঢ় রাজা চায় যজ্ঞ সম্পাদিতে, হায়?

১০১। যেমন নিগমগ্রাম জনশূন্য হলে
ভীষণ অরণ্যে শেষে হয় পরিণত,
তেমতি দুর্দ্দশাপন্ন হইবে অচিরে
এই পুষ্পবতী পুরী যজ্ঞহেতু যদি
বধে রাজা দারাপত্যগৃহপতিগণে।

জনসমূহ বাহিরে না যাইতে পারিয়া নগরমধ্যেই এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল। এদিকে রাজভৃত্যেরা বোধিসত্ত্বকে যজ্ঞকুণ্ডের নিকটে লইয়া গেল। তখন তাঁহার মাতা গৌতমী দেবী রাজার পায়ে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,

১০২। চন্দ্রে যদি কর বধ, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে
ঘটিবে এখনি, দেব, প্রাণান্ত আমার
অথবা হারায়ে বুদ্ধি পাগলিনী প্রায়
ধূলিসমাকীর্ণ দেহে করিব ভ্রমণ।

১০৩। সূর্য্যে যদি কর বধ, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে
ঘটিবে এখনি, দেব, প্রাণান্ত আমার
অথবা হারায়ে বুদ্ধি পাগলিনী প্রায়
ধূলিসমাকীর্ণ দেহে করিব ভ্রমণ।

কিন্তু এইরূপ পরিদেবন করিয়াও তিনি রাজার মুখে হাঁ, না, কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি কুমারদিগের ভার্য্যা চারিজনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলে, বোধ হয়, তোদের উপর রাগ করিয়াছে। তোরা কেন তাকে ফিরাইয়া আনিতেছিস্ না?

১। আমি 'মরকত' পদের পরিবর্তে 'মুদুক' এই পাঠান্তর গ্রহণ করিলাম।

১০৪। পুষ্করাক্ষী, ওপরাক্ষী, ঘটিকা, গাঘিকা,—[1]
তুষিস্ ত পরস্পরে তোরা অনুক্ষণ
সমধুর বাক্যালাপে। কেন এবে তবে
তুষিস্ না চন্দ্রসূর্য্যে চৌদিকে তাদের
নৃত্য করি, এত কাল করিলি যেমন?
এই জম্বুদ্বীপমাঝে কে আছে রে, বল্,
রূপেগুণে, নৃত্যগীতে তোদের সমান?

পুত্রবধূদিগের সহিত এইরূপ বিলাপ করিয়া গৌতমী যখন আর কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি এই সকল গাথায় খণ্ডহালকে অভিশাপ দিলেন ঃ—

১০৫। চন্দ্রকে আনীত দেখি বধহেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
মা যেন, রে খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৬। সূর্যকে আনীত দেখি বধহেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
মা যেন, রে খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৭। চন্দ্রকে আনীত দেখি বধহেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
জায়া যেন, রে খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৮। সূর্যকে আনীত দেখি বধহেতু হেথা
যে শোকে আমার বুক ফাটিতেছে, তোর
জায়া যেন, রে খণ্ডহাল, সেই শোক পায়।

১০৯। বধিলি, পামর, তুই কেশরিবিক্রম
তনয়যুগলে মোর বিনা অপরাধে ;
এই পাপে, খণ্ডহাল, মা যেন রে তোর
পতিপুত্রমুখ আর দেখিতে না পায়।

১১০। বধিলি, পামর, তুই সর্ব্বজনপ্রিয়
তনয়যুগলে মোর বিনা অপরাধে ;
এই পাপে, খণ্ডহাল, মা যেন রে তোর
পতিপুত্রমুখ আর দেখিতে না পায়।

১১১। বধিলি, পামর, তুই কেশরিবিক্রম
তনয়যুগলে মোর বিনা অপরাধে ;
এই পাপে, খণ্ডহাল, জায়া যেন রে তোর
পতিপুত্রমুখ আর দেখিতে না পায়।

১১২। বধিলি, পামর, তুই সর্ব্বজনপ্রিয়
তনয়যুগলে মোর বিনা অপরাধে ;
এই পাপে, খণ্ডহাল, জায়া যেন রে তোর
পতিপুত্রমুখ আর দেখিতে না পায়।

যজ্ঞকুণ্ডে গিয়া বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার পিতার নিকট জীবন ভিক্ষা করিলেন ঃ—

১১৩। বধিও না প্রাণে, দেব ; দাসত্বে নিযুক্ত তুমি কর খণ্ডহালের সবার।
হইয়া নিগড়াবদ্ধ নিরত থাকিব তার অশ্বগজগবাদি-সেবায়।

১১৪। বধিও না প্রাণে, দেব ; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল গজশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

১১৫। বধিও না প্রাণে, দেব ; করহ খণ্ডহালের দাসত্বে সবার নিয়োজন ;
হইয়া নিগড়াবদ্ধ করিব আমরা মল অশ্বশালা হ'তে সম্মার্জ্জন।

১১৬। বধিও না প্রাণে, দেব ; যার ইচ্ছা, তাঁর(ই) দাস কর আমা সবে, নরমণি।
অথবা এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসন-আজ্ঞাদান কর আমা সবার এখনি।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দূর দেশ দেশান্তরে ভ্রমিব আমরা সর্ব্বজন ;
বধিও না, প্রাণে, দেব, বিনাদোষে এতপ্রাণী ; করি আমি এই নিবেদন।

১১৭। অপুত্রা, দরিদ্রা নারী পুত্রলাভ তরে করে দেবতার নিকটে প্রার্থনা ;
দোহদ-অভাবে কিন্তু অনেকেই তাহাদের পুত্রমুখ দেখিতে পায় না।

১১৮। কত আশা করে তারা! পাবে পুত্র, পৌত্র আর ; বংশবৃদ্ধি হবে ক্রমে ক্রমে ;
তুমি কিন্তু, নরনাথ, যজ্ঞার্থে করিবে বধ বিনাদোষে আত্মসুতগণে।

১১৯। দৈবকৃপাবলে নর, লভে পুত্র নরেশ্বর; রাখ যত্নে হেন পুত্রধন ;
কষ্টলব্ধ পুত্রগণে মোহবশে বধি প্রাণে ; করো না এ যজ্ঞ সম্পাদন।

১২০। দেবের[2] দয়ার লোকে করে লাভ পুত্রধন ; রাখ যত্নে হেন পুত্রগণে ;
পেতে আমাসবে, দেব, জননী কতই কষ্ট পেয়েছেন, ভেবে দেখ মনে।
আমাদের বধে তাঁর অসহ্য শোকের ভারে হৃদয় হইবে চূরমার ;
করো না এমন কর্ম্ম ; কভু যেন নাহি হয় তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ তোমার।

১। এই চারিটী গৌতমীর পুত্রবধূদিগের নাম।

২। তু° -- চতুর্থখণ্ড, চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) ৮ম গাথা।

কিন্তু এইরূপ বলিয়াও চন্দ্রকুমার পিতার মুখে হাঁ, না, কোন উত্তরই পাইলেন না। তখন তিনি মাতার পাদমূলে পতিত হইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন ঃ—

১২১। কত কষ্টে চন্দ্রে, মা গো, করিলে পালন ; হারাইলে আজ সেই অঞ্চলের ধন।
এস মা, চরণে তব করিব প্রণাম ; পিতা মোর স্বর্গধামে করুন প্রয়াণ।
১২২। স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, আমায়, জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
করিবেন যজ্ঞ রাজা, তাহার কারণ ; মহাযাত্রা করিব গো আমি, মা, এখন।
১২৩। স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, আমায় ; জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
মহাযাত্রা করিব গো আমি এইবার ; হানি মহাশোকশলা হৃদয়ে তোমার।
১২৪। স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, মা, আমায়, জনমের মত দাও প্রণমিতে পায়।
মহাযাত্রা করিব গো আমি, মা, এখন। বিষাদসাগরে মগ্ন হবে প্রজাগণ।

তাঁহার মাতাও চারিটী গাথায় এইরূপ বিলাপ করিলেন ঃ—

১২৫। গৌতমীর প্রাণধন, বাঁধ রে মাথায়
সুন্দর পদ্মের মৌলী, ভিতরে যাহার
থাকিবে চম্পকদল ; এই ত রে তোর
উপযুক্ত মৌলী বাছা, ছিল এত দিন।

১২৬। যেতিস্ সভায়, বাছা, বিলেপি শরীরে
যে চন্দনস তুই, এ জন্মের মত
লেপ্ সে চন্দনে তোর শরীর এখন।

১২৭। যেতিস্ সভায়, বাছা, পরি কাশীজাত
যে কৌষের বস্ত্র তুই, এ জন্মের মত
পর্ তাহা দেখি চক্ষু জুড়াক্ আমার।

১২৮। কাঞ্চননির্ম্মিত, মুক্তামাণিক্যখচিত
যে হস্তাভরণ পরি যেতিস্ সভায়,
পর্ রে সে আভরণ এ জন্মের মত।

চন্দ্রের অগ্রমহিষীটীর নাম ছিল চন্দ্রা। তিনি পতির পাদমূলে পড়িয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—

১২৯। রাষ্ট্রপাল ইনি ; প্রভু সকল প্রজার ; রাজ্যের সর্ব্বত্র এঁর পূর্ণ অধিকার।
পৌরজানপদদের আছে যত বিত্ত, সমস্তই শাস্ত্রমত ইঁহার আয়ত্ত।
কিন্তু, হায়, ইহা বড় দুঃখের বিষয়, পুত্রস্নেহশূন্য হেন রাজার হৃদয়।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন ঃ—

১৩০। পুত্র স্নুষা, ভার্য্যা মোর সকলেই প্রীতির ভাজন ;
আমিও আমার প্রিয় করিব তা' কেমনে গোপন।
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ, এই বড় সাধ মনে মনে ;
সেই হেতু সমুদ্যত হইয়াছি পুত্রের নিধনে।

চন্দ্রা বলিলেন,

১৩১। বধহ প্রথমে মোরে ; চন্দ্রের নিধন যদি হয় অগ্রে, দেব, সম্পাদন,
সে শোকে হৃদয় মোর নিশ্চিত বিদীর্ণ হবে ; তিলেক না রহিবে জীবন।
পুত্র তব সুকুমার মনোহর-কলেবর ; শুধু এঁরে বধ যদি কর,
সাঙ্গ না হইবে যজ্ঞ ; উদ্দেশ্য তোমার ব্যর্থ নিশ্চিত হইবে, নরেশ্বর।
১৩২। বধ আমা দুই জনে ; চন্দ্রের সহিত আমি পরলোকে করিব গমন,
মহাপুণ্য হবে তব ; দুজনেই একসঙ্গে বিচরিব সেথা অনুক্ষণ।

রাজা বলিলেন,

১৩৩। মরণ কামনা, চন্দ্রে, কেন তুমি কর? তোমার রয়েছে ঘরে অনেক দেবর।[১]
মরিলে গৌতমী-পুত্র তাহারাই সবে, বিশালাক্ষি, তব মনস্তুষ্টিরত হবে।

অতঃপর শাস্তা অর্দ্ধগাথা বলিলেন,

১৩৪। (ক)। শুনিয়া রাজার কথা চন্দ্রা নিজ বক্ষে কর হানে।

চন্দ্রা আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—

১৩৪ (খ)। জীবনে কি ফল মোর? এ প্রাণ ত্যজিব বিষপানে।

১। ইহাতে বিধবাদিগের মধ্যে দেবরকে পতিরূপে গ্রহণ করার প্রথা সূচিত হইয়াছে।

১৩৫। নাই এ রাজার কি গো মিত্র কি অমাত্য হেন জন,
যে বলে ইঁহারে, "তুমি করিও না আত্মজ নিধন?"
১৩৬। নাই এ রাজার কি গো জ্ঞাতি কিংবা মিত্র হেন জন,
যে বলে ইঁহারে, "তুমি করিও না আত্মজ নিধন?"
১৩৭। আছে ত কেয়ূরধর গুণী আরো পুত্র কত তব,
যজ্ঞার্থে কেন না বধ কর তুমি সেই পুত্র সব?
গৌতমীর পুত্র চন্দ্র তোমার বংশের ধুরন্ধর ;
বধিও না তাঁরে তুমি, এই ভিক্ষা মাগি, নরবর।
১৩৮। শতধা কাটিয়া মোরে কর তুমি, মহারাজ, সম্পাদন যজ্ঞ সপ্তস্থানে ;
কেশরিবিক্রম এই জ্যেষ্ঠপুত্রে বিনা দোষে বধিও না, বধিও না প্রাণে।
১৩৯। শতধা কাটিয়া মোরে কর তুমি, মহারাজ সম্পাদন যজ্ঞ সপ্তস্থানে,
সর্ব্বজনপ্রিয় সেই জ্যেষ্ঠপুত্রে বিনা দোষে বধিও না, বধিও না প্রাণে।

চন্দ্রা রাজার সমীপে এইরূপ বিলাপ করিলেন, কিন্তু কোন আশ্বাস পাইলেন না। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'চন্দ্রে, যতদিন জীবিত ছিলাম, যখনই কোন সংপ্রসঙ্গ বা সদালাপ হইয়াছে,[১] তখনই তোমাকে অল্প হউক, অধিক হউক, মুক্তাদি বহু আভরণ দান করিয়াছি। আজ তোমাকে এই শেষ দান দিতেছি। তুমি আমার এই গাত্রাভরণ গ্রহণ কর।"

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৪০। যখনি হয়েছে প্রিয়ে, সংপ্রসঙ্গ, সদালাপ, এ রাজভবনে
তুষেছি তোমায় আমি ছোট বড় বহুবিধ আভরণদানে।
এই মোর শেষ দান, হীরক-বৈদূর্য্যময় অঙ্গ-আভরণ
দিলাম তোমায় এবে ; প্রণয়ের শেষ চিহ্ন কর গো গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী নয়টী গাথায় পরিদেবন করিলেন ঃ—

১৪১। শোভিত যাঁহার স্কন্ধে ফুল্ল কুসুমের দাম, হইবে পতিত[২]
এখনি তাঁহার স্কন্ধে ঘাতকের বিষদিগ্ধ নিস্ত্রিংশ শাণিত।
১৪২। রাজপুত্রদের স্কন্ধে এখনি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হবে রে পতিত,
তবু না আমার বুক বিদরে! নিশ্চিত ইহা পাষাণে গঠিত।

১৪৩। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরু-চন্দনলিপ্ত বপু মনোহর, —
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
সম্পাদিতে যজ্ঞ একরাজ ভূপতির।

১৪৪। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরু-চন্দনলিপ্ত বপু মনোহর, —
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে।

১৪৫। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর, —
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
ডুবাইয়া প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।

১৪৬। সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত ; স্নাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর ; —
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
সম্পাদিত যজ্ঞ একরাজ ভূপতির।

১৪৭। সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত ; স্নাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,

১৪৮। সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত ; স্নাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,

১। 'সুভণিতেষু কথিতেসু' — আমি ইহার যেরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছি, অনুবাদ তাহাই দিলাম।
২। নিস্ত্রিংশ — তরবারি।

১৩৫। নাই এ রাজার কি গো মিত্র কি অমাত্য হেন জন,
যে বলে ইঁহারে, "তুমি করিও না আত্মজ নিধন?"

১৩৬। নাই এ রাজার কি গো জ্ঞাতি কিংবা মিত্র হেন জন,
যে বলে ইঁহারে, "তুমি করিও না আত্মজ নিধন?"

১৩৭। আছে ত কেয়ূরধর গুণী আরো পুত্র কত তব,
যজ্ঞার্থে কেন না বধ কর তুমি সেই পুত্র সব?
গৌতমীর পুত্র চন্দ্র তোমার বংশের ধুরন্ধর ;
বধিও না তাঁরে তুমি, এই ভিক্ষা মাগি, নরবর।

১৩৮। শতধা কাটিয়া মোরে কর তুমি, মহারাজ, সম্পাদন যজ্ঞ সপ্তস্থানে ;
কেশরিবিক্রম এই জ্যেষ্ঠপুত্রে বিনা দোষে বধিও না, বধিও না প্রাণে।

১৩৯। শতধা কাটিয়া মোরে কর তুমি, মহারাজ সম্পাদন যজ্ঞ সপ্তস্থানে,
সর্ব্বজনপ্রিয় সেই জ্যেষ্ঠপুত্রে বিনা দোষে বধিও না, বধিও না প্রাণে।

চন্দ্রা রাজার সমীপে এইরূপ বিলাপ করিলেন, কিন্তু কোন আশ্বাস পাইলেন না। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'চন্দ্রে, যতদিন জীবিত ছিলাম, যখনই কোন সৎপ্রসঙ্গ বা সদালাপ হইয়াছে,[১] তখনই তোমাকে অল্প হউক, অধিক হউক, মুক্তাদি বহু আভরণ দান করিয়াছি। আজ তোমাকে এই শেষ দান দিতেছি। তুমি আমার এই গাত্রাভরণ গ্রহণ কর।"

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৪০। যখনি হয়েছে প্রিয়ে, সৎপ্রসঙ্গ, সদালাপ, এ রাজভবনে
তুষেছি তোমায় আমি ছোট বড় বহুবিধ আভরণদানে।
এই মোর শেষ দান, হীরক-বৈদূর্য্যময় অঙ্গ-আভরণ
দিলাম তোমায় এবে ; প্রণয়ের শেষ চিহ্ন কর গো গ্রহণ।

ইহা শুনিয়া চন্দ্রাদেবী নয়টী গাথায় পরিদেবন করিলেন ঃ—

১৪১। শোভিত যাঁহার স্কন্ধে ফুল্ল কুসুমের দাম, হইবে পতিত[২]
এখনি তাঁহার স্কন্ধে ঘাতকের বিষদিগ্ধ নিস্ত্রিংশ শাণিত।

১৪২। রাজপুত্রদের স্কন্ধে এখনি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হবে রে পতিত,
তবু না আমার বুক বিদরে! নিশ্চিত ইহা পাষাণে গঠিত।

১৪৩। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরু-চন্দনলিপ্ত বপু মনোহর, —
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
সম্পাদিতে যজ্ঞ একরাজ ভূপতির।

১৪৪। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরু-চন্দনলিপ্ত বপু মনোহর, —
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
হানি মহাশোকশল্য জননীর বুকে।

১৪৫। পরিধান কাশীজাত কৌষিক বসন
উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভে শ্রবণযুগলে
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর, —
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
ডুবাইয়া প্রজাগণে বিষাদ-সাগরে।

১৪৬। সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত ; স্নাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,
শ্রবণে এঁদের শোভে উজ্জ্বল কুণ্ডল,
অগুরুচন্দনে লিপ্ত বপু মনোহর ; —
হেন চন্দ্র-সূর্য্যে লয়ে যাও গো তোমরা
সম্পাদিত যজ্ঞ একরাজ ভূপতির।

১৪৭। সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত ; স্নাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,

১৪৮। সুপক্ক মাংসের রসে রসনা এঁদের
প্রতিদিন হ'ত তৃপ্ত ; স্নাপকেরা কত
যতনে করা'ত স্নান এ কুমারদ্বয়ে,

১। 'সুভণিতেষু কথিতেসু' — আমি ইহার যেরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছি, অনুবাদ তাহাই দিলাম।

২। নিস্ত্রিংশ তরবারি।

১৫৭। মুক্ত দেখি সকলকে সেখানে আছিল যারা
প্রত্যেকে লইল এক লোষ্ট্র তুলি হাতে ;
দুরাচার খণ্ডহাল পায় নিজ কর্ম্মফল,
নিহত হইল সেই সব লোষ্ট্রাঘাতে।

খণ্ডহালের প্রাণান্ত করিয়া সেই জনসঙ্ঘ রাজাকেও বধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিলেন ; কাহাকেও তাঁহার গায়ে হাত দিতে দিলেন না। লোকে বলিল, "বেশ, এই পাপিষ্ঠ রাজার প্রাণ বধ করিলাম না বটে ; কিন্তু ইহাকে রাজচ্ছত্র ভোগ করিতে কিংবা নগরে বাস করিতে দিব না। ইহাকে চণ্ডাল করিয়া নগরের বাহিরে বাস করাইব" তাহারা একরাজের রাজবেশ কাড়িয়া লইল ; তাঁহাকে কাষায় বস্ত্র পরাইল, তাঁহার মস্তকে পীতবর্ণ ছিন্নবস্ত্র জড়াইল এবং তাঁহাকে চণ্ডালজাতিভুক্ত করিয়া চণ্ডালপল্লীতে পাঠাইয়া দিল। যাহারা এই পশুঘাতক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, যাহারা ইহার সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিল এবং যাহারা ইহা অনুমোদন করিয়াছিল, সকলেই নরকপরায়ণ হইয়াছিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৫৮। পড়িল নরকে সবে এই মহাপাপকর্ম্মফলে,
স্বর্গে যায় করি পাপ, এ কথা কি প্রাজ্ঞে কভু বলে?

উক্ত কালকর্ণীদ্বয়কে (রাজা ও খণ্ডহালকে) অপসারিত করিয়া জনসঙ্ঘ সেই যজ্ঞক্ষেত্রেই অভিষেকের দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক চন্দ্রকে[১] রাজপদে অভিষিক্ত করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৫৯। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত ; সমবেতগণ —
রাজভৃত্য-দর্শকাদি, সবে একমনে অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।
১৬০। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত ; সমবেতগণ —
রাজকন্যা-দর্শকাদি, সবে একমনে অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।
১৬১। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত ; সমবেতগণ —
দেব, দেব-অনুচর সবে একমনে অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।
১৬২। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত ; সমবেতগণ —
দেবকন্যা-দর্শকাদি, সবে একমনে অভিষিক্ত করে চন্দ্রে রাজসিংহাসনে।
১৬৩। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত ; সমবেতগণ —
রাজভৃত্য, দর্শক প্রভৃতি সর্ব্বজন আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।
১৬৪। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত ; সমবেতগণ —
রাজকন্যা, দর্শক প্রভৃতি সর্ব্বজন আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।
১৬৫। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত ; সমবেতগণ —
দেব, দেব-অনুচর-আদি সর্ব্বজন আনন্দে পতাকা-বস্ত্র করে সঞ্চালন।
১৬৬। যজ্ঞার্থ আনীত প্রাণিসমূহ যখন হইল বন্ধনমুক্ত ; সমবেতগণ —
দেবকন্যা-দর্শক প্রভৃতি সর্ব্বজন আনন্দে পতাকা-আদি করে সঞ্চালন।
১৬৭। চন্দ্রাদি সকলে মুক্তি লভিল যখন, অপার আনন্দ লভে পুরবাসিগণ।
শুভক্ষণে মহোৎসবে প্রবেশে নগরে ; রাজাদেশে ঘোষণা করিল ঘরে ঘরে —
যত জীব বন্দিভাবে আছে এই দেশে, লভুক সকলে মুক্তি চন্দ্রের আদেশে।

পিতার যখন যে অভাব হইত, বোধিসত্ত্ব তাহা পূরণ করিতেন ; কিন্তু সেই বৃদ্ধ আর নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। বোধিসত্ত্ব যদি উদ্যানকেলি প্রভৃতির জন্য নগরের বাহিরে যাইতেন, আর

১। আখ্যায়িকায় চন্দ্রসেন-নামক কোন ব্যক্তির উল্লেখ নাই। 'চন্দ্রসেনের' পরিবর্তে 'ভদ্রসেন' পড়িলে সমাধান সম্পূর্ণ হয়।

ঐ সময়ে যদি বৃদ্ধের অর্থ ফুরাইয়া যাইত, তবে তিনি বোধিসত্ত্বের সম্মুখে যাইতেন। কিন্তু 'আমিই প্রকৃত রাজা', মনে মনে এই অভিমান ছিল বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করিতেন না, অঞ্জলি পাতিয়া, "প্রভু আপনি চিরজীবী হউন" এই কথা বলিতেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিতেন, "কি চাই?" বৃদ্ধ যাহা আবশ্যক, তাহা জানাইতেন ; বোধিসত্ত্ব তাহা দেওয়াইতেন। বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিয়া দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এখনি একা আমাকে বধ করিবার জন্য বহুজনের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে তাহা নহে ; পূর্ব্বেও সে এরূপ করিয়াছিল।

সমবধান — তখন দেবদত্ত ছিল খণ্ডহাল ; মহামায়া ছিলেন গৌতমী দেবী ; রাহুলমাতা ছিলেন চন্দ্রা, রাহুল ছিল বাসুল; উৎপলবর্ণা ছিলেন শৈলজা, কাশ্যপ ছিলেন শূর বামগোত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন মৌদ্‌গল্যায়ন, সারীপুত্র ছিলেন সূর্য্যকুমার।]

৫৪৩— ভূরিদত্ত-জাতক

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে কতিপয় পোষধী উপাসককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ উপাসকেরা কোন পোষধদিনে প্রাতঃকালেই পোষধ গ্রহণপূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন এবং আহারান্তে গন্ধমাল্যাদি লইয়া জেতবনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মশ্রবণ-বেলায় একান্তে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর শাস্তা ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে আসীন হইলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভিক্ষুপ্রভৃতির মধ্যে যাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মকথা আরম্ভ হয়, তথাগতগণ তাঁহাদের সঙ্গেই প্রথমে আলাপ করেন। সেইজন্য, আজ উক্ত উপাসকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া। পূর্ব্বাচার্য্যগণসংক্রান্ত ধর্ম্মকথা উত্থাপিত হইবে, ইহা জানিয়া শাস্তা উঁহাদের সঙ্গেই আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা পোষধ গ্রহণ করিয়াছ কি?" তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত!" "সাধু, সাধু। তোমরা অতি কল্যাণকর কার্য্য করিয়াছ। কিন্তু মাদৃশ বুদ্ধকে উপদেষ্টৃ রূপে পাইয়া তোমরা যে পোষধ গ্রহণ করিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুরাণ পণ্ডিতেরা আচার্য্যহীন হইয়াও মহৈশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক পোষধী হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

(১)

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন ; তিনি পুত্রকে ঔপরাজ্য দান করিয়াছিলেন; কিন্তু একদিন পুত্রের মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, "কি জানি, এ পাছে আমার রাজত্ব কাড়িয়া লয়।" এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, তুমি এ রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেখানে ইচ্ছা হয় বাস কর ; আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন আসিয়া কুলক্রমাগত রাজ্য গ্রহণ করিবে।" কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যমুনাতীরে গিয়া যমুনা ও সমুদ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী[১] কোন স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে ফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সাগরগর্ভস্থ নাগভবনে এক বিধবা নাগকন্যা ছিল। সে সধবা নাগকন্যাদিগের সৌভাগ্য দেখিয়া কামবশে নাগভবন হইতে বাহির হইল এবং সাগরতীরে বিচরণ করিতে করিতে রাজপুত্রের পদচিহ্ন দেখিয়া তদনুসরণে সেই পর্ণশালায় উপস্থিত হইল। রাজপুত্র তখন বন্যফলাদি আহরণ করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। নাগকন্যা পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার কাষ্ঠময় শয্যা ও অন্যান্য গৃহসজ্জা দেখিতে পাইল এবং স্থির করিল যে, উহা কোন প্রব্রাজকের বাসস্থান। তিনি শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা লইয়াছেন, বা অন্য কোন কারণে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, নাগকন্যা তাহা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। সে ভাবিল, 'ইনি যদি শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে, আমি ইঁহার শয্যা সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিলেও নিচে তপস্যানিরত বলিয়া ভোগ করিবেন না। কিন্তু ইনি যদি কামাভিরত হন এবং শ্রদ্ধাবশতঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন না করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় আমার রচিত শয্যায় শয়ন করিবেন। এরূপ ঘটিলে আমি ইঁহাকে, নিজের

১। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, লেখক যমুনা কোথায়, তাহা জানিতেন না ; জানিলে তিনি পর্ণশালার স্থান অন্যত্র নির্দেশ করিতেন।

স্বামিরূপে বরণ করিয়া ইঁহার সঙ্গে এখানেই বাস করিব।' মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সে নাগভবনে গেল এবং সেখান হইতে দিব্যপুষ্প ও দিব্যগন্ধ আনয়নপূর্ব্বক পর্ণশালার মধ্যে পুষ্পশয্যা রচনা করিল, পুষ্পোপহার রাখিয়া দিল, ভূমিতে গন্ধচূর্ণ বিকিরণ করিল এবং পর্ণশালাটীকে সুন্দররূপে সাজাইয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল।

রাজপুত্র সন্ধ্যাকালে ফিরিলেন এবং পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া নাগকন্যার এই সকল কাণ্ড দেখিতে পাইলেন। কে তাঁহার শয্যা সাজাইয়াছে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি বন্য ফলাদি ভক্ষণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "অহো, পুষ্পগুলির কি সুগন্ধ! আমার শয্যাও অতি মনোহররূপে রচিত হইয়াছে।" তিনি শ্রদ্ধাবশতঃ প্রব্রাজক হন নাই ; এ কারণ পুষ্পশয্যা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাতেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়কালে বিনিদ্র হইয়া তিনি পর্ণশালা সম্মার্জ্জন না করিয়াই বন্যফলাদি আহরণের জন্য বাহির হইলেন। নাগকন্যাও ঠিক সেই সময়ে ফিরিয়া আসিয়া ম্লান পুষ্পগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিল, 'এ ব্যক্তি নিশ্চয় কামপরায়ণ ; এ শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই ; ইহাকে আত্মবশে আনিতে পারিব।' সে ম্লান পুষ্পগুলি বাহির করিল, অন্যান্য পুষ্পগন্ধাদি আনয়ন করিয়া নবশয্যা রচনা করিল, পর্ণশালাটীকে সুন্দররূপে সাজাইল, এবং চঙ্ক্রমণস্থানে পুষ্প বিকিরণ করিয়া নাগভবনে ফিরিয়া গেল। রাজপুত্র সেদিনও পুষ্পশয্যায় শয়ন করিলেন এবং পরদিন ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমার এই পর্ণশালাটীকে সাজাইয়া রাখিতেছে?' সেদিন তিনি আর বন্য ফলাদি আহরণের জন্য গেলেন না; পর্ণশালার অনতিদূরে লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে নাগকন্যা বহুবিধ গন্ধ ও পুষ্প লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। রাজপুত্র সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নাগকন্যাকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন ; কিন্তু তাহাকে দেখা দিলেন না। অনন্তর সে যখন পর্ণশালায় প্রবেশ করিয় শয্যা রচনা করিতে লাগিল, তখন তিনি কুটীরের ভিতরে গিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে তুমি কে!" সে উত্তর দিল, "স্বামিন্, আমি নাগকন্যা।" "তুমি সধবা, না স্বামিহীনা?" "স্বামিন্, আমি স্বামিহীনা — বিধবা।" অতঃপর নাগকন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস কোথায়?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমার নাম ব্রহ্মদত্তকুমার ; আমি বারাণসীরাজের পুত্র। তুমি নাগভবন ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিতেছ কেন?" "স্বামিন্, নাগভবনের সধবা নাগকন্যাদিগের সৌভাগ্য দেখিয়া আমার মনে ভোগবাসনা জন্মিয়াছে ; সেই উৎকণ্ঠাবশতঃ আমি নাগভবন ত্যাগ করিয়া মনোমত স্বামী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিচরণ করিতেছি।" "ভদ্রে, আমিও শ্রদ্ধাবশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই ; পিতাই আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এবং সেই জন্য এখানে আসিয়া বাস করিতেছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও ; আমিই তোমার স্বামী হইব এবং আমরা দুইজনে সম্প্রীতভাবে এখানেই কালযাপন করিব।" নাগকন্যা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং ঐ দিন হইতে তাঁহারা দুইজনে সম্প্রীতভাবে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। নাগকন্যা নিজের অনুভাববলে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইল এবং একখানি, মহার্ঘ পল্যঙ্ক আনাইয়া তাহাতে শয্যা রচনা করিল। তাঁহারা বন্যফলমূলের পরিবর্ত্তে দিব্য অন্নপান ভোগ করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে নাগকন্যা গর্ভবতী হইল এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্রের নাম হইল সাগর ব্রহ্মদত্ত। সাগর ব্রহ্মদত্ত যখন পায়ে হাঁটিয়া চলিতে শিখিল, তখন নাগকন্যা এক কন্যাসন্তান প্রসব করিল। সমুদ্রতীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল বলিয়া এই কন্যার নাম হইল সমুদ্রজা। অতঃপর বারাণসীবাসি এক বনেচর ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। রাজপুত্র তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, সেও রাজপুত্রকে চিনিতে পারিল এবং সেখানে কয়েকদিন বাস করিয়া প্রস্থানকালে বলিয়া গেল, "রাজপুত্র, আপনি যে এখানে বাস করিতেছেন, আমি গিয়া রাজকুলে এই সংবাদ দিব।" এদিকে বারাণসীরাজের মৃত্যু হইয়াছিল। অমাত্যেরা তাঁহার ঊর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সপ্তমদিবসে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন "অরাজক রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয় ; রাজপুত্র কোথায় আছেন, তিনি এখন জীবিত কি মৃত, তাহা আমরা জানি না। অতএব পুষ্পরথ পাঠাইয়া রাজা নির্ব্বাচন করা হউক।" ঠিক এই সময়ে উক্ত বনেচর নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের এই কথোপকথন শুনিতে পাইল এবং তাঁহাদিগের নিকট গিয়া বলিল,

"আমি রাজপুত্রের সহিত তিন চারিদিন একত্র বাস করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।" এই সংবাদ শুনিয়া অমাত্যেরা তাহাকে পুরস্কার দিলেন, সে যে পথ দেখাইয়া চলিল, সেই পথে গিয়া রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অভ্যর্থিত হইয়া রাজার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেব, আপনি এখন রাজ্য গ্রহণ করুন।" রাজপুত্র নাগকন্যার মনোভাব পরীক্ষার জন্য তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, অমাত্যগণ আমার মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র উত্তোলন করিবার অভিপ্রায়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। চল যাই, উভয়েই দ্বাদশ যোজনবিস্তীর্ণ বারাণসীপুরীতে গিয়া রাজত্ব করি। সেখানে তুমি ষোড়শসহস্র রমণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা হইবে।" নাগকন্যা বলিল, "স্বামিন্, আমি যাইতে পারিব না।" "না পারিবার কারণ কি?" আমরা ঘোরবিষা ; হঠাৎ ক্রুদ্ধ হই ; সামান্য কারণেই আমাদের ক্রোধ জন্মে। ভার্য্যারা সপত্নীদিগের প্রতি স্বভাবতঃ রোষপরায়ণা। আমি যদি কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া রোষবশে কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে তৎক্ষণাৎ বুসামুষ্টির১ ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবে। এই কারণেই আমি যাইতে অসমর্থা।" রাজপুত্র পরদিনও নাগকন্যাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, নাগকন্যা বলিল, "আমি কিছুতেই যাইব না ; আমার পুত্র ও কন্যা কিন্তু নাগের সন্তান নয় ; আপনার ঔরসজাত বলিয়া ইহারা মনুষ্যজাতিভুক্ত ; আপনি যদি আমাকে স্নেহ করেন, তবে যেন সাবধানে ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ইহারা কিন্তু জলীয় ধাতুবিশিষ্ট এবং সুকুমারকায়। পথ চলিবার কালে বাতাতপে ক্লিষ্ট হইয়া ইহারা মারা যাইতে পারে। অতএব আপনি কাঠ খোদাই করাইয়া একটা ডোঙ্গা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করুন। উহা জলপূর্ণ করিয়া সন্তান দুইটীকে পথ চলিবার কালে তাহাতে কেলি করিতে দিবেন। রাজধানীতে গিয়াও পুরীর মধ্যে ইহাদের জন্য একটী পুষ্করিণী খনন করাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ইহারা কখনও ক্লান্ত হইবে না।" ইহা বলিয়া নাগকন্যা রাজপুত্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিল, সন্তান দুইটীকে আলিঙ্গন করিয়া স্তনান্তরে চাপিয়া ধরিল ও তাহাদের মস্তক চুম্বন করিল এবং তাহাদিগকে রাজপুত্রের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নাগভবনে চলিয়া গেল।

নাগকন্যার অন্তর্দ্ধানে রাজপুত্র বিষণ্ণ হইলেন ; তিনি সাশ্রুনয়নে বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং চক্ষু প্রোঞ্ছনপূর্ব্বক অমাত্যদিগের নিকটে গমন করিলেন। অমাত্যেরা সেখানেই তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিয়া বলিলেন, "দেব, চলুন, এখন আমাদের নগরে যাই।" রাজা বলিলেন, "তাহাই করা যাউক ; তোমরা একখানা ডোঙ্গা খোদাই করাইয়া গাড়ীতে তোল, উহা জলে পূর্ণ কর এবং ঐ জলে নানাবর্ণের সুগন্ধি ফুল ছড়াইয়া দাও ; কারণ আমার সন্তান দুইটী জলীয় ধাতু বিশিষ্ট ; তাহারা ঐ জলে কেলি করিয়া সুখী হইবে।" অমাত্যেরা রাজার আদেশমত সমস্ত করিলেন।

অতঃপর রাজা বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সুসজ্জিত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক ষোড়শসহস্র নর্ত্তকী রমণী ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া প্রাসাদের বলভীতে উপবেশন করিলেন। সেখানে তিনি এক সপ্তাহ কাল প্রচুর সুরাপানে অতিবাহিত করিলেন ; অতঃপর সন্তানদ্বয়ের জন্য তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করাইলেন। শিশুদুইটী প্রতিদিন সেখানে কেলি করিতে লাগিল।

একদিন লোকে যখন ঐ পুষ্করিণীতে জল প্রবেশ করাইতেছিল, সেই সময়ে জলের সহিত একটা কচ্ছপ উহার মধ্যে গিয়াছিল। সে বাহির হইবার পথ না পাইয়া পুষ্করিণীর তলদেশে লুকাইয়া রহিল। ইহার পর শিশু দুইটী যখন কেলি করিতে লাগিল, তখন সে উঠিয়া জলের উপর মাথা তুলল এবং তাহাদিগকে দেখিবামাত্র আবার ডুব দিয়া অদৃশ্য হইল। শিশুরা তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইল। তাহারা পিতার নিকটে গিয়া বলিল, "বাবা, পুষ্করিণীর মধ্যে একটা যক্ষ আছে ; সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে।" রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও, যক্ষটাকে ধর গিয়া।" তাহারা জাল ফেলিয়া কচ্ছপটাকে ধরিল এবং রাজাকে দেখাইল। শিশু দুইটী চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, এটা পিশাচ।"

পুত্রস্নেহশীল রাজা কচ্ছপের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "ইহাকে অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দাও।" ভৃত্যদের কেহ কেহ বলিল, "এটা রাজার শত্রু। ইহাকে উদুখলে ফেলিয়া মূষলের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করা কর্ত্তব্য।" কেহ কেহ বলিল, "এটাকে তিন প্রকার পাকে রান্ধিয়া খাওয়া যাউক।"[১] কেহ কেহ বলিল, "এটাকে জ্বলন্ত অঙ্গারে দগ্ধ করা উচিত, " কেহ কেহ বলিল "এটাকে একটা কটাহে ফেলিয়া পাক করা যাউক।" একজন অমাত্য জল ভয় করিতেন ; তিনি বলিলেন, "এটাকে যমুনার আবর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ; সেখানে এ নিশ্চয় মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কোন দণ্ডই ইহা অপেক্ষা কঠোরতর হইতে পারে না।" তাঁহার কথা শুনিয়া কচ্ছপ মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক বলিল, "ওগো, মহাশয়গণ, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনারা আমার জন্য এইরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন? আমি অন্য দণ্ড সহ্য করিতে পারি ; কিন্তু আপনারা শেষে যে দণ্ডের কথা বলিলেন, তাহা যে বড়ই কঠোর। দোহাই আপনাদের; আপনারা এরূপ দণ্ডের নামটী পর্য্যন্ত করিবেন না।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তবে ইহাকে এই দণ্ড দেওয়াই আবশ্যক।" তখন তাঁহার আদেশে লোকে কচ্ছপটাকে যমুনার আবর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিল। একটা জলপ্রবাহ নাগভবনের দিকে ছুটিতেছিল ; কচ্ছপ তাহা পাইয়া নাগালয়ে উপনীত হইল। ধৃতরাষ্ট্র নাগরাজের পুত্রকন্যাগণ ঐ জলপ্রবাহে কেলি করিতেছিল ; তাহারা কচ্ছপকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ধর ত ঐ দাসটাকে।" কচ্ছপ ভাবিল, 'অহো, আমি বারণসীরাজের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এখন কি না এই সকল নিষ্ঠুরস্বভাব নাগদিগের হাতে পড়িলাম! কি উপায়ে এখন উদ্ধার পাইব?' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে ভাবিল, 'বেশ একটা উপায় আছে।' সে মিথ্যা করিয়া বলিল, "তোমরা নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পার্শ্বচর হইয়া কেন এমন দুর্ব্বাক্য বলিতেছ? আমার নাম চিত্রচূড় কচ্ছপ। আমি বারণসীরাজের দূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়াছি। আমাদের রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার কন্যা দান করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা আমাকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎকার করাও।" কচ্ছপের কথায় নাগদিগের মন নরম হইল ; তাহারা উহাকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে লইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন, "তাহাকে এখানে আনয়ন কর।" কচ্ছপকে দেখিয়া কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত হইলেন ; তিনি বলিলেন, "যাহারা ঈদৃশ কদাকার ও ক্ষুদ্রকায়, তাহারা কি কখনও দৌত্য সম্পাদন করিতে পারে?" কচ্ছপ বলিল, "রাজারা কি তবে তালপ্রমাণ দেহ খুঁজিয়া দূত নিযুক্ত করিবেন? ক্ষুদ্রকায়ই হউক, আর মহাকায়ই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না ; কর্ম্মসম্পান করিবার সামর্থ্যই হইতেছে মূল কথা। মহারাজ, আমাদের রাজার বহুদূত আছে ; — মনুষ্যদূতেরা স্থলে, পক্ষিদূতেরা আকাশে এবং আমি জলে তাঁহার কার্য্যসম্পাদনে নিরত। আমি বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত এবং রাজার প্রিয়পাত্র। আমার নাম চিত্রচূড়। অতএব, মহারাজ, উপহাস করিবেন না।' কচ্ছপ এইরূপ আত্মগুণ বর্ণনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা তোমাকে কি অভিপ্রায়ে পাঠাইয়াছেন?" "মহারাজ, রাজা বলিয়াছেন, আমি জম্বুদ্বীপের সকল রাজার সহিত মিত্রতা-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি। এখন নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা করিবার উদ্দেশ্যে আমার কন্যা সমুদ্রজাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব।" এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্যই তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি কালক্ষেপ না করিয়া আমার সঙ্গেই আপনার বিশ্বস্ত নাগদিগকে প্রেরণ করুন এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া রাজকন্যার পতি হউন।

কচ্ছপের কথায় ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হইলেন ; তিনি উহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং উহার সঙ্গে যাইবার জন্য চারিজন নাগযুবক পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "তোমরা গিয়া রাজার আদেশ শুনিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আইস।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া কচ্ছপকে লইয়া নাগভবন হইতে প্রস্থান করিল। যমুনা ও বারণসীর অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশে একটা পদ্মসরোবর ছিল। তাহা দেখিয়া কচ্ছপ কোন একটা উপায়ে পলায়ন করিবার ইচ্ছায় বলিল, "ওহে নাগমাণবকগণ, আমাদের রাজা, রাজপুত্র ও রাজমহিষীগণ

১। "তীহি পাকেহি পাচন্তা" — ইংরাজী অনুবাদে ইহার অর্থ করা হইয়াছে "cooking it three times over" অর্থাৎ তিনবার রান্ধিয়া। তিনবার রান্ধিবার প্রয়োজন কি? আমার বোধ হয়, কতক পোড়াইয়া, কতক ভাজিয়া, কতক দিয়া সূপশাকাদি পক্ব করিয়া, এইরূপ অর্থ সুসঙ্গত হয়।

আমাকে জল হইতে উঠিয়া রাজভবনে যাইতে দেখিয়া বলিয়া থাকেন, "আমাদিগকে পদ্ম দাও, বিসমূল দাও।" অতএব আমি তাঁহাদের জন্য এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব। তোমরা আমাকে এখানে ছাড়িয়া দাও ; আমার সঙ্গে পথে আর দেখা না হইলেও তোমরা অগ্রে গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকার কর ; আমাকে সেখানেই দেখিতে পাইবে।" নাগযুবকগণ কচ্ছপের কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল ; সে তৎক্ষণাৎ জলে ডুব দিয়া রহিল।

নাগবালকেরা কচ্ছপকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিল, 'বোধ হয়, সে রাজার নিকটেই গিয়াছে।' তাহারা মানববালকের বেশে রাজার সকাশে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?" তাহারা বলিল, "আমরা নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে আসিতেছি।" "কি উদ্দেশ্যে?" "মহারাজ, আমরা তাঁহার দূত ; তিনি আপনার অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি যাহা চান, তিনি আপনাকে তাহাই দিবেন ; আপনি আপনার কন্যা সমুদ্রজাকে আমাদের রাজার পাদচারিকা করুন।

১। ধৃতরাষ্ট্র নাগরাজ ; — প্রাসাদে তাঁহার আছে, যতেক রতন
সমস্তই পাবে তুমি ; নিজ দুহিতায় কর তাঁহারে অর্পণ।"

ইহা শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাথা বলিলেন ঃ—

২। নাগকুলে কন্যা দান, করে নি কস্মিন্‌কালে এ কুলের কোন নরপতি ;
অসঙ্গত এ বিবাহ ; কি প্রকারে বল, শুনি, দিব আমি ইহাতে সম্মতি?

রাজার উত্তর শুনিয়া নাগবালকেরা বলিল, "যদি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন আপনি অশ্লাঘাকর মনে করেন, তবে আপনার পরিচারক চিত্রচূড়নামক কচ্ছপের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন কেন যে, তাঁহাকে আপনার সমুদ্রজানাম্নী কন্যা দান করিবেন? এইরূপে দূত পাঠাইয়া এখন আমাদের রাজার অবমাননা করিলে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা আমরা দেখিয়া লইব।' ইহা বলিয়া তাহারা দুইটী গাথায় রাজাকে তর্জ্জন করিল ঃ—

৩। হারাইবে প্রাণ, নৃপ ; এ বিশাল রাজ্য তব নিশ্চয় হইবে ছারখার ;
ক্রুদ্ধ হ'লে নাগগণ অচিরে বিনষ্ট হয় নর যারা সদৃশ তোমার।
৪। ঋদ্ধিহীন নর তুমি ; কি সাহসে কর তবু যামুন নাগের অপমান?[1]
বরুণের পুত্র তিনি, নাগকুল-অধিপতি, ত্রিলোকবিখ্যাত ঋদ্ধিমান্।

ইহার উত্তরে রাজা দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

৫। ধৃতরাষ্ট্র যশোবান্ ; নাগকুল-অধীশ্বর জানি আমি তাহা বিলক্ষণ ;
বুঝেছ তোমরা ভুল ; অপমান আমি তাঁর করিতে কি পারি হে কখন?
৬। অসীম তাঁহার ঋদ্ধি ; তথাপি উরগ তিনি ; সমুদ্রজা উচ্চকুল-জাতা ;
বিদেহ ক্ষত্রিয়কুলে[2] জন্ম যার, তার পক্ষে সর্প অতি অযোগ্য সর্ব্বথা।

রাজার কথায় নাগবালকদিগের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে সেইখানেই নাসাবাত দ্বারা নিহত করে; কিন্তু তাহারা ভাবিল, 'আমরা বিবাহের দিন স্থির করিতে আসিয়াছি। আমাদের পক্ষে এই রাজার প্রাণসংহার করিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসঙ্গত। গিয়া আমাদের রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ; তাহার পর যাহা করিতে হয়, বুঝা যাইবে।' তাহারা মনে মনে এই কথা স্থির করিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইল এবং ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গেল। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, তোমরা রাজকন্যাকে লাভ করিতে পারিলে কি? তাহারা ক্রোধবশে উত্তর দিল, "মহারাজ, আপনি আমাদিগকে অকারণ কেন যেখানে সেখানে প্রেরণ করেন? যদি আমাদিগকে প্রাণে মারিতে চান, তবে এখনই মারুন না কেন? সে রাজা আপনাকে গালি দিল, নিন্দা করিল, জাত্যভিমানবশতঃ সে নিজের কন্যাকে স্বর্গে তুলিতে চায়।" ফলতঃ বারণসীরাজ

১। ধৃতরাষ্ট্র নাগ যমুনার জাত বলিয়া যামুন (যামুনেয়) নামে বর্ণিত। ললিতবিস্তরে, বরুণকে 'নাগরাজ' বলা হইয়াছে।
২। বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মদত্ত বারাণসীর রাজা হইলেও বিদেহ-কুলজাত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন।

যাহা বলিয়াছিলেন এবং যাহা না বলিয়া ছিলেন, তাহারা এমন ভাবে সাজাইয়া গুজাইয়া নাগরাজকে নানা কথা শুনাইল যে, তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজের অনুচরদিগকে সমবেত করিবার আজ্ঞা দিলেন ঃ—

৭। কম্বলাশ্বতর-আদি[1] যেখানে যে আছে নাগ, অবিলম্বে করুক উত্থান ;
যা'ক ত্বরা কাশীধামে ; কিন্তু সেথা কভু যেন করো না ক বধ কার(ও) প্রাণ।

ইহা শুনিয়া নাগেরা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি মানুষ বধ না করিতে পারি, তবে সেখানে গিয়া কি করিব?" 'তোমরা গিয়া এই কর, আমি গিয়া এই করিব,' ইহা বুঝাইবার জন্য নাগরাজ দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

৮। লোকের আলয়ে, পথে, জলাশয়ে, বৃক্ষাগ্রে, তোরণে হ'য়ে প্রলম্বিত,
বিস্তারি বিশাল নিজ নিজ দেহ করুক সকলে ফণ উত্তোলিত।
৯। আমি গিয়া নিজে এই সর্ব্বশ্বেত শরীরের ভোগে সপ্তধাবেষ্টন
করি সুবিশাল বারণসীপুরী ; দেখি মহাভয় পাবে সর্ব্বজন।

নাগগণ তাহাই করিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,
১০। শুনি এ আদেশ নাগ নানাবিধ বারাণসীধামে করিল প্রয়াণ,
নাগেশের আজ্ঞা স্মরি কিন্তু তারা দন্তাঘাতে কার(ও) না বধিল প্রাণ।
১১। লোকের আলয়ে, পথে জলাশয়ে, বৃক্ষাগ্রে, তোরণে হ'য়ে প্রলম্বিত,
বিস্তারি বিশাল নিজ নিজ দেহ করিল সবায় ভয়ে কম্পান্বিত।
১২। ফণ তুলি সাপ, করে ফোঁস, ফোঁস, দেখি মহাভয় পায় নারীগণ,
কান্দে উচ্চৈঃস্বরে বার বার তারা, বলে, "এই বার গেল রে জীবন।"
১৩। বারণসীবাসি পেয়ে মহাভয় কাতরবচনে বাহু তুলি কয়,
এখনি দুহিতা করি সম্প্রদান নাগেশে প্রসন্ন কর, মহাশয়।

রাজা শুইয়া শুইয়া নগরবাসীদিগের এবং নিজের ভার্য্যাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন ; এদিকে সেই নাগমাণবকচতুষ্টয়ও তাঁহাকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। কাজেই তিনি মরণভয়ে তিনবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমার কন্যা সমুদ্রজাকে ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করিব।" ইহা শুনিয়া সমস্ত নাগ গব্যূতিপ্রমাণ স্থান হটিয়া গেল এবং সেখানে দেবপুরীর ন্যায় একটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারা এই পুরী হইতে রাজার নিকট উপহার প্রেরণ করিল এবং তাঁহাকে কন্যা পাঠাইতে বলিল। রাজা নাগরাজের উপহার গ্রহণ করিলেন এবং যাহারা উহা আনয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যাও ; আমি অমাত্যদিগকে সঙ্গে দিয়া কন্যা পাঠাইতেছি।" অনন্তর তিনি কন্যাকে ডাকাইয়া তাহাকে লইয়া প্রসাদের উপর উঠিলেন এবং জানালা খুলিয়া বলিলেন, "মা, ঐ যে সুন্দর নগর দেখিতেছ, তুমি নাকি উহার একজন রাজার অগ্রমহিষী হইবে। ঐ নগর বেশী দূরে নয় ; চিত্তের উৎকণ্ঠা জন্মিলে অক্লেশেই তুমি এখানে আসিতে পারিবে। এখন ঐ নগরে গমন কর।" কন্যাকে এইরূপে বুঝাইয়া তিনি তাঁহার মস্তক ধৌত করাইলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিধ অলঙ্কার পরাইলেন। নাগবরগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক মহাসমারোহে রাজকন্যার অভ্যর্থনা করিলেন। অমাত্যেরা নগরে প্রবেশ করিয়া নাগরাজকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং প্রচুর ধন পাইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

নাগেরা রাজকন্যাকে প্রাসাদে তুলিয়া অলঙ্কৃত দিব্যশয্যায় শয়ন করাইল ; নাগকন্যাগণ সেই সময়েই কুব্জাদির রূপ ধারণপূর্ব্বক মনুষ্যপরিচারিকার ন্যায় তাঁহার সেবায় নিরত হইল। রাজকন্যা দিব্যশয্যায়

১। বুঝিতে হইবে যে, কম্বল, অশ্বতর, পর্ভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাগজাতির নাম।

শয়ন করিয়া দিব্যস্পর্শের প্রভাবে অবিলম্বে নিদ্রিত হইলেন ; ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে লইয়া নাগপরিজনসহ সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নাগলোকে চলিয়া গেলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রাজকন্যা অলঙ্কৃত দিব্যশয্যা, সুবর্ণমণিময় রমণীয় উদ্যান ও পুষ্করিণী এবং দেবপুরীর ন্যায় মনোহর নাগভবন দেখিয়া কুব্জাদি পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নগর অতীব অলঙ্কৃত ; ইহা আমাদের নগরের ন্যায় নহে; এ নগর কাহার?" তাহারা বলিল, "দেবি, এই নগর আপনার স্বামীর সম্পত্তি ; যাহারা অল্পপূণ্য, তাহারা এরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না। মহাপুণ্যের ফলেই ইহা ভোগ করা যায়।" এদিকে ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চশতযোজন ব্যাপী নাগলোকের সর্ব্বত্র ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন, "যদি কেহ সমুদ্রজার সম্মুখে সর্পরূপে দেখা দেয়, তবে তাহার কঠোর দণ্ড হইবে।" এই আদেশবশতঃ নাগদিগের কাহারও সমুদ্রজাকে সর্পরূপে দেখা দিতে সামর্থ্য রহিল না। সমুদ্রজা ভাবিলেন : 'আমি মনুষ্যলোকেই আছি'; এবং এই বিশ্বাসে পতির সহিত পরমসম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

নগরখণ্ড সমাপ্ত

(২)

কালসহকারে ধৃতরাষ্ট্রের নবীনা মহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং একটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুটীর সুন্দর রূপ দেখিয়া তাহার নাম রাখা হইল সুদর্শন। ইহার পর তাঁহার আর এক পুত্র জন্মিল ; তাহার নাম হইল দত্ত[১]। পুনর্ব্বার আর একটী পুত্র জন্মিল ; তাহার নাম হইল সুভগ। শেষে আরও একটী পুত্র জন্মিল ; তাহার নাম হইল অরিষ্ট। পর পর চারিটী পুত্র প্রসব করিয়াও সমুদ্রজা জানিতে পারিলেন না যে, তিনি নাগভবনে আছেন। অনন্তর কেহ কেহ অরিষ্টকে বলিল যে, তাহার মাতা নাগী নহেন। ইহা সত্য কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য অরিষ্ট একদিন স্তন্যপানকালে সর্পশরীর গ্রহণ করিয়া লাঙ্গুল দ্বারা মাতার পাদপৃষ্ঠে আঘাত করিল। সমুদ্রজা তাহার সর্পদেহ দেখিয়া মহাভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং অরিষ্টকে ভূতলে ফেলিয়া নখদ্বারা তাহার একটা চক্ষুতে খোঁচা দিলেন। চক্ষুর ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইল। এদিকে, সমুদ্রজার চীৎকার শুনিয়া নাগরাজ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অরিষ্টের কৃতকার্য্যের কথা শুনিয়া "ধর্ ত দাসটাকে ; এখনই উহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া দি" এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া গেলেন। নাগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া সমুদ্রজা পুত্রস্নেহবশতঃ বলিলেন, "স্বামিন্! বাছার একটা চক্ষু বিদ্ধ হইয়াছে ; উহাকে ক্ষমা করুন।" তিনি এই কথা বলিলে নাগরাজ ভাবিলেন, 'তবে আমি আর কি করিতে পারি?' তিনি অরিষ্টের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। সমুদ্রজা ঐদিন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নাগভবনে আছেন। এই সময় হইতে অরিষ্টের নাম হইল কাণারিষ্ট।

কালক্রমে নাগরাজের পুত্র চারিটী প্রাপ্তবয়স্ক এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ক্ষম হইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে শতযোজনব্যাপী এক একটা রাজ্যাংশ দান করিলেন। কুমারেরা ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে লাগিলেন; ষোড়শসহস্র নাগকন্যা তাঁহাদের প্রত্যেকের পরিচর্য্যায় রত হইল। তাঁহাদের পিতার রাজ্যের পরিমাণ এখন মাত্র এক শত যোজন হইল। কুমারদিগের মধ্যে তিনজন প্রতিমাসে একবার মাতাপিতাকে দেখিতে যাইতেন। বোধিসত্ত্ব কিন্তু প্রতিপক্ষে একবার যাইতেন, নাগলোকে কোন কঠিন প্রশ্ন উঠিলে তাহার সমাধান করিতেন, পিতার সঙ্গে বিরূপাক্ষ[২] মহারাজকে অভিবাদন করিতে যাইতেন ; তাঁহার সমক্ষে কোন প্রশ্ন উঠিলেও তাহার মীমাংসা করিতেন। একদিন বিরূপাক্ষ নাগপরিষৎ সঙ্গে লইয়া ত্রিদশালয়ে গমনপূর্ব্বক শক্রকে বন্দনা করিয়া সভাসীন হইয়াছেন, এমন সময়ে দেবতাদিগের মধ্যে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইল।

১। 'দত্ত' নামক নাগরাজপুত্রই বোধিসত্ত্ব।

২। বিরূপাক্ষ — ইনি চতুর্মহারাজের অন্যতম। ১ম খণ্ডে ৭০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

উৎকৃষ্ট পল্যঙ্কাধিষ্ঠিত বোধিসত্ত্ব ব্যতীত আর কেহই তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে প্রীত হইয়া দেবরাজ দিব্যগন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং বলিলেন, "দত্ত, তোমার প্রজ্ঞা পৃথিবীর ন্যায় বিপুলা ; অতএব এখন হইতে তোমার নাম হউক ভূরিদত্ত।" এইরূপে, দেবরাজের নির্দেশমত, দত্ত 'ভূরিদত্ত' আখ্যা লাভ করিলেন।

অতঃপর ভূরিদত্ত শক্রের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দেবলোকে যাইতে লাগিলেন। সেখানে অলঙ্কৃত বৈজয়ন্ত প্রাসাদ, দেবতা ও অপ্সরোগণপরিকীর্ণ শক্রপুরী এবং শক্রের প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিনি দেবলোকলাভের স্পৃহা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মণ্ডুকভক্ষ্যনাগজীবনে কি ফল? আমি নাগলোকে গিয়া পোষধব্রত পালন করিব এবং যাহাতে এই দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করিতে পারি, তাহার জন্য যত্নবান্ হইব।' মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া ভূরিদত্ত নাগলোকে ফিরিয়া মাতাপিতাকে বলিলেন, "আমি পোষধব্রত পালন করিতে চাই।" তাঁহারা বলিলেন, "বৎস, ইহা অতি সাধুসঙ্কল্প ; কিন্তু বাহিরে না গিয়া এই নাগালয়েরই কোন নিভৃত বিমানে ব্রতপরায়ণ হও। বাহিরে গেলে নাগদিগের মহাবিপদের আশঙ্কা।" ভূরিদত্ত 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিবার অঙ্গীকার করিলেন। তিনি নাগলোকেরই একটী অধিবাসিহীন বিমানে পোষধব্রতপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেখানে নাগকন্যাগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। এই জন্য তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নাগলোকে বাস করিলে তাঁহার ব্রত সফল হইবে না। কাজেই তিনি মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধী হইতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু পাছে তাঁহার মাতাপিতা বারণ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাদিগকে কিছু জানাইলেন না ; কেবল নিজের ভার্য্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমি মনুষ্যলোকে যাইতেছি। সেখানে যমুনাতীরে একটা বিশাল ন্যগ্রোধ তরু আছে। তাহার অদূরে একটা বল্মীকের উপরি দেহ কুণ্ডলিত করিয়া আমি চতুরঙ্গসমন্বিত পোষধ[1] অবলম্বনপূর্ব্বক শুইয়া শুইয়া ব্রত পালন করিব। সমস্ত রাত্রি এইরূপে পোষধ পালন করিতে করিতে যখন সূর্য্যোদয় হইবে, তখন প্রতিবারে তোমার দশ দশ জন পরিচারিকা যেন বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয় ; আমাকে গন্ধ ও পুষ্পদ্বারা পূজা করে এবং গান করিয়া ও নৃত্য করিয়া আমাকে লইয়া নাগভবনে ফিরিয়া আসে।" ভার্য্যাকে ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বল্মীকাগ্রে কুণ্ডলিত দেহে চতুরঙ্গসমন্বিত পোষধব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেহটী লাঙ্গলশীর্ষপ্রমাণ[2] হইল। তিনি বলিলেন, "যে আমার চর্ম্ম, বা স্নায়ু, বা অস্থি, বা রুধির চায়, সে তাহা গ্রহণ করুক।"

বোধিসত্ত্ব বল্মীকাগ্রে শয়ন করিয়া রাত্রিকালে পোষধ পালন করিতেন, এবং পর দিন অরুণোদয়কালে নাগকন্যারা গিয়া পূর্ব্বনির্দ্দেশমত কার্য্যসম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে নাগলোকে লইয়া যাইত। তিনি বহুকাল এই নিয়মে পোষধ পালন করিলেন।

পোষধখণ্ড সমাপ্ত

১। চতুরঙ্গসমন্বিত পোষধ কি? চতুর্থখণ্ডে সুরুচি-জাতকে (৪৮৯) অষ্টাঙ্গ পোষধের উল্লেখ আছে — তাহার অর্থ এই যে, পোষধী অষ্টশীল পালন করেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম্মধ্বজ-জাতকে (২২০) চতুর্ব্বিধ উৎকৃষ্ট গুণের বর্ণনা আছে — অসূয়াত্যাগ, মদাত্যাগ, আসক্তিত্যাগ ও ক্রোধত্যাগ। বিদুরপণ্ডিত-জাতকের (৫৪৫) প্রথমে ইন্দ্রাদি চারি জনের যে পোষধের কথা আছে, তাহাতেও চতুরঙ্গ পোষধের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থখণ্ডে চতুপ্পোষথিক নামক (৪৪১) একটী জাতক আছে; কিন্তু উহাতে কোন আখ্যায়িকা নাই ; "পূর্ণক" নামক একটী জাতকের উপর বরাত দেওয়া আছে। জাতকার্থবর্ণনায় কিন্তু পূর্ণকনামক কোন জাতক পাওয়া যায় না।

২। 'নাঙ্গলসীসমত্তং'। 'নাঙ্গুলসীসমত্তং' এই পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ হয়, তাঁহার দেহটী এত ছোট করিলেন যে, উহাতে যেন কেবল মাথাটা ও লেজটা থাকিল।

(৩)

তৎকালে বারাণসী নগরের দ্বারসন্নিহিত কোন গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ সোমদত্ত-নামক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বনে যাইত, শূল, যন্ত্র, পাশ বাগুরা ইত্যাদি খাটাইয়া মৃগ বধ করিত, বাঁকে তুলিয়া সকল মৃগের মাংস নগরে লইয়া যাইত এবং তাহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন একটা গোধার শাবক পর্য্যন্ত মারিতে না পারিয়া পুত্রকে বলিল, "বৎস সোমদত্ত, যদি খালি হাতে ফিরিয়া যাই, তোর মা ত তবে চটিয়া লাল হইবে। দেখা যাউক; যা কিছু পাই, লইয়া যাইতে হইবে।" ইহা বলিয়া সে বোধিসত্ত্বের পোষধস্থান সেই বল্মীকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং যে সকল মৃগ জলপানের জন্য যমুনায় অবতরণ করিত, তাহাদের পদচিহ্ন দেখিয়া বলিল, "বৎস, মৃগদিগের চলিবার পথ দেখা যাইতেছে; তুই ফিরিয়া দাঁড়া; কোন মৃগ জল পান করিতে আসিলে আমি তাহাকে বিদ্ধ করিব।" ইহা বলিয়া সে ধনু লইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া মৃগ আসে কি না, দেখিতে লাগিল। অনন্তর, সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা মৃগ জল পান করিতে আসিল; ব্রাহ্মণ তাহাকে শরবিদ্ধ করিল; মৃগটা কিন্তু সেখানেই পড়িয়া গেল না; শরাঘাতে ব্যথা পাইয়া পলাইতে লাগিল; তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিল; পিতাপুত্র উভয়েই তাহার অনুধাবন করিল; শেষে মৃগটা যখন অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল, তখন তাহারা উহার মাংস লইয়া বনের বাহির হইল। তাহারা যখন সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষের নিকটে পৌঁছিল, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল। তাহারা বলিল, "এ অসময়ে ত আর অগ্রসর হওয়া যায় না; রাত্রিটা এখানেই থাকা যাউক।" তাহারা মাংসগুলি এক স্থানে রাখিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং উহার বিটপান্তরে শুইয়া রহিল।

প্রভাতে ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে মৃগের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইল; এমন সময় নাগকন্যারা আসিয়া বোধিসত্ত্বের জন্য পুষ্পাসন সজ্জিত করিল ; বোধিসত্ত্ব সর্পদেহ পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বাভরণবিভূষিত দিব্যদেহ ধারণ করিলেন, এবং ঐ আসনে শক্রলীলায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন নাগকন্যারা গন্ধমালা দিয়া তাঁহার পূজা করিল এবং দিব্য তূর্য্যধ্বনিসহকারে নৃত্যগীত করিতে লাগিল। ঐ শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "এ লোকটা কে রে? ইহার পরিচয় জানিতে হইতেছে"। সে পুত্রকে বলিল, "ওঠ্, বাবা।" কিন্তু ইহা বলিয়াও সে তাহাকে জাগাইতে পারিল না; বলিল "থাকুক শুয়ে; বোধ হয় বড় ক্লান্ত হইয়াছে; আমিই গিয়া পরিচয় লই।" সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল, এবং বোধিসত্ত্বের নিকটে গেল। তাহাকে দেখিয়া নাগকন্যারা বাদ্যযন্ত্রাদিসহ ভূগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক নাগভবনে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব সেখানে একাকী রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইটী গাথায় প্রশ্ন করিল ঃ—

১৪। ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ কে হে তুমি আছ বসি
কুসুমোপহার-বিভূষিত এই বনে?
লোহিত বরণ তব নয়নযুগল হেরি
বড়ই বিস্ময় মোর উপজিছে মনে।
সুন্দর বসন পরা, সুবর্ণ কেয়ূর ধরা
দশটী রমণী তব নিরত সেবায়;
কে তুমি? কি নাম ধর? কোথায় বসতি কর?
সত্য করি দাও মোরে আত্মপরিচয়।

১৫। কে হে তুমি, মহাবাহু, রয়েছ এ বনে বসি
উজলিয়া দশ দিক্, উজলে যেমন
ঘৃতের আহুতি পেয়ে দীপ্ত হুতাশন।
মহেশাখ্য[১] দেব তুমি কিংবা অন্য কোন দেব?
কিংবা কোন নাগরাজ মহাঋদ্ধিমান্?
বল সত্য; কর আত্মপরিচয় দান।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি শক্রাদি দেবতাদিগের মধ্যে একজন, এইরূপ আত্মপরিচয় দিলেও ব্রাহ্মণ তাহা বিশ্বাস করিবে; কিন্তু আজ আমাকে সত্যই বলিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া, তিনি যে নাগ, এই পরিচয় দিবার জন্য বলিলেন,

১। মহেসক্খ — মহা + ঈশ + আখ্যা; মহাকীর্ত্তিসম্পন্ন।

১৬। নাগ আমি ঋদ্ধিমান্, তেজস্বী দুরতিক্রম,
ক্রুদ্ধ হয়ে দংশি যদি, বিষে তৎক্ষণাৎ
সুসমৃদ্ধ জনপদ হয় ভস্মসাৎ।

১৭। সমুদ্রজা মাতা মোর; ধৃতরাষ্ট্র জন্মদাতা;
অগ্রজ আমার নাগবর সুদর্শন;
ভূরিদত্ত নাম মোর জানে সর্ব্বজন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব আবার ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ কোপন ও পরুষ; হয়ত এ কোন অহিতুণ্ডিককে সংবাদ দিয়া আমার পোষধকর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটাইবে। অতএব নাগভবনে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে ইহার আদর অভ্যর্থনা করা যাউক এবং ইহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দেওয়া যাউক; এই উপায়ে আমার পোষধব্রত অব্যাহত থাকিবে।' মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "নাগভবন রমণীয় স্থান; চল, সেখানে তুমি মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইবে এবং প্রচুর ধনরত্ন উপহার পাইবে।" ব্রাহ্মণ বলিল, "প্রভো; আমার একটী পুত্র আছে; সেও যদি সঙ্গে যায়, তবে যাইতে পারি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন; "যাও, তোমার পুত্রকে লইয়া আইস।" অনন্তর তিনি দুইটী গাথায় নাগভবন বর্ণন করিলেন ঃ—

১৮। ঐ যে যমুনাগর্ভে অতি ভয়ানক দেখিতেছ সদাবর্ত্ত হ্রদ নীলোদক,
দিব্য মম বাসস্থান উহার(ই) ভিতরে; বহু বহু নাগ তথা সুখে বাস করে।

১৯। অরণ্যের মাঝে হের, কি শোভা সুন্দর নীলাম্বুবাহিনী এই নদী যমুনার;
ময়ূর ক্রৌঞ্চের নাদে তট নিনাদিত; পশ এ নদীর গর্ভে না হইয়া ভীত।
ধার্ম্মিক যাঁহারা, সাধুব্রত-পরায়ণ, না হন তাঁহারা কভু অশিবভাজন।

ব্রাহ্মণ গিয়া পুত্রকে এই সকল কথা বলিল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মহাসত্ত্বের নিকট ফিরিল। মহাসত্ত্ব তাহাদের দুই জনকেই লইয়া যমুনাতীরে গমন করিলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন,

২০। সঙ্গে লয়ে পুত্র আর অনুচরগণ নাগালয়ে যবে তুমি করিবে গমন,
সর্ব্ব কাম্যবস্তু দিয়া পূজিব তোমায়; থাকিবে পরমসুখে ব্রাহ্মণ সেথায়।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব পিতাপুত্র উভয়কেই নিজ অনুভাববলে নাগভবনে লইয়া গেলেন। তাহারা সেখানে দিব্যভাব প্রাপ্ত হইল; মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে দিব্যসম্পত্তি প্রদান করিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের পরিচর্য্যার জন্য চারিসহস্র নাগকন্যা নিয়োজিত করিয়া দিলেন; তাহারা সেখানে মহাসম্পত্তি লাভ করিল। বোধিসত্ত্ব অপ্রমত্তভাবে পোষধকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন; তিনি প্রতিপক্ষে মাতাপিতার চরণ দর্শন করিতে যাইতেন; সেখানে ধর্ম্মকথা বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফিরিতেন, তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেন 'তোমার যাহা আবশ্যক হয়, তাহাই আদেশ করিবে। তুমি অনুৎকণ্ঠিত মনে সুখ ভোগ কর।" অতঃপর সোমদত্তকেও অভিবাদনপূর্ব্বক তিনি নিজালয়ে ফিরিতেন।

ব্রাহ্মণ নাগালয়ে এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত করিল। অতঃপর পুণ্যক্ষয়বশতঃ তাহার মনে উৎকণ্ঠা জন্মিল; সে নরলোকে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইল; তাহার নিকট নাগভবন নরকবৎ, অলঙ্কৃত প্রাসাদ কারাগারবৎ, অলঙ্কৃতা নাগকন্যাগণ যক্ষীবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে ভাবিল, 'আমি ত বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; একবার সোমদত্তের মন পরীক্ষা করিয়া দেখি।' সে সোমদত্তের নিকট গিয়া বলিল, "বৎস, তোমার মনে উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে কি?" সোমদত্ত বলিল, "উৎকণ্ঠিত হইব কেন? আপনি বুঝি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন?" "হাঁ বৎস; আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" "ইহার কারণ কি?" "তোমার মাতার ও সহোদরসহোদরার অদর্শনবশতঃ। চল, বৎস সোমদত্ত; আমরা নরলোকে ফিরিয়া যাই।" "না, বাবা, আমি যাইব না।" কিন্তু ব্রাহ্মণ ভাবিল, "পুত্রের ত মন পাইলাম; কিন্তু ভূরিদত্তকে যদি বলি যে, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তবে সে আমার আদর যত্ন আরও বেশী করিবে; তখন ত আমার যাওয়া ঘটিবে না। তবে একটা উপায় আছে। আমি নাগলোকের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি এরূপ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধ পালন কর, ইহার কারণ কি?' সে উত্তর দিবে, 'স্বর্গলাভের জন্য।' আমি বলিব, 'তুমি যখন ঈদৃশ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভের জন্য পোষধ পালন কর, তখন

আমাদের পক্ষে ত এই ব্রত আরও যত্নের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য, কেন না আমরা এত কাল প্রাণিহত্যা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। অতএব আমিও মনুষ্যলোকে গিয়া জ্ঞাতিগণের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যধর্ম্মপালনে রত হইব।' ভূরিদত্তকে এই অভিপ্রায় জানাইলে সে আমার নরলোকে প্রতিগমন অনুমোদন করিবে।'' ব্রাহ্মণ এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিল। অতঃপর একদিন ভূরিদত্ত তাহার নিকটে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ''ব্রাহ্মণ, তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ কি'', তখন সে উত্তর দিল, ''আমাদের যাহা কিছু আবশ্যক, আপনার অনুগ্রহে তাহার কিছুরই অভাব নাই।'' অনন্তর নরলোকে ফিরিবার ইচ্ছা গোপন করিয়া সে প্রথমে নাগলোকের শোভা বর্ণন করিতে লাগিল ঃ—

২১। সর্ব্বস্থানে সমতল ভূতল এখানে
নয়নের অভিরাম হরিৎ শাদ্বলে
আচ্ছাদিত; কোথাও বা উজ্জ্বল লোহিত
ইন্দ্রগোপে[১] শোভা এর হয়েছে বর্দ্ধিত।
তগরের পুষ্পরাজি রাজে মনোহর।

২২। কুঞ্জে কুঞ্জে রম্য চৈত্য, সরোবর সব,
পঙ্কজ পুষ্পের বৃন্তচ্যুত পত্রগুলি
ঢাকিয়া রেখেছে স্বচ্ছ সলিল যাদের;
মধুর কূজনে সেথা কল হংসগণ
করিতেছে কর্ণে সদা সুধা বরষণ।

২৩। সুগঠিত অষ্টকোণ বৈদূর্য্যনির্ম্মিত
শোভিতেছে স্তম্ভরাজি কিবা মনোহর
ঈদৃশ সহস্র স্তম্ভে প্রত্যেক প্রাসাদ
হয়েছে গঠিত হেথা; এ নাগভবন
উজলিছে দিব্যাঙ্গনালাবণ্য প্রভায়।

২৪। দিব্য পুণ্যবলে তুমি করিয়াছ লাভ
এ রম্য বিমান, হেথা অবচ্ছিন্নভাবে
কল্যাণভাজন তুমি, করিতেছ ভোগ
সতত অপার সুখ পরিজনসহ।

২৫। তাই ভাবি, লভি তুমি ঈদৃশ বিমান
না চাও লভিতে পুরী ত্রিদশরাজের,
সঙ্গে যার তুলনায় হয় না ক হীন
বিপুল ঐশ্বর্য্য তব, প্রাসাদ উজ্জ্বল।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, ''ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কথা মুখে আনিও না। শক্রের মহিমার তুলনায় আমাদের মহিমা সুমেরুর পার্শ্বে সর্ষপকণার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমরা শক্রের পরিচারক হইবারও উপযুক্ত নই।

২৬। কি বল, ব্রাহ্মণ তুমি? সর্ব্বশক্তিমান্
দেবতা উজ্জ্বলকান্তি, অনুচর যাঁরা
বাসবের, কত অনুভাব যে তাঁদের,
মনেও ধারণা মোরা করিতে না পারি।''

ব্রাহ্মণ যখন আবার বলিল ''আপনার এ বিমানও সহস্রনেত্রের বিমানসদৃশ,'' তখন মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'কখনই না; আমি সেই বিমানই স্মরণ করিয়া তাহা পাইবার আশায় পোষধ পালন করিতেছি।'' তিনি ব্রাহ্মণকে নিজের কামনা জানাইবার জন্য বলিলেন,

২৭। লভিতে পরমসুখী অমরগণের
উজ্জ্বল বিমান আমি এ জন্মের পরে,
কঠোর পোষধ ব্রত করি হে পালন
শুইয়া বল্মীকশীর্ষে পোষধের দিনে।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দেখিল, তাহার নিজের ইচ্ছা জানাইবার অবসর পাইয়াছে। সে হৃষ্টমনে নরলোকে প্রতিগমনার্থ অনুমতি পাইবার জন্য দুইটি গাথা বলিল ঃ—

২৮। আমিও অন্বেষি মৃগ পুত্রসহ পশিলাম বনে;
মরেছে কি বেঁচে আছে, জানিনা ক, জ্ঞাতিবন্ধুজনে।

২৯। তাই বলি, ভূরিদত্ত কাশীরাজদুহিতৃনন্দন,
দাও অনুমতি, যাই জ্ঞাতিগণে করিতে দর্শন।

১। 'ইন্দ্রগোপ' সম্বন্ধে চতুর্থ খণ্ডের ১৭৭ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৩০। একান্ত আমার ইচ্ছা, থাক হেথা তোমরা দুজন,
এমন সুলভ কাম্য নরলোকে পাবে না কখন।
৩১। কিন্তু যদি চাও যেতে কাম্যবস্তু দিব, যাহা ল'য়ে,
দিনু আমি অনুমতি, হও সুখী গিয়া নিজালয়ে।

ইহা বলিবার পর বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি যদি আমার অনুগ্রহে সুখে জীবন-যাপন করিতে পারে, তবে কখনও কাহারও নিকট আমি কোথায় পোষধ পালন করি, এ কথা প্রকাশ করিবে না। অতএব ইহাকে সর্ব্বকামপ্রদ মণি দান করা যাউক।' অনন্তর ব্রাহ্মণকে মণি দিতে উদ্যত হইয়া তিনি বলিলেন,

৩২। পশুপুত্রলাভ হইবে নিশ্চয় এই দিব্য মণি করিলে ধারণ;
না থাকিবে রোগ, হবে চিরসুখী; যাও ইহা ল'য়ে তুমি, হে ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল,

৩৩। আমার কুশলতরে বলিলে যা', ভূরিদত্ত,
পরম সন্তোষে তাহা করিনু শ্রবণ;
কিন্তু আমি জীর্ণ এবে; ভোগের বাসনা নাই;
প্রব্রজ্যাই এবে মোর হইবে শরণ।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৩৪। ব্রহ্মচর্য্যব্রত তব হয় যদি ভঙ্গ কভু,
ভোগের বাসনা যদি জন্মে পুনঃ মনে,
না করিয়া দ্বিধা চিতে, ফিরিবে নিঃশঙ্কে হেথা,
তুষিব তোমায় আমি বহুধন-দানে।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৩৫। আমার কুশলতরে বলিলে যা', ভূরিদত্ত,
পরমসন্তোষে তাহা করিনু শ্রবণ;
আসিব হে পুনর্ব্বার এ দিব্য ধামে তোমার
আসিতে কখন(ও) যদি হয় প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণের আর নাগলোকে বাস করিতে ইচ্ছা নাই দেখিয়া মহাসত্ত্ব চারিজন তরুণনাগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ (ও তাহার পুত্র)কে মনুষ্যলোকে পাঠাইয়া দিলেন।

এই বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৬। অতঃপর ভূরিদত্ত চারিজন নাগে ডাকি তখনই দিলেন আদেশ,
"নরলোকে উঠি শীঘ্র এই দুই ব্রাহ্মণকে পৌঁছাইয়া দাও নিজদেশ।"
৩৭। শুনি নাগেশের আজ্ঞা উঠিল যমুনা হ'তে অবিলম্বে নাগ চারিজন;
নরলোকে পৌঁছাইয়া দিয়া দুই ব্রাহ্মণকে রাজাদেশ করিল পালন।

ব্রাহ্মণ নরলোকে আসিয়া, "বৎস সোমদত্ত, এইস্থানে আমরা মৃগ বিদ্ধ করিয়াছিলাম; এই স্থানে শূকর বিদ্ধ করিয়াছিলাম", পুত্রকে এইরূপ বলিতে বলিতে অগ্রসর হইল এবং পথিমধ্যে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া বলিল, "এস, বাবা, আমরা এই জলে স্নান করি।" সোমদত্ত "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মত হইলে উভয়েই দিব্যাভরণ ও দিব্যবস্ত্রাদি মোচন করিয়া একটা পুটুলি বান্ধিয়া পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া দিল এবং জলে অবতরণ করিল। কিন্তু সেই সময়েই ঐ সকল বস্ত্রাভরণ অন্তর্হিত হইয়া নাগলোকে ফিরিয়া গেল; তাহারা প্রথমে যে কাষায়বর্ণের জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া আসিয়াছিল, তাহাতেই আবার তাহাদের দেহ আচ্ছাদিত হইল; তাহাদের ধনুঃ, শর ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, ঠিক সেইরূপ হইল।

ইহা দেখিয়া সোমদত্ত পরিদেবন করিতে লাগিল। সে বলিল, "বাবা, তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইলে।" ব্রাহ্মণ তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল, "কোন চিন্তা নাই; বনে যতদিন মৃগ থাকিবে, ততদিন তাহাদিগকে বধ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।" পতি ও পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সোমদত্তের মাতা প্রত্যুদ্‌গমন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল এবং অন্নপান দ্বারা তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা অপনয়ন করিল। আহারান্তে ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হইলে সে সোমদত্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা, তোরা এতকাল কোথা গিয়াছিলি?" সোমদত্ত বলিল, "মা, ভূরিদত্ত-নামক নাগরাজ আমাদিগকে নাগদিগের মহাপুরীতে লইয়া গিয়াছিলেন। উৎকণ্ঠা বশতঃ এখন সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।" "কিছু রত্ন আনিয়াছিস্ কি?" "না, মা, কিছুই আনি নাই" "সে কি? তিনি কি তোদিগকে কিছুই দেন নাই?" "মা, ভূরিদত্ত সর্ব্বকামদ মণি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বাবা তাহা গ্রহণ করেন নাই।" "কেন গ্রহণ করেন নাই?" "বাবা নাকি প্রব্রজ্যা লইবেন।" "বটে, এতকাল আমার ঘাড়ে ছেলেপিলে পুযিবার ভার চাপাইয়া নাগলোকে ছিল; এখন কি না সন্ন্যাসী হইবে!" ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইল; সে খই ভাজিবার হাতা দিয়া ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে প্রহার করিতে করিতে বলিল, "পোড়ারমুখ বামুণ; সন্ন্যাসী হইবি বলিয়া মণি ল'স্ নাই; তবে কেন সন্ন্যাস না লইয়া এখানে এলি? দূর হ এখনই আমার ঘর থেকে।" ব্রাহ্মণ মিনতি করিয়া বলিল, 'ভদ্রে, রাগ ক'রোনা; বনে যতদিন মৃগ থাকিবে, ততদিন আমি তোমার ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করিব।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ পরদিন পুত্রকে লইয়া বনে গেল এবং পূর্ব্ববৎ জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইল।

বনপ্রবেশখণ্ড সমাপ্ত

(৪)

ঐ সময়ে হিমালয় পর্ব্বতে দক্ষিণ সাগরের দিকে এক গরুড়পক্ষী একটা শাল্মলি বৃক্ষে বাস করিত। সে একদিন পক্ষবাতদ্বারা সাগরের জল দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নাগভবনে অবতরণপূর্ব্বক তুণ্ডদ্বারা একটা বৃহৎ নাগের মস্তক ধরিয়াছিল। নাগদিগকে কিরূপে ধরিতে হয়, গরুড়েরা তখন তাহা জানিত না; কখন জানিয়াছিল, তাহা পাণ্ডরজাতকে (৫১৮) বলা হইয়াছে। গরুড় নাগটার মস্তক ধরিয়া, দুই পাশের জলরাশি মিলিয়া এক হইবার পূর্ব্বেই, তাহাকে তুলিয়া হিমালয়ের দিকে ছুটিল; নাগটা তাহার মুখ হইতে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।

তখন কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণ ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক হিমালয়ে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার চঙ্ক্রমণের এক প্রান্তে একটা বিশাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। ঋষি ঐ বৃক্ষমূলে দিবাবিহার করিতেন। গরুড়-এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের উপরি দিয়া নাগটাকে লইয়া যাইতেছিল; নাগটা ঝুলিতে ঝুলিতে মুক্তিলাভের আশায় লাঙ্গুলদ্বারা উক্ত বৃক্ষের একটা শাখা জড়াইয়া ধরিল। গরুড় ইহা জানিতে পারে নাই; সে নিজের অসীম বলদ্বারা আকাশে উড্ডয়ন করিল; ন্যগ্রোধ বৃক্ষটা সমূলে উৎপাটিত হইল। সুপর্ণ নাগকে লইয়া শাল্মলিবনে গেল এবং সেখানে তুণ্ডাঘাতে তাহার কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া নাগমেদ ভক্ষণপূর্ব্বক পঞ্জরটা সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দিল। ঐ সঙ্গে ন্যগ্রোধ বৃক্ষটাও পতিত হইল এবং সেজন্য মহাশব্দ শুনা গেল। গরুড় ভাবিল, 'এ কিসের শব্দ?' সে অধোদিকে অবলোকন করিয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষটাকে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'এ বৃক্ষটা আমি কোথা হইতে উৎপাটন করিলাম।' অতঃপর সে বুঝিল যে, ঋষির চঙ্ক্রমণ-কোটিতে যে ন্যগ্রোধবৃক্ষ ছিল, সে নিশ্চয় তাহাই উৎপাটন করিয়াছে। তখন সে ভাবিল, 'এই গাছটা ঋষির বহু উপকার করিত; ইহাকে নষ্ট করিয়া আমি পাপভাক্ হইলাম না কি? ঋষিকেই জিজ্ঞাসা করিয়া শুনি, তিনি কি বলেন।' ইহা স্থির করিয়া গরুড় মাণবকের বেশে ঋষির নিকট গমন করিল। ঋষি তখন বৃক্ষমূলের গর্ত্তটা সমান করিতেছিলেন। গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে

উপবিষ্ট হইল এবং যেন কিছুই জানে না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, এ যায়গায় কি ছিল?" "একটা গরুড় আহারার্থ একটা নাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল; নাগটা মুক্তি পাইবার আশায় লাঙ্গুলদ্বারা ন্যগ্রোধবৃক্ষের শাখা জড়াইয়া ধরিয়াছিল; মহাবল গরুড় আকাশে উড্ডয়ন করিয়া যাইবার কালে গাছটাকে উৎপাটন করিয়াছিল। গাছটা এই স্থান হইতেই উৎপাটিত হইয়াছিল।" "ভদন্ত, ইহাতে সেই গরুড়ের কি পাপ হইয়াছিল?" "সে যদি না জানিয়া করিয়া থাকে, তবে পাপ হয় নাই; কারণ অজ্ঞানবশতঃ কোন কাজ করিলে তাহাতে পাপ স্পর্শে না।" "সেই নাগের বেলায় কি বলিবেন, ভদন্ত?" "সে ত গাছটাকে নষ্ট করিবার জন্য ধরে নাই; কাজেই তাহারও পাপ হয় নাই।" ঋষির উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া গরুড় বলিল, "ভদন্ত, আমিই সেই সুপর্ণরাজ; আপনি আমার প্রশ্নের যে সদুত্তর দিলেন, তাহাতে প্রীত হইলাম। আপনি বনে বাস করেন। আমি আলম্বায়ননামক একটী মন্ত্র জানি। এই মন্ত্র অমূল্যধন। আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ এই মন্ত্র দান করিব। আপনি ইহা গ্রহণ করুন।" ঋষি বলিলেন, "আমার মন্ত্রে প্রয়োজন নাই আপনি এখন প্রস্থান করুন।" কিন্তু গরুড় তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। কাজেই তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন। গরুড় তাঁহাকে মন্ত্র শিখাইয়া এবং নানারূপ ঔষধ চিনাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ঐ সময়ে বারাণসীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বহু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তমর্ণগণ আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে ভাবিল, 'এখানে থাকিয়া লাভ কি? ইহা অপেক্ষা বনে গিয়া মরা ভাল।' সে বারাণসী হইতে বাহির হইয়া কালক্রমে ঐ ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং একমনে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ঋষি ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমার বড় উপকারক; সুপর্ণরাজ আমাকে যে দিব্য মন্ত্র দিয়াছেন, আমি তাহা ইহাকে দিব।' তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "দেখ, আমি আলম্বায়ন মন্ত্র জানি। তোমাকে এই মন্ত্র দিতেছি; তুমি ইহা গ্রহণ কর।" ব্রাহ্মণ বলিল, 'না, ভদন্ত, আমার মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু ঋষি সনির্ব্বন্ধভাবে পুনঃ পুনঃ বলিলেন বলিয়া সে সম্মত হইল। ঋষি তাহাকে মন্ত্র দান করিলেন এবং মন্ত্রের উপযুক্ত ঔষধগুলি ও মন্ত্রোপচারসমূহ বুঝাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এতদিনে আমার জীবিকানির্ব্বাহের একটা পথ হইল।' সে ঋষির আশ্রমে আরও কয়েকদিন বাস করিয়া একদিন বলিল, "ভদন্ত, আমি বাতব্যথায় বড় কষ্ট পাইতেছি।" সে এই ছলে ঋষির নিকট বিদায় লইল, তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বন হইতে যাত্রা করিল এবং কালক্রমে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া সেই মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইল। ঐ দিন ভূরিদত্তের সহস্র পরিচারিকা সেই সর্ব্বকামদ মণিসহ নাগভবন হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক উহা যমুনাতীরস্থ বালুকারাশির উপর স্থাপন করিয়া উহারই আভায় সর্ব্বরাত্রি জলকেলি করিয়াছিল এবং অরুণোদয়কালে স্ব স্ব দেহ সর্ব্বাভরণে বিভূষিত করিয়া মণিটার চতুর্দ্দিকে উপবেশনপূর্ব্বক উহার শ্রীতে নিজ নিজ দেহ উদ্ভাসিত করিতেছিল। ব্রাহ্মণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইল; নাগকন্যারা মন্ত্রের শব্দ শুনিয়া ভাবিল, লোকটা বোধ হয় ছদ্মবেশী সুপর্ণ। এইজন্য তাহারা অতিমাত্র ভীত হইয়া সেই মণিটা না তুলিয়া লইয়াই ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া নাগভবনে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মণি দেখিয়া ভাবিল, 'আমার মন্ত্র সফল হইয়াছে।' সে হৃষ্টচিত্তে মণিটা তুলিয়া লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। ঐ সময়ে সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ সোমদত্তকে সঙ্গে লইয়া মৃগবধের জন্য বনে প্রবেশ করিতেছিল। সে ব্রাহ্মণের হস্তে মণি দেখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল, 'ভূরিদত্ত আমাদিগকে যে মণি দিতে চাহিয়াছিলেন, এটা নিশ্চয় সেই মণি।" সোমদত্ত বলিল, "হ্যাঁ বাবা, এ সেই মণিই বটে।" "তবে এখন মণিটার দোষ দেখাইয়া এই ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিয়া ইহা গ্রহণ করা যাউক।" "সে কি বাবা? পূর্ব্বে ভূরিদত্ত ইহা দিতে চাহিয়াছিলেন; তখন আপনি ইহা গ্রহণ করেন নাই; এখন কিন্তু এই ব্রাহ্মণই আপনাকে বঞ্চনা করিবে। আপনি চুপ করুন।" "দেখ না কেন, বৎস, আমাদের দুই জনের মধ্যে কে কাহাকে বঞ্চন করিতে পারে।" ইহা বলিয়া সে আলম্বায়নের[১] সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইল ঃ—

১। 'আলম্বায়ন' মন্ত্র লাভ করিয়াছিল বলিয়া এই ব্রাহ্মণের নামও 'আলম্বায়ন' বলিয়া লিখিত আছে।

৩৮। বিচিত্র মঙ্গলপ্রদ অতি মনোরম এই স্ফটিক রতন;
লক্ষণ দেখিয়া চিনি, কোথা পেলে এই মণি, বল ত ব্রাহ্মণ?

আলম্বায়ন বলিল,

৩৯। লোহিতাক্ষী নাগকন্যাসহস্র চৌদিকে
ছিল বসি বেষ্টি এরে আজ প্রাতঃকালে।
চলিতে চলিতে পথ আমি সেইখানে
উপস্থিত হয়ে লাভ করিনু এ মণি।

ব্রাহ্মণ-নিষাদ আলম্বায়নকে বঞ্চনা করিয়া নিজে ঐ মণি লইবার উদ্দেশ্যে উহার অগুণ বর্ণনা করিয়া তিনটী গাথা বলিল ঃ—

৪০। আদরে যতনে, রাখিলে এ মণি, অর্চনা করিলে এর,
হানি যদি এর না ঘটে, ব্রাহ্মণ, অসামান্য গৌরবের,
ধারণের কালে, কিংবা যবে খুলি তুলিয়া রাখিতে হয়,
সাবধানে এর রাখিলে মর্য্যাদা সর্ব্বার্থ এ মণি দেয়।

৪১। কিন্তু কোন ত্রুটি ঘটে যদি কভু এ মণির ব্যবহারে,
ধারণের কালে, কিংবা যবে তুমি রাখিবে খুলিয়া এরে,
রক্ষণে ইহার হলে বিশৃঙ্খলা অমনি তখন, হায়,
অভাগা মণীশ পড়িয়া সঙ্কটে ধনে প্রাণে মারা যায়।

৪২। হেন দিব্য কিন্তু অকল্যাণ মণি নও তুমি যোগ্য করিতে ধারণ।
লও শত নিষ্ক; বিনিময়ে তার দাও মোরে এই অশুভ রতন।[১]

তখন আলম্বায়ন বলিল,

৪৩। গো, বা রত্ন বহু দিলেও আমায় নারিবে কিনিতে এ মহারতন;
সুলক্ষণবান্ এ রত্ন আমার; বেচিব ইহার, বল, কি কারণ?

ব্রাহ্মণ বলিল,

৪৪। গো, বা রত্ন বহু পেলেও যদ্যপি বেচিতে বাসনা নাই,
কি পেলে বেচিবে? বল সত্য করি; শুধাই তোমায় তাই।

আলম্বায়ন বলিল,

৪৫। উগ্র তেজোবলে দুর-অতিক্রম, সেই মহানাগ রয়েছে কোথায়,
বলিবে যে মোরে, এ উজ্জ্বল মণি দিয়া বিনামূল্যে তুষিব তাহায়।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৪৬। তুমি কি হে খগরাজ? ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণের করিতেছ এ বনে ভ্রমণ,
খাদ্য অন্বেষণ তরে? খুঁজিতেছ নাগ তাই; পেলে তারে করিবে ভক্ষণ।

আলম্বায়ন বলিল,

৪৭। নই আমি খগরাজ; খগরাজে দেখি নি কখন;
সুনিপুণ বিষবৈদ্য আমি, ইহা জানে সর্ব্বজন।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল,

৪৮। কি শক্তি তোমার? জ্ঞান কোন বিদ্যা? কিসের ভরসা করি
আশীবিষে তুমি কর তুচ্ছ জ্ঞান, বুঝিতে আমি না পারি।

তখন আলম্বায়ন আত্মশক্তি-দ্যোতনার্থ কয়েকটী গাথা বলিল ঃ—

৪৯। পুণ্যাত্মা কৌশিক ঋষি দীর্ঘকাল বনমাঝে করিলেন তপস্যা সদাই;
সুপর্ণ আসিয়া তাঁরে শিখাইল বিষবিদ্যা, যার তুল্য অন্য বিদ্যা নাই।

১। ব্রাহ্মণের নিকট নিষ্কও ছিল না ; কিন্তু সে ভাবিয়াছিল যে, মণি হাতে পাইলেই তাহার প্রভাবে সে শত নিষ্ক আহরণ করিতে পারিবে।

৫০। গিরিরাজি মাঝে সেই নিয়ত সংযতচেতা তপোধন করিতেন বাস;
অতন্দ্রিত ভাবে তাঁরে সেবিলাম দিবারাত্র হ'য়ে তাঁর চরণের দাস।
৫১। ব্রত ব্রহ্মচর্য্যবান্ স্বেচ্ছায় সে ভগবান্, পরিতুষ্ট হইয়া সেবায়,
জীবিকানির্ব্বাহ তরে সেই দিব্য মহামন্ত্র দয়া করি দিলেন আমায়।
৫২। মন্ত্রবলে বলীয়ান্; করি না ক আশীবিষে কিছুমাত্র ভয় হে এখন,
বিষবৈদ্যরাজ আমি; আলম্বায়ন নামে জানে এবে মোরে সর্ব্বজন।

ইহা শুনিয়া নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'যে নাগরাজকে দেখাইয়া দিবে, আলম্বায়ন তাহাকে মণিটা দিবে। আমি ভূরিদত্তকে দেখাইয়া দিয়া মণি গ্রহণ করিব।' অনন্তর পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য সে বলিল,

৫৩। এস, বৎস সোমদত্ত, মণি মোরা করিব গ্রহণ;
মূর্খেই হাতের লক্ষ্মী দণ্ডাঘাতে করে বিতাড়ন।[1]

সোমদত্ত বলিল,

৫৪। লয়ে নিজ গৃহে তিনি সেবিলেন আমা দুইজনে,
সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু— অন্নপানধনরত্ন-দানে।
এরূপ কল্যাণকারী সুহৃদের অনিষ্টকামনা
মোহবশে, পিতঃ, তুমি স্থান কভু মনেও দিও না।
৫৫। ধন পেতে ইচ্ছা যদি, চাও গিয়া ভূরিদত্ত-পাশ;
যত চাও, তত দিয়া মিটাবেন তিনি তব আশ।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৫৬। হাতে যাহা পাইয়াছ, কিংবা পাত্রে তব,
অথবা রেখেছে বাড়ি সম্মুখে তোমার
যে খাদ্য, ভোজন তুমি কর সেই সব;
মূর্খ যে, সে দৃষ্টফল করে পরিহার।

সোমদত্ত বলিল,

৫৭। মিত্রদ্রোহী আত্মহিতে বিনাশে নিশ্চয়, লভে সে মৃত্যুর পরে ভীষণ নিরয়;
বাঁচিয়াও পুড়ি সেই অনুতাপানলে প্রেতবৎ বিচরণ করে মহীতলে।
অথবা বিদীর্ণ হয়ে এ মহীমণ্ডল গ্রাসে তারে; পায় পাপী নিজ কর্ম্মফল।
৫৮। চাও যদি ধন, যাও ভূরিদত্ত-পাশ; যত চাও দিয়া তিনি পুরাবেন আশ।
কিন্তু যদি কর পাপ, সে পাপ তোমায় দিবে উপযুক্ত ফল অচিরে নিশ্চয়।

ব্রাহ্মণ বলিল,

৫৯। শুদ্ধি লভে, বৎস সোমদত্ত, বিপ্রগণ যথাশাস্ত্র মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন।
আমিও সম্পাদি মহাযজ্ঞ অতঃপর এ পাপ হইতে মুক্ত হইব সত্বর।

সোমদত্ত বলিল,

৬০। হা ধিক্! এখনি আমি প্রস্থান করিব, সঙ্গে তব আজ হতে আর না থাকিব।
ঈদৃশ জঘন্য কার্য্যে হয় যেবা রত, এক পাও তার সঙ্গে চলা অসঙ্গত।

সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকুমার এইরূপ বলিয়াও যখন পিতাকে স্বীয় অভিপ্রায়মত কাজ করাইতে পারিল না, তখন সে বজ্রগম্ভীরস্বরে বনস্থলীর দেবগণকে চমকিত করিয়া বলিল, ''আমি এমন পাপকর্ম্মার সংস্পর্শে থাকিব না।'' সে ব্রাহ্মণের সম্মুখেই পলায়ন করিল এবং হিমবন্তে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল। অনন্তর সে ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইল।

১। হিতোপদেশ-বর্ণিত ব্রাহ্মণ ও শক্তুশরাবের কথা বোধ হয় জাতক রচনাকালে প্রচলিত ছিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬১। অশনিনির্ঘোষ স্বরে পিতাকে বলিলা ইহা সোমদত্ত ভূরিপ্রজ্ঞাবান;
চমকিল ভূতগণ; সত্বর গমনে সুধী সেথা হতে করিলা প্রস্থান।

নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ কিন্তু ভাবিল, 'সোমদত্ত নিজের বাড়ী ছাড়া আর কোথা যাইবে?'' অনন্তর আলম্বায়নকে একটু বিরক্ত দেখিয়া সে বলিল, ''ভেব না, আলম্বায়ন; আমি ভূরিদত্তকে দেখাইতেছি।'' অনন্তর সে আলম্বায়নকে সঙ্গে লইয়া, নাগরাজ যেখানে পোষধ পালন করিতেন, সেইখানে গেল। নাগরাজ দেহ কুণ্ডলিত করিয়া শয়ান ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনতিদূরে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হস্ত প্রসারণ করিয়া দুইটি গাথা বলিল ঃ—

৬২। ধর অই মহানাগে, লোহিত মস্তক যার ইন্দ্রগোপনিভ শোভা পায়;
পাল তব অঙ্গীকার; বিলম্ব না করি আর মহামণি দাও হে আমায়।
৬৩। শরীর উঁহার দেখ কার্পাসতূলের রাশি সম শোভে শুভ্র সুবিমল;
বল্মীকাগ্রে আছে শুয়ে; ধর অবিলম্বে ওরে; হোক্ তব উদ্দেশ্য সফল।

মহাসত্ত্ব চক্ষু উন্মীলন করিয়া নিষাদকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ বুঝি আমার পোষধপালনের অন্তরায় হয়। আমি ইহাকে নাগভবনে লইয়া গিয়া মহাসম্পত্তির অধিকারী করিয়াছিলাম; আমি মণি দান করিতে চাহিলেও এ তাহা গ্রহণ করে নাই; এখন কি না একটা সাপুড়েকে লইয়া এখানে আসিতেছে? আমি এই মিত্রদ্রোহীর উপর ক্রুদ্ধ হইলে আমার শীলভঙ্গ হইবে। আমি প্রথম হইতেই চতুরঙ্গবিশিষ্ট পোষধব্রত গ্রহণ করিয়াছি; সেই ব্রত অব্যাহত রাখিতে হইবে। আলম্বায়ন আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটুক, আমার মাংস পাক করুক বা আমাকে শূলে বিদ্ধ করুক; আমি কিছুতেই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব না। আমি যদি ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেও আমার পোষধ ভঙ্গ হইবে।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া মহাসত্ত্ব চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক অধিষ্ঠান-পারমিতাকে[১] সর্ব্বাগ্রে পালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন এবং কুণ্ডলের মধ্যে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া নিশ্চলভাবে শুইয়া রহিলেন।

শীলখণ্ড সমাপ্ত

(৫)

নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ বলিল, ''ভো আলম্বায়ন, এই সাপটাকে ধর এবং আমাকে মণিটা দাও।'' আলম্বায়ন নাগরাজকে দেখিয়া তুষ্ট হইল এবং মণিটাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া ''এই লও'' বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে নিক্ষেপ করিল। মণিটা ব্রাহ্মণের হস্তস্খলিত হইয়া যেমন মাটিতে পড়িল, অমনি ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া নাগভবনে চলিয়া গেল। এইরূপে ব্রাহ্মণের সব দিক্ নষ্ট হইল ; সে মণি হারাইল, ভূরিদত্তের সহিত মিত্রতা হারাইল এবং পুত্রকে হারাইল ''হায়, আমি পুত্রের কথা না শুনিয়া সর্ব্বস্ব হারাইলাম'', এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

এদিকে আলম্বায়ন নিজের শরীরে দিব্যৌষধি মাখিল, একটু ওষধি খাইয়া দেহের অভ্যন্তর ভাগটা সবল করিয়া লইল, এবং দিব্যমন্ত্র জপ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া লাঙ্গুল ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিল। অনন্তর দৃঢ়রূপে ধরিয়া সে তাঁহাকে হাঁ করাইল এবং ওষধি চিবাইয়া তাঁহার মুখের মধ্যে থুৎকার নিক্ষেপ করিল। বিশুদ্ধবংশজ নাগরাজ শীলভঙ্গভয়ে ক্রোধ সংবরণ করিয়া রহিলেন এবং চক্ষু দুইটা উন্মীলন করিয়াও উন্মীলন করিলেন না। তাঁহাকে ওষধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধবীর্য্য করিয়া আলম্বায়ন তাঁহার লাঙ্গুল ধরিয়া মাথাটা অধোদিকে রাখিল এবং এইভাবে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন করিয়া,

---

১। অধিষ্ঠান — দৃঢ় সঙ্কল্প — ইহা দশপারমিতার অন্যতম।

তিনি যে খাদ্য উদরস্থ করিয়াছিলেন, সমস্ত বমন করাইল। অনন্তর সে তাঁহাকে সটান মাটির উপর রাখিয়া দিল এবং লোকে যেমন বালিশ[1] মর্দ্দন করে, সেও সেইরূপ দুই হাতে তাঁহার দেহ মর্দ্দন করিল; ইহাতে তাঁহার অস্থিগুলি চূর্ণপ্রায় হইল। সে আবার তাঁহাকে লাঙ্গুল ধরিয়া তুলিল এবং ধোপারা যেমন কাপড় পিটে, সেইরূপে তাহার দেহটা পিটিতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখ পাইয়াও মহাসত্ত্ব ক্রুদ্ধ হইলেন না।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৪। দিব্য ওষধির বলে, মন্ত্রজপ দ্বারা আর হয়ে সুরক্ষিত
নাগেশে ধরিতে শক্তি লভিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে করে বশীভূত।

মহাসত্ত্বকে এইরূপে দুর্ব্বল করিয়া আলম্বায়ন লতাদ্বারা একটা পেটিকা প্রস্তুত করিল, এবং তাঁহাকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। মহাসত্ত্বের বিপুল দেহের সমস্তটা উহারা মধ্যে প্রবেশ করিল না ; তখন আলম্বায়ন দুই হাত দিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল এবং কোনরূপে তাঁহাকে পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, উহা লইয়া একটা গ্রামে উপস্থিত হইল। সে গ্রামমধ্যে পেটিকা নামাইয়া বলিল, "যাহারা সাপের নাচ দেখিতে চায়, তাহারা আসুক।" ইহা শুনিয়া গ্রামবাসী সকলে সেখানে সমবেত হইল। তখন আলম্বায়ন বলিল, "মহানাগ, তুমি বাহিরে এস।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আজ নৃত্য করিয়া এই সকল লোকের সন্তোষবিধান করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে আলম্বায়ন ধনলাভ করিবে এবং ধনলাভে তুষ্ট হইয়া হয় ত আমাকে ছাড়িয়া দিবে। অতএব এ আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব।' অনন্তর আলম্বায়ন তাঁহাকে পেটিকা হইতে বাহির করিয়া বলিল, "দেহটা বড় কর।" মহাসত্ত্ব বিশাল দেহ ধারণ করিলেন। আলম্বায়ন তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতে, কুণ্ডলিত হইতে, চেপ্‌টা[2] হইতে, একফণ, দ্বিফণ, ত্রিফণ, চতুষ্ফণ, পঞ্চ-ষড়্-সপ্ত-অষ্ট-নব-দশ-বিংশতি-ত্রিংশৎ-চত্বারিংশৎ-পঞ্চাশৎফণ বা শতফণ হইতে, উচ্চ বা নীচ হইতে, দৃশ্যমানকায় বা অদৃশ্যমানকায় হইতে, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত বা মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ হইতে, মুখ দিয়া আগুন বাহির করিতে, বা জল বা ধূম বাহির করিতে — ইত্যাদি যখন যাহা বলিল, তখনি তিনি নিজের শরীর তদ্রূপ করিয়া নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কেহই আনন্দাশ্রু (?) সংবরণ করিতে পারিল না ; লোকে বহু স্বর্ণ, বস্ত্র প্রভৃতি দান করিল ; আলম্বয়ন এইরূপে তাহাদের গ্রামে এক লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইল। আলম্বায়ন মহাসত্ত্বকে ধরিয়া ভাবিয়াছিল, 'ইহাকে দেখাইয়া সহস্র মুদ্রা পাইলেই ইহাকে ছাড়িয়া দিব' ; এখন এত ধন পাইয়া ভাবিল, 'গ্রামেই যখন এত ধন পাইলাম, তখন নগরে গেলে আরও বেশী ধন পাইব।' কাজেই ধনলোভবশতঃ সে মহাসত্ত্বকে মুক্তি দিল না ; সেই ঐ গ্রামেই নিজের পরিজন রাখিয়া দিল ; একটা রত্নময়ী পেটিকা নির্ম্মাণ করিল, মহাসত্ত্বকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, সুখযানে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ নগরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং পথে নানা গ্রামে ও নিগমে ক্রীড়া দেখাইয়া বারণসীতে উপস্থিত হইল। সে নাগরাজকে মণ্ডূক মারিয়া তাহা এবং মধুমিশ্রিত লাজ খাইতে দিত ; কিন্তু পাছে আলম্বায়ন কখনও তাঁহাকে না ছাড়ে, এই ভয়ে তিনি আহার করিতেন না। তিনি অনাহারী ছিলেন ; তথাপি আলম্বায়ন নগরের দ্বারগ্রাম-চতুষ্টয়ে ও অন্যান্য স্থানে এক মাসকাল তাঁহার ক্রীড়া দেখাইল। অনন্তর পঞ্চদশোপোষধের দিনে সে রাজাকে জানাইল যে, সেই দিন তাঁহাকে ক্রীড়া দেখাইবে। রাজা ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিলেন ; তাহাদের উপবেশনের জন্য রাজাঙ্গনে মঞ্চ ও অতিমঞ্চ নির্ম্মিত হইল।

ক্রীড়াখণ্ড সমাপ্ত

১। মসূরক = একপ্রকার মঞ্চ বা গদিওয়ালা আসন। কিন্তু সর্পদেহসম্বন্ধে 'বালিশ' শব্দটাই সুপ্রযোজ্য।
২। মূলে 'নিপ্পিট' আছে। শুদ্ধ পাঠ 'চিপিট'।

(৬)

আলম্বায়ন যেদিন ভূরিদত্তকে ধরিয়াছিল, সেই দিনই ভূরিদত্তের মাতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এক কৃষ্ণকায় রক্তচক্ষু ব্যক্তি যেন খড়্‌গদ্বারা তাঁহার বাহু ছেদন করিল ; ছিন্ন বাহু হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ; লোকটা উহা লইয়া চলিয়া গেল। ইহাতে ভয় পাইয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন এবং দক্ষিণ বাহুতে হাত বুলাইয়া বুঝিলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অনন্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি অতি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখিলাম, ইহাতে হয় আমার পুত্র চারিটীর, নয় ধৃতরাষ্ট্র-মহারাজের, নয় আমার নিজের কোন বিঘ্ন ঘটিবে।' মহাসত্ত্বের বিপদাশঙ্কাই তাঁহাকে অধিক কাতর করিল, কারণ অন্য সকল নাগ স্ব স্ব আলয়ে বাস করে ; কিন্তু তিনি শীল রক্ষার জন্য মনুষ্যলোকে গিয়া পোষধ পালন করেন; কাজেই সেখানে কোন অহিতুণ্ডিক বা সুপর্ণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি ভূরিদত্তের জন্যই অধিক চিন্তান্বিতা হইলেন। যখন এক পক্ষ অতীত হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, 'এক পক্ষ অতীত হইলে ত বাছা আমায় না দেখিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। নিশ্চয় তাহার সম্বন্ধে কোন ভয়ের কারণ ঘটিয়াছে।' এই দুশ্চিন্তায় তিনি বিষণ্ণ হইলেন। অতঃপর যখন এক মাস অতিক্রান্ত হইল, তখন তাঁহার শোকাশ্রুসংবরণের সময় রহিল না ; তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন[১], 'বাছা এখনই আসিবে' মনে করিয়া তিনি ভূরিদত্তের আগমনপথের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুদর্শন মাসান্তে মাতাপিতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বহু অনুচরসহ আগমন করিলেন এবং অনুচরদিগকে বাহিরে রাখিয়া প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক মাতাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। মাতার হৃদয় তখন ভূরিদত্তের শোকে অভিভূত ; তিনি সুদর্শনের সহিত কোন আলাপ করিলেন না। সুদর্শন ভাবিলেন, 'ব্যাপার কি? পূর্ব্বে যখন আসিতাম, মা কত তুষ্ট হইতেন, আমাকে কত মিষ্ট কথা বলিতেন ; আজ কিন্তু ইনি নিতান্ত বিষণ্ণা।' অনন্তর তিনি মাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

৬৫। সর্ব্বাপা হ'য়েছে মম পূর্ণ মনস্কাম, এসেছি চরণে তব করিতে প্রণাম।
তথাপি হর্ষের চিহ্ন নাই তব মুখে। মলিন তোমার মুখ, বল, কোন দুখে?

৬৬। বৃন্ত হ'তে ছিঁড়ি, করে করিলে মর্দ্দন পরিম্লান হয়, মা গো, কমল যেমন,
তেমনি তোমার মুখ, পুত্র ভাগ্যবান এসেছে চরণে তব করিতে প্রণাম,
তথাপি বিষণ্ণ তুমি, বল, কি কারণ? কে হ'য়েছে, মা গো, তব অপ্রীতিভাজন?

সুদর্শন এইরূপে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহার মাতা কোন উত্তর দিলেন না। তখন সুদর্শন ভাবিলেন, 'হয় ত কেহ ইঁহাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছে, অথবা ইঁহার কোন গ্লানি রটাইয়াছে।' এইজন্য তিনি আবার বলিলেন,

৬৭। বলেছে কি কটু কেহ? কি তব বেদনা? জানিতে বড়ই ব্যগ্র হ'য়েছি, বল না?
এসেছি ফিরিয়া আমি, তবু কি কারণ হেরিতেছি, মা গো, তব বিষণ্ণ বদন?

তাঁহার মাতা বিষাদের কারণ বলিলেন :—

৬৮। এক মাস হ'ল গত, দেখিনু স্বপন, আমার দক্ষিণ বাহু করিয়া ছেদন,
কে যেন সে শোণিতাক্ত ছিন্ন বাহুখান লইয়া এস্থান হ'তে করিল প্রস্থান।
কান্দিলাম কত আমি ত্রাহি ত্রাহি বলি ; তথাপি সে বাহু কাটি লয়ে গেল চলি।

৬৯। যেদিন দেখিনু এই স্বপ্ন ভয়ঙ্কর, কাঁপিছে সেদিন হ'তে হিয়া থর থর।
দিবারাত্র সুখ নাই তিলেকের তরে, সদা অমঙ্গল-শঙ্কা আমার অন্তরে।

ইহার পর তিনি পরিদেবন করিতে করিতে আবার বলিলেন, "বৎস, তোমার কনিষ্ঠ আমার অতি প্রিয়পুত্র; সম্ভবতঃ তাহার কোন ভয়ের কারণ ঘটিয়াছে।

৭০। চার্ব্বঙ্গী উরগকন্যা শত শত — হেমজালে কেশদাম আচ্ছাদিত —
প্রেমভরে যার সেবিত চরণ, সেই ভূরিদত্ত কোথায় এখন?

১। 'উপক্ষিংসু' না হইয়া বোধ হয় 'অপচিয়িংসু' হইবে।

৭১। কর্ণিকারবৎ উজ্জ্বল কৃপাণ
দিবারাত্র শতসহস্র প্রহরী,
হাতে লয়ে যারে করিত রক্ষণ
সেই ভূরিদত্ত কোথায় এখন?
৭২। যাইব এখনি ভূরিদত্ত যেথা —
দশ শীল পালে সদা সাবধানে,
ভ্রাতা তব সেই ধর্ম্মপরায়ণ ;
দেখিয়া তাহাকে জুড়াব নয়ন।"

এইরূপ বিলাপ করিয়া তিনি নিজের ও সুদর্শনের অনুচরগণসহ যাত্রা করিলেন। ভূরিদত্তের ভার্য্যাগণ তাঁহাকে সেই বল্মীকাগ্রে না দেখিতে পাইয়াও এতদিন কোন আশঙ্কা করে নাই ; কারণ তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তিনি মাতার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু যখন শুনিল যে, তাহাদের শ্বাশুড়ী পুত্রের অদর্শনে ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন, তখন তাহারা প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক পরিদেবন করিতে করিতে তাঁহার পাদমুলে পতিত হইল। তাহারা বলিল, "আমরা এই এক মাস আপনার পুত্রের মুখ দেখিতে পাই নাই।"

(এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৩। আসিছেন দেখি ভূরিদত্তের জননী
বাহু তুলি কান্দে সব তাঁহার রমণী ঃ—
৭৪। এই দীর্ঘ একমাস পুত্রের তোমার
অদর্শনে পাইতেছি যাতনা অপার।
সে যশস্বী নাগরাজ, ধর্ম্মপরায়ণ
জীবিত অথবা মৃত জানি না এখন।

ভূরিদত্তের জননী পুত্রবধূদিগের সহিত পথিমধ্যে বহু পরিদেবন করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া ভূরিদত্তের প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক পুত্রের শূন্য শয্যা অবলোকন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—

৭৫। শাবক বধেছে ব্যাধে, শূন্য নীড় হেরি
শোকানলে পুড়ে যথা অভাগী শকুনী,
না দেখিয়া প্রিয়পুত্র ভূরিদত্তে মোর
তেমনি পুড়িব শোকে আমি চিরদিন।
৭৬। শাবক বধেছে ব্যাধে, শূন্য নীড় হেরি
শাবকের অন্বেষণে, হায় রে যেমন
ইতস্ততঃ যায় ছুটি শোকার্ত্তা শকুনী,
তেমনি ভ্রমিব আমি পুত্র-অন্বেষণে।
৭৭। শাবক বধেছে ব্যাধে, শূন্য নীড় হেরি
শোকানলে পুড়ে যথা অভাগী শকুনী,
না দেখিয়া প্রিয়পুত্র ভূরিদত্তে মোর
তেমনি পুড়িব শোকে আমি চিরদিন।
৭৮। না দেখিয়া ভূরিদত্তে চিরকাল, হায়
দহিবে হৃদয় মোর, দহে যে প্রকার
চক্রবাকী নিরুদক পল্বল মাঝারে।

৭৯। কামারের হাপর বাহিরে ঠাণ্ডা বটে ;
ভিতরে প্রখর অগ্নি কিন্তু জ্বলে তার ;
ভূরিদত্তে না দেখিয়া আমার(ও) তেমন
শোকানলে হৃদয় হইবে ছারখার।

ভূরিদত্তের মাতা যখন এখন এইরূপ পরিদেবন করিতে লাগিলেন, তখন ভূরিদত্তের বাসভবন অর্ণবকুক্ষির মত এক কোলাহলময় হইল। কেহই প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিল না ; সমস্ত নাগলোক প্রলয়বাতাহত শালবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৮০। মহাশোকবেগে ভূরিদত্তের ভবনে
হইল স্ত্রীপুত্র তাঁর ভূতলে লুণ্ঠিত, —
হায় রে, যেমন হয় শালতরুগণ
প্রভঞ্জনবিমর্দ্দিত অরণ্য মাঝারে।

অরিষ্ট ও সুভগ মাতাপিতাকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই কোলাহল শুনিয়া ভূরিদত্তের গৃহে গমনপূর্ব্বক মাতাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন,

৮১। শুনি ভূরিদত্তগৃহে ক্রন্দনের রোল,
অরিষ্ট, সুভগ — এই দুই সহোদর
ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইল সেথায়।

৮২। "আশ্বস্তা হও গো মাতঃ করিও না শোক ;
প্রাণীদের ধর্ম্ম এই নিখিল জগতে, —
ছাড়ি দেহ দেহান্তর করয় গ্রহণ;
জীবের নিয়তি এই না হয় খণ্ডন।

সমুদ্রজা বলিলেন,

৮৩। জানি, বাছা প্রাণীদের ইহাই ধরম।
ভূতিরদত্তে না দেখিয়া কিন্তু রে আমার
হৃদয় দারুণ শোকে হ'ল অভিভূত।

৮৪। শোন্, বাছা সুদর্শন, বলি যাহা তোরে —
অদ্য, অদ্যকার রাত্রি না হতে প্রভাত।
বোধ হয় প্রাণ মোর না রবে এ দেহে,
যদি না দেখিতে পাই ভূরিদত্তে আমি।

সুদর্শন বলিলেন,

৮৫। আশ্বস্তা হও গো মাতঃ, ভ্রাতাকে এখানে
নিশ্চয় আনিব মোরা, অন্বেষণে তার
ভ্রমিতে সকল দিকে চলিনু এখনি।

৮৬। পর্ব্বতে ও গিরিদুর্গে, গ্রামে ও নিগমে
সর্ব্বত্র খুঁজিব তারে তন্ন তন্ন করি,
অদ্য হ'তে দশ রাত্রি না হ'তে অতীত,
নিশ্চয় আনিব তারে ; ত্যজ শঙ্কা তুমি।

অনন্তর সুদর্শন ভাবিতে লাগিলেন, আমরা তিন সহোদরই এক দিকে গেলে বিলম্ব ঘটিবে ; এজন্য তিন জনের তিন দিকে যাওয়া কর্তব্য — একজন দেবলোকে, একজন হিমবন্তে, একজন মনুষ্যলোকে। কিন্তু কাণারিষ্ট মনুষ্যলোকে গেলে, যেখানে ভূরিদত্তকে দেখিবে, সেখানকার সমস্ত গ্রাম ও নিগম দগ্ধ করিয়া আসিবে, কারণ সে অতি নিষ্ঠুর ও পরুষ ; অতএব তাহাকে সেখানে পাঠাইতে পারি না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "ভাই অরিষ্ট, তুমি দেবলোকে যাও, দেবতারা যদি ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে ভূরিদত্তকে সেখানে লইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিবে।" ইহা বলিয়া তিনি অরিষ্টকে দেবলোকে প্রেরণ করিলেন, এবং সুভগকে বলিলেন, "তুমি, ভাই, হিমবন্তে গিয়া পঞ্চ মহানদীতে ভূরিদত্তকে খুঁজিয়া এস।" ইহা বলিয়া তিনি সুভগকে হিমবন্তে পাঠাইলেন এবং নিজে মনুষ্যলোকে যাইবার ইচ্ছা করিয়া ভাবিলেন, 'আমি যদি মনুষ্যলোকে মাণবকের বেশে যাই, তবে লোকে আমাকে গালি দিবে[১] ; আমার তাপসবেশে যাওয়াই কর্ত্তব্য ; কারণ প্রব্রাজকেরা লোকের প্রিয়পাত্র।' ইহা স্থির করিয়া সুদর্শন তাপস সাজিলেন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

বোধিসত্ত্বের অর্চ্চিমুখী-নাম্নী এক বৈমাত্রেয়ী ভগিনী ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বড় ভালবাসিতেন। সুদর্শনকে যাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভাই, আমিও বড় উদ্‌বিগ্না হইয়াছি। আমি তোমার সঙ্গে যাব।" সুদর্শন বলিলেন, "তুমি যেতে পার না, বোন্ ; দেখিতেছ না যে, আমি প্রব্রাজকের বেশে যাইতেছি!" "আমি ক্ষুদ্র মণ্ডূকীর বেশ ধরিয়া তোমার জটার ভিতর বসিয়া যাইব।" "তবে এস।" অর্চ্চিমুখী মণ্ডূকশাবিকার রূপ ধরিয়া সুদর্শনের জটার ভিতর গিয়া রহিলেন। সুদর্শন স্থির করিলেন, 'মূল হইতে আরম্ভ করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে যাইব।' তিনি বোধিসত্ত্বের ভার্য্যাদিগের নিকট তাঁহার পোষধপালন-স্থান জানিয়া লইলেন এবং প্রথমেই সেই স্থানে গিয়া যেখানে আলম্বায়ন বোধিসত্ত্বকে ধরিয়াছিল সেখানে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন ; যেখানে সে লতা দিয়া পেটিকা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাও দেখিলেন। তখন আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, বোধিসত্ত্বকে কোন সাপুড়ে ধরিয়াছে। তিনি শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে আলম্বায়নের গমনমার্গ অনুসরণ করিতে করিতে যে গ্রামে সে প্রথমে খেলা দেখাইয়াছিল, সেই গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক ভূরিদত্তের আকার বর্ণনা করিয়া লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপ একটা সাপ লইয়া কোন সাপুড়ে এখানে খেলা দেখাইয়াছিল কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ মহাশয় ; আজ এক মাস হইল

১। মূলে 'পসর্পিস্সতি' আছে। ইহা সৃপ্ ধাতুজ — 'লোকে আমাকে দেখিয়া হটিয়া যাইবে।' এই অর্থ অপ্রযোজ্য। ইংরাজী অনুবাদক 'পসাপিস্সামি' (শপ + শপ ধাতুজ) এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

আলম্বায়ন নামে এক সাপুড়ে সাপখেলা দেখাইয়াছিল।" "সে পেয়েছিল কি?" "এই এক গ্রামেই সে এক লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিল।" "এখন সে কোথা গিয়াছে?" "বোধ হয় অমুক গ্রামে।" সুদর্শন এই সূত্র পাইয়া সেখান হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কালক্রমে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে আলম্বায়নও গন্ধোদকাদি দ্বারা স্নান করিয়া, চন্দনাদি দ্বারা বিলেপন করিয়া, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, রত্নপেটিকা হস্তে লইয়া, সেখানে দেখা দিল। সেখানে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল ; রাজার জন্য আসন সজ্জিত হইয়াছিল ; তিনি অন্তঃপুর হইতে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আসিতেছি ; নাগরিকদিগকে ক্রীড়া দেখাউক।" আলম্বায়ন বিচিত্র আস্তরণের উপর রত্নপেটিকা রাখিয়া উহা খুলিল এবং "এস, মহানাগরাজ" বলিয়া সঙ্কেত জানাইল। ঐ সময়ে সুদর্শনও জনসঙ্ঘের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মহাসত্ত্ব মস্তক বাহির করিয়া সমস্ত জনসঙ্ঘ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সর্পেরা দুই কারণে জনসঙ্ঘ অবলোকন করিয়া থাকে ঃ— উহাদের মধ্যে তাহাদের পরিপন্থী কোন সুপর্ণ কিংবা কোন নট আছে কি না ইহা দেখিবার জন্য। সুপর্ণ দেখিলে তাহারা ভয়বশতঃ নৃত্য করে না ; নট দেখিলেও লজ্জায় নৃত্য করে না। মহাসত্ত্ব অবলোকন করিতে করিতে জনসঙ্ঘের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল ; তিনি উহা সংবরণপূর্ব্বক পেটিকা হইতে বাহির হইয়া ভ্রাতার অভিমুখে চলিলেন। লোকে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ভয় পাইয়া হঠিয়া গেল ; একা সুদর্শনই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহাসত্ত্ব গিয়া তাঁহার পাদপৃষ্ঠোপরি মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সুদর্শনও কান্দিলেন ; মহাসত্ত্ব ক্রন্দন করিয়া ফিরিয়া পুনর্ব্বার সেই পেটিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আলম্বায়ন ভাবিল, সর্প বোধ হয়, তাপসকে দংশন করিয়াছে ; সে তাঁহার নিকটে গিয়া আশ্বাস দিবার জন্য বলিল ঃ—

৮৭। হাত হ'তে পড়ি মোর এই সর্পরাজ
সবলে ধরিল পাদ তোমার, তাপস ;
দংশিল কি? করিও না কিছুমাত্র ভয় ;
করিতেছি তোমায় এখনি অনাময়।

আলম্বায়নের সঙ্গে আলাপ করিবার উদ্দেশ্যে সুদর্শন বলিলেন,

৮৮। নাই এ নাগের শক্তি দুঃখ দিতে মোরে ;
সাপুড়ে যতেক আছে এই পৃথিবীতে
কার(ও) সাধ্য নাই অতিক্রমিতে আমারে।

সুদর্শন যে কে, আলম্বায়ন তাহা জানিত না ; সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,

৮৯। কে রে এই স্থূলবুদ্ধি? ব্রাহ্মণের বেশে
এসেছে সভায় এই? কি সাহসে করে
যুঝিতে আহ্বান মোরে? শুন, সভাগণ,
দিও না আমায় দোষ কেহ অতঃপর।

সুদর্শন উত্তর দিলেন,

৯০। যুঝ তুমি সর্প লয়ে, মণ্ডুক-শাবিকা
লইয়া যুঝিব আমি, এ যুদ্ধের বাজি
রহিল সহস্র পণ্ড প্রাপ্য বিজেতার।

আলম্বায়ন বলিল,

৯১। আছে মোর ধনরত্ন প্রচুরপ্রমাণ,
তুই ত দরিদ্র অতি, ব্রাহ্মণকুমার,
কে তোর প্রতিভূ, বল্? কোথা হ'তে তুই
হারিলে পণের অর্থ দিবি রে, বটুক?

৯২। আছে মোর অর্থ কষ্ট, যাহা হ'তে আমি
এখনি সহস্র পণ্ড দিব রে হারিলে,
প্রতিভূ যদাপি চাস্, অভাব তাহার
হবে নারে, রাখিলাম দ্বিধা নাহি করি
এ যুদ্ধে সহস্র পণ্ড পণ আমি তাই।

ইহা শুনিয়া সুদর্শন বলিলেন, 'বেশ, আমাদের মধ্যে পঞ্চ সহস্র মুদ্রাই বাজি থাকুক।'' অনন্তর তিনি নির্ভয়ে রাজভবনে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার মাতুল বারণসীরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,

৯৩। মাগি, ভূপ, হও তুমি কল্যাণভাজন ;
প্রতিভূ আমার তুমি হও, কীর্তিমান,
পণের সহস্র পঞ্চ কার্ষাপণ তরে।

রাজা ভাবিলেন, 'এই তপস্বী আমার নিকট অতিবহু ধন যাচ্‌ঞা করিতেছে ; ইহার কারণ কি?' তিনি বলিলেন,

৯৪। পিতা মোর, কিংবা আমি নিজে কোনদিন লয়েছি কি তব ঠাঁই কোনরূপ ঋণ,
যার জন্য হেথা তুমি করি আগমন বলিছ তোমায় এবে দিতে এত ধন?

ইহার উত্তরে সুদর্শন দুইটী গাথা বলিলেন, —

৯৫। সর্প লয়ে আলম্বান যুদ্ধে মোরে পরাজিতে চায়
মণ্ডূক-শাবিকা লয়ে আমি ভূপ দংশাব তাহার।
৯৬। এস, হে রাষ্ট্রবর্দ্ধন অনুচরগণ সঙ্গে লয়ে,
দেখ এ অদ্ভুত যুদ্ধ যাহা মোরা-করিব উভয়ে।

রাজা বলিলেন, ''আচ্ছা যাইতেছি চল।'' তিনি তপস্বীর সঙ্গেই প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। ইহা দেখিয়া আলম্বায়ন ভাবিল, 'এই তাপস গিয়াই রাজাকে লইয়া আসিল! রাজকুলের সহিত বোধ হয় ইহার বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।' সে ভয় পাইয়া সুদর্শনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল এবং বলিল ঃ—

৯৭। বিদ্যা বড় আছে মোর, বলি ইহা আস্ফালন করিতে না চাই ;
তোমাকেও হতমান করিতে সভার মধ্যে ইচ্ছা মোর নাই।
বিদ্যামদে মত্ত তুমি ; ভাব, আর নাই কেহ তোমার সমান ;
তাই ঘোরবিষধর নাগকুলরাজে এই কর তুচ্ছজ্ঞান।

সুদর্শন বলিলেন,

৯৮। বিদ্যার বড়াই করি তোমাকেও হতমান করিতে আমার ইচ্ছা নাই ;
বিষহীন সর্প লয়ে ভুলাইছ সর্ব্বজনে ; দেখি ইহা বড় লাজ পাই।
৯৯। জানিত লোকে হে যদি তোমার বিদ্যার দৌড়, জানিতেছি আমি যে প্রকার,
ধন ত দূরের কথা, একমুষ্টি শক্তুমাত্র ভাগ্যে নাহি জুটিত তোমার।

এই উত্তরে আলম্বায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,

১০০। কর্কশ অজিনবাস, মস্তকে জটার ভার,
দেহের দুর্গন্ধে তোর তিষ্ঠা হেথা দায় ;
হস্তিমূর্খ তুই, তাই, নির্ব্বিষ বলিয়া নিন্দা
করিস্ এ সর্প-রাজে আসিয়া সভায়।
১০১। আয় না নিকটে এর ; পরীক্ষা করিয়া দ্যাখ্‌,
কত উগ্রতেজে পূর্ণ এই নাগবর ;
বারেক দংশিলে তোরে বিষের জ্বালায় তোর
নিমেষে হইবে ভস্মীভূত কলেবর।

সুদর্শন আলম্বায়নকে পরিহাস করিয়া বলিলেন,

১০২। ঘরে থাকে হেলে সাপ,[১] ঢোঁড়া[২] থাকে জলে ; নলডগা[৩] নামে সাপ বেড়ায় জঙ্গলে ;
ইহাদের দাঁতে বিষ যদিই বা হয় কোন কালে, তবু, তুমি জানিও নিশ্চয়,
এ রক্তমস্তক সর্প রবে চিরদিন তেজোবীর্য্যহীন, আর বিষদন্তহীন।

১। পালি 'সিলুত্ত' = ঘরসপ্প। বাঙ্গালা 'হেলে' বা 'ঘরমোনাই।'
২। পালি 'দেড্‌ডুভ'।
৩। পালি 'সিলাভু' = নীলপন্নগসম।

আলম্বায়ন বলিল,

১০৩। তপস্বী, সংযতেন্দ্রিয় অর্হন্দিগের মুখে করিয়াছি আমি রে শ্রবণ,
এ জীবনে করি দান হয় দাতা তার ফলে দেহ-অন্তে স্বর্গপরায়ণ।
তাই, বলি কর্ দান যা' কিছু আছে রে তোর, যতক্ষণ রহিবে জীবন।
১০৪। ঋদ্ধিমান্, মহাতেজা সর্ব্বথা দুরতিক্রম এই মহাবিষধর ফণী ;
ইহার সাহায্যে তোর করিব রে দর্পচূর্ণ ভস্মীভূত হইবি এখনি।

সুদর্শন বলিলেন,

১০৫। আমিও শুনেছি, সৌম্য, জিতেন্দ্রিয় মুনিদের এই উপদেশ মূল্যবান্,।
এ লোকে করিলে দান করে দাতা তার ফলে দেহ-অন্তে স্বরগে প্রয়াণ।
তাই বলি, দাও এবে দাতব্য যা' আছে তব, থাকিতে তোমার দেহে প্রাণ।
১০৬। উগ্রতেজে পরিপূর্ণা ভেকের শাবিকা এই ; অর্চ্চিমুখী নাম এই ধরে ;
ইহার সাহায্যে তব করিব হে দর্পচূর্ণ ; ভস্ম এই করিবে তোমারে।
১০৭। ধৃতরাষ্ট্র পিতা এর ; আমি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; দিলাম ইহার পরিচয় ;
উগ্রতেজে পরিপূর্ণা মণ্ডূকরূপধারিণী অর্চ্চিমুখী দংশিবে তোমায়,

অনন্তর সুদর্শন সেই বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ভগিনি অর্চ্চিমুখি, তুমি জটার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমার হাতে বোসো ত।" তাঁহার আহ্বান শুনিয়া অর্চ্চিমুখী তিনবার মণ্ডূকস্বরে শব্দ করিলেন ; জটা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে তাহার অংসকূটে বসিলেন এবং সেখান হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া তাঁহার হস্ততলে তিন বিন্দু বিষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জটার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। সুদর্শন বিষ গ্রহণ করিয়া তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই জনপদ ধ্বংস হইবে, এই জনপদ বিনষ্ট হইবে।" তাঁহার এই মহানিনাদ দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারণসীপুরীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনপদ বিনষ্ট হইবে কেন?" সুদর্শন বলিলেন, "আমি যে এই বিষ নিষেচনের স্থান দেখিতে পাইতেছি না!" "বাপু, এই পৃথিবী বিপুলা ; তুমি ইহা পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, "না মহারাজ, তাহা করিতে পারি না।" তিনি রাজার আদেশ পালন করিতে না চাহিয়া বলিলেন,

১০৮। নিক্ষেপিলে এই বিষ পৃথিবী উপরি,
তৃণলতা ওষধি প্রভৃতি সমুদায়
নিমেষে শুকায়ে ভূপ, হবে ছারখার।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয়।

রাজা বলিলেন, "তবে ইহা উর্দ্ধদিকে আকাশে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, "আকাশেও ইহা নিক্ষেপ করিতে পারি না।

১০৯। উর্দ্ধদিকে ফেলি যদি, সপ্তবর্ষ কাল
বর্ষণ পর্জ্জনাদেব না করিবে বারি ;
হিমপাত হবে না ক এ রাজ্যে তোমার।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয়।"

রাজা বলিলেন, "তবে ইহা জলে নিক্ষেপ কর।" সুদর্শন বলিলেন, "ইহা জলেও নিক্ষেপ করা যায় না।

১১০। জলে যদি ফেলি ইহা জলচরগণ —
মৎস্যকূর্ম্মশম্বুকাদি—মারা যাবে সবে।
এত বীর্য্য এ বিষের জানিও নিশ্চয়।"

তখন রাজা বলিলেন, "আমি ত বাপু, কিছুই বুঝি না। যাহা করিলে আমার রাজ্য বিনষ্ট না হয়, তাহা তুমিই জান।" সুদর্শন বলিলেন, "তবে মহারাজ, তিনটী গর্ত্ত খনন করাউন।" রাজা তিনটী গর্ত্ত খনন করাইলেন। সুদর্শন মাঝের গর্ত্তটী নানাবিধ ভৈষজ্যদ্বারা, দ্বিতীয়টী গোময়দ্বারা এবং তৃতীয়টী

দিব্যৌষধিদ্বারা পূর্ণ করাইলেন। অনন্তর তিনি মধ্যম গর্ত্তে বিষবিন্দুগুলি নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাহা হইতে প্রথমে ধূম, পরে অগ্নিশিখা উত্থিত হইল, ঐ অগ্নিশিখা গোময়পূর্ণ গর্ত্তটীকে স্পর্শ করিল ; তাহা হইতে আবার অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া দিব্যৌষধিপূর্ণ গর্ত্তটী ধরিল এবং ওষধিগুলি দগ্ধ করিয়া নিবিয়া গেল। আলম্বায়ন্ এই গর্ত্তের অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; বিষের জ্বালা তাহার শরীরে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গের ত্বক্ উৎপাটন করিয়া গেল। অমনি সে শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইল; সে মহাভয় পাইয়া তিন বার বলিল, "আমি নাগরাজকে মুক্তি দিতেছি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব রত্নপেটিকা হইতে বাহির হইলেন, এবং সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিত আত্মরূপ প্রকটিত করিয়া দেবরাজ শক্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুদর্শন এবং অর্চ্চিমুখীও সেইভাবে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর সুদর্শন রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, চিনিতে পারেন কি, ইহারা কাহার পুত্র?" রাজা বলিলেন, "আমি ত চিনিতে পারিতেছি না।" "আমাদিগকে চিনিতে না পারেন ; কিন্তু কাশীরাজকন্যা সমুদ্রজা যে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, ইহা ও জানেন?" "হাঁ, তাহা জানি ; সমুদ্রজা আমার কনিষ্ঠা ভগিনী।" "আমরা তাঁহার পুত্র ; আপনি আমাদের মাতুল।" ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন; আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন, এবং মহা আদর যত্ন করিলেন। অনন্তর ভূরিদত্তকে অভিনন্দনপূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার বিষ এত উগ্র; অথচ আলম্বায়ন তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিল, ইহার কারণ কি?" ভূরিদত্ত রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং রাজাদিগকে কি কি নিয়মে রাজ্যশাসন করিতে হয়, তাহা বুঝাইয়া মাতুলকে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন। অতঃপর সুদর্শন বলিলেন, "মামা, ভূরিদত্তকে না দেখিয়া মা বড় কষ্ট পাইতেছেন ; আমরা বাহিরে থাকিয়া আর কালক্ষেপ করিতে পারি না।" রাজা বলিলেন, "বেশ বৎসগণ, তোমরা এখন যাইতে পার ; আমারও একবার ভগিনীকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিরূপে তাঁহার দেখা পাইব বল ত!" "মামা, আমাদের মাতামহ কাশীরাজ এখন কোথায়?" "আমার ভগিনীকে দান করিবার পর তাঁহার বিপ্রয়োগবশতঃ তিনি আর রাজধানীতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না ; প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক এখন অমুক বনে বাস করিতেছেন।" "মামা, আপনাকে এবং দাদামহাশয়কে দেখিবার জন্য মায়েরও বড় ইচ্ছা। আপনি অমুক দিন দাদামহাশয়ের নিকটে যাইবেন ; আমরাও মাকে লইয়া দাদামহাশয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইব; এইরূপে সেখানেই সকলের সাক্ষাৎকার হইবে।" ইহা বলিয়া তাঁহারা দিন স্থির করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। রাজা ভাগিনেয়দিগকে বিদায় দিয়া সাশ্রুলোচনে প্রত্যাগমন করিলেন ; তাঁহারা তিনজনও ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া নাগভবনে গমন করিলেন।

নগরপ্রবেশখণ্ড সমাপ্ত

(৭)

মহাসত্ত্ব প্রতিগমন করিলে সমস্ত নাগভবন পরিদেবন-শব্দে নিনাদিত হইল। একমাস পেটিকার মধ্যে অনাহারে থাকিয়া তিনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন ; এখন তিনি রোগশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে কত নাগ আসিতে লাগিল, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার সময় তাঁহার বড় ক্লান্তি হইত। কাণারিষ্ট দেবলোকে গিয়াছিলেন ; সেখানে তিনি মহাসত্ত্বকে না পাইয়া সর্ব্বপ্রথমেই নাগভবনে ফিরিয়াছিলেন। তিনি চণ্ড ও পরুষ ; মহাসত্ত্বের দর্শনার্থী নাগদিগকে বারণ করিতে তিনিই সমর্থ, এই বিবেচনায় সুদর্শনাদি তাঁহাকেই মহাসত্ত্বের শয়নগৃহে দৌবারিক নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে সুভগ প্রথমে সমস্ত হিমালয় পর্ব্বত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছিলেন ; তাহার পর মহাসমুদ্র ও অন্যান্য নদীতে অনুসন্ধান করিয়া যমুনা নদী পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার তীরে উপস্থিত হইলেন। আলম্বায়ন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছে দেখিয়া নিষাদবৃত্তিধারী সেই ব্রাহ্মণ ভাবিয়াছিল, 'ভূরিদত্তকে দুঃখ দিয়া

ইহার ত কুষ্ঠ হইল ; ভূরিদত্ত আমার মহা উপকার করিয়াছিলেন ; আমি কিন্তু মণির লোভে তাঁহাকে আলম্বায়নকে দেখাইয়াছিলাম ; এ পাপের ফল ত আমাকেও ভুগিতে হইবে। কিন্তু সেই ফল দেখা দিবার পূর্ব্বেই আমি যমুনায় গিয়া পাপবাহতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক পাপ প্রক্ষালন করিব।' এই উদ্দেশ্যে সে যমুনায় গিয়া "আমি ভূরিদত্তের সম্বন্ধে মিত্রদ্রোহী হইয়া পাপ করিয়াছি ; এখন সেই পাপ প্রক্ষালন করিব", এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক জলে অবতরণ করিল। সুভগও ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সেই সঙ্কল্প শুনিয়া ভাবিলেন, "এই পাপিষ্ঠই মণিরত্নের লোভে, আমার যে সহোদর ইহাকে এত ধনরত্নাদি দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আলম্বায়নের হাতে ধরাইয়া দিয়াছিল ; ইহাকে আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে দিব না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি লাঙ্গুলদ্বারা তাহার পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া তাহাকে জলের ভিতর টানিয়া লইয়া গেলেন এবং জলে ডুবাইয়া ধরিয়া রাখিলেন। পরে যখন তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি বন্ধন একটু শিথিল করিয়া তাহাকে মাথা তুলিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতে দিলেন। তাহার পর তিনি আবার তাহাকে টানিয়া জলে ডুবাইলেন। বহুবার এইরূপ চুবানি খাইয়া নিষাদ-ব্রাহ্মণ অবসন্ন হইয়া পড়িল; শেষে অতিকষ্টে জলের উপর মাথা তুলিয়া বলিল,

১১১। প্রয়াগে করিলে স্নান লোকে বলে হয় পাপক্ষয় ;
সেই পুণ্যতীর্থে স্নান করিতেছি, এমন সময়
গ্রাসিতে আমারে চাস্ কে রে তুই যক্ষ পাপাশয়?

সুভগ বলিলেন,

১১২। নাগলোক-অধিপতি যে যশস্বী ধৃতরাষ্ট্র
নিজের বিশাল দেহে করিলা বেষ্টন
সর্ব্ব-বারাণসীপুরী, সেই নাগোত্তমসুত
'সুভগ' নামেতে আমি বিদিত, ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এ ভূরিদত্তের ভ্রাতা ; এ ত কিছুতেই আমার প্রাণ রাখিবে না। ইহার এবং ইহার মাতাপিতার গুণকীর্ত্তন করিয়া যদি ইহার মন নরম করিতে পারি, তবে তখন নিজের জীবন ভিক্ষা করিব।' সে বলিল,

১১৩। ভুবনবিদিত কংসরাজবংশে[1] জননী তোমার লভিলা জনম ;
অমরসদৃশ উরগগণের অধিপতি তব পিতা নাগোত্তম ;
মর্ত্ত্যলোকে যার অতুল্য জননী, মহা-অনুভাব জনক যাহার,
এ ব্রাহ্মণাধমে জলের ভিতর ডুবাইয়া মারা সাজে না ক তার।

সুভগ বলিলেন, 'অরে দুষ্ট ব্রাহ্মণ, তুই আমাকে বঞ্চনা করিয়া মুক্তি পাইবি মনে করিয়াছিস্! আমি কিছুতেই তোর প্রাণ রাখিব না।" অনন্তর তিনি কয়েকটী গাথায় ব্রাহ্মণের দুষ্কৃতি বর্ণনা করিলেন ঃ—

১১৪। জলপান তরে আসিল হরিণ ; বৃক্ষ-অন্তরালে থাকি
শর-নিক্ষেপণে বিঁধিলি তাহারে, মনে তোর পড়ে না কি?
বিদ্ধ হয়ে পরে ভয়ে, যন্ত্রণায়, মৃগ করে পলায়ন ;
শরবেগে ছুটি যায় বহুদূরে ; করিলি অনুগমন।
১১৫। শেষে মহাবনে পড়িল ভূতলে মৃগ অবসন্নকায় ;
মাংস সব তুই লইলি কাটিয়া, খণ্ড খণ্ড করি তায়।
বাঁকে তুলি তাহা করিলি রে যাত্রা গৃহে ফিরিবার আশে ;
সন্ধ্যা হল পথে ; হলি উপস্থিত ন্যগ্রোধ তরুর পাশে।
১১৬। বিভূষিত তরু শাখায় পল্লবে ; বসি তাহে করে গান
মঞ্জুভাষী পাখী — শুক, সারী, পিক — তুলিয়া মধুর তান।
রম্য সে ভূভাগ, পিঙ্গলবরণ মৃত্তিকাময় সে স্থান ;
চিরশ্যাম তার শাদ্বলাস্তরণ দেখিলে জুড়ায় প্রাণ।

১। টীকাকার বলেন, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নামান্তর 'কংস'।

১১৭। হন প্রাদুর্ভূত, সম্মুখে রে তোর সেখানে সোদর মম, —
মহা-অনুভাব ঋদ্ধিতেজোদীপ্ত দ্বিতীয় ভাস্করসম।
নাগকন্যাগণ বেষ্টি ছিল তাঁরে পরিচর্য্যাহেতু সেথা ;
কর্ ত, ব্রাহ্মণ, স্মরণ ; এখন পড়ে কি মনে সে কথা?
১১৮। করিলেন যত্ন কতই রে তোর ; তুষিলেন করি দান
ভোগ তরে তোর উরগভবনে কাম্যবস্তু অপ্রমাণ।
হেন হিতকারী নাগেশ রে তোর। তুই কিন্তু নীচাশয়
করিলি অনিষ্ট ; সে পাপের ফল পাবি এবে নিশংসয়।
১১৯। কর্ শীঘ্র তোর গ্রীবা প্রসারণ ; শির তোর ছেদ করি।
সোদরে আমার দিলি রে যে দুখ, মারিব তোরে তা স্মরি।

ব্রাহ্মণ ভাবিল, 'এ ত, দেখিতেছি, আমার প্রাণ রাখিবে না ; তবে যা' তা' কিছু বলিয়া আরও একবার মুক্তিলাভের চেষ্টা করা যাউক।' সে বলিল,

১২০। বেদ-অধ্যয়ন, যাজন,[১] হবন, —
এ তিন কারণে অবধ্য ব্রাহ্মণ।

ইহা শুনিয়া সুভগের চিত্ত সংশয়ে দোলায়মান হইল। তিনি স্থির করিলেন, 'ইহাকে নাগলোকে লইয়া সহোদরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যেরূপ বলেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।' সে বলিল,

১২১। যমুনা নদীর গর্ভে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত
ধৃতরাষ্ট্র-নাগপুরী হেমময়ী আছে বিরাজিত।
১২২। সেখানে পুরুষব্যাঘ্র সোদরেরা আছেন আমার ;
তাঁদের বিচারে হবে দণ্ড কিংবা নিষ্কৃতি তোমার।

ইহা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের গ্রীবা ধরিলেন, এবং তাহাকে ঝাকুনি দিতে দিতে, গালি দিতে দিতে ও তর্জ্জন করিতে করিতে মহাসত্ত্বের প্রাসাদদ্বারে লইয়া গেলেন।

মহাসত্ত্বের পর্য্যেষণখণ্ড সমাপ্ত

কাণারিষ্ট দ্বারপাল হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন ; সুভগ ব্রাহ্মণকে অবসন্ন করিয়া টানিয়া আনিতেছেন দেখিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "ভাই, উঁহাকে ব্যথা দিওনা ; ব্রাহ্মণেরা মহাব্রহ্মার পুত্র ; তাঁহার পুত্রকে দুঃখ দিতেছি, ইহা জানিতে পারিলে মহাব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের সমস্ত নাগপুরী ধ্বংস করিবেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ ও মহানুভাব ; তুমি ব্রাহ্মণের মহিমা জান না ; কিন্তু আমি জানি।" কাণারিষ্ট না কি ইহার পূর্ব্বজন্মে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেইজন্যই তিনি এমন দৃঢ়ভাবে বলিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মজ সংস্কারবশতঃ যজ্ঞশীল ছিলেন ; এখন সুভগও অন্য নাগদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "এস, আমি যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদিগের গুণ বর্ণন করিতেছি; তাহা শুন।" অনন্তর তিনি প্রথমেই যজ্ঞের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,

১২৩। বেদ-অধ্যয়ন আর যজনের মত
নাই ক সুফলপ্রদ অন্য ধর্ম্ম কোন ;
হোক না ব্রাহ্মণ কেন পাপাশয় যত,
এ দুই ধর্ম্মের বলে সে শ্রদ্ধাভাজন।
নিন্দার অযোগ্য সেই ; নিন্দিলে তাহার
বিত্ত ও সদ্ধর্ম্ম লোকে উভয়(ই) হারায়।

অতঃপর কাণারিষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "সুভগ, জান কি তুমি, কে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন?" সুভগ বলিলেন, "আমি তাহা জানি না।" "ব্রাহ্মণদিগের পিতামহ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

১। মূলে 'যাচযোগ' আছে। যাচযোগ = (১) দানে মুক্তহস্ত — যং যং পরে যাচন্তি তস্‌স তস্‌স দানতো যাচনযোগ; (২) যজ্ঞকারী বা যাজক। শেষোক্ত অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

১২৪। মহাব্রহ্মা সৃজিলেন জগৎ যখন   দিলেন ব্রাহ্মণে আজ্ঞা, "কর অধ্যয়ন।"
ক্ষত্রিয়কে বলিলেন ধরণী শাসিতে;   বৈশ্যগণে কৃষিদ্বারা শস্য উৎপাদিতে।
শূদ্রেরা পাইল আজ্ঞা, "হও সবে রত   এ তিন বর্ণের পরিচর্য্যায় সতত।"
এরূপে নির্দিষ্ট হ'ল যে ধর্ম্ম যাহার,   এখনও সে করে না ক অতিক্রম তার।

ব্রাহ্মণেরা ঈদৃশ মহাগুণসম্পন্ন! যে ইঁহাদিগকে প্রসন্নচিত্তে দান করে, সে অন্য কোথাও জন্মান্তর গ্রহণ করেনা, একেবারে দেবলোকে চলিয়া যায়।

১২৫। সূর্য্য, সোম, যম, কুবের, বরুণ,   ধাতা ও বিধাতা—দেবতা সবে,
করি যজ্ঞ বহু, বহু ধনদান   তুষিয়া ব্রাহ্মণে দেবত্ব লভে।
১২৬। ভীমকায় সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন   আছিল সহস্র বাহু যাহার,
ধরি যুগপৎ চাপ পঞ্চশত   গুণে তাহাদের দিত যে টঙ্কার,
তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা যাহার   এ মহীমণ্ডলে কেহ তখন
সেও ত আহুতি দিত হুতাশনে   তুষি বিপ্রগণে দিয়া বহুধন।"

অরিষ্ট আবারও ব্রাহ্মণদিগেরই মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন ঃ—

১২৭। পুরাকালে এক বারাণসীরাজ   করাত ভোজন ব্রাহ্মণগণে
বহু সংবৎসর যথাসাধ্য তার   অন্নপান দিয়া সুপ্রসন্ন মনে।
ইহাতেই তার উপজিল মনে   শুন, হে সুভগ, পরমা প্রীতি;
সে পুণ্যের বলে দেবত্ব লভিয়া   করে গিয়া সবে স্বর্গে অবস্থিতি।

ব্রাহ্মণেরা এমনই অগ্রদক্ষিণার্হ!" ব্রাহ্মণদিগের ঈদৃশ প্রাধান্যের কারণ বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন ঃ—

১২৮। সমুজ্জ্বলবর্ণ, দেবের প্রধান   দেব সর্ব্বভুকে ঘৃতাহুতিদানে
তুষিলেন যিনি, সেই মুচলিন্দ   গেলা স্বর্গে চলি দেহ-অবসানে।[১]
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেবা বল,   এ যজ্ঞ তাঁহারে বলিল করিতে?
ব্রাহ্মণসাহায্য ব্যতীত কি ছিল   সাধ্য তাঁর এই যজ্ঞ সম্পাদিতে?

মনের ভাব আরও বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য অরিষ্ট বলিলেন,

১২৯। সহস্র বৎসর ছিল আয়ুঃ যাঁর,   রথ, সেনাবল ছিল অগণন,
সে দিলীপ ভূপ পুণ্য উপার্জ্জিতে   সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণে করিল অর্পণ।
গেলা বনে চলি ত্যজি রাজপুরী;   প্রব্রজ্যা রাজর্ষি করিল গ্রহণ;
অন্তিমে নশ্বর ছাড়ি নরদেহ   করিলেন তিনি স্বরগে গমন।

অতঃপর অরিষ্ট আরও কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন ঃ—

১৩০। সগর নৃমণি আসমুদ্র ধরা   নিজ বাহুবলে করিলা জয়;
যজ্ঞান্তে তাঁহার বিশাল সুন্দর   হিরণ্ময় যূপ সমুচ্ছ্রিত হয়।
তুষি বৈশ্বানরে যত্ন সহকারে   বহু পুণ্য তিনি করিলা অর্জ্জন;
লভেন দেবত্ব তার ফলে শেষে;   যজ্ঞের মাহাত্ম্য, সুভগ, এমন।
১৩১। লোমপাদ, অঙ্গদেশের ভূপাল,   ব্রাহ্মণভোজন হেতু আয়োজন
করিলেন এত দুগ্ধের, সুভগ,   শুনি তা বিস্মিত হয় সর্ব্বজন।
ভোজনাবশিষ্ট ছিল দুগ্ধ যাহা,   তা'হতে গঙ্গার হল উৎপাদন,
সেই ক্ষীর, পুনঃ, দধিরূপে গিয়া   সাগরের গর্ভ করিল পূরণ।[২]
অগ্নির হবন, ব্রাহ্মণভোজন—   এই সুকৃতির বলে তিনি আজ,
নরদেহ ত্যজি দেবত্ব লভিয়া   সহস্রাক্ষপুরে করেন বিরাজ।

১। মুচলিন্দ প্রভৃতি রাজার নাম ইতঃপূর্ব্বে নিমি-জাতকেও (৫৪০) পাওয়া গিয়াছে।

২। গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী বিচিত্র বটে। টীকাকার বলেন, 'অতীতস্মিন হি অঙ্গো নাম লোমপাদো বারাণসী-রাজা ব্রাহ্মণ সগ্গমগ্গং পুচ্ছিত্বা তেহি হিমবন্তং পবিসিত্বা ব্রাহ্মণানং সক্কারং কত্বা অগ্গিং পরিচরা' তি বুত্তো অপরিমাণা গাবিয়ো চ মহিংসিয়ো চ আদায় হিমবন্তং পবিসিত্বা তথা অকাসি; ব্রাহ্মণেহি ভুত্তাতিরিত্তং খীরদধিং কিং কাতব্বং তি চ বুত্তে ছড়্ডেথা তি আহ; তত থোকস্স খীরস্স ছড়িডতট্ঠানে কুন্নদীয়ো অহেসুং; বহুকস্স ছড়িডতট্ঠানে গঙ্গা পবত্তথ; তং পন খীরং যস্ম দধি হুত্বা সন্নিসিন্নং ঠিতং তং যেব সমুদ্দং নাম জাতং।" 'লোমপাদ'কে বিশেষণস্থানীয় করিয়া বারাণসীর রাজা বলিয়া বর্ণনা করা মহাভারতাদি পুরাণেতিহাসে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

অরিষ্ট অতীতকালের আর একটি উদাহরণ দিলেন ঃ—

১৩২। মহা ঋদ্ধিমান্ যে দেবপুঙ্গব দেবলোকে এবে শক্রসেনাপতি,
সোমযজ্ঞে করি পাপ নিষ্ক্ষালন লভেছেন তিনি এমন সুগতি।

কথনীয় বিষয় আরও বিশদ করিবার জন্য অরিষ্ট বলিলেন,

১৩৩। এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, গঙ্গা, হিমালয়[১] সৃষ্টি যাঁহার,
অগ্নিকে পূজিয়া সে দেবাতিদেব লভিলেন এত ঋদ্ধি তাঁহার।[২]
১৩৪। করিলেন যজ্ঞ বারাণসীরাজ; চৈত্যরূপে তাঁর হইল উদ্‌গত
গৃধ্রমালাগিরি-হিমালয় আদি আছে পৃথিবীতে পর্ব্বত যত।[৩]

এই সকল উদাহরণ দেখাইয়া অরিষ্ট সুভগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, জান কি, সমুদ্রের জল লবণময় ও অপেয় হইয়াছে কেন?" সুভগ বলিলেন, "না অরিষ্ট; আমি তাহা জানি না।" "তাহা জানিবে কেন? তুমি কেবল ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিতে জান। বলিতেছি শুন ঃ—

১৩৫। বেদ অধ্যয়নে রত বেদমন্ত্রে সুনিপুণ
যাজক তপস্বী এক সাগরের তীরে
করিতেছিলেন জল সেচন শরীরে;
হেনকালে অকস্মাৎ উথলিয়া উঠে জল;
করিল সাগর গ্রাস সেই তপোধনে;
অপেয় হইল তার জল এ কারণে।[৪]
১৩৬। ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য যত বর্ণন করিব কত?
দেবেন্দ্রের প্রিয়পাত্র সকল ব্রাহ্মণ;
দানের সৎক্ষেত্র, অগ্র-দক্ষিণাভাজন।
উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে-যে দিকে যাও
ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অব্যাহত সর্ব্বস্থানে;
ব্রাহ্মণ(ই) বেদের স্রষ্টা, জানে সর্ব্বজনে।

এইরূপ চৌদ্দটি গাথায় অরিষ্ট ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। বহু নাগ পীড়িত মহাসত্ত্বকে দেখিতে আসিত; তাহারা অরিষ্টের কথা শুনিয়া বলাবলী করিতে লাগিল, "অরিষ্ট পুরাণ কথা বলিতেছেন।" তাহারা এইরূপে মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণোন্মুখ হইল। মহাসত্ত্ব রোগশয্যায় থাকিয়াই এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন। নাগেরাও তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'অরিষ্ট মিথ্যামার্গের প্রশংসা করিতেছে। তাহার এই মিথ্যাবাদ খণ্ডন করিয়া নাগদিগকে সম্যগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, স্নানান্তে সর্ব্বাভরণে বিভূষিত হইয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন এবং সমস্ত নাগ সমবেত করাইয়া ও অরিষ্টকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ অরিষ্ট, তুমি অলীক কথা বলিয়া বেদ, যজ্ঞ, ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছ। ব্রাহ্মণেরা যে বেদাবিধানুসারে যজ্ঞযাজন করেন, তাহা অনিষ্টের আকর; তাহাতে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে না, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা নিতান্তই

১। এখানে গৃধ্রকূটেরও নাম আছে। ইহা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত ; কিন্তু বৌদ্ধদিগের নিকট বড় পর্ব্বত, কারণ এখানে বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন।

২। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মত্বলাভের পূর্বে মানব ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মত্ব পাইয়াছিলেন।

৩। এই গাথায় সুদর্শন, নিসভ ও কাকনেরু, এই তিনটি পর্ব্বতেরও নাম আছে। টীকাকার বলেন, পুরাকালে বারাণসীর এক রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকট স্বর্গলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণরা বলিয়াছিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণদিগের পূজা করুন।" এই উপদেশ শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণদিগকে মহাদান করিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার দানে কোন দ্রব্যের অভাব হইয়াছে কি?" ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন, "অন্য কিছুরই অভাব নাই; কেবল আসনের অভাব দেখিতেছি।" তখন রাজা ইষ্টক দ্বারা তাঁহাদের জন্য আসন নির্ম্মাণ করাইলেন; এই সকল আসন ব্রাহ্মণদিগের অনুভাববলে মালাগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতে পরিণত হইল।

৪। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরকে অভিশাপ দিলেন, "তুই আমার পুত্রকে বধ করিলি, এই পাপে তোর জল লবণময় ও অপেয় হইবে।"

অসার।" অনন্তর তিনি কতকগুলি গাথায় নানাবিধ যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন ঃ—

১৩৭। প্রাজ্ঞ যিনি তাঁর কাছে বেদ অধ্যয়ন
অকল্যাণকর অতি মূঢ়েরা কেবল
ভাবে, এতে হবে তারা কল্যাণভাজন।
বেদত্রয়, মায়াবিনী মরীচিসদৃশ,
কুপথে লইয়া যায় ভ্রান্ত অজ্ঞজনে
প্রাজ্ঞকে বঞ্চিতে সাধ্য নাহি ইহাদের।[1]

১৩৮। প্রাণিহন্তা[2] মিত্রদ্রোহী পাপকর্ম্মাদের
পারে কি করিতে ত্রাণ বেদ কোনকালে?
পাপাশয় আর্য্যবিগর্হিত কার্য্যে রত
যে জন, করুক না সে ঘৃতাহুতিদানে
অগ্নিপরিচর্য্যা সদা, অগ্নি কভু তারে
নারিবে করিতে ত্রাণ নরক হইতে।

১৩৯। পৃথিবীর কাষ্ঠ সব তৃণের সহিত
মিশাইয়া অগ্নি যদি জ্বালে কোন জন
নিজের সমস্ত ধন, ভোগ্যবস্তু আর
আহুতি তাহাতে দেয় তবু সেই নাগ,[3]
নারিবে অমিততেজা অগ্নিকে তর্পিতে।

১৪০। দুগ্ধ নয় নিত্য—ইহা পরিবর্ত্তশীল;
দুগ্ধের বিকারে হয় দধি, নবনীত।
সদাপরিবর্ত্তশীল অগ্নিও তেমন;—
এই নাই, এই এর হয় উৎপাদন
করিলে অরণি দ্বারা অরণি ঘর্ষণ।
শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক কাষ্ঠ পেলে তার পর
ক্রমশ অগ্নির তেজ হয় বিবর্দ্ধিত।
লোকে যারে করে সৃষ্টি এ সব উপায়ে,
অচেতন এমন পদার্থে করে পূজা,
নিতান্ত অপ্রাজ্ঞ বিনা, আর কোন জন?

১৪১। শুষ্ক বল, আর্দ্র বল কোন কাষ্ঠে কভু
আপনা হইতে অগ্নি দেখা নাহি দেয়।
মানুষের চেষ্টাবলে, অরণি ঘর্ষণে
অগ্নির উৎপত্তি হয়। পরচেষ্টা বিনা
হয় কি হে জাতবেদ আবির্ভূত নিজে?

১৪২। আদ্রানার্দ্র কাষ্ঠ-অভ্যন্তরে অগ্নি যদি
থাকিত নিহিত স্বয়ং, যেত শুকাইয়া
অরণ্যের তরুলতা, শুষ্ক কাষ্ঠ যত
জ্বলিত আপনা হ'তে—অন্য চেষ্টা বিনা।

১৪৩। ধূমধ্বজ সুপ্রতাপ অগ্নিকে ভোজন
দারুতৃণ দিয়া নিত্য করাইলে যদি
হয় পুণ্যবান কেহ, অঙ্গারিক[4] যারা,
জল জ্বাল দিয়া যারা সংগ্রহে লবণ,
সূপকার, আর যারা করে শবদাহ, —
এরা ত সদাই তবে করে পুণ্যার্জ্জন।

১৪৪। এরা যদি পুণ্যার্জ্জন না পারে করিতে,
পারে কি তাহারা, যারা মন্ত্র উচ্চারিয়া
ধূমধ্বজ সুপ্রতাপ, অগ্নিকে অর্চ্চন
করে নিত্য সযতনে ঘৃতাহুতি দিয়া?

১৪৫। লোকে যারে পূজে, তার বল কি কারণ,
গলিত পদার্থদাহে তৃপ্তি এত, ভাই?
এমনি বিকট গন্ধ, দূর হ'তে যারে
এড়াইয়া অন্যদিকে যায় চলে লোকে।
এমন জঘন্য অগ্নি পূজিবে কি নাগে?

১৪৬। অগ্নিকে দেবতা বলি মানে বহুলোকে,
জলকে দেবতা ভাবি অর্চ্চে ম্লেচ্ছগণ।
সকলের(ই) মহাভ্রম! সলিল, অনল
সামান্য পদার্থমাত্র; নয় এরা দেব।

১৪৭। নিরিন্দ্রিয়, সংজ্ঞাহীন, সকলের দাস
হেন বৈশ্বানরে পূজি পাপকর্ম্মাগণ
লভিবে সুগতি—ইহা বিশ্বাস কি হয়?

১৪৮। জীবিকা-নির্ব্বাহিতরে বলে ধূর্ত্তগণ,
"সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মা পূজেন অগ্নিকে!"
অতি অসম্ভব ইহা; অযোনি যে জন,
সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বভূতের ঈশ্বর,
কি উদ্দেশ্যে সে পদার্থ পূজিবেন তিনি
করিলেন আত্মেচ্ছায় সৃজন যাহার?

১। "কলী হি ধীরাণ কটং মগানং"—দ্যূতক্রীড়ায় পাশার যে 'দান' দ্বারা পরাজয় হয় তাহা "কলী", যাহা দ্বারা জয় হয় তাহা 'কট'।

২। 'ভূনহুনো'। 'ভূনহা' শব্দটার অর্থ টীকাকারের মতে বড়ঢিঘাতক, অর্থাৎ যে ঋষি প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিদের অবমাননা করিয়া নিজের পারত্রিক উন্নতি নষ্ট করে। অভিধানমতে ইহা 'প্রাণিহন্তা' এই অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৩। মূলে 'দিবসএঞ্ঞ' এই পদ আছে। ১৪৫, ১৭৪ এবং ১৮৪ সংখ্যক গাথাতেও এই পদের প্রয়োগ দেখা যায়। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'দ্বিজিহ্ব' অর্থাৎ সর্প—দ্বীহি জিহ বাহি রসজাননসমত থ। এই অর্থই সঙ্গত। নতুন পালিঅভিধানে এই শব্দের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মিকা। 'দিবসএঞ্ঞ' পদটী সম্বোধনবাচক। তুং—সর্ব্বএঞ্ঞ, কতএঞ্ঞ।

৪। যাহারা কাঠ পোড়াইয়া অঙ্গার প্রস্তুত করে।

১৪৯। ধন-উপার্জ্জন হেতু ব্রাহ্মণ ঈদৃশ
হাস্যাস্পদ, প্রাজ্ঞ বিগর্হিত মিথ্যাবাদ
প্রচার করিয়াছিল প্রাচীন সময়ে।
হ'ল না যখন লাভ তাহাতে প্রচুর,
প্রাণিগণে যজ্ঞক্ষেত্রে রাখিল বান্ধিয়া
শান্তি-স্বস্ত্যয়নসহ; করিল প্রচার,
হবে না ক শান্তিকর্ম্ম, প্রাণিবধ বিনা।

১৫০। 'বেদ অধ্যয়ন হবে ব্রাহ্মণের কাজ;
ক্ষত্রিয়ের কাজ হবে পৃথিবী-পালন;
বৈশ্য হবে কৃষিজীবী; এ তিন বর্ণের
পরিচর্য্যা করা হবে কর্ত্তব্য শূদ্রের—
লোকস্থিতি হেতু এই ব্যবস্থা সুন্দর
করিলেন মহাব্রহ্মা',—বলে ব্রাহ্মণেরা।
এরূপে নির্দিষ্ট হল যে ধর্ম্ম যাহার
অদ্যাপি তাহাই না কি করে সে পালন।

১৫১। ব্রাহ্মণের এই উক্তি সত্য যদি হ'ত,
ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যকেহ কি কখন
পারিত লভিতে রাজ্য? ব্রাহ্মণ ব্যতীত
বেদমন্ত্রে বিশারদ হইত কি কেহ?
বৈশ্য বিনা কৃষিজীবী হ'ত না অপরে;
পরের দাসত্ব হ'তে মুক্তিলাভ, ভাই,
হইত শূদ্রের ভাগ্যে চির অসম্ভব।

১৫২। এতই অলীক কথা মানবসমাজে
প্রচারে ব্রাহ্মণগণ। এত মিথ্যা বলে
উদরসর্ব্বস্ব এরা! অল্পবুদ্ধি লোকে
এ সব বিশ্বাস করে ধ্রুব সত্যজ্ঞানে।
কেবল প্রকৃত তথ্য জানে প্রাজ্ঞগণ।

১৫৩। কি ক্ষত্রিয়, কিবা বৈশ্য, অনেকে ত ভাই,
পূজেনা দেবতাগণে নানা উপচারে;
ব্রাহ্মণেরা(ও) অসিবৃত্তি দেখি অনুক্ষণ।
বর্ণ-ধর্ম্ম সনাতন হ'ত যদি কভু,
মর্য্যাদালঙ্ঘন তার বল কি কারণ,
না করেন মহাব্রহ্মা দমন এখন?

১৫৪। প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতিই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান,
তবে কেন জীবলোকে অমঙ্গল এত?
কেন না করেন তিনি সুখী সর্ব্বজীবে?

১৫৫। প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান
কেন মায়ামিথ্যা আদি অধর্ম্মের জালে
বেষ্টি তিনি সৃজিলেন এই জীবলোক?

১৫৬। প্রজাপতি মহাব্রহ্মা প্রকৃতই যদি
হন সর্ব্বভূতেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান,
নিজেও ত অধার্ম্মিক তিনি, হে অরিষ্ট।
করেন থাকিতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম সৃজন।

১৫৭। 'উরগপতঙ্গ কীটভেকমক্ষিকৃমি—
বধি হেন প্রাণিগণে শুদ্ধি লভে নর,
ইহাই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম'—অনার্য্য একথা
কাম্বোজবাসীর[১] মুখে শুধু শোভা পায়।

১৫৮। (যজ্ঞার্থে) যে বধে প্রাণী, যে হয় নিহত,
উভয়েই স্বর্গে যায়, সত্য যদি ইহা,
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগণে[২] কেন পরস্পর
করেনা ক বধ ভাই? যজমান যারা
বিশ্বাস স্থাপন করে এ সব কথায়
করে না কি হেতু তারা পুরোহিতে বধ
অবিলম্বে স্বর্গে তারে দিতে পাঠাইয়া?

১৫৯। গো-মৃগ প্রভৃতি পশু করে কি প্রার্থনা
আত্মবধ কভু ভাই? কাঁপে না কি তারা
ভয়ে, যবে যজ্ঞক্ষেত্রে হয় সমানীত
জীবিকানির্ব্বাহহেতু ব্রাহ্মণগণের?

১৬০। যূপে যবে বান্ধে পশু, অনর্গল মুখে
কত না বিচিত্র কথা বলে ধূর্ত্তগণ।
'পরলোকে এই যূপ কামধেনুরূপে
মঙ্গলসাধক তব হবে চিরদিন।

১৬১। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র কাষ্ঠে গঠিত যে যূপ,
সত্য যদি হয় তাহা মণিমুক্তাময়—
পরিপূর্ণ ধনধান্যে, সুবর্ণে রজতে
সর্ব্বকাম দান যদি প্রকৃতই তাহা
করে যজমানে, যবে স্বর্গে যায় সেই,
বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণ কি কারণ
নিজেই করে না বহু যজ্ঞ সম্পাদন?

১৬২। শুষ্ক কিংবা আর্দ্র কাষ্ঠে গঠিত যে যূপ,
মণিমুক্তাময় তাহা হইবে কেমনে?
ধনধান্যস্বর্ণরৌপ্য আছে তার মাঝে,
স্বর্গে তাহা সর্ব্বকাম্য করিবে প্রদান,
একথা উন্মত্ত ভিন্ন কে করে বিশ্বাস?

১। কাম্বোজেরা পতিত ক্ষত্রিয়। মনু ঃ— ১০/৪৩, ৪৪ ঃ—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ—
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদবিড়াঃ কাম্বোজাজবনাঃ শকাঃ
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাদরদাঃ খশাঃ।

২। 'ভোবাদি ভোবাদিনা মারয়েয্যং'। ব্রাহ্মণেরা জাত্যভিমানবশতঃ অনার্য্যের লোককে 'ভো' এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেন, সেই লোক যতই জ্ঞানী বা সম্মান্ত হউক না কেন। এই নিমিত্ত বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ভোবাদী' শব্দে ব্রাহ্মণ বুঝায়।

১৬৩। প্রবঞ্চক ভয়ানক, শঠচূড়ামণি
ব্রাহ্মণেরা অজ্ঞ জনে বেড়ায় বঞ্চিয়া;
যজ্ঞের প্রশংসা কত বিচিত্র ভাষায়
শুনায় অবোধ জনে অনর্গল মুখে।
বলে,"পূজ অগ্নিদেবে; দাও বিত্ত মোরে;
ইহাতেই হবে সুখী লভি সর্ব্বকাম।"[1]

১৬৪। বলে অনর্গল মুখে বিচিত্র ভাষায়
যজমানে ব্রাহ্মণেরা, "করহ প্রবেশ
অগ্নিশালা মাঝে তুমি; কেশ, শ্মশ্রু, নখ
কাটি অগ্নিহোত্র কর সম্পাদন।"
বেদের দোহাই দিয়া এইরূপে তারা
যজমান-বিত্তধ্বংসে করে চিরকাল।

১৬৫। নিভৃতে পেচকে পেলে কাকেরা যেমন
পালক তাহার সব করে উৎপাটন,
সেইরূপ মনোমত পেলে যজমান
যজ্ঞের মাহাত্ম্য বিপ্র কতই শুনায়;
করিয়া মুণ্ডিত তারে লয়ে যায় শেষে
যজ্ঞরূপ মহাপথে সুগতি লভিতে।

১৬৬। যজমান একা; বহু প্রবঞ্চক তার
সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয়, হরে দৃষ্টধন
অদৃষ্ট ধনের লোভ দেখায়ে মূর্খকে।

১৬৭। 'অকাশিক' আখ্যাধারী করগ্রাহকেরা
রাজার আদেশে করগ্রহণের কালে
প্রজার সর্ব্বস্ব লুঠে; এরাও সেরূপ
অসাধু-তস্কর সব; সর্ব্বস্বান্ত করে
যজমানে; বধদণ্ড বিহিত এদের;
তথাপি না কোন দণ্ড করে এরা ভোগ।

১৬৮। ছেদিয়া পলাশযষ্টি যজ্ঞে এরা বলে,
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু এই দেখ সবে।"
সত্য যদি এই কথা, ছিন্নবাহু হ'য়ে
কিরূপে অসুরগণে দমেন বাসব?

১৬৯। নয় কি এসব কথা নিতান্ত অলীক?
মহর্দ্ধি, অবধ্য শক্র, হন্তা অসুরের।
দেবরাজ ছিন্ন-বাহু হন কি কখন?
ব্রাহ্মণের মন্ত্র সব নিতান্ত নিষ্ফল
বঞ্চনা প্রত্যক্ষভাবে করে মূঢ় জনে।

১৭০। 'মাল্যবান, হিমালয়, গৃধ্র, সুদর্শন,
আর(ও) যত মহীধর আছে ধরাতলে,
এ সকল চৈত্যমাত্র—যজমানগণ
করেছিল যজ্ঞ-অন্তে এসব নির্ম্মাণ
ইষ্টকে প্রাচীনকালে।—ব্রাহ্মণেরা এই
মিথ্যা বলি, হে অরিষ্ট, লোকেরে ভুলায়।

১৭১। যেরূপ ইষ্টক দ্বারা চৈত্য যে প্রকার
গড়ে যজ্ঞকর্ত্তৃগণ নয় ত সেরূপ
পর্ব্বত কোথাও, ভাই! অচল এ সব
কঠিন প্রস্তর দ্বারা আমূল গঠিত।

১৭২। থাকিলেও বহুকাল ইষ্টক কি কভু
হতে পারে পরিণত সুদৃঢ় পাষাণে?
কভু কি লৌহাদি ধাতু ইষ্টকের স্তূপে
সম্ভবে? মাহাত্ম্য তবু বর্ণিতে যজ্ঞের
ব্রাহ্মণেরা বলে, 'চৈত্য হইয়াছে গিরি।

১৭৩। 'বেদ অধ্যয়নরত মন্ত্রজ্ঞ তাপস
করিতেছিলেন বসি সাগরের তীরে
সলিল সেচন দেহে, এমন সময়
গ্রাসিল সাগর তাঁরে,—এ পাপের ফলে
হইল লবণময় সাগরের জল।'—
শুনি এই মিথ্যা উক্তি ব্রাহ্মণের মুখে।

১৭৪। বেদজ্ঞ মন্ত্রজ্ঞ শত সহস্র ব্রাহ্মণ
নদীর আবর্ত্তে পড়ি হারায় জীবন।
হেন গুরু অপরাধে, শুনেছ কি কেহ,
কখন(ও) নদীর জল হয়েছে বিস্বাদ?
অগাধসাগরজল কি বিচারে তবে
হইল অপেয় মারি একটি ব্রাহ্মণ?

১৭৫। মনুষ্যনিখাত আছে কূপ শত শত
ক্ষার জলে পূর্ণ, বল, এ দশা তাদের
হয়েছে কি বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণে গ্রাসিয়া?

১৭৬। কে কাহার ছিল ভার্য্যা বল আদি কালে?
স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গভেদ ছিলনা তখন;—
মনোজাত মনোময় দেহধারী নর

১। এই গাথা এবং এতাদৃশ অন্যান্য গাথা পাঠ করিলে চার্ব্বাকদর্শনের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মনে পড়ে ঃ—

নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা।
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি,
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে?

*   *

ত্রয়োবেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূর্তনিশাচরাঃ;
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।

বিচরিত ধরাতলে, এ শ্রেষ্ঠ, ও হীন,
এ প্রভেদ অবিদিত ছিল সে কারণ।
কিন্তু কালক্রমে হ'ল আত্মকর্ম্মফলে
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানব,
সম্মানের(ও) তাহাদের পার্থক্য ঘটিল।

১৭৭। সুবুদ্ধি চণ্ডালপুত্র বেদশিক্ষা করি
উচ্চারণ করে যদি বেদমন্ত্র সব,
হয় কি সপ্তধা ছিন্ন মস্তক তাহার?
রচি মিথ্যা বেদমন্ত্র ব্রাহ্মণেরা শুধু
নিজেদের অধঃপাত করেছে সাধন।

১৭৮। মিথ্যা বাক্যে পরিপূর্ণ বেদমন্ত্র তব;
অর্থলোভে ব্রাহ্মণেরা রচি এ সকল
নানা সুললিত ছন্দে চালায় সমাজে।
মিথ্যা ধর্ম্মে বদ্ধচিত্ত অজ্ঞান মানব
সত্য বলি মানে বেদ; পারে না এড়াতে
এ অন্ধ বিশ্বাস তারা, পারে না যেমন
উদ্‌গিরিতে মীন কভু গিলিতে বড়িশ।

১৭৯। নয় ত পৌরুষবলে তুল্য ব্রাহ্মণেরা
সিংহ-দ্বীপি-ব্যাঘ্র আদি শ্বাপদগণের।
গো-জাতির সঙ্গে আছে সমতা এদের;
আকারে মনুষ্য এরা; অথচ প্রজ্ঞায়
প্রভেদ গোগণ হ'তে দেখা নাহি যায়।

১৮০। ক্ষত্রিয়ে সৃজিলা ব্রহ্মা পৃথিবী শাসিতে,
সত্য যদি হ'ত ইহা, থাকিতেন রাজা
বিশ্বাসী অমাত্যপারিষদে পরিবৃত;
না করি সংগ্রহ সেনা অনায়াসে তিনি
একাকীই দমিতেন অরাতি সকলে;
থাকিত প্রজারা তাঁর সুখে অনুক্ষণ।

১৮১। উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যদি কর হে বিচার,
রাজনীতি, বেদত্রয়—এ দুয়ের মাঝে
প্রভেদ কিছুই, ভাই, নারিবে দেখিতে।
যাহার যেমন রুচি, বিধান তেমনি
করিল স্বার্থান্ধগণ। জনসাধারণে
তথা না বিচার করে; উদ্দেশ্য প্রকৃত
বুঝিতে না পারে তাই; বুঝে না যেমন
পথিক গন্তব্য পথ জলমগ্ন স্থানে।

১৮২। উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যদি কর হে বিচার,
রাজনীতি, বেদত্রয় এ দুয়ের মাঝে
প্রভেদ কিছুই, ভাই, নারিবে দেখিতে।
বর্ণনির্ব্বিশেষে এই ধর্ম্ম সবাকার—
চায় লাভ, চায় যশ, অলাভ, অখ্যাতি
সকলের(ই) হয় সদা দুঃখের কারণ।

১৮৩। গৃহপতিগণ যথা ধনধান্য হেতু
পৃথিবীতে কষ্ট কর্ম্ম করে সম্পাদন
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ঠিক সেই মত
ধনার্জ্জন হেতু হয় নানা কর্ম্মে রত।
অন্যান্য জাতির মত জীবিকা যাহার,
কি হেতু পূজিব তারে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে?

১৮৪। গৃহস্থেরা হ'য়ে, ভাই, বাসনার দাস,
কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্ম করে বহুবিধ;
বিশ্রাম তাদের নাই ক্ষণেকের তরে।
ব্রাহ্মণের(ও) এই দশা; নাই কোন ভেদ
গৃহস্থে, ব্রাহ্মণে আর; ব্রাহ্মণ এখন
হারাইয়া প্রজ্ঞাধন, স্বার্থ অন্বেষণে
সদ্ধর্ম্ম হইতে দূরে পড়িয়াছে সরি।

মহাসত্ত্ব এইরূপে অরিষ্ট প্রভৃতির বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বমতে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগসভাসদ্‌গণ আনন্দিত হইল। মহাসত্ত্ব সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে নাগলোক হইতে তাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাকে একটীও দুর্ব্বাক্য বলিলেন না। সাগর ব্রহ্মদত্ত নির্দ্দিষ্ট দিন অতিক্রম করিয়া চতুরঙ্গিনী সেনাসহ যথাসময়ে তাঁহার পিতার আশ্রমে গমন করিলেন। মহাসত্ত্বও ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, তিনি মাতুল ও মাতামহকে দেখিতে যাইতেছেন। তিনি মহা আড়ম্বরের সহিত যমুনা হইতে উত্থিত হইলেন এবং প্রথমেই সেই আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহার মাতাপিতা এবং ভ্রাতারা অতঃপর সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাসত্ত্ব যে এত অনুচর সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন, সাগর ব্রহ্মদত্ত প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

১৮৫। বাজিছে মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, ডিণ্ডিম
কা'র পুরোভাগে অই? কোন রথিবরে
তুষিতে বাদ্যের হেন হইয়াছে ঘটা?

১৮৬। কে অই যুবক, শিরে উষ্ণীষ যাহার
হেমসূত্রবিনির্ম্মিত, বিদ্যুদ্‌বরণ,
তূণীর সংলগ্ন পৃষ্ঠে? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

১৮৭। অহো কিবা আভাময় সুচারু বদন।
স্বর্ণকার-মুষিকায় প্রতপ্ত কাঞ্চন,
অথবা খদিরাঙ্গার জ্বলন্ত যেমন।
ঝলসে নয়ন হেরি; কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

১৮৮। সুবর্ণশলাকাযুক্ত ছত্র মনোহর
আতপ নিবারে কার? কে আসিছে, বল,
রূপে, বেশে চতুর্দ্দিক করিয়া উজ্জ্বল?

১৮৯। কে অই পরমপ্রাজ্ঞ, সুচারু চামর
পরশিয়া সর্ব্ব অঙ্গ দুলিতেছে যার
মস্তক-উপরি অই, অহো কি সুন্দর?[১]

১৯০। রয়েছে উভয়পার্শ্বে পরিচারকেরা
বিচিত্র কোমল শিখিপুচ্ছগুচ্ছ লয়ে,
দণ্ড যার হেমময়, মাণিক্যে খচিত।

১৯১। দুই পাশে শোভে, হের, মুখমণ্ডলের
উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়, আভায় যাহার
জ্বলন্ত খদিরাঙ্গার, স্বর্ণকার-মুষি
দ্রবীভূত স্বর্ণে পূর্ণ, মানে পরাজয়।

১৯২। সুকোমল, সুমার্জিত কৃষ্ণকেশগুচ্ছ
খেলিছে ললাটে বায়ুবেগে, বল, কার?
খেলে জলধর-অঙ্কে চপলা যেমন?[২]

১৯৩-৯৪। কে হে অই বিশালাক্ষ, নয়নযুগল
পদ্মপলাশের মত আয়ত যাহার?
কাঞ্চনদর্পণনিভ মুখমণ্ডলের[৩]
কি সৌন্দর্য্য মনোহর, বলিহারি যাই।

১৯৩-৯৪। শঙ্খসম শুভ্র, কুন্দকোরকসদৃশ[৪]
সুবিমল দন্তরাজি শোভে অই কার
শ্রীমুখবিবরে? দেখি লাগে চমৎকার।

১৯৫। হস্ত-পাদ সুগঠিত সৌভাগ্য-সূচক,
অলক্ত রঞ্জিত বলি ভ্রম হয় মনে।
কিবা-চারু বিম্বাধর। কে আসিছে অই
দ্বিতীয় উজ্জ্বল-কান্তি ভাস্করের মত?

১৯৬। পরিধান শুক্লাম্বর, হিমার্ত্তয়ে যেন
হিমাদ্রিসানুতে শোভে পুষ্পিত বিশাল
শালতরু; অসুরবিজয়ী শক্রসম
আসিতেছে এই দিকে, বল, কোন জন?

১৯৭। জনসমূহের অগ্রে কে আসিছে অই
স্বর্ণপিণ্ডাকীর্ণ অসি করি নিষ্কোষিত,
ৎসরু যার বিবিধ-বিচিত্র মণিময়?

১৯৮। বিচিত্র-বিবিধ সূত্রে স্যূত, সুনির্ম্মিত
সুবর্ণখচিত অই পাদুকাযুগল
খুলি কে ঋষির পদে করে প্রণিপাত?

সাগর ব্রহ্মদত্ত এই সকল প্রশ্ন করিলে সেই ঋদ্ধিমান ও অভিজ্ঞা-সম্পন্ন রাজর্ষি বলিলেন, "বৎস, ইহারা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং তোমার ভাগিনেয়; ইহারা নাগকুলজাত।

১৯৯। মহর্দ্ধি, যশস্বী এই উরগ সকল
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ; বৎস সোদরা তোমার
সমুদ্রজা হন গর্ভধারিণী এদের।

পিতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় নাগগণ আসিয়া তপস্বীর চরণ বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সমুদ্রজাও পিতাকে প্রণাম করিলেন, এবং বিদায়কালে ক্রন্দন করিতে করিতে নাগগণের সহিত নাগভবনে প্রতিগমন করিলেন। সাগর ব্রহ্মদত্ত আরও কয়েকদিন সেই আশ্রমে থাকিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। কালসহকারে নাগভবনেই সমুদ্রজার মৃত্যু হইল; বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন শীল রক্ষা করিয়া এবং পোষধ পালন করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে নাগগণের সহিত স্বর্গলোক পূর্ণ করিলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও প্রাচীন পণ্ডিতেরা এতাদৃশী নাগসম্পত্তি পরিহার-পূর্ব্বক পোষধব্রত পালন করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন মহারাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন সেই মাতাপিতা; দেবদত্ত ছিল সেই নিষাদবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ, আনন্দ ছিলেন সোমদত্ত, উৎপলবর্ণা ছিলেন অর্চ্চিমুখী, সারিপুত্র ছিলেন সুদর্শন, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন সুভগ, সুনক্ষত্র[৫] ছিলেন কাণারিষ্ট এবং আমি ছিলাম ভূরিদত্ত।]

১। এই চারিটী গাথা প্রায় অবিকৃতভাবে পঞ্চম খণ্ডের শোণনন্দ-জাতকেও (৫৩২) পাওয়া গিয়াছে।

২। কৃষ্ণকেশগুচ্ছকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা কিছু অস্বাভাবিক। এখানে সাদৃশ্য কেবল চাকচিক্যে ও চাঞ্চল্যে।

৩। 'উণ্ণজং মুখং'—কঞ্চনাদাসো বিয় পরিপুণ্ণং। উণ্ণা শব্দে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী রোমগুচ্ছকেও বুঝায়। ইহা দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণের অন্যতম।

৪। 'কুপ্পিলসদিসা'—কুপ্পিল=মস্তালকমকুল। টীকাকার যে কোন্ দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সুগঠিত দন্তের সহিত কুন্দকোরকের সাদৃশ্য কবিসম্মত।

৫। সুনক্ষত্র সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের লোমহর্ষ জাতকের (৯৪) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫৪৪—মহানারদকাশ্যপ-জাতক

[বুদ্ধত্বলাভের কিছুদিন পরে শাস্তা উরুবিল্বা কাশ্যপকে দমন করিয়া স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।[১] লট্‌ঠিবনে অবস্থিতিকালে তিনি এই উপলক্ষ্যে মহানারদকাশ্যপ-জাতক বলিয়াছিলেন।

শাস্তা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক উরুবিল্বা-কাশ্যপ প্রভৃতি জটিলদিগকে দমন করিলেন, এবং বিম্বিসারের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এখন তাহা পালন করিবার অভিপ্রায়ে, পূর্ব্বে জটিল ছিলেন, এখন তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন, এইরূপ সহস্র শিষ্যপরিবৃত হইয়া লট্‌ঠিবনে (যষ্টিবনে) গমন করিলেন।[২] মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দ্বাদশ নহুত অনুচরসহ যষ্টিবনে গমন করিলেন এবং দশবলকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ সকল অনুচরের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি, তাঁহাদের মনে এক বিতর্ক উপস্থিত হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'উরুবিল্বা কাশ্যপই মহাশ্রমণের নিকট ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়াছেন, কিংবা মহাশ্রমণই উরুবিল্বা কাশ্যপের শিষ্য হইয়াছেন?' তখন, কাশ্যপই যে তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্য ভগবান্ কাশ্যপকে বলিলেন,

তপস্বী বলিয়া খ্যাতি আছিল তোমার; কি দেখি করিলে অগ্নিপূজা পরিহার?
কি কারণে অগ্নিহোত্র, উরুবিল্বাবাসী, করিয়াছ পরিত্যাগ, তোমায় জিজ্ঞাসি।

স্থবির কাশ্যপ ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন,

বেদে বলে, যজ্ঞ করি হয় যজমান সুখী পেয়ে সব ভোগের বিষয়;—
দারাসুত মনোমত, রূপরসশব্দাত্মক আর কাম্য বস্তু সমুদায়।
আমি কিন্তু বুঝিয়াছি, তৃষ্ণাজাত, মলবৎ ঘৃণার্হ ঈদৃশ ফল যত;
যজ্ঞে আর হোমে, প্রভো, হয় না ক সে কারণ মন মোর এবে অভিরত।

এই গাথা বলিয়া উরুবিল্বা কাশ্যপ নিজের শ্রাবকত্ব প্রকাশের জন্য তথাগতের পাদপৃষ্ঠে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভগবন্, আপনি আমার শাস্তা; আমি আপনার শ্রাবক।" অনন্তর তিনি একতালপ্রমাণ, দ্বিতালপ্রমাণ ইত্যাদিক্রমে সপ্তমবারে সপ্ততালপ্রমাণ ঊর্দ্ধে আকাশে উত্থিত হইয়া অবতরণপূর্ব্বক শাস্তাকে আবার প্রণাম করিলেন এবং একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘ একবাক্যে শাস্তার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "অহো! বুদ্ধ কি মহানুভাব! যে উরুবিল্বা কাশ্যপের নিজের ধর্ম্মমতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং যিনি নিজেকে অর্হৎ বলিয়া মনে করিতেন, তথাগত ভ্রমাপনোদনপূর্ব্বক তাঁহাকেই আত্মবশ করিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "আমি এখন সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; এখন যে ইঁহাকে বশে আনিয়াছি ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমি নারদ-নামক ব্রহ্মা ছিলাম এবং রিপুর হাত এড়াইতে পারি নাই, তখনও ইঁহার মিথ্যাদৃষ্টিজাল ছিন্ন করিয়া ইঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলাম।" অনন্তর জনসঙ্ঘের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

(১)

পুরাকালে বিদেহরাজ্যে মিথিলা নগরে অঙ্গতি নামক এক পরম ধার্ম্মিক রাজা যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে রুজা-নাম্নী এক সুন্দরী ও মনোরমা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ললনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শতসহস্র কল্পকাল কল্যাণকরী প্রার্থনা করিয়া বহুপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

রাজার অন্য ষোড়শ সহস্র পত্নী, সকলেই বন্ধ্যা ছিলেন। কাজেই এই কন্যারত্ন তাঁহার বড়ই প্রীতির পাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন তাঁহার নিকট নানা পুষ্পপূর্ণ পঞ্চবিংশতি পুষ্পকরণ্ডক এবং নানাবিধ সুকোমল বস্ত্র পাঠাইয়া বলিতেন, "বাছা যেন এই সকল দ্বারা নিজের অঙ্গ ভূষিত করে।" তিনি কন্যাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিয়া পাঠাইতেন, "আমার পুরীতে খাদ্যভোজ্যের অভাব নাই; বাছা যেন প্রতিপক্ষে ইচ্ছামত এই সকল মুদ্রা দান করে।" রাজার বিজয়, সুনামা ও অলাত নামক তিনজন অমাত্য ছিলেন।

১। প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে ২৯৩ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

২। সিদ্ধার্থ যখন গৃহত্যাগ করিয়া রাজগৃহে গমন করেন, তখন বিম্বিসার তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিয়া নিজের নিকট রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সম্বোধিকামী বলিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তাঁহাকে বিদায় দিবার কালে বিম্বিসার বলিয়াছিলেন, "আপনি সম্বোধি লাভ করিয়া যেন প্রথমেই আমার রাজ্যে পদার্পণ করেন।" বুদ্ধ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার[১] পর্ব্বোপলক্ষ্যে রাজধানী দেবপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত এবং রাজার অন্তঃপুর পতাকাপুষ্পমাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত হইত। একবার এই দিনে রাজা সুস্নাত ও চন্দনাদিদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া অমাত্যগণসহ প্রাসাদের উপরিতলে উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক নির্ম্মল নভোমণ্ডলারোহী চন্দ্রমণ্ডল দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির মনোমোহিনী শোভা অবলোকন করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে বলিলেন, "অহো, এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি কি রমণীয়া! বলুন ত কি উপায়ে এই রাত্রি আমরা আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করিতে পারি?"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১। ছিলা পূরাকালে বিদেহমণ্ডলে ক্ষত্রকুলজাত অঙ্গতি ভূপাল ;
আছিল যাঁহার ঐশ্বর্য্য অপার যানবাহনাদি অতীব বিশাল।

২। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হলে সমাগত একবার তিনি প্রদোষ কালে[২]
অমাত্য সকলে আনিলেন ডাকি রাজভবনের উপরি তলে ঃ—

৩। বিজয়, সুনামা, অলাত-নামক সেনাপতি, এই পণ্ডিতত্রয়,
শাস্ত্রজ্ঞ সকলে, অতি বিচক্ষণ, সস্মিত বদনে সদা কথা কয়।

৪। বিদেহ-নৃমণি বলিলেন সবে "স্ব স্ব রুচিমত বলুন আমায়,
কি উপায়ে আজ এ সুন্দর রাত্রি আমোদে আনন্দে কাটান যায়।
করেছে পৃথিবী চাতুর্মাস্য এই পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোৎস্নায় স্নান ;
হাসে দশদিক্ উজ্জ্বল আলোকে ; নাই তিমিরের কুত্রাপি স্থান।"

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া অমাত্যেরা স্ব স্ব রুচির অনুরূপ উত্তর দিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

৫। শুনিয়া রাজার কথা সেনানী অলাত
বলিলা, "সমস্ত সৈন্য, সযানবাহন
করা যা'ক সুসজ্জিত ;

৬। অসংখ্য সৈনিক
যুদ্ধার্থ লইয়া সঙ্গে করিব প্রয়াণ।
দমিব সে সব রিপু, হয় নি যাহারা
পদানত এ পর্য্যন্ত তব, মহারাজ।
ইহাই আমার মত ; অজিত যে দেশ
লভিব প্রভূত যশ করি তাহা জয়।"

৭। অলাতের বাক্য শুনি বলেন, সুনামা ;
"কোথা তব শত্রু, ভূপ? শত্রু যারা ছিল,
আসিয়াছে বশে তারা সকলে এখন।

৮। ছাড়িয়াছে অস্ত্র সবে ; প্রত্যন্ত[৩] এখন
শান্ত ভাবে আজ্ঞা তব করিছে পালন।
উৎসবের দিনে আজ যুদ্ধ-আয়োজন
অতি অসঙ্গত বলি হয় মনে মোর।

৯। করুক ভৃত্যেরা শীঘ্র হেথা আনয়ন
সুমধুর অন্ন-পান-খাদ্য নানাবিধ ;
করুন সে সব ভোগ ; নৃত্যবাদ্য গীতে
যাপুন এ সুখময়ী পূর্ণিমা-রজনী।"

১০। শুনি সুনামার কথা বিজয় তখন
বলিলা, "আছে ত নিত্য ভোগ তরে তব
সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তু ; ভোগের সামগ্রী

১১। নয়ত দুর্লভ, ভূপ, কিছু আপনার।
যখন যা' ইচ্ছা হয় সদাই তা' পান।
ভাল নাহি লাগে মোর এ প্রস্তাব তাই।

১২। ধর্ম্মশাস্ত্রে—অর্থে তার আছে অভিজ্ঞতা,
এমন পণ্ডিত কোন শ্রমণে, ব্রাহ্মণে,
চলুন করি গে মোরা দরশন আজ।
যার যে সংশয় আছে, নিরাকৃত তাহা
করিবেন সেই সাধু ; জানিতে যা' চাব,
বলিবেন বুঝাইয়া দয়া করি সব।"

১। 'কুমুদিয়া চাতুমাসিনিয়া ছন।' কৌমুদী বলিলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বুঝায়। বৎসরকে তিন ভাগ (গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত) করিয়া এক এক ভাগে এক একটী চাতুর্মাস্য ব্রত করিবার প্রথা ছিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৈশ্যদেব, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাস এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শাকমেধ ব্রত আরব্ধ হইত। ইহাদের নাম ছিল চাতুর্মাস্য ব্রত। বৌদ্ধভিক্ষুরা বর্ষার চারিমাস বিজনে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাবাস করিতেন।

২। 'পুরিমে যামে অনাগতে' — প্রথম যাম আসিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে।

৩। মূলে 'পচ্চন্তে' আছে। আমি "পচ্চন্তা" এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

১৩। শুনি বিজয়ের কথা বলেন অঙ্গতি ঃ—
"বিজয়ের প্রস্তাব আমিও ভাল বলি।

১৪। ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থে তার আছে অভিজ্ঞতা
এমন পণ্ডিত কোন শ্রমণে, ব্রাহ্মণে
চলুন করি গে মোরা দরশন আজ।
যার যে সংশয় আছে খণ্ডিবেন তিনি ;
প্রশ্নের উত্তরদানে তুষিবেন সবে।

১৫। একমত এ প্রস্তাবে হউন সকলে।
যাইব কাহার ঠাঁই এ নিশিতে মোরা?
করিবেন কে খণ্ডন সংশয় মোদের?
বলিবেন যাহা মোরা চাহিব জানিতে।

১৬। শুনিয়া রাজার কথা বলেন অলাত,
'মৃগদাবে রয়েছেন অচেলক' এক,
ধীর বলি সকলে সম্মান করে তাঁরে।

১৭। কাশ্যপগোত্রজ তিনি, 'গুণ'-নামধারী
শাস্ত্রবিৎ, গণশাস্তা,[২] বাগ্মী, সুবিখ্যাত।
চরণে প্রণাম তাঁর করুন, ভূপাল।
তিনিই সংশয় দূর করিবেন সব।"

১৮। শুনি অলাতের কথা আজ্ঞা দিলা ভূপ
সারথিকে, "মৃগদাবে করিব গমন
সাজাইয়া রথ শীঘ্র কর আনয়ন।"

১৯। গজদন্ত-বিনির্ম্মিত রজতপ্রক্ষর[৩]
শুক্লোজ্জ্বল রথ তবে করিয়া সজ্জিত
আনিলা সারথি শীঘ্র ; যেমন সুন্দর
পৌর্ণমাসী রাত্রি সেই, তেমনি সুন্দর
পূর্ণচন্দ্রসম রথ করে ঝলমল।

২০। যোজিত সে রথে ছিল চারিটী সৈন্ধব
তুরগ কুমুদশুভ্র, বায়ুর সমান
দ্রুতগামী, সুশিক্ষিত ; প্রত্যেক অশ্বের
গলে দুলে সুবর্ণের হার মনোহর।

২১। শ্বেত রথে শ্বেত অশ্ব রয়েছে যোজিত
শ্বেতাম্বর ভৃত্য শ্বেত চামর দুলায় ;
সর্ব্বশ্বেত হেন রথে করি আরোহণ
অঙ্গতি বিদেহরাজ চলিলা সামাত্য,
চন্দ্রমার মত শোভা করিয়া ধারণ।

২২। শত শত বলবান্ ধীর অনুচর
সুশাণিত খড়্গহস্তে[৪] অশ্ব-আরোহণে
চলিল পশ্চাতে সেই রাজাধিরাজের।

২৩। চলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষত্রিয় প্রবর
পৌঁছিলেন মৃগদাবে ; সামাত্য তখন
অবতরি রথ হ'তে গেলা পদব্রজে
গণশাস্তা গুণ যেথা ছিলেন বসিয়া।

২৪। ছিল সেথা বসি বহু গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ,
এসেছিল পূর্ব্বে যারা গুণকে দেখিতে।
না পারিল দিতে তারা উপযুক্ত স্থান
বিদেহ-পতিকে উপবেশনের তরে ;
তবু না করিলা দূর এ সকলে তিনি।

সমবেত নানা সম্প্রদায়ের লোকদ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং গুণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

২৫। হইল রাজার তরে আসন সজ্জিত
একপার্শ্বে ; কোমল, বিচিত্র মন্দুরার
উপরি আস্তৃত হ'ল কোমলাস্তরণ ;
রাখিল কোমল উপাধান তদুপরি।
বসিলেন নরমণি সেই সুখাসনে।

২৬। আসীন হইয়া প্রীতিপ্রমুখবচনে
আরম্ভিলা সুখালাপ ; — "নাই ত অভাব
দেহধারণোপযোগী কোন পদার্থের?
কুপিত নয় ত তব অন্তর্বায়ু সব?[৫]

২৭। জীবনযাপনে কষ্ট হয় না ত কভু?
পান ত প্রত্যহ ভিক্ষা পর্য্যাপ্ত প্রমাণ?
অবাধে ত গতিবিধি হয় সম্পাদন?

২৮। বিনয়ী বিদেহরাজে তুষিলেন গুণ
সদুত্তর দিয়া আর প্রতি প্রশ্ন করি ঃ—
"দেহ ধারণোপযোগী কোন পদার্থের

১। অচেল বা অচেলক = (বৌদ্ধবিরোধী) নগ্ন সন্ন্যাসী। ইঁহাকে শেষে 'আজীবক' বলা হইয়াছে।

২। যিনি বহু শিষ্যের গুরু।

৩। 'রূপিয়পক্খরং'। পক্খর (সংস্কৃত 'প্রক্ষর') = আচ্ছাদনাদির ধার বা ঝালর।

৪। ইদ্ধখগ্গধরা = ইদ্ধ খগ্গধরা। ইদ্ধ = পরিষ্কৃত, বিমল (শাণিত)।

৫। প্রাণ, অপান ইত্যাদি। মূলে 'বাতানং অবিসগ্গতা' আছে। অবিসগ্গতা = অব্যগ্রতা। অব্যগ্রতা অনাকুলতা।

দৃষ্টিশক্তি নয়নের হয়নি ত ক্ষীণ?"

নাই ক অভাব মোর ; শান্ত বায়ু সব ;
শেষের যে দু'টী প্রশ্ন, রাজন্, তোমার,
তাদের(ও) উত্তর শুনি তুষ্ট হবে তুমি।[১]

২৯। শুধাই তোমায় এবে, প্রত্যন্তবাসীরা
করেনা ত উপদ্রব বলদৃপ্ত হয়ে?
রথের ত দোষ কোন নাহিক তোমার?
করে ত সুন্দররূপে বহন সতত
তুরঙ্গমাতঙ্গ আদি বাহন, নৃমণি?
ব্যাধি ত শরীর তব না করে পীড়ন?"

৩০। প্রত্যাভিনন্দিত হয়ে এরূপে তখন
ধর্ম্মকাম রথিশ্রেষ্ঠ বিদেহ-ঈশ্বর
শাস্ত্র-শাস্ত্রবচনার্থনীতির সম্বন্ধে
আরম্ভিলা জিজ্ঞাসিতে অচেলক গুণে ঃ—

৩১। "মাতা, পিতা, পুত্র, দারা আদি যে সকল
লোকের সহিত বাস করি পৃথিবীতে,
কার সঙ্গে আচরিব কি রূপ ধরম,
দয়া করি, হে কাশ্যপ বুঝাও আমার।

৩২। বয়োবৃদ্ধ, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সৈন্যগণ,
পৌরজানপদ প্রজা — সম্বন্ধে এদের
পাত্রভেদে করিব কেমন ব্যবহার?

৩৩। কি ধর্ম্ম আচরি লোকে দেহ-অবসানে
লভে স্বর্গ, আর কোন্ অধর্ম্ম আচরি
ভীষণ নরকে পড়ে হয়ে অধোগামী?

এই সকল সারগর্ভ প্রশ্নের উত্তর কেবল সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, বুদ্ধশ্রাবক এবং মহাবোধিসত্ত্বদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। উক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে যেখানে ঊর্দ্ধতনস্তরস্থ ব্যক্তির অভাব, সেখানে তাঁহার অধস্তনস্তরস্থ ব্যক্তিই এ সকল প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ। রাজা কিন্তু একজন নিতান্ত অজ্ঞ, নগ্নতামাত্রসর্ব্বস্ব, হতশ্রী, মূর্খ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন আজীবককে এই সকল প্রশ্ন করিলেন! রাজা জিজ্ঞাসা করিলে গুণ প্রশ্নসমূহের যথাপর্য্যায় ব্যাখ্যা না করিয়া, কেহ কেহ যেমন চলন্ত গরুকে নিরর্থক প্রহার করে অথবা ভোজনপাত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে, সেইরূপ নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, "শুনুন মহারাজ" বলিয়া বলিবার অবকাশগ্রহণপূর্ব্বক নিজের মিথ্যাবাদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

(এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

৩৪। শুনি অঙ্গতির বাণী বলিলেন আজীবক, "শুন, মহারাজ ;
যাহা কিছু ধ্রুবসত্য, সমস্ত তোমায় আমি বুঝাইব আজ।

৩৫। ধর্ম্মাধর্ম্মপথেচরি কেহই না করে ভোগ পুণ্যাপাপফল,
নাই পরলোক, ভূপ ; সেথা হতে ফিরি হেথা কে এসেছে বল?

৩৬। নয় কেহ মাতা, পিতা ; মাতা পিতা কেহ কার(ও) না পারে হইতে ;
কেই বা আচার্য্য হবে? অদম্য যে, কেহ তারে পারে কি দমিতে?

৩৭। সমতুল্য সর্ব্বজীব ; পূজ্য বা পূজক কেহ হইবে কেমনে?
নাই বল, নাই বীর্য্য না আছে পুরুষাকার জীবের জীবনে।
নিয়তির দাস জীব ; নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে বদ্ধ রজ্জু যথা
নৌকার(ই) পশ্চাতে চলে, নিয়তিকে অনুসরি চলে জীব তথা।

৩৮। লভ্য ফল লভে নর ; দানের প্রভাব তার নাই বিদ্যমান ;
দানে কোন ফল নাই ; বীর্য্যহীন জড় যারা তারা করে দান।

৩৯। নিতান্ত নির্ব্বোধ যারা, তাহারাই বলে, 'সবে হও দানরত' ;
পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ তাই করে ধীরজনে দান অবিরত।

আজীবক গুণ এইরূপ দানের নিষ্ফলতা বর্ণনা করিলেন এবং পাপও যে নিষ্ফল (অর্থাৎ পাপ করিলে যে পারত্রিক কোন দণ্ড নাই) অতঃপর তাহা বলিতে লাগিলেন ঃ—

৪০। ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ, বায়ু, সুখ, দুঃখ, আত্মা — এই সপ্ত পদার্থের
ধ্বংস বা বিকার নাই ; নিত্য ও অচ্ছেদ্য এরা, অতীত নাশের।

১। অর্থাৎ আমার গতিবিধি অব্যাহত এবং দৃষ্টিশক্তি অপরিক্ষীণ আছে। রাজা কিন্তু গুণকে ছয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

৪১। নাই হন্তা ইহাদের; নাই ছেত্তা; কোন জন বিনাশিতে নারে;
শস্ত্রাঘাতে ধ্বংসে কেহ এই সপ্তপদার্থের করিতে না পারে।
৪২। ধরিয়া কাহার(ও) মাথা কাটি যদি লয় কেহ তীক্ষ্ণ ছুরিকায়,
এই সপ্ত পদার্থের কিছুই ত এ ছেদনে বিনাশ না পায়।
সপ্তে সপ্ত যায় মিশি; কিছুতেই ইহাদের ধ্বংসে অসম্ভব:
তবে বধে পাপ কোথা? কেন বা করিবে ভোগ পাপফল তব?
৪৩। করুক না, যাহা ইচ্ছা, চুরাশিটী মহাকল্প নানা যোনি ভ্রমি
শুদ্ধ হয় সব জীব; তার পূর্ব্বে শুদ্ধিলাভ ঘটেনা কখন(ই)।
৪৪। কহ পুণ্যবান্ যারা, না আসিলে এ সময় শুদ্ধ নাহি হয়;
কহ পাপকর্ম্মা যারা, চুরাশি কল্পান্তে তারা অশুদ্ধ না রয়।
৪৫। অনুপূর্ব্ব এইরূপে চুরাশি কল্পান্তে শুদ্ধি লভে জীবগণ;
নিয়তি লঙ্ঘিতে নারে, সাগর লঙ্ঘিতে বেলা না পারে যেমন।

উচ্ছেদবাদী আজীবক এইরূপে, কেবল বাক্যের আড়ম্বরে একে একে নিজের মত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন।

৪৬। শুনিয়া তাঁহার কথা অলাত তখন
বলেন, "ভদন্ত যাহা কহিলেন আজ,
তাহাই আমার মতে যুক্তি-সুসঙ্গত।

৪৭। পূর্ব্বজন্মে কি ছিলেন, একথা আমার
স্মৃতিপথে জাগরূক এখন(ও) রয়েছে।
হয়েছিল জন্ম মোর গোঘ্ন ব্যাধকুলে;
পিঙ্গল আমার নাম ছিল সে জনমে।

৪৮। এ সমৃদ্ধ কাশীরাজ্যে কতই না পাপ
করিনু তখন আমি। করিলাম বধ
শূকরমহিষ আদি প্রাণী অগণন।

৪৯। ত্যজি দেহ তার পর না গিয়া নরকে
জন্মিলাম হেথা আর্য্য সেনাপতিকুলে![1]
পাপের যে ফল ভোগ করে জীবগণ,
এ কথা বিশ্বাস তবে করিব কেমনে।"

অতঃপর শাস্তা বলিতে লাগিলেন ঃ—

৫০। বীজক নামেতে দাস ছিল মিথিলায়
নিতান্ত দরিদ্র সেই ; পালিয়া পোষধ
গিয়াছিল গুণ পাশে ধর্ম্মার্থ শুনিতে।

৫১। শুনি সে গুণের, আর অলাতের কথা
ছাড়ি ঘন উষ্ণ শ্বাস লাগিল কান্দিতে।

৫২। জিজ্ঞাসেন রাজা তারে, "সৌম্য কি কারণ,
কি শুনি, কি দেখি তুমি করিছ রোদন?
শারীরিক, মানসিক—কোন ব্যথা, বল,
করিছে প্রকাশ তব নয়নের জল?

৫৩। শুনি অঙ্গতির প্রশ্ন বলিল বীজক ঃ—
দুঃখ বা বেদনা কিছুই নাই মোর, ভূপ।

৫৪। পূর্ব্বজন্মকথা মোর সদা পড়ে মনে ;—
ভুঞ্জিলাম কত সুখ সে জন্মে, নৃপণি.
সাকেত নগরে, "ভাবশ্রেষ্ঠী" নাম ধরি।
ছিলাম সদ্ধর্ম্মে রত সেথা অনুক্ষণ।

৫৫। কি ব্রাহ্মণ, কি গৃহস্থ, সবাকার(ই) প্রিয়,
ছিলাম; সতত শুচিব্রত, দানরত।
করেছি যে পাপ কোন না হয় স্মরণ।

৫৬। কিন্তু ত্যজি সেই দেহ জন্মিলাম এক
দুঃখিনী নারীর গর্ভে এই মিথিলায়।
দাসীবৃত্তি করিতেন জননী আমার;
বেচিতেন কুম্ভে জল আনয়ন করি।
আজন্ম হয়েছে দৈন্য সে জন্য আমার।

৫৭। যদিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছি এমন,
রেখেছি চিত্তের শান্তি সদা অব্যাহত।
চায় যদি কেহ, আমি অম্লানবদনে
শাকান্নের অর্দ্ধভাগ করি তারে দান।

৫৮। চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী—উভয় পোষধ
পালিতেছি চিরদিন; ভূত-নির্ব্বিশেষে
পালন অহিংসাব্রত করি সাবধানে।
ভ্রমেও পরের ধনে দৃকপাত না করি।

৫৯। নিতান্ত নিষ্ফল কিন্তু সৎকার্য্য এ সব
হয়েছে আমার পক্ষে। বৃথা শীলব্রত।
অলাত যা' বলিলেন, সত্য বুঝি তাই।

১। টীকাকার বলেন, এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ জাতিস্মর ছিলেন না, কেবল অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী একমাত্র জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন। সম্পূর্ণ জাতিস্মর হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, অতীত এক জন্মে তিনি দশবল কাশ্যপের চৈত্য পুষ্পমাল্য দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ঐ পুণ্য ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বহুকাল অপ্রকট ছিল, শেষে তাঁহার ব্যাধজন্মের অবসানে প্রকটিত ও ফলপ্রদ হইয়াছিল এবং তাহারই প্রভাবে তিনি সেনাপতিকুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

৬০। অনভিজ্ঞ কেহ যদি কলি লয়ে খেলে,
নিশ্চই তাহার দ্যুতে ঘটে পরাজয়।
আমিও তেমতি ধর্ম্মে স্থাপিয়া বিশ্বাস
পূর্ব্বজন্মলব্ধ ধন হারায়েছি হায়।
অলাত সুবুদ্ধি—ধূর্ত্ত দ্যুতকার তিনি;
কট লয়ে খেলি তাই হয়েছেন জয়ী।[১]

৬১। কোন্ দ্বারে প্রবেশিলে লভিব সুগতি,
দেখিতে না পাই আমি। করি হে রোদন
কাশ্যপের কথা শুনি আমি সে কারণ।[২]

৬২। শুনি বীজকের বাণী বলেন অঙ্গতি,
'সুগতিলাভের তরে নাই কোন দ্বার;
নিয়তি প্রতীক্ষা করি যাপহ জীবন।

৬৩। সুখ, দুঃখ সমস্তই নিয়তির হাতে;
পুনঃ পুনঃ লভি জন্ম শুদ্ধ হয় জীব;
অনাগত যথাকালে হবে সমাগত;
তাড়াতাড়ি পেতে চেষ্টা করিলে কি ফল?

৬৪। আমিও কল্যানধর্ম্মে ছিনু এতদিন
রত, সদা করিতাম সেবা প্রাণপণে
ব্রাহ্মণগৃহস্থগণে; ধর্ম্মাধিকরণে
যথাশাস্ত্র সুবিচার করিতাম সদা।
বিষয়ভোগের সুখ এত দিন, তাই
ঘটে নাই ভাগ্যে মোর, শুন, হে বীজক।"

অতঃপর রাজা কাশ্যপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আমরা এতদিন বিষম ভ্রমে ছিলাম; এখন উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিয়াছি। এখন হইতে আপনার উপদেশানুসারে ভোগসুখই আস্বাদন করিব; অতঃপর ধর্ম্মদেশনও ইহার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না। আপনি এখানে অবস্থিতি করুন; আমরা এখন প্রস্থান করি।" যাইবার সময় তিনি বলিলেন,

৬৫ (ক) "হলেও হইতে পারে দেখা পুনর্ব্বার।"
৬৫ (খ) বলি ইহা গেলা চলি রাজা নিজাগার।

রাজা যখন গুণের সঙ্গে প্রথমে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রস্থান করিবার কালে কিন্তু তিনি গুণকে প্রণাম করিলেন না; গুণ নিজের নির্গুণতার জন্য প্রণামটী পর্য্যন্ত পাইলেন না; ভোজ্যভক্ষ্যাদি ত দূরের কথা।

সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে রাজা অমাত্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, আমার জন্য সমস্ত আয়োজন করুন। আমি এখন হইতে কেবল কামসুখ উপভোগ করিব। আমার নিকট যেন অন্য কোন বিষয়সম্বন্ধে কেহ কিছু না বলে। অমুক অমুক ব্যক্তি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" ফলতঃ তিনি এখন হইতে নিতান্ত কামরত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৬। প্রভাতে অমাত্যগণে ডাকি সভাস্থলে
অঙ্গতি অদ্ভুত আজ্ঞা দিলেন সকলে ঃ—
৬৭। "ভোগের যতেক বস্তু আছে এ ভুবনে
সতত আনিয়া রাখ চন্দ্রক বিমানে।[৩]
গুহ্য বা অগুহ্য কোন রাজকার্য্য তরে
কেহ যেন সঙ্গে মোর দেখা নাহি করে।
৬৮। বিজয়, সুনামা আর অলাত, ইঁহারা—
সমস্ত বিচার শাস্ত্রে নিপুণ যাঁহারা,
বসিবেন আজ হ'তে বিচার-আগারে;
যাহার যা' প্রাপ্য, তাহা দিবেন তাহারে।"
৬৯। আজ্ঞা দিয়া এইরূপ বিদেহ-ঈশ্বর
হইলেন কামভোগে রত নিরন্তর।
কি ব্রাহ্মণ, কি গৃহস্থ, কার(ও) হিততরে
আগ্রহ না র'ল আর তাঁহার অন্তরে।
৭০। এরূপে অতীত হ'ল দুইটী সপ্তাহ;
ভোগে ও বিলাসে মগ্ন রাজা অহরহ।
অতঃপর রাজকন্যা রুজা মনোরমা,
ধরত্রীকে আহ্বান করি বলেন, "ধাই মা,

১। 'কলি' ও 'কট' সম্বন্ধে ভূরিদত্তজাতকের (৫৪৩) ১৩৭ম গাথার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। টীকাকার বলেন যে, এই ব্যক্তিও কেবল অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী একটী জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেন। অতীত এক জন্মে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি যে একজন শ্রমণকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন এবং সেই পাপ এতদিন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহাকে দুর্গত করিয়াছিল, ইহা তিনি জানিতেন না।

৩। রাজার প্রাসাদের নাম 'চন্দ্রক'।

৭১। সাজাও আমায় শীঘ্র, আর সখীগণে; যাইব এখন(ই) আমি পিতার সদনে।
কল্য অমাবস্যা; সেই পবিত্র তিথিতে চাই আমি যথারীতি পোষধ পালিতে।"
৭২। রুজাকে সাজায় তারা নানা আভরণে— মনোরম মাল্য আর মহার্হ চন্দনে।
মণিশঙ্খমুক্তাময় নানা অলঙ্কার পরাইল, বিচিত্রবরণ বস্ত্র আর।
৭৩। হেমপীঠে বসিলেন রুজা মনোরমা; বেষ্টিয়া তাঁহারে বহু পরিচারিকা ললনা
সাজাল মনের সাধে; বিরাজিলা রুজা মর্ত্ত্যধামে যেন কোন দেবের আত্মজা।
৭৪। সখীগণসহ, পরি মনোরম বেশ চন্দ্রকপ্রাসাদে রুজা করেন প্রবেশ,
প্রবেশে যেমন মেঘে চপলাসুন্দরী উজ্জ্বল প্রভায় সব উদ্ভাসিত করি।
৭৫। গিয়া ভূপতির পাশে বিনম্রবদনে প্রণাম করিলা রুজা তাঁহার চরণে।
একান্তে খচিত হেমে পীঠ সুশোভন আছিল; বসিলা তায় সহ সখীগণ।
৭৬। দেখি তনয়াকে, পরিবৃতা সখীগণে ভাবিলেন সবিস্ময়ে রাজা মনে মনে,
'এলো কি অপ্সরাগণ নামিয়া ধরায়?' মধুর বচনে পরে শুধালেন তাঁয় ঃ—
৭৭। "প্রাসাদে ত আছ সুখে; অন্তঃপুর মাঝে পুষ্করিণী তব ভোগতরে যে বিরাজে
করত মনের সুখে জলকেলি তায়? রসনা ত নানারস খাদ্যে তৃপ্তি পায়?
৭৮। নানাবিধ পুষ্পমাল্য করি আহরণ রচে ত প্রত্যহ, শুভে, তব সখীগণ
পুষ্পগৃহ, পুষ্পশয্যা? হয়ে ক্রীড়ারত কপট কলহ তারা করে ত সতত,
যে যাহা গড়েছে, তার সৌন্দর্য্য বাখানি, কার(ও) ঠাঁই পরাজয় কেহই না মানি?
৭৯। মার্জ্জিত সর্ষপকল্কে তোমার বদন,[1] নেহারি আমার, বৎসে, জুড়াল নয়ন।
আছে কি অভাব তব? যদি সুদুর্লভ চন্দ্রবৎ হয়, যাহা পেতে ইচ্ছা তব,
তাহাও আনিয়া শীঘ্র দিবে ভৃত্যগণ, করিতে তোমার, বৎসে, তৃপ্তি সম্পাদন।"
৮০। বলিলেন, শুনি রুজা রাজার বচন, 'হইতেছে সদা মোর ইচ্ছার পূরণ
তোমার কৃপায় পিতঃ। রাজা পিতা যার, ঘটে কি কখন(ও) কোন অভাব তাহার?
৮১। কল্য অমাবস্যা; সেই পবিত্র তিথিতে করিয়াছি ইচ্ছা দুঃখী জনে দান দিতে
দিয়াছি যেমন পূর্ব্বে; দিন আজ্ঞা তাই, এখন(ই) সহস্রমুদ্রা আমি যেন পাই।"
৮২। বলেন অঙ্গতি শুনি রুজার প্রার্থনা, "কত যে নাশিলে বিত্ত তাহা ত জান না।
নিরর্থক দান। কোন ফল নাই এতে। দান করি বহু অর্থ উড়ালে দু'হাতে।
৮৩। পোষধ পালহ তুমি ত্যজি অন্নপান। নিয়ত(ই), বৎসে, এই অদ্ভুত বিধান।
অনশনে পুণ্য হয় বলে মূঢ় জনে; কেন বৃথা পাও কষ্ট থাকি অনশনে?
৮৪। শুনি কাশ্যপের কথা বীজক কান্দিল; বার বার উষ্ণ শ্বাস কত যে ছাড়িল।
বীজকের কাহিনীতে এই বুঝা যায়, পুণ্যকর্ম্ম করি কেহ সুফল না পায়।[2]
৮৫। যতদিন রবে, রুজে, তোমার জীবন, ভোজনে বিরত তুমি হয়ো না কখন।
নাই পরলোক, ভদ্রে, জানিও নিশ্চয়; ব্রত-উপবাসে তবে কিবা ফলোদয়?"
৮৬। শুনিয়া পিতার কথা রুজা মনোরমা— অতীতানাগত ধর্ম্ম ছিল যাঁর জানা,
৮৭। বলিলা, 'শুনেছি, পূর্ব্বে, দেখিলাম এবে, মন্দমতি হয় সেই মূর্খে যেবা সেবে।
৮৮। মূর্খের সংসর্গে মূর্খ হয় মূর্খতর। বীজক, অলাত—এরা, ওহে নরবর,
উভয়েই জড়মতি; মূর্খ কাশ্যপের কথায় ঘটিতে পারে মোহ ইহাদের।
৮৯। তুমি, দেব, প্রজ্ঞাবান, ধীর, ধর্ম্মবিৎ; কি হেতু মূর্খের মত নিজ হিতাহিত,
না বিচারি মূর্খসহ মিশি অনুক্ষণ হইয়াছ এবে মিথ্যাধর্ম্মপরায়ণ?
৯০। বহুজন্মজন্মান্তর পরে জীবগণ প্রকৃতই শুদ্ধ যদি হয়, হে রাজন্,
গুণের প্রব্রজ্যা তবে নিষ্ফল কি নয়? কেন সেই মহামূর্খ মুক্তির আশায়
নগ্ন থাকি তপস্যায় হইয়াছে রত বহ্নিমুখগামী মূঢ় পতঙ্গের মত?
৯১। পুনঃ পুনঃ লভি জন্ম শুদ্ধ হয় নর, অনেকের এ বিশ্বাস মহানিষ্টকর।
অজ্ঞানবশতঃ তারা করে নানা পাপ; কালে তারা ভুঞ্জে শেষে বহু পরিতাপ।
দুষ্কর্ম্মের ফল তারা এড়াতে না পারে; গিলিত বড়িশ মীন উগারিতে নারে।

১। পূর্ব্বে সরিষার ও তিলের খোল, এঁটেল মাটি প্রভৃতি দিয়া গাত্রমল ধুইবার প্রথা ছিল। এখন সাবানের কৃপায় সে প্রথা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

২। বুঝিতে হইবে যে, রাজা কন্যাকে বীজকের কথা সবিস্তার শুনাইলেন।

৯২। একটী দৃষ্টান্ত আমি দিতেছি, রাজন; দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝে কোন কোন জন।
৯৩। তুলিলে বাণিজ্যপোতে অপ্রমাণ ভার হয় যথা মহার্ণবে নিমজ্জন তার,
৯৪। অল্প অল্প পাপভার করিয়া সঞ্চয় ক্রমে লোকে মহাপাপভারাক্রান্ত হয়;
না পারি বহিতে শেষে সেই গুরুভার তেমতি নরকে হয় নিমজ্জন তার।
৯৫। অলাপের পাপভার অদ্যাপি রাজন, হয় নি ক পরিপূর্ণ; তিনি সে কারণ
এ জীবনে সুখী; কিন্তু এ জন্মের পাপ নিশ্চই তাঁহাকে দিবে নরকে সন্তাপ।
৯৬। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ছিল অলাতের, তাই তিনি অধিকারী হেন ঐশ্বর্য্যের।
৯৭। সে পুণ্যের ফল কিন্তু এবে প্রতিদিন সুখভোগে, মহারাজ, হইতেছে ক্ষীণ।
অধিকন্তু এবে তিনি পাপপরায়ণ, করেন সন্মার্গ ছাড়ি কুমার্গে গমন।
৯৮। ভাণ্ডমুখ হ'তে তুলি তুলা লয়ে হাতে করে যদি কেহ দ্রব্য ওজন তাহাতে,
মণ্ডলে দ্রব্যের ভার বৃদ্ধি যত পাবে তুলাদণ্ডশীর্ষ তত উর্দ্ধগামী হবে।
মণ্ডলে সংলগ্ন তাহা না রহিবে আর; তত উন্নমিত হবে, যত পাবে ভার।[1]
৯৯। সেইরূপে স্বর্গে যেতে উৎসুক যে জন, অল্পে অল্পে করে সেই পুণ্যের অর্জ্জন,
করিছে বীজক দাস যথা এবে, পিতঃ, থাকিয়া কুশল কর্ম্মে রত অবিরত।

রুজা নিজের অভিপ্রায় আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য আবার বলিলেন ঃ—

১০০। বীজক যে এত দুঃখ পেতেছে এখন, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ তাহার কারণ।
১০১। সে পাপের ফল ক্রমে পাইতেছে ক্ষয়; আর(ও) সে করিছে এবে পুণ্যের সঞ্চয়।
তাই বলি, পিতঃ, তুমি করো না কখন কাশ্যপের কথা শুনি উন্মার্গে গমন।

অতঃপর রুজা ছয়টী গাথায় পাপমিত্র-সংসর্গের দোষ এবং কল্যাণমিত্র-সংসর্গের গুণ বর্ণনা করিলেন ঃ—[2]

১০২। যে যাহারে ভজে, ভূপ,— সুশীলে, দুঃশীলে, সদসতে,—
নিয়তসংসর্গহেতু চরিত্র সে লভে সেই মতে।
১০৩। যাহার যেমন মিত্র, যে যাহার করে আরাধন,
সে হয় তাহার মত; সংসর্গের প্রভাব এমন।
১০৪। প্রভু-ভৃত্য, গুরু-শিষ্য পরস্পরসংস্পর্শকারণ
একে করে অপরের আত্মতুল্য চরিত্র গঠন।
তূণীরের মধ্যে কেহ রাখে যদি বিষদিগ্ধ শর,
তূণীর(ও) ক্রমশঃ শেষে বিষে লিপ্ত হয় ভয়ঙ্কর।
১০৫। সংক্রমণ-ভয়ে সুধী পাপসখ না হয় কখন।
কুশ দিয়া পূতি-মৎস্য যদি কেহ করে আচ্ছাদন,
পূতিগন্ধ পায় কুশ। নিষ্পাপ যে, সেও সেই মত।
পাপীরে ভজিলে শেষে নিজে হয় পাপপথগত।
১০৬। রাখিবে তগর যদি পত্রপুটে করি আচ্ছাদিত,
তগরের গন্ধ লভি পত্রও হইবে আমোদিত।
সেইরূপ সাধুজনে সেব যদি করিয়া যতন,
তুমিও সাধুতা পেয়ে হবে ধন্য, প্রশংসাভাজন।
১০৭। পত্রে সুগন্ধ হেরি' নিজ পরিণাম ভাবি মনে
অসৎ বর্জ্জিয়া সুধী সাধুসেবা করে সযতনে।
নরকে পতন ধ্রুব অসৎসঙ্গের পরিণাম;
সাধুসঙ্গে দেহঅন্তে প্রাপ্ত হয় জীব দিব্যধাম।

রাজকন্যা পিতাকে এইরূপ ধর্ম্মকথা শুনাইয়া, নিজে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহা বলিতে লাগিলেন ঃ—

১। গাথাকার প্রান্তাবলম্ব তুলাকে (Danish balance) লক্ষ্য করিয়া এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। এপ্রকার তুলা এখন সচরাচর দেখা যায় না। তুলমণ্ডল শব্দটী আমার বিবেচনায় পাল্লা বুঝাইতেছে। মিষ্টান্ন প্রভৃতির বিক্রেতারা এইরূপ তুলার পাল্লা দিয়া ভাণ্ডের মুখ ঢাকিয়া রাখে, তখন দাঁড়িটা পাল্লার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। কোন দ্রব্য ওজন করিবার কালে পাল্লার দ্রব্যের ভার যত বেশী হইতে থাকে, দাঁড়ির মুক্ত প্রান্তটা ততই উপরে উঠে।

২। এই ছয়টী গাথা চতুর্থ খণ্ডে সত্তিগুম্ব-জাতকেও (৫০৩) পাওয়া গিয়াছে (২২শ হইতে ২৭শ গাথা)

১০৮। সপ্তপূর্ব্বজন্মকথা রয়েছে পর্য্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে জাগরূক মম;
অতঃপর সপ্তজন্মে ঘটিবে কি ভাগ্যে মোর, তাও জানি বিলক্ষণ।[1]

১০৯। মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নামে যেই সুবিখ্যাত রয়েছে নগর,
অতীত সপ্তজন্মে কর্ম্মকারপুত্র আমি হয়েছিনু সেথা, নরবর।

১১০। ছিল পাপী মিত্র এক; হইলাম তার সঙ্গে মহাঘোর পাপাচারে রত;
হয়ে পরদারগামী করিনু উভয়ে মোরা পরস্ত্রী হরণ শত শত।
অমর হইয়া যেন জন্মিয়াছি, এ বিশ্বাসে পরিণামচিন্তা নাহি ছিল;
গাঢালি পাপের স্রোতে করিনু ইন্দ্রিয় সেবা এই ভাবে জীবন কাটিল।

১১১। এ পাপের ফল কিন্তু থাকিল প্রচ্ছন্ন হয়ে, ভস্মাচ্ছন্ন অনল যেমন;
কর্ম্মান্তর বশে আমি ত্যজি দেহ তারপর বংশরাজ্যে লভিনু জনম।

১১২। বংশরাজ্য-রাজধানী কৌশাম্বী সুন্দরী পুরী, শ্রেষ্ঠী এক ছিলেন সেথায়
প্রচুর ঐশ্বর্য্যবান, শত শত দাস দাসী ছিল তাঁর নিযুক্ত সেবায়।
একমাত্র পুত্র তাঁর হইলাম, পিতঃ, আমিঃ কতই যে আদর যতন
পাইতাম গৃহে তাঁর নিত্য আমি সে জনমে, পারিনা ক করিতে বর্ণন।

১১৩। পাইলাম সেই কালে ভাগ্যক্রমে মিত্র এক পুণ্যাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত;
উপদেশ দিয়া তিনি করিলেন মোরে, পিতঃ সাধুদের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

১১৪। পবিত্র-পোষধ-তিথি— চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী; এ দুই তিথিতে কতদিন
রক্ষি শীল সাবধানে যাপিনু জীবন আমি থাকি সদা পাপচিন্তাহীন।
এ পুণ্যের ফল কিন্তু রহিল প্রচ্ছন্ন হয়ে যথা কালে দিতে দরশন;
থাকে কোন মহারত্ন নিবিড়ান্ধকারময় জলমধ্যে প্রচ্ছন্ন যেমন।

১১৫। এ দিকে, মগধরাজ্যে করেছিনু যত পাপ, ফল তার দুষ্টবিষময়
পক্ক হয়ে দিল দেখা এত কাল পরে, হায়। অভিভূত করিল আমায়।

১১৬। কৌশম্বীতে ত্যজি দেহ সহস্র সহস্র বর্ষ ভুঞ্জিলাম স্বকর্ম্মের ফল
রৌরব নরকে পচি। এখনও সে দুঃখ স্মরি আঁখি মোর করে ছল ছল।

১১৭। দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগে রৌরবে করিয়া পরে ছাগরূপে লভিনু জনম
ভেন্নাকটপুরে আমি। শৈশবেই খাসি করি প্রভু মোরে করিল পালন।

রুজা এই গাথায় ছাগজন্মের দুঃখ বর্ণনা করিলেন ঃ—

১১৮। অমাত্যগণের পুত্র বহিতাম সেথা আমি; রথ টানি কিংবা পৃষ্ঠোপরি।
পরদারগমনের অহো কি ভীষণ দণ্ড ভাবিলে তা এখন(ও) শিহরি।

ছাগদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি অরণ্যে কপিযোনিতে প্রতিসন্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেইদিনই কপিরা যূথপতিকে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে লইয়া যায়। "আমার পুত্রকে আন" বলিয়া যূথপতি তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিল এবং দন্তাঘাতে তাঁহার বীজ দুইটী উৎপাটন করিল। তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা বুঝাইবার জন্য রুজা বলিলেন,

১১৯। ত্যজি ছাগদেহ, ভূপ, বিশাল অরণ্য মাঝে কপিরূপে লভিনু জনম;
নিষ্ঠুর যূথের পতি নির্মুষ্ক করিল মোরে তীক্ষ্ণ দন্তে করিয়া দংশন।
কপি জন্মে এই রূপে পরদারগমনের দণ্ড পুনঃ পেলেম ভীষণ।

অনন্তর রুজা অন্য কয়টী জন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ঃ—

১২০। কপিদেহ করি ত্যাগ লভিনু জনম
গোরূপে দশার্ণ দেশে; করিল আমায়
নির্মুষ্ক সেখানে প্রভু; সুশ্রী, দ্রুতগামী
দেখি মোরে নিয়োজিল শকটবহনে।
করিলাম এ দুর্দ্দশা ভোগ কতদিন;
পরদারগমনের ভুঞ্জিলাম ফল।

১২১। দুর্লভ মানবজন্ম লভিলাম পরে
বৃজি[2] জনপদে আমি; কিন্তু হায়, হায়,
হইলাম নপুংসক—না স্ত্রী, না পুরুষ।
পরদারগমনের ভুঞ্জিলাম ফল।

১। পরবর্ত্তী গাথা গুলিতে কিন্তু রুজার তেরটী অতীত জন্মের কথা আছে।
২। বৈশালীর লিচ্ছবিগণ বৃজি নামে আখ্যাত হইতেন।

১২২। তারপর জন্মিলাম ত্রয়স্ত্রিংশ-ধামে
নন্দনে অপ্সরারূপে উজ্জ্বল বরণী।

১২৩। বিচিত্র বসন আমি পরিতাম সেথা;
কর্ণে ছিল মণিময় কুণ্ডল উজ্জ্বল;
নৃত্যগীতে হয়ে পটু সেবিনু বাসবে।

১২৪। সেখানেই স্মৃতিপটে হল জাগরূক
এ সব জন্মের কথা; জানিলাম আর
অনাগত সপ্ত জন্মে কি হবে আমার :—

১২৫। "করেছিনু কৌশাম্বীতে যে পুণ্য অর্জ্জন,
তার(ই) ফল এত দিনে দিল দরশন।
হবে যবে অবসান এ দেহের মোর
জন্মিব মনুষ্য হয়ে, কিংবা দেবলোকে।
তির্য্যগ্‌যোনিতে আমি ভ্রমিব না আর।

১২৬। পর পর সপ্তজন্মে আদর যতন
লভিব সতত আমি; কিন্তু যত দিন
না হইবে অবসান ষষ্ঠ জনমের
স্ত্রীত্ব পরিহার আমি নারিব করিতে।"

১২৭। সপ্তম জনম মোর সমাগতপ্রায়;[১]
দিব্য দেহ সমুজ্জ্বল করিয়া ধারণ
মহর্দ্ধি পুংদেব হয়ে জন্মিব ত্রিদিবে।

১২৮। আজ(ও) গাঁথিছেন মালা সন্তান পুষ্পের
দেবপুত্র জব, যিনি এ জন্মের পূর্ব্বে
ছিলেন আমার স্বামী, জানেন না তিনি,
দেবদেহ ত্যজি আমি জন্মেছি যে হেথা।
তাই মোর তরে মালা করেন সংগ্রহ।[২]

১২৯। এই যে ষোড়শবর্ষ বয়স আমার।
এ কাল মুহূর্তমাত্র দেবগণনায়।
মানুষের শতবর্ষ অমরগণের
এক রাত্রি এক দিন ভিন্ন কিছু নয়।

১৩০। এরূপে অসংখ্য জন্মে কর্ম্ম মানবের,
হোক ভাল, হোক মন্দ, অনুসরে তারে।
কর্ম্মের কখন(ও), পিতঃ, হয় না বিনাশ।'

অতঃপর রুজা রাজাকে উৎকৃষ্টতম ধর্ম্ম বুঝাইতে লাগিলেন :—

১৩১। জন্ম-জন্মান্তরে, পর পর যদি উন্নতি লভিতে চায় তব মন,
পরদারসেবা কর পরিত্যাগ, ধৌতপাদ ত্যজে কর্দ্দম যেমন।
১৩২। জন্ম-জন্মান্তরে, পর পর যদি উন্নতি লভিতে চায় মন,
স্বামিসেবা[৩] সদা কর কায়মনে, সেবে ইন্দ্রে যথা অপসরোগণ।
১৩৩। দিব্য ভোগ, আয়ুঃ, দিব্যসুখযশ লভিতে তোমার বাসনা যদি
ছাড়ি পাপাচার, ত্রিবিধধর্ম্মের[৪] অনুষ্ঠানে রত হও নিরবধি।
১৩৪। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে কেহ না হোক, তাহাকেই আমি বলি বিচক্ষণ,
কায়ে, মনে, বাক্যে অপ্রমত্তভাবে পরমার্থলাভে যাহার যতন।
১৩৫। এই জীবলোকে যশস্বী যাহারা, সর্ব্ববিধ ভোগ্য ভুঞ্জে অনুক্ষণ,
নিশ্চিত তাহারা পূর্ব্বকোন জন্মে করেছিল, পিতঃ, বহু পুণ্যার্জ্জন।
স্ব স্ব কর্ম্মফল পায় জীবগণ;[৫] কিছুই ইহাতে নাই সংশয়;
একে অপরের পাপ বা পুণ্যের কোন অংশে কভু ফলভোগী নয়।
১৩৬। ভাব কি কখন, ওহে নরনাথ, কি কারণে এত অপসরঃ সদৃশী
বিচিত্রাভরণা হেমজালাবৃতা রমণী তোমার সেবে দিবানিশি?[৬]

১। টীকাকার বলেন যে, রুজা পর পর পাঁচ বার অপ্সরা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ষষ্ঠ জন্মে তিনি বিদেহের রাজকন্যা হইয়াছেন। যখনকার কথা হইয়াছে, তখন তাঁহার বয়স্ ষোল বৎসর।

২। জব ভাবিতেছেন যে, রুজা তখনও দেবলোকেই জীবিত আছেন, কেন না রুজা যে ষোল বৎসর দেবলোক ত্যাগ করিয়াছেন, দেবতাদিগের গণনায় তাহা মুহূর্ত মাত্র।

৩। 'সামিক' কি প্রভু কি পতি বুঝাইতেছে, তাহা বিচার্য্য। যদি প্রথম চরণের 'পোছিন' শব্দে কেবল পুরুষকে বুঝায় স্ত্রীকে বুঝায় না, তবে প্রথম অর্থই সমীচীন। আর যদি 'পোরিস' শব্দ পুংলিঙ্গ হইয়াও স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতীয় ব্যক্তিকেই বুঝায়, তবে দ্বিতীয় অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে। ইহা অপ্সরোগণের শক্রসেবার সঙ্গে সঙ্গত।

৪। কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে সুচরিত ধর্ম্ম ত্রিবিধ।

৫। মূলে 'কম্মস্সকা সব্ব সত্তা" আছে। 'কম্মস্সক' শব্দের অর্থ কি? অস্‌স = অংসপুট অর্থাৎ কান্ধে লইবার পুঁটুলি বা থলি। ইহাতে বুঝা যাইতে পারে যে, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মভার স্কন্ধে লইয়া বিচরণ করে। 'অস্‌সক' শব্দের আর একটী অর্থ অশ্ব-সম্পন্ন অর্থাৎ (যাহার) অশ্ব আছে। কর্ম্ম যেন অশ্বরূপে কর্ত্তাকে তাহার কর্ম্মানুরূপ গন্তব্যস্থানে বহন করে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা নয় কি?

৬। অর্থাৎ মহারাজের এ সৌভাগ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল।

রুজা পিতাকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন —

১৩৭। এরূপে সুব্রতা রুজা মধুর বচনে,
শুনালেন ধর্ম্মকথা অঙ্গতি ভূপালে। —
মূঢ়কে সম্মার্গ তিনি দিলেন বলিয়া।

রুজা পূর্ব্বাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি পিতাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আপনি সেই নগ্ন, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ আজীবকের কথা বিশ্বাস করিবেন না; ইহলোক আছে, পরলোক আছে; সুকৃতির দুষ্কৃতির ফলও আছে। আমি আপনার কল্যাণ কামনা করি; আমার কথা বিশ্বাস করুন। আপনি অঘাটে লম্ফ দিয়া পড়িবেন না।" কিন্তু এত বলিয়াও তিনি পিতার ভ্রম অপনোদন করিতে পারিলেন না। রাজা তাঁহার মধুর বচন শুনিয়া তুষ্ট হইলেন মাত্র; কারণ মাতা পিতা প্রিয় পুত্রকন্যার কথা শুনিতে ভালবাসেন; কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব বিশ্বাস পরিহার করেন না। নগরবাসীরা বলাবলি করিতে লাগিল, "রাজকন্যা রুজা না কি ধর্ম্মদেশন দ্বারা পিতাকে মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ধার করিবেন।" সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "পণ্ডিতা রাজকন্যা তাঁহার পিতার মিথ্যা বিশ্বাস অপনোদনপূর্ব্বক আমাদিগকে স্বস্তিভাজন করিবেন।" এই আশ্বাসে নগরবাসীরা সন্তোষ লাভ করিল।

পিতাকে প্রবুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াও রুজা নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়েই হউক, পিতাকে স্বস্তিভাজন করিবেন। তিনি মস্তকে অঞ্জলি তুলিয়া দশদিকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, " এ জগতে এমন অনেক ধার্ম্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এবং লোকপালগণ ও মহাব্রহ্মগণ আছেন, যাঁহাদের অনুভাববলে লোকস্থিতি ও লোকরক্ষা সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহারা আসিয়া স্বীয় অনুভাবের প্রভাবে আমার পিতার ভ্রম অপনোদন করুন। আমার পিতার কোন গুণ না থাকিলেও তাঁহারা আমার গুণের, আমার বলের, আমার সত্যের প্রভাবে ইঁহার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদনপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের কল্যাণসাধন করুন।" রুজা প্রণাম করিতে করিতে বার বার এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় বোধিসত্ত্ব একজন মহাব্রহ্মা[১] হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল নারদ। বোদিসত্ত্বগণ মৈত্রীভাবযুক্ত, কারুণ্যপূর্ণ ও মহর্দ্ধি-সম্পন্ন। এই কারণে, কাহারা সুকৃতিবান্, কাহারা দুষ্ক্রিয়াশীল, ইহা দেখিবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে জীবলোক অবলোকন করিয়া থাকেন। উক্ত দিন নারদ বোধিসত্ত্ব ভূলোক অবলোকন করিবার সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজকন্যা পিতার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিবার নিমিত্ত লোকপালক দেবতাদিগকে প্রণাম করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি ভিন্ন আর কেহই এই রাজার ভ্রম নিরাকরণ করিতে পারিবে না। অতএব আমি আজ রাজকন্যাকে সাহায্য করিব এবং সানুচর রাজাকে স্বস্তিভাজন করিয়া ফিরিয়া আসিব।' অনন্তর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'কি বেশে নরলোকে যাওয়া ভাল?' তিনি দেখিলেন যে, প্রব্রাজকেরা মানুষের প্রিয়পাত্র; লোকে প্রব্রাজকদিগকে ভক্তি করে, তাহাদের কথাও শুনে; এই কারণে প্রব্রাজকের বেশে গমন করিলেই ভাল হয়। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মনোহর হেমবর্ণ মানবদেহ ধারণ করিলেন, মস্তকোপরি সুন্দর জটামণ্ডল বন্ধন করিলেন, জটাভ্যন্তরে একটী সুবর্ণসূচী রাখিলেন, পৃষ্ঠ ও পশ্চাৎ উভয়তঃই রক্তবর্ণ চীবর পরিধান করিলেন, এক স্কন্ধে সুবর্ণতারকাখচিত রজতজালবেষ্টিত অজিন রাখিলেন, মুক্তাগ্রথিত শিকায় সুবর্ণময় ভিক্ষাভাজন স্থাপন করিলেন, তিনস্থানে বক্র সুবর্ণকাচ[২] স্কন্ধে লইলেন, মুক্তাগ্রথিত শিকায় প্রবালনির্ম্মিত কমণ্ডলু রাখিলেন এবং এইরূপ ঋষিবেশ ধারণ করিয়া চন্দ্রমার ন্যায় গগনতলে বিরাজ করিতে করিতে আকাশপথেই অলঙ্কৃত চন্দ্রকপ্রাসাদের উচ্চতমতলে প্রবেশপূর্ব্বক রাজার পুরোভাগে আকাশে অবস্থিত হইলেন।

১। বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোকের অধিপতিকে মহাব্রহ্মা বা ব্রহ্মা সহাম্পতি বলেন। প্রত্যেক চক্রবালে একজন মহাব্রহ্মা। চক্রবাল অসংখ্য; কাজেই মহাব্রহ্মাও অসংখ্য। শাক্যমুনি না কি বোধিসত্ত্বরূপে চারি জন্মে মহাব্রহ্মা হইয়াছিলেন।

২। কাচ — বাঁক।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৩৮। জম্বুদ্বীপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে অঙ্গতি রাজাকে যবে পেলেন দেখিতে,
তখন(ই) নারদ ব্রহ্মলোক পরিহরি আসিলেন নরলোকে শীঘ্র অবতরি।
১৩৯। রাজার প্রাসাদে আসি পুরোভাগে তাঁর আকাশে আসীন হন; লাগে চমৎকার!
ঋষিকে আগত দেখি সানন্দ অন্তরে যুড়ি দুই কর রাজা নমস্কার করে।

রাজাও নারদকে দেখিয়া ব্রহ্মতেজে অভিভূত হইলেন এবং আসনে উপবিষ্ট থাকিতে অসমর্থ হইয়া অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুক কে, কোন গোত্রজ এবং কোথা হইতে আসিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৪০। সভয়ে আসন হ'তে নামিয়া তখন বলেন নারদে রাজা এতেক বচন ঃ—
১৪১। হে দেবসঙ্কাশ, তুমি উজ্জলি শর্ব্বরী চন্দ্রবৎ কোথা হ'তে এলে অবতরি?
কি নাম, কি গোত্র তব? জিজ্ঞাসি তোমায়; কি ভাবে মানুষে জানে তব পরিচয়?

নারদ ভাবিলেন, 'এই রাজা পরলোক মানেন না; অতএব ইহাকে পরলোকের কথাই বলিব।' তিনি উত্তর দিলেন,

১৪২। আসিয়াছি দেবলোক হ'তে অবতরি, চন্দ্রবৎ উদ্ভাসিত করিয়া শর্ব্বরী।
নাম, গোত্র জিজ্ঞাসিলে? করহ শ্রবণ, কাশ্যপ গোত্রজ আমি নারদ ব্রাহ্মণ।

রাজা ভাবিলেন, 'ইঁহাকে পরলোকের কথা শেষে জিজ্ঞাসা করিব; কি কারণে যে ইনি এত ঋদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অগ্রে তাহাই জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি বলিলেন,

১৪৩। আকাশে গমন তব, আকাশে আসন; দেখিয়া বিস্ময়ে মোর অভিভূত মন।
বুঝিতে না পারি আমি এ যে কি ব্যাপার! কি হেতু এমন ঋদ্ধি হইল তোমার?

নারদ বলিলেন,

১৪৪। সত্য, ধর্ম্ম, ত্যাগ আর ইন্দ্রিয় দমন— পূর্ব্বজন্মে এসকল ব্রতসম্পাদন
করিয়াছি সাবধানে; তাহারই প্রভাবে মনোজব, কামগতি[১] হইয়াছি এবে।

রাজা মিথ্যাধর্ম্মপরবশ হইয়াছিলেন; কাজেই, নারদ এরূপ উত্তর দিলেও, পরলোক যে আছে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, "পুণ্যের কি তবে কোন পুরস্কার আছে?

১৪৫। এ বড় অদ্ভুত কথা বলিলে আমায়; পুণ্যবলে কেহ কি হে হেন ঋদ্ধি পায়?
সত্যই কি ইহা? আমি জিজ্ঞাসি তোমায়; দয়া করি সদুত্তর দাও, মহাশয়।"

নারদ বলিলেন,

১৪৬। সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর; আছে প্রয়োজন তোমার ঈদৃশ প্রশ্ন করিতে, রাজন।
বল অকপটে তুমি, কি তব সংশয়; সদুত্তরে আমি তাহা ঘুচাব নিশ্চয়
তর্কবলে, জ্ঞানবলে, হেতুপ্রদর্শনে;[২] না রাখিব কিছুই সংশয় তব মনে।

রাজা বলিলেন,

১৪৭। জিজ্ঞাসি, নারদ, আমি একটী বিষয়; মিথ্যাবলি ভুলায়োনা যেন হে আমায়।
দেবলোক, পরলোক, পিতৃলোক আছে, এ কথা শুনিতে পাই অনেকের কাছে।
সত্য কি অলীক এই লোকের বিশ্বাস? সদুত্তর দিয়া কর সংশয় নিরাস।

১। মনোজব = মনের ন্যায় দ্রুতগমনশীল। কামগতি ইচ্ছাধীন-গতি, যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে সমর্থ।

২। 'নয়েহি, ঞায়েহি চ হেতূভী চা তি।' নয় = কারণবচন (টীকাকার); সিদ্ধান্ত। ঞায় = ন্যায় অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র অথবা জ্ঞান (টীকাকার)।

নারদ বলিলেন,

১৪৮। দেব-পিতা-পরলোক প্রকৃতই আছে ; মিথ্যা নয়, শুন যাহা অনেকের কাছে।
কামাসক্ত মূঢ়গণ মোহের কারণ কি যে পরলোক, তাহা বুঝে না কখন।

ইহা শুনিয়া রাজা পরিহাস করিয়া বলিলেন,

১৪৯। সত্যই নারদ যদি করহ বিশ্বাস, মৃত্যু-অন্তে করে নর পরলোকে বাস,
দাও পঞ্চশত মুদ্রা এ জন্মে আমাকে; সহস্র তোমায় দিব গিয়া পরলোকে।

তখন মহাসত্ত্ব সভামধ্যে রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,

১৫০। দাতা, শীলবান্ বলি তোমায় বিদেহপতি, যদি জানিতাম,
পঞ্চশত মুদ্রা আমি দ্বিধা নাহি করি মনে এখনি দিতাম।
নিষ্ঠুর, পামর তুমি; হইলে নিরয়গামী দেহ-অবসানে;
সহস্র মুদ্রার তরে তাগাদা করিবে কে হে গিয়া সেই স্থানে?
১৫১। অলস, কুকর্ম্মরত, দয়াহীন, পাপব্রত যদি কেহ হয়,
ইহলোকে পণ্ডিতেরা হেন অধমর্ণে কি হে কভু ঋণ দেয়?
দিলে ঋণ পরিশোধ করিবে না মহারাজ, কভু সেই জন।
বৃদ্ধি ত দূরের কথা ফিরি না আসিবে তার গৃহে মূলধন।
১৫২। দাতা, উপার্জ্জনক্ষম, অনলস, শীলবান্ যদি কেহ হয়,
সাদরে আহ্বান করি সকলে প্রসন্নচিত্তে ঋণ তারে দেয়।
ঋণের সাহায্যে সেই উৎপাদি প্রচুর ধন, বিনা তাগাদায়
করে ঋণ পরিশোধ। হেন জনে অবিশ্বাস করা কি হে যায়?

নারদকর্তৃক এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া রাজা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। সমবেত লোকেরা কিন্তু অতিমাত্রায় তুষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, " এই দেবর্ষি মহর্দ্ধি। ইনি নিশ্চয় রাজার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করিবেন।"সমস্ত নগরে সকলের মুখেই এই কথা শুনা যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্বের অনুভাববলে সপ্তযোজনব্যাপী মিথিলানগরে এমন কেহই রহিল না, যে তাঁহার ধর্ম্মদেশন শুনিতে পাইল না। তিনি ভাবিলেন, " এই রাজা মিথ্যাদৃষ্টিতে অতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নরকের ভয় দেখাইয়া ইঁহার ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক এই মহাভ্রম অপনোদন করিতে হইবে; পরে দেবলোকের কথা বলিয়া ইঁহাকে আশ্বস্ত করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যদি এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস পরিত্যাগ না করেন, তবে নরকে গিয়া যে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবেন তাহা শ্রবণ করুন।" অনন্তর তিনি নরকের কথা বলিতে লাগিলেন ঃ—

১৫৩। গিয়া পরলোকে তুমি পাইবে দেখিতে,
ভীষণ কাকোলগণ ধরিয়া তোমায়
করিতেছে টানাটানি। নরকে যখন
হইবে পতন তব, কাক, গৃধ্র, শ্যেন
ছিঁড়িয়া তোমার মাংস করিবে ভক্ষণ।
ছিন্ন দেহ হ'তে তব ছুটিবে রুধির।
কে, বল, সেখানে গিয়া তাগাদা করিবে,
বলিবে 'সহস্র মুদ্রা কর পরিশোধ'?

কাকোল-নরক বর্ণনা করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনার যদি এই নরকে জন্ম না হয়, তবে আপনি লোকান্তর-নরকে জন্মিবেন।" অনন্তর তিনি সেই নরক[১] বর্ণনা করিলেন ঃ—

১৫৪। নিবিড়ান্ধকারাচ্ছন্ন সে ঘোর নরক;
নাই চন্দ্রসূর্য্য সেথা; নাই রাত্রিদিন;
সতত তুমুল সেই ভয়ঙ্কর স্থানে
কে যাবে সে ঋণ বল, আদায় করিতে?

১। দুইটী চক্রবালের মধ্যবর্ত্তী নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যোমকে লোকান্তর বলে। এখানে বহু নরক আছে।

রাজাকে সবিস্তারভাবে লোকান্তর-নরকের অবস্থা শুনাইয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আপনি মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার না করিলে, কেবল ইহাই নয়, আরও দুঃখ ভোগ করিবেন। বলিতেছি শুনুন ঃ—

১৫৫। আছে সেথা আয়োদন্ত, বলী, মহাকায়
শ্যাম ও শবল নামে দুইটা কুক্কুর।
হেথা হতে বিতাড়িত পাপী পরলোকে
গেলে তারা মাংস তার করয় ভক্ষণ।

(পশ্চাল্লিখিত নরকসমূহের বর্ণনাও এই নিয়মে করিতে হইবে। তাহাদের সকলের নাম এবং নরকপালদিগের কার্য উক্তরূপে সবিস্তারভাবে, তত্তদ্ গাথার অব্যাখ্যাত পদগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বলা আবশ্যক।)

১৫৬। হিংস্র শ্বাপদেরা মাংস খাইবে যাহার,
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হতে ছুটিবে যাহার
রক্তস্রোত অবিরত, কে বলিবে, বল,
নিরয়বাসীরে হেন, 'দাও হে সহস্র,
যার জন্য ঋণী তুমি আছ মোর ঠাঁই।

১৫৭। সে ঘোর নরকে আছে ভীম বক্ষিগণ
বিদিত কালুপকাল নামেতে যাহারা।
জর্জরিত করে তারা দেহ পাপীদের
সুশাণিত ইষুশক্তিপ্রহারে নিয়ত।

১৫৮। নরকে দুর্দ্দশাপন্ন ঈদৃশ যে জন,
আঘাতে বিদীর্ণ যার কুক্ষি, পার্শ্বদ্বয়,
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হ'তে ছুটিছে যাহার
রক্তস্রোত অবিরত, কে বলিবে তায়
'ঋণমুক্ত হও দিয়া সহস্র আমায়?'

১৫৯। বরষে পর্জ্জন্য সেথা পাপীর মস্তকে
শরশক্তিভিন্দিপালতোমর প্রভৃতি
বিবিধ শাণিত অস্ত্র জ্বলন্ত-অঙ্গার,
শিলাময় বজ্র আর অবিরামভাবে।

১৬০। প্রতপ্ত দুঃসহ বায়ু বহিয়া নিয়ত
অশেষ যাতনা দেয় নিরয়বাসীকে,
ক্ষণেকের তরে সেথা সুখ নাই হায়।
দুঃখার্ত্ত, আশ্রয়হীন পাপীরা সেখানে
ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে যন্ত্রণায়।
এমন দুর্দ্দশাপন্নে কে বলিবে, বল,
'ঋণমুক্ত হও দিয়া সহস্র আমায়?'

১৬১। নরকপালেরা রথে যুতি পাপিগণে
প্রতোদযষ্টির দ্বারা করে বিতাড়ন ;
ছুটে তারা প্রজ্জ্বলিত ভূমির উপর
বহন করিয়া রথ ; এমন সময়
বলিবে তোমাকে কেবা, 'দাও হে সহস্র?

১৬২। ক্ষুরাকীর্ণ, প্রজ্জ্বলিত, অতি ভয়ঙ্কর
গিরিগাত্রে পাপী যবে করে আরোহণ
ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হ'তে নিঃসরে তাহার
রক্তস্রোত। কে পারিবে বলিতে তখন,
'হও ঋণমুক্ত দিয়া সহস্র আমায়?'

১৬৩। জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি পর্ব্বতপ্রমাণ
কোথাও নরকে আছে অতি ভয়ানক।
হতভাগা পাপী তাহে আরোহণ-কালে
দগ্ধগাত্রে উচ্চৈঃস্বরে করে হাহাকার।
তখন সহস্র কে হে চাবে তার ঠাঁই?

১৬৪। নরকে কোথাও আছে বৃক্ষ অগণন
মেঘকূট সম উচ্চ ; কাণ্ডে তাহাদের
রয়েছে কণ্টকস্তূপ তীক্ষ্ণ, লৌহময় ;
মানুষের রক্ত পান করে সে কণ্টক।

১৬৫। নরনারী, যারা ছিল ব্যভিচাররত—
যমের কিঙ্করগণ শক্তি লয়ে হাতে
বাধ্য করে তা' সবারে আরোহিতে সেই
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাচ্ছন্ন পাদপ সকলে।

১৬৬। নরকের সেই সব শাল্মলি তরুতে
আরোহিতে বাধ্য পাপী হয় যে সময়,
রুধিরে প্লাবিত হয় সর্ব্বাঙ্গ তাহার।
ভীষণ বেদনা হয় নিশ্চর্ম্ম শরীরে।

১৬৭। পূর্ব্বকৃত অপরাধবশতঃ এরূপ
যাতনা নরকে পাপী পায় ভয়ঙ্কর ;
মুহুর্মুহু পরিত্যাগ করে উষ্ণ শ্বাস।
বলিবে সহস্র দিতে কে তখন তা'রে?

১৬৮। নরকে কোথাও আছে পর্ব্বতপ্রমাণ
নিবিড় বৃক্ষের বন ; পত্র তাহাদের
লৌহময়, তীক্ষ্ণধার অসির সমান।
সে সকল পত্র করে নররক্ত পান।

১৬৯। অসিপত্র বৃক্ষে পাপী করে আরোহণ ;
তীক্ষ্ণধারে হয় ক্ষত সর্ব্বাঙ্গ তাহার।
রক্তস্রোত পরিপ্লুত হেন দুঃখীজনে
কে বলিবে, 'কর তুমি ঋণ পরিশোধ?'

১৭০। ঈদৃশ যন্ত্রণাপ্রদ অসিপত্রবন
ত্যজি পাপী পড়ে যবে বৈতরণীজলে,
কে তা'কে বলিবে, 'কর ঋণ পরিশোধ?'

১৭১। কর্কশ লবণময় বৈতরণীজল ;
দুস্তরা দুর্গমা সেই ভীমা প্রবাহিনী ;
লৌহময় পদ্ম আর তীক্ষ্ণ পত্র দ্বারা
রহিয়াছে আচ্ছাদিত জলরাশি তার।

১৭২। নিরালম্ব বৈতরণী-গর্ভে পড়ি পাপী
হইবে স্রোতের বেগে প্রবাহিত যবে,
কে বলিবে, 'দাও মোর সহস্র এখন'।

নিরয়খণ্ড সমাপ্ত[1]

মহাসত্ত্বের মুখে নরকের বর্ণনা শুনিয়া রাজার হৃদয়ে মহাসংবেগ জন্মিল ; তিনি মহাসত্ত্বের সাহায্যেই পরিত্রাণ পাইবার আশায় বলিলেন,

১৭৩। বলিলে যে গাথাগুলি, শুনি সে সকল মহাভয়ে মন মোর হইল বিকল।
কাঁপিতেছি তাহ আমি, কাঁপে হে যেমন, তরু, যবে করে কেহ তাহাদের ছেদন।
হয়েছে বিলুপ্ত সংজ্ঞা, দিগ্‌ভ্রম আমার ; সাধ্য নাই ভালমন্দ করিতে বিচার।

১৭৪। উত্তাপক্লিষ্টের পক্ষে সলিল যেমন,
অথবা অর্ণববক্ষে ভগ্নপোত নাবিকের
পক্ষে যথা হয় দ্বীপ রাখিতে জীবন,
কিংবা ঘোর অন্ধকারে নিস্তারকরণের তরে
প্রদীপ(ই) যেমন হয় প্রকৃত সাধন,
সেইরূপ হও তুমি আমার শরণ।।

১৭৫। কি অর্থ, কি ধর্ম্ম তুমি বুঝাও আমায়, অতীতে করেছি আমি বহুপাপ, হায়।
দেখাও শুদ্ধির মার্গ, যাহা অনুসারি ত্যজি দেহ আমি যেন নরকে না পড়ি।

তখন, রাজাকে শুদ্ধিমার্গ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে মহাসত্ত্ব, যে সকল রাজা পুরাকালে সম্যগ্‌রূপে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদাহরণ দেখাইলেন :—

১৭৬-১৭৭। ধৃতরাষ্ট্র, বিশ্বামিত্র জমদগ্নি, উশীনর,
শিবি ও অষ্টক এই রাজা ছয়জন,
আরও বহু ভূমিপাল শ্রমণব্রাহ্মণে সেবি
দেহান্তে দেবলোকে করিলা গমন।
তুমিও, বিদেহনাথ, ছাড় অধর্ম্মের পথ,
ধর্ম্মপথে সাবধানে কর বিচরণ,
মর্ত্ত্যধাম পরিহরি যাবে অবলীলাক্রমে
যেখানে আছেন শক্র সহ দেবগণ।

১৭৮। কি প্রাসাদে, কি নগরে অন্নাদির পাত্রহস্তে
করুক ঘোষণা, ভূপ, তব ভৃত্যগণ,
"কে ক্ষুধার্ত্ত? কে তৃষ্ণার্ত্ত? কে নগ্ন? বিচিত্র বস্ত্র
পরিবে কে? চায় কে বা মালা বিলেপন?

১৭৯। কোন পান্থ চায় ছত্র উৎকৃষ্ট পাদুকা কিংবা
পরিলে যা' পায়ে বাধা কভু নাহি হয়?"—
প্রভাতে, সন্ধ্যায় এই ঘোষণা করিয়া তারা
প্রত্যহ করুক দান যে জন যা' চায়।

১৮০। ভৃত্য-অশ্ব-গো প্রভৃতি হলে যদি জরাজীর্ণ,
খাটায়ো না সে সকলে পূর্ব্বের মতন,
কর তুমি সুব্যবস্থা তাদের পোষণ তরে ;
খেটেছে তাহারা, বল ছিল যতক্ষণ।

১। শরভঙ্গ-জাতকে (৫২২) সংকিচ্চ-জাতকে (৫৩০) এবং নিমি-জাতকেও (৫৪০) নরকবর্ণনা আছে।
২। নিমি-জাতকেও ইঁহাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত পুরাণে জমদগ্নি ঋষি, রাজা নহেন।

এইরূপে দানকথা ও শীলকথা শুনাইয়া মহাসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন যে, রাজার দেহকে একখানি রথের সঙ্গে উপমিত করিয়া বর্ণনা করিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। এইজন্য সর্ব্বকামপ্রদ রথের উপমাপ্রয়োগপূর্ব্বক তিনি আবার ধর্ম্মদেশন করিলেন ঃ—

১৮১। "দেহ তব রথোপম, শুন, নরবর,
আলস্য-জড়তা-হীন[১] ; তাই লঘুগতি।
সারথি ইহার মন ; অবিহিংসাদ্বারা
হইয়াছে সুগঠিত অক্ষ এ রথের।
দানরূপ আবরণে থাকে ইহা ঢাকা।

১৮২। সুসংযত পাদক্ষেপ চক্রনেমি এর ;
সুসংযত হস্তক্ষেপ ঝালর সুন্দর,
উদরসংযম নাভি ; বাক্যের সংযম
নিবারে ঘর্ঘর শব্দ চক্রযুগলের।

১৮৩। সত্যবাক্যে সুগঠিত সর্ব্বাঙ্গ রথের ;
সন্ধিগুলি সুসম্বদ্ধ অপৈশুন্যবলে ;
করেছে মধুর বাক্য সর্ব্বাঙ্গ মসৃণ ;
মিতভাষে যোড়গুলি মিলিয়াছে বেশ।

১৮৪। শ্রদ্ধা ও অলোভে রথ হয় অলঙ্কৃত ;
সবিনয় নমস্কার কৃতাঞ্জলিপুটে
পূজাজনে — ইহাই রথের হয় বম,
অপৌরুষ্যে রাখে যারে সতত আনত।
শীল ও সংযম এর রজ্জু দুই পাশে।

১৮৫। থাকে ইহা অনুদ্‌ঘাত অক্রোধের বলে,
ধর্ম্মরূপ শ্বেতচ্ছত্র বিরাজে উপরে
বহুসত্যশাস্ত্রজ্ঞান পৃষ্ঠালম্ব[২] এর
নিয়ত চিত্তের স্থৈর্য্য গদি সুকোমল।

১৮৬। রথের দারুর সার কালাকালজ্ঞান ;
দৃঢ়াত্মপ্রত্যয়[৩] হয় ত্রিদণ্ড ইহার,
সাবধানে উপদেশ প্রাজ্ঞের পালন —
ইহাই রথের যোত ; লঘু যুগরূপে
অনভিমানতা আছে সতত অন্তরে।

১৮৭। অনাসক্ত চিত্ত আছে আস্তরণরূপে
গদির উপরে এর, প্রাজ্ঞজনসেবা
রজোহীন সমমার্গ। ধীর জন ইহা
চালান সাহায্যে স্মৃতিরূপ প্রতোদের,
ধৃতিরূপ রশ্মি দিয়া বদ্ধ করি আগে।

১৮৮। সদাচাররূপ অশ্বগণে যুতি মন
চালায় এ রথ সদা দানরূপ পথে।
কুমার্গ তৃষ্ণা ও লোভ ; সম্মার্গ সংযম।

১৮৯। রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দাত্মক কাম্য যত,
তাহাদের অভিমুখে যেতে চায় রথ,
প্রতোদের[৪] যষ্টি হোক্ প্রজ্ঞা তব, ভূপ ;
তাহার তাড়নে একে চালাও সুপথে।
বিবেক(ই) সারথি হোক্ এই দেহরথে।

১৯০। করিলে প্রশান্ত চিত্তে দৃঢ়ধৃতিসহ
এ রথে গমন, ভূপ, নরকে পতন
কভু নাহি হয় ; ইহা সর্ব্বকামপ্রদ।

মহারাজ, আপনি আমাকে শুদ্ধিমার্গ দেখাইতে বলিয়াছিলেন — যাহা অনুসরণ করিলে আপনার যেন নরক প্রাপ্তি না ঘটে। আমি নানা পর্য্যায়ে তাহা দেখাইলাম।" এইরূপে রাজার নিকটে ধর্ম্মদেশন করিয়া নারদ তাঁহার মিথ্যাদৃষ্টি দূর করিলেন এবং তাঁহাকে শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বলিলেন, "এখন হইতে আপনি পাপমিত্র পরিহার করিয়া কল্যাণমিত্রের সংসর্গে থাকুন এবং নিত্য অপ্রমত্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ[৫] করুন।" রাজাকে, রাজপুরুষদিগকে এবং রাজান্তঃপুরচারিণীগণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এবং রাজদুহিতার গুণের প্রশংসা করিয়া নারদ তাঁহাদের সম্মুখেই মহানুভাববলে ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন।

১। 'বিগতথীনমিদ্ধতায় সমন্বক'। থীন — স্ত্যান। মিদ্ধ ও স্ত্যান প্রায় একার্থবাচক।

২। আরোহীর পশ্চাদ্‌ভাগে ঠেস্ দিবার জন্য যে কাঠ থাকে।

৩। বৈশারদ্য। বুদ্ধদেবের চতুর্ব্বিধ বৈশারদ্য ছিল — অর্থাৎ তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তৃষ্ণামুক্ত হইয়াছেন, মুক্তিমার্গের বিঘ্নসমূহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মুক্তিলাভের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন — এই চারিটী দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। আত্মপ্রত্যয়সম্বন্ধে মনুর এই শ্লোকটী চিরস্মরণীয় ঃ— আত্মানং নাবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ। আমৃত্যো শ্রেয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং।। 'ত্রিদণ্ড' কি? রথপঞ্জরের নিম্নভাগ কি তিনখানা কাষ্ঠে গঠিত?

৪। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্মৃতিই প্রতোদ, অর্থাৎ প্রতোদ্‌যষ্টি ও তৎসংলগ্ন রজ্জু বা চর্ম্ম। প্রজ্ঞা প্রতোদের যষ্টি মাত্র।

একসঙ্গে একই বস্তুর সম্বন্ধে বহু উপমা প্রয়োগ করিতে হইলে সময়ে সময়ে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, পুনরুক্তির পরিহার করিতে পারা যায় না। কায়রথের বর্ণনাতেও এই দুই দোষ রহিয়াছে।

৫। যে সময়ে শাস্তা মহানারদকাশ্যপ জাতক বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, তখন কিন্তু দেবদত্ত বৌদ্ধ হন নাই ; তাঁহার মগণসমূহও লোকের গোচর হয় নাই।

এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা বলিলন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও আমি ভ্রান্তিজাল ভেদ করিয়া উরুবিল্ব কাশ্যপকে দমন করিয়াছিলাম। অনন্তর জাতকের সমবধানার্থ তিনি অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন :—

১৯১। দেবদত্ত অলাত ছিলেন সে জনমে,
ভদ্রজিৎ ছিলেন সুনামা রাজমন্ত্রী,
সারীপুত্র ছিলেন বিজয় বিচক্ষণ,
স্থবির মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন বীজক।

১৯২। লিচ্ছবির রাজপুত্র সুনক্ষত্র মূঢ়
হইয়াছিলেন সেই আজীবক গুণ।
রাজার নন্দিনীরূপে আনন্দ তখন
করিলেন জনকের ভ্রমাপনোদন।

১৯৩। এই উরুবিল্বাবাসী কাশ্যপ সে কালে
ছিলেন বিদেহপতি, মিথ্যাদৃষ্টি যাঁর
ঘটেছিল মিথ্যাকথা শুনিয়া গুণের।
আমি ছিনু মহাব্রহ্মা নারদ কাশ্যপ
জাতকের পাত্রগণে চিন এইরূপে।

৫৪৫—বিদুরপণ্ডিত-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ ভাই, শাস্তার কি অসামান্য প্রজ্ঞা। ইহা যেমন রসবতী, তেমনই প্রত্যুৎপন্না ; ইহা সুতীক্ষ্ণা, বিচার-পটিয়সী ও বিরুদ্ধবাদখণ্ডনকুশলা। তিনি প্রজ্ঞাবলে ক্ষত্রিয় পণ্ডিতদিগের সূক্ষ্ম প্রশ্নসমূহ বিশ্লেষ পূর্ব্বক তাঁহাদের অসারতা প্রতিপাদন করেন এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া শীলে ও ত্রিশরণে স্থাপনপূর্ব্বক অমৃতমার্গে লইয়া যান।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পরমাভিসম্বোধিসম্পন্ন তথাগত সে পরবাদ খণ্ডন করিবেন এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে দমন করিয়া স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে এক জন্মে যখন তিনি সম্বোধি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন মাত্র, তখনও তিনি পরবাদ প্রমর্দ্দন করিয়াছিলেন। যখন আমি বিদুরকুমার নামে জীবন যাপন করিতাম, তখন ষষ্টিযোজন উচ্চ কালপর্ব্বতের শিখরোপরি পূর্ণক-নামক যক্ষসেনাপতিকে জ্ঞানবলে দমন করিয়া আত্মবশে আনিয়াছিলাম এবং তাহাকে আমার প্রাণবধ হইতে নিরস্ত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

(১)

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় কৌরব-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। বিদুর পণ্ডিত-নামক এক অমাত্য তাঁহার অর্থধর্ম্মানুশাসক[২] ছিলেন। তাঁহার স্বর এমন মিষ্ট ছিল এবং তিনি এমন মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতে পারিতেন যে, হস্তীরা যেমন বীণার স্বরে মুগ্ধ হয়, সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজারাও তাঁহার মধুর ধর্ম্মকথায় সেইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া না গিয়া বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথাশ্রবণের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থেই থাকিতেন ; বিদুরও তাঁহাদের এবং অপর জনসমূহের নিকট বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশন-পূর্ব্বক সকলের বহুসম্মানাস্পদ হইয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেন।

তৎকালে বারণসীতে চারিজন মহৈশ্বর্য্যশালী গৃহী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পর সখ্যসূত্রে বদ্ধ ছিলেন। বিষয়ভোগই দুঃখের নিদান, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা গৃহত্যাগপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া বন্যফলমূলাহারে সেখানে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে তাঁহারা লবণ ও অম্লসেবনার্থ ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে একদা অঙ্গরাজ্যস্থ কালচম্পানগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য চারিজন ভূস্বামী (ইঁহারাও পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ ছিলেন) ঋষিদিগের সাধুজনোচিত চাল-চলন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া ভিক্ষাপাত্রগুলি নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন, এক এক জনকে এক এক জনের গৃহে লইয়া গিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইলেন এবং ঋষিরা তাঁহাদের উদ্যানে অবস্থিতি করিবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাপসেরা ভূস্বামীদিগের গৃহে ভোজন করিয়া দিবাবিহারের জন্য একজন

১। "নিক্কোধিকা"।

২। পালি 'বিধুর'। বিধুর = বিগতধুর বা বিগতদুর, অর্থাৎ যাঁহার সমস্ত ভার অপগত হইয়াছে। 'বিদুর' শব্দটি 'বিদ্' ধাতুজাত।

৩। অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক কুশলসম্বন্ধে উপদেষ্টা।

ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে, একজন নাগভবনে, একজন সুপর্ণভবনে এবং একজন কৌরবরাজের মৃগাচির-নামক উদ্যানে যাইতেন। যিনি দেবলোকে গিয়া দিবাবিহার করিতেন, তিনি শক্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসিয়া নিজের উপস্থাপকের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন ; যিনি নাগলোকে দিবাবিহার করিতে যাইতেন, তিনি নাগরাজের সম্পত্তি দেখিয়া আসিয়া নিজের উপস্থাপকের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন ; যিনি সুপর্ণভবনে দিবাবিহার করিতেন, তিনি সুপর্ণরাজের বিভূতি দেখিয়া আসিয়া নিজের উপস্থাপকের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন ; যিনি কুরুরাজের উদ্যানে দিবাবিহার করিতেন, তিনি নিজের উপস্থাপকের নিকট রাজা ধনঞ্জয়ের শ্রী ও সৌভাগ্য বর্ণনা করিতেন। এই সকল বর্ণনা শুনিয়া উক্ত উপস্থাপকদিগের মনে তাদৃশ দিব্যস্থান লাভ করিবার বাসনা জন্মিল এবং তাঁহারা দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে একজন শক্ররূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন, একজন সদারাপত্য নাগলোকে জন্মিলেন, একজন শাল্মলিবনস্থ বিমানে জন্মলাভ করিয়া সুপর্ণদিগের রাজা হইলেন এবং একজন ধনঞ্জয় কৌরবের প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। উক্ত তাপস চারিজনও কালক্রমে ব্রহ্মলোকে জন্মিলেন।

ধনঞ্জয়ের পুত্র বড় হইয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং যথাধর্ম্ম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি দ্যূত-বিশারদ ছিলেন ; এবং বিদুরের উপদেশানুসারে দান করিতেন, শীল রক্ষা করিতেন, পোষধ পালন করিতেন। একদিন পোষধ গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়ৎকাল নির্জ্জনে অবস্থিতি করিবার উদ্দেশ্যে উদ্যানে গিয়া কোন রমণীয় স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রামণধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। শক্রও সেদিন পোষধ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; দেবলোকে শান্তির অনেক বিঘ্ন আছে দেখিয়া তিনিও মনুষ্যলোকে সেই উদ্যানে অবতরণপূর্ব্বক কোন রম্যস্থানে উপবিষ্ট হইয়া শ্রামণধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বরুণও পোষধী ছিলেন ; তিনি নাগলোকে বহুবিঘ্ন আছে দেখিয়া ঐ উদ্যানের আর একটা রম্য অংশে আসীন হইয়া শ্রামণধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। সুপর্ণরাজও পোষধ অবলম্বনপূর্ব্বক সুপর্ণলোকে অনেক বিঘ্ন ঘটে বলিয়া ঐ উদ্যানেরই আর একটী রম্য অংশে আসীন হইয়া শ্রামণধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

এই চারিজন সন্ধ্যাকালে স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিয়া মঙ্গলপুষ্করিণীর তীরে সমাগত হইলেন। পরস্পরকে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের স্নেহবশতঃ আনন্দিত হইলেন ; তাঁহাদের মনে পূর্ব্বজন্মের সেই মৈত্রীভাব জাগরূক হইল ; তাঁহারা পরস্পরকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক সেখানে উপবেশন করিলেন। শক্র মঙ্গলশিলাপট্টে বসিলেন ; অন্য তিন জনও স্ব স্ব মর্য্যাদা বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শক্র বলিলেন, "আমরা চারিজনেই রাজা। দেখা যাউক, আমাদের মধ্যে কাহার শীল মহত্তর।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ বরুণ বলিলেন, "আপনাদের তিন জনের শীল হইতে আমার শীলই মহত্তর।" শক্র জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কারণ কি?" "এই সুপর্ণ জাতাজাত সমস্ত নাগের শত্রু ; কিন্তু আমাদের প্রাণনাশক ঈদৃশ শত্রুকে দেখিয়াও আমি ক্রুদ্ধ হই নাই ; এই জন্যই বলিতেছি, আমার শীল মহত্তম।

১। যে জন ক্রোধের পাত্রে ক্রোধ নাহি করে, না উপজে ক্রোধ কভু যাহার অন্তরে,
হইলেও ক্রুদ্ধ যাহা না করে যে ব্যক্ত, তাহাকেই বলে লোকে শ্রমণ প্রকৃত।

[ইহা দশ নিপাতের চতুপ্পোসথ-জাতকের প্রথম গাথা।]

আমার এই সকল গুণ আছে ; এই কারণেই আমার শীল মহত্তম।" ইহা শুনিয়া সুপর্ণরাজ বলিলেন, "এই নাগ আমার প্রধান ভক্ষ্য ; ঈদৃশ প্রধান খাদ্য সম্মুখে রহিয়াছে দেখিয়াও আমি যখন ক্ষুধা সংবরণপূর্ব্বক আহারহেতুক পাপ করিতেছি না, তখন বলিতে হইবে যে, আমারই শীল মহত্তম।

২। ক্ষুধা সহ্য করে যেই ক্ষুধার সময়, আহারের তরে যে না পাপে রত হয়,
তপোনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, মিতপানাহার শক্র এ শ্রমণ শীল প্রশংসা তাহার।"

১। চতুপ্পোসথ-জাতকে (৪৪১) কিন্তু এ গাথা নাই।

অনন্তর দেবরাজ শক্র বলিলেন, "আমি নানাবিধ সুখের আলয় ও দেবলোকের ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া শীলরক্ষার্থে মনুষ্যলোকে আসিয়াছি ; এই কারণে আমারই শীল মহত্তম।

৩। আমোদ প্রমোদ সব যে করে বর্জ্জন, না বলে যে কভু কোন অলীক বচন,
বেশ, ভূষা, মৈথুনে যে নাহি হয় রত, তাহাকেই বলে লোকে শ্রমণ প্রকৃত।"

শক্র এইরূপে নিজের শীল বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া ধনঞ্জয়[১] বলিলেন, "আমি প্রচুর ঐশ্বর্য্য এবং ষোড়শসহস্র নর্ত্তকীপূর্ণ অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া আজ উদ্যানে আসিয়া শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিতেছি; এজন্য আমার আমারই শীল মহত্তম।

৪। দোষগুণ সমুদায় মনেতে বিচারি, কাম্য, লোভনীয় সর্ব্ব দ্রব্য পরিহরি,
থাকে যে সংযত ; স্থির, ধীর, অনাসক্ত অমম যে, তাকে বলে শ্রমণ প্রকৃত।"

তাঁহারা এইরূপে সকলেই স্ব স্ব শীল মহত্তম বলিয়া বর্ণনা করিলেন। তখন শক্র ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার সভায় এমন কোন পণ্ডিত আছেন কি, যিনি আমাদের এই সংশয় নিরাকরণ করিতে পারেন?" ধনঞ্জয় বলিলেন, "মহারাজগণ, বিদুর পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি আমার অর্থধর্ম্মানুশাসক ; তিনি এই পদে যে ভার বহন করিতেছেন, অন্য কেহই তাহা বহন করিতে পারে না। তিনিই আমাদের সংশয় অপনোদন করিবেন। চলুন, আমরা তাঁহার নিকটে যাই!" "উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া অপর তিনজন ইহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন, উহা সুসজ্জিত করিয়া বোধিসত্ত্বকে[১] পল্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক এক পার্শ্বে আসীন হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমাদের মনে একটা সংশয় জন্মিয়াছে। আপনি তাহা অপনোদন করুন।

৫। মহাপ্রাজ্ঞ তুমি ; ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধে উপদেশ তব করিয়া গ্রহণ
রাজা ধনঞ্জয় শাসেন এরাজ্য, করেন নিজের কর্ত্তব্য পালন।
বলিলাম মোরা গাথা চারি জনে; কিন্তু তাহা ল'য়ে মতদ্বৈধ ঘটে ;
সে সংশয় দূর করিবার তরে আসিলাম সবে তোমার নিকটে।
কর অপনীত সংশয় মোদের, নিজ প্রজ্ঞাবলে তুমি, বিজ্ঞবর ;
সংশয়বিহীন কর সবাকারে ; লইলাম মোরা শরণ তোমার।"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া বিদুর কহিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা স্ব স্ব শীলসম্বন্ধে যে সকল গাথা বলিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য মতভেদ ঘটিয়াছে, সেই সকল গাথায় আপনারা যাহা সাধুজনগ্রাহ্য তাহা বলিয়াছিলেন, কিংবা যাহা সাধুজনগ্রাহ্য নয় তাহা বলিয়াছিলেন, ইহা আমি কিরূপে জানিব?

৬। বিবাদের মূল যদি পারেন জানিতে, অর্থাবিৎ পণ্ডিতেরা পারেন করিতে
সুমীমাংসা বটে তার ; কিন্তু, ভূপগণ, তোমাদের গাথাগুলি না করি শ্রবণ,
দোষগুণ তাহাদের করিতে নিশ্চয়, অতি বড় পণ্ডিতের(ও) সাধ্য নাহি হয়।

৭। কি বলিলা নাগরাজ, কিবা বৈনতেয়,
কি গাথা বলিলা শক্র গন্ধর্ব্বঈশ্বর,
কি গাথা বলিলা কুরুরাজ ধনঞ্জয়,
শুনি পরে যথাজ্ঞান করিব বিচার।"

তখন শক্র প্রভৃতি এই গাথা বলিলেন :—

৮। নাগেশের মতে ক্ষান্তি শীল মহত্তম ;
গরুড়ের মতে শ্রেষ্ঠ হয় মিতাহার ;
দেবেশের মতে শ্রেষ্ঠ রতি-পরিহার ;
কুরুরাজ অকিঞ্চনে দেন শ্রেষ্ঠাসন।

১। বুঝিতে হইবে যে পিতা-পুত্র উভয়েরই নাম ধনঞ্জয়।

১। বিদুরই বোধিসত্ত্ব ছিলেন।

তাঁহাদের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন ঃ—

৯। সকলেই বলেছেন উত্তম বচন ;
বলেন নি কেহ কিছু সাধুবিগর্হিত ;
এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মে যিনি প্রতিষ্ঠিত,
তাঁহাকেই বলা যায় প্রকৃত শ্রমণ।
চক্রনাভি মধ্যে সুসংলগ্ন আর যথা
সম্পাদে সর্ব্বতোভাবে চক্রের দৃঢ়তা,
তেমনি এ চারি গুণ অন্তরে নিহিত
হইলে চরিত্রভ্রংস ঘটেনা নিশ্চিত।

মহাসত্ত্ব এইরূপে চারিজনের শীলই একরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহার মীমাংসা শুনিয়া উক্ত চারিজনই পরম প্রীত হইলেন এবং একটী গাথায় তাঁহার স্তুতি করিলেন ঃ—

১০। নরকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি ; তোমার মতন
ধর্ম্মগোপ্তা, ধর্ম্মবিৎ, বুদ্ধিমান্ জন
নাই এই ভূমণ্ডলে। মহা প্রজ্ঞাবলে
প্রশ্নের তাৎপর্য্য তুমি নিমেষে বুঝিলে।
অবলীলাক্রমে তুমি সংশয় ছেদন
করিয়াছ আমাদের, ছেদে হে যেমন
গজদন্ত করপত্রদ্বারা দন্তকার।
হইল সংশয় দূর আমা সবাকার।

উক্ত চারি ব্যক্তি এইরূপে তাঁহার নিকট প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর শক্র তাঁহাকে দিব্য দুকূল দিয়া, গরুড় সুবর্ণমালা দিয়া, বরুণ (নাগরাজ) মণি দিয়া এবং ধনঞ্জয় সহস্রগবাদি দিয়া পূজা করিলেন। ধনঞ্জয় বলিলেন,

১১। প্রশ্নের উত্তর তুমি দিয়াছ সুন্দর,
হইলাম তুষ্ট বড়, হে পণ্ডিতবর।
বৃষ এক, হস্তী এক, গবী দশশত,
আজানেয় অশ্বযুক্ত দশখানি রথ,
সুন্দর সমৃদ্ধ ষোলখানি গ্রাম আর,
এসব তোমায় আমি দিনু পুরস্কার।

শক্রাদি মহাসত্ত্বের পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

চতুষ্পোষধখণ্ড সমাপ্ত

---

(২)

নাগরাজের ভার্য্যার নাম ছিল বিমলা দেবী। নাগরাজ গলদেশে যে মণি পরিতেন, তাহা দেখিতে না পাইয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আপনার মণি কোথায়?" নাগরাজ বলিলেন, "ভদ্রে, চন্দ্র-নামক ব্রাহ্মণের পুত্র বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া এত চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম যে, আমি তাঁহাকে মণিটী দিয়া পূজা করিয়াছি। কেবল আমি নই, স্বয়ং শক্র তাঁহাকে দিব্য দুকূল দিয়া, সুপর্ণরাজ সুবর্ণমালা দিয়া এবং রাজা ধনঞ্জয় সহস্র গবাদি দিয়া পূজা করিয়াছেন।" "তিনি ধর্ম্মকথায় বেশ পটু?" "বল কি, ভদ্রে? বোধ হয় যেন এখন জম্বুদ্বীপে বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে। সমস্ত জম্বুদ্বীপের এক শত এক জন রাজা তাহার মধুর ধর্ম্ম কথায় বীণাস্বরমুগ্ধ মত্তবারণসমূহের ন্যায় এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা এখন স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিতেছেন না। বিদুর এতই মধুর ভাবে ধর্ম্মদেশন করিয়া থাকেন!" বিদুর পণ্ডিতের প্রশংসা শুনিয়া বিমলারও ইচ্ছা হইল যে তিনি তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমি যদি বলি, স্বামিন্! আমারও ইচ্ছা হইয়াছে যে, বিদুরের মুখে ধর্ম্মকথা শুনি ; আপনি তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন, তবে সম্ভবতঃ ইনি সেই পণ্ডিতকে আনয়ন করিবেন না। অতএব পীড়ার ভাণ করিয়া বলা যাউক যে, সেই পণ্ডিতের হৃদয়-মাংস খাইবার জন্য আমার দোহদ জন্মিয়াছে।' ইহা স্থির করিয়া বিমলা পরিচারিকাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। যে সময় নাগেরা নাগরাজকে দর্শন করিতে যাইত, সে দিন ঐ সময়ে বিমলাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি পরিচারিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলা কোথায়?" তাহারা বলিল, "প্রভু, তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ বিমলার

নিকটে গেলেন এবং শয্যার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার গা টিপিতে টিপিতে প্রথম গাথা বলিলেন ঃ—

১। শরীর হয়েছে পাণ্ডু, দুর্ব্বল তোমার ; দেহের বরণ নাই পূর্ব্ববৎ আর।
বল, প্রিয়ে, কিছুমাত্র না করি গোপন, কিরূপে হয়েছে ব্যথা শরীরে এমন।

বিমলা বলিলেন,

২। হয়ে থাকে, নাগরাজ, স্ত্রী জাতির ইচ্ছা এক কখন কখন ;
দুর্দ্দম্য সে ইচ্ছা বড় ; দোহদ বলিয়া তারে জানে সর্ব্বজন।
হয়েছে আমার, নাথ, বিদুরের হৃৎপিণ্ড খাইতে বাসনা,
এখানে আনিতে তাঁরে পার যদি সদুপায়ে না করি বঞ্চনা।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ তৃতীয় গাথা বলিলেন ঃ—

৩। অদ্ভুত দোহদ তব কে বল পুরাবে। খেতে চাও চন্দ্র, সূর্য্য কিংবা বায়ুদেবে।
বিদুরের দরশন নিতান্ত দুর্লভ কে পারে আনিতে তাঁরে সন্নিধানে তব?

নাগরাজের কথা শুনিয়া বিমলা বলিলেন, "বিদুরের হৃন্মাংস না পাইলে এখানেই আমার মরণ হইবে।" তিনি পাশ ফিরিয়া নাগরাজের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া এবং পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা মুখ ঢাকিয়া শুইয়া রহিলেন। নাগরাজও নিজের শয়নকক্ষে গিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'বুঝিতেছি যে, বিমলা বিদুরের হৃন্মাংসে আনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তাহা না পাইলে তিনি বাঁচিবেন না। কিন্তু আমি কি উপায়ে তাহা পাইব?' নাগরাজের ইরন্দতী-নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। তিনি এই সময়ে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া নিজের সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকিরণ করিতে করিতে পিতৃদর্শনে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, দুশ্চিন্তাবশতঃ নাগরাজের চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আপনাকে যে নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

৪। কি দুশ্চিন্তা আজ অন্তরে তোমার? হয়েছে শ্রীমুখ কেন পরিম্লান
করবিমর্দ্দিত কমলের মত? কি হেতু হয়েছ দুর্মনায়মান?
তুমি অরিন্দম ; ঐশ্বর্য্য অপার রয়েছে তোমার ভোগে নিয়োজিত ;
তবে কি কারণ করিতেছ শোক? বিষাদের ভার পরিহর, পিতঃ।"

কন্যার কথা শুনিয়া নাগরাজ বিষাদের কারণ বলিলেন ঃ—

৫। "মাতা তব, ইরন্দতি, চাহেন খাইতে বিদুরের হৃৎপিণ্ড। কে পারে আনিতে
বিদুর পণ্ডিতে হেথা? দর্শন(ই) তাঁহার দেবনাগনরভাগ্যে ঘটে উঠা ভার।

মা, বিদুরকে আমার নিকট আনিতে পারে, এখানে এমন কেহ নাই। যাহাতে তোমার মাতার প্রাণরক্ষা হয়, তুমিই তাহার ব্যবস্থা কর। বিদুরকে আনিতে পারে, তুমি এমন কোন ভর্ত্তা অনুসন্ধান কর।" তিনি কন্যাকে উৎসাহ দিবার জন্য অর্দ্ধগাথা বলিলেন ঃ—

৬ (ক)। হেন কোন ভর্ত্তা তুমি যাও গো খুঁজিতে পারিবেন যিনি হেথা বিদুরে আনিতে।

নাগরাজ কামমূঢ় হইয়া কন্যাকে যাহা বলা অনুচিত, তাহাই বলিলেন।

৬ (খ)। শুনি ইহা ইরন্দতী ভর্ত্তার সন্ধানে নিশিতে করিল যাত্রা কামাসক্তমনে।

ইরন্দতী বিচরণ করিতে করিতে হিমালয় পর্ব্বতে বর্ণগন্ধরসসম্পন্ন পুষ্পসমূহ আহরণ করিলেন, সমস্ত পর্ব্বতটাকে একটা মহার্হ মণির ন্যায় সাজাইলেন, উহার উপরিভাগে পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন এবং মনোহর নৃত্য করিতে করিতে মধুর স্বরে সপ্তম গাথা গান করিলেন ঃ—

৭। গন্ধর্ব্ব-রাক্ষস-নাগ-কিম্পুরুষ-নর সর্ব্বকামপ্রদ যিনি পণ্ডিতপ্রবর,
আছেন কি হেন কেহ পুরি মনস্কাম আজীবন যিনি মোর ভর্ত্তা হ'তে চান?

ঐ সময়ে মহারাজ বৈশ্রবণের ভাগিনেয় পূর্ণক-নামক যক্ষসেনাপতি ত্রিযোজনপ্রমাণ মনোময়[১] সৈন্ধব

১। মনোময় — মনদ্বারা গঠিত, ঐন্দ্রজালিক।

অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মনঃশিলাময়ী অধিত্যকায় উপস্থিত হইবার জন্য কালপর্ব্বতের উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি ইরন্দতীর গান শুনিতে পাইলেন ; অমনি ভবান্তরানুভূত স্ত্রীকণ্ঠনিঃসৃত সেই গীতশব্দ তাঁহার ত্বঙ্মাংসাদি ভেদ করিয়া তাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইল। তিনি বিমুগ্ধচিত্তে প্রতিবর্ত্তন করিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠের আসনে থাকিয়াই ইরন্দতীকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভদ্রে, কোন চিন্তা নাই; আমি প্রজ্ঞাবলে, ধর্ম্মবলে ও শমবলে বিদুরের হৃৎপিণ্ড আনয়ন করিতে সমর্থ।[১]

৮। হব পতি তব ; শঙ্কা করিও না মনে ; হব তব ভর্ত্তা আমি, অনিন্দ্যনয়নে।
আছে মোর বুদ্ধি, আমি প্রভাবে যাহার পারিব করিতে পূর্ণ বাসনা তোমার।
দিলাম আশ্বাস ; কর পরিহার ভয় ; হইবে আমার ভার্য্যা তুমি লো নিশ্চয়।"

৯। ছিলা ইরন্দতী পূর্ব্বজন্মে পূর্ণকের ভার্য্যা ; তাই এবে তাঁর হইল চিত্তের।
ভাব ঠিক সেই মত ; বলিলা সুন্দরী, "পিতার নিকটে মোর চল ত্বরা করি।
কি চাই আমরা কিসে হইবে কল্যাণ, বলিবেন বুঝাইয়া সেই মতিমান্।"

১০। অলঙ্কৃতা, সুবসনা, চন্দনচর্চ্চিতা, বিচিত্র-সুগন্ধি-পুষ্পমালাবিভূষিতা
ইরন্দতী করি হস্ত যক্ষের গ্রহণ পিতার সদনে গিয়া দিলা দরশন।

যক্ষ পূর্ণক ইরন্দতীকে বাহিরে রাখিয়া[২] নাগরাজের নিকটে গিয়া তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করিলেন ঃ—

১১। কৃপা করি, নাগরাজ, করুন শ্রবণ প্রার্থনা করিতে যাহা হেথা আগমন।
আপনার কন্যা ইরন্দতীকে বিবাহ করিতে আমার বড় হয়েছে আগ্রহ।
উপযুক্ত শুল্ক আমি দিব আপনারে ; করুন সমাঙ্গীভূত আমা দুজনারে।

১২। শত হস্তী, শত অশ্ব, অশ্বতরী শত, নানা রত্নে পূর্ণ শত বৃহৎ শকট —
এ সকল উপহার দিব তব পায়। করুন দুহিতা দিয়া কৃতার্থ আমায়।

নাগরাজ বলিলেন,

১৩। জ্ঞাতিবন্ধুমিত্রদের পরামর্শ বিনা কন্যাসম্প্রদান আমি করিতে পারি না।
না করি মন্ত্রণা, কার্য্যে প্রবৃত্ত যে হয়, অনুতাপভাগী শেষে হয় সে নিশ্চয়।

১৪-১৫। নাগেশ বরুণ প্রবেশিয়া অতঃপর অন্তঃপুরে বিমলাকে ডাকিলা সত্বর।
বলিলা তাঁহারে, "ভদ্রে, যক্ষকুলোত্তম পূর্ণক প্রার্থনা করে দুহিতাকে মম।
দিবে সে বিপুল শুল্ক। বল ভাবি দেখি স্নেহেরপুত্তলি তাঁকে সমর্পিব না কি?"

বিমলা বলিলেন,

১৬। ধনবিত্তদানলভ্যা নয় ইরন্দতী। সেই সুপণ্ডিত জন হবে তার পতি,
পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ধর্ম্মবলে পেয়ে আনিতে সমর্থ যেই হবে নাগালয়ে।
এই শুল্কে লভ্যা মোর তনয়া, রাজন্ ; অন্য শুল্কে — বিত্তে কিছু নাই প্রয়োজন।

১৭। শুনি বিমলার কথা বরুণ তখন করিলেন অন্তঃপুর হতে নিষ্ক্রমণ।
পূর্ণককে সম্বোধন করি অতঃপর বলিলা বক্তব্য নিজ নাগকুলেশ্বর ঃ—

১৮। ধনবিত্তদানলভ্যা নয় ইরন্দতী। পার তুমি, ওহে যক্ষ, হতে তার পতি,
পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ধর্ম্মবলে পেয়ে আনিতে সমর্থ যদি হও নাগালয়ে।
শুধু এই শুল্কে লভ্যা তনয়া আমার ; চাই না ক অন্য ধন বিনিময়ে তার।

পূর্ণক বলিলেন,

১৯। এক জনে বলে যারে পণ্ডিতপ্রধান ; অন্যে তারে মূর্খ বলি করে হেয়জ্ঞান,
এ সম্বন্ধে মতভেদ যখন এমনি, কোন্ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করেন আপনি?[৩]

নাগরাজ বলিলেন,

১। বুঝিতে হইবে যে ইরন্দতী পূর্ণককে দেখিবামাত্র নিজের পণ জানাইয়াছিলেন।

২। মূলে 'পটিহারেত্বা' আছে। নূতন পালি অভিধানে ইহার যে অর্থ আছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করা হইল। কিন্তু কষ্টকল্পনাদ্বারা ইহার আরও একটা অর্থ করা যাইতে পারে ঃ— "প্রতিহারীর দ্বারা সংবাদ দিয়া।"

৩। ইরন্দতী পূর্ব্বেই বিদুর পণ্ডিতের নাম করিয়াছিলেন। এখন পূর্ণক তাঁহার সবিশেষ পরিচয় জানিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিতেছেন।

২০। কুরুরাজ ধনঞ্জয় উপদেশ পালি যাঁর
সুপথে চলেন সদা, শুনেছ কি নাম তাঁর?
বিদুর তাঁহার নাম ; সুপণ্ডিত বিচক্ষণ ;
সদুপায়ে তাঁরে তুমি কর হেথা আনয়ন।
লভ মোর দুহিতারে দিয়া তুমি এই পণ ;
পত্নী হ'য়ে সেবা তব করিবে সে আজীবন।''

২১। শুনি বরুণের বাণী সানন্দ অন্তরে
উঠিলা আসন হতে যক্ষসেনাপতি
সেখানেই সেই বেশে, অনুচরে ডাকি
দিলা আজ্ঞা, ''আজানেয় সৈন্ধব তুরগ
সাজায়ে সত্বর হেথা কর আনয়ন।

২২। সেই অশ্ব আন, যার কর্ণ স্বর্ণময়[১];
রক্তমণিময় যার খুর চারিখানি ;
গঠিত লোহিত অংশে উরশ্ছদ যার।''

পূর্ণকের ভৃত্য তৎক্ষণাৎ ঘোটক আয়নন করিল; তিনি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক বৈশ্রবণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নাগলোকের শোভা বর্ণন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। এই ঘটনা বুঝাইবার জন্য কয়েকটী গাথা বলা যাইতেছে ;—

২৩। দেবের বাহন সেই দিব্য অশ্বোপরি
আরোহি পূর্ণক (কৃষ্ণ কেশশ্মশ্রু যাঁর)
উঠিলা নিমেষমধ্যে অন্তরিক্ষলোকে।

২৪। কামানলদগ্ধ সেই পূর্ণকের মনে
জন্মিল দুর্দ্দম্য ইচ্ছা ইরন্দতী তরে।
বিভূতিসম্পন্ন ভূতপতি কুবেরের
নিকটে বলেন তিনি এতেক বচন ;—

২৫। প্রথিতা হিরণ্যবতী নামে নাগপুরী;
'ভোগবতী' নামে তথা বিচিত্র প্রাসাদ;
সুবর্ণে গঠিত সেই নাগরাজধানী।

২৬। পদ্মরাগ-বৈদূর্য্যাদি[২] মণিতে খচিত
অট্টালক শোভে তার ওষ্ঠগ্রীবাকার;[৩]
মণিশিলা বিনির্ম্মিত প্রাসাদ সকল
স্বর্ণে রত্নে অচ্ছাদিত ভিতরে বাহিরে।

২৭-২৮। আম্র, জম্বু, সপ্তপর্ণী, কেতকী, তিলক,
মুচকুন্দ, উদ্দালক, সিন্ধুবার, সহ,[৪]
প্রিয়ক, নাগমালিকা, ভদ্রক, চম্পক,
কোল ও ভাগিনীমালা—এসকল তরু,
ফলপুষ্পে অবনত শাখা যাহাদের
করে নাগভবনের শোভা বিবর্দ্ধিত।

২৯। ইন্দ্রনীলমণিময় খর্জ্জুর পাদপ
রয়েছে সেখানে এক; নিত্য বিভূষিত
কনককুসুমে যাহা; হেন রম্যস্থানে
মহর্দ্ধি ঔপপাদিক[৫] নাগেশ বরুণ
নিয়ত করেন বাস পরিজন সহ।

৩০। মহিষী বিমলা তাঁর সুচারুদর্শনা
সুবর্ণপ্রতিমাসমা, তরুণী, সুন্দরী,
মধুর-বিলাসবতী কালালতা যথা
দোলে যবে মৃদুমন্দ সমীর হিল্লোলে।
স্তনাগ্রে চুচুকদ্বয় নিম্বফলনিভ।

৩১। উজ্জ্বল দেহের বর্ণ, করপদতল
লাক্ষারসে সুরঞ্জিত; বিরাজেন তিনি
বিরাজে নিবাত স্থানে পুষ্পসমুজ্জ্বল
কর্ণিকার তরু যথা; কিংবা ইন্দ্রালয়ে
বিরাজে অপ্সরা যথা; অথবা যেমন
ঘনমেঘাবিনিঃসৃতা শোভে সৌদামিনী।

১। মূলে 'জম্বোনদস্স' আছে। জম্বু নামক নদীতে যে বিশুদ্ধ রক্তাভ পীতোজ্জ্বল স্বর্ণ পাওয়া যাইত, তাহাকে জাম্বুনদ বলিত।

২। ''লোহিতঙ্কমসারগল্লিকো''। লোহিতঙ্ক = লোহিতক বা পদ্মরাগমণি (ruby); মসারগল্ল = কবরমণি বা বৈদূর্য (cat's eye)।

৩। ''ওট্ঠগীবিয়ো''। অট্টালকগুলি গ্রীবাকার ও ওষ্ঠাকার, কিংবা তাহাদের গায়ে ওষ্ঠ ও গ্রীবার আকারের গড়ন ছিল।

৪। উদ্দালক = সোণালি (casia fistula)। সিন্ধুবার = নিসিন্দা। 'সহ' সম্বন্ধে টীকাকার বলেন যে, ইহা 'সহকার'। যে আম্র গাছের ফল অতি সুগন্ধযুক্ত (যেমন বৃন্দাবনী), তাহা সহকার। ''সহকারোহতি সৌরভঃ''। সংস্কৃত সাহিত্যে 'সহ' শব্দে অন্য জাতীয় কোন কোন উদ্ভিদও বুঝায় (যেমন রাস্না)। উপরিভদ্র বা ভদ্রক = দেবদারু কিংবা কদম্ব। 'নাগমালিকা' অভিধানে নাই; দ্রাবিড় দেশে এক জাতীয় যূথিকাকে 'নাগমল্লি' বলে। 'ভাগিনীমাল' কি তাহা জানি না। কুণাল-জাতকে (৫৩৬) 'ভগিনী' নামক বৃক্ষের নাম পাওয়া গিয়াছে।

৫। পালি 'ওপপাতিক', সংস্কৃত 'ঔপপাদুক' বা 'ঔপপাদিক'। যে জন্মে শুক্রশোণিতের সংযোগ বিনা স্কন্ধগুলি প্রতিসন্ধি লাভ করে, তাহা ঔপপাদিক নামে অভিহিত। যিনি এ ভাবে জন্মান্তর প্রাপ্ত হন, তাঁহাকেও উপপাদিক বলা যায়। এরূপ জন্ম দেবাদিদেরো হয়। সুধাভোজন জাতকে (৫৩৫) উপপাদিক জন্মের উল্লেখ আছে।

৩২। জন্মেছে বিস্ময়কর দোহদ তাঁহার—
চান তিনি বিদুরের হৃৎপিণ্ড পাইতে।
আনি উহা দিব, প্রভো, নাগদম্পতীকে;
কন্যাদানে তুষিবেন তাঁহারা আমায়।

বৈশ্রবণের অনুমতি বিনা যাইতে সাহস ছিলনা বলিয়া পূর্ণক তাঁহার অবগতির জন্য এই সকল গাথা বলিলেন। বৈশ্রবণ কিন্তু তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন না, কারণ তখন তিনি, দুইজন দেবপুত্রের মধ্যে একটা বিমানের অধিকার লইয়া যে বিবাদ হইয়াছিল, তাহার নিষ্পত্তি করিতেছিলেন। পূর্ণক বুঝিলেন যে, তাঁহার কথা বৈশ্রবণের কর্ণগোচর হয় নাই। দেবপুত্রদ্বয়ের মধ্যে যিনি জয়ী হইলেন, পূর্ণক তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৈশ্রবণ বিচারান্তে পরাজিত দেবপুত্রের দিকে দৃকপাত না করিয়া অপর দেবপুত্রকে বলিলেন, "যাও, তোমার বিমানে গিয়া বাস কর।" কিন্তু তিনি 'যাও' পদটী উচ্চারণ করিবা মাত্র পূর্ণক কতিপয় দেবপুত্রকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন,"আপনারা শুনিলেন, মাতুল মহাশয় আমাকে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।" অনন্তর পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে সৈন্ধব ঘোটক আনাইয়া তিনি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৩। বিভূতিসম্পন্ন ভূতনাথ কুবেরকে
বলি ইহা লইলেন বিদায় পূর্ণক।
সেখানেই উপস্থিত অনুচরে ডাকি
বলিলেন, "আজানেয় সৈন্ধব তুরগ
সাজায়ে সত্বর হেথা কর আনয়ন।

৩৪। সেই অশ্ব আন, যার কর্ণ স্বর্ণময়;
রক্তমণিময় যার খুর চারিখানি;
গঠিত লোহিত স্বর্ণে উরশ্ছদ যার।"

৩৫। দেবের বাহন সেই দিব্য অশ্বপরি
আরোহি পূর্ণক (কল্পু কেশশ্মশ্রু যাঁর)
উঠিলা নিমেষমধ্যে অন্তরিক্ষলোকে।

আকাশপথে যাইবার কালে পূর্ণক ভাবিতে লাগিলেন,"বিদুর পণ্ডিতের বহু অনুচর আছে; তাঁহাকে যে বলপ্রয়োগ করিয়া ধরিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব। ধনঞ্জয় রাজা দ্যূতবিশারদ; তাঁহাকে দ্যূতে পরাজিত করিয়া বিদুরকে গ্রহণ করিতে হইবে। রাজার কোষে বহুরত্ন আছে; তিনি অল্পমূল্যে কোন পণ[1] রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করিবেন না। অতএব কোন মহার্ঘ রত্ন লইয়া যাওয়া আবশ্যক, কারণ রাজা যে সে রত্ন গ্রহণ করিবেন না। রাজগৃহ নগরের নিকটে বিপুল গিরির অভ্যন্তরে রাজচক্রবর্তীর পরিভোগ্য এক মহার্ঘ মণি আছে। ঐ মণির অদ্ভুত শক্তি। আমি উহা লইয়া রাজাকে লোভ দেখাইব এবং দ্যূতে জয়লাভ করিব।" অনন্তর পূর্ণক তাহাই করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩৬। গেলেন পূর্ণক ত্বরা রাজগৃহ-ধামে।
ধনধান্যে, অন্নপানে পূর্ণ সে নগর,
অঙ্গরাজ নিকেতন,[2] শক্রদুরাসদ,
অমরাবতীর মত বিরাজে ভূতলে।

৩৭। ক্রৌঞ্চময়ূরের নাদে সদা মুখরিত,
কলকণ্ঠ বিহগের মধুর কূজনে
শ্রবণ জুড়ায় যেথা, সুন্দর 'অঙ্গন'[3]
শোভিছে যে পর্বতের গায়ে শত শত,
কুসুমভূষণে হয়ে সুশোভিত যাহা
দ্বিতীয় [illegible] বিরাজে।

৩৮। বিপুল নামক সেই শৈলে আরোহণ
করিলা পূর্ণক; মণি লাগিলা খুঁজিতে
পাইলা দর্শন তার গিরিকূট মাঝে।

৩৯। সেথা সে মহামণি দীপ্ত, দ্যুতিমান,
[illegible]; যে ধন সে চায়,
মণির প্রভাবে সেই তখন(ই) তা পায়।

১। মূলে 'লক্ষ' শব্দ আছে। বৈদিক সাহিত্যে ইহা 'পণ' বা 'বাজি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। টীকাকার বলেন যে রাজগৃহ তখন অঙ্গরাজের অধীন ছিল। ইতিহাস কিন্তু এ সাক্ষ্য দেয় না।

৩। অঙ্গনাকার সমতলভূমি, যেমন [illegible] (?)।

৪০। দেখি সেই মহামূল্য, মহাশক্তিমান,
মনোহর মহামণি লইলা তুলিয়া
পূর্ণক সুন্দরবপু; আজানেয়পৃষ্ঠে
আরোহণ করি পুনঃ অন্তরিক্ষ পথে
ইন্দ্রপ্রস্থ-অভিমুখে হইলা ধাবিত।

৪১। হয়ে উপস্থিত সেথা, নামি অশ্ব হ'তে,
প্রবেশিলা কুরুরাজসভায় পূর্ণক।
এক শত এক রাজা ছিলেন সেথায়;
অকম্পিতচিত্তে তবু করিলা আহ্বান
দ্যূতে সবে।

৪২। কে আছেন রাজগণ মাঝে,
চান যিনি দ্যূতে জিতি পেতে রত্নোত্তম?
পরাজিত করি কিংবা আমিই বা কারে
লভিব উত্তম ধন? পাব মহামণি
জিতি দ্যূতে কার সঙ্গে? কিংবা কোন রাজা
জিতিয়া লবেন এই মহারত্ন মোর?

পূর্ণক এইরূপে চারিটী পাদে[১] কুরুরাজকে নিজের উদ্দেশ্য জানাইয়া পাঠাইলেন। রাজা ভাবিলেন, 'এত আস্পর্দ্ধার সহিত কথা বলিতে পারে, এমন লোক ত আমি কখনও দেখিতে পাই নাই। লোকটা কে?' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

৪৩। কোন রাজ্যে জন্ম তব? কুরুরাজ্যবাসী যারা,
এভাবে ত কথাবার্ত্তা কভু নাহি বলে তারা।
সুন্দর শরীর তব, শরীরের দীপ্তি আর
হেরি অভিভূত মন হইয়াছে সবাকার।
কি নাম তোমার, বল; কাহারা বান্ধব তব?
জিজ্ঞাসি তোমারে আমি; সত্য করি বল সব।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'এই রাজা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন; আমি ত কুবেরের দাস। আমি যদি পূর্ণক নামে পরিচয় দি, তবে ইনি মনে করিবে, এ লোকটা নিজে দাস হইয়া আমার সহিত এরূপ প্রগল্‌ভভাবে কথা বলিতেছে কেন? ফলতঃ ইনিই আমাকে আজ্ঞা করিবেন; অতএব ভূতপূর্ব্বজন্মে আমার যে নাম ছিল, তাহা বলিয়াই আত্মপরিচয় দিব।" ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৪৪। মাণবক আমি, ভূপ ; গোত্র মোর কাত্যায়ন,
অনূন[২] এ নাম মোর; জানে ইহা সর্ব্বজন।
জ্ঞাতি বন্ধুগণ মোর অঙ্গদেশে করে বাস;
অক্ষক্রীড়া হেতু আমি এসেছি তোমার পাশ।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "মাণবক, দ্যূতে পরাজিত হইলে তুমি কি দিবে? তোমার কি আছে?

৪৫। মাণবক তুমি; তব আছে কি রতন,
রাশি রাশি আছে রত্ন রাজার ভাণ্ডারে;
জিতি যাহা লবে, বল, অক্ষাসক্ত জন?
দরিদ্র কি করে দ্যূতে আহ্বান তাঁহারে?"

পূর্ণক বলিলেন,

৪৬। এই দ্যুতিমান্ মণি মোর, নরবর,
যে জন যে ধন চায় পারে ইহা দিতে।
এই মহামণি, আর অরাতিদমন
রত্নশ্রেষ্ঠ ইহা; এর নাম 'মনোহর'।
দ্যূতে যে সমর্থ হবে মোরে পরাজিতে,
এই আজানেয় সেই করিবে হরণ।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

৪৭। এক মণি, এক অশ্ব, বল কি করিবে?
রাশি রাশি মহামণি মহাদ্যুতিমান,
আছে, তুমি জান না কি প্রত্যেক রাজার?
এ লোভে কি দ্যূতে কেহ প্রবৃত্ত হইবে?
শত শত অশ্ব বায়ুসম বেগবান্
সর্ব্বস্ব তোমার তার তুলনায় ছার।

দোহদখণ্ড সমাপ্ত

১। ৪২শ গাথাটী মূলে চারি চরণবিশিষ্ট।

২। 'অনূন' পদটী শ্লিষ্ট। ন+ ঊন = (১) কোন অংশে খাট নয় অর্থাৎ গৌরববাঞ্জক; (২) কোন অংশে কম নয় অর্থাৎ পূর্ণ বা পূর্ণক।

(৩)

রাজার কথা শুনিয়া পূর্ণক বলিলেন, "মহারাজ আপনি এরূপ কথা বলিবেন না। একটী অশ্ব আছে; সহস্র অশ্ব আছে, লক্ষ অশ্ব আছে। একটী মণি আছে, সহস্র মণিও আছে। কিন্তু সকল অশ্ব একযোগ করিলেও অনেক সময় একটার তুল্যমূল্য হয় না। আমার অশ্বের বেগ কিরূপ একবার দেখুন।" ইহা বলিয়া পূর্ণক সেই আজানেয়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং প্রাকারের শীর্ষ দিয়া ধাবিত হইলেন। প্রথমে বোধ হইল যেন সপ্তযোজনব্যাপী নগরপ্রাচীর সর্ব্বত্রই অশ্বদ্বারা পরিবেষ্টিত হইতেছে এবং ঐ সকল অশ্বের গ্রীবাগুলি পরস্পর আঘাত করিতেছে। ক্রমে বেগ আরও বর্দ্ধিত হইল; তখন কি অশ্ব, কি যক্ষ, কাহাকেও আর দেখা গেল না; মনে হইল আরোহীর উদরবন্ধ রক্তপট্টখানি দ্বারা যেন সমস্ত নগর বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর পূর্ণক অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আমার অশ্বের বেগ দেখিলেন ত?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, দেখিয়াছি।" "তবে আরও দেখুন," ইহা বলিয়া তিনি নগরমধ্যস্থ উদ্যানের ভিতর একটা জলাশয়ের পৃষ্ঠোপরি অশ্ব চালাইলেন; অশ্বটা লম্ফ দিতে দিতে ধাবিত হইল, কিন্তু তাহার খুরাগ্রও জলসিক্ত হইল না। অতঃপর তিনি অশ্বটাকে পদ্মপত্রের উপর দিয়া বিচরণ করাইলেন এবং করতালি দিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন; অশ্ব অমনি আসিয়া তাহার হস্ত-তলের উপর দাঁড়াইল।" ইহা দেখাইয়া পূর্ণক বলিলেন, "নরনাথ, ভাবিয়া দেখুন ইহাকে অশ্বরত্ন বলা যায় না কি?" রাজা বলিলেন, "মাণবক, ইহা অশ্বরত্নই বটে।" "আচ্ছা, এখন অশ্বরত্নকে রাখিয়া দেওয়া যাউক; একবার আমার মণিরত্নের ক্ষমতা দেখুন।" অনন্তর পূর্ণক কয়েকটী গাথায় তাঁহার মহামণির ক্ষমতা বর্ণনা করিলেন :—

৪৮-৪৯। দেখুন হে নরশ্রেষ্ঠ রয়েছে নির্ম্মিত
এ মণির অভ্যন্তরে মূর্ত্তি নানাবিধ—
স্ত্রীমূর্ত্তি, পুরুষমূর্ত্তি, মূর্ত্তি পশুদের,
শকুন-নাগের মূর্ত্তি, মূর্ত্তি সুপর্ণের।

৫০। গজসাদি-রথি-পত্তি-অশ্বারোহগণ—
চতুরঙ্গ বল—ধরত বিচিত্রবরণ,
এ মণির অভ্যন্তরে রয়েছে নির্ম্মিত;
হেরি অরাতিরা হয় সভয়ে কম্পিত।

৫১। গজসাদি, রাজরক্ষী,[1] মহারথ কত,
পদাতিক,—ব্যূহবদ্ধ যোদ্ধা শত শত
রয়েছে নির্ম্মিত এই মণির ভিতরে।

৫২। নির্ম্মিত এই মণিমধ্যে, দেখুন চাহিয়া,
সুন্দর নগর এক, বেষ্টিয়া যাহায়
প্রাকার সুদৃঢ়ভিত্তি আছে দাঁড়াইয়া
অনেক তোরণ সহ; বহু শৃঙ্গাটক।[2]

৫৩। সুন্দর পরিখা, স্তম্ভ, অর্গল, কীলক,
অট্টালক, দ্বার এর সব(ই) সুগঠিত।

৫৪,৫৫। তোরণের পথে, হের, রয়েছে নির্ম্মিত
বিহঙ্গম নানাজাতি—ময়ূর, উৎক্রোশ,
পিক, চক্রবাক, চিত্র[3], জীবঞ্জীব আদি।

৫৬। অদ্ভুত, বিস্ময়কর নগর সুন্দর
সুবর্ণ প্রাচীরে অই রয়েছে বেষ্টিত।
স্বর্ণরেণু দ্বারা ওর আকীর্ণ ভূতল।
বিচিত্র পতাকা উড়ে প্রাসাদশিখরে।

৫৭। হের পণ্যশালা[4] সব কি সুন্দররূপে
হইয়াছে সুবিভক্ত প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে।
পরস্পর অসংলগ্ন হের গৃহরাজি—
প্রত্যেকের দুই পার্শ্বে রহিয়াছে পথ—
কোনটা প্রশস্ত, যাহে করে গতায়াত
শকটাদি; অপ্রশস্ত পথগুলি দিয়া
করে লোকে ইতস্ততঃ গমনাগমন।[5]

৫৮। রয়েছে আপান ভূমি, মদ্যপায়িগণ,
সূনা, ওদনিকগৃহ, বারাঙ্গণা কত,[6]

৫৯। গ্রন্থ অধ্যয়নরত মাণবকগণ,
রজক, বস্ত্রবিক্রেতা, শিল্পী শত শত—
মালাকার, স্বর্ণকার, মণিকার আদি—
হের এই মণিমধ্যে নির্ম্মিত, রাজন্।

১। অনীকস্থ (পা. অনীকট্‌ঠ)। ৪র্থ ৯৪-ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। শৃঙ্গাটক—তিনটী কিংবা চারিটী পথের মেলনস্থান।

৩। টীকাকার বলেন যে, চিত্র = চিত্রপত্র কোকিল (পাপিয়া কি?) এই সকল পক্ষীর নাম সুধাভোজন-জাতকেও (৫ম খণ্ড, ২৫৫ম পৃষ্ঠে) পাওয়া গিয়াছে।

৪। "পসস্ ত্বং পগ্গশালায়ো।"—পণ্ণ = পর্ণ, এই অর্থ ধরিলে পণ্ণশালা = পর্ণাচ্ছাদিত কুটীর। কিন্তু এখানে এই অর্থ অসঙ্গত। এই জন্য টীকাকারের মতে পণ্ণ = পণিব (পণ্য); পণ্ণশালা = আপণ (দোকান)।

৫। "নিবেসনে নিবেসে চ সন্ধিব্যূহে পথদ্ধিয়ো"। সন্ধিব্যূহে তি ঘরসন্ধিয়ো চ অনিবিদ্ধ রচ্ছা চ; পথদ্ধিয়ো তি নিবিদ্ধ বীথিয়ো। ঘরসন্ধি—ঘরগুলির মধ্যে ফাঁক। নিবিদ্ধ—অর্থাৎ যাহা দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করা যায়; অনিবিদ্ধ রচ্ছা (রথ্যা) = যে পথ দিয়া সচরাচর পদব্রজে চলা যায় না; কিন্তু রথ শকটাদি চলে। নিবিদ্ধ বীথি—যে গলি দিয়া লোকে পদব্রজে যাতায়াত করে।

৬। সূনা = যেখানে পশু বধ করিয়া তাহাদের মাংস বিক্রয় করা হয় (slaughter house)। ওদনিক গৃহ—যে গৃহে অন্নাদি বিক্রয় হয়।

৬০। সূপকার-পাচক-নর্ত্তক-নটগণ,
গায়ক-গাইছে যারা করতালি দিয়া[1]
বাদক বাজাইতেছে যন্ত্র—কুম্ভস্থূণ,

৬১-৬২। পণব, দিণ্ডিম, শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ,
কাংস্য-করতাল, বীণা। নৃত্যবাদ্যগীত
সুমধুর, লয়শুদ্ধ, শ্রুতিসুখকর;—
হের এ সকল এই মণিতে নির্ম্মিত।

৬৩। মল্ল, ঝল্ল, লঙ্ঘক, মায়াবী, বৈতালিক,
বিদূষক—মণিমধ্যে হের বিনির্ম্মিত।[2]

৬৪। রয়েছে ভিতরে এর চারু রঙ্গভূমি,
মঞ্চোপরি মঞ্চ কত হয়েছে গঠিত।
বসিয়া তাহাতে নরনারী শত শত
সমাজ-উৎসব তারা করে দরশন।

৬৫। দেখ অই মল্লগণ রঙ্গভূমি মাঝে
দ্বিগুণিত বাহু সব করিছে স্ফোটন ;
কেহ বা হয়েছে জয়ী, কেহ পরাজিত।

৬৬। বিচরে পর্ব্বতপাদে পশু নানাজাতি, —
সিংহ, ব্যাঘ্র, কোক, ঋক্ষ, তরক্ষু, বরাহ,[3]

৬৭,৬৮। গণ্ডার, মহিষ, শশ, বিড়াল, হরিণ, —
এণ-নাঙ্ক-চিত্রমৃগ-কর্ণক প্রভৃতি।[4]
মণিমধ্যে হের এই সব বিনির্ম্মিত।

৬৯,৭০। সুপ্রতিষ্ঠা নদী কত। স্বচ্ছ জলস্রোত
স্বর্ণরেণুময় গর্ভে হয় প্রবাহিত।
বিচরে তাহাতে মৎস্য—পাঠীন, পাগুস,
রোহিত সুন্দর ; কূর্ম্ম, কুম্ভীর, মকর
শিশুমার আদি আর(ও) নানা জলচর।[5]

৭১। মণিমধ্যে বিনির্ম্মিত দেখহ অরণ্য
নানাদ্রুমসমাকীর্ণ, বিচরে সেখানে
বিহঙ্গম নানাজাতি, বৈদূর্য্যফলকে
মণ্ডিত হইয়া শোভে এই বনস্থলী।[6]

৭২। চতুর্দ্দিকে সুবিন্যস্ত পুষ্করিণী সব
মৎস্য আর জলচর বিহঙ্গম নানা
খেলিছে যাহার জলে, দেখ মণি মাঝে।

৭৩। দেখ আর(ও) বসুন্ধরা সাগরকুণ্ডলা,
সর্ব্বতঃ বেষ্টিয়া আছে জলরাশি যার ;
তীরে শোভে বনরাজি নয়নমোহন।

৭৪। হের পুরোভাগে আছে বিদেহ, নরেশ ;
পশ্চাতে তাহার গোযানিক-জনপদ ;[7]
কুরুরাজ্য, জম্বুদ্বীপ, সকল(ই) নির্ম্মিত
হয়েছে এ মণিমধ্যে কি চারুকৌশলে।

৭৫। হের চন্দ্রসূর্য, অই, বেষ্টিয়া সুমেরু
ভ্রমিতেছে, চতুর্দ্দিক্ করি উদ্ভাসিত।

৭৬। সুমেরু, হিমাদ্রি, মহাসাগর সকল,
চতুর্মহারাজা, হের, নির্ম্মিত ইহাতে।

৭৭। আরাম, অরণ্য, অধিত্যকা সমতল,
কিম্পুরুষাকীর্ণ রম্য ভূধর নিচয়
রয়েছে নির্ম্মিত এই মণির মাঝারে।

৭৮। শক্রের উদ্যান চারি — নন্দন, মিশ্রক,
পারুষক, চিত্ররথ — বিরাজে ইহাতে।
অই দেখ বৈজয়ন্ত, শক্রের প্রাসাদ।

৭৯। নির্ম্মিত 'সুধর্ম্মা' সভা এ মণির মাঝে,
ত্রয়স্ত্রিংশ-ধাম, পারিজাত কুসুমিত,
নাগরাজ ঐরাবত অই দেখা যায়।

৮০। নন্দনে ক্রীড়ায় রতা ত্রিদশ-অঙ্গনা
নভস্তলে বিস্ফুরিতা বিদ্যুতের সমা,
হের এই মণি মধ্যে রয়েছে নির্ম্মিতা।

১। অথবা "গাইছে পাণিস্বর বাজাইয়া"। পাণিস্বর একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ; কিন্তু টীকাকার অর্থ করিয়াছেন "পাণিপ্পহারেণ গায়ন্তে"। 'কুম্ভস্থূণ' একপ্রকার আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র (মৃৎকুম্ভের মুখ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রস্তুত), যেমন খোল, নাকাড়া ইত্যাদি।

২। মূলে 'মুট্ঠিক' (মুষ্টিক) = মল্ল। সোভিয় (সৌভিক) = বিদূষক কিংবা যাহারা সং সাজে। 'জল্ল' শব্দের অর্থ টীকাকারের মতে "মসস্সুনি করোন্তো নহাপিতো," অর্থাৎ যে নাপিত ক্ষৌরকার্য্য করে। আমি ইহার আভিধানিক 'ঝল্ল' অর্থই গ্রহণ করিলাম।

৩। কোক = নেকড়ে (wolf) ; ঋক্ষ = ভল্লুক ; তরক্ষু = hyena।

৪। এই সকল প্রাণীর অনেকগুলির নাম ৫ম খণ্ডে সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) ৭৫ম ও ৭৬ম গাথায় এবং কুণাল-জাতকের (৫৩৬) প্রারম্ভে (২৬২ম পৃষ্ঠে) পাওয়া গিয়াছে। পলসত = গণ্ডার ; গণী = গোকর্ণ ; নিঙ্ক = নাঙ্ক ; শশকণ্টক বা শশকণ্ঠিক = শশ + কণ্ঠক (বা কণ্টক)। সুধাভোজন-জাতকের টীকায় দেখা যায় কণ্টক বা কণ্ঠক এক জাতীয় হরিণ। কুণাল-জাতকের অনুবাদকালে অনবধানতাবশতঃ আমি এই অর্থ ধরিতে পারি নাই। 'গবয়' হইতে 'কর্ণক' পর্য্যন্ত পদগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হরিণের নাম। ৬৬ম হইতে ৬৮ম গাথায় পুনরুক্তিদোষ বেশী মাত্রায় দেখা যায়, কারণ পশুদিগের নামে 'বরাহ' শব্দটা দুইবার এবং শূকর শব্দটা একবার প্রযুক্ত হইয়াছে।

৫। পাবুস বা পাগুস = বাগুস (সংস্কৃত), বাউস (বাঙ্গালা)।

৬। মূল ও টীকা, উভয়েই দুর্বোধ্য। মূল 'বেলুরিয়কবো দায়ো' ; টীকা — 'বেলুরিয়পাসাণে পহরিত্বা সদ্দং করন্তিয়ো।'

৭। গোযানিক — 'অপরগোযানদীপঃ'। টীকাকার ইহাতে কোন দেশ বুঝাইতেছে তাহা জানা যায় না।

৮১। দেবপুত্রমন হরে দেবকন্যাগণ ;
দেবপুত্রগণ সুখে করে বিচরণ —
সকল(ই) এ মণিমধ্যে পাইবে দেখিতে।

৮২। রয়েছে সহস্রাধিক, বৈদূর্য্যমণ্ডিত
সমুজ্জ্বল দেবগৃহ মধ্যে এ মণির।

৮৩। ত্রয়স্ত্রিংশে, যামে পরনির্ম্মিতে, তুষিতে
আছেন যে সব দেব, সকল(ই), নরেন্দ্র,
অদ্ভুত এ মণিমধ্যে হের, বিনির্ম্মিত।[১]

৮৪। প্রসন্নসলিলা, শুচিত পুষ্করিণীচয়
হের, অই সমাকীর্ণ ত্রিদিবসম্ভূত
মন্দারকমলোৎপলকুসুমের দলে।

৮৫—৮৭। বিবিধ বিচিত্র রেখা এ মণির মাঝে —
দশ শ্বেত, দশ নীল অতি মনোহর
একুশ পিঙ্গলবর্ণ, চৌদ্দ পীতোজ্জ্বল,
বিশ, বিশ, স্বর্ণ আর রজতসন্নিভ,
ইন্দ্রগোপনিভ রেখা ত্রিশ দেখা যায়
কৃষ্ণবর্ণ ষোল রেখা, মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের
রয়েছে পঁচিশ রেখা, সঙ্গে তাহাদের
বন্ধুজীব নীলোৎপলগুচ্ছ মনোহর।

৮৮। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দ্যুতিমান্, মনোহর
এই মণি দ্যূতে পণ রহিল আমার।
যে মোরে করিবে জয় দ্যূতে, নরবর
এ মণি লভিয়া ধন্য হবে সেই জন।

মণিখণ্ড সমাপ্ত

---

(৪)

এইরূপে মণির গুণ বর্ণনা করিয়া পূর্ণক বলিলেন, "মহারাজ, আমি দ্যূতে পরাজিত হইলে এই মণি দিব ; আপনি পরাজিত হইলে কি দিবেন বলুন ত?" রাজা বলিলেন, "আমার শরীর, (আমার মহিষী) এবং আমার শ্বেতচ্ছত্র ব্যতীত সর্ব্বস্বই পণ করিলাম।" "বেশ কথা, মহারাজ ; তবে আর বিলম্ব করিবেন না ; আমি বহুদূর হইতে আসিয়াছি। শীঘ্র দ্যূতমণ্ডল[২] সজ্জিত করিতে আদেশ দিন।" রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তাঁহারা অচিরে দ্যূতশালা সাজাইয়া কুরুরাজের জন্য উৎকৃষ্ট ঘনাস্তরণযুক্ত আসন, অপর রাজাদিগের জন্য আসন এবং পূর্ণকের জন্য উপযুক্ত আসন বিন্যাস করিলেন এবং রাজাকে জানাইলেন যে, দ্যূতক্রীড়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন পূর্ণক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৮৯। সুসজ্জিত দ্যূতশালা ;
এতাদৃশ মহামণি
প্রয়োগ না করি বল,
ক্রীড়ায় হইব জয়ী,
হও যদি পরাজিত,
আমাকে সে ধন, ভূপ,
লক্ষ অভিমুখে চল যাই ;
তোমার ত, নরবর, নাই।
অসাধু উপায় পরিহরি
এস এ প্রতিজ্ঞা মোরা করি।
অবিলম্বে করিবে অর্পণ
দ্যূতে যাহা করিয়াছ পণ।

রাজা বলিলেন, "মাণবক, আমি রাজা বলিয়া ভয় করিও না। আমাদের জয়পরাজয় বিনা বলপ্রয়োগেই সম্পাদিত হইবে।" ইহা শুনিয়া পূর্ণক সভাস্থ রাজাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "আমাদের জয়পরাজয় ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে হইবে।

৯০। মৎস্য-মদ্র-শূরসেন-
দেশের ভূপালগণ
দেখুন সকলে, যেন
সভার কেহই যেন
পঞ্চাল-কেকয় আদি যত
কীর্ত্তিমান্ হেথা সমাগত,
যথাধর্ম্ম দ্যূতক্রীড়া হয়,
অন্যায়ের না দেন প্রশ্রয়।"

অনন্তর কুরুরাজ এক শত এক জন রাজপরিবৃত হইয়া এবং পূর্ণককে সঙ্গে লইয়া দ্যূতসভায় প্রবেশ করিলেন ; সেখানে সকলে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন, রজতফলকের উপর সুবর্ণ পাশক স্থাপিত

১। দেবলোক ছয়টী — চাতুর্মহারাজিক, ত্রয়স্ত্রিংশ, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি, পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী।

২। 'দ্যূতমণ্ডল' বলিলে দ্যূতফলক বা দ্যূতপীঠ (অর্থাৎ যাহার উপর গুটিকাগুলি চালিত হয়) বুঝায়। কিন্তু এখানে বোধ হয় ইহা 'দ্যূতশালা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হইল। পূর্ণক কালক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, জিতিবার জন্য মালিক, সাবট, বহুল, শান্তি, ভদ্র প্রভৃতি[১] চব্বিশ রকম দান আছে। আপনি নিজের রুচিমত ইহাদের যে কোন দান ফেলুন।" "বেশ কথা" বলিয়া রাজা 'বহুল' গ্রহণ করিলেন, পূর্ণক 'সাবট' গ্রহণ করিলেন অনন্তর রাজা বলিলেন, "মাণবক, তুমি পাশক নিক্ষেপ কর।" পূর্ণক বলিলেন, "প্রথম দান আমার প্রাপ্য নহে ; আপনিই প্রথম দান ফেলুন।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক।" রাজার তৃতীয় পূর্ব্বজন্মে যিনি জননী ছিলেন, এ জন্মে তিনি তাঁহার রক্ষিকা দেবতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুভাববলে রাজা দ্যূতে জয়লাভ করিতেন। তিনি অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন ; রাজা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এবং দ্যূতগীত গান করিয়া[২] অক্ষগুলি মুষ্টি মধ্যে ঘুরাইয়া আকাশে নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষগুলি পূর্ণকের অনুভাববলে এমনভাবে পড়িতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া মনে হইল, রাজার পরাজয় হইবে। রাজা দ্যূতবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন; তিনি দেখিলেন পাশকগুলি সেইভাবে পড়িলে তাঁহার পরাজয় অনিবার্য্য, সেই কারণে তিনি সেগুলি আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারেও অক্ষগুলি পূর্ব্ববৎ পড়িতেছে দেখিয়া তিনি নিজের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করিলেন এবং সেগুলিকে আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া পূর্ণক ভাবিতে লাগিলেন, 'এই রাজা মাদৃশ যক্ষের সঙ্গে দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া পতনশীল অক্ষগুলিকে এক সঙ্গে আকাশেই ধরিতেছেন, ভূতলে পড়িতে দিতেছেন না, ইহার কারণ কি?' তিনি ইতস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বুঝিলেন যে, সেই রক্ষিকা দেবতার অনুভাবেই ইহা ঘটিতেছে। তিনি চক্ষুর্দ্বয় ক্রুদ্ধভাবে উন্মেলন করিলেন ; ইহাতে রক্ষিকা দেবতা ভয় পাইয়া চক্রবালপর্ব্বতের মস্তকোপরি গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। এদিকে রাজা তৃতীয় বার অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ; এবং সেগুলি পড়িবার কালে বুঝিলেন, তাঁহার পরাজয় হইবে। তিনি অক্ষগুলি ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু পূর্ণকের অনুভাববশতঃ ধরিতে পারিলেন না। কাজেই সেগুলি এমন ভাবে ভূতলে পতিত হইল যে, তাঁহার পরাজয় ঘটিল। ইহার পর পূর্ণক অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। সেগুলি এমনভাবে পড়িল যে, তাঁহারই জয় হইল। রাজা পরাজিত হইলেন বুঝিয়া পূর্ণক করতালি দিয়া তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি জিতিয়াছি, আমি জিতিয়াছি।" তাঁহার এই উচ্চ নিনাদ জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র শ্রুতিগোচর হইল।

১। এই পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ বুঝা কঠিন। মহাভারত, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি গ্রন্থে অক্ষদ্যূতের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও এ সকল শব্দ পাওয়া যায় না। দান = ক্ষেপ (throw)।

২। ব্রহ্মদেশীয় কোন কোন পুস্তকে এই দ্যূতগীতগুলি পাওয়া যায় ঃ—

(১) সব্বা নদী বঙ্কনদী, সব্বে কথা বনাময়া ;	সাব্বিথিয়ো করে পাপং লভমানে নিবেদকে।
(২) দেবতে ত্বজ্জু রক্‌খ-দেবী পস্‌স মা মং বিভাবেয়্য ;	অনুকম্পকা পতিঠা চ পস্‌স ভদ্রানি রক্‌খিতং।
(৩) জম্বোনদময়ং পাসং চতুরং সমঠঙ্গুলি	বিভাতি পরিসমজ্ঝে সব্বকামদদো ভব।
(৪) দেবতে মে জয়ং দেহি পস্‌স মং অপ্‌পভাগিনং	মাতানুকম্পিকো পোসো সদা ভদ্রানি পসসতি।
(৫) অঠকং মালিকং বুত্তং সাবট্টং চ ছকং মতং ;	চতুকং বহুলং ঞেয়াং দ্বিবন্ধুসন্ধিকভদ্রকং।
(৬) চতুবিশতি আয়া চ মুনিন্দেন পকাসিতা তি	মালিকো চ দুবে কাকা সাবট্টো মণ্ডকা রবি
	বহুলো নেমি সঙ্ঘট্টে সান্তি ভদ্রা চ তিত্থিরা তি।

এই গাথাগুলির পাঠ এত ভ্রমদূষিত যে সর্ব্বত্র অর্থগ্রহ করা অসম্ভব। মোটামুটি ভাব বোধ হয় এইরূপ ঃ—

(১) সকল নদীই আঁকাবাঁকা, সকল কথাই (?), প্রার্থয়িতা থাকিলে সকল স্ত্রীই পাপ করে। (২) হে দেবতে, তুমি আজ আমাকে রক্ষা কর ; আমার সর্ব্বনাশ করিও না ; তুমি সদয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও ; আমার কুশল যেন রক্ষিত হয়। (৩) স্বর্ণনির্ম্মিত এবং চতুরঙ্গুলিপ্রমাণ এই অক্ষ সভামধ্যে বিরাজ করিতেছে। হে দেবতে, তুমি আমার সর্ব্বকামনা পূর্ণ কর। (৪) তুমি আমাকে জয় দাও ; (?) যে ব্যক্তি মাতার অনুকম্পা লাভ করে সে কল্যাণভাজন হয়। মালিককে অষ্টক, সাবট্টকে ষষ্টক, বহুলকে চতুষ্ক এবং ভাবককে দ্বিবন্ধসন্ধিক (?) বলে। মুনীন্দ্র জয়লাভের জন্য চতুর্বিংশতি প্রকার ক্ষেপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মালিক দুইটী কাকের এবং সাবট্ট মণ্ডূকের ন্যায় শব্দকারী (?) বহুলের শব্দ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় এবং শান্তি ও ভদ্রার শব্দ তিত্তিরের রবের ন্যায়।

এই বৃত্তান্ত বিশদপরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন।

৯১। উভয়েই দ্যূতোন্মত্ত — কুরুরাজ, যক্ষ-সেনাপতি ;
প্রবেশিলা দ্যূতাগারে উভয়েই অতিশীঘ্রগতি।
করিলা গ্রহণ কলি বাছি বাছি রাজা ধনঞ্জয়
পূর্ণক লইলা কট — নিশ্চয় যাহাতে হয় জয়।[1]

৯২। উভয়েই অবিলম্বে হইলেন প্রবৃত্ত খেলিতে ;
সমবেত রাজগণ সাক্ষিরূপে লাগিলা দেখিতে।
যক্ষের হইল জয় ; কুরুনৃপবর পরাজিত ;
হইল সে দ্যূতাগারে মহাকোলাহল সমুত্থিত।

পরাজয়বশতঃ রাজা বিষণ্ণ হইলেন। পূর্ণক তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

৯৩। প্রতিযোগীদের মধ্যে সকলে না জয়ী হয় ;
কেহ করে জয় লাভ, কা'র(ও) ঘটে পরাজয়।
হইয়াছ পরাজিত ; জিতিয়াছি বহু ধন ;
বিলম্ব না করি তাহা আমাকে কর অর্পণ।

রাজা একটী গাথায় পূর্ণককে জয়লব্ধ ধন গ্রহণ করিতে বলিলেন :—

৯৪। গো-অশ্ব-কুঞ্জর-মণি, কুণ্ডলাদি আভরণ —
আছে যত রত্ন মোর লও তুমি, কাত্যায়ন।[2]
সর্বস্ব আমার তুমি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করি,
হয়ে পূর্ণমনস্কাম, যেথা ইচ্ছা যাও চলি।

পূর্ণক বলিলেন,

৯৫। গো-অশ্ব-কুঞ্জর মণি, কুণ্ডলাদি আভরণ
বিবিধ রতন বটে আছে তব, হে রাজন্‌,
অমাত্য বিদুর কিন্তু শ্রেষ্ঠ তব রত্নোত্তম ;
লভেছি তাঁহারে পণে; দাও মোরে সেই ধন।

রাজা বলিলেন,

৯৬। বিদুর আমার আত্মা,[3] শরণ আমার ; তুলনা ধনের সঙ্গে হয় না তাঁহার।
ভগ্নপোত নাবিকের যেমন আশ্রয় সাগরের বক্ষে দ্বীপ, কিংবা যথা হয়
পথিকের পক্ষে গুহা, দেখা দেয় যবে বৃষ্টিসহ প্রভঞ্জন ভয়ঙ্কররবে,
সেরূপ, ব্যসনে মোর একমাত্র গতি, আশ্রয়ের স্থান একা বিদুর সুমতি।
কেবল অমাত্য নন, দ্বিতীয় জীবিত আমার সে মহামতি বিদুর পণ্ডিত।

পূর্ণক বলিলেন,

৯৭। বিদুরের তরে দেখি, তোমায় আমায় হবে বাদ-অনুবাদ বহুক্ষণ,
চল বিদুরের ঠাঁই ; তাঁকেই বলিব মোরা এ বিবাদ করিতে ভঞ্জন
বিচার করিয়া তিনি দিবেন যে অনুমতি, মানিয়া লইব মোরা তাই ;
তাহাই প্রমাণ রূপে হইবে গৃহীত, ভূপ ; বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ নাই।

রাজা বলিলেন,

১। 'কলি' ও 'কট' সম্বন্ধে ১৪৭ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। কলি বলিলে পাশকের যে পিঠে একটা বিন্দু থাকে এবং কট (সংস্কৃত 'কৃত') বলিলে যে পিঠে চারিটা বিন্দু তাহা বুঝায়। 'কট' জয়দ্যোতক ; 'কলি' পরাজয়-দ্যোতক।

প্রথম খণ্ডের অন্ধভূত-জাতকেও (৬২) অক্ষদ্যূতের বর্ণনা দেখা যায়। উহার প্রথম গাথা এবং এই জাতকের প্রথম দ্যূতগাথা প্রায় একই। অন্ধভূত-জাতকের উক্ত গাথা এই — সব্বা নদী বঙ্কগতা সব্বে কট্ঠময়া বনা সব্বিত্থিয়ো করে পাপং লভমানা নিবাতকে।

২। পূর্ণককে রাজা কাত্যায়ন-নামে সম্বোধন করিতেছেন, কেন না তিনি তখনও পূর্ণকের যক্ষভাব জানিতে পারেন নাই।

৩। রাজা পণ করিয়াছিলেন, দ্যূতে পরাজিত হইলে নিজের শরীর, মহিষী এবং শ্বেতচ্ছত্র ব্যতীত সর্বস্ব দিবেন। এখন বিদুর ও তিনি অভিন্ন — একাত্ম — সুতরাং পণবদ্ধ হইতেছে না ইহা দেখাইতেছেন।

৯৮। বলিয়াছ, মাণবক, নিশ্চিত এ সত্যকথা,
জোর কি জবরদস্তি এতে কিছু নাই।
চল বিদুরের পাশে ; জিজ্ঞাসা করিগে তাঁরে,
তাঁহার বিচারে তুষ্ট হব দুজনাই।

ইহা বলিয়া রাজা সেই একশত একজন রাজকর্তৃক পরিবৃত হইয়া এবং পূর্ণককে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে ও দ্রুতগতিতে ধর্ম্মসভায় গমন করিলেন। বিদুর আসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে প্রণিপাত করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর পূর্ণক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ; নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও আপনি মিথ্যা বলেন না, ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র আপনার এই কীর্ত্তিকথা শুনিতে পাই। আপনি ধর্ম্মে কতদূর সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা আমি আজ পরীক্ষা করিব।

৯৯। দেবগণমুখে করি সতত শ্রবণ, বিদুর অমাত্য অতি ধর্ম্মপরায়ণ
সত্য কি না এই উক্তি, পরীক্ষা করিতে বিদুরে একটী প্রশ্ন চাই জিজ্ঞাসিতে ঃ—
বিদুর বলিয়া খ্যাত ভুবনে যে জন, সমাজে কীদৃশী তিনি মর্য্যাদাভাজন?
রাজার কি দাস তুমি? কিংবা জ্ঞাতি তাঁর? প্রকৃত উত্তর দাও প্রশ্নের আমার।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, ইনি ত আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন। আমি রাজার জ্ঞাতি বা রাজা অপেক্ষা কুলগৌরবে উচ্চতর বা রাজার কেহই নই, এরূপ কোন উত্তর ত দিতে পারিব না। ইহজগতে সত্যের ন্যায় আশ্রয় ত আর কিছু নাই। অতএব সত্যই বলা আবশ্যক। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বলিলেন, "মাণবক, আমি রাজার জ্ঞাতি নই, কুলগৌরবে তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতরও নই, সমাজে যে চতুর্ব্বিধ দাস আছে, আমি তাহাদেরই অন্যতম।

১০০। মানবসমাজে আছে দাস চতুর্ব্বিধঃ— গর্ভদাস, দাস যেই ধনদ্বারা ক্রীত ;
স্বেচ্ছায় স্বীকার করে দাসত্ব যেজন লভিতে প্রভুর ঠাঁই গ্রাস-আচ্ছাদন ;
শত্রুভয়ে প্রবলের লইয়া আশ্রয় অথবা যেজন তার দাস হয়ে রয়।[1]
১০১। মানুষের থাকে দাস এ চারি প্রকার ; যোনিতঃ আমিও দাস নিশ্চয় রাজার[2]।
হউক রাজার এতে হিত কি অহিত ; কিছুতেই বলিব না কখন(ও) অনৃত।
থাকি যদি দূরদেশে, নিকটে অন্যের তবু চিরদিন দাস রব আমি এঁর ;
আছে অধিকার এঁর ধর্ম্ম অনুসারে করিতে আমায় দান যাকে ইচ্ছা তারে।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া করতালি দিয়া বলিলেন,

১০২। হল আজ ভাগ্যে মোর বিজয় দ্বিতীয় বার,
অমাত্য প্রশ্নের মোর দিয়াছেন সদুত্তর।
রাজকুলে শ্রেষ্ঠ তুমি ; হবে কি অধর্ম্মকর?
কেন না মানিতে চাও বিদুরের সুবিচার?

বিদুরের উত্তর শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তোমার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করি ; অথচ আমার দিকে না তাকাইয়া তুমি, যে মাণবকের এই মাত্র প্রথম দেখা পাইলে, তাহারই প্রীতি সম্পাদন করিলে।" অনন্তর তিনি পূর্ণককে বলিলেন, "ইনি যদি 'দাস' হন, তবে ইঁহাকে লইয়া যেখানে ইচ্ছা গমন কর।

১০৩। 'দাস আমি, নই জ্ঞাতি কুরুনরেশের' এ উত্তর দেন যদি মোদের প্রশ্নের,
লও, কাত্যায়ন, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন যেথা ইচ্ছা ল'য়ে এঁকে করহ গমন।"

কিন্তু ইহা বলিয়াই রাজা ভাবিলেন, "পণ্ডিতকে লইয়া মাণবক যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবে। কিন্তু পণ্ডিত প্রস্থান করিলে ত মধুর ধর্ম্মকথা দুর্ল্লভ হইবে। অতএব পণ্ডিতকে এখানে রাখিয়া তাঁহাকে 'ঘরবাস' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাউক।[3] এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি এখান হইতে চলিয়া

১। 'দাস'-সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার ৩।০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ আমি রাজার গর্ভদাস। দাসের ঔরসে দাসীর গর্ভজাত দাসকে গর্ভদাস (born slave) বলা যাইত। মহাভারতের বিদুরও দাসীপুত্র।

৩। অর্থাৎ গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য কি, এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাউক।

গেলে ত আমার পক্ষে মধুর ধর্ম্মকথাশ্রবণ দুর্লভ হইবে। অতএব আপনি অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া এবং আপনার পদোচিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি যে ঘরবাস প্রশ্ন করিতেছি, তাহার উত্তর দিন।' বিদুর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং সুসজ্জিত ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া রাজা যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তর দিলেন। রাজার প্রশ্ন এই ঃ—

১০৪। "নিজগৃহে গৃহস্থেরা যবে করে বাস,
কি করিলে হবে বল তা'রা ক্ষেমাস্পদ,
সহানুভূতির পাত্র, সর্ব্বজনপ্রিয়?[১]

১০৫। কি করিলে দুঃখ হতে পাবে অব্যাহতি?
কিরূপে যুবকগণ হবে সত্যবাদী?
কি করিলে হবে না ক দুঃখের ভাজন,
যাবে যবে পরলোকে ছাড়ি মর্ত্ত্যধাম?"

১০৬। সতত সম্মার্গগামী নিজপ্রজ্ঞাবলে,
ধৃতিমান্, সুপণ্ডিত পরমার্থবিৎ
বিদুর রাজারে এই দিলেন উত্তর ঃ—

১০৭। হয় না গৃহস্থ যেন পরদাররত,[২]
স্বাদু দ্রব্য একা যেন না করে ভোজন ;
হয় না প্রবৃত্ত যেন বৃথা বিতণ্ডায়[৩]
জ্ঞানবিবর্দ্ধন যাহা করে না কখন।

১০৮। শীলবান্, শুচিব্রত, অপ্রমত্ত সদা,
বিনয়ী, মাৎসর্য্যহীন, স্নেহপরায়ণ,
মিষ্টভাষী কায়মনোবাক্যে মৃদু সদা,

১০৯। সদুপায়ে সাধুমিত্রসংগ্রহে নিপুণ,
দাতা, কালাকালবিৎ[৪] হইবে গৃহস্থ।
তুষিবে সে অন্নপানে শ্রমণব্রাহ্মণে;

১১০। সুচরিতধর্ম্মকামী, ধর্ম্মের রক্ষক,
ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসু সদা বহুশাস্ত্রবিৎ,
শীলবান্ সাধুদের সেবায় নিরত —
এ সকল গুণান্বিত হয় যেন গৃহী।

১১১। নিজগৃহে গৃহস্থেরা করে যবে বাস,
এই সব গুণে তারা হবে ক্ষেমাস্পদ,
লভিবে সহানুভূতি, সর্ব্বজনপ্রীতি।
ইহা ভিন্ন অন্য কোন নাই সদুপায়।

১১২। এড়াবে দুঃখের হাত ইহাতেই তারা,
ইহাতেই যুবকেরা হবে সত্যবাদী,
ইহাতেই হবে না ক দুঃখের ভাজন
যাবে যবে পরলোকে ছাড়ি মর্ত্ত্যধাম।

রাজা গৃহবাস সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপে তাহার উত্তর দিয়া বিদুর পলাঙ্ক হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজাও তাঁহার মহাসম্মান করিয়া একশত রাজার সঙ্গে স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

ঘরবাসপ্রশ্ন সমাপ্ত

(৫)

মহাসত্ত্ব ফিরিয়া আসিলে পূর্ণক বলিলেন,

১১৩। চল এবে যাই মোরা। পূর্ব্ব প্রভু তব
করিলা তোমায় দান, কর্ত্তব্য যা এবে
অপ্রমত্তভাবে তাহা কর সম্পাদন।
ইহাই ত, বিজ্ঞবর, ধর্ম্ম-সনাতন।

বিদুর, বলিলেন,

১১৪। জানি, মাণবক আমি এবে তব দাস,
তব হস্তে প্রভু মোরে করিলা অর্পণ।
তিন দিন তব পাশে ভিক্ষা আমি চাই
থাকিতে নিজের গৃহে, দিতে উপদেশ
পুত্রগণে, কর্ত্তব্যসম্বন্ধে তাহাদের।

১। 'কথা নু অস্স সংগহো"। 'সংগ্রহ' বলিলে দয়া সহানুভূতি ইত্যাদি বুঝায়। বৌদ্ধ-সাহিত্যে চতুর্ব্বিধ সংগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়—দান, প্রিয়বাক্য, তথার্থচর্য্যা ও সমসুখদুঃখতা।

২। "ন সাধারণদার' অস্স"। সাধারণদার শব্দে একস্ত্রীর বহুপতি বুঝাইবে না, বহু উপপতি বুঝাইবে।

৩। "ন সেবে লোকায়তিকং'। লোকায়তিকং — অনত্থনিস্সিতং সগ্গমগ্গ গানং অদায়কং।

৪। কখন কি (যথা কর্ষণবপনাদি) কর্ত্তব্য, কখন বা অকর্ত্তব্য ইহা যাহার জানা আছে।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'পণ্ডিত সত্য কথা বলিয়াছেন, ইহাতে আমার বহু উপকার হইবে ; ইনি এক সপ্তাহ কিংবা অৰ্দ্ধ মাসও আমাকে এখানে রাখিতে চাহিলে আমি সম্মত হইতাম।' তিনি বলিলেন,

১১৫। তাই হোক ; দিনত্রয় আমিও থাকিব
গৃহে তব ; কর গৃহকৃত্য সম্পাদন,
পুত্র ও কলত্রগণে দাও উপদেশ, —
সাবধানে, যাবে তুমি করিবে প্রস্থান,
পালি যাহা হবে তা'রা কল্যাণভাজন।

ইহা বলিয়া পূর্ণক মহাসত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

(এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১১৬। মহাভাগ আর্য্যশ্রেষ্ঠ পূর্ণক তখন
বিদুরের প্রস্তাবে সম্মতি করি দান,
তাঁহাকে লইয়া সঙ্গে করিলা গমন
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে, নানাস্থানে যার
হস্তী, আজানেয় অশ্ব ছিল নানাবিধ।

তিন ঋতুতে বাস করিবার জন্য মহাসত্ত্বের ক্রৌঞ্চ, ময়ূর ও প্রিয়কেত নামক তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাসাদ ছিল। এই তিনটীকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

১১৭। ক্রৌঞ্চ প্রিয়কেত আর ময়ূর, এ তিন
আছিল প্রাসাদ রম্য বিদুরের সেথা —
ভক্ষ্যভোজ্যে, অন্নপানে পরিপূর্ণ সদা,
ইন্দ্রভবনের তুল্য গঠিত সুন্দর।
একে একে এই তিন বিচিত্র ভবন
দেখাইলা পূর্ণককে বিদুর পণ্ডিত।

গৃহে গিয়া বিদুর একটী অলঙ্কৃত প্রাসাদের ভূমিতে একটী শয়নগৃহ ও মহাতল[১] সজ্জিত করাইলেন, গৃহের মধ্যে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করাইলেন, সর্ব্ববিধ অন্নপানাদি রাখাইলেন, দেবকন্যোপমা পঞ্চশত রমণী আনাইলেন এবং 'ইহারা আপনার পাদচারিকা হউক, আপনি অনুৎকণ্ঠচিত্তে এখানে অবস্থিতি করুন" পূর্ণককে এই কথা বলিয়া নিজের বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ঐ রমণীরা নানা বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ণকের পরিচর্য্যার্থ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১১৮। নৃত্য করে গান করে, মধুরবচনে—
অভ্যাগতে সম্ভাষণ করে নারীগণ
বিবিধভূষণে সবে হইয়া মণ্ডিত—
ভূতলে ত্রিদিবচ্যুতা দেবকন্যাসমা।
নৃত্যের সৌন্দর্য্যে, আর মাধুর্য্যে গানের
একে করে অতিক্রম অন্যে পর পর।

১১৯। অন্নপানপ্রমদাদিদানে যক্ষে তুষি
ধৰ্ম্মজ্ঞ বিদুর চিন্তি কল্যাণ সবার,
প্রবেশিলা ভার্য্যার সকাশে অতঃপর।

১২০। সুবর্ণনিষ্কাভা, অনুলিপ্তা সর্ব্বদেহে
বিবিধ গন্ধের আর চন্দনের রসে,
ভার্য্যাকে সম্বোধি তিনি বলেন, "তাম্রাক্ষি,
পুত্রগণে ডাকাইয়া আন এই স্থানে।"

১২১। বিদুরের সুষা চেতা আয়তলোচনা,
হস্তপদনখ যাঁর লোহিতবরণ, —
আহ্বান করিয়া তাঁরে বলেন অনুজ্জা[২]
"যাও ইন্দীবর শ্যামে, আনহ ডাকিয়া
পুত্রগণে এই স্থানে, সুরক্ষিতা তুমি
আভরণরূপ বর্ম্ম করি পরিধান।"[৩]

১। সর্ব্বোপরিস্থ ছাদ।

২। বিদুরের স্ত্রীর নাম 'অনুজ্জা'।

৩। বীরের পক্ষে যেমন বর্ম্ম, এই রমণীর পক্ষে সেইরূপ অলঙ্কার আভরণ।

চেতা "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রাসাদের সর্ব্বত্র বিচরণপূর্ব্বক বিদুরের পুত্রদিগকে বলিলেন, "আপনাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পিতা আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আপনাদের ইহাই শেষ দেখা।" ইহা বলিয়া তিনি বিদুরের সকল সুহৃজ্জন এবং পুত্রকন্যাদিগকে সেখানে সমবেত করাইলেন। এই কথা শুনিয়া বিদুরের পুত্র ধর্ম্মপাল কুমার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণপরিবৃত হইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিদুর পণ্ডিত চিত্তের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না ; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্রকে মুহূর্তের জন্য নিজের বক্ষঃস্থলোপরি রাখিলেন, শেষে তাঁহাকে বক্ষঃ হইতে অবতারণ করিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মহাতলে পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক পুত্রসমূহকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

(এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১২২। সমাগত পুত্রগণে দেখি ধর্ম্মপাল[1]
করিলেন অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন ;
মস্তক তাদের করি সস্নেহে চুম্বন
বলিলেন, "বৎসগণ, মাণবক-হস্তে
করিলেন দান মোরে রাজা মহাশয়।
হইয়াছি এবে, তাই, দাস মাণবের।

১২৩। আত্মবশ আমি আজ ; তিন দিন পরে
আত্মাধীন হব কিন্তু সেই মাণবের।
যথা ইচ্ছা লয়ে তিনি যাবেন আমায়।
অরক্ষিত অবস্থায় ফেলি, তোমা সবে
যাইতে অক্ষম আমি ; আসিয়াছি তাই
দিতে কিছু উপদেশ কল্যাণকারক।

১২৪। কুরুরাজ জনসন্ধ[2] আগ্রহের সহ
জিজ্ঞাসেন যদি কভু ইতঃপূর্ব্বে বল
পুরাণ বৃত্তান্ত কি কি জেনেছ তোমরা?
কি বা উপদেশ দিয়া পিতা তোমাদের
গিয়াছেন কুরুদেশপরিত্যাগকালে?'

১২৫। শুনি তোমাদের মুখে উপদেশ মম
আদরে বলেন যদি কুরুনরপতি,
'মোর সঙ্গে একাসনে হও সামাসীন—
তোমরা সকলে এবে, এই রাজকুলে
কে আছে সম্মানযোগ্য তোমাদের মত?'—
বলিবে তোমরা তবে, কৃতাঞ্জলিপুটে,
'দিবেন না, দেব, এই আজ্ঞা অনুচিত ;
কুলধর্ম্ম আমাদের নয় ইহা, প্রভো।
হীনজাতি শৃগাল কি করিবে গ্রহণ
মহাবল ব্যাঘ্ররাজসহ একাসন?"

লক্ষখণ্ড সমাপ্ত

---

(৬)

বিদুরের এই কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্রকন্যা-জ্ঞাতিমিত্রগণ কেহই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন।

জ্ঞাতিগণ উপস্থিত হইয়া নীরব রহিলেন দেখিয়া বিদুর বলিলেন, "বৎসগণ, কোন দুশ্চিন্তা করিও না। যাহা জন্মিয়াছে (সংস্কার মাত্রই) অনিত্য ; সম্পত্তি বিপত্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। আমি তোমাদিগকে রাজপরিচর্য্যা সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ দিতেছি ; এগুলি পালন করিলে লোকে সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। তোমরা একাগ্রচিত্তে এই উপদেশগুলি শ্রবণ কর।" অনন্তর তিনি বুদ্ধলীলার রাজপরিচর্য্যা-সংক্রান্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

১। বিদুরকেই 'ধর্ম্মপাল' বলা হইয়াছে।

২। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাজার নাম ছিল ধনঞ্জয়। কাজেই 'জনসন্ধ' শব্দটাকে বিশেষণ-স্থানীয় করিয়া টীকাকার বলিয়াছেন, "[illegible]" [illegible]।

(এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১২৬। মনে ও সঙ্কল্পে কভু কপটতা কিছু
ছিল না ক বিদুরের। আরম্ভিলা তিনি
মিত্রামিত্রজ্ঞাতিগণে দিতে উপদেশ ঃ—

১২৭। "এস বৎসগণ ; হেথা উপবিষ্ট হয়ে
রাজপরিচর্য্যাধর্ম্ম শুন মোর ঠাঁই ;
রাজকুল সেবে যারা, কি নিয়মে চলি
সম্মানার্হ হয় তারা, বলিতেছি আমি।

১২৮। অপ্রকট গুণ যার, শৌর্য্য যার নাই,
প্রমত্ত ও বুদ্ধিহীন—ঈদৃশ লোকের
সম্মান না ঘটে ভাগ্যে সেবি রাজকুল।

১২৯। সেবকের শীল, প্রজ্ঞা, শৌর্য্য যবে রাজা
পারেন জানিতে, তিনি বিশ্বাস স্থাপন
করেন চরিত্রে তার; নিগূঢ় মন্ত্রণা
না রাখেন গুপ্ত আর নিকটে তাহার।

১৩০। যেমন সুধৃত হ'লে তুলাদণ্ড কভু
না হেলিয়া কোন দিকে থাকে সমভাবে,
তেমনি আজ্ঞপ্ত কর্ম্ম সম্পাদে যেজন
অকম্পিত মনে, ভালমন্দ না বিচারি,
সেই জন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩১। যেমন সুধৃত হ'লে তুলাদণ্ড কভু
না হেলিয়া কোন দিকে থাকে সমভাবে,
তেমনি যে করে সর্ব্বরাজকৃত্য সদা
অকম্পিত মনে, ভালমন্দ না বিচারি,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩২। কিবা দিন, কিবা রাত্রি, যখনই কেন
রাজকার্যসম্পাদনে হইলে আদিষ্ট,
নির্ভয়ে সম্পাদে তাহা যে পণ্ডিত জন
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৩। কিবা দিন, কিবা রাত্রি, যখনই কেন
রাজকার্যসম্পাদনে হইলে আদিষ্ট,
সুসম্পন্ন করে তাহা যে পণ্ডিত জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৪। রাজব্যবহারতরে সুনির্ম্মিত পথ,
রাজার নিমিত্ত যাহা হয়েছে সজ্জিত—
সে পথে, চলিতে আজ্ঞা দেন যদি তিনি,
তথাপি তাহাতে নাহি চলে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৫। কামাবস্তু ভুঞ্জে না যে রাজার মতন,
রাজা হ'তে হীনতর ভাবে চলে সদা
সর্ব্ববিধ ভোগসুখে যে পণ্ডিত জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৬। বস্ত্রমাল্যবিলেপন রাজার মতন
ব্যবহার করা কভু নয় নিরাপৎ
বেশভূষা, স্বরভঙ্গী, এ সকল(ও) যেন
হয় না রাজার মত ভৃত্যের কখন।
হবে অন্যবিধ তার বস্ত্র আভরণ।
এমন সতর্ক ভাবে চলিতে যে পারে,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৭। ভার্য্যাগণে পরিবৃত ভূপতি যখন
অমাত্যদিগের সঙ্গে হন ক্রীড়ারত,
যে অমাত্য বুদ্ধিমান, কোন রূপে যেন
না করেন তিনি রাজ্ঞীদিগের সম্বন্ধে
প্রকাশ মনের ভাব বাক্যে বা ইঙ্গিতে।

১৩৮। অনুদ্ধত, অচপল, বিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়,
স্থিরচেতা, প্রণিধানসম্পন্ন যেজন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৩৯। না হবে ক্রীড়ায়রত রাজপত্নী সহ,
গোপনে তাঁদের সঙ্গে কহিবে না কথা।
রাজকোষ হতে ধন লবে না কখন,—
এসব নিয়ম পালি চলে যেই জন
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪০। অতি নিদ্রাপরায়ণ যে জন না হয়,
মত্ততার হেতু সুরা না করে যে পান,
রাজার রক্ষিত বনে মৃগয়া না করে
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪১। আমি রাজপ্রিয়ভৃত্য এই গর্ব্ববশে
রাজার পলাঙ্ক, পীঠ, কোচ্ছ,[১] নাগ, রথ,
যে না করে ব্যবহার নিজে কদাচন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪২। অতি দূরে কিংবা অতি নিকটে রাজার
বুদ্ধিমান্ অবস্থান করে না কখন।
থাকে সে সম্মুখে তাঁর হেন কোন স্থানে
সেখানে সকল কথা শুনিতে সে পায়।

১৪৩। দুর্জ্জেয়চরিত রাজা, যে সে লোক নন,
তুল্য তাঁর অন্য কেহ না পারে হইতে;
যবশূক প্রবেশিলে চক্ষুতে যেমন,
তখন(ই) দারুণ ব্যথা করে উৎপাদন,
সামান্য কারণে তথা হয় অকস্মাৎ
রাজার ভৃত্যের প্রতি ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত।

১। কোচ্ছ সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের ১৩৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। তুং—ইংরাজী couch।

১৪৪। নিয়ত সন্দিগ্ধচিত্ত নরপতিগণ ;
না করে পরুষস্বরে উত্তর প্রদান
রাজাকে মেধাবী, প্রাজ্ঞ, কভু সে কারণ,
ভাবি মনে, 'রাজা মোরে করেন সম্মান'।

১৪৫। সুযোগ পাইলে তাহা করিবে গ্রহণ;
রাজকুলে বিশ্বাস না করিবে কখন।
রাজকোপ অগ্নিসম; অপ্রমত্ত ভাবে
তাহা হ'তে আত্মরক্ষা করে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৬। নিজের পুত্রকে কিংবা ভ্রাতাকে যখন
তুষিতে চাহেন রাজা করি কিছু দান,—
গ্রাম বা নিগম কোন, অথবা প্রভুত্ব
পৌর জানপদ কোন শ্রেণীর উপর,
রহিবে নীরব প্রাজ্ঞ অমাত্য তখন;
না বলিবে তাঁহাদের দোষ কিংবা গুণ।

১৪৭। গজসাদী, অনীকস্থ,[১] রথী, পদাতিক—
এদের কাহার(ও) শুনি বীরত্বের কথা,
বেতন করিতে বৃদ্ধি চান যদি রাজা,
যে বিজ্ঞ তাহাতে কোন বাধা নাহি দেয়,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৮। চাপবৎ কৃশোদর,[২] বংশের মতন
সহজে নমনশীল কার(ও) প্রতিকূল
হয় না কখন যেই বুদ্ধিমান্ নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৪৯। চাপবৎ কৃশোদর, মৎস্যের মতন
জিহ্বাহীন, প্রাজ্ঞ, শূর, মিতাহার যেই,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫০। অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গে হয় তেজঃক্ষয়,
কাস, শ্বাস, দুর্বলতা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,
বুদ্ধির বিলোপ আর। এসব কুফল
দেখি স্ত্রীসংসর্গে সদা হবে মিতাচার।

১৫১। ওজন না করি কোন কথা বলা দোষ;
নিতান্ত নীরব থাকা—তাও ভাল নয়।
উপযুক্ত অবসর পাইবে যখন,
সংক্ষেপে ও মিতভাবে বক্তব্য তোমার
নিবেদিবে সবিনয়ে রাজার গোচর।

১৫২। ক্রোধহীন, সত্যবাদী, মধুরচরিত,
কলহবিমুখ,—পরনিন্দা নাই মুখে;
কদাচ অসার কথা বলে না যেজন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৩। সদাচার, সুশিক্ষিত, দান্ত, সুসংযত,
গুপ্তেন্দ্রিয়,[৩] যশোলাভে সদা উদাসীন,
অপ্রমত্ত, অভিমানশূন্য, দক্ষ, শুচি—
একাধারে এতগুণ থাকিবে যাহার
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৪। বয়োবৃদ্ধদের কাছে সর্ব্বদা বিনীত,
আজ্ঞাবহ, শ্রদ্ধাবান্, স্নেহপরায়ণ,
আচার্যশুশ্রূষু সদা প্রফুল্ল অন্তরে,—
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৫। পররাজ্য হতে তব রাজার সকাশে
আসে যদি চর কোন নিকটে তাহার
যেও না কখন তুমি; প্রভু যিনি তব
নিজেই কল্যাণ তব করিবেন ভাবি,
যেও না লইতে অন্য রাজার শরণ।

১৫৬। শীলবান্, সুপণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণে
ভক্তিভরে বার বার সেবে যেই নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৭। শীলবান্, পণ্ডিত, শ্রমণ ব্রাহ্মণের
ভক্তিভরে আজ্ঞা যেই করয় পালন
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৮। শীলবান্, সুপণ্ডিত, শ্রমণ ব্রাহ্মণে
অন্নপান দিয়া তুষ্ট করে যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৫৯। আত্মহিত তরে প্রাজ্ঞ, সাধু, শীলবান্
শ্রমণ ব্রাহ্মণগণসংসর্গে সতত
থাকিয়া তাদের সেবা কর সযতনে।

১৬০। শ্রমণ ব্রাহ্মণে যাহা করিয়াছ দান
কদাপি ক'রো না তুমি তার প্রত্যাহার।
দানকালে ভিক্ষার্থীকে দেখি উপস্থিত
ক'রো না কখন(ও) গৃহ হ'তে বিতাড়িত।

১৬১। পুণ্যাত্মা সুবুদ্ধি, নানাবিধবিধিবিৎ,
কালাকালজ্ঞানবান্ হয় যেই নর,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬২। কর্ত্তব্যে উদ্যোগী, অপ্রমত্ত, বিচক্ষণ—
যাহার যে কার্য্য, তারে সুশৃঙ্খলরূপে
অর্পণ সে কর্ম্মভার করিতে যে পারে,
নিজের(ও) কর্ত্তব্যে যেই নিয়ত উদ্যোগী,
শ্রমশীল, আলস্যবিহীন যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬৩। খল, বাটী, গৃহ, পশু, ক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ
নিজে গিয়া পরীক্ষা করিবে সুধীজন।
মাপিয়া রাখিবে শস্য ভাণ্ডারে তুলিয়া,
মাপিয়া করিতে পাক দিবে প্রতিদিন।

১। দেহরক্ষী, bodyguard.

২। বেশী নোওয়াইয়া রাখিলে ধনুকের জোর থাকে না। এজন্য, যখন ব্যবহার না করা হয় তখন লোকে ছিলা শিথিল করিয়া রাখে।

৩। আমি 'সংবুতো' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম (সংবৃত অর্থাৎ সংযত আত্মা যাহার)।

১৬৪। পুত্র কিংবা ভ্রাতা যদি শীলভ্রষ্ট হয়,
আধিপত্য গৃহে তারে দিবে না কখন।
এমন দুঃশীলসহ অঙ্গ-অঙ্গিভাব
নাই তব; ভাব যেন হয়েছে সে প্রেত।
আসে যদি নিকটে সে, করিবে ব্যবস্থা
গ্রাসআচ্ছাদন মাত্র করিতে প্রদান।[১]

১৬৫। দাস কিংবা কর্ম্মকর[২] —সেও যদি হয়
উদ্যোগসম্পন্ন, দক্ষ, সচ্চরিত্র আর,
বরঞ্চ তাহার(ই) হাতে কর্তৃত্ব সমর্পি
হবে নিজে নিরুদ্বেগ বিজ্ঞ গৃহপতি।

১৬৬। শীলবান্, ক্রোধহীন, রাজ-অনুরক্ত—
রাজার সদনে সদা করি অবস্থিতি
রাজহিতপরায়ণ হয় যেই জন,
সেই যেন হয় রাজকুলের সেবক।

১৬৭। জানিবে বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা কি রাজার
যোগাইবে মন তাঁর সদা সাবধানে,
রাজার প্রতীপগামী হবে না কখন;—
তবেই করিতে পারে রাজকুল সেবা।

১৬৮। করিবে রাজার অঙ্গ নিজে সংবাহন;
করাইবে স্নান তাঁরে আনত নয়নে;[৩]
যদি তিনি কোপবশে করেন প্রহার,
তথাপি না হবে ক্রুদ্ধ,—এই সব গুণে
হ'তে পারে লোকে রাজকুলের সেবক।

১৬৯। মঙ্গল কামনা করি কৃতাঞ্জলিপুটে
জলপূর্ণ কুম্ভে লোকে করে নমস্কার;
দেখিলে বায়স, তারে করে প্রদক্ষিণ।
যিনি সর্ব্বকামদাতা, ধীর, নরবর,
পূজার্হ সহস্র গুণে তিনি সবাকার।[৪]

১৭০। শয্যা, বস্ত্র, বাসগৃহ, যানবাহনাদি
তিনিই করেন দান; বরষেণ তিনি
সকল ভোগের বস্তু ভৃত্যগণোপরি,
বরষে পর্জ্জন্য যথা বারি ধরাতলে।

১৭১। বলিলাম বৎসগণ, কিরূপে করিবে
রাজপরিচর্য্যা লোকে। এ সব নিয়ম
সাবধানে পালি যেই করে রাজসেবা,
হইবে প্রভুর সেই সম্মানভাজন।"

অদ্বিতীয় ধৃতিমান্ বিদুর এইরূপে বুদ্ধলীলায় রাজপরিচর্য্যাসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

রাজপরিচর্য্যাখণ্ড সমাপ্ত

(৭)

স্ত্রী-পুত্র-সুহৃদগণকে এইরূপে উপদেশ দিতে দিতে তিন দিন অতিবাহিত হইল। নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বিদুর চতুর্থ দিনে প্রাতঃকালে নানারূপ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভক্ষ্যভোজ্য আহার করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক মাণবকের সঙ্গে প্রস্থান করিবেন এই অভিপ্রায়ে, জ্ঞাতিগণের সহিত রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া, নিজের যাহা বক্তব্য তাহা বলিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৭২। এইরূপে উপদেশ দিয়া জ্ঞাতিগণে সুবিজ্ঞ বিদুর গেলা রাজার ভবনে।
শত শত জ্ঞাতি মিত্র সঙ্গে গেল তাঁর; হৃদয়ে তাদের আজ মহাদুঃখভার।
১৭৩। প্রণমি রাজার পদে, করি প্রদক্ষিণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলে বিদুর প্রবীণ,
১৭৪। "মাণবক এবে মোরে লইয়া যাইবে, নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে নিয়োজিবে।
স্বজনহিতার্থ কিছু করি নিবেদন; দয়া করি, অরিন্দম, করহ শ্রবণ;—
১৭৫। রহিল পুত্রেরা ঘরে, আর বন্ধুজন; ক'রো, ভূপ, সকলের রক্ষণাবেক্ষণ,
যেন শেষে, যবে আমি করিব প্রস্থান আমার আত্মীয়গণ দুঃখ নাহি পান।
১৭৬। যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে ধরি তাই; করিয়াছি দোষ বটে, কিন্তু এবে চাই
তোমার(ই) সাহায্য; স্মরি মম দোষ, ভূপ, মম দারাপত্যপ্রতি হ'য়ো না বিরূপ।[৫]

১। দুশ্চরিত্র লোকে গৃহে কর্তৃত্ব করিলে সর্ব্বনাশ ঘটে; গৃহস্থের পক্ষে রাজসেবা অসাধ্য হয়।

২। কর্ম্মকর = বর্ত্তনভুক্ ভৃত্য, 'জন'। ইহারা স্বাধীন - কাহারও দাস নহে।

৩। কেন না রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা অবিধেয়।

৪। অর্থাৎ লোকে যখন মঙ্গলকামনায় জলপূর্ণ ঘটকে প্রণাম করে এবং বায়সকে প্রদক্ষিণ করে, তখন রাজাকে ইহা অপেক্ষাও ভক্তিশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য, কারণ রাজা ইচ্ছা করিলেই সেবকের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

৫। আমি আপনার মনের ভাবের দিকে দৃকপাত না করিয়া, "আমি দাস" এই কথা বলিয়া আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি বটে; কিন্তু এখন আমার স্ত্রীপুত্রদিগের হিতের জন্য আপনার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি যে চলিয়া যাইবেন, ইহা আমার ভাল লাগিতেছে না। আপনি যাবেন না। আমি কৌশলে মাণবককে এখানে ডাকাইয়া আনিব। তখন তাহাকে বধ করিয়া সমস্ত ব্যাপার চাপা দিয়া রাখিব। আমার নিকট ইহাই উত্তম উপায় বলিয়া বোধ হয়।

১৭৭। সঙ্কল্প আমার এই ঃ— দিব না ক কোন মতে যাইতে তোমারে;
ডাকি আনি কাত্যায়নে করিব এখন(ই) তার প্রাণান্ত প্রহারে।
অদ্বিতীয় মহাপ্রাজ্ঞ তুমি, হে পণ্ডিতবর; এই আমি চাই,—
যাবে না অন্যত্র কভু; থাকিবে আমার সঙ্গে তুমি হে সদাই।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দেব, ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ সঙ্কল্প নিতান্ত অযোগ্য।

১৭৮। হয় না ক ভূপ, যেন ঈদৃশ অধর্ম্মে তব কোন কালে মতি;
ধর্ম্মে, শাস্ত্রবচনার্থে, হে দেব, সুপ্রতিষ্ঠিত থাক নিরবধি।
অনার্য্য, অনর্থকর পাপকর্ম্মে শতধিক্, অনুষ্ঠানে যার
দেহ-অবসানে জীব ভীষণ নরকে পড়ি করে হাহাকার।
১৭৯। এ নয় ধর্ম্মসঙ্গত; ঈদৃশ জঘন্য কর্ম্ম অকর্ত্তব্য অতি;
যদিও দণ্ডিতে দাসে প্রহারিতে বা বধিতে পারেন ভূপতি।
উপজে নি তিলমাত্র ক্রোধ, প্রভো, মনে মোর মাণবের প্রতি;
এবে আমি দাস তার; যাইব তাহার সঙ্গে; দাও অনুমতি।"

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করিলেন এবং রাজান্তঃপুরবাসিনী ও রাজপুরুষদিগকে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা কেহই প্রকৃতিগত ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন। বিদুর রাজভবন হইতে বাহির হইলেন; এদিকে, নগরবাসীরা সকলে শুনিয়াছিল যে তিনি মাণবকের সহিত প্রস্থান করিতেছেন। তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাজাঙ্গনে সমবেত হইয়াছিল। বিদুর তাহাদিগকে বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, সংস্কার মাত্রেই অনিত্য; তোমরা অপ্রমত্তভাবে দানাদি সদ্ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।" ইহা বলিয়া বিদুর তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময়ে ধর্ম্মপালকুমার[১] ভ্রাতৃগণসহ পিতার প্রত্যুদ্গমনার্থ বাটীর বাহির হইতেছিলেন। প্রাসাদের দ্বারদেশেই তিনি পিতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাসত্ত্ব শোকসংবরণ করিতে অসমর্থ হইলেন; তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,
১৮০। প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্রে করি আলিঙ্গন, হৃদয়নিহিত ব্যথা করি সংবরণ,
অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই পণ্ডিতপ্রবর প্রবেশিলা নিজের প্রাসাদে অতঃপর।]

বিদুরের গৃহে তাঁহার একসহস্র পুত্র, এক সহস্র কন্যা, এক সহস্র ভার্য্যা এবং সপ্তশত গণিকা ছিল। ইহারা এবং দাস-কর্ম্মকর ও জ্ঞাতিমিত্র প্রভৃতি সকলেই শোকবেগে ভূম্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল—সমস্ত প্রাসাদ প্রলয়বাতোন্মূলিত শালবৃক্ষাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,
১৮১। ভীমপ্রভঞ্জনবেগে প্রমথিত, প্রমর্দ্দিত, উৎপাটিত শালের মতন
ভূতলে লুণ্ঠিত হয় বিদুরের গৃহে তাঁর দারাপত্য-আত্মীয়স্বজন।
১৮২। সহস্র বনিতা তাঁর, সপ্তদশ দাসী আর— ছিল যারা বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল!" বলি সকলেই বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।
১৮৩। অন্তঃপুরচারিণীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ছিল যত বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল!" বলি সকলেই বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।

১। বিদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র।

১৮৪। গজারোহ, দেহরক্ষী, রথী আর পদাতিক ছিল যত বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।
১৮৫। পৌরজানপদগণ শুনি এই দুঃসংবাদ গিয়া সবে বিদুরের ঘরে,
"হায়, কি হইল।" বলি সকলেই বাহু তুলি কান্দিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।
১৮৬। সহস্র বনিতা তাঁর, সপ্তশত দাসী আর ছিল বিদুরের নিকেতনে,
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"
১৮৭। অন্তঃপুরচারিণীরা, কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ছিল যত বিদুরভবনে,
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"
১৮৮। গজারোহ, দেহরক্ষী, রথী, পদাতিক যত ছিল বিদুরের নিকেতনে
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"
১৮৯। পৌরজানপদগণ শুনি এ অশুভবার্তা গিয়া বিদুরের নিকেতনে
বাহু তুলি কান্দি বলে, "আমা সবে পরিত্যাগ করিতেছ, প্রভু, কি কারণে?"]

মহাসত্ত্ব এই মহাজনসঙ্ঘের সকলকেই আশ্বাস দিলেন, নিজের অবশিষ্ট কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিলেন, অন্তঃপুরস্থ সকলকে উপদেশ দিলেন, যাহা যাহা বলিবার উপযুক্ত সমস্ত বলিলেন এবং অবশেষে পূর্ণকের নিকটে গিয়া জানাইলেন, তাঁহার যে যে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প ছিল, সমস্তই সম্পন্ন হইয়াছে।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯০-১৯১। গৃহকৃত্য সমুদায় করি সম্পাদন, স্ত্রীপুত্রবান্ধবামাত্যআত্মীয়স্বজন—
সবাকেই যথাযোগ্য দিয়া উপদেশ, অন্যান্য কর্ত্তব্য সব করিয়া নির্দ্দেশ,
আছে কি কি ধন গৃহে, কোথা গুপ্তধন রয়েছে নিহিত, তাহা করি প্রদর্শন,
দেয় প্রাপ্য সমস্তই বুঝাইয়া দিয়া বলিলা বিদুর তবে পূর্ণকে ডাকিয়া,

১৯২। "রহিয়াছ মমাগারে তিন দিন, কাত্যায়ন ;
করিয়াছি গৃহকৃত্য সমস্তই সম্পাদন ;
উপদেশ বিধিমত দিয়াছি স্ত্রীপুত্রগণে ;
এখন করিব আমি, যাহা ইচ্ছা তব মনে।

পূর্ণক বলিলেন,

১৯৩। দিয়া যদি থাক, হে অমাত্যবর, দারাপত্য আর অনুজীবিগণে
উপদেশ তুমি প্রয়োজন মত, বিলম্ব না আর করিও গমনে;
অতি দীর্ঘ পথ সম্মুখে মোদের হইবে যাইতে করি অতিক্রম ;
যাত্রা এবে তাই, করহ সত্বর ; কালক্ষেপ আর হয় কি কারণ?
১৯৪। এই অশ্বপুচ্ছ ধরি দুই হাতে নির্ভয়ে যাইতে হবে মোর সাথে।
তোমার, পণ্ডিত, জীবলোক সনে এই শেষ দেখা, জেনে রাখ মনে।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৯৫। কায়মনোবাক্যে আমি দুষ্কার্য্য কখন(ও) কিছু করি নি এমন,
যে জন্য দুর্গতি পাব ; কি কারণ হবে তবে ভীত মোর মন?

মহাসত্ত্ব এইরূপ সিংহনাদ করিলেন এবং অধিষ্ঠান-পারমিতা[১] আশ্রয় করিয়া দৃঢ়রূপে শাটক পরিধানপূর্ব্বক নির্ভীক সিংহের ন্যায় বলিলেন, "এই শাটক যেন আমি ইচ্ছা না করিলে খুলিয়া না যায়। অনন্তর তিনি অশ্বের পুচ্ছলোমগুলি দুই ভাগ করিয়া দুই হাতে ধরিলেন, পদদ্বয় দ্বারা অশ্বের উরুদ্বয়ে চাপ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "মাণবক, আমি অশ্বের পুচ্ছ ধরিয়াছি। তুমি ইচ্ছামত গমন করিতে পার।" পূর্ণক তখনই সেই মনোময় অশ্বকে সঙ্কেত করিলেন ; সে পণ্ডিতকে লইয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল।

১। দশ পারমিতার অন্যতম। অধিষ্ঠান = দৃঢ়সঙ্কল্প।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯৬। বিদুরে বহন করি সেই অশ্বরাজ
ছুটিল আকাশপথে ; না লাগে আঘাত
বিদুরের গায়ে কোন বৃক্ষ বা শৈলের।
'কালাগিরি' শৈলে গিয়া হল উপস্থিত।

পূর্ণক মহাসত্ত্বকে লইয়া এইরূপে প্রস্থান করিলে, তাঁহার পুত্র প্রভৃতি সকলে, পূর্ণক যে গৃহে বাস করিয়াছিলেন সেখানে ছুটিয়া গেলেন এবং সেখানে মহাসত্ত্বকে দেখিতে না পাইয়া ছিন্নপাদবৎ ভূতলে পড়িয়া ইতস্ততঃ অবলুণ্ঠিত হইতে হইতে উচ্চৈঃস্বরে পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯৭।	সহস্র বিদুরভার্য্যা,	সপ্তশত দাসী আর	বাহু তুলি কান্দি বলে, "হায়,
	ব্রাহ্মণের বেশ ধরি,	না জানি কি কু উদ্দেশ্যে	বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"
১৯৮।	অন্তঃপুরবাসিনীরা,	কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য,	বাহু তুলি সবে কান্দে, "হায়,
	ব্রাহ্মণের বেশ ধরি,	না জানি কি কু উদ্দেশ্যে	বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়।"
১৯৯।	গজারোহ, অশ্বসাদী,	রথী, পদাতিক সবে	বাহু তুলি সবে কান্দি বলে, "হায়,
	ব্রাহ্মণের বেশ ধরি,	না জানি কি কু উদ্দেশ্যে	বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"
২০০।	পৌরজানপদগণ	সমবেত হয়ে সবে	বাহু তুলি কান্দি বলে, "হায়,
	ব্রাহ্মণের বেশ ধরি,	না জানি কি কু উদ্দেশ্যে	বিদুরকে যক্ষে লয়ে যায়!"
২০১।	সহস্র বিদুরভার্য্যা,	সপ্তশত দাসী তাঁর,	বাহু তুলি করয় ক্রন্দন ;
	বলে সবে "হায়, হায়,	বিদুর পণ্ডিতবর	করিলেন কোথায় গমন?"
২০২।	অন্তঃপুরবাসিনীরা,	কুমার, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য	বাহু তুলি করয় ক্রন্দন ;
	বলে সবে "হায়, হায়,	বিদুর পণ্ডিতবর	করিলেন কোথায় গমন?"
২০৩।	গজারোহ, অশ্বসাদী,	রথী, পদাতিক, সবে	বাহু তুলি করয় ক্রন্দন ;
	বলে সবে "হায়, হায়,	বিদুর পণ্ডিতবর	করিলেন কোথায় গমন?"
২০৪।	পৌরজানপদগণ	সমবেত হয়ে সবে	বাহু তুলি করয় ক্রন্দন ;
	বলে সবে "হায়, হায়,	বিদুর পণ্ডিতবর	করিলেন কোথায় গমন?"

লোকে মহাসত্ত্বকে আকাশপথে যাইতে দেখিয়া ও অনেকে লোকমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, উক্তরূপে ক্রন্দন করিল এবং সমস্ত নগরবাসীদিগের সহিত মিলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মহাবিলাপ শুনিয়া রাজা বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা পরিদেবন করিতেছ কেন?" সমবেত লোকেরা বলিল, "মহারাজ, সে লোকটা না কি ব্রাহ্মণ নয় ; ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া পণ্ডিতকে লইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত না থাকিলে আমাদের জীবন বৃথা। যদি আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে তিনি না ফিরেন, তবে আমরা শত শকট, সহস্র শকট কাষ্ঠ আহরণ করিয়া সকলেই অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

২০৫।	সপ্তাহের মধ্যে	না ফিরিলে তিনি	অনলে প্রবেশি সবে
	মরিব আমরা :	এ জীবনভার	বহিয়া কি লাভ হবে?"

তাহাদের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বিদুর মধুরভাষী ; তিনি মাণবককে ধর্মকথা শুনাইয়া এমন মুগ্ধ করিবেন যে, সে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইবে ; তিনিও অচিরে প্রত্যাগমন করিয়া তোমাদিগকে আহ্লাদিত করিবেন— তোমাদের অশ্রুপ্লাবিত মুখে আবার হাস্য দেখা দিবে। তোমরা শোক পরিহার কর।

২০৬।	সুপণ্ডিত, সূক্ষ্মদর্শী,	অর্থানর্থপ্রদর্শক,	প্রত্যুৎপন্নমতি ;
	করিও না ভয় কোন ;	ফিরিবেন শীঘ্র তিনি	লভিয়া মুকতি।"

এদিকে পূর্ণক মহাসত্ত্বকে কালাগিরির শিখরোপরি স্থাপিত করিয়া ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে আমার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অতএব ইহাকে বধ করা যাউক। ইহার হৃৎপিণ্ড লইয়া নাগলোকে গিয়া তাহা বিমলাকে দিব এবং ইরন্দতীকে পাইয়া দেবলোকে যাইব।'

এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২০৭। গিয়া সেথা পূর্ণক ভাবিলা মনে মনে
থাকে না চিত্তের ভাব এক সর্ব্বক্ষণে।
এই ভাল, এই মন্দ ভাব নানাবিধ
হইতেছে অবিরত অন্তরে উত্থিত।
হইয়াছে ইচ্ছা মোর ইহাকে বধিতে ;
কি হেতু বিলম্ব আর সে ইচ্ছা সাধিতে?

ইহার পর পূর্ণক চিন্তা করিলেন, 'ইহাকে স্বহস্তে না মারিয়া ভীষণ রূপ দেখাইয়া মারা যাউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বেশ ধরিয়া বিদুরের নিকটে গেলেন, তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া এবং মুখে পূরিয়া এমন ভাব দেখাইয়ালেন, যেন মহাসত্ত্বকে তীক্ষ্ণ দন্তদংশনে বা দন্তাঘাতে বিদীর্ণ করিবেন; কিন্তু ইহাতেও মহাসত্ত্ব ভয় পাইলেন না। তখন পূর্ণক একটা দ্রোণাকার নৌকার মত বৃহৎ সর্পের রূপ ধারণ করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে করিতে তাঁহার দেহবেষ্টনপূর্ব্বক নিপীড়ন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া রহিলেন। কিন্তু মহাসত্ত্ব ভয়ের কোন চিহ্ন দেখাইলেন না। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'ইহাকে পর্ব্বতমস্তকে রাখিয়া সেখান হইতে ফেলিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা যাউক।' অমনি তিনি ভয়ঙ্কর বায়ু-প্রবাহ উৎপাদন করিলেন ; কিন্তু তাহাতে মহাসত্ত্বের কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। তখন পূর্ণক মহাসত্ত্বকে পর্ব্বতের শিখরোপরি রাখিয়া, হস্তী যেমন খর্জ্জুর বৃক্ষ সঞ্চালন করে, সেইরূপে পর্ব্বতটা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ইহাতেও মহাসত্ত্ব যেখানে ছিলেন, সেখান হইতে কেশাগ্রপ্রমাণ বিচলিত হইলেন না। ইহার পর পূর্ণক ভাবিলেন, 'মহাশব্দদ্বারা ভয় দেখাইলে ইহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইবে ; এই উপায়েই ইহাকে বধ করিব।' এই উদ্দেশ্যে তিনি পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এমন ভয়ঙ্কর নিনাদ করিলেন যে, তাহাতে পৃথিবী ও আকাশ যুগপৎ নিনাদিত হইল ; কিন্তু এই ভীষণ শব্দেও মহাসত্ত্বের অণুমাত্র ত্রাস জন্মিল না, কারণ তিনি জানিতেন, যে ব্যক্তি যক্ষ, সিংহ, হস্তী ও নাগরাজের বেশে আসিয়াছিল, মহাবাত ও মহাবৃষ্টি ঘটাইয়াছিল এবং পর্ব্বতাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ভীমনাদ করিতেছিল, সে মাণবক ভিন্ন আর কেহ নয়। বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া পূর্ণক বুঝিলেন যে, কোন বাহ্য উপায় প্রয়োগ করিয়া তিনি বিদুরকে বধ করিতে পারিবেন না ; স্বহস্তেই তাঁহার নিধন সাধন করিতে হইবে। এইজন্য তিনি মহাসত্ত্বকে পর্ব্বতমস্তকে স্থাপন করিয়া নিজে পর্ব্বতপাদে গমন করিলেন, মণির ছিদ্র দিয়া যেমন পাণ্ডুসূত্র প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপে (অবলীলাক্রমে) পর্ব্বতের ভিতর দিয়া মহানিনাদ করিতে করিতে উত্থিত হইয়া মহাসত্ত্বকে দৃঢ়রূপে ধরিলেন এবং তাঁহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অধঃশিরে নিরালম্ব আকাশে নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত ঘটনা এইরূপে বিবৃত হইয়া থাকে :—

২০৮। পূর্ণক প্রদুষ্টচিত্ত পর্ব্বতের পাদে গিয়া
পুনরপি উঠিলেন পর্ব্বতের মধ্য দিয়া।
আছিল প্রপাত এক সেথা অতি ভয়ঙ্কর ;
ঊর্দ্ধ হতে তলদেশ না হ'ত দৃষ্টিগোচর ;
সে প্রপাতে বিদুরকে ধরিলেন পুনর্ব্বার,
প্রহারে শিখরোপরি চূর্ণিতে মস্তক তাঁর।[১]

২০৯। দুর্গম, নরকবৎ সে প্রপাত ভয়ঙ্কর
দেখিলে শিহরি দেহ কাঁপে ভয়ে থর থর।
কুরুর অমাত্যবর[২] তথাপি নির্ভয়মনে
নিজের মনের ভাব বলিলেন কাত্যায়নে।

১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যক্ষ বিদুরকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গাথায় দেখা যায়, তাঁহাকে নিক্ষেপার্থ প্রপাতের ধারে অধঃশিরে ধরিয়াছিলেন মাত্র। পরস্পরবিরোধী এই উক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য টীকাকার বলেন, যক্ষ বিদুরকে তিনবার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন — প্রথম বারে বিদুর অধোদিকে পনর যোজন পড়িলে যক্ষ তাঁহাকে হস্তবিস্তারপূর্ব্বক ধরিয়া ফেলেন এবং এত দূর পড়িয়াও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই দেখিয়া আরও দুইবার নিক্ষেপ করেন। দ্বিতীয় বারে বিদুর ত্রিশ যোজন এবং তৃতীয় বারে ষাট যোজন পড়িয়াছিলেন এবং প্রতি বারেই তাঁহাকে তুলিয়া যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তিনি জীবিত আছেন। বর্ত্তমান গাথায় যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন যক্ষ বিদুরকে তৃতীয় বার ধরিয়া আকাশেই অধঃশিরে রাখিয়াছিলেন। বিদুর মনে করিয়াছিলেন, 'যক্ষ এবার আমাকে নিম্নে নিক্ষেপ না করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিবে এবং পর্ব্বতমস্তকে আছড়াইয়া আমার মস্তক চূর্ণ করিবে।'

২। কত্তুসেট্‌ঠ (কত্তুসেট্‌ঠ)। 'কত্তা' শব্দটী পূর্ব্বেও বহুবার পাওয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ 'রাজকর্ম্মচারী' সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত 'ক্ষত্তা' (ক্ষত্তৃ) শব্দের রূপান্তর। 'ক্ষত্তা' দৌবারিক, সারথি প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইত। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার বা বৈশ্যকন্যার গর্ভে জাত পুরুষকে ক্ষত্তা বলা যাইত। মহাভারতের বিদুরেরও নামান্তর ক্ষত্তা।

২১০। "আর্য্যবেশ ধরি তুমি অনার্য্য আচারে রত।
বাহিরে সংযত, কিন্তু ভিতরে ত অসংযত।
অত্যহিত ক্রূরকর্ম্মে হয়েছ প্রবৃত্ত তাই ;
হৃদয়ে কি লেশমাত্র সৎপ্রবৃত্তি তব নাই?

২১১। প্রপাত হইতে মোরে করিতেছ নিক্ষেপণ।
বধিতে আমারে, বল, চাও তুমি কি কারণ?
নয় ত মনুষ্যোচিত তোমার এ ব্যবহার।
কে তুমি, বল ত শুনি, ওহে দেবকুলাঙ্গার?

পূর্ণক বলিলেন,

২১২। শুন নাই কভু কি হে পূর্ণকের নাম,
কুবেরের হন যিনি সচিবপ্রধান?
আমিই পূর্ণক সেই। পরম সুন্দর,
মহাকায়, শুচিব্রত, নাগকুলেশ্বর
মহাবীর্য্য বরুণের নাম(ও) সম্ভবতঃ
হয়েছে কখনও তব শ্রুতিপথগত।

২১৩। কন্যা[১] তাঁর ইরন্দতী সদৃশী পিতার
রূপে আর গুণে; আমি পাণিপ্রার্থী তাঁর।
লভিতে সুমধ্যা, প্রিয়া সে নাগকন্যারে
করিতেছি চেষ্টা আমি বধিতে তোমারে।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'লোকে গূঢ় কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনর্থের উৎপাদন করে। এ নাগকন্যার পাণিগ্রহণপ্রার্থী; সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমার মরণের প্রয়োজন কি, তাহা তত্ত্বতঃ জানা আবশ্যক।' তিনি বলিলেন,

২১৪। করিও না যক্ষ তুমি মূঢ়বৎ আচরণ
বিপরীত অর্থ বুঝি নষ্ট হয় বহুজন।
সুমধ্যা প্রিয়ার তব কি ইষ্ট সাধিত হবে,
বল দেখি বিচারিয়া, আমায় বধিবে যবে?

পূর্ণক ইহার উত্তরে বলিলেন,

২১৫। মহা অনুভাব সেই মহা উরগের
কন্যাপাণিগ্রহণার্থী আমি, সে কারণ
স্বজনস্থানীয় তাঁর হয়েছি, বিদুর।
চাহিনু প্রিয়াকে যবে, পবিত্র প্রণয়
আমার করিয়া লক্ষ্য, বলিলা শ্বশুর ঃ—

২১৬। 'সুতনু, সুনেত্রা, শুচিস্মিতা ইরন্দতী,
চন্দনানুলিপ্ত তার বপু মনোহর।
পারিব করিতে দান এ হেন রতন
তোমার, যদি, হে যক্ষ, পারহ আনিতে
বিদুরের হৃৎপিণ্ড লভি সদুপায়ে।
শুধু এই শুল্কে লভ্যা কুমারী আমার,
চাই না ক অন্য ধন বিনিময়ে তার।"

২১৭। তবেই দেখিলে তুমি হে অমাত্যবর,
মূঢ় আমি নই, বুঝি নি ক বিপরীত
এ ব্যাপারে কিছুমাত্র, লব্ধ সদুপায়ে
হৃৎপিণ্ড তোমার দিলে নাগেশ আমায়
তুষিবেন ইরন্দতী সম্প্রদান করি।

২১৮। এই হেতু বধে তব প্রযত্ন আমার,
তোমার নিধনে এই হবে ইষ্টলাভ।
নরকসদৃশ এই প্রপাত হইতে
ফেলিয়া তোমারে বধ করিব এখনি
বধি হৃৎপিণ্ড তব করিব গ্রহণ।

পূর্ণকের কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমার হৃৎপিণ্ড দ্বারা বিমলার[১] কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। বরুণ ধর্ম্মকথা শুনিয়া মণি দান করিয়া আমাকে পূজা করিয়াছিলেন, তিনি নিজালয়ে গিয়া বোধ হয় আমার ধর্ম্মকথনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া থাকিবেন এবং তাহা হইতেই আমার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য বিমলার সাধ জন্মিয়া থাকিবে। বরুণ বিমলার কথার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; তিনি পূর্ণককে সেই জনাই এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা দিয়াছেন। পূর্ণকও সেই বিপরীত অর্থের প্রভাবে আমাকে বধ করিবার জন্য এই মহা অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আমি পণ্ডিত; নিমেষের মধ্যেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে উপায়নির্দ্ধারণে সমর্থ। আমাকে মারিলে ইহার কি লাভ হইবে? একবার বলিয়া দেখি, "মাণবক, আমি সাধুনরধর্ম্ম জানি; যতক্ষণ আমার মরণ না হয়, ততক্ষণ আমাকে পর্ব্বতমস্তকে বসাইয়া সাধুনরধর্ম্ম শ্রবণ কর। তাহার পর তোমার যাহা ইচ্ছা করিও।" ইহা বলিয়া আমি সাধুনরধর্ম্ম বর্ণনা করিব। এই উপায়ে আমার জীবন রক্ষা করিতে হইবে।' তিনি অধঃশির অবস্থায় থাকিয়াই বলিলেন,

---

১। "তস্সানুজং ধীতরং"।—ইংরাজী অনুবাদক অনুজা শব্দের 'সোদরা' অর্থ ধরিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনুজা=অনুজাতা, অর্থাৎ যে রূপে গুণে জনক (বা জননীর) অনুরূপা, এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ইরন্দতী বরুণের কন্যা; এখানেও "ধীতরং" পদ সেই সম্বন্ধই রক্ষা করিতেছে।

১। পূর্ণক কিন্তু বিদুরের নিকট এতক্ষণ বিমলার নাম করেন নাই।

২১৯। সত্যই হৃৎপিণ্ডে মোর থাকে যদি তব প্রয়োজন
সত্বর আমার তুমি উত্তোলন কর, কাত্যায়ন।
সাধুজন প্রতিপাল্য যে যে ধর্ম্ম জানে সুধীগণ,
তোমায় বুঝাব আজ, কর মোরে শীঘ্র উত্তোলন।

ইহা শুনিয়া পূর্ণক ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ এই পণ্ডিত এমন ধর্ম্মকথা বলিবেন, যাহা দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে বলেন নাই। অতএব শীঘ্র ইঁহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক সাধুরনধর্ম্ম শ্রবণ করা যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি মহাসত্ত্বকে উত্তোলন করিয়া পর্ব্বতমস্তকে উপবেশন করাইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২০। কুরুনৃপতির যিনি অমাত্য প্রধান,
সেই প্রাজ্ঞ বিদুরকে পূর্ণক তখন
তুলিয়া পর্ব্বতোপরি করিলা স্থাপন।
বসি যবে সুধীবর লাগিলা দেখিতে
অশ্বত্থ পাদপ এক, ছিল অবস্থিত
সম্মুখে তাঁহার যাহা, বলিলা পূর্ণক ঃ—

২২১। "প্রপাত হইতে তুলি এনেছি তোমায়;
হৃৎপিণ্ডে তোমার আজ প্রয়োজন মোর।
(যতক্ষণ আছে প্রাণ) বল, মহাশয়,
সাধুজনপ্রতিপাল্য ধর্ম্মসমুদায়।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২২২। "তুলেছ আমায় তুমি প্রপাত হইতে,
হৃৎপিণ্ডে আমার তব আছে প্রয়োজন।
তথাপি তোমায় আমি শুনাইব আজ
সাধুজনপ্রতিপাল্য ধর্ম্মসমুদায়।

আমার শরীর ধূলিকর্দ্দমাদিতে মলিন হইয়াছে; আমি স্নান করিব।" যক্ষ "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্নানার্থ জল আনয়ন করিলেন, স্নানকালে মহাসত্ত্বকে দিব্যবস্ত্র ও দিব্য গন্ধমালাদি দিলেন এবং বেশভূষা সম্পাদিত হইলে দিব্য খাদ্য আহার করিতে দিলেন। ভোজনান্তে মহাসত্ত্ব কালগিরির মস্তক সুসজ্জিত করাইলেন, আসন রচনা করাইলেন এবং সেই অলঙ্কৃত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বুদ্ধলীলায় সাধুনরধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ঃ—

২২৩। গতানুগতিক হও; আর্দ্রহস্ত[1] ক'রো না দাহন;
হ'য়ো না ক মিত্রদ্রোহী অসতীতে রত কদাচন।

সাধুনরধর্ম্ম চারিটী অতি সংক্ষেপে কথিত হইল বলিয়া যক্ষ উহাদের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সবিস্তার শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

২২৪। "কি প্রকারে করে লোকে গতানুগমন? কিরূপে বা হয় আর্দ্রহস্তের দাহন?
কে অসতী? মিত্রদ্রোহী কারে বলা যায়? জিজ্ঞাসি, বিস্তারি তুমি বলহ আমায়।"

২২৫। "নয় পরিচিত যেই, দেখা যার সনে
হয় নি কখন(ও) পূর্ব্বে, যদি হেন জনে
অভ্যর্থনা করে কেহ, অন্নাদি না হো'ক,
বসিতে আসন মাত্র করিয়া প্রদান,[2]
আতিথেয় এতাদৃশ লোকের কল্যাণ
সাধনে সতত রত হয় ধর্ম্মবিৎ।
গতানুগমন ইহা বলে সুধীজন।[3]

২২৬। কেবল একটী রাত্রি আগারে যাহার
থাকিয়া করেছে সেথা লাভ অন্নপান,
মনেও কখন(ও) তার অনিষ্টকামনা,
করে না ক ধর্ম্মবিৎ। মিত্রদ্রোহী সেই,
উপকারকের হস্ত করে যে দাহন।[4]

১। এই গাথার দ্বিতীয় চরণে "অদ্দং চ পাণিং পরিবজ্জয়স্সু" এই পাঠ বোধ হয় ভ্রমদূষিত, এ জন্য ইহা দুর্ব্বোধ্য। টীকাকার ব্যাখ্যায় বলেন, অদ্দং চ.........তি অল্লং তিন্তং পাণিং মা দহি মা ঝাপরি।" কিন্তু মূলের সহিত এই ব্যাখ্যায় ঐক্য কোথায়? পরবর্ত্তী ৩২৪ম ও ৩২৬ম গাথায় যথাক্রমে "অদ্দং চ পাণিং দহতে" ও "অদুব্‌ভপাণিং দহতে" দেখা যায়। অদুব্‌ভপাণি=যে হস্ত যথার্থ উদ্যত হয় নাই, যে হস্ত কোন অপরাধ করে নাই। ইহাতে বোধ হয় 'অদ্দং' পাঠের পরিবর্তে "অদুব্‌ভং" পাঠ গ্রহণ করাই সঙ্গত। কিন্তু "পরিবজ্জস্সু" (ত্যাগ কর) পদের প্রয়োগ সমর্থন করা যায় কিরূপে? ত্যাগ কর—মাপ কর—নষ্ট করিও না এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে কি?

২। তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থ চ সুনৃতা, এতান্যপি সতাং গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।

৩। অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যে যেরূপ (সদ্) ব্যবহার করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও তোমার সেইরূপ (সদ) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

৪। ইংরাজী "biting the hand that feeds" তুলনীয়।

২২৭। শয়নোপবেশনের নিমিত্ত যাহার
সে তরুর শাখা ভাঙ্গা অবিধেয় অতি,
ছায়ায় আশ্রয় তুমি লও একবার,
যে ভাঙ্গে, সে মিত্রদ্রোহী, ক্রূর, পাপমতি।[১]

২২৮। ধনরত্নে পরিপূর্ণা বসুন্ধরা যদি
দেয় কেহ রমণীকে, ভাবি ইহা মনে,
আমিই ইহার প্রিয়, অন্য কেহ নয়,
অবকাশ পেলে কিন্তু সে নারী আবার
করিবে সে পুরুষকে তৃণবৎ জ্ঞান।
নারীর চরিত্রে হেন কলুষতা হেরি
অসতীর সঙ্গত্যাগ করে ধর্ম্মবিৎ।

২২৯। গতানুগতিক হয় এইরূপে লোকে,
এইরূপে করে আর্দ্র হস্তের দাহন,
অসতী কে, মিত্রদ্রোহী কারে বলা যায়,
বলিনু বিস্তৃতভাবে সকল তোমায়।"

মহাসত্ত্ব এইরূপে বুদ্ধলীলায় যক্ষকে চারিটী সাধুনরধর্ম্ম শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া পূর্ণক বুঝিলেন, 'এই চারিটী ধর্মের উল্লেখদ্বারা বিদুর নিজের জীবনই ভিক্ষা করিতেছেন। আমি ইহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম; তথাপি ইনি পূর্ব্বে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছেন; আমি ইঁহার গৃহে তিন দিন অবস্থিতি করিয়া যথেষ্ট আদর যত্ন পাইয়াছি। আমি কিন্তু একটা রমণীর জন্য ইঁহার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছি। কাজেই আমি সর্ব্বথা মিত্রদ্রোহী। এই পণ্ডিতের কোন অনিষ্ট করিলে আমি সাধুনরধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইব। নাগকন্যায় আমার কি প্রয়োজন? আমি ইঁহাকে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া গিয়া তত্রত্য ধর্ম্মসভায় অবতারণ করিয়া দিব; নগরবাসীদিগের অশ্রুপ্লাবিত মুখে আবার হাস্য দেখা দিবে।' মনে মনে ইহা স্থির করিয়া পূর্ণক বলিলেন,

২৩০। তিন দিন ছিনু আমি আগারে তোমার;
হইয়াছি তৃপ্ত পেয়ে পানীয়, আহার।
তাই তুমি মিত্র মোর, ওহে প্রাজ্ঞবর;
দিনু মুক্তি; ইচ্ছামত যাও নিজ ঘর।

২৩১। নাগেরা কি চায়, কার্য্য আমার কি তাতে?
ঈপ্সিতার্থ তাহাদের যা'ক অধঃপাতে,
নাগকন্যালাভে মোর ইচ্ছা নাই আর;
করিব না কোনরূপ অহিত তোমার।
শুনাইয়া নিজে ধর্ম্মকথা সুভাষিত
বধ হ'তে মুক্তি আজ লভিলে, পণ্ডিত।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মাণবক, তুমি এখন আমাকে আমার গৃহে পাঠাইও না; আমাকে নাগভবনে লইয়া চল।

২৩২। চল লয়ে, যক্ষ মোরে যেখানে শ্বশুর তব করেন বসতি;
আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ কর অকুণ্ঠিতচিতে; চল শীঘ্রগতি।
নাগকুলেশ্বরে আর বিচিত্র বিমান তাঁর করিব দর্শন,
দেখি নাই পূর্ব্বে যাহা দেখি তাহা হবে এবে সার্থক নয়ন।"

পূর্ণক বলিলেন,

২৩৩। মানুষের পক্ষে যাহা হিতকর নয়,
প্রাজ্ঞ কি দেখিতে তাহা কোন কালে চায়?
অমিত্রসঙ্কুল সেই স্থানে কি কারণ
চাও, মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি করিতে গমন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৩৪। "আমিও জানি হে যক্ষ, যাহা নয় হিতকর
দেখিতে না চায় তাহা কভু কোন প্রাজ্ঞ নর।
কিন্তু আমি কোন কালে পাপ কিছু করি নাই।
ঘটিবে মরণ ভাবি, সে হেতু, না শঙ্কা পাই।

দেখ, আমি তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর যক্ষকেও ধর্ম্মকথা শুনাইয়া এমন মৃদুচিত্ত করিয়াছি যে, তুমি এখন বলিতেছ, 'নাগকন্যায় আমার প্রয়োজন নাই; আপনি নিজগৃহে প্রতিগমন করুন।' নাগরাজের মন নরম করিবার ভার আমার উপর থাকিল। তুমি আমাকে সেখানে লইয়া চল।" ইহা শুনিয়া পূর্ণক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,

১। পঞ্চম খণ্ডের মহাবোধি-জাতকের (৫২৮) ৩০শ এবং ষষ্ঠ খণ্ডের মূকপঙ্গু জাতকের ১০ম গাথা।

২৩৫। "এস, হে অমাত্যবর, সঙ্গে মোর গিয়া
দেখিবে অতুলৈশ্বর্য্যপূর্ণ সেই স্থান,
নৃত্যগীতোৎসবে যেথা করেন বসতি
নাগকুল-অধিপতি, করেন যেমন
বসতি নলিনীধামে[1] যক্ষেশ কুবের।

২৩৬। অহোরাত্র নিত্য সেথা নাগকন্যাগণ
বেড়ায় করিয়া কেলি, আছে সুপ্রচুর
পুষ্পমালা পুষ্পাচ্ছন্ন সে নাগভবনে;
শোভে তাহা, অন্তরিক্ষে সৌদামিনী যথা।

২৩৭। অন্নপানে সদাপূর্ণ সে নাগভবন,
সতত আনন্দময় নৃত্যবাদ্যগীতে;
অলঙ্কৃতা নাগকন্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার—
যত চাও, তত সেথা পাইবে দেখিতে।"

২৩৮। কুরুরাজামাত্যশ্রেষ্ঠ বিদুরে পূর্ণক
বসাইলা অশ্বপৃষ্ঠে নিজের পশ্চাতে।
লইয়া সে মহাপ্রাজ্ঞে যক্ষ এইরূপে
হইলেন উপনীত নাগেশভবনে।

২৩৯। অতুল-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সেই স্থানে গিয়া
রহিলেন দাঁড়াইয়া যক্ষের পশ্চাতে
বিদুর অমাত্যবর। হেরি নাগরাজ
যক্ষমানবের মধ্যে সৌহার্দ্দলক্ষণ,
শুধালেন জামাতাকে প্রথমে সম্ভাষি;

নাগরাজ বলিলেন,

২৪০। পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড আহরণ তরে
মর্ত্ত্যলোকে হয়েছিল গমন তোমার।
হয়েছে কি ইষ্টসিদ্ধি? মহাপ্রাজ্ঞ সেই
অমাত্যে লইয়া তুমি এসেছ কি হেথা?

পূর্ণক বলিলেন,

২৪১। এই সেই ধর্ম্মগোপ্তা হেথা উপস্থিত,
লভিতে যাঁহারে তব ইচ্ছা বলবতী।
সদুপায়ে আমি এঁরে করিয়াছি লাভ।
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তব, হের, নাগরাজ,
বলিবেন ধর্ম্মকথা এই মহামতি।
সাধুসঙ্গ হয় সদা সুখের কারণ।

মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নাগরাজ বলিলেন,

২৪২। দেখিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব এ নাগভবন,
মর্ত্ত্যবাসী মৃত্যুভয়ে হয়েছে কম্পিত;
ভয় পেয়ে আমায় না করে সম্ভাষণ;
নয় ত এমন ভয় প্রাজ্ঞজনোচিত।

মহাসত্ত্ব নাগরাজের সম্ভাষণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহার কথা শুনিয়া "তুমি আমার বন্দনীয় নও" ইহা না বলিয়া নিজের জ্ঞানলব্ধ উপায়কুশলতাবলে, "আমি বধাভাবাপন্ন; যে বধ্য সে কি কখনও বন্দনা করে?" এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

২৪৩। পাই নাই ভয়, নাগ; হই নি ক আমি
কাতর মৃত্যুর ভয়ে। বধ্য যেই জন
সে কি করে বধার্থীকে প্রিয় সম্ভাষণ?
বধার্থী বা সম্ভাষণ করে কি কখন
বধ্যজনে? এই হেতু রয়েছি নীরব।

২৪৪। বাঁধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব; পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে-কেবা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতিবচনের কোন আদান-প্রদান।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ দুইটী গাথায় মহাসত্ত্বের স্তুতি করিলেন ঃ—

২৪৫। বলিলে যা', সত্য তাহা, ওহে বিজ্ঞবর;
বধ্য বধার্থীকে নাহি করে সম্ভাষণ
বধার্থীও বধ্যকে না সম্ভাষে কখন।

২৪৬। বাঁধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব; পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে-কেবা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতিবচনের কোন আদান-প্রদান।

অতঃপর মহাসত্ত্ব নাগরাজকে প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন,

১। সংস্কৃত সাহিত্যে কুবেরের রাজধানী "অলকা" নামে বর্ণিত।

২৪৭। এই যে ঐশ্বর্য্য তব, মহিমা অপার, এই ঋদ্ধি, বলবীর্য্য তব, নাগেশ্বর,—
যদিও শাশ্বত বলি আশু মনে হয়, কিছুই প্রকৃত পক্ষে শাশ্বত ত নয়।
জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই হে তোমারে, এ মহাবিমান তুমি পেলে কি প্রকারে।
২৪৮। দৈবাৎ কি পাইয়াছ? কেহ কি নির্ম্মাণ করেছে তোমার এ বিচিত্র ভবন?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে? কিংবা দেবগণ দিয়াছেন তোমাকে এ বিচিত্র ভবন?
জিজ্ঞাসি, নাগেশ, এই উত্তম বিমান কি উপায়ে পাইয়াছ তুমি ভাগ্যবান্?[১]

নাগরাজ বলিলেন,

২৪৯। দৈবাৎ না পাইয়াছি; করে নি নির্ম্মাণ কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে, কিংবা দেবগণ দেন নাই আমাকে এ বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে করিতেছি বাস আমি এ মহাবিমানে।[২]

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৫০। কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন? কোন্ সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন?[৩]
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল— কি পুণ্যের বলে তুমি পেলে এ সকল?

নাগরাজ বলিলেন,

২৫১। আমি আর ভার্য্যা মোর ছিলাম যখন নরলোকে[৪] নরদেহ করিয়া ধারণ,
হয়েছিনু শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ; মুক্তহস্তে করিতাম দান অনুক্ষণ।
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত।[৫]
শ্রমণব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা; অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।
২৫২। যখন যা' আবশ্যক হইত যাহার, মালা-গন্ধ-বিলেপন-খট্টা-বাসাগার,
দীপ-আচ্ছাদন-শয্যা-অন্ন আর পান।[৬] সাদরে যাচকে মোরা করিতাম দান।
২৫৩। এই মোর ব্রহ্মচর্য্য, এই হিতব্রত; পেয়েছি এ সব সেই সুকৃতিবশতঃ।
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল, এ মহাবিমান—সব সে পুণ্যের ফল।

মহাসত্ত্ব বলিলেন

২৫৪। এ উপায়ে লাভ যদি করিয়াছ এ বিমান,
নিশ্চয় পুণ্যের ফল জান তুমি, মতিমান্।
পুণ্যবলে ভবান্তরে লভে জীব কি সুগতি,
তাহাও নিশ্চয় জানা আছে তব, নাগপতি।
অতএব সাবধানে কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান;
যেন জন্মান্তরে পুনঃ পাও হে হেন বিমান।

নাগরাজ বলিলেন,

২৫৫। নাই নাগলোকে শ্রমণব্রাহ্মণ, করিব যাঁদের তৃপ্তি সম্পাদন
অন্নপানদানে, হে অমাত্যবর। জিজ্ঞাসি তোমায়, দাও সদুত্তর,
কি করিলে প্রাপ্তি হইবে আমার ভাগ্যে এতাদৃশ বিমান আবার?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৫৬। জন্মিয়াছে হেথা নাগ অগণন— তব পুত্র দারা, অনুজীবিগণ।
ত্যজি দুষ্টভাব, কার্য্যে ও বচনে করহ পালন সেই সব জনে।
২৫৭। হও অপ্রদুষ্ট কার্য্যে ও বচনে; হও রত সদা আশ্রিতপালনে;
পূর্ণ আয়ুষ্কাল যাপি এ বিমানে যাবে শেষে ঊর্দ্ধতর দিব্যধামে।

১। পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ২৮শ গাথা।

২। পঞ্চমখণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ২৯শ গাথা।

৩। পঞ্চমখণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৩০শ গাথার প্রথমার্দ্ধ।

৪। টীকাকার বলেন, অঙ্গরাজ্যে কালচম্পা নগরে।

৫। পঞ্চম খণ্ডের শঙ্খপাল-জাতকের (৫২৪) ৩২শ গাথার শেষার্দ্ধ।

৬। গাথায় 'সেয্যং' (শয্যা) এবং 'সয়নং' উভয় পদই আছে। আমি 'সেয্য' শব্দে খাটিয়া প্রভৃতি এবং 'সয়ন' শব্দে মাদুর তোষক ইত্যাদি বুঝিলাম।

মহাসত্ত্বের ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগরাজ ভাবিলেন, 'পণ্ডিতকে আর অধিকক্ষণ ইঁহার গৃহ হইতে দূরে রাখিতে পারি না। ইঁহাকে লইয়া বিমলার নিকটে যাই এবং ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তাঁহার দোহদ নিবৃত্তি করি। তাহার পর ইঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়া রাজা ধনঞ্জয়ের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

২৫৮। সচিব যাঁহার তুমি, নিশ্চয় সে নরবর
তোমার বিহনে, প্রাজ্ঞ, পেয়েছেন দুঃখ বড়।
দুঃখিত যদিও এবে, শোকার্ত্ত হৃদয় তাঁর,
দেখিলে তোমায় সুখী হইবেক পুনর্ব্বার।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব একটী গাথায় নাগরাজের প্রশংসা করিলেন ঃ—

২৫৯। বলিলে যা' নাগরাজ, সাধুদের ধর্ম্ম তাহা;
তাহা হ'তে ভাল কিছু নাই।
বিজ্ঞজনোচিত বাক্য অতীব সুবিবেচিত
শুনি তব তৃপ্তি আমি পাই।
ঈদৃশী বিপৎ যবে উপস্থিত হয়, নাগ,
তখন(ই) জানিতে পারা যায়,
কি বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবলে মাদৃশ পণ্ডিত জন
অভিভূত নাহি হয় তায়।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ আরও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

২৬০। বল ত, পূর্ণক কি হে বিনামূল্যে লভেছে তোমায়?
অথবা তোমায় কি সে দ্যূতে করিয়াছে পরাজয়?
বলে সেই, "আনিয়াছি না করি অসাধু ব্যবহার;"
বল, শুনি, কি প্রকারে হস্তগত হইলে তাহার?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৬১। "যে রাজা আমার প্রভু ইন্দ্রপ্রস্থধামে,
হইলেন অক্ষদ্যূতে পরাজিত তিনি।
দ্যূতপণরূপে দত্ত আমি, নাগরাজ!
লভিলা পূর্ণক মোরে ধর্ম্ম-অনুসারে,
অসাধু উপায় কোন না করি প্রয়োগ।

২৬২। পণ্ডিতের সত্য কথা করিয়া শ্রবণ মহাতেজা মহোরগ হন হৃষ্টমন।
হাত ধরি মহাপ্রাজ্ঞে লইয়া তখন করিলেন বিমলার সকাশে গমন।

নাগরাজ বলিলেন,

২৬৩। "যাঁর জন্য পাণ্ডুবর্ণ শরীর তোমার, অন্নপানে নাহি রুচি, কর না আহার,
শুনিলে শ্রীমুখে যাঁর ধর্ম্মের দেশন অজ্ঞানতিমিরমুক্ত হয় জীবগণ,
অতুলা যাঁহার প্রজ্ঞা, সেই সুপণ্ডিত বিদুর সম্মুখে তব এবে উপস্থিত।
২৬৪। হৃৎপিণ্ড পাইতে যাঁর ছিলে ব্যগ্রচিত্ত; জ্ঞানপ্রভাকর সেই এবে সমুদিত।
শুন, প্রিয়ে, শ্রীমুখের মধুর বচন; সুদুর্লভ পুনর্ব্বার ইঁহার দর্শন।'

২৬৫। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের পেয়ে দরশন,
বিমলা প্রণমে তারে যুড়ি দশাঙ্গুলি;
লভিয়া পরমা প্রীতি প্রহৃষ্ট অন্তরে
কুরুরাজামাত্যশ্রেষ্ঠে বলে অতঃপর ঃ—

[বিমলা ও বিদুরের বচন—প্রতিবচন]

২৬৬। "দেখিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব এ নাগভবন ভয় পেয়ে আমাকে না করে সম্ভাষণ।
মর্ণাশায় মৃত্যুভয়ে হয়েছে কম্পিত, নয়ই ত এমন ভয় বিজ্ঞজনোচিত।

২৬৭। "পাই নাই ভয়, নাগ, হই নি ক আমি
কাতর মৃত্যুর ভয়ে, বধ্য যেই জন,
সে কি করে বধার্থীকে কভু সম্ভাষণ?

২৬৮। বাঁধতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব, পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে-কেবা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতি-বচনের কিছু আদান-প্রদান।"

২৬৯। "বলিলে যা", সত্য তাহা, ওহে বিজ্ঞবর;
বধ্য বধার্থীকে নাহি করে সম্ভাষণ,
বধার্থীও বধ্যকে না সম্ভাষে কখন।

২৭০। বধিতে যাহাকে ইচ্ছা, প্রীতি-সম্ভাষণ
করা তারে অসম্ভব, পেতে তার ঠাঁই
প্রীতি-সম্ভাষণ নিজে-কেবা আশা করে?
পারে না এমন ক্ষেত্রে হ'তে কোনরূপে
প্রীতি-বচনের কিছু আদান-প্রদান।"

২৭১। 'এই যে ঐশ্বর্য্য তব, মহিমা অপার,   এই ঋদ্ধিবলবীর্য্য প্রভৃতি তোমার—
যদিও শাশ্বত বলি আজ মনে হয়,   কিছুই প্রকৃত পক্ষে শাশ্বত ত নয়।
জিজ্ঞাসা করিতে আমি চাই লো তোমারে   এ মহাবিমান তুমি পেলে কি প্রকারে?
২৭২। দৈবাৎ কি পাইয়াছ? কেহ কি নির্ম্মাণ   করেছে তোমার তরে এ মহাবিমান?
নির্ম্মাণ করেছ নিজে? কিংবা দেবগণ   দিয়াছেন তোমারে এ বিচিত্র ভবন?
বল শুনি, নাগকন্যে, কি উপায়ে তুমি   করিয়াছ লাভ হেন দিব্যবাসভূমি?"
২৭৩। "দৈবাৎ না পাইয়াছি, করে নি নির্ম্মাণ   কেহই আমার তরে এ মহাবিমান।
করি নি নির্ম্মাণ নিজে, কিংবা দেবগণ   দেন নাই আমারে ত বিচিত্র ভবন।
নিষ্পাপ স্বকর্ম্মবলে, পুণ্য-অনুষ্ঠানে   করিতেছি বাস আমি এ মহাবিমানে।"
২৭৪। "কি ব্রত, কি ব্রহ্মচর্য্য করেছ পালন?   কোন্ সুকৃতির ফল এ দিব্য ভবন?
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল—   কি পুণ্যের বলে তুমি পেলে এ সকল।"
২৭৫। "আমি আর পতি মোর ছিলাম যখন   নরলোকে নরদেহ করিয়া ধারণ,
হয়েছিনু শ্রদ্ধাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ;   মুক্তহস্তে করিতাম দান অনুক্ষণ,
রাজপথ-সন্নিহিত দীর্ঘিকার মত   গৃহ মোর সর্ব্বভোগ্য থাকিত সতত।
শ্রমণব্রাহ্মণগণ যাইতেন সেথা;   অন্নপানে লভিতেন সন্তোষ সর্ব্বথা।
২৭৬। যখন যা' আবশ্যক হইত যাহার   মালাগন্ধবিলেপন খট্টাবাসাগার
দীপ-আচ্ছাদন-শয্যা-অন্ন আর পান   সাদরে যাচকে মোরা করিতাম দান।
২৭৭। এই মোর ব্রহ্মচর্য্য, এই হিতব্রত   পেয়েছি এসব সেই সুকৃতিবশতঃ।
এই ঋদ্ধি, এ মহিমা, এই বীর্য্যবল,   এ মহাবিমান—সব সে পুণ্যের ফল।"

২৭৮। "এ উপায়ে লাভ যদি করেছ এ বাসভূমি,
নিশ্চয় পুণ্যের ফল, নাগজায়ে, জান তুমি।
পুণ্যবলে ভবান্তরে লভে জীব যে সুগতি,
তাহাও নিশ্চয় জানা আছে তব, ভাগ্যবতী।
অতএব সাবধানে কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
যেন জন্মান্তরে পুনঃ পাও লো হেন বিমান।"

২৭৯। "নাই নাগলোকে শ্রমণব্রাহ্মণ,   করিব যাঁদের তৃপ্তি সম্পাদন
অন্নপানদানে, হে অমাত্যবর   জিজ্ঞাসি তোমায়, দাও সদুত্তর,
কি করিলে প্রাপ্তি হইবে আমার   ভাগ্যে এতাদৃশ বিমান আবার?"
২৮০। "জন্মিয়াছে হেথা নাগ অগণন—   তব পতিপুত্র-অনুজীবিগণ।
ত্যজি দুষ্টভাব, কার্য্যে ও বচনে   হও রত সদা আশ্রিত-পালনে;
পূর্ণ আয়ুষ্কাল যাপি এ বিমানে   যাবে শেষে ঊর্দ্ধতর দিব্যধামে।"

২৮১। "সচিব যাঁহার তুমি, নিশ্চয় সে নরবর
তোমার বিহনে, প্রাজ্ঞ, পেয়েছেন দুঃখ বড়।
দুঃখিত যদিও এবে, শোকার্ত হৃদয় তাঁ'র,
দেখিলে তোমায় সুখী হইবেক পুনর্ব্বার।"

২৮২। "বলিলে যা", নাগজায়ে   সাধুদের ধর্ম্ম তাহা;
তাহা হ'তে ভাল কিছু নাই।

বিজ্ঞজনোচিত বাক্য অতীব সুবিবেচিত
শুনি তব তৃপ্তি আমি পাই।
ঈদৃশী বিপৎ যবে উপস্থিত হয়, নাগি,
তখনই জানিতে পারা যায়,
কি বিশিষ্ট প্রজ্ঞাবলে মাদৃশ পণ্ডিতজন
অভিভূত নাহি হয় তার।"

২৮৩। "বল ত, পূর্ণক কি হে বিনামূল্যে লভেছে তোমায়?
অথবা তোমায় কি সে দ্যূতে করিয়াছে পরাজয়?
বলে সেই, 'আনিয়াছি না করি অসাধু ব্যবহার'।
বল, শুনি, কি প্রকারে হস্তগত হইলে তাহার?"

২৮৪। 'যে রাজা আমার প্রভু ইন্দ্রপ্রস্থধামে,
হইলেন অক্ষদ্যূতে পরাজিত তিনি।
দ্যূতপণরূপে দত্ত আমি, নাগজায়ে।
লভিলা পূর্ণক মোরে ধর্ম্ম-অনুসারে,
অসাধু উপায় কোন না করি প্রয়োগ।"

২৮৫। করিয়াছিলেন যে যে প্রশ্ন নাগরাজ,
নাগী তবে জিজ্ঞাসিলা পণ্ডিতে সে সব।

২৮৬। বরুণের প্রশ্নোত্তর দিয়া সুধীবর
করিয়াছিলেন তাঁর সন্তোষসাধন;
নাগীর প্রশ্নের(ও) সেই মত সদুত্তরে
সন্তোষসাধন সুধী করিলেন তাঁর।

২৮৭। নাগরাজ, নাগজায়া, প্রসন্ন উভয়ে
হয়েছেন বুঝি সুধী অবিকলচেতা
নির্ভয়, অরোমাঞ্চিত—বলিলা দু'জনে,

২৮৮। "কোন চিন্তা নাই, নাগ। মিত্র বলি মোরে
বাঁধিতে নারিবে আর—ত্যজ এ ভাবনা;
আছি দাঁড়াইয়া আমি। আমার দেহের
মাংসে কিংবা হৃৎপিণ্ডে থাকে যদি তব
প্রয়োজন, স্বহস্তেই করিয়া ছেদন
সাধন করিব তাহা, বলিবে যেরূপে।"

নাগরাজ বলিলেন,

২৮৯। প্রজ্ঞাই হৃৎপিণ্ড হয় পণ্ডিত জনের।
পরম সন্তোষ মোরা করিয়াছি লাভ
অতুলা প্রজ্ঞার তব পেয়ে পরিচয়।
যাহার অনূন নাম[1], লভুক সে এবে
তনয়াকে আমাদের, রাখুক তোমায়
অদ্যই সে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থধামে।

ইহা বলিয়া বরুণ ইরন্দতীকে পূর্ণকের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। পূর্ণক ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মহাসত্ত্বের সহিত শিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৯০। ইরন্দতীলাভে হ'য়ে প্রহৃষ্ট অন্তর
মহোল্লাসে বলিলেন পূর্ণক তখন
কুরুরাজামাত্যবরে,

২৯১। "প্রসাদে তোমার
করিলাম ভার্য্যা লাভ; এ উপকারের
উপযুক্ত প্রতিদান করিব নিশ্চয়।
দিনু এই মহামণি; করহ গ্রহণ।
কুরুদেশে পৌঁছাইয়া দিতেছি তোমায়।

মহাসত্ত্বও পূর্ণকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,

১। অর্থাৎ যাহার নাম "পূর্ণক"।

২৯২। "থাক যেন, কাত্যায়ন, ভার্য্যাসহ তব
অচ্ছেদ্য প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সতত।
করহ সানন্দচিত্তে, প্রসন্ন অন্তরে
মণি মোরে দান, যক্ষ। দাও পৌঁছাইয়া
সত্বর আমাকে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থধামে"

২৯৩। তুমি অশ্বপৃষ্ঠে কুরুরাজামাত্যবরে
পূর্ণক বসান তাঁরে সম্মুখে নিজের।
মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে ল'য়ে এই ভাবে
ইন্দ্রপ্রস্থ-অভিমুখে করিলা গমন।

২৯৪। মনোগতি শীঘ্র অতি; শীঘ্র ততোঽধিক
হইল আকাশপথে গতি পূর্ণকের।
নিমেষ না হ'তে গত কুরুরাজামাত্যে
লয়ে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে হন উপস্থিত।

অতঃপর পূর্ণক বলিলেন,

২৯৫। হের এই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী রমণীয়া,
নানা খণ্ডে সুবিভক্ত, আম্রবণ সব
রয়েছে চৌদিকে ওর, আহো কি সুন্দর।
দাও হে বিদায়; হ'ল স্ত্রীলাভ আমার;
তুমিও স্বগৃহে, সুধী হ'লে প্রত্যাগত।

ঐদিন প্রত্যূষকালে রাজা ধনঞ্জয় এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। স্বপ্নটী এই ঃ—রাজভবনের দ্বারদেশে যেন একটী মহাবৃক্ষ রহিয়াছিল; উহার স্কন্ধ প্রজ্ঞাময়, শাখাপ্রশাখা দশশীল, ফল পঞ্চগোরস[১], অলঙ্কৃত হস্তী ও অশ্বসমূহ যেন উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল এবং বহুলোকে যেন কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া ভক্তিভরে উহার পূজা করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ সেখানে এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি দেখা দিল; তাহার পরিধান রক্তবস্ত্র, কর্ণে রক্তপুষ্পের কুণ্ডল, হস্তে আয়ুধ। সে আসিয়াই বৃক্ষটীকে সমূলে ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। লোকে তাহা দেখিয়া পরিদেবন করিতে লাগিল; সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ছিন্ন বৃক্ষটীকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া উহা পূর্ব্বস্থানেই স্থাপিত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা এই স্বপ্নের মর্ম্ম উদঘাটনপূর্ব্বক স্থির করিলেন, 'মহাবৃক্ষটী আর কিছুই নয়, উহা বিদুর পণ্ডিত, যে ব্যক্তি বহুলোকের পরিদেবনে কর্ণপাত না করিয়া উহাকে সমূলে ছেদন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেও আর কেহ নয়, সেই মাণবক, যে বিদুর পণ্ডিতকে লইয়া গিয়াছে। সেই লোকটা যে বৃক্ষটীকে আনিয়া পুনর্ব্বার যথাস্থানে রাখিয়া গিয়াছে, ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, সে পণ্ডিতকে আনয়নপূর্ব্বক ধর্ম্মসভায় রাখিয়া চলিয়া যাইবে। অতএব তিনি সেই দিনই পণ্ডিতের দর্শন লাভ করিবেন।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, সমস্ত নগর ও ধর্ম্মসভা সুসজ্জিত করাইলেন, পূর্ব্বকথিত এক শত এক জন ভূপতি এবং পৌর ও জানপদগণে পরিবৃত হইয়া বলিলেন "তোমরা চিন্তা করিও না; অদ্যই পণ্ডিতকে এখানে দেখিতে পাইবে।" সকলকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তিনি পণ্ডিতের আগমনপ্রতীক্ষায় ধর্ম্মসভায় বসিয়া রহিলেন; এদিকে পূর্ণকও পণ্ডিতকে ধর্ম্মসভাদ্বারে অবতারণ করিয়া উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং ইরন্দতীকে লইয়া নিজের দেবনগরে চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন—

২৯৬। কুরুজামাতাবরে ধর্ম্মসভামাঝে
দিলা নামাইয়া সেই যক্ষ দিব্যরূপ,
আজানেয় অশ্বে পুনঃ করি আরোহণ
করিলা আকাশ-পথে তখন(ই) প্রস্থান।

২৯৭। দরশন পুনর্ব্বার পেয়ে বিদুরের
লভিলা পরমা প্রীতি কুরুরাজ মনে;
উঠিয়া আসন হ'তে বিস্তারিয়া বাহু
করিলেন আলিঙ্গন অকম্পিত দেহে;
সকলের পুরোভাগে, সভাজন মাঝে
বসালেন সুধীবরে উত্তম আসনে।

বিদুরের সঙ্গে সস্নেহে সম্ভাষণ-প্রতিসম্ভাষণানন্তর রাজা মধুরস্বরে বলিলেন,

---

১। পঞ্চগোরস — ক্ষীর, দধি, ঘৃত, ননী ও সর্পিঃ।

২৯৮। সারথি সজ্জিত রথ চালায় যেমন,
তুমিও তেমনি সদা উপদেশদানে
সৎপথে চালাও আমা সবে, বিজ্ঞবর।
কুরুরাজ্যবাসী সব দর্শনে তোমার
কত যে সন্তুষ্ট, তাহা কি বলিব আর?
মাণবকহস্ত হ'তে বল, কি উপায়ে
মুক্তি লভি ফিরি তুমি আসিলে এখানে?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৯৯। "বলিলেন মাণবক যাঁরে, নন তিনি
নর, হে নৃপশার্দ্দূল! পূর্ণকের নাম
বোধ হয় আছে তব শ্রবণ-গোচর।
ইনি সে পূর্ণক, প্রভো, মহা-ঋদ্ধিমান,
যক্ষরাজ কুবেরের সচিবপ্রধান।

৩০০। মহাকায়, শ্বেতবর্ণ, মহাবীর্য্যবান্
বরুণ নামক রাজা উরগভবনে ;
কন্যা তাঁর ইরন্দতী সর্ব্বাংশে সদৃশী
পিতার মাতার যিনি ; পূর্ণক তাঁহার
হয়েছিলা পাণিপীড়নাভিলাষী, দেব।

৩০১। সুমধ্যা সে প্রিয়া নাগসুতার কারণ
পূর্ণক করিলা চেষ্টা বধিতে আমায়
ভার্য্যালাভ ভাগ্যে তাঁর ঘটেছে এখন;
মহামণি করি লাভ আমিও তাঁহার
পাইয়াছি অনুমতি ফিরিতে এখানে।

মহারাজ, আমি চতুষ্পোষধিক প্রশ্নের যে সদুত্তর দিয়াছিলাম,[১] তাহাতে প্রসন্ন হইয়া সেই নাগরাজ আমাকে একটী মণি দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তিনি নাগলোকে প্রতিগমন করিলে বিমলা দেবী, মণি কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে বিমলার মনে ধর্ম্মকথা শুনিবার ইচ্ছা হয় এবং আমার হৃৎপিণ্ড পাইবার জন্য তাঁহার দোহদ জন্মিয়াছে, এই কথা বলেন। নাগরাজ ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার কন্যা ইরন্দতীকে বলিয়াছিলেন, "বিদুরের হৃদয়মাংস পাইবার জন্য তোমার মাতার দোহদ হইয়াছে; তাহা আনিতে সমর্থ, এমন স্বামী লাভ করিবার চেষ্টা কর।" স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইয়া ইরন্দতী বৈশ্রবণের ভাগিনেয় পূর্ণক নামক যক্ষকে দেখিতে পান। পূর্ণক তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হইয়াছেন দেখিয়া ইরন্দতী তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া যান। নাগরাজ বলেন যে, তিনি বিদুরের হৃদয়-মাংস আনয়ন করিতে পারিলে ইরন্দতীকে লাভ করিবেন। পূর্ণক বিপুলগিরিতে গিয়া রাজচক্রবর্ত্তী-পরিভোগ্য মণি আহরণ করেন এবং আপনার সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় জয়ী হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। তিনি আমার গৃহে তিন দিন ছিলেন; তাহার পর আমাকে তাঁহার অশ্বের পুচ্ছ ধরাইয়া হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া যান। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বৃক্ষের ও পর্ব্বতের আঘাতে আমার মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তিনি ঊর্দ্ধস্থ সপ্তমস্তরের বৈরম্ভ বায়ু[২] সঙ্গে লইয়া আমার দিকে উল্লম্ফন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে, আমাকে ষষ্টিযোজন উচ্চ কালাগিরির উপরে স্থাপিত করিয়া সিংহাদির বেশে নানারূপ ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কিছুতেই আমাকে মারিতে পারিলেন না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আমাকে বধ করিতে চান কেন'? তিনি ইহার উত্তরে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন; আমি তাঁহাকে সাধুনরধর্ম্ম শুনাইলাম; তাহা শুনিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন, এবং আমাকে এখানে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে লইয়া নাগভবনে গমন করিলাম এবং নাগরাজ ও বিমলাকে ধর্ম্মকথা শুনাইলাম। তাহাতে নাগলোকের সকলেই পরমসন্তোষ লাভ করিল। আমি নাগলোকে ছয় দিন বাস করিলে নাগরাজ পূর্ণকের হস্তে ইরন্দতীকে সম্প্রদান করিলেন। ইহাতে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া পূর্ণক সেই মহামণি দিয়া আমার সম্মুখের আসনে এবং ইরন্দতীকে পশ্চাতে বসাইয়া নিজে মধ্যমাসনে উপবিষ্ট হইলেন, আমাকে এখানে আনিয়া সভামধ্যে নামাইয়া দিলেন এবং ইরন্দতীকে লইয়া নিজের নগরে চলিয়া গেলেন। অতএব বুঝিতে পারিলেন, মহারাজ, যে, পূর্ণক তাঁহার প্রিয়া সেই সুমধ্যা নাগকন্যার জন্যই আমার প্রাণবধের চেষ্টা

১। এই খণ্ডের ১৭৮ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

২। বৈরম্ভ বায়ুর সম্বন্ধে ৫ম খণ্ডের ১৪৮ম ও ২৭৪ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন, এবং শেষে আমারই প্রজ্ঞাবলে তিনি ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন। আমার ধর্ম্মকথা শুনিয়া নাগরাজ প্রসন্নচিত্তে আমাকে ফিরিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং আমি পূর্ণকের নিকট হইতে এই সর্ব্বকামদ রাজচক্রবর্ত্তী-পরিভোগ্য মহামণি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ, আপনি এই মণি গ্রহণ করুন।" ইহা বলিয়া বিদুর রাজাকে সেই মণি দান করিলেন। রাজা প্রত্যূষকালে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এখন তাহা নগরবাসীদিগকে বলিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ভো নাগরিকগণ, আমি আজ যে-স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ঃ—

৩০২। জন্মিল অপূর্ব্ববৃক্ষ প্রাসাদের দ্বারে;—
প্রজ্ঞাময় কাণ্ড তাঁর; শীলসমুচ্চয়ে
গঠিত হয়েছে তার শাখা ও প্রশাখা;
ধর্ম্মে আর অর্থে পুষ্ট সেই তরুবর;
ফল তার পঞ্চবিধ—ক্ষীর, নবনীত,
দধি, তক্র, সর্পিঃ আর, বেষ্টিত সর্ব্বতঃ
গো-অশ্ব-মাতঙ্গ দ্বারা;

৩০৩। পূজিতে সে তরু
হইল প্রবৃত্ত লোকে মহাসমারোহে;
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বা বাজায়
হেন কালে অকস্মাৎ পুরুষ ভীষণ
ছেদি সেই তরু লয়ে করিল গমন।
হয়েছেন গৃহে মোর সেই মহাতরু
সমাগত পুনর্ব্বার; এস, সবে মিলি
বিধিমত পূজা তাঁর করিব এখন।

৩০৪। লভি অনুগ্রহ মোর সন্তুষ্ট যাহারা,
কর সবে আজ নিজ সন্তোষ প্রকাশ ;
উপহার সুপ্রচুর করি আনয়ন
পূজ এই তরুবরে মনের উল্লাসে।

৩০৫। আমার এ রাজ্যে বদ্ধ রয়েছে যাহারা,
বন্ধন হইতে মুক্ত হোক সবে আজ।
বিদুর বন্ধনমুক্ত হলেন যেমন,
সেইরূপে দাও মুক্তি বদ্ধজীবগণে।

৩০৬। হউক এ রাজ্যে মহোৎসব এক মাস;[১]
রাখুক লাঙ্গল তুলি কৃষিজীবিগণ।
পলান্নে করাও সবে ব্রাহ্মণভোজন।
উপচিয়া পড়ে মদ্য, হেন পূর্ণ পাত্র
হাতে লয়ে মদ্যপেরা স্ব স্ব পানাগারে
বসিয়া করুন পান ইচ্ছা যত হয়।

৩০৭। রাজপথ সমুদায় কর সুসজ্জিত;
আহ্বানি আনহ সেথা বারাঙ্গণাগণে
শান্তিরক্ষা হেতু কর ব্যবস্থা এমন,
না পারে করিতে যেন একে অপরের
কোনরূপ ক্ষতি কভু, কর এইরূপে
সকলে মিলিয়া পূজা এ তরুবরের।

রাজা এইরূপ বলিলে,

৩০৮। রাজপত্নী, রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ—
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।

৩০৯। গজারোহ-অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ,
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।

৩১০। সমবেত হয়ে পৌরজানপদগণ,
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান
সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বিদুর পণ্ডিতবরে দেখাতে সম্মান।

৩১১। হেরি বিদুরকে গৃহে প্রত্যাগত
দেখি তাঁরে সবে হরষের বেগে
হয় মগ্ন সবে আনন্দসাগরে।
উত্তরীয় বাস সঞ্চালন করে।[২]

একমাস পরে উৎসব শেষ হইল। অতঃপর মহাসত্ত্ব যেন বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন ; তিনি সমস্ত লোককে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, রাজাকে উপদেশ দিলেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন, এইভাবে অতিবাহিত করিয়া স্বর্গপরায়ণ হইলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া রাজা এবং কুরুরাজ্যবাসী অন্য সকলেও দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক আয়ুঃক্ষয়ান্তে স্বর্গপুরী পূর্ণ করিতে গেলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশন শেষ করিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও উপায়কুশল ছিলেন।

সমবধান—তখন বর্ত্তমান রাজকুলের মাতাপিতা ছিলেন বিদুরের মাতাপিতা; রাহুলমাতা ছিলেন বিদুরের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা ; রাহুল ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সারিপুত্র ছিলেন নাগরাজ বরুণ, মৌদগল্যায়ন ছিলেন সেই সুপর্ণরাজ, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র ; আনন্দ ছিলেন রাজা ধনঞ্জয় এবং আমি ছিলাম বিদুর পণ্ডিত।]

১। 'উদ্ধসা মাসমিমং করন্ত।'

২। 'চেলুক্খেপো পবত্তথ'। ইহা সাহেবী 'waving of handkerchief' এর মত।

৫৪৬—মহা উন্মার্গ-জাতক[১]

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় উপবিষ্ট হইলে তথাগতের-প্রজ্ঞাপারমিতা বর্ণনা, করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "অহো! তথাগতের কি অসামান্যা প্রজ্ঞা। ইহা মহিয়সী ও বিশ্বব্যাপিনী; ইহা যেমন রসবতী; তেমনই প্রত্যুৎপন্না; ইহা সুতীক্ষ্ণা ও বিরুদ্ধবাদ-খণ্ডনকুশলা। এই অপার প্রজ্ঞাবলে তিনি কূটদন্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে, সভিক প্রভৃতি পরিব্রাজকদিগকে, অঙ্গুলিমাল প্রভৃতি দস্যুদিগকে, আলবক প্রভৃতি যক্ষদিগকে, শক্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে এবং বক প্রভৃতি ব্রহ্মাদিগকে[২] সম্পূর্ণরূপে বিনীত করিয়া স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছেন, সহস্র সহস্র লোককে প্রব্রজ্যা দিয়া মার্গফলের অধিকারী করিয়াছেন। ভিক্ষুরা এইরূপে শাস্তার মহাপ্রজ্ঞার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা আলোচ্যমান বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এখনই প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছেন, এমন নহে, যখন তাঁহার জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপক্কতা জন্মে নাই, যখন তিনি বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আশায় বোধিসত্ত্বরূপে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই অতীতকালেও তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন ঃ—

---

(১)

পুরাকালে মিথিলায় বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। সেনক, পুক্কুশ, কবীন্দ্র ও দেবেন্দ্র, এই চারিজন পণ্ডিত তাঁহার ধর্ম্মানুশাসকের কাজ করিতেন। যেদিন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি লাভ করেন,[৩] সেইদিন প্রত্যূষকালে রাজা এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ঃ—রাজাঙ্গনের চারিকোণে চারিটী অগ্নিস্তম্ভ যেন মহাপ্রাকারের সমান উচ্চ হইয়া জ্বলিতেছিল; পরে তাহাদের মধ্যে খদ্যোতপ্রমাণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া মুহূর্তমধ্যে অগ্নিস্তম্ভ চারিটীকে অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রমাণ উচ্চতা লাভ করিল এবং চক্রবালসকল এরূপে উদ্ভাসিত করিয়া রহিল যে, ভূপতিত সর্ষপবীজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল, দেবমানব প্রভৃতি সমস্ত লোক মাল্যগন্ধাদি দ্বারা তাহার পূজা করিতে লাগিল, বহুলোক তাহার ভিতর দিয়া গতায়াত করিল, কিন্তু কাহারও লোমকূপমাত্রও উষ্ণতা অনুভব করিল না।

এই স্বপ্ন দেখিয়া রাজা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন এবং না জানি ইহা হইতে কি অনর্থই ঘটিবে, অরুণোদয় পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত পণ্ডিত চারিজন, প্রাতঃকালেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন ত?" রাজা বলিলেন, "সুখ কোথায় পাইব? আমি এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি!" তাহা শুনিয়া সেনক পণ্ডিত বলিলেন, "ভয় পাইবেন না, মহারাজ। এ সুস্বপ্ন ; ইহাতে আপনার শ্রীবৃদ্ধিই হইবে।" "কিরূপে বুঝিলেন?" "এমন একজন পঞ্চম পণ্ডিতের আবির্ভাব হইবে, যিনি আমাদের এই চারিজনকে অতিক্রমপূর্ব্বক নিষ্প্রভ করিবেন। আমরা আপনার স্বপ্নদৃষ্ট অগ্নিস্তম্ভ চারিটী ; তাহাদের মধ্যস্থলে যে অগ্নিস্তম্ভ দেখিয়াছেন, তাহাই সেই পঞ্চম পণ্ডিত। দেবলোকে ও নরলোকে, কুত্রাপি তাঁহার তুলাকক্ষ কেহ থাকিবে না।" "তিনি এখন

১। উন্মার্গ—ভূগর্ভে খাত পয়ঃপ্রণালী, সুরঙ্গ বা বর্ত্ম—ইংরাজী tunnel বা mine শব্দের তুল্যার্থবাচক।

২। কূটদন্ত—মগধরাজ্যের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি খানুমৎনগরে বাস করিতেন। ইনি একদিন যজ্ঞার্থ বহু পশুবধের আয়োজন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে বুদ্ধদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া দেন যে, দানই প্রকৃত যজ্ঞ, অন্য যজ্ঞ বৃথা। তখন কূটদন্ত পঞ্চশত শিষ্যসহ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

সভিক—ইনি একজন বিখ্যাত তার্কিক। ইনি প্রথমে গৌতমকে তরুণবয়স্ক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু শেষে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। শাস্তা তখন বেণুবনে অবস্থিতি করিতেন।

আলবক—এই নামধেয় এক যক্ষ গৌতমকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করেন এবং উত্তরশ্রবণে প্রীত হইয়া বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হন। চতুর্থ খণ্ডের (মহাকৃষ্ণ-জাতক) ১২৪ ১২৫ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

বক—বৌদ্ধেরা বলেন যে, ব্রহ্মলোক বহু, ব্রহ্মাও বহু। বকব্রহ্মা তাঁহাদের অন্যতম। বক অনিত্যত্ববাদ স্বীকার করিতেন না; তিনি ভাবিতেন, ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মত্ব নিত্য। গৌতম ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দেন। বকব্রহ্ম-জাতক (৪০৫) দ্রষ্টব্য।

৩। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধপঞ্চ বিনষ্ট হয়, পঞ্চস্কন্ধ আবার মিলিত হইলে জন্মান্তর ঘটে।

কোথায়?'' সেনক নিজের বিদ্যাবলে দিব্যচক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, ''মহারাজ, তিনি অদ্য হয় প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়াছেন ; নয় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।'' তখন হইতে রাজা এই কথা স্মরণ করিয়া রাখিলেন।

তৎকালে মিথিলা নগরীর চতুর্দ্বারসমীপে পূর্ব্ব যবমধ্যক, দক্ষিণ যবমধ্যক, পশ্চিম যবমধ্যক ও উত্তর যবমধ্যক নামে চারিখানি গণ্ডগ্রাম ছিল।[১] ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে শ্রীবর্দ্ধন নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম সুমনা দেবী। যে দিনের কথা হইল, সেইদিন, রাজার স্বপ্নদর্শনসময়ে, মহাসত্ত্ব ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন ত্যাগ করিয়া এই রমণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। অপর এক সহস্র দেবপুত্রও ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন ত্যাগ করিয়া সেই গ্রামেই অন্যান্য শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠীদিগের কুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিলেন। সুমনা দেবী দশমাস গর্ভধারণ করিয়া এক হেমবর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ সময়ে শক্র নরলোক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মহাসত্ত্ব মাতৃগর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছেন জানিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'এই বুদ্ধাঙ্কুরকে দেবলোকে ও নরলোকে প্রকটিত করিতে হইবে।' মহাসত্ত্ব যখন ভূমিষ্ঠ হইতেছিলেন, তখন শক্র অদৃশ্যমান শরীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে একখণ্ড ওষধি স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ ওষধিখণ্ড মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী কিছুমাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিলেন না। ধর্ম্মঘট (কমণ্ডলু) হইতে জল যেমন সহজে নির্গত হয়, তিনিও সেইরূপ সহজে মাতৃগর্ভ হইতে বিনা ক্লেশে বহির্গত হইলেন। জননী তাঁহার হস্তে ওষধি-খণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ''বাবা, তুমি এ কি পাইয়াছ?'' মহাসত্ত্ব বলিলেন, ''মা, ইহা ঔষধ।'' অনন্তর তিনি সেই দিব্য ঔষধ মাতার হস্তে দিয়া বলিলেন, ''মা, এই ঔষধ লও; যাহার যে কোন পীড়া হউক না কেন, তাহাকেই এই ঔষধ দিও।'' সুমনা দেবী তুষ্ট ও প্রহৃষ্ট হইয়া শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। শ্রীবর্দ্ধন সাত বৎসর শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন; তিনি সুমনার কথায় অতি আহ্লাদিত হইয়া ভাবিলেন, 'এই কুমার মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে ঔষধ লইয়া আগমন করিয়াছে; জন্মমুহূর্ত্তেই মাতার সঙ্গে কথা বলিয়াছে। এরূপ পুণ্যশীলসত্ত্বপ্রদত্ত ঔষধ নিশ্চয় মহাফলপ্রদ হইবে।' তিনি ঐ ঔষধ শিলে ঘষিয়া অল্পমাত্র ললাটে মাখিলেন; অমনি তাঁহার সপ্তবর্ষের শিরোযন্ত্রণা দূর হইল, নিমিষের মধ্যে পদ্মপত্র হইতে যেন জল সরিয়া গেল। তিনি হর্যভরে বলিতে লাগিলেন, 'অহো! এই ঔষধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা।''

মহাসত্ত্ব যে ঔষধ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, একথা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইল ঃ যত ব্যাধিগ্রস্ত লোক, সকলে শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া ঔষধ চাহিতে লাগিল; দিব্যৌষধ শিলে ঘষিয়া ও জলে গুলিয়া শ্রেষ্ঠীর লোকজন সকলকেই একটু একটু দিত; তাহা শরীরে মাখিবামাত্র সকলেরই পীড়োপশম হইত; ব্যাধিমুক্ত লোকেরা মহানন্দে বলিয়া বেড়াইত, ''শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর গৃহে যে ঔষধ আছে, তাহার অতি অদ্ভুত ক্ষমতা!'' মহাসত্ত্বের নামকরণ-দিবসে শ্রীবর্দ্ধন ভাবিলেন, 'পূর্ব্বপুরুষদিগের নামানুসারে আমার পুত্রের নাম রাখিবার প্রয়োজন নাই; বৎস আমার ঔষধনামা হউক।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পুত্রের ''ঔষধকুমার'' এই নাম রাখিলেন। তাহার পর তিনি আবার ভাবিলেন, 'আমার পুত্র মহাপুণ্যবান্; সে একাকী জন্মগ্রহণ করে নাই; তাহার সঙ্গে একই সময়ে আরও অনেক বালক জন্মিয়াছে।' তিনি অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, সেদিন আরও এক সহস্র কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তিনি এই সকল বালকের জন্য বস্ত্র ও ধাত্রী প্রেরণ করিলেন, এবং তাহারা ঔষধকুমারের সহচর হইবে, এই অভিপ্রায়ে আপন পুত্রের ন্যায় তাহাদেরও মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। তাহারা প্রতিদিন অলঙ্কৃত হইয়া বোধিসত্ত্বের সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য আনীত হইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়া দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন। সপ্তমবর্ষকালে তাঁহার দেহ সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় মনোহর হইল।

১। যব — [illegible] যবমধ্যক গ্রাম বলিলে চারি দিকে [illegible] গ্রাম বুঝায়। মিথিলার চারি দিকে এইরূপ চারিখানি গ্রাম ছিল। ইহাদিগকে যথাক্রমে পূব গাঁ, দক্ষিণ গাঁ, পশ্চিম গাঁ ও উত্তর গাঁ বলা যাইতে পারে।

ঔষধকুমার যখন এই সকল সহচরের সহিত গ্রামমধ্যে ক্রীড়া করিতেন, তখন কখনও কখনও হস্তি প্রভৃতি প্রাণী তাঁহাদের ক্রীড়া-ভূমির ভিতর দিয়া চলিয়া যাইত; বাতাতপের সময়েও বালকেরা ক্লান্ত হইত। একদিন অকালে মেঘ উঠিল; তাহা দেখিয়া নাগবল ঔষধকুমার ছুটিয়া এক গৃহে প্রবেশ করিলেন; অন্যান্য বালক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে পরস্পরের পদাঘাতে আছাড়ি পড়িল, তাহাতে তাহাদের জানুতে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত লাগিল। ইহাতে মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমরা আর এভাবে ক্রীড়া করিব না; এখানে এক ক্রীড়াশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে।' তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, "এস, আমরা এখানে এমন একটা ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করি, যাহার মধ্যে ঝড়ে, জলে, রৌদ্রে সকল সময়েই আমরা ইচ্ছামত দাঁড়াইতে, বসিতে বা শুইতে পারিব। তোমরা এজন্য সকলেই এক এক কাহণ আনিও।" এই কথায় সহস্র বালকে সহস্র কার্ষাপণ আনয়ন করিল। ঔষধকুমার প্রধান সূত্রধারকে ডাকাইয়া বলিলেন "এই স্থানে ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করিতে হইবে। তুমি (খরচের জন্য) এই হাজার কাহণ লও।"

সূত্রধার "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্ষাপণগুলি লইল, ভূমি সমান করিল, খুঁটা কাটিয়া সূতালি করিল, কিন্তু তাহা মহাসত্ত্বের ভাল লাগিল না; তিনি সূত্রধারকে, কিরূপে সূতালি করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন, "এইরূপে সূতালি করিলে ঠিক হইবে।" "প্রভু, আমার নিজের যেমন বিদ্যা, সেইরূপই সূতালি করিয়াছি; তাহা ছাড়া অন্য কোনরূপ জানি না।" "যদি তাহা না জান, তবে আমাদের অর্থ লইয়া কিরূপে ক্রীড়াশালা প্রস্তুত করিবে? আচ্ছা, তুমি সূতা লও; আমি তোমাকে সূতালি করিয়া দেখাইতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি সেই সূত্রধারের দ্বারা সূতা ধরাইলেন এবং নিজে এমন সূতালি করিলেন যে, বোধ হইতে লাগিল, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সব ঠিকঠাক্ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর তিনি সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ত তুমি এইপ্রকার সূতালি করিতে পারিবে?" "না মহাশয়; আমি পারিব না।" "আমি দেখাইয়া দিলে পারিবে ত?" "পারিব।" তখন মহাসত্ত্ব ঐ ক্রীড়াশালার নির্ম্মাণসম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করিলেন যে, তাহার এক অংশ অভ্যাগতদিগের বাসার্থ, এক অংশ অনাথদিগের বাসার্থ, এক অংশ অনাথা নারীদিগের প্রসবার্থ, এক অংশ আগন্তুক বণিক্‌দিগের পণ্যভাণ্ডরক্ষার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠেরই দ্বার বহির্দিকে খোলা যায়। তিনি উহার মধ্যেই ক্রীড়া-ভূমি, বিচারগৃহ ও ধর্ম্মসভার পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠ রাখিয়া দিলেন। এইরূপে শালাটীর নির্ম্মাণ শেষ হইলে তিনি চিত্রকর ডাকাইলেন এবং নিজেই তাহাদের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের দ্বারা উহা চিত্রিত করাইলেন। চিত্র শেষ হইলে, ঐ ক্রীড়াশালা শক্রের সুধর্ম্মাসভার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও শালাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল না বিবেচনা করিয়া তিনি একটী পুষ্করিণী খনন করাইবার অভিপ্রায় করিলেন। পুষ্করিণী খনন করা হইলে তিনি রাজমিস্ত্রী[1] ডাকাইলেন, কোথায় কি করিতে হইবে, নিজেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে অর্থ দিলেন এবং সহস্রবঙ্ক[2] ও শততীর্থযুক্ত পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করাইলেন। পঞ্চবিধ পদ্ম-বিভূষিত হইয়া এই পুষ্করিণী নন্দন সরোবরের শোভা ধারণ করিল। মহাসত্ত্ব তাহার তীরে বহুবিধ ফুল ও ফলের গাছ রোপণ করাইলেন; অচিরে এই উদ্যানও নন্দন কাননের ন্যায় রমণীয় হইল। মহাসত্ত্ব এই ক্রীড়াশালার নিকটে দানব্রতে রত হইলেন; ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণগণ, দূরদেশাগত অতিথিগণ ও গ্রামবাসিগণ সেখানে দান পাইতে লাগিল। তাঁহার এই অদ্ভুত ক্রিয়া সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল; তাঁহার ক্রীড়াশালায় বহুলোক যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্ব সেখানে বসিয়া উপস্থিত লোকদিগের অভাব ও অভিযোগের যুক্তাযুক্ততা বিচার করিতেন। ফলতঃ তাঁহার ব্যবহারে বোধ হইতে লাগিল যেন বুদ্ধাবির্ভাবকাল উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে সপ্তবর্ষ অতীত হইলে বিদেহরাজের স্মরণ হইল যে, তাঁহার পণ্ডিত চারিজন বলিয়াছিলেন, এমন একজন পণ্ডিত আবির্ভূত হইবেন, যিনি তাঁহাদিগকেও অতিক্রম করিবেন। সেই পঞ্চম পণ্ডিত এখন কোথায়, এই চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার বাসস্থান জানিবার জন্য নগরের চারিদ্বার দিয়া চারিজন অমাত্য

১। হাত্থকবড্ঢকি — (হস্তকবর্দ্ধকী)।

২। বঙ্ক — বাঁক। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে পুষ্করিণীটির চারিধার আঁকা বাঁকা ছিল।

তীর্থ — ঘাট। পুষ্করিণীখনন পূর্ব্বে হইয়াছিল; পরে রাজমিস্ত্রী আসিয়া ঘাট বাঁধিয়া দিয়াছিল।

প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা অন্য দ্বারগুলি দিয়া বাহির হইলেন, তাঁহারা মহাসত্ত্বের দেখা পাইলেন না; কিন্তু যিনি পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তিনি পূর্ব্ববর্ণিত ক্রীড়াশালাদি দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বিচিত্র ভবন নিশ্চয় কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হয় নিজে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নয় অন্য কাহারও দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তিনি সেখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সূত্রধার এই ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বল ত?" তাহারা উত্তর দিল, "কোন্ সূত্রধারই নিজের বুদ্ধিবলে এই ভবন নির্ম্মাণ করে নাই; শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিতের উপদেশবলে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।' "মহৌষধ পণ্ডিতের বয়স্ কত?" "এই সাত বৎসর পূর্ণ হইল।" অমাত্য গণনা করিয়া দেখিলেন, রাজা যে দিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেও ঠিক সাত বৎসর অতীত হইয়াছে; অতএব মহৌষধ কুমার হয় ত সেই পণ্ডিত। এই অনুমানে তিনি রাজার নিকট দূত পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বযবমধ্যক গ্রামের শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর মহৌষধ পণ্ডিত নামে এক পুত্র আছেন। তাহার বয়স্ এখন সাত বৎসর মাত্র। তিনি কিন্তু (এই অল্প বয়সেই) অতি অদ্ভুত ক্রীড়াশালা, পুষ্করিণী ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া যাইব কি?" রাজা এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া সেনক পণ্ডিতকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে অমাত্যের সংবাদ জানাইয়া মহৌষধ পণ্ডিতকে আনয়ন করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেনক ঈর্ষ্যাবশে বলিলেন, "মহারাজ, ক্রীড়াশালাদি নির্ম্মাণ করাইলেই কেহ পণ্ডিত হয় না; যে সে লোকেই এরূপ কাজ করাইতে পারে; এ সব তুচ্ছ কাজ।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'সেনকের এরূপ বলিবার হয় ত কোন কারণ আছে।' কিন্তু তিনি কিছু না বলিয়া দূতমুখে সেই অমাত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি ঐখানেই অবস্থিতি করিয়া আরও কিছুদিন সেই পণ্ডিতকে পরীক্ষা করুন।" এই আদেশ পাইয়া উক্ত অমাত্য সেখানে থাকিয়া মহৌষধের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে যে বিষয় লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল, সেগুলির তালিকা এই ঃ—

মাংস, গরু, গ্রন্থি, সূত্র
বৃষগর্ভে বৎসজন্ম
গ্রাম হ'তে নগরেতে
পুত্রাপেক্ষা হীন খর,

পুত্র, গোল, রথ, দণ্ড,
অতণ্ডুলভক্ত, পাক,
তড়াগ, উদ্যান, এই
কাকের কুলায়ে মণি,—

শীর্ষ, সর্প, কুক্কুট হীরক,
বালুকানির্ম্মিত রজ্জু এক
উভয়ের অদ্ভুত প্রয়াণ,
উনিশটী প্রজ্ঞার প্রমাণ।[১]

একদিন বোধিসত্ত্ব ক্রীড়াভূমিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটা শ্যেন মাংসবিপণির ফলক হইতে একখণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া কয়েকটী বালক, যাহাতে শ্যেন ভয় পাইয়া মাংসখণ্ড

১ — মাংস

ফেলিয়া দেয়, এই উদ্দেশ্যে তাহাকে তাড়া করিল। শ্যেন এদিকে ওদিকে উড়িতে লাগিল; ছেলেরা উপরের দিকে তাকাইতে তাকাইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, কিন্তু মাটির দিকে দৃষ্টি না রাখায় পাষাণাদিতে হোঁচোট খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি উহার মুখ হইতে মাংসখানা ফেলাইব কি?" ছেলেরা বলিল, "ফেলান ত, প্রভু।" "তবে দেখ।" তখন তিনি উপরের দিকে না তাকাইয়া, যেখানে শ্যেনের ছায়া পড়িয়াছিল, বাতবেগে সেইখানে ছুটিয়া গেলেন এবং করতালি দিতে দিতে এমন চীৎকার করিলেন, যে সেই শব্দ যেন পাখীটার উদর বেধ করিয়া গেল। ইহাতে সে ভয় পাইয়া মাংস ত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব ছায়া দেখিয়াই বুঝিলেন, শ্যেন মাংস ত্যাগ করিয়াছে; তিনি উহা মাটিতে পড়িতে না দিয়া আকাশেই ধরিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সমবেত সমস্ত লোকে করতালি দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে "সাবাস্, সাবাস্" বলিতে লাগিল। রাজার অমাত্য এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন ঃ—"মহারাজের অবগতির জন্য জানাইতেছি, ঔষধপণ্ডিত না কি এই উপায়ে শ্যেনপক্ষীকে মাংসত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।" রাজা সেনক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধ পণ্ডিতকে এখানে আনাইব কি?" সেনক ভাবিলেন, 'ঔষধপণ্ডিত আসিলে আমার গৌরব নষ্ট হইবে, এমন কি, আমি যে আছি, রাজা সে খবরও

১। এই গাথা পরবর্ত্তী আখ্যায়িকাগুলি স্মরণ রাখিবার সাহায্যকল্পে কেবল নাম-পদ শব্দমাত্রই লইয়া গঠিত। ইহার অন্য কোন অর্থ নাই।

লইবেন না। অতএব তাঁহাকে এখানে আনাইতে দেওয়া হইবে না।' তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া উত্তর দিলেন, "মহারাজ, কেবল এই কাজটুকু করিয়া কেহ পণ্ডিত হয় না। এ অতি সামান্য কাজ।" রাজা মধ্যস্থভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অমাত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি ওখানেই থাকিয়া আরও কিছুদিন পরীক্ষা করুন।"

পূর্ব্বযবমধ্যক গ্রামবাসী এক ব্যক্তি বৃষ্টি পড়িলে চাষ করিবে এই অভিপ্রায়ে গ্রামান্তর হইতে কয়েকটা বলদ আনিয়াছিল। পরদিন সে একটা বলদের পিঠে চড়িয়া সবগুলোকে মাঠে চরাইতে লইয়া গেল এবং ক্লান্ত হইয়া অবতরণপূর্ব্বক এক স্থানে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই অবসরে এক চোর আসিয়া গরুগুলি লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে ঐ ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিল; সে গরু দেখিতে না পাইয়া নানা দিকে খুঁজিতে লাগিল এবং চোর পলাইয়া যাইতেছে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আমার গরু লইয়া কোথায় যাইতেছিস্?" চোর বলিল, "বা রে। আমার গরু, আমার যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাইতেছি।" এই দুইজনের বিবাদ শুনিয়া বহু লোক সমবেত হইল। যখন তাহারা ক্রীড়াশালার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, তখন মহৌষধ পণ্ডিত তাহাদের কলহ শুনিয়া দুই জনকেই ডাকাইলেন। তাহাদের আকার প্রকার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, কে চোর, কে সাধু। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়াও তিনি তাহাদের বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহার গরু, সে বলিল, "আমি এই গরু কয়টী অমুক গ্রামের অমুকের নিকট হইতে কিনিয়া ঘরে রাখিয়াছিলেন; আজ মাঠে চরাইতে আসিয়াছিলাম; সেখানে আমি ঘুমাইয়াছিলাম দেখিয়া এ ব্যাটা চুরি করিয়া পলাইতেছিল। আমি চারিদিকে খুঁজিয়া ব্যাটাকে দেখিতে পাইলাম এবং পিছনে পিছনে ছুটিয়া ধরিয়া ফেলিলাম। আমি যে গরু কয়টা কিনিয়াছি, অমুক গ্রামের লোকে তাহা জানে।" চোর বলিল, "এ গুলা আমার নিজেরই পালের গরু। এ লোকটা মিছা কথা বলিতেছে।" তখন ঔষধপণ্ডিত বলিলেন, "আমি তোমাদের বিবাদের ন্যায্য বিচার করিতেছি। আমার বিচার মানিবে ত?' উভয়েই বলিল, "মানিব।" সমবেত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ঔষধপণ্ডিত প্রথমে চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গরুগুলোকে আজ কি খাওয়াইয়াছ, ও কি পান করাইয়াছ?" সে বলিল, "আমি ইহাদিগকে যাউ পান করাইয়াছি এবং তিলের খোল ও মাষকলাই খাওয়াইয়াছি," অনন্তর গো-স্বামীকে ঐ প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিল, "আমি গরীব লোক; যাউ ও খোল কোথায় পাইব। আমি ঘাস খাওয়াইয়াছি।" তখন মহৌষধপণ্ডিত সমবেত লোকদিগকে তাহাদের কথা বুঝাইয়া দিয়া কতকগুলি প্রিয়ঙ্গুপত্র আনাইলেন এবং সেগুলি উদুখলে কুটিয়া ও জলে গুলিয়া গরুগুলোকে পান করাইলেন। ইহাতে গরুগুলা তৃণ বমন করিয়া ফেলিল। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ইহা দেখিতে বলিয়া তিনি চোরকে জিজ্ঞাসিলেন, "এখন বল্, তুই চোর কি না।" সে উত্তর দিল, "আমিই চোর।" "তবে এখন হইতে আর এমন কাজ করিস্ না।" কিন্তু বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা তাহাকে দূরে লইয়া গিয়া লাথি, কিল, চড়ে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব তাহাকে সম্বোধন করিয়া পঞ্চশীল ব্যাখ্যা করিলেন এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন, "দুষ্কর্ম্মের প্রত্যক্ষফল তোমার পক্ষে এত দুঃখজনক হইল, পরকালে নরকযন্ত্রণাদি আরও কত মহাদুঃখ তোমার অদৃষ্টে আছে। তুমি এখন হইতে এরূপ দুষ্কর্ম ত্যাগ কর।" রাজার অমাত্য এই ঘটনা রাজাকে জানাইলেন, রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেনক বলিলেন, "মহারাজ, গরু লইয়া যে বিবাদ হয়, যে কেহ তাহার বিচার করিতে পারে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন না।" রাজা মধ্যস্থভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আবার সেইরূপ আদেশ দিলেন। (পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে; অতঃপর পূর্ব্বপ্রদত্ত তালিকামত কেবল ঘটনাগুলি বিবৃত হইবে।)

২—গরু।

এক দুঃখিনী নারী নানাবর্ণের সূত্র দ্বারা একটা গ্রন্থি বন্ধন করিয়া উহা গলায় হারের মত পরিত। সে উহা খুলিয়া নিজের শাড়ীর উপর রাখিয়া, বোধিসত্ত্ব যে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহাতে স্নান করিবার জন্য নামিয়াছিল। গ্রন্থিটা দেখিয়া এক যুবতীর বড় লোভ হইল; সে উহা হাতে লইয়া বলিল, মা, এই হারটা বড় সুন্দর হইয়াছে; ইহাতে কত খরচ পড়িয়াছে বল ত। আমিও এই রকম একটা হার তৈয়ার করিব; একবার গলায় দিয়া মাপ লইতে পারি

৩—গ্রন্থি।

কি?" সরলস্বভাবা দুঃখিনী বলিল, "তাতে দোষ কি? মাপ লও না।" তখন যুবতী উহা গলায় দিয়া পলায়ন করিল; তাহা দেখিয়া দ্বিতীয়া নারীও অতি শীঘ্র জল হইতে উঠিয়া শাড়ী পরিল এবং ছুটিয়া গিয়া যুবতীর শাড়ী ধরিয়া বলিল, "আমি গহনা তৈয়ার করিয়াছি; তুই যে তাহা লইয়া পলাইতেছিস্!" যুবতী বলিল, "আমি তোর জিনিস লইতে যাইব কেন? এত আমারই গলার গহনা" ইহাদের কলহ শুনিয়া বিস্তর লোক জুটিল; বোধিসত্ত্ব তখন ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন। যখন ঐ রমণীদ্বয় কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, তখন গণ্ডগোল শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের গোল হইতেছে?" অনন্তর বিবাদের কারণ জানিয়া তিনি দুই জনকেই ডাকাইলেন এবং আকার দেখিয়াই কে চুরি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, আমি যে বিচার করিব, তাহা মানিবে ত?" দুইজনেই বলিল, "হাঁ, প্রভু, মানিব।" তখন তিনি প্রথমে চৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গহনায় কি গন্ধ মাখিয়া থাক।" সে বলিল, আমি ইহাতে প্রতিদিন সর্ব্বসংহারক[১] মাখিয়া থাকি।" অপরা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল, "আমি গরীব লোক, সর্ব্বসংহারক পাইব কোথায়? আমি প্রতিদিন ইহাতে প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের গন্ধ বিলেপন করি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব একটা পাত্রে জল আনাইলেন এবং তাহার মধ্যে সূতার হারটী ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি একজন গন্ধিক ডাকাইয়া বলিলেন, "এই পাত্রটার ঘ্রাণ লইয়া বল ত, কিসের গন্ধ পাওয়া যায়।" সে ঘ্রাণ প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের গন্ধ অনুভব করিল এবং এক নিপাতে[২] যে গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বলিল ঃ—

নাই সর্ব্বসংহারক; প্রিয়ঙ্গুর গন্ধ শুধু পাই;
ধূর্ত্তা বলে মিথ্যা কথা বৃদ্ধা যাহা বলে সত্য তাই।

বোধিসত্ত্ব উপস্থিত লোকদিগকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্, তুই চোর কি না?" সেই যে চুরি করিয়াছে, ইহা তাহার দ্বারা তিনি স্বীকার করাইলেন। এই সময় হইতে জনসমাজে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আরও প্রকটিত হইল।

এক কার্পাসক্ষেত্ররক্ষিকা নারী ক্ষেত্র রক্ষা করিবার কালে সেখানে বসিয়া বসিয়াই পরিশুদ্ধ কার্পাস লইয়া খুব সরু সূতা কাটিয়াছিল এবং ঐ সূতার গুলি বুকের কাছে আঁচলে রাখিয়া গ্রামে ফিরিতেছিল।

৪—সূত্র

পথে বোধিসত্ত্বের পুষ্করিণীতে স্নান করিবার জন্য সে শাড়ীখানি খুলিয়া এবং তাহার উপরে সূতার গুলিটা রাখিয়া জলে নামিল। ঐ সূতা দেখিয়া অপর এক নারীর বড় লোভ জন্মিল। সে উহা হাতে লইয়া বলিল, "তুমি ত, মা, অতি সুন্দর সূতা কাটিয়াছ।" অনন্তর সে তুড়ি দিয়া সূতার গুলিটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য নিজের কোলের কাছে তুলিয়া লইল এবং ছুটিয়া পলাইল। (অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্ববৎ সবিস্তার বলিতে হইবে।) বোধিসত্ত্ব চৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুলি পাকাইবার সময়ে তুমি ইহার ভিতরে কি দিয়াছ?" সে বলিল, "কার্পাসের বীজ দিয়াছি।" অপরা রমণী বলিল, সে তিম্বরুফলের[৩] বীজ রাখিয়াছে। বোধিসত্ত্ব উপস্থিত লোকদিগকে উভয়েরই কথা বুঝাইয়া দিয়া সূতার গুলিটা খুলিলেন এবং তিম্বরুবীজ দেখিতে পাইয়া চৌরীর দ্বারা তাহার অপরাধ স্বীকার করাইলেন। ইহাতে সমস্ত লোকে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইল, এবং "অহো! কি সুবিচার হইয়াছে!" বলিয়া শতমুখে সাধুকার দিতে লাগিল।

এক রমণী মুখ ধুইবার জন্য তাহার পুত্রকে লইয়া বোধিসত্ত্বের পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। সে পুত্রটীকে স্নান করাইয়া নিজের শাড়ীর উপর বসাইয়া রাখিল এবং মুখ ধুইয়া স্নানের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে অবতরণ

৫—পুত্র

করিল। সেই সময়ে এক যক্ষী ছেলেটাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে নারীবেশে সেখানে গিয়া বলিল, "সই, খাসা ছেলেটা ত? ছেলেটা কি তোমার?" "হাঁ, মা।" "ছেলেটাকে দুধ দিব কি? "দাও"। তখন যক্ষী ছেলেটাকে তুলিয়া একটু খেলা দিল এবং তাহার পরেই

১। বর্ণাবর্ণ গন্ধ দ্রব্যের মিশ্রণজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার গন্ধ অন্য সমস্ত গন্ধকে অতিক্রম করে বলিয়া ইহার নাম সর্ব্বসংহারক।

২। সর্ব্বসংহারক জাতক (১১০)। ইহাতে কিন্তু এমন গাথা নাই।

৩। তিম্বরু বা তিন্দুক — [illegible]

তাহাকে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া সেই নারী ছুটিয়া গিয়া যক্ষীকে ধরিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছেলে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" যক্ষী বলিল, "তুমি ছেলে কোথায় পাইলে? এ ছেলে ত আমার।" তাহারা দুইজনে এইরূপ কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারে উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব উভয়কে ডাকাইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া যে যাহা বলিল শুনিলেন। তিনি যক্ষীর রক্তবর্ণ ও নির্নিমেষ চক্ষু দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে মানবী নহে; তথাপি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি বিচার করিলে তাহা তোমরা মানিবে ত?" তাহারা উভয়েই সম্মত হইল। তখন তিনি ভূমিতে একটা রেখা আঁকিয়া তাহার উপর ছেলেটীকে বসাইলেন, যক্ষীর দ্বারা উহার হাত দুখানি এবং মাতার দ্বারা পা দুখানি ধরাইয়া বলিলেন, "বেশ করিয়া ধরিয়া টান; যে ছেলেটাকে টানিয়া রেখার বাহিরে লইতে পারিবে, তাহাকেই আমরা ইহার গর্ভধারিণী বলিয়া জানিব।" তাহারা দুইজনেই টানিতে আরম্ভ করিল; ছেলেটী যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। ইহাতে মাতার বুক যেন ফাটিয়া গেল; ছেলেটীকে ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন বোধিসত্ত্ব উপস্থিত জনসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলের সম্বন্ধে কাহার হৃদয় বেশী স্নেহপ্রবণ, মায়ের না অপরের?' সকলেই বলিল, "মায়ের।" "তবে বল দেখি, এ ছেলেটীর মা কে, যে ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, না যে ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে?" "যে ছাড়িয়া দিয়াছে।" "এই ছেলেধরা রমণীকে তোমরা জান কি?" "না, আমরা ইহাকে জানি না। "এ যক্ষী, ছেলেটাকে খাইবার জন্য ধরিয়াছে।" "এ যে যক্ষী, তাহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন?" "দেখ না, ইহার চক্ষুতে পলক ফিরে না; ইহার চক্ষু দুইটী কেমন রক্তবর্ণ। ইহার শরীরের ছায়া পড়ে নাই; অধিকন্তু এ কেমন নির্ভয় ও কেমন নিষ্ঠুর!" অনন্তর তিনি যক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল তুমি কে?" "প্রভু, আমি যক্ষী।" "ছেলেটাকে ধরিয়াছিলে কেন?" "খাইবার জন্য।" "অয়ি মূঢ়ে, পূর্ব্বে পাপ করিয়াছিলে বলিয়া যক্ষী হইয়া জন্মিয়াছ, তথাপি এখনও আবার পাপ করিতেছ! অহো, তুমি কি মূর্খ, তুমি কি অন্ধ!" এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব যক্ষীকে পঞ্চশীলে স্থাপনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন; বালকটীর গর্ভধারিণী "আপনি চিরজীবী হউন" এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বোধিসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ছেলেটীকে লইয়া প্রস্থান করিল।[১]

৬—গোল

এক ব্যক্তি না কি বামন ছিল বলিয়া 'গোল' এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলিয়া 'কাল', এইরূপে গোলকাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। সে সাত বৎসর এক গৃহস্থের বাড়ীতে খাটিয়া এক স্ত্রী লাভ করিয়াছিল। ঐ রমণীর নাম ছিল দীর্ঘতালা। একদিন গোলকাল দীর্ঘতালাকে বলিল "ভদ্রে, কিছু পিষ্টক ও খাদ্য পাক কর; বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।" দীর্ঘতালা বলিল, "তোমার বাপ-মায়ে কি প্রয়োজন?" সে পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতে অসম্মত হইল। কিন্তু গোলকাল একে একে তিনবার অনুরোধ করিলে সে কিছু পিষ্টক প্রস্তুত করিল। অনন্তর কিছু পাথেয় ও উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া গোলকাল স্ত্রীর সঙ্গে যাত্রা করিল এবং চলিতে চলিতে এক নদীর তীরে উপস্থিত হইল। নদীটা অগভীর ছিল; কিন্তু তাহারা জলের ভয়ে উহা পার হইতে সাহস করিল না, কূলে দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ সময়ে দীর্ঘপৃষ্ঠ-নামক এক দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ নদীর ধার দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া গোলকাল ও তাহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, এই নদী গভীর, কি অগভীর?" তাহারা জল দেখিলে ভয় পায়, ইহা বুঝিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠ বলিল, "এ নদী খুব গভীর, ইহার জলে অনেক ভয়ানক মাছ আছে।" "তুমি, ভাই, কিরূপে যাইবে?" "এই নদীতে যে সকল শিশুমার, মকর প্রভৃতি থাকে, তাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কাজেই তাহারা আমার কোন ক্ষতি করে না।" "তবে, ভাই, দয়া করিয়া আমাদিগকেও লইয়া যাও।" "এ আর বেশী কথা কি?" ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া তাহারা দীর্ঘপৃষ্ঠকে খাদ্য দিল; সে ভোজন শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে প্রথমে লইয়া যাইব?" "তোমার সইকে প্রথমে পার করাও; তাহার পরে আমায় লইয়া যাইবে।" "বেশ কথা"। ইহা বলিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠ দীর্ঘতালাকে স্কন্ধে তুলিয়া,

---

১। বাইবেলের পুরাখণ্ডে য়িহুদিরাজ সলোমনের বিচারনৈপুণ্যসম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে। ১ম খণ্ডের উপক্রমণিকার ১১/০ ও ১১০ টীকাও পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাথেয় ও উপহারাদি সমস্ত হাতে হইল এবং নদীতে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর যাইবার পর বসিয়া পড়িল ও জানুর উপর ভর দিয়া চলিতে লাগিল।[1] গোলকাল তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "নদীটা সত্য সত্যই খুব গভীর, দীর্ঘপৃষ্ঠেরই যখন এই দশা, তখন আমি ইহা কিছুতেই পার হইতে পারিতাম না।' 'এদিকে দীর্ঘপৃষ্ঠ নদীর মধ্যভাগে গিয়া দীর্ঘতালাকে বলিল, "ভদ্রে, আমি তোমার ভরণ পোষণ করিব, তুমি উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাসদাসীপরিবৃতা হইয়া থাকিবে। ঐ বামনটা তোমায় কি সুখ দিতে পারিবে? আমি যাহা বলি, তাহাই কর।" এই কথায় দীর্ঘতালা আপনার স্বামীর প্রতি স্নেহশূন্যা হইল এবং তৎক্ষণাৎ দীর্ঘপৃষ্ঠের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বলিল, "নাথ, তুমি যদি আমায় কখনও ত্যাগ না কর, তবে যাহা বলিবে, তাহাই করিব।" অনন্তর উভয়ে অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল; এবং "তুমি ওখানেই থাক," গোলকালকে এই কথা বলিয়া তাহার সমক্ষেই পিষ্টকাদি আহার করিয়া প্রস্থান করিল। ইহা দেখিয়া গোলকাল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইহারা বুঝি দুইজনে মিলিয়া আমায় ফেলিয়া পলাইল।" অনন্তর সে অপর পারের অভিমুখে ছুটিয়া একটু নামিয়া ভয়ে ফিরিল, কিন্তু শেষে অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ হয় মরিব, নয় বাঁচিব, এই স্থির করিয়া এক লম্ফে নদীগর্ভে পড়িল। পড়িয়া দেখে, নদী অগভীর। সে নদী পার হইয়া তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া দীর্ঘপৃষ্ঠকে ধরিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তবে রে ব্যাটা চোর! তুই আমার স্ত্রীকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস্।" সে উত্তর দিল, "ভাল রে পাজি বামনবীর! তোর স্ত্রী কোত্থেকে এল? এ ত আমার স্ত্রী।" সে গোলকালের গলা ধরিয়া পাক দিতে দিতে তাহাকে ফেলিয়া দিল। গোলকাল দীর্ঘতালার হাত ধরিয়া বলিল, "থাম, যাও কোথায়? তুমি আমার স্ত্রী; গৃহস্থের বাড়ীতে সাত বৎসর খাটিয়া তোমায় পাইয়াছি।" এইরূপ কলহ করিতে করিতে তাহারা বোধিসত্ত্বের ক্রীড়াগারের দ্বারে উপস্থিত হইল। চারিদিক্ হইতে বিস্তর লোক আসিয়া জুটিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত গোল হইতেছে কেন?" তিনি দুইজন পুরুষকেই ডাকাইয়া তাহাদের বচন-প্রতিবচন শুনিলেন এবং উভয়েই তাঁহার বিচার মানিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিলে প্রথমে দীর্ঘপৃষ্ঠকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" সে উত্তর দিল, "আমার নাম দীর্ঘপৃষ্ঠ।" "তোমার স্ত্রীর নাম কি?" সে দীর্ঘতালার নাম জানিত না, কাজেই অন্য একটা নাম বলিল।" "তোমার মা-বাপের নাম কি?" "অমুক অমুক নাম।" "তোমার স্ত্রীর মাতা পিতার নাম কি?" সে ইহাও জানিত না, কাজেই যাহা মুখে আসিল, বলিল। বোধিসত্ত্ব দীর্ঘপৃষ্ঠের ভাষা যথাকথিতভাবে লিপিবদ্ধ করাইয়া তাহাকে সে স্থান হইতে অপনীত করাইলেন এবং অপর ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পূর্ব্ববৎ সকলের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে যথাযথ জানিত, কাজেই প্রকৃত উত্তর দিল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকেও সে স্থান হইতে অপনীত করাইয়া দীর্ঘতালাকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে নিজের নাম বলিল। ইহার পর তিনি তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু সে দীর্ঘপৃষ্ঠের নাম জানিত না বলিয়া অন্য একটা নাম বলিল। "তোমার মাতা পিতার নাম কি?" সে মাতা পিতার প্রকৃত নাম বলিল। "তোমার স্বামীর মাতা পিতার নাম বল ত?" সে প্রলাপ বকিতে বকিতে যা তা নাম দিল। তখন তিনি উক্ত দুই জন পুরুষকে ডাকাইয়া উপস্থিত জনসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই রমণী যাহা বলিতেছে, তাহার সহিত দীর্ঘপৃষ্ঠের কথার মিল আছে, না গোলকালের?" সকলেই উত্তর দিল, "গোলকালের।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "গোলকালই ইহার স্বামী, অপর ব্যক্তি চোর।" অনন্তর তিনি দীর্ঘপৃষ্ঠের দ্বারা স্বীকার করাইলেন যে সেই প্রকৃত চোর।

এক ব্যক্তি রথে চড়িয়া মুখ ধুইতে যাইতেছিল। এই সময়ে শক্র নরলোকের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইনি বুদ্ধাঙ্কুর; ইহার প্রজ্ঞাবল প্রকটিত করিতে হইবে।' তিনি মনুষ্যবেশে আগমনপূর্ব্বক রথের পশ্চাদ্ ভাগ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। রথারূঢ়

৭—রথ।

ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ, বাপু?" শক্র উত্তর দিলেন, "আপনার সেবা করিবার জন্য।" "বেশ কথা।" অনন্তর সে শরীরকৃত্য সম্পাদনের জন্য রথ হইতে

১। 'উক্কুটিকো নিসীদিত্বা।' সংস্কৃত "উৎকটুক।"

অবতরণপূর্ব্বক চলিয়া গেল। অমনি শক্র রথে আরোহণ করিয়া উহা বেগে চালাইতে লাগিলেন। রথস্বামী শরীরকৃত্য সম্পাদনের পর আসিয়া দেখে শক্র রথ লইয়া পলাইয়া যাইতেছেন। সে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "থাম, থাম; আমার রথ লইয়া কোথায় যাইতেছ?" শক্র বলিলেন, "তোমার অন্য কোন রথ হইবে; এ রথ ত আমার।" অনন্তর উভয়ে কলহ করিতে করিতে ক্রীড়াশালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। শক্রকে আসিতে দেখিয়াই মহাসত্ত্ব বুঝিলেন, 'ইনি শক্র, কেন না, ইঁহার আকার ইঙ্গিতে ভয়ের ভাব নাই, চক্ষুও নিমেষহীন।' অতএব, অপর ব্যক্তিই যে রথস্বামী ইহাও জানিতে বাকি রহিল না। তথাপি তিনি বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শক্র তাঁহার বিচার মানিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে বলিলেন, 'আমি রথ চালাইব, তোমরা দুই জনে পশ্চাতে রথ ধরিয়া চলিবে, যে রথস্বামী সে রথ ছাড়িবে না; কিন্তু যে রথস্বামী নহে, সে উহা ছাড়িয়া দিবে।" অনন্তর তিনি এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা দিলেন, "রথ চালাও।" সে লোকটা রথ চালাইল; বাদী ও প্রতিবাদী রথ ধরিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল; কিন্তু যে রথস্বামী, সে কিয়দ্দূর গিয়া ছুটিতে অশক্ত হইল; সে রথ ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; শক্র কিন্তু রথের সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। রথ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বোধিসত্ত্ব সমবেত লোকদিগকে বলিলেন, "এই ব্যক্তি একটু গিয়াই রথ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু অপর ব্যক্তি রথের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছেন এবং রথের সঙ্গেই ফিরিয়াছেন; তথাপি ইহার শরীরে বিন্দুমাত্র স্বেদ বাহির হয় নাই; ইঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। ইঁহার মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন নাই, চক্ষুতেও পলক ফিরে না। ইনি দেবরাজ শক্র।" অনন্তর তিনি শক্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, আপনি দেবরাজ কি না?" শক্র বলিলেন, "হাঁ, আমি দেবরাজ।" "আপনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন?" "আপনার প্রজ্ঞা প্রকটিত করিবার জন্য।" "উত্তম কথা; কিন্তু আপনি আর কখনও এরূপ আচরণ করিবেন না।" তখন শক্র নিজের অনুভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই বিবাদের অতি সুন্দর বিচার হইয়াছে।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের প্রশংসা কীর্ত্তনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এই ঘটনার পর উক্ত অমাত্য নিজেই রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, মহৌষধপণ্ডিত এইরূপে রথসংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রজ্ঞাবলে শক্রও পরাজিত হইয়াছেন। আপনি এমন বিশিষ্ট পুরুষের সহিত পরিচিত হইতেছেন না কেন?" রাজা সেনকের মত জানিবার জন্য বলিলেন, "পণ্ডিতকে আনয়ন করিব কি?" সেনক বলিলেন, "মহারাজ, কেবল ইহাতেই কেহ পণ্ডিত হয় না; আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আরও পরীক্ষা করিয়া দেখিব।"

সপ্তদারকপ্রশ্ন সমাপ্ত

একদিন রাজার লোকে মহৌষধপণ্ডিতের পরীক্ষার্থ একটী খদিরকাষ্ঠের দণ্ড আনয়ন করিয়া উহা হইতে বিতস্তি প্রমাণ গ্রহণ করিল, এবং সেই অংশ কুন্দকর দ্বারা[1] উত্তমরূপে কোন্দাইয়া এই বলিয়া পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে পাঠাইল, "তোমাদের গ্রামের লোকে না কি বুদ্ধিমান, এই খদিরকাষ্ঠখণ্ডের কোন্ প্রান্ত মূল, কোন্ প্রান্ত অগ্র, তাহা স্থির কর, যদি না পার, তবে তোমাদিগকে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।" গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া অনেক ভাবিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল

৮—দণ্ড

না। তখন তাহারা মণ্ডলকে বলিল, "বোধ হয় মহৌষধপণ্ডিত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক।" মণ্ডল মহৌষধকে ক্রীড়াশালা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন এবং রাজার আদেশ জানাইয়া বলিলেন, "বাবা, আমরা ত রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না, তুমি পারিবে কি?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'কোন্ দিক্ মূল, কোন দিক্ অগ্র ইহা জানিয়া রাজার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে? বোধ হয় আমার পরীক্ষার জন্যই রাজপুরুষেরা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, "আপনারা কাষ্ঠখণ্ডটা আমায় দিন আমি ঠিক্ করিয়া দিতেছি।" তিনি উহা হাতে লইয়াই কোন্ দিক্

১। কুন্দকর = কুন্দরী

মূল, কোন্ দিক্ অগ্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন, তথাপি সমবেত বহু লোকের প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য একটী পাত্রে জল আনাইলেন, খদিরদণ্ডটীর মধ্যভাগে সূতা বান্ধিলেন এবং ঐ সূত্রের অপর প্রান্ত ধরিয়া দণ্ডটীকে জলের উপর স্থাপন করিলেন। যে দিক্ মূল সে দিক্ অধিক ভারী বলিয়া প্রথমে জলমগ্ন হইল। তখন মহাসত্ত্ব সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃক্ষের কোন দিক্ বেশী ভারী—মূলের দিক্ না অগ্রের দিক্?" সকলেই উত্তর দিল, "মূলের দিক্ বেশী ভারী" "তবেই বুঝিলে, এই অংশ যখন প্রথমে ডুবিল, তখন এইটাই মূলের দিক্।" ঐ সঙ্কেতে মহাসত্ত্ব ঐ কাষ্ঠখণ্ডের মূলের ও অগ্রের দিক্ দেখাইয়া দিলেন, গ্রামবাসীরাও এই দিক্টায় মূল, এই দিক্টায় অগ্র বলিয়া রাজাকে জানাইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইহা নির্ণয় করিল?" এবং যখন শুনিলেন শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, তখন সেনককে বলিলেন, "এখন সেই পণ্ডিতকে আনা যায় কি?" সেনক উত্তর দিলেন, "মহারাজ, অপেক্ষা করুন, অন্য কোন উপায়ে পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিতেছি।"

রাজার লোকে একদিন একটী পুরুষের ও একটী স্ত্রীর মাথার খুলি পাঠাইয়া জানাইল, "পূর্ব যবমধ্যকবাসীরা বলুক, ইহাদের কোন্টী পুরুষের ও কোন্টী স্ত্রীর মাথা; না বলিতে পারিলে তাহাদিগকে সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।" গ্রামবাসীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল। মহাসত্ত্ব দেখিবামাত্রই কোন্টী কি, বুঝিতে পারিলেন, কারণ লোকে বলে, পুরুষের মাথার খুলির সেলাই[1] সোজা এবং স্ত্রীলোকের মাথার খুলির সেলাই বাঁকা—এদিকে ওদিকে আঁকা বাঁকা ভাবে সাজান। এই লক্ষণ দেখিয়া মহাসত্ত্ব কোন্টী পুরুষের মাথা, কোন্টী স্ত্রীর মাথা, তাহা বলিলেন, গ্রামবাসীরাও রাজার নিকট তদনুসারে উত্তর পাঠাইল। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্ববৎ।

৯—শীর্ষ (মস্তক)

একদিন রাজার লোকে একটা সর্প ও একটা সর্পী আনাইয়া গ্রাবাসীদিগের নিকট পাঠাইল এবং জানাইল, ইহাদের কোন্টী স্ত্রী, কোন্টী পুরুষ, ইহা না বলিতে পারিলে রাজাদেশে তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে। গ্রামবাসীরা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন। সাপের লাঙ্গুল মোটা; সাপীর লাঙ্গুল সরু; সাপের মাথা মোটা, সাপীর মাথা লম্বা; সাপের চোখ বড়; সাপীর চোখ ছোট; সর্পের বস্তিদেশ সুগোল ও মসৃণ; সর্পীর বস্তিচর্ম্ম ছিন্নবিছিন্ন। এই সকল অভিজ্ঞান দ্বারা তিনি কোন্টী সর্প, কোন্টী সর্পী তাহা বলিয়া দিলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্ববৎ।

১০—অহি (সর্প)

একদিন রাজার আজ্ঞা হইল যে, পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীদিগকে তাঁহার নিকট সর্ব্বশ্বেত, পাদবিষাণ এবং শীর্ষককুদ্ এমন একটী বৃষ পাঠাইতে হইবে, যে প্রতিদিন তিনবার সময় অতিক্রম না করিয়া নিনাদ করে; ইহা না পারিলে যেন তাহারা দণ্ডস্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করে। এরূপ বৃষ কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহারা জানিত না। তাহারা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিল; মহৌষধ বলিলেন, "রাজার ইচ্ছা যে, তোমরা তাঁহাকে একটা সর্ব্বশ্বেত কুক্কুট পাঠাইয়া দেও। কুক্কুটের পাদনখগুলি তাহার বিষাণ; চূড়া তাহার ককুদ্; সে প্রতিদিন তিনবার যথাকালে ত্রিবিধ স্বরে[2] নিনাদ করে। অতএব তোমরা এইরূপ একটী কুক্কুট পাঠাইয়া দাও।" ইহা শুনিয়া গ্রামবাসীরা রাজার নিকট ঐরূপ একটী কুক্কুট পাঠাইল।

১১—কুক্কুট

শক্র মহারাজ কুশকে যে মণি দিয়াছিলেন[3] তাহা অষ্টস্থানে বক্র ছিল। উহার সূতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। কেহই পুরান সূতা বাহির করিয়া উহাতে নূতন সূতা পরাইতে পারে নাই। একদিন রাজার লোকে উক্ত গ্রামবাসীদিগের নিকট সেই মণি পাঠাইয়া জানাইল, তাহাদিগকে পুরান সূতা বাহির করিয়া নূতন সূতা

১। সিব্বা=সীবন—suture of the skull

২। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত

৩। পঞ্চম খণ্ডের কুশ-জাতকে (১৯১ম পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য।

পরাইতে হইবে। কিন্তু কেহই পুরান সূতা বাহির করিতে পারিল না, নূতন সূতাও পরাইতে পারিল না। শেষে তাহারা মহৌষধ পণ্ডিতকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। মহৌষধ বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই; তোমরা এক ফোঁটা মধু আনাও।" অনন্তর তিনি মধু আনাইয়া মণিটার দুই পাশের ছিদ্রে উহা মাখিলেন, কম্বলের লোমে সূতা পাকাইলেন, উহারও এক প্রান্তে মধু মাখাইলেন, এই প্রান্তের অল্প একটু অংশ ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন এবং যে গর্ত্ত দিয়া পিপীলিকা বাহির হয়, সেইখানে মণিটাকে রাখিয়া দিলেন। পিপীলিকারা মধুর গন্ধে গর্ত্ত হইতে বাহির হইল, মণির ভিতর দিয়া পুরান সূতা খাইতে খাইতে চলিল এবং শেষে নূতন সূতারও মধুমাখা প্রান্তটি দংশন করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে উহাকে অপর ছিদ্র দ্বারা বাহির করিল। মহাসত্ত্ব যখন দেখিলেন নূতন সূত্র মণির ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে, তখন তিনি গ্রামবাসীদিগকে মণিটা দিয়া বলিলেন "রাজার নিকট পাঠাইয়া দাও।" গ্রামবাসীরা রাজার নিকট মণি প্রেরণ করিল, যে উপায়ে উহাতে নূতন সূতা পরান হইয়াছে তাহা শুনিয়া রাজা বড় তুষ্ট হইলেন।

১২—মণি (হীরক)

রাজার লোকে তাঁহার মঙ্গল বৃষকে কয়েক মাস এমন উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছিল যে, তাহাতে তাহার উদর বিলক্ষণ স্থূল হইয়াছিল। একদিন রাজভৃত্যেরা উহার শিং ধুইয়া তাহাতে তৈল মাখাইল, বৃষটাকেও হলুদ দিয়া স্নান করাইল এবং পূর্ব্ব যবমধ্যক গ্রামে পাঠাইয়া জানাইল, "তোমরা না কি বড় পণ্ডিত; এইটী রাজার মঙ্গলবৃষ; এ গর্ভধারণ করিয়াছে; ইহাকে প্রসব করাইয়া রাজার নিকট ফেরত পাঠাইবে, নচেৎ তোমাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহৌষধের শরণ হইল; তিনি দেখিলেন, প্রতিসমস্যা দ্বারা এই সমস্যার পূরণ করিতে হইবে। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কোন সাহসী ও বুদ্ধিমান্ লোক পাওয়া যায় কি যে, রাজার সঙ্গে কথা বলিতে পারে?" গ্রামবাসীরা বলিল, "এরূপ লোক পাওয়া কঠিন হইবে না"। মহৌষধ বলিলেন, "তবে তাহাকে আনয়ন কর।" গ্রামবাসীরা একজন লোক ডাকিয়া আনিল; মহাসত্ত্ব তাহাকে বলিলেন, "এস দেখি, বাপু; তোমার পিঠের উপর চুল ছড়াইয়া দাও[1] এবং চেঁচাইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজার দরজায় যাও। অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দিও না; কেবল কান্দিতে থাকিবে; কিন্তু রাজা ডাকাইয়া তোমার কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, 'আমার পিতা প্রসব করিতে পারিতেছেন না; আজ সাতদিন প্রসববেদনা ভোগ করিতেছেন; রক্ষা করুন, মহারাজ, তাঁহাকে প্রসব করাইবার উপায় বলুন। ইহা শুনিয়া রাজা বলিবেন, 'কি প্রলাপ করিতেছ? ইহা যে অসম্ভব; পুরুষ কি কখনও প্রসব করে?' তখন তুমি বলিবে 'মহারাজ, আপনার কথা সত্য হইলে, পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরাই বা কিরূপে আপনার মঙ্গলবৃষকে প্রসব করাইবে।" মহাসত্ত্ব যে উপদেশ দিলেন, লোকটা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঠিক তাহাই করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই প্রতিসমস্যা উদ্ভাবন করিয়াছে?" যখন শুনিলেন ইহা মহৌষধ পণ্ডিতের কাণ্ড, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

১৩—বৃষগর্ভে বৎসজন্ম

আর এক দিন মহৌষধের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ আদেশ হইল, "পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরা রাজাকে এরূপ অন্নোদন প্রস্তুত করিয়া দিক্, যাহা পাক করিতে যেন বক্ষ্যমাণ আটটী নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটে :— বিনা তণ্ডুলে, বিনা জলে, বিনা স্থালীতে[2], বিনা উদ্খানে, বিনা অগ্নিতে, বিনা কাষ্ঠে, উহা কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোক বহন করিয়া লইয়া যাইবে না, এবং যে বহন করিবে সে রাজপথ দিয়াও যাইবে না। এরূপ ওদন প্রেরণ করিতে না পারিলে তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।" গ্রামবাসীরা কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল; তিনি বলিলেন, "চিন্তা কি? বিনা তণ্ডুলে প্রস্তুত করিতে হইবে? বিলক্ষণ, তণ্ডুলের পরিবর্তে ক্ষুদ লও। বিনা জলে? তুষার ব্যবহার কর। বিনা স্থালীতে? একটা মাটির পাত্রে পাক কর। বিনা উদ্খানে? কয়েকখানা

১৪—অতণ্ডুলভক্তপাক

১। পুরুষেরা দীর্ঘ কেশ রাখিত; বন্ধন খুলিয়া দিলে উহা পিঠের উপর পড়িত।

২। মূলে 'উক্খলি' আছে।

কাঠ পুতিয়া তাহার উপর হাঁড়ি চাপাও। বিনা আগুনে? সাধারণ আগুনের পরিবর্ত্তে অরণি[1] হইতে আগুন জ্বাল। বিনা কাষ্ঠে? পাতা পোড়াও। এইরূপে অম্লোদন পাক করিয়া উহা একটা নূতন পাত্রে বেশ করিয়া ঠাসিয়া পুর; তাহা একজন নপুংসকের মাথায় দাও, কারণ সে পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়। রাজপথে চলিতে নিষেধ আছে? তাহাকে রাজপথ ছাড়িয়া একপেয়ে পথ দিয়া রাজার নিকটে পাঠাও।'' গ্রামবাসীরা তাহাই করিল; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কাহার বুদ্ধিতে এই আদেশ পালন করিতে পারিলে?'' এবং যখন শুনিলেন মহৌষধ পণ্ডিতের বুদ্ধিতে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

আর একদিন মহৌষধের বুদ্ধিপরীক্ষার্থ গ্রামবাসীদিগকে বলা হইল, ''রাজার দোলায় ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইয়াছে; রাজবাড়ীতে যে বালুকার পুরাতন যোত্র ছিল তাহা ছিন্ন হইয়াছে; তোমরা বালুকাদ্বারা

১৫—বালুকা-নির্ম্মিত রজ্জু

একটা যোত্র পাকাইয়া পাঠাইয়া দিবে; না দিলে তোমাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।'' গ্রামবাসীরা নিরুপায় হইয়া মহৌষধকে জানাইল; মহৌষধ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এই সমস্যারও প্রতিসমস্যাদ্বারা সমাধান করিতে হইবে। তিনি গ্রামবাসীদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং বচনকুশল দুই তিন শত লোক ডাকাইয়া বলিলেন, ''তোমরা রাজার নিকট যাও; বল গিয়া, 'মহারাজ, গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিতেছে না যে, ঐ যোত্র কি পরিমাণে স্থূল বা সূক্ষ্ম হইবে; দয়া করিয়া পুরাতন বালুকা-যোত্রের বিতস্তি-প্রমাণ, অন্ততঃ চতুরঙ্গুলি প্রমাণ পাঠাইতে আজ্ঞা হউক; উহা দেখিয়া তাহারা প্রয়োজনমত স্থূল বা সূক্ষ্ম যোত্র পাকাইবে।' 'আমার বাড়ীতে কখনও বালুকার যোত্র ছিল না', রাজা এই কথা বলিলে, তোমরা বলিবে, মহারাজ 'আপনি যদি বালুকার যোত্র প্রস্তুত করিতে না পারেন, তবে যবমধ্যকবাসীরা কিরূপে পারিবে?'' লোক কয়টী মহৌষধের উপদেশ মত রাজার নিকট গিয়া ঐ কথা বলিল। রাজা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কে এই প্রতিসমস্যা বাহির করিয়াছে?'' এবং যখন শুনিলেন উহা মহৌষধক পণ্ডিতের কাণ্ড, তখন তিনি তুষ্ট হইলেন।

আর একদিন আদেশ হইল, রাজা জলকেলি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরা পঞ্চবিধ পদ্ম-বিভূষিত একটী পুষ্করিণী প্রেরণ করুক; নচেৎ তাহাদের সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে। গ্রামবাসীরা

১৬—পুষ্করিণী (তড়াগ)।

মহৌষধকে এই নূতন বিপদের কথা জানাইল। তিনি দেখিলেন, এখানেও প্রতিসমস্যায় প্রয়োজন। তিনি কতিপয় বাক্‌পটু লোক ডাকাইয়া বলিলেন, 'তোমরা (বহুক্ষণ) জলকেলি করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে; আর্দ্রকেশে, আর্দ্রবস্ত্রে, পঙ্কবিলিপ্তদেহে যোত্রদণ্ডলোষ্ট্রাদি হস্তে লইয়া রাজদ্বারে যাইবে; তোমরা যে দ্বারদেশে রহিয়াছ, রাজাকে সেই সংবাদ দিবে, তিনি অনুমতি দিলে রাজভবনে প্রবেশ করিবে এবং বলিবে, 'মহারাজ পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীদিগকে একটা পুষ্করিণী পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলেন; আমরা তদনুসারে আপনার উপযুক্ত একটা বৃহৎ পুষ্করিণী লইয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু সে চিরকাল বনে বাস করিয়াছে; নগর দেখিয়া,—রাজধানীর প্রাকার, পরিখা, অট্টালিকাদি বিলোকন করিয়া, এমন ভয় পাইল ও ত্রস্ত হইল যে, যোত্র ছিন্ন করিয়া পলায়নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বনেই চলিয়া গেল। আমরা লোষ্ট্র-দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারিলাম না। আপনি না কি বন হইতে একটী পুষ্করিণী আনাইয়াছিলেন; যদি আমাদিগকে সেই পুরান পুষ্করিণীটী দিবার আজ্ঞা করেন, তবে তাহার সহিত আমাদের পুষ্করিণীটাকে যুড়িয়া আনিতে পারি।'' এই কথা শুনিয়া রাজা বলিবেন, 'আমি পূর্ব্বে কখনও বন হইতে কোন পুষ্করিণী আনি নাই, কোন পুষ্করিণীকে যুড়িয়া আনিবার জন্য কখনও পুষ্করিণী পাঠাই নাই।' তখন তোমরা বলিবে, 'তবে যবমধ্যকগ্রাম বাসীরাই বা কিরূপে পুষ্করিণী পাঠাইবে?' ঐ লোকগুলো মহৌষধের উপদেশ মত কার্য্য করিল; তিনি যে এই প্রতিসমস্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা জানিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

১। পূর্ব্বে যজ্ঞের জন্য অরণি ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি মন্থন করা হইত।

২। প্রবাদ আছে, একবার বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বর্দ্ধমানে একটা পুষ্করিণীর বিবাহ হইবে; তদুপলক্ষে কৃষ্ণনগরের পুষ্করিণীদিগের নিমন্ত্রণ রহিল; তাহারা যেন যথাসময়ে বর্দ্ধমানে গিয়া বিবাহোৎসবে যোগ দেয়। কৃষ্ণচন্দ্র কি উত্তর দিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গোপাল ভাঁড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপাল ভাঁড় উত্তর দিলেন, ''আপনি লিখিয়া দিন, আমার রাজ্যের পুষ্করিণীরা অনাহুতলিখিত পত্রমাত্র পাইয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অমর্যাদাকর বলিয়া মনে করে; কিন্তু বর্দ্ধমানের কোন পুষ্করিণী স্বয়ং আসিয়া নিমন্ত্রণ করিলে, তাহারা বিবাহোৎসব দেখিতে যাইতে পারে।''

একদিন রাজা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার উদ্যানকেলি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু আমার উদ্যানটী পুরাতন হইয়াছে; পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামবাসীরা একটা সুপুষ্পিত-তরুসংচ্ছন্ন নূতন উদ্যান প্রেরণ করুক।" মহৌষধ পূর্ব্ববৎ তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং রাজার নিকট পূর্ব্ববৎ বলিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

১৭—উদ্যান।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সেনক, এখন পণ্ডিতকে আনা যায় কি?" কিন্তু মহৌষধের পাছে সৌভাগ্যোদয় হয়, এই ঈর্ষ্যায় সেনক বলিলেন, "মহৌষধ যাহা করিয়াছেন, কেবল তাহাতেই কাহারও পাণ্ডিত্য বুঝা যায় না। আপনি আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, "মহৌষধ শৈশব হইতেই প্রাজ্ঞ এবং আমার মন মোহিত করিয়াছেন। এতাদৃশ গূঢ় সমস্যার ব্যাখ্যানে এবং প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নে তিনি বুদ্ধবৎ সদুত্তর দিয়াছেন। কিন্তু সেনক ঈদৃশ পণ্ডিতকে আনিতে দিতেছেন না! সেনকের কথা আর শুনি কেন; আমি মহৌষধকে আনয়ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামের অভিমুখে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। পথে বিদীর্ণ-ভূমিতে তাঁহার মঙ্গলাশ্বের একখানি পদ প্রবিষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কাজেই তিনি সেখানে হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নগরে প্রতিগমন করিলেন। তখন সেনক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, পণ্ডিতকে আনিবার জন্য আপনি যবমধ্যকগ্রামে গিয়াছিলেন কি?" রাজা বলিলেন, "গিয়াছিলাম, পণ্ডিত।" "মহারাজ আমাকে অনর্থকারী বলিয়া মনে করেন; আমি আপনাকে অপেক্ষা করিতে বলিলাম; আপনি তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলেন; কিন্তু যাইতে না যাইতেই আপনার মঙ্গলাশ্বের পা ভাঙ্গিয়া গেল" সেনকের কথায় রাজা কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর একদিন তিনি আবার সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, মহৌষধ পণ্ডিতকে এখন আনা যায় না কি?" সেনক বলিলেন, "মহারাজ আপনি নিজে না গিয়া দূত প্রেরণ করুন। দূতমুখে বলিয়া পাঠান, 'তোমার নিকট যাইবার কালে আমার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখন আমার জন্য একটী অশ্বতর বা শ্রেষ্ঠতর পাঠাইবে।'[১] মহৌষধ যদি 'অশ্বতর' পাঠাইবার কথা বুঝেন, তবে নিজে আসিবেন, আর যদি 'শ্রেষ্ঠতর' পাঠাইবার কথা বুঝেন, তবে নিজের পিতাকে পাঠাইবেন। ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করা যাইবে।" "বেশ বলিয়াছ" বলিয়া রাজা সেনকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দূতমুখে ঐরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। মহৌষধ দূতের কথা শুনিয়া ভাবিলেন, 'রাজা আমাকে এবং আমার পিতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি পিতার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা, রাজা আপনাকে এবং আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; আপনি সহস্র শ্রেষ্ঠিপরিবৃত হইয়া প্রথমে গমন করুন। রিক্তহস্তে যাইবেন না; নবসর্পিঃপূর্ণ একটা চন্দনকরণ্ডক লইয়া গমন করুন। রাজা আপনাকে অভিভাষণ করিয়া বলিবেন, 'গৃহপতির অনুরূপ আসন নির্ব্বাচন করিয়া উপবেশন করুন।' আপনি ঐরূপ আসন দেখিয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। আপনি আসনস্থ হইলে আমি উপস্থিত হইব; রাজা আমাকে অভিভাষণ করিয়া বলিবেন, 'পণ্ডিত, তুমি নিজের উপযুক্ত আসন নির্ব্বাচন করিয়া উপবেশন কর।' তখন আমি আপনার দিকে তাকাইব; আপনি এই ইঙ্গিত পাইয়া আসন হইতে উত্থিত হইবেন এবং বলিবেন, "বাবা মহৌষধ পণ্ডিত, তুমি এই আসন গ্রহণ কর।' ইহাতে একটা প্রশ্নের সমাধানের অবসর পাওয়া যাইবে।" "বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠী উক্তরূপে রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অভিভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৃহপতি, তোমার পুত্র কোথায়?" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "সে আমার পশ্চাতে আসিতেছে।" মহৌষধ আসিতেছেন শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "তুমি নিজের অনুরূপ আসন বাছিয়া তাহা গ্রহণ কর।" শ্রীবর্দ্ধন আত্মানুরূপ আসন নির্ব্বাচন করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন।

১৮—পুত্রাপেক্ষা হীন খর।

এদিকে মহাসত্ত্ব সর্ব্বাভরণে বিভূষিত এবং সহস্র বালকপরিবৃত হইয়া অলঙ্কৃত রথারোহণে যাত্রা

১। এখানে 'শ্রেষ্ঠতর' শব্দে মঙ্গলাশ্ব হইতে উৎকৃষ্ট অশ্ব বুঝাইতেছে। 'অশ্বতর' শব্দটী দ্ব্যর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

করিলেন। রাজধানীতে প্রবেশ করিবার কালে তিনি পরিখাপৃষ্ঠে একটা গর্দ্দভ দেখিতে পাইয়া কয়েকজন বলিষ্ঠ যুবককে আজ্ঞা দিলেন, "ছুটিয়া ঐ গাধাটাকে ধর? কোনরূপ শব্দ করিতে না পারে এমন ভাবে উহার মুখ বান্ধ এবং চটে জড়াইয়া উহাকে কান্ধে লইয়া চল।" যুবকেরা তাহাই করিল। মহাসত্ত্ব বহু অনুচর লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন; "এই ব্যক্তি নাকি শ্রীবর্দ্ধনশ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত; ইনি নাকি জন্মিবার সময়ে ঔষধপাত্র হস্তে লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; ইঁহার বুদ্ধিপরীক্ষার জন্য বার বার কত কূট প্রশ্ন করা হইয়াছিল; ইনি সকলগুলিরই সদুত্তর দিয়াছেন", সমস্ত নগরবাসী এই বলিয়া তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতে লাগিল; তাঁহাকে নির্নিমেষনেত্রে অবলোকন করিয়াও তাহাদের পূর্ণ তৃপ্তি জন্মিল না। মহাসত্ত্ব রাজদ্বারে গিয়া আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইলেন; রাজা শুনিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহৌষধ আমার পুত্র ; সে অতি শীঘ্র এখানে আগমন করুক।" মহৌষ তখন বালকসহস্র পরিবৃত হইয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা প্রীত হইলেন এবং মধুরস্বরে অভিভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি নিজের অনুরূপ আসন দেখিয়া উপবেশন কর।" মহৌষধ তাঁহার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; পূর্ব্বনির্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে শ্রীবর্দ্ধন আসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এই আসন গ্রহণ কর।" মহৌষধ তখন তাঁহার পিতার আসনেই উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে পিত্রাসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া সেনক-পুক্কুশ-কবীন্দ্র-দেবেন্দ্র প্রভৃতি জড়মতিগণ করতালি দিয়া ও অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "এই নিরেট মূর্খটাকে লোকে পণ্ডিত বলে! এ পিতাকে তুলিয়া দিয়া নিজে সেই আসনে বসিল! ইহাকে পণ্ডিত বলা যে নিতান্তই অসঙ্গত।" সভাস্থ সকলে এইরূপ পরিহাস করিতে লাগিল; রাজারও মুখ ভারী হইল। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ মুখ ভারী করিলেন কি?" রাজা বলিলেন, "মুখ ভারী করিয়াছি সত্য; দূর হইতে তোমার গুণের কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু তোমাকে দেখিয়া তুষ্ট হইতে পারিলাম না।" "ইহার কারণ কি, মহারাজ?" তুমি পিতাকে তুলিয়া দিয়া তাঁহার আসন গ্রহণ করিলে।" "মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, সর্ব্বত্রই পুত্র অপেক্ষা পিতা উত্তম?" "তাহা মনে করি বৈকি।" "আপনিই আমাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন না কি যে, হয় অশ্বতর পাঠাও, নয় শ্রেষ্ঠতর পাঠাও?" অতঃপর মহাসত্ত্ব আসন হইতে উঠিয়া সেই যুবকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে গাধাটা লইয়া আসিয়াছ, তাহা এখানে আন।" যুবকেরা গাধাটা তাঁহার নিকটে লইয়া গেলে তিনি উহাকে রাজার পাদমূলে ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই গর্দ্দভটার মূল্য কত?" রাজা বলিলেন, "কার্য্যক্ষম হইলে ইহার মূল্য অষ্ট কার্ষাপণ।" "যদি এই গর্দ্দভের ঔরসে কোন সৈন্ধবঘোটিকার গর্ভে একটা অশ্বতর জন্মে, তাহা হইলে সেটার মূল্য কত হইবে, মহারাজ? "সেরূপ অশ্বতর মহামূল্য।" "একথা বলিলেন কেন, মহারাজ? এই মাত্র না বলিলেন, সর্ব্বত্রই পুত্র অপেক্ষা পিতা উত্তম। তাহা হইলে ত অশ্বতর অপেক্ষা গর্দ্দভকেই উত্তম বলা উচিত। মহারাজ, আপনার পণ্ডিতেরা এই সামান্য বিষয় জানেন না বলিয়াই ত হাততালি দিয়া আমাকে পরিহাস করিলেন। আপনার পণ্ডিতদিগের কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, বলুন দেখি? আপনি কোথা হইতে এই সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন মহারাজ।" মহাসত্ত্ব চারিজন পণ্ডিতকেই বিদ্রূপ করিয়া রাজাকে এক নিপাতের নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন ঃ—[1]

সর্ব্বত্র কি বলা যায় পুত্র হতে পিতাকে উত্তম?
গর্দ্দভের তুলনায় অশ্বতর হবে কি অধম?[2]

মহাসত্ত্ব পুনশ্চ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পুত্র অপেক্ষা পিতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলে আমার পিতাকেই রাখিয়া আপনার কার্য্যে নিয়োজিত করুন।" মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা প্রীতি লাভ করিলেন; সভাস্থ সকল রাজপুরুষও মুক্তকণ্ঠে সহস্র বার সাধুকার দিয়া বলিলেন, "মহৌষধ পণ্ডিত প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন।" তাঁহারা অঙ্গুলি ছোটন ও সহস্র সহস্র চেল উৎক্ষেপণ করিয়া আপনাদের আনন্দ

১। প্রথম খণ্ডের গর্দ্দভপ্রশ্ন-জাতকে (১১১) কোন গাথা নাই।

২। গাথাটির পাঠ বোধ হয় ঠিক নাই। ফাউসবোলের 'তংসো বং' এই পদদ্বয়ের সাচা পাঠ নির্ণয় করা অসাধ্য।

জানাইলেন; তাহাতে পণ্ডিত চারিজন লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন।

বোধিসত্ত্বের ন্যায় অন্য কেহই মাতাপিতার মর্য্যাদা জানেন না; এ ক্ষেত্রে যে তিনি ঈদৃশ আচরণ করিলেন, তাহা নিজের পিতাকে অবমানিত করিবার জন্য নহে। রাজা বলিয়াছিলেন; হয় অশ্বতর পাঠাও নয়, শ্রেষ্ঠতর পাঠাও। এই সমস্যার সমাধান, নিজের পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন এবং পণ্ডিতচতুষ্টয়ের দর্পনাশ, এই তিন উদ্দেশ্যেই তিনি ইহা করিয়াছিলেন।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া গন্ধোদকপূর্ণ সুবর্ণ ভৃঙ্গার হইতে শ্রেষ্ঠীর হস্তে জল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে পূর্ব্ব যবমধ্যকগ্রামখানি রাজদত্ত বলিয়া ভোগ করিতে থাক; অন্য সকল শ্রেষ্ঠী তোমার উপস্থাপক হইবে।" অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বের মাতার নিকট সর্ব্ববিধ অলঙ্কার প্রেরণ করিলেন। তিনি গর্দ্দভ-প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া এতই প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, বোধিসত্ত্বকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "গৃহপতি, তুমি মহৌষধকে আমায় দান কর ; এ এখন আমার পুত্র হইবে।" শ্রীবর্দ্ধন বলিলেন, "মহারাজ, মহৌষধ এখনও শিশু; এখনও ইহার মুখে দুধের গন্ধ আছে। এ যখন বড় হইবে, তখন আপনার নিকটে আসিয়া থাকিবে"। ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন, "তুমি এখন হইতে এই পুত্রের মায়া ছাড়; এ আজ হইতে আমার পুত্র, আমি আমার পুত্রের লালন পালন করিতে পারিব। তুমি নিশ্চিন্তমনে গৃহে ফিরিয়া যাও।" রাজা এইরূপে বিদায় দিলে শ্রীবর্দ্ধন রাজাকে প্রণাম করিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহাকে বুকে লইয়া মস্তক চুম্বন করিলেন এবং কিরূপে চলিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। মহৌষধও পিতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিবার কালে বলিলেন, "বাবা, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।"

অতঃপর রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি অন্তঃপুরের ভিতরে আহার করিবে, না বাহিরে আহার করিবে?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'আমার বহু অনুচর; আমার পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরেই আহার করা উচিত।' তিনি বলিলেন মহারাজ, "আমি বাহিরেই আহার করিব" তখন রাজা তাঁহাকে বাসের উপযুক্ত গৃহ দেওয়াইলেন এবং তাঁহার সহস্র বালক বন্ধু ও অন্যান্য অনুচরের আহারের, বাসস্থানের ও সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যের সুব্যবস্থা করিলেন। এই সময় হইতে মহৌষধ রাজসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা আবার মহৌষধকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন নগরের দক্ষিণ দ্বারের অনতিদূরস্থ পুষ্করিণীর তীরে একটা তালবৃক্ষের উপর কাকের কুলায়ে একটী মণি ছিল। পুষ্করিণীর জলে ঐ মণির প্রতিবিম্ব দেখা যাইত। লোকে রাজাকে জানাইল, পুষ্করিণীর ভিতরে একটা মণি আছে। রাজা সেনককে ডাকাইয়া বলিলেন, "পুষ্করিণীর মধ্যে না কি একটা মণি দেখা যাইতেছে; কি উপায়ে ঐ মণিটা গ্রহণ করা যায় বলুন ত?" সেনক উত্তর দিলেন, "জল সেচিয়া ফেলিয়া মণি গ্রহণ করিতে হইবে।" "তাহাই করুন" বলিয়া রাজা সেনকের উপর মণি উদ্ধার করিবার ভার দিলেন। সেনক বহু লোক একত্র করিয়া পুষ্করিণী হইতে জল ও কাদা তুলিয়া ফেলাইলেন; তলের মাটি খোঁড়াইলেন। কিন্তু মণি দেখিতে পাইলেন না। পুষ্করিণীটা যখন আবার জলপূর্ণ হইল, তখন কিন্তু উহার মধ্যে মণির প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে লাগিল। সেনক পূর্ব্ববৎ আবার পুষ্করিণী সেচাইলেন, কিন্তু মণি দেখিতে পাইলেন না। ইহার পর রাজা মহৌষধকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "পুষ্করিণীর মধ্যে একটা মণি দেখা যাইতেছে, সেনক জল কাদা তুলিয়া ও মাটি খুঁড়িয়াও উহা পাইলেন না; পুষ্করিণী যখন জলপূর্ণ হয়, তখনই উহার মধ্যে আবার মণি দেখা যায়। তুমি এই মণি উদ্ধার করিতে পারিবে কি?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, এ কিছু কঠিন কাজ নয়; আমি এখনই মণি বাহির করিয়া দেখাইতেছি।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আজ পণ্ডিতের প্রজ্ঞাবল দেখিতে পাইব।" তিনি বহু লোক সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীর তীরে গমন করিলেন। মহাসত্ত্ব তীরে দাঁড়াইয়া মণি দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন 'মণিটা পুষ্করিণীর মধ্যে নাই; তাল গাছটায় আছে। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, পুষ্করিণীর মধ্যে মণি নাই।" "কেন, পুষ্করিণীর মধ্যেই ত মণি আছে, দেখা যাইতেছে?" তখন মহাসত্ত্ব এক গামলা জল আনাইয়া বলিলেন, "দেখুন, মহারাজ, মণিটা যে কেবল পুষ্করিণীর ভিতরেই দেখা যাইতেছে এমন নয়,

১৯— কাকের কুলায়ে মণি।

এই জলের গামলার ভিতরেও দেখা যাইতেছে।" "তবে মণি কোথায় আছে, বল ত?" "মহারাজ, পুষ্করিণীতে বলুন, আর গামলায় বলুন, মণিটার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে, উহা মণি নহে। মণি আছে এই তালগাছে, কাকের বাসায়; আপনি একজন লোক উঠাইয়া উহা নামাইয়া আনুন।" রাজা তাহাই করিয়া মণি আহরণ করাইলেন। মহৌষধ উহা লোকটার হাত হইতে লইয়া রাজার হাতে দিলেন। ইহা দেখিয়া সহস্র সহস্র লোকে মহাসত্ত্বকে সাধুকার দিতে লাগিল এবং সেনককে পরিহাস করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "মণিটা ছিল তালগাছে, কাকের বাসায়, অথচ সেনক কি না বলবান্ লোক দিয়া পুষ্করিণীটাকে সেচাইয়া ও খোঁড়াইয়া লণ্ডভণ্ড করিলেন। দেখিতেছি, মহৌষধের মত দ্বিতীয় একটা পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব।" তাহারা মহাসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল, রাজাও প্রসন্ন হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে নিজ ব্যবহার্য্য মুক্তার হার লইয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার অনুচরসহস্রকেও এক একটা মুক্তার হার দান করিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তোমাদিগকে আর প্রতিহারী দ্বারা সংবাদ পাঠাইতে হইবে না।"

একোনবিংশতিপ্রশ্ন সমাপ্ত

---

(২)

আর একদিন রাজা মহৌষধের সঙ্গে উদ্যানে যাইতেছিলেন। একটা কৃকণ্ঠক[1] তোরণাগ্রে বাস করিত। রাজাকে আসিতে দেখিয়া সে অবতরণপূর্ব্বক ভূমির উপর শুইয়া পড়িল। তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত, পণ্ডিত, এই কৃকণ্ঠক কি করিতেছে?" মহৌষধ বলিলেন, "এ আপনার সেবা করিতেছে।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমার সেবা করা যেন নিষ্ফল না হয়। ইহাকে পুরস্কার স্বরূপ অর্থ দান করাইবার ব্যবস্থা কর।" "মহারাজ, অর্থে ইহার কোন প্রয়োজন নাই; ইহাকে কিছু খাদ্য দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।" "এ কি খায়?" "মাংস খায়, মহারাজ।" "কি পরিমাণ মাংস দেওয়া কর্ত্তব্য?" "এক কাকণী[2] মূল্যে যতটা পাওয়া যায়, মহারাজ।" রাজা একজন কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন; "মাত্র এক কাকণী রাজোচিত দান নহে; ইহাকে প্রতিদিন অর্দ্ধমাষক মূল্যের মাংস আনাইয়া দিবে।" কর্ম্মচারী "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঐ সময় হইতে রাজার আদেশমত মাংস দিতে লাগিল। অনন্তর এক পোষধের দিনে মাংস না পাইয়া উক্ত কর্ম্মচারী একটা অর্দ্ধ মাষকে ছিদ্র করিয়া ও উহাতে সূতা পরাইয়া কৃকণ্ঠকের গলে ঝুলাইয়া দিল। এই অর্থলাভে কৃকণ্ঠকের মনে গর্ব্ব জন্মিল। রাজা সেদিনও উদ্যানে যাইতেছিলেন; কৃকণ্ঠক তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াও ধনপ্রাপ্তিজনিত গর্ব্ববশতঃ ভাবিল, 'বিদেহরাজ, তুমি মহাধনবান্, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমারও ধন আছে।' এইরূপে আপনাকে রাজার সমান মনে করিয়া সে আর অবতরণ করিল না, তোরণাগ্রে থাকিয়াই শিরঃসঞ্চালন করিতে লাগিল।[3] রাজা তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আজ ত কৃকণ্ঠক পূর্ব্বের মত অবতরণ করিল না; ইহার কারণ কি বল ত?

৪। তোরণাগ্রে কৃকণ্ঠক পূর্ব্বে ত কখন
করিত না এই ভাবে শিরঃসঞ্চালন।
কি হেতু সগর্ব্বভাব আজ এর হেরি?
কারণ, পণ্ডিত, তুমি বল হে বিচারি।"

মহৌষধ বলিলেন, "আজ পোষধ-দিন; পশু বধ করা নিষিদ্ধ; সেই জন্য কর্ম্মচারী মাংস না পাইয়া ইহার গলদেশে অর্দ্ধমাষক বাঁধিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই বোধ হয়, ইহার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছে।

৫। অর্দ্ধমাষকের মুখ দেখে নাই পূর্ব্বে;
পেয়ে তাই মাথা এর ঘুরিয়াছে গর্ব্বে।
ভাবে মনে, হইয়াছি বড় ধনবান্;
বিদেহ-নরেশে তাই করে তুচ্ছজ্ঞান।"

১। বহুরূপ (chameleon)। ইহা কৃকলাস-জাতীয় প্রাণী।

২। কাকণী=২০ কপর্দ্দক। দ্বিতীয় খণ্ডের ২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

৩। হিতোপদেশে দেখা যায়, মূষিক-রাজ হিরণ্যকের যখন ধন ছিল, তখন বলও ছিল; ধনহীন হইয়াই সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

রাজা সেই কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; সে যথাযথ উত্তর দিল। রাজা ভাবিলেন, 'মহৌষধ কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের ন্যায়, কৃকণ্ঠকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছে।' তিনি অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া নগরের চতুর্দ্বারে যে শুল্ক গৃহীত হইত,[১] তাহা মহৌষধকে দান করিলেন, এবং কৃকণ্ঠকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বৃত্তি বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে অযুক্ত হইবে বলিয়া মহৌষধ তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন।

কৃকণ্ঠকপ্রশ্ন সমাপ্ত

---

(৩)

মিথিলাবাসী পিঙ্গোত্তর-নামক এক মাণবক তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিল। সে সাতিশয় মনোভিনিবেশের সহিত সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আচার্য্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। ঐ আচার্য্যের বংশে রীতি ছিল যে, গৃহে বয়ঃপ্রাপ্তা কোন কুমারী থাকিলে চতুষ্পাঠীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইত। এই অধ্যাপকেরও দিব্যাঙ্গনাসদৃশী এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি পিঙ্গোত্তরকে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে কন্যা দান করিব। তুমি তাহাকে লইয়া যাইবে।" এই মাণবক কিন্তু অতি হতভাগা ও অলক্ষ্মীবান্ ছিল ; এদিকে আচার্য্যের কন্যা ছিলেন মহাপুণ্যবতী। মাণবক কুমারীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইল না ; কিন্তু তাঁহাকে পছন্দ না করিলেও আচার্য্যের আদেশপালনের জন্য বিবাহে সম্মতি জানাইল। আচার্য্য তখন তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন; মাণবক রাত্রিকালে অলঙ্কৃত বরশয্যায় শয়ন করিল; কিন্তু তাহার পত্নী যখন গৃহে গিয়া ঐ শয্যায় আরোহণ করিলেন, সে অমনি গোঁ গোঁ করিতে করিতে শয্যা হইতে নামিয়া মাটিতে শুইল। ইহা দেখিয়া আচার্য্য-দুহিতাও শয্যা হইতে নামিয়া তাহার কাছে গেলেন; তখন সে উঠিয়া আবার খাটের উপর গেল। আচার্য্যকন্যা আবার খাটের উপর গেলেন; সে আবার খাট হইতে নামিল; এরূপ করিবারই কথা, কারণ অলক্ষ্মী কখনও লক্ষ্মীর সহিত সম্প্রীতভাবে থাকিতে পারে না। সে রাত্রিতে ইহার পর আচার্য্যকন্যা শয্যাতেই নিদ্রা গেলেন; মাণবক মাটিতে শুইয়া থাকিল। এইরূপে এক সপ্তাহ কাটাইয়া সে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া পত্নীসহ যাত্রা করিল; কিন্তু পথে তাহার সহিত একটীও কথা বলিল না। এইরূপে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত একসঙ্গে থাকিয়া দুই জনে মিথিলায় উপস্থিত হইল। তখন পিঙ্গোত্তর বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। সে নগরের অদূরে একটী ফলবান্ উডুম্বর বৃক্ষ দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া উডুম্বর ফল খাইতে লাগিল। আচার্য্যকন্যাও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলেন; তিনি বৃক্ষমূলে গিয়া বলিলেন, "আমাকেও কয়েকটা ফল পাড়িয়া দাও।" পিঙ্গোত্তর বলিল, "কেন, তোর কি হাত পা নাই? নিজে গাছে উঠিয়া ফল খা না।" আচার্য্যকন্যা গাছে উঠিয়াই ফল খাইতে লাগিলেন। তিনি গাছে উঠিয়াছেন দেখিয়া পিঙ্গোত্তর, যত শীঘ্র পারিল, নামিয়া আসিল, গাছটার চারিদিকে কাঁটার বেড় দিল এবং "অলক্ষ্মীর হাত হইতে মুক্ত হইলাম" বলিয়া পলায়ন করিল। আচার্য্য-কন্যা নামিতে পারিলেন না; তিনি গাছের উপরেই রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, মিথিলারাজ উদ্যানকেলি সমাপনপূর্ব্বক নগরে ফিরিতেছিলেন; তিনি আচার্য্যকন্যাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "তোমার স্বামী আছে কি না?" আচার্য্যকন্যা বলিলেন, "আমার কুলদত্ত স্বামী আছে বটে, কিন্তু সে আমাকে এখানে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে।" অমাত্য গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলে, তিনি ভাবিলেন, 'অস্বামিক ধন রাজাই পাইয়া থাকেন।' তিনি আচার্য্যকন্যাকে নামাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে তুলিলেন এবং গৃহে গিয়া তাঁহাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। আচার্য্যকন্যা রাজার অতি প্রিয়া ও মনোমোহিনী হইলেন; রাজা তাঁহাকে উডুম্বর বৃক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার 'উডুম্বরা' এই নাম রাখিলেন।

১। টোল (octroi)।

ইহার পর একদিন রাজা উদ্যানে গমন করিবেন বলিয়া দ্বারগ্রামবাসীরা পথ পরিষ্কার করিতেছিল। পিঙ্গোত্তর জন খাটিত; সে কোমর বান্ধিয়া কোদাল দিয়া পথ সমান করিতে ছিল। রাস্তা পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বেই রাজা উড়ুম্বরাকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে নগর হইতে বাহির হইলেন; সেই হতভাগ্য রাস্তা সমান করিতেছে দেখিয়া উড়ুম্বরা নিজের হর্ষ সংবরণ করিতে পারিলেন না; 'এই সেই অলক্ষ্মী', ইহা ভাবিয়া তিনি পিঙ্গোত্তরের দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হাসিলে কেন?" উড়ুম্বরা বলিলেন, "মহারাজ, এই যে লোকটা রাস্তা সমান করিতেছে, এই ব্যক্তিই আমার পূর্ব্বস্বামী, এই ব্যক্তিই আমাকে উড়ুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করাইয়া তাহা কণ্টকে ঘিরিয়া চলিয়া গিয়াছিল; ইহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমি হর্ষের বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়াছি, এই সেই হতভাগ্য, ইহা ভাবিয়া হাসিয়াছি।" রাজা বলিলেন, "এ তোমার মিথ্যা কথা; তুমি আর কাহাকেও দেখিয়া হাসিয়াছ; আমি তোমার প্রাণবধ করিব।" এইরূপে তর্জ্জন করিয়া তিনি অসি উত্তোলন করিলেন; উড়ুম্বরা ভয় পাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি সত্য বলিয়াছি কি না।" রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন হে, তুমি ইহার কথা বিশ্বাস কর কি?" সেনক বলিলেন, "না মহারাজ। কে এমন সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে?" সেনকের উত্তর শুনিয়া উড়ুম্বরা আরও ভয় পাইলেন, কিন্তু রাজা ভাবিলেন, 'সেনক কি জানে; আমি মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।' তিনি মহৌষধকে বলিলেন,

৬। রূপবতী শীলবতী ভার্য্যারে ত্যজিয়া যায়,
এ কথা কি, মহৌষধ, তোমার বিশ্বাস হয়?

মহৌষধ বলিলেন,

৭। অবিশ্বাস্য এ ঘটনা হবেই কেন, প্রভু?
লক্ষ্মীসহ অলক্ষ্মীর মেলন কি হয় কভু?

মহৌষধের কথায় রাজা আর এই ব্যাপার লইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না, তাঁহার মন হইতে সন্দেহ দূর হইল; তিনি মহৌষধের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আজ তুমি এখানে না থাকিলে, মূর্খ সেনকের কথায় এবংবিধ স্ত্রীরত্ন হারাইয়াছিলাম আর কি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমি মহিষীকে পুনর্ব্বার লাভ করিলাম।" তিনি সহস্র মুদ্রা দিয়া মহৌষধের পূজা করিলেন; উড়ুম্বরাও রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই পণ্ডিতের কৃপাতেই আজ আমি প্রাণ পাইলাম; আপনার নিকট এই বর চাই যে, এখন হইতে আমি যেন এই পণ্ডিতকে আমার ভ্রাতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "উত্তম কথা; আমি তোমাকে এই বর দিলাম।" উড়ুম্বরা কহিলেন, "মহারাজ, আজ হইতে আমি আমার ছোট ভাইটীকে না দিয়া কোন ভাল জিনিষ খাইব না; আজ হইতে সময়ে হউক, অসময়ে হউক, ইহার নিকট ভাল খাবার পাঠাইবার জন্য আমার দরজা খোলা থাকিবে; আমাকে এ বরও দিতে হইবে, মহারাজ।" "বেশ, ভদ্রে; তুমি এই বরও গ্রহণ কর।"

শ্রী কালকর্ণীপ্রশ্ন সমাপ্ত

---

(৪)

আর একদিন রাজা প্রাতরাশান্তে প্রাসাদসংলগ্ন দীর্ঘচঙ্ক্রমণে পা-চারি করিবার কালে দেখিতে পাইলেন যে, একটী মেষ ও একটী কুক্কুর পরস্পরের প্রতি মিত্রবৎ আচরণ করিতেছে। হস্তিশালায় হস্তীদিগের সম্মুখে যে ঘাস দেওয়া হইত, হস্তীরা খাইবার পূর্ব্বেই নাকি ঐ মেষটা তাহা খাইত। ইহা দেখিয়া একদিন হস্তিপালেরা তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সে যখন ভ্যা ভ্যা করিয়া পলাইতেছিল, তখন একজন ছুটিয়া গিয়া তাহার পৃষ্ঠে দণ্ডাঘাত করিয়াছিল; সে পিঠ নীচু করিয়া ও বেদনায় কাতর হইয়া রাজবাড়ীর বড় প্রাচীরের পাশে একখানা পিঁড়ির উপর শুইয়া পড়িল। কুক্কুরটা

রাজার পাকশালায় অস্থিচর্ম্মাদি খাইয়া পুষ্ট হইয়াছিল। সেও ঐ দিন, পাচক যখন রন্ধন শেষ করিয়া বাহিরে গিয়া ঘাম মুছিতেছিল, তখন মৎস্যমাংসের গন্ধে লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং ঢাকনি ফেলিয়া দিয়া মাংস খাইয়াছিল। ঢাকনি পড়ার শব্দ শুনিয়া পাচক ভিতরে গিয়া কুক্কুরটাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং দরজা বন্ধ করিয়া ইটপাটকেল ও লাঠি দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। কুক্কুরটা মুখের মাংস ফেলিয়া দিয়া খ্যাউ খ্যাউ করিতে করিতে পাকশালা হইতে বাহির হইয়াছিল। সে বাহির হইতেছে দেখিয়া পাচক তাড়া করিয়া তাহার পিঠে সটান লাঠি মারিল। সে পিঠ নীচু করিয়া ও একখানা পা তুলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, মেষটা যেখানে শুইয়া ছিল, সেইখানে গেল। মেষ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তুমি পিঠ নীচু করিয়া আসিলে কেন? তোমার কি বাতরোগ হইয়াছে?" কুক্কুর বলিল, "তুমিও ত, ভাই, পিঠ বাঁকা করিয়া পড়িয়া আছ; তোমার শরীরেও কি বাতরোগ প্রবেশ করিয়াছে?" মেষ তখন নিজের দুর্দ্দশার কথা বলিল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আবার পাকশালার ভিতর যাইতে পারিবে কি?" কুক্কুর বলিল, "না, ভাই; আবার গেলে আমার প্রাণ থাকিবে না। বল ত, তুমি কি আবার হস্তিশালায় যাইতে পারিবে?" "না ভাই; আমিও সেখানে গেলে প্রাণে মারা যাইব।" তখন মেষ ও কুক্কুর উভয়েই ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে তাহারা জীবন ধারণ করিবে। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মেষ বলিল, "আমরা যদি এক সঙ্গে থাকিতে পারি, তবে একটী উপায় হইতে পারে।" কুক্কুর জিজ্ঞাসিল, "কি উপায়?" মেষ বলিল, "দেখ, ভাই, এখন হইতে তুমি হস্তিশালায় যাইবে; তুমি ঘাস খাও না জানিয়া তোমার উপর হস্তিপালদিগের কোন সন্দেহ জন্মিবে না; তুমি আমার জন্য ঘাস লইয়া আসিবে; আমি মাংস খাই না জানিয়া আমার উপরও পাচকের কোন সন্দেহ হইবে না; আমি তোমার জন্য মাংস লইয়া আসিব।" ইহা অতি সুন্দর উপায় ভাবিয়া উভয়েই সম্মত হইল; কুক্কুর হস্তিশালায় গিয়া ঘাসের আঁটি কামড়াইয়া ধরিয়া সেই বড় প্রাচীরের নিকট রাখিত; মেষও পাকশালায় গিয়া মাংসখণ্ডে মুখ পূরিত এবং উহা লইয়া সেইস্থানে রাখিত। ইহার পর কুক্কুর মাংস খাইত; মেষ ঘাস খাইত। এই উপায়ে উভয়ে পরস্পর সম্প্রীতির সহিত সেই বড় প্রাচীরের পাশে একত্র বাস করিত। রাজা তাহাদের মিত্রভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, 'পূর্ব্বে কখনও ত এমন ব্যাপার দেখি নাই। ইহারা স্বভাবতঃ বৈরভাবাপন্ন হইয়াও এক সঙ্গে বাস করিতেছে! এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া আমি পণ্ডিতদিগকে প্রশ্ন করিব; যাহারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিবে, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিব; যে সদুত্তর দিবে, তাহার বহু সম্মান করিব, বলিব যে, আর কেহই এমন পণ্ডিত নহে। আজ অবেলা হইয়াছে; কাল শয্যাত্যাগের সময় যখন পণ্ডিতেরা আসিবে, তখন প্রশ্ন করা যাইবে। ইহা স্থির করিয়া, পরদিন পণ্ডিতেরা যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া উপবেশন করিলেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

৮। জাতি বৈরী প্রাণী দুটী, করে নাই কভু যারা পরস্পর নিকটে গমন,[১]
তারা এবে মিত্রভাবে বিশ্রম্ভ-আলাপে সুখে রহিয়াছে, বল কি কারণ?

এই প্রশ্ন করিয়া রাজা আবার বলিলেন,

৯। প্রাতরাশকালে আজ না পার তোমরা যদি দিতে এ প্রশ্নের সদুত্তর
তাড়াব সবার আমি; রাখিতে না চাই কোন মূর্খজন সভার ভিতর।

সেনক সম্মুখের আসনে এবং মহৌষধ পশ্চাতের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহৌষধ এই প্রশ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং ইহার কোন অর্থ দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'এই রাজা নিতান্ত জড়মতি; ইনি নিজে চিন্তা করিয়া প্রশ্নটা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ইনি নিশ্চয় কিছু দেখিয়াছেন। একদিনের অবকাশ পাইলে আমি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারি। সেনক, বোধ হয়, যে কোন উপায়ে একদিনের অবকাশ লইতে পারেন।' অপর চারিজন পণ্ডিত অন্ধকারময় গৃহ-প্রবিষ্টের ন্যায় কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। সেনক বোধিসত্ত্বের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিলেন; বোধিসত্ত্বও সেনকের দিকে

১। মূলে 'সত্তপদং' আছে। পরস্পরের সপ্তপদমাত্র ব্যবধানেও যাহাদিগকে একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

দৃষ্টি করিলেন। বোধিসত্ত্ব যেভাবে তাঁহার দিকে তাকাইলেন, তাহা দেখিয়া সেনক তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, বোধিসত্ত্বের ন্যায় পণ্ডিতও প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না; তিনি আজ ইহার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া এক দিন অবকাশ লইবার ইচ্ছা করিতেছেন। তিনি বোধিসত্ত্বের ইচ্ছাপূরণার্থ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে উচ্চহাস্য করিয়া রাজাকে বলিলেন, "এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে মহারাজ কি আমাদের সকলকেই নির্ব্বাসিত করিবেন?" রাজা বলিলেন, "নিশ্চয় করিব, পণ্ডিত।" "আপনি ত দেখিতেছেন, এটা অতি কূট প্রশ্ন; আমরা এখনই ইহার উত্তর দিতে পারিতেছি না। আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে; এত লোকের মধ্যে কূটপ্রশ্নের সমাধান করিতে পারা যায় না। নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি আমাদিগকে কিছু অবকাশ দিন।" অনন্তর সেনক মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

১০। বহুজন-সমাকীর্ণ এই সভাস্থল; বহু লোকে করিতেছে হেথা কোলাহল।
চিত্তের বিক্ষেপ হেথা ঘটে পদে পদে; মনোভিনিবেশ নাহি হয় কোন মতে।
সে কারণ বসি হেথা প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ মোরা, ওহে নরেশ্বর।
১১। গোপনে বিবিক্তস্থানে একাকী বসিয়া দেখিব একাগ্রচিত্তে আমরা ভাবিয়া,
ধীরভাবে প্রশ্নের কি হবে সদুত্তর। তখন করিব এর ব্যাখ্যা, নরেশ্বর।

রাজা এই কথা শুনিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও বলিলেন, "বেশ, ভাবিয়াই উত্তর দিবে; না দিতে পারিলে নির্ব্বাসিত হইবে।" রাজা এইরূপে ভয় দেখাইলে পণ্ডিত চারি জন প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। অনন্তর সেনক অপর পণ্ডিতদিগকে বলিলেন, "রাজা অতি সুক্ষ্ম প্রশ্ন করিয়াছেন; উত্তর না দিলে আমাদের মহাভয়ের কারণ হইবে। তোমরা হিতকর খাদ্য ভোজন করিয়া সাবধানে উত্তর নির্ণয়ের চেষ্টা কর।"

মহৌষধ পণ্ডিত সভা হইতে উঠিয়া উড়ুম্বরা দেবীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, আজ বা কাল রাজা কোন্ স্থানে বেশী সময় কাটাইয়াছেন?" উড়ুম্বরা বলিলেন, "দীর্ঘচঙ্ক্রমণে বাতায়ন হইতে অবলোকন করিতে করিতে পা-চারি করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'তবে রাজা ইহার নিকটেই নিশ্চয় কিছু দেখিয়াছেন।' তিনি ঐ স্থানে গিয়া বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেষ ও কুকুরের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন, এবং রাজার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। অপর তিনজন পণ্ডিত বহু চিন্তা করিয়াও যখন কোন উত্তর বাহির করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা সেনকের নিকটে গমন করিলেন। সেনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা উত্তর স্থির করিতে পারিয়াছ কি?" তাঁহারা বলিলেন, "না, আচার্য্য; আমরা কোন সমাধান করিতে পারিলাম না।" "না পারিলে ত রাজা তোমাদিগকে দূর করিয়া দিবেন। তখন উপায় কি হইবে?" "আপনি সদুত্তর পাইয়াছেন কি?" "না, আমিও কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না।" "আপনি যখন অপারগ হইলেন, তখন আমাদের কি গতি হইবে?" "এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। মহৌষধ পণ্ডিত, বোধ হয়, ইহা শতপ্রকারে চিন্তা করিয়াছেন; চল, আমরা তাঁহার নিকটে যাই।"

অনন্তর উক্ত চারিজন পণ্ডিত বোধিসত্ত্বের গৃহদ্বারে গিয়া, তাঁহারা যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন এই সংবাদ দিলেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি রাজার প্রশ্নটার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন কি?" মহৌষধ বলিলেন, "আমি না করিলে আর কে করিবে বলুন। আমি চিন্তা করিয়াছি, উত্তরও পাইয়াছি।" "তবে এখন আমাদিগকে বলুন।" মহৌষধ ভাবিলেন, 'আমি যদি ইহাদিগকে উত্তরটা না বলি, তবে রাজা ইহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং আমাকে সপ্তরত্ন দ্বারা পূজা করিবেন। কিন্তু ইহারা অজ্ঞান হইলেও, ইহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতে দেওয়া হইবে না; আমি ইহাদিগকে প্রশ্নের উত্তর বলিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পণ্ডিত চারিজনকে নিম্নাসনে উপবেশন করাইয়া হাত যোড় করিতে বলিলেন। রাজা যাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহা জানাইলেন না বটে; কিন্তু পালি ভাষায় চারিটী গাথা রচনা করিয়া এক একজনকে এক একটা শিখাইলেন এবং বিদায় দিবার সময় বলিলেন, "রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, আপনারা এই গাথাগুলি বলিবেন।"

পণ্ডিতেরা পরদিন রাজদর্শনে গিয়া স্ব স্ব সজ্জিতাসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর স্থির করিয়াছেন কি?" সেনক উত্তর দিলেন, "আমি উত্তর না জানিলে অন্য কাহার সাধ্য যে জানে?" রাজা বলিলেন, "আপনি উত্তর দিন।" "শুনুন, মহারাজ", ইহা বলিয়া সেনক, যে ভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভাবে নিজের গাথাটী বলিলেন ঃ—

১২। রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র— মেষমাংস প্রিয় সবাকার
কুকুরের মাংস কিন্তু করে না ক কেহই আহার?
অবস্থা-বিশেষে, তবু দেখিলাম ভাবি মনে মনে,
মেলন সম্ভবপর এ দু'য়ের বন্ধুত্ববন্ধনে।

সেনক গাথাটী বলিলেন বটে; কিন্তু তিনি ইহার অর্থ জানিতেন না। রাজা কিন্তু নিজে ঘটনাটী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; কাজেই তিনি ভাবিলেন, সেনক তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পুক্কুশকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুক্কুশ বলিলেন, "আমি কি মূর্খ, মহারাজ"? তিনি যে গাথাটি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তাহা বলিলেন ঃ—

১৩। মেষচর্ম্মবিনির্ম্মিত অশ্বপৃষ্ঠ-আস্তরণ;
কুকুরের চর্ম্ম কি হে সাধে কোন প্রয়োজন?
তথাপি এ দুই প্রাণী, একে অপরের সনে
মিলিত হইতে পারে দৃঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে।

পুক্কুশও গাথাটির অর্থ বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু রাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাবিলেন, পুক্কুশও প্রশ্নটীর উত্তর দিতে পারিয়াছেন। ইহার পর তিনি কবীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কবীন্দ্র বলিলেন,

১৪। মেষের মস্তকে কুটিল বিষাণ; কুকুর বিষাণহীন;
মেষ তৃণভুক, কুকুর মাংসাশী, হেরি ইহা চিরদিন।
এমন বৈষম্য উভয় প্রাণীর বিদ্যমান আছে বটে;
তথাপি মিত্রতা মধ্যে ইহাদের কখন(ও) কখন(ও) ঘটে।

রাজা ভাবিলেন, কবীন্দ্রও প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন। অনন্তর তিনি দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন; দেবেন্দ্রও কণ্ঠস্থ গাথাটা বলিলেন ঃ—

১৫। মেষ বাঁচে খেয়ে তৃণ ও পলাল; কুকুর তাহা না খায়;
পোষা বিড়ালের পিছু পিছু সদা কুকুর ছুটিয়া যায়;
এমন বৈষম্য উভয় প্রাণীর বিদ্যমান আছে বটে;
তথাপি মিত্রতা মধ্যে ইহাদের কখন(ও) কখন(ও) ঘটে।

সর্ব্বশেষে রাজা মহৌষধ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, তুমি এই প্রশ্নের উত্তর জানিয়াছ কি?" মহৌষধ বলিলেন, 'মহারাজ, অবীচি হইতে ভবাগ্র পর্য্যন্ত আমি ব্যতীত অন্য কেহই ইহা জানিবে না।" "তবে যাহা জান, আমায় বল।" "শুনুন, মহারাজ।" ইহা বলিয়া, মহৌষধ এই ঘটনা-সম্বন্ধে নিজে যাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা দুইটী গাথায় বলিলেন ঃ—

১৬। অর্টের অর্দ্ধেক যত মেষের পাগুলি তত,
অষ্টনখ,[1] চতুষ্পদ সেই
এমন কৌশলে হরে মাংস কুকুরের তরে
জানিতে না পারে না কেহই।
শোধিতে এ ঋণ তার কুকুরও বার বার
তৃণ ও পলাল আনি দেয়।
একে অপরের সহ করে এরা অহরহ
অপহৃত দ্রব্য বিনিময়।

১। অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে ২ খানি করিয়া আটখানি খুর আছে।

১৭। প্রাসাদ হইতে দেখে বিদেহ-নরেন্দ্র মেষ আর কুকুরের এ অদ্ভুত কাণ্ড।
'খেউ খেউ', 'পূর্ণমুখ', এরা দুইজন, একে করে অপরের খাদ্য আহরণ।

অপর পণ্ডিতেরা যে বোধিসত্ত্বেরই সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন রাজা ইহা জানিতেন না। তিনি ভাবিলেন, 'এই পাঁচজন পণ্ডিতই স্ব স্ব প্রজ্ঞাবলে উত্তর দিয়াছেন।' এই বিশ্বাসে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন,

১৮। মহালাভবান্ আমি। বড় ভাগ্য তার, ঈদৃশ পণ্ডিতগণ সভায় যাহার।
নিগূঢ়, দুরূহ মম প্রশ্নের উত্তর দিলেন এ সুধীগণ, অহো কি সুন্দর।

অনন্তর তিনি পণ্ডিতদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যে সন্তুষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সন্তোষকারীকেও সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।" তিনি পণ্ডিতদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন,

১৯। প্রত্যেক পণ্ডিতে আমি করিলাম দান অশ্বতরীযুত দিব্য রথ একখান;
দিলাম সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এক আর। পাইনু উত্তর শুনি সন্তোষ অপার।
সে কারণ যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিয়া রাখিব আমি সবাকার মান।

ইহা বলিয়া রাজা পণ্ডিতদিগকে উক্ত পুরস্কারগুলি দেওয়াইলেন।

দ্বাদশ নিপাতে[১] উল্লিখিত মেণ্ডকপ্রশ্ন সমাপ্ত

(৫)

উডুম্বরা দেবী জানিতেন যে, সেনক প্রভৃতি মহৌষধ পণ্ডিতের সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। কাজেই তিনি দেখিলেন, রাজা পাঁচজনকে সমান পুরস্কার দিয়া মুদ্গ ও মাষের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নাই। তিনি স্থির করিলেন যে, তাহার কনিষ্ঠ সোদরস্থানীয় মহৌষধকে বিশিষ্ট পুরস্কার দেওয়াইতে হইবে। তিনি রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন?" রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, পাঁচজন পণ্ডিতই উত্তর দিয়াছেন।" "মহারাজ, সেনক প্রভৃতি চারিজন কাহার সাহায্যে উত্তর দিয়াছেন, জানেন কি?" "না, ভদ্রে, আমি তাহা জানি না।" "মহারাজ, ও চারিজন কি জানে? মূর্খ চারিটীর সর্ব্বনাশ হয় দেখিয়া মহৌষধ তাহাদিগকে প্রশ্নের উত্তর শিখাইয়া দিয়াছে। আপনি কিন্তু সকলকে সমান পুরস্কার দিয়াছেন। ইহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। মহৌষধকে বিশিষ্ট পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।" নিজের সাহায্যে অপর চারিজন পণ্ডিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, মহৌষধ যে একথা প্রকাশ করেন নাই, ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং কি উপায়ে তাঁহার প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করা যাইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; আমি বাছাকে আর একটী প্রশ্ন করিব এবং সে যখন উত্তর দিবে তখন তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিব।" অনন্তর তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া 'শ্রীমন্দ' প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিলেন এবং একদিন যখন পাঁচজন পণ্ডিতই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সুখাসনে উপবেশন করিলেন, তখন বলিলেন, "আমি সেনককে একটী প্রশ্ন করিব।" সেনক বলিলেন, "প্রশ্ন করুন, মহারাজ।" রাজা প্রশ্ন করিলেন ঃ—

২০। নির্ধন অথচ প্রাজ্ঞ, ধনী কিন্তু প্রজ্ঞাহীন— এ দুয়ের মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি সমাদর লভে বল, কোন্ জন পণ্ডিতসমাজে?

এই প্রশ্নটী না কি সেনকদিগের বংশে পুরুষপরম্পরায় জানা ছিল; এই জন্য তিনি অবিলম্বে উত্তর দিলেন,

২১। কি পণ্ডিত, কি বা মূর্খ, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কুলীনসন্তান—
সকলেই করে সেবা ধনীর, যদিও তার নাই কুলমান।
দেখি ইহা অনুক্ষণ মনে হয়, হে রাজন্, প্রাজ্ঞ হীনতর;
কমলার কৃপালাভ করেছে যে জন, তার সর্ব্বত্র আদর।

১। মেণ্ডক-জাতক (৪৭১) ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

সেনকের উত্তর শুনিয়া রাজা অপর তিনজন পণ্ডিতকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি মহৌষধকে বলিলেন,

২২। তোমাকেও মহৌষধ বলিতেছি দিতে এই প্রশ্নের উত্তর;
সর্ব্বধর্ম্মদর্শী তুমি; প্রজ্ঞা তব মহিয়সী, বুদ্ধি লোকোত্তর;
নির্দ্ধন অথচ প্রাজ্ঞ, ধনী কিন্তু প্রজ্ঞাহীন, এ দুয়ের মাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি সমাদর লভে বল কোন্ জন পণ্ডিতসমাজে?

মহৌষধ বলিলেন, "শুনুন, মহারাজ।

২৩। ইহাই পরম অর্থ অজ্ঞ ভাবে মনে, নানাপাপে রত সেই হয় সে কারণে
ঐহিক ঐশ্বর্য্যে তার লক্ষ্য অনুক্ষণ; পরলোক-চিন্তা তার হয় না কখন।
ইহামুত্র কিন্তু তার সমান দুর্গতি; দেহান্তে জন্মিয়া পুনঃ পায় দুঃখ অতি।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দুয়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

তখন রাজা সেনকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহৌষধ ত প্রজ্ঞাবান্‌কেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।" সেনক বলিলেন, "মহৌষধ বালক; আজও উহার মুখে দুধের গন্ধ আছে। ও কি জানে?

২৪। বিদ্যাবলে, রূপে কিংবা কুলের গৌরবে, কিছুতেই ধনাগম কভু না সম্ভবে।
গণ্ডমূর্খ গোরিমন্দ,[১] অতি কদাকার, কথা কহিবার কালে মুখ হ'তে যার
নিঃসরে লালার স্রোত; অথচ উন্নতি উত্তর উত্তর তার হইতেছে অতি।
লক্ষ্মী বান্ধা রয়েছেন সদা তার ঘরে; সে কারণে লোকে তার স্তুতি গান করে।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার উত্তরে তুমি কি বলিতে চাও?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, সেনক কি জানেন? যেখানে ভাত ছড়ান আছে, সেখানে যেমন কাক, দধিপানোদ্যত যেমন কুকুর, সেনকও সেইরূপ; তিনি নিজেকেই দেখেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকে যে মহামুদ্গর পতনোন্মুখ, তাহা দেখিতে পান না। শুনুন, মহারাজ :—

২৫। হইয়া ঐশ্বর্য্যে মত্ত, অপ্রাজ্ঞ যে জন, করে সে বিবিধ পাপপথে বিচরণ।
সুখদুঃখ কিছুই না থাকে চিরদিন কিন্তু ইহা বুঝিতে না পারে মতিহীন।
উভয়ত্র অশান্তি তাহার অনুক্ষণ রৌদ্র পেয়ে স্থলানীত মীনের যেমন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি বলেন, আচার্য্য।" সেনক বলিলেন, "ও কি জানে? মানুষের কথা থাকুক, বনজাত বৃক্ষসমূহের মধ্যেও যেটা ফলসম্পন্ন, পক্ষীরা তাহাই সেবা করিয়া থাকে।

২৬। বন মাঝে যে তরুর মিষ্ট ফল আছে, নানা দিক্ হ'তে পাখী যায় তার কাছে।
ভোগের সামগ্রী যার আছে, আর ধন, অর্থহেতু করে লোকে তাহার(ই) ভজন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কি উত্তর দিবে, বৎস?" মহৌষধ বলিলেন, "এই স্থূলোদর পণ্ডিত কিছুই জানেন না। শুনুন, মহারাজ :—

১। গোরিমন্দ ঐ নগরেরই অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন একজন শ্রেষ্ঠী। সে দেখিতে অতি কু-রূপ ছিল; তাহার কোন পুত্র কন্যা জন্মে নাই; সে কোনরূপ বিদ্যা শিক্ষা করে নাই। সে যখন কথা কহিত, তখন তাহার হনুর উভয় পার্শ্ব হইতে লালার ধারা নিঃসৃত হইত। তাহার সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতা দেবকন্যাসদৃশী দুই স্ত্রী ছিল। তাহারা নীলোৎপল হস্তে লইয়া গোরিমন্দের দুই পাশে দাঁড়াইয়া উৎপলদল দ্বারা ঐ লালা মুছিত এবং জানালা দিয়া ফেলিয়া দিত। সুরাপায়ীরা যখন পানাগারে প্রবেশ করিত, তখন তাহাদের নীলোৎপলের প্রয়োজন হইত। তাহারা গোরিমন্দের দ্বারে গিয়া "প্রভু গোরিমন্দ শ্রেষ্ঠী" বলিয়া ডাকিত; তাহাদের ডাক শুনিয়া গোরিমন্দ বাতায়নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে, "কি চাও তোমরা, বাপ সকল?" তখনও তাহার মুখ হইতে লাল নির্গত হইত ; তাহার স্ত্রী দুইটি উহা নীলোৎপল দ্বারা মুছিয়া ফুলগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিত; মাতালেরা সেগুলি কুড়াইয়া জলে ধুইত এবং পরিধান করিয়া পানাগারে যাইত। গোরিমন্দ এমনই ঐশ্বর্য্যবান্ ছিল। সেনক তাহার উদাহরণ দেখাইয়া স্বীয় উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন।

২৭। শক্তি আছে, তাই করে পরের পীড়ন; অপ্রাজ্ঞ অর্জয়ে অর্থ ভোগের কারণ।
পরিণাম এর কিন্তু জানে না দুর্মতি; নিশ্চয় হইবে তার নরকেতে গতি।
নরকে টানিবে যবে যমদূতগণ, বৃথা সে সময়ে পাখী করিবে ক্রন্দন।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা সেনককে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। সেনক কহিলেন,

২৮। অন্য অন্য নদী পড়ে গঙ্গায় যখন, নিজ নিজ নাম গোত্র হারায় তখন।
গঙ্গাও সাগরে পড়ি হয় লুপ্তনাম। জগৎ যে ঋদ্ধিবশ, ইহাই প্রমাণ।
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দুয়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা মহৌষধকে ইহার উত্তর দিতে আদেশ করিলে তিনি দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

২৯। করিলেন সেনক যে সাগরের নাম, অসংখ্য নিম্নগা যারে করে বারি দান,
ছুটিছে প্রচণ্ডবেগে মহোর্মি যাহার, বেলাতিক্রমের কিন্তু শক্তি নাই তার।
৩০। মূর্খের প্রলাপ-বাক্য জানিবে তেমন। কি সাধ্য ধনের, করে প্রজ্ঞা অতিক্রম?
প্রাজ্ঞ আর ধনী এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা সেনককে জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কি উত্তর দিবেন, আচার্য্য?" সেনক বলিলেন, "শুনুন মহারাজ ঃ—

৩১। অসংযমী ধনী যদি বিনিশ্চয়াগারে বসিয়া একের ধন অন্যে দান করে,
তথাপি প্রশংসে তারে আত্মীয় স্বজন শ্রী হীন প্রাজ্ঞের ভাগ্যে ঘটে কি এমন?
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

রাজা মহৌষধকে বলিলেন, "কি বল, বৎস?" মহৌষধ উত্তর দিলেন, "শুনুন, মহারাজ। সেনক অজ্ঞ; উনি কি জানেন?

৩২। আত্মহেতু, কিংবা কভু অন্যের কারণ অপ্রাজ্ঞ মন্দধী বলে অলীক বচন।
সভামধ্যে তাই তার নিন্দা হয় অতি, দেহান্তে সে করে ভোগ অশেষ দুর্গতি।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

সেনক বলিলেন,

৩৩। কষ্টপ্রাজ্ঞ, কিন্তু যার অল্পমাত্র ধন, দরিদ্র, আশ্রয়হীন কিংবা যেই জন,
নিকট আত্মীয় যারা, তাহারাও সবে সুসঙ্গত কথা তার হাসিয়া উড়াবে।
প্রজ্ঞাবলে লক্ষ্মীসিদ্ধি অসম্ভব অতি, পরস্পরবিরোধিনী লক্ষ্মী সরস্বতী।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

রাজা বলিলেন, "বৎস মহৌষধ, তুমি কি উত্তর দিবে?" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, সেনক কিছুই জানেন না। উনি ইহলোকের কথাই ভাবেন, পরলোকের দিকে দৃষ্টি করেন না।

৩৪। আত্ম কিংবা পরহিত করিতে সাধন, সুপ্রাজ্ঞ অলীক বাক্য বলে না কখন।
সভামধ্যে তাই সেই সমাদর পায়; লভে সে সুগতি যবে পরলোক যায়।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

সেনক বলিলেন,

৩৫। হস্তী, অশ্ব, গো, মণিকাখচিত কুণ্ডল, আঢ্যকুলে জন্মিয়াছে কন্যা যে সকল,
এসব ধনীর ভোগ্য; শুধু এই নয়; নির্ধন মাত্রেই মন ধনীর যোগায়।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

মহৌষধ বলিলেন, "সেনক নিতান্ত অজ্ঞ"। তিনি নিম্নলিখিত গাথায় বিষয়টী বিশদ করিলেন ঃ—

৩৬। না বিচারি হিতাহিত কুমন্ত্রণাবশে কুমতি পাইয়া যেই পাপপঙ্কে পশে,
সে মূর্খের সংসর্গ শ্রী করেন বর্জন, তাজে নিজ জীর্ণ ত্বক্ ভুজগ যেমন।[১]
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

১। অর্থাৎ প্রজ্ঞা না থাকিলে লোকে শ্রীশূন্য হয়। সর্পের জীর্ণত্বক 'নির্মোক' নামে অভিহিত।

রাজা পুনশ্চ সেনককে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন। সেনক কহিলেন, "মহারাজ, মহৌষধ বালক; ইহার কোন অভিজ্ঞতা নাই। আমি ইহার যে উত্তর দিতেছি, শুনুন।" অনন্তর মহৌষধকে নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি এই গাথা বলিলেন ঃ—

৩৭। আমরা পণ্ডিত পঞ্চ হইয়া প্রাঞ্জলি, সেবিতেছি, নরবর, তোমায় সকলি।
ঐশ্বর্য্যে তোমার অভিভূত সর্ব্বজন, শক্রের ঐশ্বর্য্যে যথা অন্য দেবগণ।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর ধনীকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।

ঐ গাথা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন, 'সেনক অতি সুন্দররূপে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার পুত্র কি এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে'? তিনি মহৌষধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি বলিবে, বৎস?" সেনক এখন যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কাহারও তাহা খণ্ডন করিবার সাধ্য ছিল না। কাজেই মহাসত্ত্ব নিজের জ্ঞানবলে উহা খণ্ডন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, সেনক অজ্ঞ; উনি কি জানেন? উনি নিজের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন; প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না। শুনুন, মহারাজ ঃ—

৩৮। পড়িলে তেমন কোন কঠোর সঙ্কটে ধনী হয় দাসবৎ প্রাজ্ঞের নিকটে।
বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ করে মীমাংসা যাহার, পড়িলে সে ক্ষেত্রে মূর্খ দেখে অন্ধকার।
প্রাজ্ঞ আর ধনী, এই দু'য়ের ভিতর প্রাজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ তাই বলি, নরেশ্বর।"

মহাসত্ত্ব যখন এই যুক্তি-প্রদর্শন করিলেন, তখন বোধ হইল যেন তিনি সুমেরুর পাদদেশ হইতে স্বর্ণরেণু আনয়ন করিলেন, কিংবা গগনতলে পূর্ণচন্দ্র উত্থাপিত করিলেন। মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিলে রাজা সেনককে বলিলেন, "আপনি আর কি বলিতে চান? মহৌষধের এই যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিবেন কি?" কিন্তু ভাণ্ডারের সমস্ত ধন তুলিয়া নিঃশেষ করিবার পর লোকের যে দশা ঘটে, সেনকেরও তাহাই হইল। তিনি নিরুত্তর হইয়া উদ্‌বিগ্নচিত্তে ও বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিলেন। তিনি যদি অন্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সহস্র গাথাও বলিতেন, তথাপি এই জাতক সমাপ্ত হইত না। সেনক যখন নিরুত্তর রহিলেন, তখন মহাসত্ত্ব প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া আর একটী গাথা বলিলেন, যেন তাহার যুক্তিবলে গভীর জলৌঘ আনীত হইল ঃ—

৩৯। প্রজ্ঞার প্রশংসা করে সাধুজন যত শ্রীকে চায় যারা শুধু ভোগসুখে রত।
বুদ্ধদের প্রজ্ঞার তুলনা কিছু নাই প্রজ্ঞা হ'তে শ্রী অধম বলি আমি তাই।

এই গাথা শুনিয়া এবং মহসত্ত্ব যে ভাবে তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। মেঘ যেমন প্রচুর বারি বর্ষণ করে, তিনিও সেইরূপ মহাসত্ত্বের অর্চ্চনার জন্য নিম্নলিখিত গাথায় প্রচুর দান বর্ষণ করিলেন ঃ—

৪০। হইলাম তুষ্ট তব শুনি সদুত্তর
সমস্ত প্রশ্নের মোর, তাই পুরস্কার
তব উপযুক্ত যাহা, করিব প্রদান—
গো সহস্র, বৃষ এক, হস্তী এক, আর
উৎকৃষ্ট তুরগযুত রথ দশখানি—
লও এই সব তুমি, ভোগহেতু তব
সুন্দর ষোড়শ গ্রাম হ'ল নিয়োজিত।

শ্রীমন্দপ্রশ্ন সমাপ্ত

---

(৬)

এই সময় হইতে বোধিসত্ত্বের মান-সম্ভ্রম আরও বৃদ্ধি হইল, উড়ুম্বরা দেবী সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন উড়ুম্বরা ভাবিতে

লাগিলেন, 'আমার ছোট ভাইটী এখন বড় হইয়াছে; মান প্রতিপত্তিও যথেষ্ট লাভ করিয়াছে; উপযুক্তা পাত্রী আনিয়া এখন ইহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক।' তিনি রাজাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন; রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ ত। তুমি মহৌষধকে এ কথা বল।" উডুম্বরা মহৌষধকে বলিলেন, 'মহৌষধ সম্মতি জানাইলেন; তখন উডুম্বরা বলিলেন, "তবে, ভাই, আমরা পাত্রী আনয়ন করি?" মহৌষধ ভাবিলেন, 'ইহারা পাত্রী আনিলে সে আমার মনের মত নাও হইতে পারে। আমি নিজেই পছন্দ করিব।' তিনি বলিলেন, "দেবি, আপনি কয়েকদিন রাজাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না; আমি নিজে খুঁজিয়া পছন্দমত পাত্রী নির্ব্বাচন করি; শেষে আপনাকে জানাইব।" উডুম্বরা বলিলেন, "বেশ, তাই কর।" বোধিসত্ত্ব উডুম্বরাকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন, সঙ্গীদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দরজি সাজিলেন,[১] একাকী নগরের উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইলেন এবং উত্তরযবমধ্যক গ্রামে গমন করিলেন।

উত্তর গ্রামে ঐ সময়ে এক প্রাচীন জীর্ণধন শ্রেষ্ঠিপরিবার বাস করিত। এই বংশে অমরা দেবী নাম্নী এক পরমসুন্দরী, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ও পুণ্যবতী কন্যা ছিলেন। তিনি ঐ দিন প্রাতঃকালেই যবাগূ পাক করিয়া উহা পিতার কর্ষণস্থানে লইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহাসত্ত্ব যে পথে যাইতেছিলেন, সেই পথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'কন্যাটি সুলক্ষণা, যদি ইহার বিবাহ না হইয়া থাকে, তবে এ আমার পাদচারিকা হইবার উপযুক্তা।' অমরা দেবীও মহাসত্ত্বকে দেখিয়া ভাবিলেন, "এইরূপ পুরুষের গৃহিণী হইতে পারিলে আমি পিতৃকুলের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিতে পারি।" মহাসত্ত্ব ভাবিলেন 'এই কুমারী বিবাহিতা, বা অবিবাহিতা, তাহা জানি না। হস্তমুদ্রা দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এ যদি বুদ্ধিমতী হয়, তবে আমার প্রশ্ন বুঝিতে পারিবে।' তিনি দূরে থাকিয়াই হস্তমুষ্টি করিলেন। অমরা বুঝিলেন যে, তিনি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, পথিক ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি নিজের মুষ্টি খুলিয়া দেখাইলেন। তখন মহাসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি, ভদ্রে?" অমরা বলিলেন, "স্বামিন্, যাহা পূর্ব্বে হয় নাই, পরে হইবে না, এখনও নাই, আমার সেই নাম।" "ভদ্রে, জগতে অমর বলিয়া কিছু নাই ; তোমার নাম বোধ হয়, অমরা।" "তাই বটে, স্বামিন্।" "তুমি কাহার জন্য যবাগূ লইয়া যাইতেছ?" "পূর্ব্ব-দেবতার জন্য[২]।" "মাতাপিতাকেই পূর্ব্বদেবতা বলা যায়। বোধ হয়, তোমার পিতার জন্য এই যবাগূ লইয়া যাইতেছ?" "হাঁ, স্বামিন্।" "তোমার পিতা কি করেন?" "তিনি এককে দুই করেন।" "একের দ্বিধাকরণকে কর্ষণ বলা যায়। তোমার পিতা কৃষিকর্ম্ম করেন, ভদ্রে?" "হাঁ, মহাশয়।" "তিনি এখন কোথায় চাষ করিতেছেন?" "যেখানে একবার গেলে কেহ আর ফিরে না।" যেখানে একবার গেলে কেহ আর প্রত্যাগমন করে না, তাহা ত শ্মশান। তোমার পিতা, তবে, শ্মশানের নিকটে চাষ করিতেছেন?" "হাঁ, মহাশয়।" তুমি আজই (ফিরিয়া) আসিবে ত?" "যদি আসে, তবে আসিব না; যদি না আসে, তবে আসিব।" "বোধ হয়, ভদ্রে, তোমার পিতা নদীতীরে চাষ করিতেছেন। নদীতে বান আসিলে তুমি ফিরিবে না; বান না আসিলে ফিরিবে।" "তাহাই বটে" এইরূপ আলাপের পর অমরা মহাসত্ত্বকে যবাগূ পান করিতে অনুরোধ করিলেন। এ অনুরোধ রক্ষা না করা অমঙ্গলসূচক হইবে মনে করিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "দাও; পান করিব।" অমরা তখন যবাগূর ঘট নামাইলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি পাত্র না ধুইয়া এবং আমাকে হাত ধুইবার জল না দিয়া যবাগূ দেয়, তবে এখানেই ইহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।' অমরা পাত্র হইতে জল লইয়া তাঁহাকে হাত ধুইতে দিলেন, শূন্য পাত্রটী তাঁহার হাতে না রাখিয়া মাটির উপর রাখিয়া দিলেন, এবং ঘটটা আলোড়ন করিয়া তাহা হইতে যবাগূ ঢালিয়া পাত্রটী পূর্ণ করিলেন। উহাতে অন্নের ভাগ অতি অল্প ছিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার যবাগূ ত বড় ঘন।" অমরা বলিলেন, "মহাশয়, আমরা জল পাই নাই।"

১। তুন্নবায় = দরজি (তুন্ন = সূচী)।

২। পূর্ব্বদেবতা বলিলে সংস্কৃতভাষায় 'অসুর' বুঝায়, পিতৃগণকেও বুঝায়।

"বটে, ক্ষেতে বুঝি জলের অভাব হইয়াছিল?" "তাহাই বটে।" অনন্তর পিতার জন্য কিছু যবাগূ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ তিনি বোধিসত্ত্বকে দিলেন; বোধিসত্ত্ব উহা পান করিয়া মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্রে, আমি তোমাদের বাড়ী যাইব। আমাকে পথ বলিয়া দাও।" "বেশ ; বলিতেছি, শুনুন।" ইহা বলিয়া অমরা তাঁহাকে এক নিপাতের গাথাটী শুনাইলেন :—[১]

৪১। ছাতু আর আমানির দোকান দুটা আছে;
তার পর ফুটেছে ফুল কোবিদার গাছে।
যে হাতে খায় ভাত লোক, সেই দিকে যাও;
যে হাতে খায় না কেহ, সে দিক্ ছেড়ে দাও।
যবমধ্যক গাঁয়ে যেতে গুপ্তপথ এই;
ঘটে আছে বুদ্ধি যার, জান্‌তে পারে সেই।[২]

প্রচ্ছন্নপথ প্রশ্ন সমাপ্ত

---

(৭)

অমরা যে পথ নির্দ্দেশ করিলেন, সেই পথে চলিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহার পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অমরার মাতা আসন দিলেন এবং তাঁহার জন্য যবাগূ পরিবেষণ করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী অমরা আমাকে কিছু যবাগূ পান করাইয়াছেন।" অমরার মাতা বুঝিলেন যে, বোধিসত্ত্ব তাঁহার কন্যাকে পাইবার জন্য আসিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠিপরিবার যে দুর্দ্দশাপন্ন, ইহা জানিয়াও মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মা, আমি দরজি; কোন কাপড় সেলাই করাইবেন কি?" ঐ রমণী উত্তর দিলেন, "সেলাই করাইবার জিনিষ ত আছে; কিন্তু সেলাইয়ের মজুরী দিবার পয়সা নাই।" "মজুরীর দরকার নাই, মা। কি সেলাই করিতে হইবে, আনুন।" রমণী তখন বহু জীর্ণবস্ত্র আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি এক একখান বস্ত্র আনেন, আর বোধিসত্ত্ব নিমেষের মধ্যে তাহা সেলাই করেন। যাঁহারা প্রজ্ঞাবান্ তাঁহাদের সকল কাজই সুসিদ্ধ হয়। বোধিসত্ত্ব সমস্ত কাপড় সেলাই করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি এই রাস্তার লোকদিগকে খবর দিন।" রমণী সমস্ত গ্রামবাসীদিগকে এই আগন্তুক দরজির কথা জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব কাপড় সেলাই করিয়া একদিনেই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিলেন। অমরার মাতা প্রাতরাশের ভাত পাক করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন এবং সায়ংকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কি পরিমাণ অন্নব্যঞ্জন পাক করিব?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ বাড়ীতে যে কয়জন লোক খায়, তাহাদের সকলের উপযুক্ত পাক করুন।" ইহাতে ঐ রমণী প্রচুর সুপব্যঞ্জন ও অন্ন পাক করিলেন। এদিকে অমরা দেবী সন্ধ্যাকালে মাথায় কাঠের আঁটি ও কাঁখে পাতার বোঝা লইয়া বন হইতে ফিরিলেন এবং সামনের দরজার কাছে কাঠের আঁটি ফেলিয়া পিছনের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিতা একটু রাত্রি হইলে ফিরিলেন। মহাসত্ত্ব নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রব্য দ্বারা ভোজন শেষ করিলেন; অমরা মাতাপিতাকে খাওয়াইলেন; শেষে নিজে আহার করিয়া প্রথমে মাতাপিতার, পরে মহাসত্ত্বের পা ধুইয়া দিলেন। মহাসত্ত্ব কয়েকদিন সেখানে অবস্থিতি করিয়া অমরাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন অমরার প্রকৃতি বুঝিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি অর্দ্ধনালি চাউল লইয়া তাহাদ্বারা আমার জন্য যাউ, পিঠা ও ভাত পাক কর।" অমরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্মত হইলেন। তিনি চাউল কুটিয়া গোটা চাউলগুলি দিয়া যাউ, মাঝারি চাউল দিয়া ভাত এবং ক্ষুদগুলি দিয়া পিঠা প্রস্তুত করিলেন এবং তদনুরূপ ব্যঞ্জন রান্ধিয়া মহাসত্ত্বকে সব্যঞ্জন যবাগূ খাইতে দিলেন। যবাগূ মুখে দিবামাত্র

১। প্রথম খণ্ডে 'অমরাদেবী-প্রশ্ন' (১১২) নামে একটা জাতক আছে বটে; কিন্তু তাহাতে কোন গাথা নাই।

২। অর্থাৎ আপনি প্রথমে একখানি ছাতুর দোকান, তাহার পর একখানা আমানির দোকান, তাহার পর আরও অগ্রসর হইলে একটা পুষ্পিত কোবিদার বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন; সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে গেলে (বাম দিকে নয়) যবমধ্যক গ্রামে পৌঁছিবেন।

উহার সুস্বাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; কিন্তু অমরাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিলেন "ভদ্রে, পাক করিতে জান না; আমার চাউলগুলো নষ্ট করিলে কেন, বল ত?" ইহা বলিয়া তিনি থু থু করিয়া নিষ্ঠীবনের সহিত ভূমিতে যবাগূ ফেলিয়া দিলেন। অমরা কিন্তু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না; তিনি বলিলেন, "যদি যাউ ভাল না হইয়া থাকে, তবে, প্রভু, আপনি পিঠা খাউন।" তিনি মহাসত্ত্বকে পিঠা খাইতে দিলেন: মহাসত্ত্ব পিঠা মুখে দিয়াও ঐ কাণ্ড করিলেন, ভাত মুখে দিয়া তাহাও ছ্যা ছ্যা করিয়া ফেলিয়া দিলেন, ক্রোধের ভাণ দেখাইয়া "পাক করিতে জান না, তবে কেন আমার দ্রব্য নষ্ট করিলে?" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ঐ যাউ, পিঠা ও ভাত এক সঙ্গে চটকাইয়া অমরার শরীরে আপাদমস্তক মাখাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে দরজার কাছে বসিয়া থাকিতে বলিলেন। ইহাতেও অমরার ক্রোধ হইল না: তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহাতে মহাসত্ত্ব বুঝিলেন যে, অমরার মনে অহঙ্কারের লেশ নাই। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, এদিকে এস।" এই আদেশ একবারমাত্র শুনিয়াই অমরা তাঁহার কাছে গেলেন।

মহাসত্ত্ব যখন ঐ গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে তাম্বুল-স্থবিকার মধ্যে এক সহস্র কার্ষাপণ ও একখানি শাড়ী ছিল। এখন তিনি শাড়ীখানি বাহির করিয়া অমরার হাতে দিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার সখীদিগের সঙ্গে স্নান করিয়া এই শাড়ী পরিয়া এস।" অমরা তাহাই করিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ গ্রামে যে ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে যে ধন আনয়ন করিয়াছিলেন, সমস্ত অমরার মাতাপিতাকে দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া অমরাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এখানেও অমরাকে আবার পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে প্রথমে দৌবারিকের ঘরে রাখিলেন এবং দৌবারিকের স্ত্রীকে গোপনে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া নিজের গৃহে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর তিনি নিজের কয়েকজন লোক ডাকিয়া বলিলে, "আমি অমুক বাড়ীতে একটা স্ত্রীলোক রাখিয়াছি। তোমরা এই সহস্র মুদ্রা লইয়া তাহার চরিত্র পরীক্ষা কর।" ইহা বলিয়া তিনি সহস্র মুদ্রা দিয়া উহাদিগকে দৌবারিকের গৃহে পাঠাইলেন। তাহারা গিয়া অমরাকে ঐ ধনের লোভ দেখাইল; কিন্তু অমরা ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন: তিনি বলিলেন, "এই ধন আমার স্বামীর পায়ের ধূলিরও সহিত তুল্যমূল্য নহে।" তাহারা ফিরিয়া গিয়া মহাসত্ত্বকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। এইরূপে মহাসত্ত্ব একে একে তিনবার অমরাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; চতুর্থবারে বলিয়া দিলেন, "যদি সম্মত না হয়, তবে তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিবে।" লোকগুলা তাহাই করিল। মহাসত্ত্ব তখন বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে মণ্ডিত হইয়া প্রাসাদে অবস্থিত ছিলেন; অমরা তাঁহাকে নিজের পতি বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। তিনি মহাসত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে হাসিলেন, পরে কাঁদিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাকে পরস্পর বিরোধিকার্য্যদ্বয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরা বলিলেন, "মহাশয়, আমি হাস্য করিবার কালে আপনার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, 'এই ব্যক্তি বিনা কারণে এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন নাই; পূর্ব্বজন্মে কুশলকর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়াই ইনি এরূপ ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছেন, অহো! পুণ্যের কি মহাফল!' মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল বলিয়াই আমি হাসিয়াছিলাম। কান্দিবার কালে আমার মনে হইয়াছিল, 'হায়, ইনি অন্যের রক্ষিত ও পালিত ধন আত্মসাৎ করিতেছেন বলিয়া নরকগামী হইতেছেন।" এইজন্যই আমি করুণাবশে কান্দিয়াছিলাম।" এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা মহাসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন যে, অমরা বিশুদ্ধস্বভাবা। তিনি নিজের লোকদিগকে বলিলেন, "যাও, ইহাকে রাখিয়া এস।" অমরাকে দৌবারিকের গৃহে পাঠাইয়া তিনি নিজে দরজি সাজিলেন এবং সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সেই রাত্রি বাস করিলেন।

মহাসত্ত্ব পরদিন প্রত্যূষে রাজভবনে গিয়া উড়ুম্বরা দেবীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। উড়ুম্বরা রাজার অনুমতি লইয়া অমরা দেবীকে সর্ব্বাভরণে মণ্ডিত করাইয়া, মহাযানে আরোহণ করাইয়া মহা আদরযত্নের সহিত মহাসত্ত্বের গৃহে আনয়নপূর্বক বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে সহস্রমুদ্রা মূল্যের উপহার পাঠাইলেন, দৌবারিক প্রভৃতি অন্য নগরবাসীরাও, সকলেই উপহার পাঠাইল। অমরা রাজপ্রেরিত উপহার দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ রাজার নিকট ফেরত পাঠাইলেন; নগরবাসীরা যে সকল উপহার দিয়াছিল, সেগুলির সম্বন্ধেও তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে নগ[illegible] সকল লোকেই

তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল। মহাসত্ত্ব অমরার সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং রাজার ধর্ম্মার্থচর্য্যায় নিরত রহিলেন।

অনন্তর একদিন অপর পণ্ডিতত্রয় সেনকের গৃহে গমন করিলে সেনক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখিলে, আমরা কিছুতেই এই গৃহপতি পুত্র মহৌষধের সহিত পারিয়া উঠিলাম না। এখন সে আবার নিজের চেয়েও বেশী চালাক এক স্ত্রী লইয়া আসিয়াছে। যাহাতে তাহার প্রতি রাজার মন ভাঙ্গে, এমন কোন উপায় করা যায় কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "আচার্য্য, আমরা ইহার কি জানি? আপনি উপায় বলুন।" "বেশ, কোন চিন্তা নাই, আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি। আমি রাজার চূড়ামণি অপহরণ করিয়া আনিব, পুক্কুশ! তুমি, ভাই, তাঁহার সোনার মালা আন; কবীন্দ্র! তোমাকে রাজার কম্বল আনিতে হইবে, আর দেবেন্দ্রের উপর থাকিল সুবর্ণপাদুকা আনিবার ভার।" এই পরামর্শানুসারে তাঁহারা চারিজনেই কোন না কোন কৌশলে ঐ দ্রব্য চারিটী আনয়ন করিলেন। স্থির হইল ঐগুলি গোপনে গৃহপতিপুত্র মহৌষধের আলয়ে পাঠাইতে হইবে। সেনক মণিটী একটা তক্রঘটে নিক্ষেপ করিয়া একজন দাসীর হস্ত দিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, "অন্য কেহ কিনিতে চাহিলেও তাহাকে এই তক্র বেচিস্ না; কিন্তু মহৌষধের বাড়ীতে যদি কেহ চায়, তবে ঘট সুদ্ধ দিয়া আসিবি।" দাসী মহৌষধ পণ্ডিতের গৃহদ্বারে গিয়া "ঘোল নিবে গো" বলিতে বলিতে একবার এদিকে, একবার ওদিকে যাতায়াত করিতে লাগিল। অমরা দেবী দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি দাসীর কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এ অন্য কোথাও যাইতেছে না; ইহার নিশ্চয় কোন কারণ আছে।' তিনি ইঙ্গিত করিয়া দাসীদিগকে সরিয়া যাইতে বলিলেন এবং নিজেই সেনকের দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস, মা; আমি ঘোল কিনিব।" সে উপস্থিত হইলে তিনি নিজের দাসীদিগকে ডাকিলেন; কিন্তু (পূর্ব্বের সঙ্কেতানুসারে) তাহারা কেহই আসিল না। তিনি সেনকের দাসীকে বলিলেন, "যাও ত, মা; দাসীদিগকে ডাকিয়া আন।" ইহা বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া তিনি ঘটের ভিতর হাত দিয়া মণি দেখিতে পাইলেন। দাসী ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কাহার দাসী।" সে বলিল, "আমি সেনক পণ্ডিতের দাসী।" অমরা তখন তাহার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা মা, ঘোল দাও।" দাসী বলিল, "আর্য্যে, আপনি লইলে আমি দাম নিব না; দামের দরকার কি? অমনি ঘট সুদ্ধ দিয়া যাইব।' 'বেশ, তবে তুমি এখন যাও", বলিয়া অমরা তক্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে বিদায় দিয়া একটী পত্রে লিখিয়া রাখিলেন 'অমুক মাসের অমুক দিনে সেনকাচার্য্য অমুকা দাসীর কন্যা অমুকার হাত দিয়া আমাকে রাজার চূড়ামণি উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন।' অতঃপর পুক্কুশ মল্লিকাফুলের একটী করণ্ডের মধ্যে সুবর্ণমালা পাঠাইলেন; কবীন্দ্র একটা শাকসব্জির ঝুড়ির মধ্যে কম্বল পাঠাইলেন; দেবেন্দ্র এক আঁটি যবের মধ্যে বান্ধিয়া সুবর্ণপাদুকা পাঠাইলেন। অমরা এ সমস্তই গ্রহণ করিলেন এবং পত্রে যে ব্যক্তি যে দ্রব্য আনিল, তাহার নাম ধাম ইত্যাদি লিখিয়া মহাসত্ত্বকে জানাইয়া সমস্ত যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে ঐ পণ্ডিতচতুষ্টয় একদিন রাজভবনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি চূড়ামণি পরিধান করেন না কেন?" রাজা বলিলেন, "পরিতেছি; মণিটা আন্ ত।" ভৃত্যেরা মণি দেখিতে পাইল না; অপহৃত অন্য দ্রব্যগুলিও দেখিতে পাইল না। তখন ঐ চারিজন পণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, আপনার আভরণগুলি এখন মহৌষধের গৃহে; তিনিই এ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন। এই গৃহপতিপুত্র আপনার ভয়ানক শত্রু।" ইহা বলিয়া তাঁহারা রাজার মন ভাঙ্গাইলেন। মহৌষধের হিতৈষীরা গিয়া তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। মহৌষধ বলিলেন, "রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া দেখাইব, কে চোর, কে সাধু।" তিনি রাজার নিকটে গেলেন; রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি ভাবিলেন, "না জানি, এখানে আসিয়া কি কাণ্ড করিবে।" তিনি মহৌষধকে দেখা দিলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া মহৌষধ নিজের গৃহে ফিরিয়া গেলেন। রাজা আদেশ দিলেন। "মহৌষধকে বন্দী কর।" মহৌষধ তাঁহার হিতৈষীদের মুখে এই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন, 'এখন পলায়ন করা কর্ত্তব্য।' তিনি অমরাকে এই উদ্দেশ্য জানাইয়া ছদ্মবেশে নগরের বাহিরে গেলেন এবং দক্ষিণ যবমধ্যক গ্রামে গিয়া এক কুম্ভকারগৃহে কুম্ভকারের কাজ করিতে লাগিলেন। এদিকে

নগরে মহা কোলাহল হইতে লাগিল যে, মহৌষধ পলায়ন করিয়াছেন। সেনক প্রভৃতি তাঁহার পলায়নের কথা শুনিয়া পরস্পরের অগোচরে অমরাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, ''কোন চিন্তা নাই; আমরাও ত অপণ্ডিত নহি।'' অমরা তাঁহাদের চারিজনেরই পত্র গ্রহণ করিলেন এবং অমুক সময়ে আসিবেন বলিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা একে একে অমরার গৃহে গেলেন; অমরা তাঁহাদিগের মস্তক ক্ষুরদ্বারা মুণ্ডিত করাইলেন; তাঁহাদিগকে মলকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করাইলেন; মহাদুঃখ দেওয়াইলেন এবং মাদুরে মুড়িয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি এই চারিজনকে ও আভরণ চারিটী লইয়া রাজভবনে গমন করিলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ''মহারাজ, মহৌষধ পণ্ডিত চোর নহেন; এই চারিজনের মধ্যে সেনক মণি-চোর; পুক্কুশ সুবর্ণমালা-চোর; দেবেন্দ্র সুবর্ণপাদুকা-চোর;[1] ইহারা অমুক মাসে অমুক দিন অমুকা দাসীর হাত দিয়া আমার নিকট এই সকল উপহার পাঠাইয়াছিল। পত্র পড়িয়া দেখুন; আপনার দ্রব্য আপনি গ্রহণ করুন; চোরদিগকেও লউন।'' এইরূপ পণ্ডিত চারিজনের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব পলায়ন করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার প্রতি রাজার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কাজেই তিনি এই পণ্ডিত মন্ত্রী চারিজনকে আর কিছু বলিলেন না, কেবল এই বলিয়া বিদায় দিলেন, ''যান, আপনারা স্নান করিয়া গৃহে ফিরুন।''

রাজার ছত্রে এক দেবতা থাকিতেন। বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মদেশনার্থ প্রতিদিন যাহা বলিতেন, এখন তাহা শুনিতে না পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'ইহার কারণ কি?'' অনন্তর তিনি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া স্থির করিলেন, 'যাহাতে পণ্ডিতকে আবার এখানে আনয়ন করা হয়, তাহার উপায় করিতেছি'। তিনি রাত্রিকালে ছত্রপিণ্ডিকবিবরে[2] অবস্থিত হইয়া রাজাকে চতুর্নিপাতের দেবতাপ্রশ্ন-জাতকে (৩৫০) বর্ণিত ''হস্তদ্বারা পাদদ্বারা করয়ে প্রহার'' ইত্যাদি চারিটী প্রশ্ন করিলেন।[3] রাজা এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানিতেন না। ''আমি ত জানি না; অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি'' বলিয়া তিনি একদিনের অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। তিনি পরদিন পণ্ডিতদিগকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশপত্র পাঠাইলেন। পণ্ডিতেরা বলিলেন, আমাদের মস্তক ক্ষুরমুণ্ডিত; পথে অবতরণ করিয়া যাইতে লজ্জা হয়।'' ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহাদের জন্য নাড়িকাকার চারিটী টুপি পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহারা যেন এইগুলি মাথায় দিয়া আসেন। (লোকে বলে যে, এইরূপেই উক্ত টুপির উৎপত্তি হইয়াছিল।) পণ্ডিতেরা সভায় গিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন; রাজা সেনককে বলিলেন, ''অদ্য (?) কল্য রাত্রিকালে ছত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছেন; আমি সেগুলির উত্তর জানি না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি যে, পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। আপনি প্রশ্নগুলির উত্তর বলুন।'' অনন্তর তিনি প্রথম গাথায় প্রথম প্রশ্ন করিলেন :—

৪২। হস্তদ্বারা, পাদদ্বারা করয়ে প্রহার; মুখেও প্রহার সেই করে বার বার;
তথাপি সে প্রিয় অতি; দেখিলে তাহাকে, উপজে আনন্দ ভূপ; বল ত সে কে?

সেনক ''কাহাকে প্রহার করে''? ''কি প্রহার করে''? ইত্যাদি যাহা মুখে আসিল, অসম্বন্ধ বাক্য বলিতে লাগিলেন; তিনি প্রশ্নটীর আগা, গোড়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অন্য তিন জনও নিরুত্তর রহিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার মনে বড় কষ্ট হইল। রাত্রিকালে দেবতা আবার দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''প্রশ্নের উত্তর জানিয়াছেন কি?'' রাজা বলিলে, আমি চারিজন পণ্ডিতকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি; তাঁহারাও জানেন না।'' ''তাহারা কি জানিবে? মহৌষধ পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেহই ইহার উত্তর দিতে সমর্থ নহে। যদি তাঁহাকে আনয়ন করিয়া প্রশ্নের উত্তর না বলাও, তবে এই প্রজ্বলিত লৌহমুদগর দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিব।'' রাজাকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়া দেবতা আবার বলিলেন, ''মহারাজ, অগ্নির প্রয়োজন হইলে

১। এখানে মূলে, কবীন্দ্র যে কম্বলচোর, এ কথা নাই।

২। ছত্রের দণ্ডাগ্রভাগে যে পিণ্ড বা গোল থাকে, (যাহার মধ্যে শলাকাগুলির এক প্রান্ত প্রবিষ্ট হয়) সম্ভবতঃ তাহাই 'ছত্রপিণ্ডিক'।

৩। দেবতাপ্রশ্ন-জাতকে কিন্তু এ সকল প্রশ্ন নাই।

কেহ খদ্যোতে ফুৎকার দেয় না, দুগ্ধের প্রয়োজন হইলেও কেহ শৃঙ্গ দোহন করে না।" অনন্তর তিনি উদাহরণস্বরূপ পঞ্চনিপাত-বর্ণিত খদ্যোতপ্রশ্নের[১] গাথাগুলি বলিলেন ঃ—

৪৩। নিবিলে প্রদীপ, যদি রজনীর অন্ধকারে যায় কেহ অগ্নি-অন্বেষণে,
খদ্যোত দেখিয়া পথে, তাহাকেই অগ্নি বলি বল, কি হে, ভাবিবে সে মনে?
৪৪। গোময়-পিষ্টক ভাঙ্গি, তৃণসহ সেই চূর্ণে দিক সেই খদ্যোত ঢাকিয়া,
বার বার ফুৎকার দিক সে, তথাপি অগ্নি উঠিবে না তাহাতে জ্বলিয়া।
৪৫। মূর্খ যে, সেই সে শুধু অনুপায় অবলম্বি ইষ্টসিদ্ধি করিবারে চায়?
গবীর বিষাণদ্বয় দোহন করিলে কভু তা' হতে কি দুগ্ধ পাওয়া যায়?
৪৬। সেনাপতিগণ যার বাধ্য আছে অনুক্ষণ; অমাত্যেরা বিশ্বাসভাজন;
তাহাদের পরামর্শে চালিত হইয়া সদা করে নিজ রাজ্যের পালন—
এরূপ যে, মহীপতি, করিতে না পারে ক্ষতি অরাতিরা কখন(ও) তাহার;
নিরুদ্বেগ মনে সেই আজীবন করে ভোগ আধিপত্য এই বসুধার।

তুমি যে অগ্নি বিদ্যমান থাকিতেও খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছ, এরূপ রাজারা তাহা করে না। সেনকাদিকে গম্ভীর প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি বড় অবিবেচনার কাজ করিয়াছ। অগ্নি আছে, তবু যেন তুমি খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছ, তুল আছে, তবু যেন তাহা ছাড়িয়া হস্তের সাহায্যে তৌল করিতেছ; দুগ্ধ পাইবার আশায় যেন বিষাণ দোহন করিতেছ; সেনকাদিরা কি জানে? তাহারা খদ্যোতসদৃশ; কিন্তু মহৌষধপণ্ডিত মহাগ্নিকল্প; তিনি প্রজ্ঞালোকে জাজ্বল্যমান। তাঁহাকে আনাইয়া প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর। আমার প্রশ্নের সদুত্তর না দিতে পারিলে তোমার জীবনান্ত করিব, ইহা যেন মনে থাকে।" রাজাকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া সেই দেবতা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

খদ্যোতপ্রাণকপ্রশ্ন সমাপ্ত

---

(৮)

রাজা মরণভয়ে ভীত হইয়া পরদিন অমাত্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "বাপ সকল, তোমরা চারি জনে চারিখানি রথে চড়িয়া নগরের চারি দ্বার দিয়া বাহির হও, এবং যেখানে আমার পুত্র মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিতে পাইবে, সেখানেই সমুচিত সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনয়ন কর।" এই আদেশ দিয়া রাজা চারিজন অমাত্যকে মহৌষধের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন মহৌষধের দেখা পাইলেন না; কিন্তু যিনি দক্ষিণ দ্বার দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণ যবমধ্যকগ্রামে গিয়া দেখিলেন, মহৌষধ পলালস্তূপের উপর বসিয়া অল্প পরিমাণ সূপে সিক্ত করিয়া মুঠি মুঠি যবান্ন খাইতেছেন। মৃত্তিকা আহরণপূর্ব্বক কুম্ভকারাচার্য্যের চক্র ঘুরাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত হইয়াছিল। মহৌষধ যে এমন হীন কর্ম্ম করিতেছিলেন, ইহার কারণ কি? তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'রাজার হয় ত আশঙ্কা হইয়াছে যে, আমি তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিব; কিন্তু আমি কুম্ভকারের বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, এ কথা শুনিলে তাঁহার সে আশঙ্কা থাকিবে না।' কাজেই তিনি ঈদৃশ নীচকর্ম্ম করিতেছিলেন। তিনি অমাত্যকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহারই জন্য আগমন করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিয়াছে; আমি আবার অমরাদেবীকর্ত্তৃক প্রস্তুত নানাবিধ সুস্বাদ খাদ্য ভোজন করিব।' তিনি মুখে দিবার জন্য যে গ্রাস তুলিয়াছিলেন, তাহা ফেলিয়া দিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন; ঐ সময়ে উক্ত অমাত্যও তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে ব্যক্তি সেনকের পক্ষভুক্ত ছিলেন। তিনি রূঢ়ভাবে বলিলেন, "কেমন, পণ্ডিত! সেনকাচার্য্যের কথাই ত ফলিয়াছে। তোমার সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে; এত বুদ্ধি দেখাইয়াও ত তুমি কোন সুফল পাইলে না!

১। খদ্যোতপাণক জাতকে (৩৬৪) কোন গাথা নাই।

এখন সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পলালস্তূপের উপর বসিয়া ঈদৃশ কদর্য্য খাদ্য আহার করিতেছ! অনন্তর তিনি দশনিপাতবর্ণিত ভূরিপ্রশ্ন-জাতকের (৪৫২)[১] এই গাথা বলিলেন :—

৪৮। সত্যই ত সেনকের হইল বচন।
ভূরিপাজ্ঞ তুমি! তবু দুর্দ্দশা এমন!
সে ঐশ্বর্য্য, সেই ধৃতি, সে বুদ্ধি তোমার
অভাব ঘুচাতে এবে সাধ্য নাহি তার।
করিতেছ তাই, গৃহপতি নন্দন,
অল্প সূপে সিক্ত এই যবান্ন ভোজন।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "অরে অন্ধমূর্খ! আমি নিজের প্রজ্ঞাবলে সেই সৌভাগ্য পূর্ব্ববৎ পাইবার জন্যই এরূপ করিয়াছি।

৪৯। দুঃখ সহি করি আমি
ফলে তার সুখ উৎপাদন,
কালাকাল ভাবি করি
ইচ্ছামত আত্মসঙ্গোপন;
উদ্দেশ্য-সাধনদ্বার
রাখিতেছি সতর্কে খুলিয়া;
তাই পাই পরিতোষ
হেন হীন যবান্ন খাইয়া।

৫০। সময় আসিবে যবে
প্রয়োগ করিব সদুপায়,
সাধিব উদ্দেশ্য নিজ,
সকলেই দেখিবে আমায়
আবার সৌভাগ্যশালী
পুনঃ আমি দীপ্তসিংহসম,
রাজার সভায় বসি,
দেখাইব আপন বিক্রম।

ইহা শুনিয়া অমাত্য পথে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "পণ্ডিত, ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাজাকে একটী প্রশ্ন করিয়াছেন; রাজা চারিজন পণ্ডিতের নিকটেই তাহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারেন নাই। সেইজন্য রাজা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "তবেই ত তুমি প্রজ্ঞার প্রভাব দেখিতে পাইলে। এ সময়ে ঐশ্বর্য্য সুফল দিতে পারে না; প্রজ্ঞাবানেরাই একমাত্র শরণ্য।" মহাসত্ত্ব এইরূপে প্রজ্ঞার ক্ষমতা বর্ণন করিলেন। রাজা বলিয়া দিয়াছিলেন, "মহাসত্ত্বকে যেখানে দেখিতে পাইবে, সেখানেই স্নান করাইয়া ও নববস্ত্র পরাইয়া তাঁহাকে আমার নিকট আনিবে।" অমাত্য সেই আজ্ঞানুসারে, রাজা যে সহস্র মুদ্রা ও বস্ত্রযুগল দিয়াছিলেন, সে সমস্ত মহাসত্ত্বের হস্তে স্থাপন করিলেন। এদিকে কুম্ভকার বেচারীর ভয় হইল, সে না জানিয়া মহাসত্ত্বকে মজুর খাটাইয়াছে; পাছে সেজন্য তাহার দণ্ড হয়। মহাসত্ত্ব তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার কোন ভয় নাই; আপনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন।" তিনি কুম্ভকারকে সেই সহস্র মুদ্রা দান করিয়া কর্দ্দমাক্ত শরীরেই রথে আরোহণ করিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া অমাত্য রাজাকে-সংবাদ দিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কোথায় গিয়া পণ্ডিতের দেখা পাইলে?" অমাত্য বলিলেন, "তিনি দক্ষিণ যবমধ্যকগ্রামে এক কুম্ভকারের গৃহে কুম্ভকারের বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেছিলেন। আপনি আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া স্নান না করিয়াই মৃল্লিপ্তদেহে এখানে আসিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, "মহৌষধ আমার শত্রু হইলে নিশ্চয় অনুচরাদি লইয়া মহাড়ম্বরে ফিরিত; সে নিশ্চিত আমার শত্রু নহে।" তিনি অমাত্যকে বলিলেন, "আমার পুত্রকে তাহার বাটীতে লইয়া যাও, সেখানে তাহাকে স্নান করাইয়া ও আভরণাদি পরাইয়া বল, "আমি যে সকল যানানুচরাদির ব্যবস্থা করিয়াছি, সেই সমস্ত লইয়াই যেন এখানে উপস্থিত হয়।" রাজার আদেশ শুনিয়া মহাসত্ত্ব তাহাই করিলেন; তিনি রাজভবনে গিয়া নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন এবং প্রবেশ করিতে অনুমতি পাইয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে অবস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া তাহার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য এই গাথা বলিলেন :—

৫১। রয়েছে ঐশ্বর্য্য বহু, ভাবি ইহা চিতে
কেহ কেহ পাপকর্ম্ম না চায় করিতে;
পাছে লোকে নিন্দা করে, এই আশঙ্কায়
কোন কোন লোকে পাপপথে নাহি যায়।
বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভে ইচ্ছা যদি তব,
এখনি সমর্থ তুমি অর্জ্জিতে সে সব।
তবু মহৌষধ, তুমি, বল কি কারণ
না কর আমার কোন অনিষ্টসাধন?

১। ভূরিপ্রশ্ন-জাতকে কিন্তু কোন গাথা নাই।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

৫২। আত্মসুখহেতু, ভূপ, পণ্ডিত যে জন পাপকর্ম্ম সম্পাদন করে না কখন।
সম্পত্তি হয়েছে নষ্ট দারিদ্র্যপীড়নে পাইতেছে দুঃখ কষ্ট ; তবু সাধুজনে
ছন্দ কিংবা দ্বেষবশে ধর্ম্ম নাহি ত্যজে; সুচরিত ধর্ম্ম তারা সমভাবে ভজে।

বোধিসত্ত্বকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা ক্ষত্রিয়মায়ার[১] আশ্রয় লইয়া আবার বলিলেন,

৫৩। মৃদু কি দারুণ যে কোন উপায়ে ঘুচাও নিজের দৈন্য;
ধর্ম্মের কথা ভাবিও পশ্চাতে; নাই পথ ইহা ভিন্ন।

মহাসত্ত্ব বৃক্ষের উপমা প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন,

৫৪ "যে তরুর ছায় সেবি লভে তৃপ্তি অনুক্ষণ, তা'র(ই) শাখা করিতে ছেদন
পারে কি করিতে কেহ? যে পারে, সে পাপাত্মারে মিত্রদ্রোহী বলে সাধুজন।[২]

মহারাজ, যে ব্যক্তি পরিভুক্ত তরুর শাখা ভাঙ্গে, তাহাকেই যদি লোকে মিত্রদ্রোহী বলে, তবে, বলুন ত নরহন্তাকে (উপকারকপ্রভুহন্তাকে) আরও কত ঘৃণার্হ আখ্যা দিতে হয়? আপনি আমার পিতাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন; আমিও আপনার বহু অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আপনার ন্যায় উপকারকের অনিষ্ট করিব এবং লোকে আমাকে মিত্রদ্রোহী বলিবে, ইহা কি সম্ভবপর?" এইরূপে সর্ব্বতোভাবে নিজের অমিত্রদ্রোহিভাব ব্যক্ত করিয়া মহাসত্ত্ব পরবর্ত্তী গাথায় রাজার দোষ দেখাইয়া তাঁহার নিন্দা করিলেন :—

৫৫। ধর্ম্ম শিক্ষা দেন যিনি, নিরাকৃত করেন সংশয়
হিতকারী ভাবি প্রাজ্ঞ শরণ তাঁহার(ই) সদা লয়।
মিত্রতা তাঁহার সঙ্গে, হেন মূর্খ আছে কোন্ জন,
শুনিয়া পরের কথা না বিচারি করয় ছেদন?

অনন্তর তিনি দুইটা গাথায় রাজাকে উপদেশ দিলেন :—

৫৬। অলস গৃহস্থ, কামী, প্রজ্ঞাহীন প্রব্রাজক, আর
যে রাজা উভয় পক্ষ না জানিয়া করেন বিচার,
পণ্ডিত, অথচ যিনি স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ,—
অসাধু বলিয়া সবে জানে এই পঞ্চবিধ জন।
৫৭। উভয় পক্ষের কথা সাবধানে করিয়া শ্রবণ,
ক্ষত্রিয় ভূপাল যিনি, করিবেন বিবাদ ভঞ্জন।
রাজা যদি সুবিচার করেন সতত স্থির মনে
কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয় তাঁর; গুণ গান করে সর্ব্বজনে।[৩]

ভূরিপ্রশ্ন সমাপ্ত

---

(৯)

মহাসত্ত্ব এইরূপ বলিলে রাজা তাঁহাকে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্র রাজপর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন এবং নিজে নিম্ন আসন গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, শ্বেতচ্ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছেন; আমি চারিজন পণ্ডিতকেই তাহাদের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু কেহই সেগুলির উত্তর জানেন না। তুমি, বৎস, এখন সেই প্রশ্ন কয়টার সদুত্তর দাও।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ছত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতাই হউন, আর চতুর্ম্মহারাজাদিই হউন, যিনি যে প্রশ্ন করিবেন, তাহারই সদুত্তর দিব। দেবতা কি কি প্রশ্ন করিয়াছেন, বলুন ত।" দেবতা যে ক্রমে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা প্রথম গাথা বলিলেন :—

১। ক্ষত্রিয়েরা আত্মদুষ্কৃতির সমর্থনার্থ যে অসার যুক্তি প্রদর্শন করেন।

২। মহাবোধি-জাতক (৫২৮), ৩০শ গাথা, মূকপঙ্গু-জাতক (৫৩৮), ১০ম গাথা এবং বিদুরপণ্ডিত-জাতক (৫৪৫), ১৩৭শ গাথা।

৩। এই গাথা দুইটা রথলট্ঠি-জাতকে (৩৩২) এবং মণিকুণ্ডল-জাতকে (৩৫১) পাওয়া গিয়াছে।

৫৮। হস্তদ্বারা, পাদদ্বারা করয় প্রহার, মুখেও প্রহার সেই করে বার বার
তথাপি সে প্রিয় অতি, দেখিলে তাহাকে উপজে আনন্দ, ভূপ, বল ত সে কে।[১]

গাথাটী শুনিবামাত্রই মহাসত্ত্ব তাহার অর্থ, গগনতলে সমুদিত চন্দ্রবৎ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "শুনুন, মহারাজ; 'হন্তি' অর্থাৎ পহরতি (প্রহার করে); 'পরিসুম্ভতি'=পহরতি য়েব। 'স দে তি'—সো এবং করন্তো পিয়ো হোতি (এরূপ করিয়াও সে প্রিয় হয়)। 'কন্তেনমভিপস্সসীতি' অর্থাৎ দেবতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হে রাজন্, এইরূপ করিয়াও যে প্রিয় হয়, সে কে? এই বর্ণনা দ্বারা কোন্ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হইতেছে?) এখন গাথার অর্থ বলিতেছি। যখন শিশু জননীর ক্রোড়ে আনন্দে খেলা করে, তখন সে হাত পা ছুড়িয়া জননীকে প্রহার করে; তাঁহার চুল টানিয়া ছেঁড়ে, মুখে কিল মারে। জননী আদর করিয়া বলেন, "তবে, রে চোরের ছেলে! তুই আমাকে এত মারিস্ কেন?' তিনি স্নেহবশে এইরূপ বলেন, স্নেহবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া শিশুকে বুকের মধ্যে স্তনান্তরে টানিয়া লন; বার বার তাহাকে চুম্বন করেন। এই সময়ে শিশুর পিতা অপেক্ষাও সে তাঁহার প্রিয়তর হয়।"

গগনতলে যেন সূর্য্যকে উত্থাপন করিলেন, এইভাবে মহাসত্ত্ব প্রশ্নের উত্তরটী বিশদ করিয়া দিলেন। তাঁহার সদুত্তর দেবতা ছত্রপিণ্ডিক বিবর হইতে নির্গত হইয়া অর্দ্ধাঙ্গে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, "প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি।" তিনি মহাসত্ত্বকে মধুর স্বরে সাধুকার দিলেন এবং রত্ন-করণ্ডকে দিব্য পুষ্পগন্ধ আনয়ন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও মহাসত্ত্বকে পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া অপর একটী গাথায় দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

৫৯। গালাগালি দিয়া খুব তাড়াইয়া দেয়, ফিরিতে বিলম্ব তার তবু নাহি সয়।
কেন না সে প্রিয় অতি; দেখিলে তাহাকে উপজে আনন্দ। ভূপ, বল ত সে কে?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, ছেলের যখন বয়স্ সাত বৎসর হয়, এবং সে মায়ের ফুট ফর্মাইজ খাটিতে পারে, তখন মা তাহাকে বলেন, 'মাঠে যা; বাজারে যা'; ছেলে বলে, 'যদি মোণ্ডা দাও, মিঠাই দাও[২], তবে যাব।' মা বলেন, 'এই নে; মিঠাই দিচ্ছি'; ছেলে উহা খাইয়া বলে, 'বা, তুমি বাড়ীতে ঠাণ্ডা ছায়ায় বসিয়া থাকিবে, আর বুঝি বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া তোমার ফর্মাইজ খাটিব'? সে হাত পা নাড়িয়া ও মুখভঙ্গী করিয়া মায়ের দিকে ছুটিয়া যায়; মাও ক্রোধে লাঠি হাতে লইয়া বলেন, 'তবে, রে পাজি, তুই বসিয়া বসিয়া আমার মিঠাই খাবি, আর মাঠে গিয়া একটু কাজ করিতে পারিবি না!' মাতার তর্জ্জনে ছেলে ছুটিয়া পলায়ন করে ; মাতা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হন ; কিন্তু ধরিতে না পারিয়া বলেন, 'দূ র, হতভাগা; চোরেরা যেন তোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে ফেলে।' তিনি ছেলেকে এইরূপ যত পারেন, গালি দেন; কিন্তু মুখে যাহা বলেন, মনে তাহার কণামাত্র ইচ্ছা করেন না; ছেলে কখন ফিরিবে কেবল তাহাই ভাবেন। ছেলে গিয়া সারাদিন পথে পথে খেলা করে ; সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে ফিরিতে সাহস না পাইয়া কোন জ্ঞাতির বাড়ীতে যায়; মাতা পথের দিকে তাকাইয়া থাকেন; সে ফিরিতেছে না দেখিয়া ভাবেন, 'বাছা আমার বোধ হয় ভয়ে আসিতেছে না'; তাঁহার হৃদয় শোকপূর্ণ হয়; তিনি সাশ্রুনয়নে জ্ঞাতিদের বাড়ীতে খুঁজিতে যান; সেখানে ছেলেকে দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে; তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন, 'বাপ আমার, তুই কি আমার কথা সত্যি মনে করেছিলি'? এই সময়ে তাহার মনে পুত্রস্নেহ প্রগাঢ় হয়। ইহাতেই দেখা যায়, মহারাজ, ক্রোধের সময়ে মাতার নিকট পুত্র পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রীতিভাজন হইয়া থাকে।" মহাসত্ত্ব এইরূপে দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিলে দেবতা পূর্ব্ববৎ তাঁহার পূজা করিলেন; রাজাও তাঁহাকে পূজা করিয়া তৃতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, প্রশ্নটী কি, শুনি।" ইহার উত্তরে রাজা এই গাথা বলিলেন ঃ—

৬০। মিছামিছি দোষ দেয়, করে জ্বালাতন, তবু তার প্রিয়, সে কে, বল ত, রাজন্?

১। হত্থেহি পাদেহি মুখং চ পরিসুম্ভতি স বে রাজা পিয়ো হোতি কং তেন অভিপস্সসি।

২। মূলে 'খাদনীয়ং ভোজনীয়ং' আছে। 'খাদ্য' ও 'ভোজ্য' সম্বন্ধে ২য় খণ্ডের ১৩৩ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যখন স্বামী ও স্ত্রী নিভৃত স্থানে দাম্পত্যকেলিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা পরস্পরের প্রতি অলীক দোষারোপ করে—বলে যে, তুমি আমাকে ভালবাস না, তোমার মনের টান অন্যদিকে, ইত্যাদি। এইরূপে একে যখন অপরের সম্বন্ধে মিছামিছি অভিযোগ করিতে থাকে, তখন তাহাদের পরস্পরের প্রেম আরও বৃদ্ধি পায়। মহারাজ, উক্ত প্রশ্নের ইহাই উত্তর জানিবেন।" উত্তর শুনিয়া দেবতা মহাসত্ত্বকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিলেন। রাজাও তাঁহার পূজা করিয়া আরও একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন, এবং মহাসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দিলে চতুর্থ গাথাটী বলিলেন ঃ—

৬১। অন্নপান-বস্ত্র-শয্যা-আসনাদি দ্রব্য, নানাবিধ লয়ে চলি যায়;
তবু প্রিয়পাত্র গৃহস্থের সেই। বল, শুনি, সে কে? শুধাই তোমায়।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই প্রশ্নটিতে ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ গৃহস্থগণ ইহলোকে ও পরলোকে বিশ্বাস করেন; কাজেই তাঁহারা দানব্রতী হন এবং দান করিতে চান। ধার্ম্মিক শ্রমণব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা চান, এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া তাহা ভোগ করেন। ইহা দেখিয়া গৃহস্থেরা মনে করেন, 'আমরা ধন্য; ইঁহারা আমাদের নিকট ভিক্ষা চান; আমাদের অন্নাদি ভোগ করেন।' এইরূপে তাঁহারা উক্ত শ্রমণব্রাহ্মণদিগের প্রতি আরও প্রীতিমান্ হন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রমণব্রাহ্মণেরা যাচ্ঞালব্ধ দ্রব্য ভোগ করিবার কালে ঐ সকল দ্রব্যের পূর্ব্বস্বামীদিগের অপ্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, আরও প্রীতির পাত্র হন।" প্রশ্নের এই উত্তর শুনিয়া দেবতা পূর্ব্ববৎ মহাসত্ত্বের পূজা করিলেন, তাঁহাকে সাধুকার দিলেন, এবং "ভো পণ্ডিত, আপনি ইহা গ্রহণ করুন" বলিয়া তাঁহার পাদমূলে সপ্তরত্নপূর্ণ একটী রত্নকরণ্ডক নিক্ষেপ করিলেন। রাজাও অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া মহাসত্ত্বকে সৈনাপত্য দান করিলেন। এইরূপে তখন হইতে মহাসত্ত্বের গৌরব আরও বৃদ্ধি হইল।

দেবতাপৃষ্ট প্রশ্ন সমাপ্ত

(১০)

ইহার পর সেনকাদি পণ্ডিতচতুষ্টয় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, "গৃহপতির পুত্র ত এখন আরও বাড়িয়া উঠিল; উহাকে অপদস্থ করিবার উপায় কি?" অনন্তর সেনক বলিলেন, "বেশ ত; আমি একটা উপায় বাহির করিয়াছি। গৃহপতিপুত্রের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কাহার নিকট রহস্য বলা যাইতে পারে? সে যদি উত্তর দেয় যে, কাহারও কাছে রহস্য প্রকাশ করা উচিত নহে, তবে আমরা গিয়া রাজার মন ভাঙ্গাইব—বলিব যে মহারাজ, এই গৃহপতিপুত্র আপনার অহিতকামী।" ইহা স্থির করিয়া ঐ চারিজন মহৌষধের গৃহে গেলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমরা একটা প্রশ্ন করিতে আসিয়াছি।" মহৌষধ বলিলেন, "কি প্রশ্ন, বলুন।" তখন সেনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত, পণ্ডিত, লোকের কোন্ বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।" মহৌষধ উত্তর দিলেন, "সত্যে।" "সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কি করা উচিত?" "ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে।" "ধনলাভের পর কি করিতে হইবে?" "সুমন্ত্রণা শিক্ষা করিতে হইবে।"[১] "তাহার পর?" "নিজের গুপ্তকথা পরকে বলিবে না।" ইহা শুনিয়া ঐ চারি ব্যক্তি মহৌষধকে ধন্যবাদ দিয়া হৃষ্টমনে ফিরিয়া গেলেন; তাঁহারা ভাবিলেন, "এখন আমরা এই গৃহপতিপুত্রকে বেশ অপদস্থ করিতে পারিব।" তাঁহারা রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, গৃহপতির পুত্রটী আপনার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" রাজা বলিলেন, "আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করি না। সে কখনও আমার অনিষ্টকামী হইবে না।" কিন্তু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, বিশ্বাস করুন যে, আমরা সত্যই বলিতেছি। যদি বিশ্বাস না হয়, তবে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, কাহার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে? সে আপনার শত্রু না হইলে উত্তর দিবে,

১। 'মন্তে গহেতব্বো'। পাঠান্তর 'মিত্তে'; অর্থ - মিত্রলাভ করিতে হইবে। ইহাও গোলযোগ সুসঙ্গত।

'অমুকের নিকট রহস্য বলা যাইতে পারে'; যদি শত্রু হয়, তবে বলিবে, 'গুপ্তকথা অগ্রে কাহারও নিকট ব্যক্ত করা উচিত নয়; মনোরথ পূর্ণ হইলেই উহা প্রকাশ করা যাইতে পারে।' তাহার উত্তর শুনিলেই আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করিবেন; আপনার সংশয় নিরাকৃত হইবে।" "বেশ, তাহাই করা যাউক" বলিয়া রাজা তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং একদিন সকলে সভায় সমবেত হইলে বিংশতিনিপাত-বর্ণিত পণ্ডিত-প্রশ্নের[1] প্রথম গাথা বলিলেন :—

৬২। সমবেত সভায় পণ্ডিত পঞ্চজন; প্রশ্ন এক মোর সবে করুন শ্রবণ :—
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য নিজের কে শুনিলে আশঙ্কা না থাকে বিপদের?

রাজা ইহা বলিলে সেনক তাঁহাকে আত্মপক্ষে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

৬৩। তুমি হে, ভূপাল, ভর্তা আমা সবাকার; বহিতেছ আমাদের পালনের ভার।
দয়া করি বুঝাইয়া দাও নরবর, কি বা তব অভিপ্রায়, কি রুচি তোমার।
বুঝিয়া পণ্ডিত পঞ্চ দিবেন সকলে প্রশ্নের উত্তর নিজ নিজ বুদ্ধিবলে।

রাজা কামপরায়ণ ছিলেন, তিনি বলিলেন,

৬৪। শীলবতী, পতিগতপ্রাণা যে রমণী, প্রিয়ঙ্করী সদা পতিচ্ছন্দানুবর্তিনী,
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য পতির সে শুনিলে আশঙ্কা না থাকে বিপত্তির।

ইহা শুনিয়া সেনক ভাবিলেন, 'রাজা এখন আমার পক্ষপাতী হইয়াছেন।' তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, নিজে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

৬৫। রোগে ও ব্যসনে যার করেছি রক্ষণ, আমা বিনা নাহি অন্য যাহার শরণ,
ভাল হোক্ মন্দ হোক্, রহস্য আমার সে সখা শুনিলে নাহি হেতু আশঙ্কার।

অতঃপর রাজা পুক্কুশকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সম্বন্ধে আপনার কি মত, পণ্ডিত মহাশয়? কাহার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইবে?" পুক্কুশ বলিলেন,

৬৬। সোদর কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, অথবা মধ্যম, হয় যদি ধীরচেতা, শীলপরায়ণ,
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য ভ্রাতার সে শুনিলে থাকে না ক হেতু আশঙ্কার।

অনন্তর রাজা কবীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উত্তর দিলেন :—

৬৭। মনোমত আজ্ঞাবহ, মহাপ্রাজ্ঞবান কুলক্রমাগত পথে করে যে প্রয়াণ,
হেন পুত্রে ভাল, মন্দ রহস্য নিজের বলিলে থাকেনা কোন শঙ্কা বিপদের।[2]

ইহা শুনিয়া রাজা দেবেন্দ্রকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন; দেবেন্দ্র বলিলেন,

৬৮। জননী, ভূপালশ্রেষ্ঠ, পালেন সন্তানে কত যত্নে, কত স্নেহে! তাঁর সন্নিধানে,
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, রহস্য নিজের প্রকাশিলে আশঙ্কা না থাকে বিপদের।

উক্ত চারিজনকে একে একে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া পরিশেষে রাজা মহৌষধকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, তোমার মত কি?" মহৌষধ বলিলেন,

৬৯। গুহ্য যাহা, গুহ্য তাহা রাখাই উচিত; গুহ্যের প্রকাশ কভু না হয় বিহিত।
যাবৎ না হয় নিজ অভীষ্ট নিষ্পন্ন, সযতনে গুহ্য সুধী রাখে প্রতিচ্ছন্ন।
হবে যবে ইষ্টলাভ, ইচ্ছা যদি হয়, প্রকাশ করিতে গুহ্য নাহি কোন ভয়।

মহৌষধ পণ্ডিতের এই উত্তর শুনিয়া রাজা অসন্তুষ্ট হইলেন, সেনক রাজার মুখ এবং রাজা সেনকের মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিলেন। মহৌষধ তাঁহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন, 'এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্বেই আমার প্রতি রাজার মন বিরূপ করিয়াছে; এখন যে প্রশ্ন হইল, তাহা কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য।'

১। চতুর্থ খণ্ড; পঞ্চপণ্ডিত-জাতক (৫০৮)। ইহাতে কিন্তু কোন গাথা নাই।

২। মূলে 'অনুজাত' পুত্রের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে। অনুজাত — যে পিতার সদৃশ ও কুলধর্ম্ম রক্ষক। 'অতিজাত' (অভিজাত) পুত্র কুলের গৌরব আরও বৃদ্ধি করে; কিন্তু 'অবজাত' পুত্র কুলধন ক্ষয় করিয়া কুলকে অধঃপাতে দেয়।

রাজা ও অমাত্যগণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সূর্য্য অস্তমিত হইল; লোকে গৃহে দীপ জ্বালিল। মহৌষধ ভাবিলেন, 'রাজকার্য্য বড় দায়িত্বপূর্ণ[১], না জানি এখন কি হইবে। শীঘ্রই এখান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য।' ইহা স্থির করিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন, 'ইহাদের একজন বলিল মিত্রের নিকট, একজন বলিলে ভ্রাতার নিকট, একজন বলিল পুত্রের নিকট এবং একজন বলিল মাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। বোধ হয়, ইহারা হয় নিজেরা এইরূপে রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, নয় অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিতে দেখিয়াছে, এবং যাহা দেখিয়াছে তাহাই এখন বলিতেছে।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, 'যাহাই হউক, আমাকে আজই বিশেষ করিয়া জানিতে হইতেছে।'

সেনকাদি চারিজন অন্যান্য দিন রাজভবন হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদদ্বারসন্নিহিত একটা ভক্তোর্মাণের[২] উপর কিয়ৎক্ষণ বসিতেন এবং আপনাদের কৃত্যাকৃত্য-সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেন। মহৌষধ ভাবিলেন, 'আমি যদি ডোঙ্গাটার তলদেশে গিয়া শুইয়া থাকি, তবে ইহাদের রহস্য জানিতে পারিব।' তিনি ডোঙ্গাটা তোলাইয়া উহার নিম্নদেশে বিছানা পাতাইলেন এবং উহা আবার যথাস্থানে রাখাইয়া নিজে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার কালে তিনি অনুচরদিগকে বলিলেন, "পণ্ডিত চারিজন মন্ত্রণা করিয়া যখন চলিয়া যাইবেন, তখন তোমরা আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে সেনক রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি ত আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না; এখন কিরূপ হইল?' রাজা ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা না করিয়াই ভেদকদিগের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ভীতত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বলুন ত, সেনক, এখন কি করা যায়?" সেনক বলিলেন, মহারাজ, কালক্ষেপ না করিয়া, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া, গৃহপতিপুত্রের প্রাণবধ করা আবশ্যক।" "সেনক, তুমি ছাড়া আর কেহই আমার হিতচেষ্টা করে না। তুমি নিজের বন্ধুদিগকে লইয়া দ্বারান্তরালে অবস্থান করিবে, এবং গৃহপতিপুত্র প্রাতঃকালে যখন আমার দর্শনলাভার্থ আসিবে, তখন খড়্গদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিবে।" ইহা বলিয়া রাজা সেনকের হস্তে নিজের উৎকৃষ্ট তরবারিখানি দিলেন। সেনক প্রভৃতি চারিজনেই বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমরা তাহাকে বধ করিব।" ইহা বলিয়া তাঁহারা সভাগৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং "আমরা এতদিনে শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিলাম (অর্থাৎ শত্রুকে নাশ করিলাম), ইহা ভাবিতে ভাবিতে সেই ডোঙ্গার পিঠে গিয়া বসিলেন।

অনন্তর সেনক বলিলেন, "ওহে, আমাদের মধ্যে কে গৃহপতিপুত্রকে আঘাত করিবে?" অপর তিনজন তাঁহারই স্কন্ধে এই ভার অর্পণ করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "আচার্য্য, আপনিই আঘাত করিবেন।" তাহার পর সেনক জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল, তোমরা বলিলে, অমুকের অমুকের কাছে রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে; ইহা কি তোমরা নিজেরা করিয়া বুঝিয়াছ, বা অন্য কাহাকেও করিতে দেখিয়াছ, কিংবা কাহারও কাছে শুনিয়াছ?" "ও কথা এখন থাকুক, আচার্য্য। আপনি ত মত দিলেন যে, বন্ধুর নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহার ফল কি আপনি স্বকৃতকর্ম্মে পরীক্ষা করিয়াছেন?" "তাহা জানিয়া তোমাদের লাভ কি?" "বলুন না, আচার্য্য।" "আমার রহস্য রাজা জানিতে পারিলে আমার প্রাণ থাকিবে না।" "কোন ভয় নাই, আচার্য্য; আপনার রহস্য ভেদ করিবে, এখানে এমন কেহই নাই; আপনি বলুন।" সেনক নখদ্বারা ডোঙ্গাটায় আঘাত করিয়া বলিলেন, "কে জানে যে, গৃহপতিপুত্রটা এই ডোঙ্গার নীচে নাই?" "আচার্য্য, গৃহপতিপুত্র এখন ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছে; সে কখনও ডোঙ্গার নীচে প্রবেশ করিবে না। সে এখন ধনে মানে মত্ত। আপনি বলুন না।" পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া সেনক নিজের রহস্য প্রকাশ করিলেন:—"এই নগরে অমুকী বেশ্যা ছিল, জান ত?" "জানি, আচার্য্য।" "এখন তাহাকে দেখিতে পাও কি?" "না আচার্য্য, তাহাকে এখন দেখিতে পাই না।" "আমি শালবনে তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া,

১। 'রাজকম্মানি নাম ভারিয়ানি'। রাজাদের কার্য্য বড় দুর্জ্ঞেয়, এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

২। ভক্তোর্মাণ — ভাত রাখিবার বৃহৎ পাত্র বা ডোঙ্গা। বোধ হয়, ইহাতে ভাত রাখিয়া ভিখারীদিগকে বিতরণ করা হইত। নিম্নে দোলা ডোঙ্গাটা অনেক উঁচু করিয়া রাখা হইত, এজন্য সেনক প্রভৃতি উহার পিঠে বসিতে পারিতেন।

শেষে অলঙ্কারের লোভে তাহাকে বধ করিয়াছি, এবং তাহারই বস্ত্রে অলঙ্কারগুলি বান্ধিয়া পুঁটুলিটা আমার বাড়ীর অমুক তালায় অমুক ঘরে নাগদন্তে ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। কিন্তু যতদিন লোকে সেই বেশ্যাটার কথা ভুলিয়া না যাইতেছে, ততদিন ঐ সকল অলঙ্কার ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। এরূপ ভয়ানক, রাজদণ্ডার্হ অপরাধ করিয়াও আমি তাহা একজন বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়াছি। সেই বন্ধু এপর্য্যন্ত কাহাকেও এ কথা বলেন নাই। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, বন্ধুর নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।" মহাসত্ত্ব সেনকের এই রহস্যটী আমূল সমস্ত প্রণিধানসহকারে শুনিয়া রাখিলেন। পুক্কুশ আপন রহস্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "আমার উরুদেশে কুষ্ঠ আছে; আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাতঃকালেই কাহাকেও না জানাইয়া ঐ ক্ষত ধৌত করে, উহাতে ঔষধ লাগায় এবং ক্ষতস্থান নেকড়া দিয়ে বান্ধে। রাজা যখন আমার প্রতি মৃদুচিত্ত হন, তখন অনেক সময়ে 'এস পুক্কুশ' বলিয়া আমাকে আহ্বান করেন এবং আমার উরুর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়েন। যদি তিনি আমার কুষ্ঠের কথা জানিতে পারেন, তবে কি আমার প্রাণ রাখিবেন? কিন্তু এই ব্যাপার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহই জানে না। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, ভ্রাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যায়।" কবীন্দ্র তাঁহার রহস্য এইরূপে বর্ণন করিলেন;—"আমি কৃষ্ণপক্ষের পোষধ দিনে নরদেব-নামক এক যক্ষকর্তৃক অভিভূত হই। তখন আমি ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় বিরাব করিয়া থাকি। আমার পুত্রকে আমি এই ব্যাপার বলিয়াছি। আমি যক্ষকর্তৃক আবিষ্ট হইয়াছি জানিলেই, সে আমাকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে বান্ধিয়া শোওয়াইয়া রাখে, দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং যাহাতে কেহ আমার চীৎকার শুনিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে বাহিরে গিয়া, লোকজন ডাকিয়া বৈঠক করিয়া গান বাজনা করে। এইজন্যই আমি বলিয়াছি যে, পুত্রের নিকট রহস্য বলিতে পারা যায়।" অতঃপর ইঁহারা তিন জনেই দেবেন্দ্রকে তাঁহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবেন্দ্র বলিলেন, "আমি মণি পরিষ্কার-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, শক্র কুশরাজকে যে শ্রীসম্পাদক মহামণি দিয়াছিলেন,[1] সেই রাজকীয় মণি অপহরণ করিয়া আমার মাতার হস্তে দিয়াছি; তিনি কাহাকেও একথা বলেন নাই। আমি যখন রাজভবনে যাই, তখন তিনি উহা আমাকে দিয়া থাকেন; আমি সেই মণির প্রভাবে শ্রীসম্পন্ন হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করি। সেই জন্যই রাজা তোমাদের সঙ্গে কোন আলাপ করিবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে কথা বলেন; আমার ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিদিন আট, ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি কাহণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। কিন্তু রাজা যদি জানিতেন যে আমি তাঁহার মহামণি লুকাইয়া রাখিয়াছি, তবে কি আমার প্রাণ থাকিত? এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, মাতার নিকট রহস্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।"

উক্ত চারিজনেরই রহস্য মহাসত্ত্বের নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইল;—তাঁহারা যেন স্ব স্ব উদর বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রগুলি বাহির করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পরস্পরের নিকট গুহ্য প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বলিলেন, "দেখিবেন, যেন ভুল না হয়; কাল ভোরে আসিয়া গৃহপতিপুত্রের প্রাণবধ করিতে হইবে।" অনন্তর তাঁহারা আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে মহাসত্ত্বের অনুচরেরা আসিয়া ডোঙ্গাটা তুলিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি স্নান করিলেন, বেশ-বিন্যাস করিলেন, উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিলেন; এবং তাঁহার ভগিনী উডুম্বরা দেবী সেই রাত্রিতেই তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবেন, ইহা অনুমান করিয়া দ্বারদেশে একজন বিশ্বস্ত লোক রাখিয়া তাহাকে বলিলেন, "কেহ রাজবাড়ী হইতে আসিলে শীঘ্রই তাহাকে আমার নিকটে লইয়া যাইবে।" অতঃপর তিনি শয্যাপৃষ্ঠে শয়ন করিলেন।

ঐ সময়ে রাজাও শয়ন করিয়া মহৌষধের গুণাবলী স্মরণপূর্ব্বক ভাবিতেছিলেন, 'মহৌষধের বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র, তখন হইতে সে আমার সেবা করিতেছে। সে কখনও আমার কোন অনিষ্ট করে নাই; দেবতা যখন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন মহৌষধ না থাকিলে আমার জীবনই রক্ষা হইত না। প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুদিগের কথা শুনিয়া আমি এই অদ্বিতীয় পণ্ডিতের 'প্রাণবধ কর' বলিয়া তাহাদিগের হস্তে খড়্গ দিয়াছি! আহো! আমি কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! কাল হইতে আমি ত এই

১। কুশ জাতক, ৫ম খণ্ড, ১১১ ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতবরকে দেখিতে পাইব না!' এইরূপ চিন্তায় রাজার মনে মহাশোক জন্মিল; শরীর হইতে ঘর্ম্ম ছুটিল; শোকবেগে তাঁহার চিত্তের শান্তি অপগত হইল। উড়ুম্বরা দেবী তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; তিনি রাজার অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, 'আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি, না অন্য কোন কারণে রাজার শোক জন্মিয়াছে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন :—

৭০। দুর্ম্মনায়মান, ভূপ, আজ কি কারণ? কেন না বলিছ আজ মধুর বচন?
বিমনা হয়েছ আজ কোন্ দুশ্চিন্তায়? করেছে কি অপরাধ দাসী তব পায়?

রাজা বলিলেন,

৭১। "প্রাজ্ঞ মহৌষধ বধ্য, কেন না সে শত্রু তব,"
একথা বলিল মোরে সেনকাদি মন্ত্রী সব।
বধিতে সে মহাপ্রাজ্ঞে দিনু আজ্ঞা না বিচারি;
ভাবি তাহা এবে মনে হইয়াছে দুঃখ ভারী।

ইহা শুনিয়া উড়ুম্বরা মহাসত্ত্বের জন্য পর্ব্বতপ্রমাণ শোকভারে নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'কোন উপায়ে রাজাকে এখন সান্ত্বনা দিয়া, ইনি যখন নিদ্রিত হইবেন, তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সংবাদ দিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনিই ত ইহা করিয়াছেন। আপনিই সেই গৃহপতিপুত্রকে মহৈশ্বর্য্য দান করিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। আপনিই তাহাকে সৈনাপত্য দান করিয়াছেন। এখন লোকে বলিতেছে, সে আপনার শত্রু হইয়াছে। শত্রুকে ত কখনও ছোট মনে করিয়া তুচ্ছ করা যায় না। কাজেই মহৌষধের প্রাণবধ করাই আবশ্যক। আপনি সে জন্য চিন্তা করিতেছেন কেন?" সান্ত্বনা পাইয়া রাজার শোকবেগ হ্রাস হইল; তিনি নিদ্রিত হইলেন; উড়ুম্বরা শয্যা ত্যাগ করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং এই পত্র লিখিলেন :— "মহৌষধ, পণ্ডিত চারিজন তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া রাজাকে বিরূপ করিয়াছে; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং কাল প্রাসাদের দ্বারদেশে তোমার বধের আজ্ঞা দিয়াছেন। কাল রাজভবনে না আসিলেই তোমার পক্ষে ভাল হয়; যদি আসিবে, তবে নগরবাসীদিগকে হস্তগত করিয়া বাধা দিতে সমর্থ হইয়া আসিও।" তিনি এই পত্রখানি একটা মোদকের ভিতর পুরিলেন, মোদকটী একগাছা সূতা দিয়া জড়াইলেন, উহা একটা নূতন পাত্রে রাখিলেন, উহার উপর সুগন্ধ চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন, পাত্রের মুখটা নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা দিয়া বন্ধ করিলেন এবং উহা একজন পরিচারিকার হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি এই মোদক আমার কনিষ্ঠকে দিয়া এস।" পরিচারিকা তাহাই করিল। পরিচারিকা রাত্রিকালে কিরূপে রাজভবনের বাহিরে গেল, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে; কারণ রাজা প্রথমেই উড়ুম্বরাকে এই বর দিয়াছিলেন, (যে তাঁহার পরিচারিকারা যখন ইচ্ছা বাহিরে যাইতে পারিবে); কাজেই কেহ তাহাকে বারণ করিল না। বোধিসত্ত্ব রাজ্ঞীদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া পরিচারিকাকে বিদায় দিলেন; সে ফিরিয়া উড়ুম্বরাকে সেই কথা জানাইল। তখন উড়ুম্বরা গিয়া রাজার সঙ্গে আবার এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বোধিসত্ত্বও মোদকটী ভাঙ্গিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

পরদিন পণ্ডিত চারি জন প্রত্যূষেই খড়্গ হস্তে লইয়া দ্বারান্তরালে মহৌষধের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা মহৌষধের দেখা না পাইয়া বিষণ্ণমনে রাজার নিকট গেলেন; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা গৃহপতিপুত্রকে বধ করিয়াছেন ত?" তাঁহারা বলিলেন, "না, মহারাজ, আমরা তাহার দেখা পাইতেছি না।" এদিকে মহাসত্ত্ব অরুণোদয়কালেই জানিতে পারিলেন যে, নগর তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তিনি স্থানে স্থানে রক্ষী স্থাপিত করিয়া, বহু অনুচরপরিবৃত হইয়া মহাড়ম্বরে রথারোহণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে গমন করিলেন; রাজা প্রাসাদবাতায়ন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক অবলোকন করিতেছিলেন; মহাসত্ত্ব অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'এ আমার শত্রু হইলে কখনও প্রণাম করিত না।' তিনি মহাসত্ত্বকে ডাকাইয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কাল গিয়াছ; আজ এত বিলম্বে আসিলে। আমাকে তুমি এমন ভাবে [illegible] কেন?

৭২। প্রদোষ-সময়ে কল্য করিলে গমন, ফিরিতে বিলম্ব এত হ'ল কি কারণ?
কি শুনি, কি শঙ্কা তব হয়েছে অন্তরে? বলেছে কি কেহ কিছু হে প্রাজ্ঞ তোমারে?
বল সত্য, কিছু মাত্র না করি গোপন এখন(ই) উত্তর তব করিব শ্রবণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আপনি পণ্ডিত চারিজনের কথা শুনিয়া আমার বধের আজ্ঞা দিয়াছেন। সেই জন্যই আমি আসি নাই।" তিনি রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,

৭৩। গত রজনীতে, ভূপ, ভার্যাকে গোপনে
বলিয়া থাকেন যদি, "বধ্য মহৌষধ",
দেখুন ত ভাবি মনে, গুহ্য আপনার
হ'ল নাকি উদ্ঘাটিত? বলিলেন যাহা,
তখন(ই) তা' হল মম শ্রবণগোচর।

ইহা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, উড়ুম্বরা সেই সময়েই মহৌষধকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্ঞীর মুখের দিকে তাকাইলেন। তাহা দেখিয়া মহৌষধ বলিলেন "মহারাজ, আপনি রাজ্ঞীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন। আমি অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্তই জানি; মানিলাম, মহারাজ, যে, আপনার রহস্য আপনার ভার্যাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য সেনকপুক্কুশাদির রহস্য আমাকে কে বলিয়াছে, ভাবিয়া দেখুন ত? আমি ইহাদেরও রহস্য জানি।" অনন্তর তিনি সেনকের রহস্য বলিলেন :—

৭৪। শালবনে সেনক যে করেছিল, ভূপ,
মহাপাপকর্ম এক, আর্য-বিগর্হিত,
গোপনে বন্ধুকে তাহা বলিল দুর্মতি।
আত্মগুহ্য কথা সেই করিল প্রকাশ
তখন(ই) তা' হল মম শ্রবণগোচর।

রাজা সেনকের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা সত্য কি!" সেনক বলিলেন, "হাঁ মহারাজ।" রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্ধনাগারে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। অতঃপর মহৌষধ পুক্কুশের রহস্য বলিলেন :—

৭৫। আছে পুক্কুশের, ভূপ, উরুদেশে রোগ,
স্পর্শের অযোগ্য যাহা নৃপতিগণের।
বলিলেন সঙ্গোপনে এ রহস্য তিনি
ভ্রাতাকে নিজের। তাহা জানিলাম আমি।

রাজা পুক্কুশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা সত্য কি?" পুক্কুশ বলিলেন, "হাঁ মহারাজ।" তখন রাজা তাঁহাকে বন্ধনাগারে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর মহৌষধ কবীন্দ্রের রহস্য প্রকাশ করিলেন :—

৭৬। নরদেব-যক্ষাবেশে জন্মে কবীন্দ্রের
বড়ই ঘৃণিত পীড়া কখন কখন।
বলিলেন সঙ্গোপনে এ রহস্য তিনি
পুত্রকে নিজের। তাহা জানিলাম আমি।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি, কবীন্দ্র?" কবীন্দ্র বলিলেন, "সত্য।" রাজা তাঁহাকেও বন্ধনাগারে প্রেরণ করিলেন। পরিশেষে মহৌষধ দেবেন্দ্রের রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন :—

৭৭। আটপ'লে মহামণি আপনার, নৃপ,
তব পিতামহে যাহা করিলেন দান
পুরাকালে দেবরাজ, দেবেন্দ্রের এবে
হইয়াছে হস্তগত। বলিলেন তিনি
নিজের মাতাকে এই আত্মগুহ্য কথা।
[illegible] তাহা জানিলাম আমি।

রাজা দেবেন্দ্রকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "সত্য।" রাজা তাঁহাকেও বন্দনাগারে প্রেরণ করিলেন। যাঁহারা বোধিসত্ত্বকে বধ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি এই নিমিত্তই কহিয়াছিলেন যে, নিজের গুহ্য কথা অপরকে বলিতে নাই; যাঁহারা 'বলা যায়' এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইলেন।" অনন্তর তিনি ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য কয়েকটী গাথা বলিলেন :—

৭৮। গুহ্য যাহা, গুহ্য তাহা রাখাই উচিত; গুহ্যের প্রকাশ কভু না হয় বিহিত।
যাবৎ না হয় নিজ অভীষ্ট নিষ্পন্ন, সযতনে গুহ্য সুধী রাখে প্রচ্ছন্ন।
হবে যবে ইষ্টলাভ, ইচ্ছা যদি হয়, প্রকাশ করিতে গুহ্য নাহি কোন ভয়।

৭৯। নয় গুহ্য প্রকাশের যোগ্য কদাচন; নিধিবৎ সদা ইহা করিবে রক্ষণ।
রহস্য প্রকাশ পেলে হিত যে হয় না, সুধীদের ভালমত আছে তাহা জানা।

৮০। রমণী, অমিত্র, আর মিত্র স্বার্থান্বেষী,
স্বার্থহেতু মন যার হয় বিচলিত,
মিত্রবেশে বলে এক, ভাবে অন্য রূপ—
পণ্ডিত যে, কখন(ও) সে ইহাদের ঠাঁই
নিজের রহস্য, ভূপ, করে না প্রকাশ।

৮১। অজ্ঞানে রহস্য নিজ যে করে প্রকাশ
কার(ও) ঠাঁই, থাকে সেই মন্ত্রভেদ-ভয়ে
চিরজীবনের তরে দাসবৎ তার।

৮২। যতই অধিক লোকে গুহ্য কার(ও) জানে, উদ্বেগ তাহার বাড়ে সেই পরিমাণে।
একারণ গুহ্য তব প্রকাশিতে নাই স্ত্রী-পুত্র-জননী-বন্ধু, কভু কার(ও) ঠাঁই।

৮৩। দিবসে নিভৃত স্থানে করিবে মন্ত্রণা,
রাত্রিকালে মৃদুস্বরে। আছে লুকাইয়া
শুনিতে মন্ত্রণা তব লোক কত স্থানে।
শুনিলে তাহারা শীঘ্র ঘটে মন্ত্রভেদ।[1]

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'ইহারা স্বয়ং রাজবৈরী হইয়াও মহৌষধকে আমার বৈরী প্রতিপন্ন করিতে চায়!" তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, "যাও, এই লোক চারিটাকে নগরের বাহির করিয়া হয় শূলে আরোপণ কর, নয় ইহাদের শিরশ্ছেদ কর।" রাজকিঙ্করেরা তাঁহাদের বাহুগুলি পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিল এবং প্রতি চৌমাথায় শতবার প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই চারি ব্যক্তি আপনার বহুদিনের অমাত্য। ইঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" রাজা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে মহাসত্ত্বের হস্তে দাসরূপে অর্পণ করিলেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। রাজা বলিলেন, "তবে ইহারা আমার রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না।" তিনি তাঁহাদিগের নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিলেন। তখন মহাসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, এই অজ্ঞানান্ধদিগকে ক্ষমা করুন।" তাঁহার অনুরোধে রাজা উক্ত চারি ব্যক্তিকে ক্ষমা করিলেন এবং পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'যখন শত্রুর প্রতিও মহৌষধের এইরূপ মৈত্রীভাব, তখন অন্যের প্রতি ইঁহার মনের ভাব না জানি আরও কত মধুর!' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি মহৌষধের প্রতি অতীব প্রসন্ন হইলেন। এই সময় হইতে উক্ত চারিজন পণ্ডিত উৎপাটিতবিষদন্ত সর্পের ন্যায় নির্ব্বিষ হইয়া মহাসত্ত্বের বিরুদ্ধে আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না।

পঞ্চপণ্ডিতপ্রশ্ন এবং পরিভেদ-কথা সমাপ্ত

১। পঞ্চপণ্ডিতের প্রশ্ন-জাতক (৫০৮) ১৪ — ১৯শ গাথা।

(১১)

এই সময় হইতে মহাসত্ত্ব রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসক হইলেন। তিনি ভাবিতেন 'শ্বেতচ্ছত্র রাজার বটে; কিন্তু আমাকেই ত রাজ্যের সুশাসন করিতে হয়। অতএব আমাকে নিয়ত অপ্রমত্ত ভাবে চলিতে হইবে।' তিনি নগরে একটী মহাপ্রাকার নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং ক্ষুদ্রপ্রাকারগুলির দ্বার ও অট্টালক সুরক্ষিত করিলেন। প্রাকারগুলির অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানেও অনেক অট্টালক নির্ম্মিত হইল এবং নগরের চতুর্দ্দিকে তিনটী পরিখা খাত হইল—জলপরিখা, কর্দ্দমপরিখা ও শুষ্ক পরিখা। নগরের অভ্যন্তরে যে সকল জীর্ণ গৃহ ছিল, তিনি সেগুলি মেরামত করাইলেন; বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ খনন করাইয়া সে গুলিতে জল রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং নগরের সমস্ত শস্যভাণ্ডার ধান্যাদি খাদ্যশস্য দ্বারা পূর্ণ করাইয়া রাখিলেন। যে সকল তাপস হিমালয় হইতে রাজকুলে আগমন করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের দ্বারা কর্দ্দম ও কুমুদবীজ[১] আনাইতেন। জলনির্গমের জন্য যে সকল নর্দ্দমা ছিল, তিনি সেগুলি পরিষ্কার করাইলেন এবং নগরের বহির্ভাগেও যে সকল জীর্ণ গৃহ ছিল সেগুলি মেরামত করাইলেন। এরূপ করিবার কারণ কি? অনাগত ভয়ের প্রতিবাহনই এই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য।

নগরে নানাদেশ হইতে বণিকেরা আসিতেন। মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন।" "আমরা অমুক স্থান হইতে আসিতেছি", বণিকেরা এইরূপ উত্তর দিলে মহাসত্ত্ব আবার জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনাদের রাজা কি ভালবাসেন?" তাহারা বলিতেন, "অমুক দ্রব্য।" এইরূপ কথোপকথনের পর মহাসত্ত্ব তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত বিদায় দিতেন; নিজের এক শত এক জন যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়া বলিতেন, "বাপু সকল, আমি যে সকল উপহার দিতেছি, সেইগুলি লইয়া এক শত এক রাজধানীতে গমন কর এবং তোমাদের স্ব স্ব হিতকামনায় তত্রত্য রাজাদিগকে উপহারগুলি দান কর। তাহার পর সেই সেই স্থানেই বাস করিয়া রাজাদিগের সেবায় নিরত হইবে এবং তাঁহাদের কার্য্য ও মন্ত্রণা জানিয়া আমাকে সংবাদ দিবে। আমি তোমাদের দারাপত্যদিগের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিব।" তিনি কোন রাজাকে উপহার দিবার জন্য কুণ্ডল, কাহারও জন্য সুবর্ণপাদুকা, কাহারও জন্য সুবর্ণমালা নির্ম্মাণ করাইতেন, ঐ সকল উপহারে নিজের নামাক্ষর চিহ্নিত করাইতেন, এবং সেগুলি উক্ত যোদ্ধাদিগের হাতে দিয়া বলিতেন, "যখন আমার প্রয়োজন হইবে, তখন এই সকল অক্ষরের অর্থ বিজ্ঞাপন করা যাইবে।" যোদ্ধারা উক্ত উপহারসমূহ লইয়া এক এক জনে এক এক রাজধানীতে যাইতেন, এবং তত্রত্য রাজাকে দিয়া বলিতেন, 'আমি মহারাজকে সেবা করিবার জন্য আসিয়াছি।' "কোথা হইতে আসিয়াছ?" জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা যে স্থান হইতে গিয়াছেন, তাহা না বলিয়া অন্য স্থানের নাম করিতেন। উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া রাজারা তাঁহাদিগকে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, এবং তাঁহারা ক্রমশঃ রাজাদিগের বিশ্বাসভাজন হইতেন।

এ সময়ে একবল রাজ্যে শঙ্খপাল-নামক রাজা আয়ুধ সজ্জিত ও সেনা সমবেত করিতেছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে যে চর গিয়াছিলেন, তিনি মহৌষধকে পত্রে সমস্ত জানাইয়া লিখিলেন ঃ—"এখানকার এই সংবাদ; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে এই আয়োজন হইতেছে, তাহা জানিতে পারি নাই; আপনি কাহাকেও পাঠাইয়া তত্ত্ব অবগত হউন।" এই সংবাদ পাইয়া মহাসত্ত্ব এক শুকপোতককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৌম্য, তুমি একবল রাজ্যে গিয়া দেখ, রাজা শঙ্খপাল কি করিতেছেন, তাহার পর জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া আমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাও।" তিনি শুকশাবককে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন, তাহার পক্ষসন্ধিদ্বয়ে শতপাক, সহস্রপাক তৈল মাখাইলেন এবং পূর্ব্বদিকের বাতায়নে অবস্থিত হইয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শুকপোতক একবল নগরে গিয়া সেই চরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জম্বুদ্বীপের কোথায় কি হইতেছে, অনুসন্ধান করিতে করিতে কাম্পিল্য রাজ্যের উত্তর পঞ্চাল নগরে উপস্থিত হইল।

১। পাঠান্তরে কর্দ্দমের পরিবর্তে 'কুক্রুস'-নামক শস্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু 'কদ্দম' পাঠই গ্রাহ্য; কারণ, পরে দেখা যাইবে, ইহারই সাহায্যে এক রাত্রিতে ৬০ হাত দীর্ঘ কুমুদনাল জন্মিয়াছিল।

উত্তর পঞ্চালে তখন চূড়নী ব্রহ্মদত্ত-নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। কৈবর্ত্ত নামে এক প্রাজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাহার অর্থধর্ম্মানুশাসক ছিলেন। একদিন কৈবর্ত্ত প্রত্যূষকালে (ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে) বিনিদ্র হইয়া দীপালোকে অলঙ্কৃত শয়নকক্ষ অবলোকন করিতে করিতে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার এই ঐশ্বর্য প্রকৃতপক্ষে কাহার? ইহা অন্য কাহারও নহে; ইহা চূড়নী ব্রহ্মদত্তের। যিনি এত ঐশ্বর্য্যের দাতা, তাঁহাকে সমস্ত জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা করা আবশ্যক। তাহা করিতে পারিলে আমিও তাঁহার প্রধান পুরোহিত হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রভাত হইবামাত্র রাজার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের সুনিদ্রা হইয়াছিল ত?" ইহার পর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, একটা মন্ত্রণার বিষয় আছে।" রাজা বলিলেন, "আজ্ঞা করুন, আচার্য্য।" "মহারাজ, নগরের মধ্যে নিভৃত স্থান পাওয়া অসম্ভব; চলুন আমরা উদ্যানে যাই।" "বেশ, তাহাই করা যাউক, আচার্য্য", ইহা বলিয়া রাজা তাঁহার সহিত উদ্যানে যাত্রা করিলেন এবং সেনা বাহিরে রাখিয়া এবং স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক মঙ্গলশিলাপট্টে উপবেশন করিলেন। শুকপোতক এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল, 'নিশ্চয় ইহার কোন কারণ আছে; আজ মহৌষধ পণ্ডিতকে বলিবার উপযুক্ত কিছু শুনিতে পাইব।' সে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলশালবৃক্ষের পত্রান্তরে বিলীন হইয়া বসিয়া থাকিল।

রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "কি বলিবেন, বলুন আচার্য্য।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "আপনার কাণ আমার দিকে আনুন; আমাদের মন্ত্র চতুষ্কর্ণ[1] হইবে। মহারাজ, যদি আমার কথামত কাজ করেন, তবে আপনাকে জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা করিতে পারিব।" রাজা অতীব আগ্রহের সহিত কৈবর্ত্তের কথা শুনিলেন এবং আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "বলুন আচার্য্য; আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।" "মহারাজ, আসুন, আমরা সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ একটা ক্ষুদ্র নগর অবরোধ করি। আমি ক্ষুদ্র (পশ্চাৎ) দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে বলিব, 'মহারাজ, যুদ্ধে আপনার কোন প্রয়োজন নাই; আপনি কেবল আমাদের বশ্যতা স্বীকার করুন, আপনার রাজ্য আপনারই থাকিবে। যদি যুদ্ধ করেন, তবে আমাদের এই বিপুল বাহিনীদ্বারা নিশ্চয় আপনার মহাপরাজয় ঘটিবে।' তিনি যদি আমার কথামত কাজ করেন, তবে তাঁহাকে আমাদের পক্ষভুক্ত করিয়া লইব; নচেৎ যুদ্ধে তাঁহার প্রাণান্ত করিব এবং তাঁহার ও আমাদের, এই দুই সেনা লইয়া একটার পর একটা নগর অধিকার করিতে করিতে জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া জয়পানোৎসব করিব।" এইরূপে এক শত এক জন রাজাকে আমাদের নগরে আনয়ন করিব; উদ্যানে আপান-মণ্ডপ প্রস্তুত করিব, সেখানে আসীন হইয়া ঐ সকল রাজা বিষমিশ্রিত সুরা পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; আমরা তাহাদের শবগুলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব। এইরূপে এক শত একটা রাজ্য আমাদের হস্তগত হইবে; আপনি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবেন।" রাজা বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব, আচার্য্য; আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিব।" "মহারাজ, মন্ত্র চতুষ্কর্ণ, ইহা যেন মনে থাকে। আর কেহ যেন ইহা জানিতে না পায়। আপনি কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করুন।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা; আমি তাহাই করিতেছি।" শুকপোতক সমস্ত শুনিতেছিল; মন্ত্রণা শেষ হইলে সে, লোকে যেমন ওলন ফেলে, সেইরূপে শাখা হইতে কৈবর্ত্তের মস্তকোপরি মলপিণ্ড নিক্ষেপ করিল। "এ কি" বলিয়া যেমন তিনি হাঁ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইলেন, অমনি শুকশাবক তাহার মুখের মধ্যে আর একটা মলপিণ্ড ফেলিয়া দিল এবং "কিরি, কিরি" রবে শাখা হইতে উড্ডীন হইয়া বলিল, "কৈবর্ত্ত, তুমি ভাবিয়াছিলে, তোমার মন্ত্র চতুষ্কর্ণ; এখন ইহা ষট্‌কর্ণ হইল; পরে অষ্টকর্ণ হইয়া বহুশতকর্ণ হইবে।" কৈবর্ত্ত প্রভৃতি "ধর" "ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুকপোতক বাতবেগে মিথিলায় গিয়া মহৌষধের গৃহে প্রবেশ করিল। উক্ত শুকপোতকের একটা নিয়ম এই ছিল যে, কোন স্থান হইতে কোন সংবাদ আনিলে, উহা যদি কেবল মহৌষধের নিকটেই বক্তব্য হইত, তবে সে তাঁহার স্কন্ধোপরি অবতরণ করিত; এবং যদি উহা অমরা দেবীরও শ্রোতব্য হইত, তবে

১। মূল — সটকণ্ণোভিদ্যতে মন্তো।

সে তাঁহার ক্রোড়ে অবতরণ করিত। এবার সে তাঁহার স্কন্ধোপরি অবতরণ করিল। এই সঙ্কেতে লোকে মনে করিল যে, কোন গুহ্য কথা আছে; কাজেই তাহারা সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। মহৌষধ তাহাকে লইয়া প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চতলে অধিরোহণপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, কি দেখিয়াছ ও কি শুনিয়াছ, বল।" সে বলিল, 'আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপে আর কোথাও কোন রাজা হইতে ভয়ের কারণ দেখিতে পাই নাই, কিন্তু উত্তর পঞ্চাল নগরে চূড়নী ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত রাজাকে উদ্যানে লইয়া গিয়া এক চতুষ্কর্ণ মন্ত্রণা করিয়াছেন; আমি শাখান্তরালে বসিয়া তাঁহার মুখে মলপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আসিলাম।" অনন্তর সে যাহা দেখিয়াছিল ও যাহা শুনিয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত মহৌষধের নিকট সবিস্তর বলিল। মহৌষধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা পুরোহিতের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন কি?" শুকশাবক বলিল "হাঁ, তিনি সম্মতি দিয়াছেন।" মহৌষধ শুকশাবকের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা করিলেন, এবং তাহাকে কোমলাস্তরণযুক্ত সুবর্ণ পঞ্জরে শোওয়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'কৈবর্ত্ত বোধ হয় জানেন না যে, আমি মহৌষধ কি প্রকৃতির লোক। আমি তাঁহার মন্ত্রণাটী কিছুতেই কার্য্যে পরিণত হইতে দিব না।' নগরে যে সকল দুঃস্থ লোক বাস করিত, মহৌষধ তাহাদিগকে সরাইয়া নগরের বাহিরে বাস করাইলেন, এবং রাজ্যের জানপদ ও নগরোপকণ্ঠবাসী ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্থদিগকে আনাইয়া নগরমধ্যে বাস করাইলেন। তিনি বহু ধন ধান্যও সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন।

এদিকে চূড়নী ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তের পরামর্শানুসারে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ যাত্রা করিয়া একটী নগর অবরোধ করিলেন। কৈবর্ত্ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কৌশলে ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যুদ্ধ করিলে তাঁহার অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক। ঐ রাজা চূড়নী ব্রহ্মদত্তের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর তাঁহার ও নিজের এই দুই সেনা লইয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এক বিদেহরাজ ব্যতীত জম্বুদ্বীপের অপর সমস্ত রাজাকে আপনার বশ্যতাপন্ন করিলেন। বোধিসত্ত্বের চরেরা সংবাদ দিতে লাগিলেন; "ব্রহ্মদত্ত এতগুলি নগর অধিকার করিলেন; আপনি সাবধান হইবেন।" ব্রহ্মদত্ত সাত বৎসর সাত মাস ও সাত দিনে বিদেহ ব্যতীত জম্বুদ্বীপস্থ অন্য সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "আচার্য্য, চলুন আমরা মিথিলায় গিয়া বিদেহরাজ জয় করি।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, যে নগর মহৌষধ পণ্ডিতের বাসস্থান, আমরা তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হইব না। মহৌষধ বহুপ্রাজ্ঞ এবং উপায়কুশল।" কৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকট একে একে মহৌষধের গুণাবলী এমনভাবে বর্ণনা করিলেন, যে বোধ হইল যেন আকাশে চন্দ্রমণ্ডল[১] উদিত হইল। কৈবর্ত্ত নিজেও উপায়কুশল ছিলেন; তিনি ব্রহ্মদত্তকে ভুলাইবার জন্য বলিলেন, "মিথিলা রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্র; সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট[২]; মিথিলায় আমাদের প্রয়োজন কি?" তিনি রাজাকে এইভাবে বুঝাইয়া দিলেন; বশ্যতাপন্ন রাজারা কিন্তু বলিলেন, "আমরা মিথিলা অধিকার করিয়া জয়পানোৎসবে প্রবৃত্ত হইব।" কৈবর্ত্ত তাঁহাদিগকেও বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মিথিলা গ্রহণ করিলে আমাদের কি লাভ? সেখানকার রাজা এক হিসাবে আমাদের অনুগতও বটেন। চলুন, আমরা উত্তর পঞ্চালে প্রতিগমন করি।" কৈবর্ত্ত রাজাদিগকে এইরূপ বুঝাইলেন; তাঁহারাও তাঁহার কথামত নিবর্ত্তন করিলেন। তখন মহাসত্ত্বের চরেরা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, ব্রহ্মদত্ত এক শত এক জন অনুগত রাজার সহিত, মিথিলায় না গিয়া নিজের রাজধানীতেই ফিরিয়াছেন। ইহার উত্তরে মহাসত্ত্ব লিখিয়া পাঠাইলেন, "এখন হইতে ব্রহ্মদত্ত কখন কি করেন, তাহা জানাইও।"

এদিকে, ব্রহ্মদত্ত এখন কি করিবেন, কৈবর্ত্তের সহিত তাহা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে, এখন জয়পানোৎসব করিতে হইবে। সে জন্য রাজোদ্যান অলঙ্কৃত হইল; রাজা ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, উদ্যানে সহস্র ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া সুরা রাখ, নানাবিধ মৎস্য মাংস প্রভৃতির আয়োজন কর। মহৌষধের চরেরা এ সংবাদও তাঁহাকে জানাইলেন, কিন্তু সুরার সঙ্গে বিষ মিশাইয়া যে রাজাদের প্রাণান্ত করিতে হইবে, এ কথা তাঁহারা জানিতেন না। মহাসত্ত্ব কিন্তু শুকপোতকের মুখে এ চক্রান্ত অবগত হইয়াছিলেন।

১। 'চন্দমণ্ডলং উট্‌ঠাপেন্তো' এই পাঠ গ্রহণ করিলাম।

২। মিথিলাও কিন্তু জম্বুদ্বীপের অংশ।

তিনি চরদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "কোন্ দিন সুরা পানোৎসব হইবে নিশ্চয় জানিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।" চরেরা জানিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। তাহা শুনিয়া মহৌষধ ভাবিলেন, 'মাদৃশ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে এতগুলি রাজার প্রাণান্ত ঘটিলে অতি পরিতাপের কারণ হইবে। আমি এই সকল ব্যক্তির সহায় হইব।' এক সহস্র যোদ্ধা তাঁহার সঙ্গে এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি উহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'ভাই সকল, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত না কি উদ্যান সজ্জিত করিয়া এক শত এক জন রাজার সঙ্গে সুরাপান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তোমরা গিয়া, ঐ সকল রাজা স্ব স্ব সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, চূড়নী ব্রহ্মদত্তের পার্শ্ববর্ত্তী মহার্ঘ আসনখানি 'এই আসন আমাদের রাজার' ইহা বলিয়া গ্রহণ করিবে। ঐ সকল রাজার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমরা কাহার লোক?' তোমরা উত্তর দিবে, 'আমরা বিদেহরাজের লোক।' ইহাতে তাহারা তোমাদের সঙ্গে কলহ করিবে, বলিবে, 'আমরা এই সাত বৎসর সাত মাস সাত দিন নানা রাজ্য জয় করিয়া বেড়াইলাম; এক দিনও ত বিদেহরাজকে দেখিতে পাইলাম না। তিনি আবার কি রাজা? যাও, তাঁহার জন্য সকলের পশ্চাতে একটা আসন দেখিয়া লও।' তোমরা বলিবে, 'ব্রহ্মদত্ত ব্যতীত আর কেহই আমাদের রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নন।' এইরূপে কলহ বৃদ্ধি করিয়া তোমরা বলিবে, 'আমাদের রাজার জন্য যদি উপযুক্ত আসন না পাওয়া যায়, তবে তোমাদিগকেও সুরাপান করিতে ও মৎস্য-মাংস খাইতে দিব না।' তোমরা মহাটীৎকার ও উল্লম্ফন করিতে করিতে তাহাদের মনে ত্রাস জন্মাইবে, বড় বড় লগুড়ের আঘাতে সুরাভাণ্ডগুলি ভাঙ্গিবে, মৎস্য মাংস প্রভৃতি ছড়াইয়া আহারের অযোগ্য করিবে, মহাবেগে সেনার মধ্যে প্রবেশ করিবে, দেবনগরপ্রবিষ্ট অসুরগণের ন্যায় কোলাহল উৎপাদন করিয়া বলিবে, 'আমরা মিথিলাবাসী মহৌষধ পণ্ডিতের লোক; যদি সাধ্য থাকে, আমাদিগকে ধর।' তোমরা যে সেখানে গিয়াছ, তাহা এইরূপে সকলকে জানাইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে। যোদ্ধারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে সম্মত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পঞ্চবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিল। তাহারা উত্তর পঞ্চালে গিয়া নন্দনকাননের ন্যায় সুসজ্জিত রাজোদ্যানে প্রবেশ করিল, সুসজ্জিত শ্বেতচ্ছত্র, এক শত এক জন রাজার আসন প্রভৃতির মহতী শোভা দেখিতে পাইল, এবং মহৌষধ যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সমস্তই সম্পন্ন করিল। তাহারা তত্রত্য সমস্ত লোক সংক্ষুব্ধ করিয়া মিথিলাভিমুখে প্রতিবর্ত্তন করিল; রাজপুরুষেরা গিয়া ব্রহ্মদত্তকে এই ব্যাপার জানাইল; তিনি বিষপ্রয়োগের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে ব্যর্থ হইল দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; এক শত এক জন রাজাও ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ তাঁহারা বিনামূল্যে লব্ধ সুরাপান হইতে বঞ্চিত হইল। ব্রহ্মদত্ত উক্ত রাজাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "চলুন, আমরা মিথিলায় গিয়া খড়্গাঘাতে বিদেহরাজের মাথাটী কাটি এবং উহা পাদদলিত করিয়া আবার এখানে বসিয়া মনের সুখে জয়পান করি। আপনারা স্ব স্ব সৈন্য যুদ্ধযাত্রার্থ সজ্জিত করুন।" অনন্তর কোন গুপ্তস্থানে গিয়া তিনি কৈবর্ত্তকেও এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "আসুন আচার্য্য, যে শত্রু আমাদের ঈদৃশ ব্যবস্থার অন্তরায় হইয়াছে, তাহাকে ধরিতেই হইবে। এই এক শত এক জন রাজার অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আছে; তাহা লইয়া আমরা মিথিলায় যাইব।" ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'মহৌষধ পণ্ডিতকে পরাভূত করিব, আমাদের এমন সাধ্য নাই। এই অভিযান শেষে আমাদেরই লজ্জার কারণ হইবে। অতএব রাজাকে নিবর্ত্তন করা যাউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "ইহা বিদেহরাজের ক্ষমতায় ঘটে নাই; ইহা মহৌষধ পণ্ডিতের চক্রান্ত। এই মহৌষধ মহানুভব; যতদিন তিনি মিথিলা রক্ষা করিবেন, ততদিন ঐ নগর সিংহরক্ষিতা গুহার ন্যায় দুর্জ্জয়। আপনি যাহা করিতে চাহিতেছেন, তাহা শেষে আমাদেরই লজ্জার কারণ হইবে। অতএব এ অভিযানে কাজ নাই।" রাজা কিন্তু ক্ষত্রিয়-স্বভাবসুলভ অভিমানবশতঃ এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বলিলেন, "সে মহৌষধ কি করিবে?" তিনি কৈবর্ত্তের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক শত এক জন রাজাকে লইয়া এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কৈবর্ত্ত রাজাকে নিজের উপদেশ মত চালাইতে অক্ষম হইয়া ভাবিলেন, 'রাজাদিগের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া চলা সঙ্গত নহে।' এতেই তিনিও রাজার অনুগমন করিলেন।

এদিকে সেই এক সহস্র যোদ্ধা এক রাত্রিতেই মিথিলায় ফিরিয়া, উত্তরপঞ্চালে যে কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে, মহাসত্ত্বকে তাহা জানাইল। তিনি প্রথমে যে সব চর পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাও পত্রী লিখিয়া জানাইলেন, "চূড়নী ব্রহ্মদত্ত বিদেহরাজকে বন্দী করিবার জন্য এক শত এক জন রাজা সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিয়াছেন; আপনি সাবধান হইবেন।" ইহার পর ক্রমাগত সংবাদ আসিতে লাগিল, "ব্রহ্মদত্ত আজ অমুক স্থানে, আজ অমুক স্থানে পৌঁছিয়াছেন; অমুক দিন তিনি মিথিলায় উপস্থিত হইবেন।" এই সকল সংবাদ পাইয়া মহাসত্ত্ব অধিকতর সাবধান হইলেন। বিদেহরাজ লোকমুখপরম্পরায় শুনিলেন যে, ব্রহ্মদত্ত না কি তাঁহার রাজধানী অধিকার করিতে আসিতেছেন।

অবিলম্বে একদিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ব্রহ্মদত্ত শত সহস্র উল্কা[১] জ্বালাইয়া সমস্ত মিথিলাপুরী পরিবেষ্টন করিলেন। তিনি নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাকারের আকারে এক পঙ্ক্তিতে হস্তী, এক পঙ্ক্তিতে রথ এবং এক পঙ্ক্তিতে অশ্ব সন্নিবেশিত করিলেন এবং স্থানে স্থানে এক এক দল যোদ্ধা রাখিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ হুহুঙ্কার করিতে লাগিল, উল্লম্ফন করিতে লাগিল, বাহু স্ফোটন করিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল, নৃত্য করিতে লাগিল ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। আততায়ীদিগের দীপালোকে ও যুদ্ধাভরণের আভাসে সপ্তযোজনায়তনা মিথিলানগরী সমুদ্ভাসিত হইল; হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি, তূর্য্য প্রভৃতির শব্দে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইতেছে, এমন বোধ হইল। সেনক প্রভৃতি চারিজন পণ্ডিত প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন না; তাঁহারা মহাকোলাহল শুনিয়া রাজার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনা যাইতেছে; কি কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই; ব্যাপারটা ত জানা আবশ্যক, মহারাজ।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বোধহয়, ব্রহ্মদত্ত আসিয়াছেন।" তিনি প্রাসাদ-বাতায়ন খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন যে, সত্যসত্যই ব্রহ্মদত্ত আসিয়াছেন। ইহাতে অতিমাত্র ভীত হইয়া তিনি বসিয়া বসিয়া ঐ চারিজন পণ্ডিতকে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনে আমাদের প্রাণ গেল; ব্রহ্মদত্ত কালই আমাদের সকলের জীবনান্ত করিবেন।" মহাসত্ত্বও ব্রহ্মদত্তের উপস্থিতি জানিতে পারিলেন; তিনি নির্ভয় সিংহের ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক নগরের সমস্ত অংশে রক্ষী নিয়োজিত করিয়া রাজাকে আশ্বাস দিবার জন্য প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং রাজাকে নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন; তিনি ভাবিলেন, 'আমার এই পুত্র মহৌষধ পণ্ডিত বিনা আর কেহই আমার উপস্থিত দুঃখ মোচন করিতে পারিবে না।' তিনি বলিলেন,

১। সর্ব্বসেনা সঙ্গে লয়ে পঞ্চাল রাজ্যের
ব্রহ্মদত্ত অবরোধ করিলা এ পুরী।
অপ্রমেয় সেনাবল পঞ্চালরাজের;
ভাবি তাই হইয়াছি ভীত, মহৌষধ।

২। অশ্বারোহ, গজারোহ,[২] পত্তি অগণন,
সর্ব্ববিধ রণশাস্ত্রে নিপুণ যাহারা—
সমর্থ অজ্ঞাতভাবে প্রবেশি নগরে
আনিতে অরাতি-শির—পঞ্চালের সেনা
হয়েছে গঠিত হেন মহাযোধ লয়ে।
ভেরীর, শঙ্খের শব্দ শুনি যুদ্ধকালে
জানে ওরা কি করিতে হইবে কখন।
শুন ওরা করিছে কি ভীষণ গর্জ্জন।

১। উল্কা — মশাল।

২। মূলে 'সেনা' পদের 'পিট্ঠিমতী' এই বিশেষণ আছে। টীকাকার বলেন, "পিট্ঠিয়া আনীতে দকাসম্ভারে গহেত্বা নিয্যাতেন বড্ঢকীগণেন সমন্নাগতা"; অর্থাৎ শস্ত্রের ভার পিঠে লইয়া একদল সূত্রধার সেই সেনার সঙ্গে আসিয়াছিল। কিন্তু আমি মূলের পাঠ ও ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া 'পিট্ঠি' শব্দে 'গজপৃষ্ঠারোহী' ও 'অশ্বপৃষ্ঠারোহী' অর্থই প্রকাশ করিলাম। কারণ এই অর্থ মূলের [illegible] টীকাকারের [illegible] হইয়াছে।

৩। [illegible] বিশারদ কর্ম্মকারগণ
করেছে নির্ম্মাণ বর্ম্ম-শিরস্ত্রাণ আদি।
পরি তাহা, পরি নানা উজ্জ্বলাভরণ
সহস্র সহস্র শূর আছে ও সেনায়,
কেহ অশ্বে, কেহ গজে করি আরোহণ।[১]
কর্ম্মকার, সূত্রধার, গজাচার্য্য আদি
শিল্পী সব রয়েছে নিরত অনুক্ষণ
প্রয়োজনমত কার্য্য করিতে সাধন।
অলঙ্কৃতা এই সেনা লক্ষ লক্ষ ধ্বজে।

৪। গূঢ়মন্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী দশ জন
আছেন সেনায় না কি পঞ্চালরাজের।
ততোহধিক প্রজ্ঞাবতী জননী রাজার
একাদশ স্থান নিজে করি অধিকার
লন পরিচালনের ভার ও সেনার।[২]

৫। এক শত এক জন ক্ষত্রিয় ভূপাল,
পরাক্রান্ত কিন্তু এবে হৃতরাজ্য সবে,—
আসিয়াছে ব্রহ্মদত্তে সাহায্য করিতে।
বড়ই মনের দুঃখে, মহাভয়ে তারা
হয়েছে আজ্ঞানুবর্ত্তী পঞ্চালরাজের।

৬। বলে তারা মুখে যাহা, তুষিতে পাঞ্চালে
সম্পাদে তাহাই সবে; নাই ইচ্ছা, তবু
প্রিয়ভাবে ব্রহ্মদত্তে সম্ভাষে সতত।
নাই ইচ্ছা, তবু করি বশ্যতা স্বীকার
হইয়াছে অনুগামী পঞ্চালরাজের।

৭। এ বিপুলা সেনা লয়ে পঞ্চালাধিপতি
করিয়াছে, মহৌষধ, ত্রিসন্ধিবেষ্টিত[৩]
বিদেহের রাজধানী মিথিলা নগরী।
করিতেছে চারিদিকে পরিখা খনন।

৮। জ্বলিতেছে উল্কা সব দেখ চতুর্দ্দিকে
অগণন, নভস্তলে নক্ষত্রের মত।
কর নির্দ্ধারণ, বৎস, কি উপায়ে এই
আসন্ন বিপৎ হ'তে পাব পরিত্রাণ।

১। মূলে 'সেনা' পদের 'বামারোহিণী' এই বিশেষণ আছে। টীকাকার বলেন, "হত্থী চ অস্সে চ আরোহন্তা বামপস্সেন আরোহন্তীতি বামারোহিণীতি বুচ্চন্তি" অর্থাৎ হস্তী বা অশ্বে, আরোহণ করিবার কালে লোকে তাহার বামপার্শ্ব হইতে উঠে, এইজন্য গজসাদী ও অশ্বসাদীদিগকে 'বামারোহ' বলা যায়।

২। ব্রহ্মদত্তের মাতা তলতার বুদ্ধিসম্বন্ধে টীকাকার একটা গল্প দিয়াছেন ঃ—একদিন না কি একটা লোক এক নালিকা তণ্ডুল, কিছু পাথেয়ান্ন এবং এক সহস্র কার্ষাপণ লইয়া নদী পার হইতেছিল। সে নদীর মধ্যভাগে গিয়া গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে তীরস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যে পার, আমাকে উদ্ধার কর; আমার সঙ্গে এক নালি চাউল, এক পাত্র ভাত এবং এক হাজার কাহণ আছে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই পুরস্কার দিব।" এক বলবান্ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া কষিয়া কাপড় পরিল এবং নদীতে পড়িয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উপরে তুলিল। তাহার পর সে বলিল, "আমাকে কি দিবে, দাও।" লোকটা বলিল, "হয় তণ্ডুলনালি, নয় অন্নপুট লও।" "বা! আমি নিজের প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া তোমাকে বাঁচাইলাম; আমি ও সব জিনিষে কি করিব? আমাকে কাহণগুলি দাও।" "আমি বলিয়াছিলাম, এই তিন জিনিষের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই দিব; এখন যাহা ভাল মনে করিতেছি, তাহাই দিতেছি; ইচ্ছা হয়, গ্রহণ কর; না হয়, চলিয়া যাও।" ঐ বলবান্ ব্যক্তি নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে এই ব্যাপার জানাইল; সে বলিল, "উহার যাহা ভাল মনে হইতেছে, তাহাই দিতেছে; তুমি উহাই গ্রহণ কর।" বলবান্ ব্যক্তি কিন্তু তাহা করিল না; সে বিনিশ্চয়াগারে গিয়া বিচারকদিগের নিকট অভিযোগ করিল; তাঁহারাও সমস্ত শুনিয়া মধ্যস্থের মতেই মত দিলেন। বলবান্ ব্যক্তি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকট প্রতিবিচার প্রার্থনা করিল। রাজা সুবিচার করিতে জানিতেন না। তিনি বিচারকদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত শুনিলেন এবং যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া আর একজনকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহারই প্রতিকূলে বিচার করিলেন। ঐ সময়ে রাজমাতা তলতাদেবী অদূরে থাকিয়া রাজার কুবিচার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, তুমি বুঝিয়া সুঝিয়া বিচার করিলে ত?" রাজা বলিলেন, "মা, আমি যথাজ্ঞান বিচার করিয়াছি; আপনি ইহা হইতে ভাল বিচার করিতে পারেন ত করুন।" "তাহাই করিতেছি" বলিয়া তলতাদেবী নদী হইতে উদ্ধৃত সেই ব্যক্তিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, তোমার হাতের দ্রব্য তিনটা ভূমিতে রাখত।" সে দ্রব্য তিনটী ভূমিতে রাখিল। তখন তলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জলে পড়িয়া কি বলিয়াছিলে?" সে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, এখনও তাহাই বলিল। তখন তলতা বলিলেন, "এই দ্রব্য তিনটার মধ্যে তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহা তুলিয়া লও।" সে কার্ষাপণগুলি তুলিয়া কিয়দ্দুর চলিয়া গেল। তখন তলতা তাহাকে আবার ডাকাইয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি তবে সহস্র কার্ষাপণই ভাল মনে কর।" সে বলিল, "হাঁ মা।" "তুমি বলিয়াছিলেন কি না যে, এই তিন দ্রব্যের মধ্যে আমি যাহা ভাল মনে করি, তাহাই দিব?" "হাঁ, আমি তাহাই বলিয়াছিলাম।" "তবে তোমার উদ্ধারকর্ত্তাকে সহস্র কার্ষাপণই দাও।" লোকটা নিরুপায় হইয়া রোদন ও পরিদেবন করিতে করিতে কার্ষাপণগুলিই দিল। তলতার এই সুবিচার দেখিয়া রাজা ও অমাত্যগণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সাধুকার দিলেন; তলতার প্রজ্ঞার কথা সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল।

৩। টীকাকার বলেন, "হস্তী ও রথসমূহের অন্তর্বর্ত্তিভাগ এক সন্ধি; রথ ও অশ্বের অন্তর্বর্ত্তিভাগ এক সন্ধি এবং অশ্ব ও পদাতিদিগের অন্তর্বর্ত্তিভাগ এক সন্ধি। পূর্ব্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, হস্তিপ্রাকার, রথপ্রাকার ও অশ্বপ্রাকার, এই তিন প্রাকার দ্বারা নগর অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে পদাতি-পঙ্ক্তি যোগ না করিলে ত্রিসন্ধি পাওয়া যায় না।

রাজার কথা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই রাজা মরণভয়ে অতীব ভীত হইয়াছেন; যেমন রোগার্ত্তের শরণ বৈদ্য, ক্ষুধার্ত্তের শরণ ভোজন, পিপাসার্ত্তের শরণ পানীয়, সেইরূপ ইঁহারও শরণ আমা ভিন্ন অন্য কেহ নয়। অতএব ইঁহাকে আশ্বাস দেওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া মহাসত্ত্ব মনঃশিলাতলস্থ সিংহের ন্যায় গম্ভীরনাদে বলিলেন, "কোন ভয় নাই, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্তমনে রাজসুখ সেবা করিতে থাকুন। লোকে যেমন লোষ্ট্রহস্তে লইয়া কাক তাড়ায়, কিংবা ধনু হাতে লইয়া মর্কট তাড়ায়, আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী এমন ভাবে পলায়নপর করিব যে, কেহ নিজের উদরাচ্ছাদনখানি পর্যান্ত লইয়া যাইতে পারিবে না।

৯। থাকুন নিশ্চিন্ত, নৃপ; কোন ভয় নাই;
লভুন বিশ্রাম, পাদ করি প্রসারণ।
করুন চিত্তের সদা স্ফূর্ত্তি সম্পাদন
রাজসুখ-ভোগে। আমি করিব উপায়,
হবে যাতে ব্রহ্মদত্ত পলায়নপর,
পরিত্যাগ করি এই পঞ্চাল-বাহিনী।"

রাজাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া মহৌষধ প্রাসাদের বাহিরে গেলেন এবং নগরে উৎসবভেরী বাজাইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি নাগরিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা কোন দুশ্চিন্তা করিও না; এক সপ্তাহকাল মালাগন্ধবিলেপন ভোগ কর; পানভোজনে প্রবৃত্ত হও; উৎসবকেলি করিতে থাক। নগরে যেখানে সেখানে লোকে ইচ্ছামত প্রচুর মদ্যপান করুক, গান করুক, বাদ্য করুক, নৃত্য করুক, চীৎকার করুক, গর্জ্জন করুক, বাহু স্ফোটন করুক। ইহাতে যে ব্যয় হইবে, আমি তাহা দিব। আমার নাম মহৌষধ পণ্ডিত, আমার কি ক্ষমতা, একবার দেখ।" ইহা শুনিয়া নগরবাসীরা আশ্বস্ত হইল এবং উক্তরূপে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। যাহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করিত, তাহারা এই গীতবাদ্যের শব্দ শুনিতে পাইল। পশ্চাদ্দ্বার দিয়া লোকে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। শত্রু ব্যতীত অন্য কোন লোক দেখিলে তাহাকে বন্দী করিবার নিয়ম ছিল না; কাজেই বাহিরের লোকেও নগরের ভিতরে যাইতে পারিল। তাহারা নগরে প্রবেশ করিয়া উৎসবমত্ত নাগরিকদিগকে দেখিতে লাগিল।

চূড়নী ব্রহ্মদত্ত নগরের কোলাহল শুনিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো অমাত্যগণ; আমরা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া নগর অবরোধ করিয়াছি ; তথাপি নগরবাসীদিগের কোন ভয় বা উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না ; তাহারা মহানন্দে, মনের স্ফূর্ত্তিতে বাহু স্ফোটন করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, গান করিতেছে। ইহার কারণ কি বলুন ত?" তাঁহার নিকট মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন, তাঁহারা মিথ্যা বলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন ঃ— "আমরা একটা কার্য্যোপলক্ষে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং উৎসবনিমগ্ন লোকসমূহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা আসিয়া তোমাদের নগর অবরোধ করিয়াছেন ; আর তোমরা সকলে অতি অসতর্ক ভাবে রহিয়াছ। ব্যাপার কি বল ত?' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের রাজার কুমারকালে একটা বাসনা ছিল যে, জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা নগর পরিবেষ্টন করিলে তিনি উৎসব করিবেন। আজ তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ; এই নিমিত্ত তিনি উৎসব ভেরী বাজাইতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং মহাতলে মহাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।'"

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্তের মহাক্রোধ হইল ; তিনি এক দল সেনাকে আজ্ঞা দিলেন, "নগরের চারিদিকে যেখানে সেখানে গিয়া পড় ; পরিখা ভেদ (পূর্ণ) করিয়া প্রাকার মর্দ্দন কর ; তোরণাট্টালকগুলি চুরমার কর ; নগরে প্রবেশ করিয়া, লোকে যেমন শকটে কুষ্মাণ্ড বোঝাই করে, সেই ভাবে নাগরিকদিকের মাথা বোঝাই কর, এবং বিদেহরাজের মাথাটা আমার নিকট লইয়া আইস।" এই আদেশ পাইয়া বীর্য্যবান্ যোধগণ নানাবিধ আয়ুধ লইয়া নগরদ্বারসমীপে ছুটিয়া গেল ; মহাসত্ত্বের লোকে তপ্ত মল[১] বর্ষণ, কর্দ্দমসেচন এবংপাষাণাদিনিক্ষেপ দ্বারা তাহাদিগকে এমন উপদ্রুত করিল যে, তাহারা হটিয়া গেল। যাহারা

১। মূলে 'পঙ্কমাল' আছে। হয় ইহা 'পঙ্কমল' হইবে; নচেৎ 'সকৃঘরকদ্দম' এই পাঠান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। সকপরা — খাপড়া; ভাঙ্গা হাঁড়ি ইত্যাদি।

প্রাকার ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরিখার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদিগকেও প্রাকার ও পরিখার অন্তর্বর্ত্তী অট্টালকসমূহে অবস্থিত লোকে শরশক্তিতোমরাদির প্রহারে দলে দলে নিহত করিল। পণ্ডিতের যোদ্ধৃগণ ব্রহ্মদত্তের যোদ্ধাদিগকে হস্তভঙ্গী দেখাইয়া নানাপ্রকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং প্রাকারের উপর বিচরণ করিতে করিতে সুরা পান করিয়া ও মৎস্যমাংস খাইয়া সুরাপাত্র ও মাংসাদিপাকের শূলগুলি হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা খাদ্যপানীয় না পেয়ে থাক ত কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে এস না? কিছু খেয়ে যাও।" ফলতঃ ব্রহ্মদত্তের সেনা কিছুই করিতে না পারিয়া, তাঁহার নিকটে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ, ঋদ্ধিমান্ (ঐন্দ্রজালিক) ব্যতীত অন্য কেহই পরিখা পার হইতে পারে না।"

ব্রহ্মদত্ত মিথিলার পুরোভাগে চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত করিলেন ; কিন্তু নগর অধিকার করিবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি কৈবর্ত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমরা ত নগর অধিকার করিতে অসমর্থ ; এক প্রাণীও ইহার নিকটে পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না! এখন কর্ত্তব্য কি?" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "ও কথা রেখে দিন, মহারাজ। নগরমাত্রেই বাহির হইতে জল পায়। আমরা জল বন্ধ করিয়া নগর অধিকার করিব। নগরবাসীরা জলাভাবে কাতর হইয়া দ্বার বন্ধ করিবারই ব্যবস্থা করিলেন; তাঁহার লোকে অপর কাহাকেও জলাশয়গুলিতে যাইতে দিল না। মহাসত্ত্বের গুপ্তচরেরা একখানি পত্রে এই বৃত্তান্ত লিখিয়া উহা একটা শরের কাণ্ডে বান্ধিলেন এবং ঐ শর নগর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মহাসত্ত্ব প্রথমেই আজ্ঞা দিয়া রাখিয়াছিলেন, যে কেহ শরকাণ্ডে পত্র দেখিতে পাইবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার নিকট লইয়া যায়। কাজেই যখন এক জন যোদ্ধা ঐ শর দেখিতে পাইল, তখন(ই) সে উহা তুলিয়া লইয়া মহাসত্ত্বকে দেখাইল। তিনি ব্রহ্মদত্তের উপায় অবগত হইয়া ভাবিলেন, 'মহৌষধের যে কত পাণ্ডিত্য তাহা ত ব্রহ্মদত্তের জানা নাই!' তিনি ষাট হাত লম্বা একখানা বাঁশ দুই ভাগে চিরাইয়া উহার ভিতরের গাঁটগুলি কাটাইয়া ফেলিলেন, এবং ঐ দুই খণ্ড পুনর্ব্বার যোড়াইয়া চামড়া দিয়া বান্ধাইয়া তাহার উপর কাদা লেপাইলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি ঋদ্ধিমান্ তাপসগণের দ্বারা হিমালয় হইতে কর্দ্দম ও কুমুদবীজ আনাইয়াছিলেন। এখন পুষ্করিণীর তীরে সেই কর্দ্দমে সেই বীজ রোপণ করিলেন এবং বীজের উপর ঐ বাঁশটা রাখিয়া উহা জলে পূর্ণ করিলেন। এক রাত্রির মধ্যেই কুমুদনল এত বর্দ্ধিত হইল যে, তাহার পুষ্পটী বাঁশের আগার এক অরত্নি[১] উপরে শোভা পাইতে লাগিল। তখন নলটী উৎপাটন করাইয়া তিনি নিজের ভৃত্যদিগের হাতে দিয়া বলিলেন "এটা ব্রহ্মদত্তকে দাও।" ভৃত্যেরা উহা বলয়াকারে কুণ্ডলিত করিয়া নিক্ষেপ করিবার কালে বলিল, "ওহে ব্রহ্মদত্তের লোকজন ; তোমরা ক্ষিদেয় মরো না; এই কুমুদটা লও; ফুলটা দিয়া গা সাজাও ; দণ্ডটা পেট পূরে খাও।" ব্রহ্মদত্তের সেবকদিগের মধ্যে মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন কুমুদনলটা তুলিয়া লইলেন এবং উহা ব্রহ্মদত্তের নিকটে লইয়া বলিলেন, "দেখুন, মহারাজ, এই পুষ্পের দণ্ডটা! পূর্ব্বে এত দীর্ঘ দণ্ড কেহ কখনও দেখে নাই।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "মাপ ত"। গুপ্তচরেরা ষাট হাত দণ্ড 'আশী হাত হইল' বলিলেন। 'ইহা কোথায় জন্মে' জিজ্ঞাসিলে একজন চর মিথ্যা কথার ঘটা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি একদিন পিপাসার্ত্ত হইয়া সুরাপানের জন্য পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছিলাম; দেখিলাম সেখানে নগরবাসীদিগের জলকেলির জন্য একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে; বহুলোকে নৌকায় চড়িয়া সেখানে ফুল তুলিতেছে। এই কুমুদনল সেই পুষ্করিণীর তীরসন্নিধানে জন্মিয়াছে। গভীর জলে জন্মিলে ইহা শত হস্ত দীর্ঘ হইত।" ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "জলক্ষয় করিয়া নগর অধিকার করিব, এ আশা বৃথা। আপনি এ মন্ত্রণা ত্যাগ করুন।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "তবে, মহারাজ, আমরা শস্য বন্ধ করিয়া নগর অধিকার করিব, কারণ নগরবাসীরা বাহির হইতেই শস্য পাইয়া থাকে।" "বেশ, তাহাই করুন, আচার্য্য।" বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ এই মন্ত্রণাও জানিতে পারিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ ত আমার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ জানেন না!' তিনি প্রাকারমস্তকে কর্দ্দম দেওয়াইয়া তাহাতে ধান্য রোপণ করাইলেন। বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সকল সময়েই সফল হয়। এক রাত্রির মধ্যেই ধান গাছগুলি অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া প্রাকারের উপরি দেখা দিল; তাহা দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, প্রাকারের উপর হরিদ্বর্ণ ও কি দেখা যাইতেছে?" মহাসত্ত্বের একজন গুপ্তচর যেন তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "মহারাজ,

১। অর্থাৎ — কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্র পর্য্যন্ত।

গৃহপতিপুত্র মহৌষধ অনাগত ভয়ের আশঙ্কায় রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে ধান্য আহরণ করাইয়া ভাণ্ডারসমূহ পূর্ণ করাইয়াছেন এবং যাহা উদ্‌বৃত্ত ছিল, তাহা প্রাকারপার্শ্বে নিক্ষেপ করাইয়াছেন। সেই নিক্ষিপ্ত ধান্য রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া এবং বৃষ্টিতে সিক্ত হইয়া এখন গাছে পরিণত হইয়াছে। আমি একদিন কোন কার্য্যবশতঃ পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নগরে গিয়াছিলাম এবং প্রাকারপার্শ্বস্থ ধান্যরাশি হইতে এক মুষ্ঠি লইয়া রাস্তায় ছড়াইয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া লোকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল, 'বোধ হয়, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে; কাপড়ের কোণে ধান বান্ধিয়া লও এবং বাড়ীতে গিয়া রান্ধাইয়া খাও।' ইহা শুনিয়া রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "আচার্য্য, নগর অধিকার করিবার জন্য ধান্য ক্ষয় করা অসম্ভব। এ উপায়ও অনুপায়।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "তবে, মহারাজ, ইন্ধনক্ষয় দ্বারা আমরা ইহা জয় করিব। সকল নগরেই বাহির হইতে ইন্ধন গিয়া থাকে।" "তাহাই করুন, আচার্য্য," ইহা বলিয়া রাজা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ ইহা জানিতে পারিলেন; তিনি প্রাকারমস্তকে রাশীকৃত দারু রাখিলেন; সেগুলি ধানগাছের উপর দিয়া দেখা যাইতে লাগিল। মহাসত্ত্বের লোকেরা ব্রহ্মদত্তের লোকদিগকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিল, "ক্ষিদে পেয়েছে? এই কাঠ লও; ইহা দিয়া যাউভাত পাক করিয়া খাও গিয়া।" ইহা বলিয়া তাহারা বড় বড় কাঠ ফেলিয়া দিতে লাগিল। ব্রহ্মদত্ত প্রাকারমস্তকের দিকে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে কাঠের মত দেখা যাইতেছে, উহা কি?" বোধিসত্ত্বের গুপ্তচরেরা বলিলেন, "গৃহপতিপুত্র অনাগত ভয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া প্রচুর কাষ্ঠ আহরণ করাইয়াছেন এবং প্রতি গৃহের পশ্চাদ্ ভাগে রাখাইয়াছেন। যে কাঠ রাখিবার আর স্থান পাওয়া যায় নাই, তাহা প্রাকারের পার্শ্বে নিক্ষেপ করা হইতেছে।" ইহা শুনিয়া রাজা কৈবর্ত্তকে বলিলেন, "আচার্য্য, নগর অধিকার করিবার জন্য দারুক্ষয় ঘটানও অসম্ভব। অতএব এ উপায় ছাড়িয়া দিন।" কৈবর্ত্ত বলিলেন, "ভাবিবেন না, মহারাজ। আরও উপায় আছে" "আবার কি নূতন উপায়, আচার্য্য? আমি ত আপনার উপায়ের অন্ত পাইতেছি না। আমরা কিছুতেই বিদেহের রাজধানী হস্তগত করিতে পারিব না। চলুন, আমরা স্বীয় নগরে প্রতিগমন করি।" "মহারাজ, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এক শত এক জন রাজার সাহায্য পাইয়াও বিদেহ জয় করিতে পারিলেন না, ইহা যে বড় লজ্জার কারণ হইবে। কেবল মহৌষধই যে পণ্ডিত তাহা নয়; আমিও পণ্ডিত বটি। আমি একটা কৌশল প্রয়োগ করিতেছি।" "কি কৌশল, আচার্য্য?" "আমি ধর্ম্মযুদ্ধ করিব।" "ধর্ম্মযুদ্ধ কাহাকে বলে?" "মহারাজ, এ যুদ্ধ সেনায় সেনায় নয়; দুই রাজার দুই পণ্ডিত এক স্থানে উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি অপরকে বন্দনা করিবেন, তিনিই পরাজিত হইবেন। মহৌষধ এই মন্ত্র (ব্যবস্থা?) জানেন না; আমি বৃদ্ধ, তিনি যুবক; তিনি আমাকে দেখিয়া নিশ্চয় প্রণাম করিবেন; তাহাতেই বিদেহরাজ পরাজিত হইবেন। আমরা বিদেহরাজকে এইরূপে পরাস্ত করিয়া স্বীয় নগরে প্রতিগমন করিব। ইহাতে আমাদের লজ্জার কোন কারণ থাকিবে না। মহারাজ, ইহারই নাম ধর্ম্মযুদ্ধ।" মহাসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ উপায়ে এই চক্রান্তও অবগত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'কৈবর্ত্ত যদি আমাকে পরাজয় করেন, তবে আমার পণ্ডিত নাম বৃথা।' ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "এ অতি উত্তম কৌশল, আচার্য্য।" তিনি এই পত্র লেখাইয়া বিদেহরাজের নিকট পাঠাইলেন ঃ—কল্য পণ্ডিতদ্বয়ের মধ্যে ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে। যথাধর্ম্ম ও বিনাপক্ষপাতে উভয়ের জয় পরাজয় ঘটিবে। যিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিবেন না, তিনি পরাজিত বলিয়া গণ্য হইবেন।" এই পত্র পাইয়া বিদেহরাজ মহাসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাসত্ত্ব বলিলেন, "এ উত্তম প্রস্তাব, মহারাজ। আপনি বলিয়া পাঠান যে, কাল সকালেই ধর্ম্মযুদ্ধ হইবে। পশ্চিম দ্বারের নিকট যেন ধর্ম্মযুদ্ধ-মণ্ডল সজ্জিত থাকে এবং ধর্ম্মযুদ্ধ দেখিবার জন্য যেন সেখানে সকলে সমবেত হয়।" ইহা শুনিয়া রাজা আগত দূতের হস্তে উত্তর দেওয়াইলেন। পরদিন বিদেহের লোকে কৈবর্ত্তের পরাজয় কামনা করিয়া পশ্চিমদ্বারের নিকট ধর্ম্মযুদ্ধ-মণ্ডল সজ্জিত করিল। ব্রহ্মদত্তের অনুচর সেই এক শত এক জন রাজা, কি জানি কি ঘটে, এই আশঙ্কায় কৈবর্ত্তকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধ-মণ্ডলে গিয়া উপবেশন-পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে অবলোকন করিতে লাগিলেন; কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণও তাহাই করিলেন।

বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকালেই গন্ধোদকে স্নান করিয়া শতসহস্রমূল্যের কাশীজাত বস্ত্র পরিধান করিলেন, যেখানে যাহা আবশ্যক, সর্ব্ববিধ আভরণে মণ্ডিত হইলেন এবং নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিয়া বহু অনুচরসহ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজা আদেশ দিলেন, "আমার পুত্র আমার কক্ষে প্রবেশ করুক।" তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। রাজা

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস মহৌষধ, কি উদ্দেশে আসিয়াছ, বল।'' মহৌষধ বলিলেন, ''আমি ধর্ম্মযুদ্ধ-মণ্ডলে যাইব।'' ''আমাকে কি করিতে হইবে, বল।'' ''মহারাজ, আমি কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণকে মণি দ্বারা বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আমাকে আপনার সেই আটপলে মহামণিটা দিলে ভাল হয়।'' ''বেশ ত, তুমি উহা লও''। বোধিসত্ত্ব মণি গ্রহণ করিলেন, রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার সহজাত সেই সহস্র যোদ্ধা দ্বারা পরিবৃত হইয়া নবতি সহস্র কার্ষাপণ মূল্যের শ্বেত সৈন্ধবযুক্ত রথবরে আরোহণপূর্ব্বক প্রাতরাশবেলায় নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

''এখনি আসিবেন, এখনি আসিবেন'' মনে করিয়া কৈবর্ত্ত তাঁহার আগমনপথের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; অবিরত মাথা তুলিয়া তাকাইতে তাকাইতে তাহার গ্রীবাটা যেন লম্বা হইয়াছিল; রৌদ্রে তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। বহু অনুচরপরিবৃত মহাসত্ত্ব উদ্বেলিত সমুদ্রের মত, কেশরীর ন্যায় নির্ভয়ে, অরোমাঞ্চিতদেহে নগর দ্বার উদ্‌ঘাটন করাইয়া নগরের বাহির হইলেন এবং রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক কেশরিবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া ব্রহ্মদত্তের অনুচর সেই এক শত এক জন রাজা সহস্র সহস্র বার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ''অহো! ইনিই বুঝি শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর পুত্র সেই মহৌষধ পণ্ডিত, যিনি প্রজ্ঞাবলে জম্বুদ্বীপে অদ্বিতীয়।'' অমরগণপরিবৃত শক্রের মত অনুপম শ্রীসম্পন্ন মহৌষধ সেই মহামণি হস্তে লইয়া কৈবর্ত্তের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৈবর্ত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না; তিনি প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া বলিলেন, ''পণ্ডিত মহৌষধ, আমরা দুই জনেই পণ্ডিত; আমি তোমার নিকটেই এতকাল অবস্থিতি করিতেছি; ইহার মধ্যে তুমি এক দিনও আমাকে কোন উপহার প্রেরণ করিলে না! ইহা না করিবার কারণ কি?'' মহৌষধ বলিলেন, ''পণ্ডিতবর! আমি আপনার উপযুক্ত উপহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম; অদ্য এই মহামণি লাভ করিয়াছি। দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করুন; পৃথিবীতে ইহার তুল্য অন্য কোন মণি নাই।'' মহৌষধের হস্তে সেই জাজ্বল্যমান মহামণি দেখিয়া কৈবর্ত্ত ভাবিলেন, সত্য সত্যই বুঝি আমাকে এই মণি দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। ''বেশ ত, উহা আমায় দাও'', বলিয়া তিনি হস্ত প্রসারণ করিলে মহাসত্ত্ব বলিলেন, ''গ্রহণ করুন'' এবং মণিটা কৈবর্ত্তের প্রসারিত হস্তের অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সেই গুরুভার মণি ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; উহা গড়াইয়া গিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে পড়িল। ব্রাহ্মণ লোভবশতঃ উহা ধরিতে গিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে অবনত হইলেন; অমনি মহাসত্ত্ব এক হস্তে তাঁহার স্কন্ধাস্থি এবং এক হস্তে তাঁহার কটিদেশ ধরিয়া তাঁহাকে উঠিতে না দিয়া বলিতে লাগিলেন, ''উঠুন আচার্য্য; উঠুন শীঘ্র! আমি বয়সে ছোট—আপনার পৌত্রের মত; আপনি আমাকে প্রণাম করিবেন না।'' তিনি এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের ললাট ও মুখ বার বার মাটিতে ঘষিতে লাগিলেন; তাহাতে কৈবর্ত্তের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হইল। অনন্তর ''ওরে অন্ধ মূর্খ, তুই আমার নিকট প্রণাম পাইতে চাস্!'' বলিয়া তিনি কৈবর্ত্তকে গলা ধাক্কা দিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন; ব্রাহ্মণ এক শ চল্লিশ হাত দূরে গিয়া পড়িলেন এবং উঠিয়াই পলায়ন করিলেন। মহামণিটা মহাসত্ত্বের অনুচরেরা তুলিয়া লইল। ''উঠুন, উঠুন, আমাকে প্রণাম করিবেন না''—বোধিসত্ত্বের এই কথাগুলি জনসঙ্ঘের মহাকোলাহল অতিক্রম করিয়া শ্রুত হইয়াছিল; দর্শকেরাও সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে, কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ মহৌষধের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়াছেন। কৈবর্ত্ত যে মহাসত্ত্বের পাদমূলে অবনত হইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং এবং তাঁহার এক শত এক জন রাজানুচরও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, 'আমাদের পণ্ডিত যখন মহৌষধকে প্রণাম করিলেন, তখন আমাদেরই পরাজয় ঘটিল। মহৌষধ ত আমাদের প্রাণ রাখিবেন না!' কাজেই তাঁহারা স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করিয়া উত্তরপঞ্চালাভিমুখে পলায়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল'' ''ঐ দেখ, চূড়নী ব্রহ্মদত্ত তাঁহার এক শত এক জন রাজা লইয়া পলাইয়া যাইতেছেন।'' ইহা শুনিয়া ঐ সকল রাজা মরণভয়ে আরও দ্রুতবেগে ছুটিয়া সৈন্যব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিলেন। তখন বোধিসত্ত্বের লোকে চীৎকার করিয়া ও লম্ফঝম্ফ করিয়া আরও অধিক কোলাহল করিতে লাগিল। অতঃপর মহাসত্ত্ব সৈন্যসহ নগরে ফিরিয়া গেলেন; ব্রহ্মদত্তের সেনা পলায়ন করিয়া তিন যোজন অতিক্রম করিল। তাহা দেখিয়া কৈবর্ত্ত অশ্বারোহণে ললাটের রক্ত পুঁছিতে পুঁছিতে তাহাদিগকে গিয়া ধরিলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই বলিতে লাগিলেন, ''ভো যোধগণ! তোমরা পলায়ন করিও না; আমি গৃহপতিপুত্রকে বন্দনা করি নাই। তোমরা থাম, থাম''। কিন্তু কেহই থামিল না; তাহারা কৈবর্ত্তকে গালি দিতে দিতে

ও পরিহাস করিতে করিতে ছুটিয়াই চলিল। তাহারা বলিল, "অরে পাপবর্ম্মা দুষ্ট ব্রাহ্মণ! তুই ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে গিয়া, যে তোর পৌত্রের চেয়েও ছোট, তাহাকে কি না প্রণাম করিলি! তোর অকর্ত্তব্য কিছুই নাই রে!" কৈবর্ত্ত কত নিষেধ করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়াই ছুটিতে লাগিল। কেবর্ত্ত তখন মহাবেগে সেনার মধ্যভাগে গিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি তাহাকে প্রণাম করি নাই। সে মহামণির লোভ দেখাইয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে।" এইরূপে নানা প্রকারে তিনি সেই সকল রাজাকে বুঝাইলেন, নিজের কথায় বিশ্বাস করাইলেন এবং ছত্রভঙ্গ সৈনিকদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন।

ব্রহ্মদত্তের সেই সেনা এত বিপুলা ছিল যে, এক এক জন যোদ্ধা এক এক মুষ্টি ধূলি বা এক একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও কেবল যে মিথিলার সমস্ত পরিখা পূর্ণ হইত তাহা নহে; ঐ সমস্ত পূর্ণ করিয়া প্রাকারের সমান রাশীকৃত হইত। কিন্তু বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সকল সময়েই সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের এক ব্যক্তিও নগরাভিমুখে এক মুষ্টি ধূলি বা একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল না; তাহারা ফিরিয়া স্কন্ধাবারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া থাকিল। ব্রহ্মদত্ত কৈবর্ত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?" "মহারাজ, আমরা ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া কাহাকেও বাহির হইতে দিব না; তাহা করিলে আগম নিগম বন্ধ হইবে। নগরবাসীরা বাহির হইতে না পারিয়া ভীত ও নিরুৎসাহ হইবে এবং দ্বার খুলিয়া দিবে; আমরা গিয়া তখন শত্রুদিগকে পরাভূত করিব।" এ মন্ত্রণাও পূর্ব্বকথিত উপায়ে মহৌষধের জ্ঞানগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, 'এই সেনা দীর্ঘকাল এখানে অবস্থিতি করিলে আমরা শান্তি পাইব না; অতএব এমন চক্রান্ত করিব যে, ইহারা পলায়ন করে।' অমাত্যদিগের মধ্যে কে মন্ত্রণাকুশল, ইহা ভাবিয়া অনুকৈবর্ত্ত নামক এক ব্যক্তির কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি অনুকৈবর্ত্তকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, আপনাকে আমার একটা কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।" অনুকৈবর্ত্ত বলিলেন, "কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" "আপনি গিয়া প্রাকারের উপর দাঁড়ান এবং আমাদের কোন প্রহরীকে অনবহিত দেখিলে বার বার ব্রহ্মদত্তের লোকজনের অভিমুখে পুপমৎস্যমাংসাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলুন, 'ওহে, তোমরা এই সকল দ্রব্য ভোজন কর; তোমরা উদ্‌বিগ্ন হইও না; আরও কয়েকদিন এখানে থাকিবার চেষ্টা কর; নগরবাসীরা পঞ্জরাবদ্ধ কুক্কুটের মত ভীত ও উদ্‌বিগ্ন হইয়া অচিরেই দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবে; তখন তোমরা বিদেহরাজকে এবং দুষ্ট গৃহপতিপুত্রকে ধরিতে পারিবে।' আমাদের লোকেরা এই কথা শুনিতে পাইয়া আপনাকে গালি দিবে; ব্রহ্মদত্তের লোকের সমক্ষেই আপনার হাত পা বাঁধিবে, আপনাকে বাঁশের বাখারি দিয়া প্রহার করিতেছে এরূপ দেখাইবে, আপনাকে প্রাকার হইতে নামাইয়া আপনার চুলগুলি পাঁচটা চূড়ার আকারে বাঁধিবে,[১] আপনার শরীরে ইষ্টক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, গলায় করবীর মালা পরাইবে,[২] কয়েকবার আপনাকে এমন প্রহার করিবে যে তাহাতে আপনার পৃষ্ঠে প্রহারের দাগ ফুলিয়া উঠিবে, পুনর্ব্বার আপনাকে প্রাকারের উপর লইয়া যাইবে, সেখানে শিকার মধ্যে ফেলিবে এবং 'যা, ব্যাটা মন্ত্রভেদক' বলিয়া রজ্জুদ্বারা নামাইয়া ব্রহ্মদত্তের লোকদিগের হাতে দিবে। ব্রহ্মদত্তের লোকে তখন আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে; তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তুমি কি দোষ করিয়াছিলে?' আপনি উত্তর দিবেন, 'মহারাজ, আমি পূর্ব্বে যথেষ্ট সম্মানভাজন ছিলাম; কিন্তু আমি মন্ত্রভেদক, এই সন্দেহে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহপতিপুত্র রাজাকে বলিয়া আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। আমার সর্ব্বস্বাপহারক গৃহপতিপুত্রের মস্তকটা যাহাতে মহারাজের পায়ে আনিয়া দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে, আপনার লোকজন উদ্‌বিগ্ন হইয়াছে দেখিয়া, ভয় পাইয়া আমি তাহাদিগকে কিছু খাদ্য ও ভোজ্য দিয়াছিলাম। এই অপরাধে পূর্ব্বতন বৈরভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া গৃহপতিপুত্র আমার যে দুর্দ্দশা করিয়াছে তাহা সমস্তই আপনার লোকেরা জানে।' এইরূপে ও অন্যান্য উপায়ে আপনি ব্রহ্মদত্তের বিশ্বাসভাজন হইবেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিলে বলিবেন, 'মহারাজ, আপনি যখন আমাকে পাইয়াছেন, তখন কোন চিন্তার কারণ নাই। ধরিয়া রাখুন যে, বিদেহরাজ ও গৃহপতিপুত্র উভয়েই নিহত হইয়াছেন। এই নগরপ্রাকারের কোন্ অংশ দুর্ভেদ্য, কোন্ অংশ দুর্ব্বল, পরিখার কোন্ অংশে কুম্ভীরাদি আছে, কোন্ অংশে নাই, সমস্তই আমার জানা আছে। আমি শীঘ্রই এই নগর অধিকার করিয়া আপনাকে দিতেছি।' ব্রহ্মদত্ত বিশ্বাস করিয়া আপনার সম্মান করিবেন; বলবাহনও আপনার হস্তে দিবেন। আপনি

১। পঞ্চচূড়া দাসত্বের বা তাদৃশী অন্য কোন দুর্দ্দশার চিহ্ন (পঞ্চম খণ্ড— ১৫২ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

২। বধ্য ব্যক্তিদিগের গলে রক্তকরবীর মালা পরাইবার প্রথা ছিল (তৃতীয় খণ্ড— ২৬শ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

তখন তাঁহার সেনাকে পরিখার ব্যালকুম্ভীরসমাকীর্ণ স্থানে লইয়া যাইবেন। সৈনিকেরা কুম্ভীরাদির ভয়ে প্রাকারে অবতরণ করিতে চাহিবে না; তখন আপনি বলিবেন, 'মহারাজ, গৃহপতিপুত্র আপনার সেনা হাত করিয়াছে। এক শত এক জন রাজা এবং কৈবর্ত্ত প্রভৃতি আপনার অনুচরদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি গৃহপতিপুত্রের নিকট হইতে উৎকোচ না লইয়াছেন। ইঁহারা আপনাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই গৃহপতিপুত্রের বশ্যতাপন্ন; কেবল আমি একা আপনার অনুগত সেবক। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, মহারাজ, তবে সকল রাজাকেই আদেশ দিন যে, তাঁহারা স্ব স্ব আভরণ পরিধান করিয়া আপনার দর্শনার্থ উপস্থিত হউন। গৃহপতিপুত্র তাঁহাদিগকে নিজের নামাঙ্কিত যে সকল বস্ত্রাভরণ-খড়্গাদি দিয়াছেন, সেগুলি দেখিলে আপনার সংশয় দূর হইবে।' আপনি এরূপ বলিলে রাজা তাহাই করিবেন, মৎপ্রদত্ত বস্ত্রাদি দেখিয়া আপনার কথায় নিঃসন্দেহ হইবেন এবং ভয় পাইয়া রাজা প্রভৃতিকে বিদায় দিবেন। অতঃপর তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'এখন আমার কর্ত্তব্য কি?' আপনি বলিবেন, 'মহারাজ, গৃহপতিপুত্র বহু মায়া জানে; আপনি যদি আরও কিছুদিন এখানে থাকেন, তবে সে আপনার সমস্ত সেনাই হাত করিয়া আপনাকে বন্দী করিবে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া অদ্যই নিশীথ সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করা যাউক; পরহস্তে যেন আমাদের মরণ না ঘটে।' আপনার কথায় রাজা তাহাই করিবেন, আপনি তাঁহার পলায়নকালে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।" ইহা শুনিয়া অনুকৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি উত্তম উপায় স্থির করিয়াছেন; আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি।" "তবে আপনাকে কিছু প্রহার সহ্য করিতে হইবে।" "আপনি আমার প্রাণটা এবং হাত পা চারিখানি বাদে আর যাহা আছে, ইচ্ছামত কাটুন, ছিঁড়ুন, কোন আপত্তি নাই।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব অনুকৈবর্ত্তের গৃহস্থিত পরিজনবর্গের প্রতি মহাসম্মান দেখাইলেন, পূর্ব্বকথিত ভাবে তাঁহাকে প্রহারাদি করাইলেন এবং রজ্জুর সাহায্যে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মদত্তের লোকদিগের হস্তে সমর্পণ করাইলেন। ব্রহ্মদত্ত অনুকৈবর্ত্তের পরীক্ষা করিয়া তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকেই সেনাপরিচালনের ভার দিলেন; তিনিও যোধগণকে ব্যালকুম্ভীরসঙ্কুল স্থানে নামাইলেন। যাহারা প্রথমে অবতরণ করিল, তাহারা কুম্ভীরাদির দ্বারা আক্রান্ত এবং অট্টালিকাস্থ লোকের শক্তি-তোমরাদির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও বিনষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া আর কেহই ভয়ে ঐ স্থানে যাইতে পারিল না। তখন অনুকৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার হিতের জন্য যুদ্ধ করিবে, এমন লোক ত কেহই নাই। ইহারা সকলেই উৎকোচ পাইয়া বিপক্ষের বশীভূত হইয়াছে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, রাজাদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদের পরিহিত বস্ত্রাদিতে অঙ্কিত অক্ষরগুলি অবলোকন করুন।" রাজা তাহাই করাইলেন এবং সকলেরই বস্ত্রে মহাসত্ত্বের নাম অঙ্কিত আছে দেখিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারা সত্য সত্যই উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমার কর্ত্তব্য কি, আচার্য্য?" অনুকৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, অন্য কর্ত্তব্য কিছুই নাই; আপনি এখানে বিলম্ব করিলে গৃহপতিপুত্র আপনাকে ধরিয়া ফেলিবে। সত্য বটে, আচার্য্য কৈবর্ত্ত আঘাতের চিহ্ন লইয়া বেড়াইবেন; কিন্তু তিনিও উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি মহামণি পাইয়া আপনাকে তিন যোজন পর্য্যন্ত পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে আপনার বিশ্বাস জন্মাইয়া এখানে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। তিনিও বিশ্বাসঘাতক। আমার বিবেচনায় এখানে আর এক রাত্রিও অবস্থান করা নিরাপদ নয়; অদ্যই নিশীথকালে পলায়ন করা কর্ত্তব্য। আমি ছাড়া, মহারাজ, আপনার আর কোন সুহৃৎ নাই।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "তবে আচার্য্য, আপনি আমার জন্য অশ্ব সজ্জিত করাইয়া গমনের উপায় ঠিক করিয়া রাখুন।" ইহা শুনিয়া অনুকৈবর্ত্ত বুঝিলেন, ব্রহ্মদত্ত নিশ্চয় পলায়ন করিবেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না।" রাজাকে এই আশ্বাস দিয়া তিনি বাহিরে গিয়া বোধিসত্ত্বের গুপ্তচরদিগকে বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত আজ পলাইবে; তোমরা কেহ ঘুমাইও না।" চরদিগকে এইরূপে সতর্ক করিয়া তিনি রাজার জন্য একটা অশ্ব এমন ভাবে সাজাইলেন যে, আরোহী যতই রশ্মি আকর্ষণ করিবেন, অশ্বটা ততই দ্রুতবেগে ছুটিবে। অতঃপর মধ্যমযামে তিনি রাজাকে জানাইলেন, "মহারাজ, অশ্ব সজ্জিত, পলায়নের সময়ও উপস্থিত।" রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন; অনুকৈবর্ত্তও আর একটা অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন, এরূপ দেখাইলেন; কিন্তু তিনি সামান্য পথ মাত্র রাজার সঙ্গে গিয়া ফিরিলেন। অশ্ব পলাইবার কৌশলে এমন মাতিল যে, পুনঃ পুনঃ রশ্মিদ্বারা আকৃষ্ট হইলেও রাজার অশ্বটা

ছুটিয়াই চলিল। এদিকে অনুকৈবর্ত্ত সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "চূড়নী ব্রহ্মদত্ত পলায়ন করিয়াছেন।" গুপ্তচরেরাও স্ব স্ব অনুচরগণের সঙ্গে ঐরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন। এক শত এক জন রাজা ভাবিলেন, 'মহৌষধ পণ্ডিত নগরদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি ত এখন আমাদের প্রাণ রাখিবেন না।' এই চিন্তায় তাঁহারা এমন ভয় পাইলেন যে, স্ব স্ব উপভোগ ও পরিভোগের দ্রব্যভাণ্ডাদির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হইলেন। তাহা দেখিয়া মহৌষধের লোকেরা আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "রাজারাও পলায়ন করিলেন।" এই চীৎকার শুনিয়া দ্বারাট্টালকস্থ সৈনিকেরাও গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং বাহু স্ফোটন করিতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময়ে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইল, সমুদ্র যেন সংক্ষুব্ধ হইল; তখন সমস্ত নগরের অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ এককোলাহলে নিনাদিত হইল। ব্রহ্মদত্তের সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "মহৌষধ না কি পঞ্চালরাজকে এবং তাঁহার এক শত এক জন অনুচররাজকে বন্দী করিয়াছেন!" তাহারা মরণভয়ে ভীত হইল এবং আপনাদিগকে নিতান্ত অসহায় মনে করিয়া কোমরের কাপড় পর্যন্ত ফেলিয়া ছুট দিল; সমস্ত স্কন্ধাবার জনশূন্য হইল। চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এক শত এক জন রাজার সঙ্গে স্বীয় রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এদিকে, পরদিন বিদেহের সৈনিকেরা নগরদ্বার খুলিয়া বহির্গত হইল এবং শত্রু শিবিরে বহু লুণ্ঠনলভ্য দ্রব্য দেখিতে পাইল। তাহারা মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, "আমরা এই সকল দ্রব্যের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "শত্রুরা যে সকল দ্রব্য ফেলিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদেরই প্রাপ্য। রাজাদিগের দ্রব্যগুলি আমাদের রাজাকে দাও; শ্রেষ্ঠীদিগের এবং কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণের দ্রব্যগুলি আমার নিকট আনয়ন কর; অবশিষ্ট দ্রব্য নগরবাসীরা গ্রহণ করুক"। শত্রুশিবিরে বিদেহবাসীরা এত মহার্ঘ দ্রব্য পাইল যে, সেগুলি নগরে বহন করিয়া লইতে অর্দ্ধমাস অতিবাহিত হইল। মহাসত্ত্ব অনুকৈবর্ত্তের মহাসম্মান করিলেন; ঐ সময় হইতে মিথিলাবাসীরা প্রচুর সুবর্ণের অধিকারী হইল।

(১২)

ব্রহ্মদত্ত সেই সকল রাজার সঙ্গে উত্তরপঞ্চালে প্রতিগমন করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে একদিন কৈবর্ত্ত দর্পণে মুখ দেখিবার কালে ললাটে সেই ক্ষত-চিহ্ন দেখিয়া ভাবিলেন, ইহা সেই গৃহপতিপুত্রের কার্য্য। সেই আমাকে এতগুলি রাজার সমক্ষে লজ্জাভাজন করিয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আবার ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, আমি কবে সেই শত্রুর পৃষ্ঠ দেখিতে পারিব (অর্থাৎ কবে তাহাকে নষ্ট করিতে পারিব)! একটা উপায় আছে; আমাদের রাজার কন্যা পঞ্চালচণ্ডী পরম সুন্দরী—ঠিক যেন একটী অপ্সরা। বিদেহরাজকে এই কন্যারত্ন দান করিব, ইহা জানাইয়া তাঁহাকে কামলুব্ধ করিতে পারিলে, গিলিতবড়িশ মৎস্যকে যেমন লোকে টানিয়া তুলে, আমরাও তাঁহাকে ও মহৌষধকে সেইরূপ এখানে আনিয়া উভয়েরই প্রাণনাশপূর্ব্বক জয়পানোৎসব করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া কৈবর্ত্ত ব্রহ্মদত্তের নিকটে গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, একটা মন্ত্রণা আছে।' ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার মন্ত্রণার মাহাত্ম্যে একবার দ্বিতীয় বস্ত্রখানি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এখন আবার কি করিবেন? আপনি নীরব থাকুন।" "মহারাজ, এখন যে উপায় বাহির করিয়াছি, তাহার মত অন্য কোন উপায় নাই।" "কি উপায়, বলুন তবে।" "মহারাজ, মন্ত্রণার সময় কেবল আমরা দুই জনেই থাকিব।" "বেশ, তাহাই হউক।" তখন ব্রাহ্মণ রাজাকে প্রাসাদের উচ্চতলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, বিদেহরাজকে কামপ্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া এখানে আনয়নপূর্ব্বক গৃহপতিপুত্রসহ নিধন করিব।" "উপায়টী সুন্দর বটে; কিন্তু কি প্রকারে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিব, কি প্রকারেই বা এখানে আনিব?" "মহারাজ, আপনার কন্যা পঞ্চালচণ্ডী পরমসুন্দরী। কবিদিগের দ্বারা তাঁহার অলৌকিক রূপ এবং হৃদয়োন্মাদক চাতুর্য্য ও বিলাস গীতবদ্ধ করাইতে হইবে। লোকে মিথিলায় গিয়া সেই সকল কাব্য গান করিবে। যখন আমরা জানিতে পারিব যে, বিদেহরাজ এইরূপ গুণকীর্ত্তন শুনিয়া পঞ্চালচণ্ডীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন এবং ভাবিতেছেন, ঈদৃশ স্ত্রীরত্ন লাভ না করিতে পারিলে রাজত্বই বৃথা, তখন আমি মিথিলায় গিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিব। বিদেহরাজ গিলিতবড়িশ মৎস্যের ন্যায় গৃহপতিপুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবেন; তখন আমরা উভয়েরই প্রাণান্ত করিব।" কৈবর্ত্তের প্রস্তাব শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত সন্তুষ্ট হইলেন; তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি অতি উত্তম উপায় বাহির করিয়াছেন; আমি ইহাই অবলম্বন করিব।" একটা শারিকা ব্রহ্মদত্তের শয়নকক্ষে থাকিয়া কখন কি ঘটে, তাহা দেখিত; সে রাজার ও কৈবর্ত্তের এই মন্ত্রণা শুনিল ও মনে করিয়া রাখিল।

অনন্তর ব্রহ্মদত্ত সুনিপুণ গাথাকারদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগকে বহু ধন দিলেন এবং নিজের কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আপনারা এই কন্যার রূপসম্পত্তি বর্ণন করিয়া একটী কাব্য রচনা করুন।" কবিরা অনেকগুলি অতি মধুর গান বান্ধিয়া রাজাকে শুনাইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে আবার বহু ধন দিলেন। অতঃপর নটগণ কবিদিগের নিকট ঐ সকল গান শিখিয়া জনসমাজের নিকট গাহিতে লাগিল। এইরূপে বহুস্থানে ঐ সকল গীত সুপরিচিত হইল। গীতগুলি জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে জানিয়া রাজা গায়কদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু সকল, তোমরা কয়েকটা বড় বড় পক্ষী ধরিয়া রাত্রিকালে তাহাদিগকে লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিবে, বৃক্ষে বসিয়াই গান করিবে এবং প্রভাত হইলে ঐ পক্ষীদের গলদেশে কাঁসার মন্দিরা বান্ধিয়া ছাড়িয়া দিবে ও নিজেরা নামিয়া আসিবে।" রাজার এইরূপ করাইবার অভিপ্রায় ছিল যে, সকলে যেন জানিতে পায়, দেবতারাও পঞ্চালচণ্ডীর সৌন্দর্যগাথা গান করেন। ইহার পর তিনি কবিদিগকে আবার ডাকাইয়া বলিলেন, "জম্বুদ্বীপতলে অন্য কোন রাজাই পঞ্চালচণ্ডীর ন্যায় লোকললামভূতা কুমারীর উপযুক্ত নন; কেবল বিদেহরাজই তাঁহাকে বিবাহ করিবার যোগ্য, এইভাবে, বিদেহপতির ঐশ্বর্য্য এবং পঞ্চালচণ্ডীর রূপ কীর্ত্তন করিয়া আপনারা আরও কয়েকটী গীত রচনা করুন।" কবিরা সেইরূপ গীত বান্ধিয়া রাজাকে জানাইলেন; রাজা তাঁহাদিগকে বহু ধন পুরস্কার দিলেন এবং গায়কদিগকে আদেশ করিলেন, "আপনারা মিথিলায় গিয়া এতদিন যেভাবে গান করিয়াছেন, এখনও সেইভাবে এই সকল গীত গান করুন।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে মিথিলায় প্রেরণ করিলেন। কবিরা গীতগুলি গান করিতে করিতে যথাকালে মিথিলায় উপনীত হইলেন এবং সেখানে লোকসমাজের নিকট গান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সহস্র সহস্র লোকে বাহবা দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দিল। তাঁহারা রাত্রিকালে বৃক্ষে বসিয়া গান করিতেন এবং প্রভাতে পক্ষীদের গলে কাঁসার মন্দিরা বান্ধিয়া নামিয়া আসিতেন। আকাশে মন্দিরা বাজিতেছে শুনিয়া সমস্ত নগরবাসী বলাবলি করিত যে, পঞ্চালরাজকন্যার শ্রীসৌভাগ্য-গাথা দেবতারাও গান করেন।

ক্রমে এই বৃত্তান্ত বিদেহরাজের শ্রবণগোচর হইল। তিনি কবিদিগকে ডাকাইয়া নিজের বাসভবনে একদিন গান শুনিবার জন্য সমাজ করিলেন এবং 'চূড়নী ব্রহ্মদত্ত এইরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে আমায় সম্প্রদান করিবেন' ইহা ভাবিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বহু ধন দিলেন। কবিরা উত্তরপঞ্চালে ফিরিয়া ব্রহ্মদত্তকে এই সংবাদ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া কৈবর্ত্ত বলিলেন, "আমি এখন, মহারাজ, বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য যাত্রা করিব।" "বেশী কিছু নয়; সামান্য উপঢৌকন দিলেই চলিবে।" "গ্রহণ করুন" বলিয়া রাজা উপঢৌকনের দ্রব্য দিলেন। কৈবর্ত্ত তাহা লইয়া বহু অনুচরের-সহিত বিদেহ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া রাজধানীতে মহাকোলাহল উত্থিত হইল; সকলেই বলিতে লাগিল, "চূড়নী রাজা নাকি মিত্রতা স্থাপন করিবেন; তিনি আমাদের রাজাকে নিজের কন্যা দান করিবেন।" বিদেহরাজ এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন; মহাসত্ত্বও শুনিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'কৈবর্ত্তের আগমন আমার ভাল লাগিতেছে না; সে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহা তত্ত্বতঃ জানা আবশ্যক।' চূড়নীর সভায় তাঁহার যে সকল গুপ্তচর ছিল, তিনি তাঁহাদিগের নিকট পত্র লিখিয়া বৃত্তান্ত কি, জিজ্ঞাসিলেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন, "এই মন্ত্রণার গূঢ় অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; রাজা ও কৈবর্ত্ত শয়ন কক্ষে বসিয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। রাজার কিন্তু শয়নপালিকা এক শারিকা আছে; সে, বোধ হয়, প্রকৃত বৃত্তান্ত জানে।" তখন মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'শত্রু যাহাতে দুরভি-সন্ধিসিদ্ধির অবকাশ না পায়, তাহা করিতে হইবে। আমি এই সুবিভক্ত নগর এমনভাবে সাজাইব যে, কৈবর্ত্ত ইহার কোন ভাগই দেখিতে পাইবে না, কেবল সজ্জিত পথ দিয়াই যাতায়াত করিবে।' তিনি নগরদ্বারা হইতে রাজভবন এবং রাজভবন হইতে আত্মভবন পর্য্যন্ত সমস্ত পথের উভয় পার্শ্বে মাদুরের পর্দ্দা খাটাইলেন, মাথার উপরেও মাদুর ঢাকা দেওয়াইলেন; ঐ সকল পর্দ্দায় ও মাদুরে নানাবিধ জীবজন্তু ও পুষ্পলতা চিত্রিত হইল; ভূতলে পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হইল। তিনি স্থানে স্থানে পূর্ণ ঘট স্থাপন করাইয়া তাহার সহিত কদলীতরু বান্ধাইলেন এবং মধ্যে মধ্যে ধ্বজ উত্তোলন করাইয়া রাখিলেন। কৈবর্ত্ত নগরে প্রবেশ করিয়া ইহার সুবিভক্ত অংশগুলি দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্যই রাজা নগর সুসজ্জিত করিয়াছেন। যাহাতে তিনি নগর দেখিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই যে এরূপ আয়োজন হইয়াছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি গিয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া উপঢৌকন

অর্পণ করিলেন, প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইয়া দুইটী গাথায় নিজের আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন ঃ—

১০। "পঞ্চাল-নৃমণি মৈত্রীকামনায় দিতে চান নানা রত্ন[১] তোমায়।
এবে মঞ্জু-প্রিয়ভাষী দূতগণ করুক সতত গমনাগমন
পঞ্চাল হইতে বিদেহ অঞ্চলে কভু বা বিদেহ হইতে পঞ্চালে।
১১। মিষ্টবাক্যে তারা করুক এখন উভয় রাজার প্রীতি সম্পাদন।
হো'ক একীভূত পঞ্চাল-বিদেহ; বিরোধ দেখিতে না পাইবে কেহ।

রাজা প্রথমে আমাদের অন্য কোন মহামাত্রকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবটী হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিবার নিমিত্ত অন্য কেহই আমার মত সমর্থ নহে, এইজন্য আমাকেই প্রেরণ করিয়াছেন; বলিয়া দিয়াছেন, 'আচার্য্য, আপনি গিয়া বিদেহরাজকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসুন।' চলুন মহারাজ; আপনি পরমসুন্দরী কুমারীরত্ন লাভ করিবেন, আমাদের রাজার সহিত আপনার মিত্রতাও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।" কৈবর্ত্তের কথায় বিদেহরাজ সন্তুষ্ট হইলেন; পঞ্চালচণ্ডীর রূপের কথা শুনিয়াই তিনি তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ হইয়াছিলেন, এখন ভাবিলেন, এই পরমসুন্দরী রমণীরত্ন তাঁহারই হইবে। তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, আপনার সঙ্গে না মহৌষধ পণ্ডিতের ধর্ম্মযুদ্ধে বিবাদ হইয়াছিল? আপনি গিয়া আমার পুত্রের সঙ্গে দেখা করুন; আপনারা উভয়েই পণ্ডিত, পরস্পরের নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া, এখন কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে মন্ত্রণা করুন এবং যাহা স্থির করিবেন, এখানে আসিয়া আমায় বলুন।" "আমি পণ্ডিতের সহিত দেখা করিতেছি", ইহা বলিয়া কৈবর্ত্ত মহৌষধের দর্শন-লাভার্থ প্রস্থান করিলেন।

ঐ দিন মহৌষধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পাপধর্ম্মা কৈবর্ত্তের সঙ্গে আলাপ করিবেন না। তিনি প্রাতঃকালেই কিছু ঘৃত পান করিলেন, সমস্ত গৃহ প্রচুর গোময়দ্বারা লেপন করাইলেন, স্তম্ভগুলিতে তেল মাখাইলেন, বাসগৃহ হইতে তাঁহার নিজের শয়নার্থ একখানি পট্টাচ্ছাদিত খট্টা ব্যতীত অন্য সমস্ত খট্টাসনাদি অপসারিত করাইলেন, এবং পরিচারকদিগকে বলিয়া রাখিলেন, "কৈবর্ত্ত যখন কিছু বলিতে আরম্ভ করিবে, তখন তোমরা কহিবে, 'ঠাকুর পণ্ডিতের সঙ্গে কোন কথা বলিবেন না, তিনি আজ ঘৃত পান করিয়াছেন।' আমি যখন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে উদ্যত হইব, তখন আমাকে নিষেধ করিবে— বলিবে, 'প্রভু, আজ আপনি ঘৃত পান করিয়াছেন; কোন কথা বলিবেন না।" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া মহাসত্ত্ব সাতটী দ্বারকোষ্ঠকে প্রহরী রাখিয়া নিজে রক্তবস্ত্রদ্বারা শরীর আচ্ছাদনপূর্ব্বক পট্টাচ্ছাদিত খট্টায় শুইয়া রহিলেন। কৈবর্ত্ত প্রথম দ্বারকোষ্ঠকের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পণ্ডিত কোথায়?" সেখানকার প্রহরীরা বলিল, "ঠাকুর, বেশী চেঁচাইবেন না; যদি আসিতে হয়, চুপ করিয়া আসুন; পণ্ডিত আজ ঘৃতপান করিয়াছেন; বেশী শব্দ শুনিলে তাঁহার অসুখ করিবে।" অন্যান্য দ্বারকোষ্ঠকেও প্রহরীরা এইরূপ বলিল। কৈবর্ত্ত ক্রমে সপ্তম দ্বারকোষ্ঠক অতিক্রম করিয়া মহৌষধের নিকট উপস্থিত হইলেন, মহৌষধ যেন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবেন, এমন ভাব দেখাইলেন। অমনি পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা বারণ করিয়া বলিল, "দেব, আপনি কথা বলিবেন না; আপনি বেশী ঘি খাইয়াছেন; এই দুষ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ করিবার প্রয়োজন নাই।" কৈবর্ত্ত মহৌষধের নিকটে গিয়া না পাইলেন বসিবার আসন, না পাইলেন তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইবার একটু স্থান। তিনি আর্দ্র গোময়লিপ্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অন্য এক স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি চোখ বুজিল, এক ব্যক্তি ভ্রূকুটি করিল, এক ব্যক্তি কনুই চুলকাইল। তাহাদের এই সকল কাণ্ড দেখিয়া কৈবর্ত্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি চলিলাম, পণ্ডিত।" অমনি আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ওরে দুষ্ট বামুন, চেঁচাস্ না বলছি; যদি চেঁচাবি, তোর হাড় গুঁড়া করিব।" ইহাতে কৈবর্ত্ত অত্যন্ত ভয় পাইলেন; তিনি দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন। তখন এক ব্যক্তি বাঁশের বাখারি দিয়া তাঁহার পিঠে আঘাত করিল; এক ব্যক্তি গলাধাক্কা দিয়া তাঁহাকে মাটিতে

১। বলা বাহুল্য যে, এই সকল রত্নের মধ্যে স্ত্রীরত্নই (পঞ্চালচণ্ডী) সর্বপ্রধান।

২। 'পট্টমঞ্চক' বোধহয় নেয়াড়ের খাটিয়া। ভোরে ঘি খাওয়া, বোধহয়, বর্তমানকালের 'ক্যাস্টর অয়েল' খাওয়ার মত। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা।

ফেলিয়া দিল; আর একজন তাঁহার পিঠে চড় মারিতে লাগিল। তিনি দ্বীপিমুখমুক্ত মৃগের ন্যায় মহাভয়ে পলায়ন করিয়া রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাজা ভাবিতেছিলেন, 'আজ আমার পুত্র এই সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয় সন্তোষ লাভ করিবে, পণ্ডিতদ্বয়ের মধ্যেও ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু আলাপ হইবে, তাঁহারা দুইজনেই পরস্পরকে ক্ষমা করিবেন। অহো! ইহাতে আমার কি লাভই হইবে!' তিনি কৈবর্ত্তকে দেখিয়া মহৌষধের সহিত সাক্ষাৎকার হইল কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন—

১২। হ'ল কি, কৈবর্ত্ত, দেখা মহৌষধ সনে? ক'রেছে ত পরস্পরে ক্ষমা দুই জনে?
হ'য়েছে ত মহৌষধ সন্তুষ্ট এখন? বিস্তারিয়া বল সব, করিব শ্রবণ।

ইহা শুনিয়া কৈবর্ত্ত বলিলেন, "মহারাজ, আপনি তাহাকে পণ্ডিত মনে করেন; কিন্তু তাহা অপেক্ষা অসৎপুরুষ ভূভারতে নাই।

১৩। অনার্য্যস্বভাব সেই; অসজ্জন সঙ্গে প্রীতি তার;
একগুঁয়ে, স্বার্থপর;— ছোটলোক বলে কারে আর?
দেখি মোরে উপস্থিত একটাও কথা না বলিল;
মূক বা বধিরবৎ মুখপানে তাকায়ে রহিল।"

কৈবর্ত্তের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরদিগকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বাসগৃহ দেওয়াইলেন এবং "আচার্য্য, আপনি গিয়া এখন বিশ্রাম করুন" ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার পুত্র সুপণ্ডিত; সে লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিতে জানে; অথচ ইঁহার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে নাই কোনরূপ সন্তোষের চিহ্নও দেখায় নাই; সম্ভবতঃ সে কোন অনাগত ভয়ের কারণ দেখিয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিজে একটা গাথা রচনা করিলেন—

১৪। নিশ্চিত উদ্দেশ্য এই অন্য কেহ না পারে বুঝিতে;
বীর্য্যবান্ লোকে শুধু মর্ম্ম এর পারে নিরখিতে।
তাই বুঝি কাঁপিতেছে ভবিষ্যৎ ভয়ে মোর দেহ;
ছাড়ি নিজ রাজ্য কি হে, পরহস্তে যায় কভু কেহ?

'কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতে কোন দুরভিসন্ধি আছে, বোধ হয়, আমার পুত্র এইরূপ ভাবিয়াছে। ইনি মৈত্রীস্থাপনের জন্য আসেন নাই; আমাকে কামলোভে ভুলাইয়া স্বীয় নগরে লইয়া যাইবেন, সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই ইনি আগমন করিয়াছেন। মহৌষধ পণ্ডিত এইরূপ ভাবী ভয়েরই কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে রাজা শঙ্কান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সেনকাদি পণ্ডিত চারি জন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উত্তর পঞ্চালে গিয়া চূড়নীরাজের কন্যাকে এখানে আনয়ন করিবার কথা হইতেছে। আপনি এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন কি?" সেনক উত্তর দিলেন, "বলেন কি, মহারাজ; শ্রী যখন নিজেই আসিতেছেন, তখন তাঁহাকে প্রহারদ্বারা পলায়নপর করা কি বুদ্ধিমানের কাজ? আপনি যদি সেখানে গিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তবে জম্বুদ্বীপে এক চূড়নী ব্রহ্মদত্ত ব্যতীত আপনার সমকক্ষ অন্য কোন রাজাই থাকিবে না। তাহার কারণ এই যে, আপনি সর্ব্বপ্রধান রাজার জামাতা হইবেন। তিনি জানেন যে, অন্য সকল রাজাই তাঁহার অনুগত; কেবল বিদেহরাজই তাঁহার সমকক্ষ; এই জন্যই তিনি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী নিজের কন্যাকে আপনার পাদচারিকা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি তাঁহার কথামত কাজ করুন; আমরাও আপনার অনুগ্রহে বস্ত্রালঙ্কার প্রাপ্ত হইব।" অতঃপর বিদেহরাজ অপর তিন জন পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারাও সেনকের মতে মত দিলেন।

রাজা পণ্ডিতদিগের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন; এদিকে কৈবর্ত্ত নিজের বাসগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ,

আমরা আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না; এখন আমরা প্রস্থান করিতে চাই।" রাজা যথোচিত সম্মানসহ তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কৈবর্ত্ত প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্নানান্তে বেশভূষা করিলেন এবং রাজার দর্শনলাভার্থ প্রাসাদে গিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ভাবিলেন, "আমার পুত্র মহাপণ্ডিত, মহাকুশল এবং সুমন্ত্রণা-নিপুণ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সমস্তই ইহার জানা আছে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি আমার পক্ষে উত্তর পঞ্চালে যাওয়া যুক্তিযুক্ত, কি যুক্তিবিরুদ্ধ। এইরূপে, তিনি পূর্ব্বে যাহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা ভুলিয়া গেলেন এবং কামবশে মূঢ় হইয়া বলিলেন।

১৫। একমত হইয়াছি মোরা ছয় জনে;[১]
সকলেই সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত।
যাব, কিংবা যাইব না, থাকিব এখানে,
বলহ তোমার মতে কি হয় বিহিত।

ইহা শুনিয়া মহৌষধ ভাবিলেন 'রাজা অত্যন্ত কামান্ধ হইয়াছেন এবং মোহবশত এই চারিজনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। দেখি, গমনের দোষ দেখাইয়া ইঁহাকে ফিরাইতে পারি কি না।' ইহা ভাবিয়া তিনি চারিটী গাথা বলিলেন ঃ—

১৬। জান, নরপাল, তুমি, চূড়নী কীদৃশ
মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপতি-সমাজে।
হরিণীকে শিখাইয়া সাহায্যে তাহার
লুব্ধক প্রলোভি মৃগে বধে যে প্রকার,
চূড়নীও সেইরূপে বধিতে তোমায়
করেছেন, মহারাজ এই আয়োজন।

১৭। মাংসে আচ্ছাদিত বক্র অংশ বড়িশের
লোভবশে মৎস্য যথা না পেয়ে দেখিতে
করে গ্রাস; বুঝে না ক মৃত্যু এতে হবে।

১৮। সেইরূপ, মহারাজ, কামবশে তুমি
চূড়নীর কন্যারূপ 'চারে' মুগ্ধ হয়ে
দেখিতে না পাইতেছ আসন্ন শমন।

১৯। উত্তর পঞ্চালে যদি যাও, হে রাজন,
পতিত মনুষ্যপথে হরিণের মত
অচিরে হইবে তব নিশ্চয় মরণ;
মহাভয় তোমার হইবে সমাগত।

এই তীব্র ভর্ৎসনায় রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ছোঁড়াটা আমাকে নিজের দাসবৎ মনে করে। আমি যে রাজা, এ ভাব একবারও দেখায় না। জম্বুদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান রাজা আমাকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন; ইহা জানিয়াও এ ছোঁড়া একবারও আমার মঙ্গলের জন্য হর্ষ প্রকাশ করিতেছে না, কেবলই বলিতেছে যে, আমি মূঢ় মৃগের ন্যায়, গিলিতবড়িশ মৎস্যের ন্যায়, মনুষ্যপথগত হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইব!' তিনি ক্রোধভরে বলিলেন,

২০। প্রকৃতই মূর্খ আমি, মূক ও বধির,
যেহেতু চেয়েছি আমি পরামর্শ তব
হেন গুরুতর রাজকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে।
লাঙ্গলের মুষ্টি ধরি বর্দ্ধিত যে জন,
কিরূপে সে পাবে বুদ্ধি অন্যের মতন?

এইরূপে কটূক্তি ও ভর্ৎসনা করিয়া রাজা আবার বলিলেন, "গৃহপতিপুত্র আমার মঙ্গলের অন্তরায় হইতে চায়; ইহাকে এখনই দূর করিয়া দাও।

২১। গলা ধরি বহিষ্কৃত এ রাজ্য হইতে
এখন(ই) করহ এরে। অহো কি আস্পর্দ্ধা।
বলে কি না হবে যাহা মম অন্তরায়
ব্রহ্মদত্ত-কন্যারূপ রতন লভিতে।"

১। কৈবর্ত্ত, রাজা নিজে এবং সেনকাদি চারিজন।

রাজার ক্রুদ্ধভাব দেখিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'যদি কেহ রাজার আদেশে আমার হাত ধরে, বা গলা ধরে, বা গায়ে হাত দেয়, তবে আমি যাবজ্জীবন লজ্জায় মুখ দেখইতে পারিব না। অতএব আমি নিজেই প্রস্থান করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। রাজা কেবল ক্রোধবশে উক্তরূপ কটূক্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্বকে তিনি এমন শ্রদ্ধা করিতেন যে, ভৃত্যদিগকে তাঁহার কথামত কাজ করিতে আদেশ দিলেন না। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই রাজা নির্ব্বোধ; ইনি নিজের হিতাহিত বুঝিতে পারেন না; ইনি কামমোহে অন্ধ হইয়া ভাবিতেছেন যে, ব্রহ্মদত্তের কন্যাকে লাভ করিবেন; কিন্তু ভবিষ্যতে যে বিপদ্ ঘটিবে, তাহা বুঝিতেছেন না। উত্তর পঞ্চালে গেলে ইঁহার মহাবিনাশ ঘটিবে। ইনি আমাকে যে দুর্ব্বাক্য বলিলেন, তাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইনি আমার বহু উপকারী; আমাকে বহু সম্মান ও ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন। আমাকে ইঁহার রক্ষা করিতেই হইবে। প্রথমে শুকপোতককে পাঠাইয়া জানা যাউক, প্রকৃত ব্যাপারটা কি? তাহার পর আমি নিজেই উত্তরপঞ্চালে যাইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি শুকপোতককে উত্তরপঞ্চালে প্রেরণ করিলেন।

২২। রাজার সকাশ হ'তে ফিরিয়া তখন
পণ্ডিত মাঠর[১] শুকে দৌত্যে নিয়োজিয়া
বলিলেন মহাসত্ত্ব সম্বোধি তাহারে ঃ—

২৩। "এস, সৌম্য হরিৎপক্ষ, কর সিদ্ধ এবে
এক প্রয়োজন মোর; পঞ্চালরাজের
শয়নপালিকা এক রয়েছে শারিকা;

২৪। পুছ সবিস্তারে তারে; জানা আছে তার
রহস্য সমস্ত কৌশিকের[২] ও রাজার।

২৫। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শুক করিল স্বীকার;
উপনীত হ'ল গিয়া শারিকার পাশে।

২৬। থাকিত শারিকা সেই মধুরভাষিণী
সুবর্ণনির্ম্মিত এক সুন্দর পঞ্জরে।
সম্বোধি তাহারে শুক লাগিল বলিতে ঃ—

২৭। "এ সুন্দর গৃহে, ভদ্রে, আছ ত আরামে?
আছ ত সতত, বৈশ্যে,[৩] অনাময়ে তুমি?
এই রম্য গৃহে থাকি পাও ত নিয়ত
মধু আর লাজ তুমি ভোজনের তরে?"

২৮। "সর্ব্বথা কুশল মোর; আছি অনাময়ে;
পাই, সৌম্য, প্রতিদিন মধু আর লাজ।

২৯। কোথা হ'তে, ভদ্র, তব হ'ল আগমন?
কে তোমারে করিয়াছে এখানে প্রেরণ?
পূর্ব্বে কভু তোমায় না দেখিয়াছি আমি।
পরিচয় পূর্ব্বে তব করি নি শ্রবণ?"

শারিকার কথা শুনিয়া শুক ভাবিল, 'আমি মিথিলা হইতে আসিয়াছি, একথা বলিলে এই পক্ষিণী প্রাণ গেলেও আমাকে বিশ্বাস করিবে না; আসিবার কালে শিবিরাজ্যে অরিষ্টপুর নগর দেখিয়াছি। অতএব মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বলা যাউক যে, শিবিরাজ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমি সেখান হইতে আসিয়াছি।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল,

৩০। শয়নপালক ছিনু শিবি-নরেশের।
দিলেন ধার্ম্মিক রাজা বদ্ধ জীবগণে
বন্ধন হইতে মুক্তি; তাই ইচ্ছামত
সর্ব্বত্র অবাধে এবে করি বিচরণ।

শারিকার জন্য সোণার টাটে মধুমিশ্রিত লাজ ও জল ছিল। সে শুককে তাহা দিয়া বলিল, "সৌম্য, তুমি বহুদূর হইতে আসিয়াছ; কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ বল ত?" ইহা শুনিয়া রহস্য জানিবার অভিপ্রায়ে শুক আবার মিথ্যা বলিল ঃ—

৩১। মধুরভাষিণী এক শারিকাকে আমি
লভেছিনু পত্নীরূপে; কিন্তু একদিন
নিমিষের মধ্যে এক শ্যেন দুরাচার
বধিল সে প্রেয়সীরে; সে দৃশ্য দারুণ
স্বচক্ষে দেখিনু, হায়, আমি অসহায়!

১। 'মাঠর' ঐ শুকের নাম।

২। কৈবর্ত্ত কৌশিকগোত্রজ বলিয়া এখানে 'কৌশিক' নামে বর্ণিত।

৩। "সালিকা কির সকুনেসু বেস্সজাতিকা নাম।"

শারিকা জিজ্ঞাসিল, "শোন কিরূপে তোমার ভার্য্যাকে বধ করিল?" শুক বলিল, শুন, ভদ্রে; আমাদের রাজা একদিন জলকেলির জন্য যাইবার কালে আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলেন। আমি ভার্য্যাকে লইয়া রাজার সঙ্গে গিয়াছিলাম এবং জলকেলি করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারই সঙ্গে ফিরিয়াছিলাম। আমি রাজার সঙ্গেই প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছিলাম এবং গা শুকাইবার জন্য ভার্য্যাকে লইয়া বাতায়নপথে বাহির হইয়া কূটাগারে বসিয়াছিলাম। আমরা কূটাগার হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে একটা শোন আমাদিগকে ধরিবার জন্য ছোঁ মারিল; আমি মরণভয়ে মহাবেগে পলায়ন করিলাম; কিন্তু শারিকার দেহ তখন গুরুভার ছিল; সে বেগে পলায়ন করিতে পারিল না; শোনটা আমার সম্মুখেই তাহাকে মারিয়া লইয়া গেল। আমি তাহার শোকে কান্দিতেছি দেখিয়া আমাদের রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ' সৌম্য, তুমি কান্দিতেছ কেন?' আমি তাঁহাকে সমস্ত দুর্ঘটনা জানাইলাম। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কান্দিয়া কি লাভ? কান্দিও না; আর একটী ভার্য্যা অনুসন্ধান কর।' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, একটী অনাচারা ও দুঃশীলা ভার্য্যা আনিয়া কি ফল? আমি বরং এখন হইতে একাকীই বিচরণ করিব।' রাজা বলিলেন, 'সৌম্য, আমি এক শীলাচারসম্পন্না পক্ষিণীকে জানি; সে তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা হইতে পারে। চূড়নী ব্রহ্মদত্তের শয়নপালিকা শারিকা সেই শীলবতী পক্ষিণী; তুমি সেখানে গিয়া তাহার অভিপ্রায় জান; তাহার উত্তর পাইবার অবসর প্রতীক্ষা কর এবং সে যদি তোমাকে পছন্দ করে, তবে আমাকে আসিয়া সংবাদ দাও। তখন হয় মহিষী, নয় আমি, সেখানে গিয়া তাহাকে মহাসমারোহে এখানে আনয়ন করিব।' রাজা এই আদেশ দিয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। ইহাই আমার আগমনের কারণ।

৩২। সেই শারিকার প্রতি প্রণয়বশতঃ
এসেছি তোমার পাশে; পেলে অনুমতি
উভয়ে একত্র মোরা করিব বসতি।"

শুকের কথায় শারিকা সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু নিজের মনের ভাব না জানাইয়া, যেন ইচ্ছা নাই, ইহা দেখাইবার জন্য বলিল,

৩৩। শুক হয় শুকী সহ আবদ্ধ প্রণয়ে,
শারিক শারিকাসহ—এই ত নিয়ম।
শুক সহ শারিকার দাম্পত্য-মেলন,
কিরূপে যে ঘটে, তাহা বুঝিতে না পারি।

ইহা শুনিয়া শুক ভাবিল, 'শারিকা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে না, কেবল নিজের গৌরব বাড়াইতেছে। এ নিশ্চয় আমাকে চায়; আমি কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার বিশ্বাসভাজন হইব।' ইহা চিন্তা করিয়া সে বলিল,

৩৪। কামী যারে করে কামনা, লো ধনি, হোক না ক সেই হীনা চণ্ডালিনী,
হয় দুয়ে এক মনের মেলনে। কামে বৈসাদৃশ্য নাই, বরাননে।[১]

মানুষের মধ্যেও যে প্রণয়সম্বন্ধে জাতিগত-পার্থক্যবিচার নাই, তাহার প্রমাণ দেখাইবার জন্য শুক একটী অতীত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিল ঃ—

৩৫। "চণ্ডালিনী জাম্ববতী হল প্রিয়া মহিষী কৃষ্ণের;
জন্ম হল গর্ভে তার দ্বারাবতীনৃপতি শিবের।[২]

১। তুং—পীরিতে মজিলে মন, কিবা হাঁড়ী, কিবা ডোম।

২। 'সিবি'ও 'সিব' দুই পাঠই দেখা যায়। আমি 'সিব' পাঠই গ্রহণ করিলাম। ঘটনাটার সম্বন্ধে টীকাকার বলেন ঃ—কাণ্হায়ণ গোত্রজ দশ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বাসুদেব। তিনি একদিন দ্বারাবতী হইতে উদ্যানে যাইবার কালে দেখিলেন, চণ্ডালগ্রাম হইতে এক সুন্দরী কুমারী কোন কার্য্যবশতঃ নগরে প্রবেশ করিতেছে। দেখিবামাত্রই তিনি তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন; সে অস্বামিকা ইহা শুনিয়া, চণ্ডালজাতীয়া জানিয়াও, তাহাকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন এবং তাহাকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই চণ্ডালকন্যার নাম জাম্ববতী। তাহার পুত্র শিব পিতার মৃত্যুর পর দ্বারাবতীর রাজা হইয়াছিলেন।

এই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া শুক বলিল, "তবেই দেখিলে, একজন ক্ষত্রিয় রাজা চণ্ডালিনীর সহবাস করিয়াছিলেন। আমরা ত তীর্যগ্‌জাতীয়; আমাদের সম্বন্ধে ত আপত্তি করিবার কিছুই নাই। আমরা পরস্পরের সহবাস ইচ্ছা করিলে আমাদের চিত্তই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" অতঃপর সে আরও একটী উদাহরণ দেখাইবার জন্য বলিল,

৩৬। কিম্পুরুষী রথবতী ভালবাসে বৎস তপোধনে,
মৃগীসহ মানুষের মৈথুন হইল, বরাননে।[৩]
পীরিতে যখন মন উভয়ের মজে একবার,
ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, কিংবা নরপশু—না থাকে বিচার।

শারিকা বলিল, "স্বামিন্, চিত্ত ত চিরদিন একরূপ থাকে না; পাছে প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই আশঙ্কা করিতেছি।" বুদ্ধিমান শুক স্ত্রী জাতির মায়া বেশ জানিত; সে বলিল,

৩৭। মধুর-ভাষিণী শারিকে, এখনি করিতেছি আমি অন্যত্র প্রয়াণ;
বলিলে যা' তুমি, বুঝিলাম তাহা অন্য কিছু নয়, শুধু প্রত্যাখান।
জান না কে আমি, তাই তুমি, ধনি, হেন তুচ্ছজ্ঞান করিলে আমায়;
রাজার বল্লভ যে বিহগবর, ভার্য্যা তার পক্ষে দুর্লভা কোথায়?

শুকের এই কথা শুনিয়া শারিকার বুক ফাটিবার উপক্রম হইল। শুককে দর্শন করিয়া তাহার মনে যে কামানল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে যেন সে এখন দগ্ধ হইতে লাগিল? সে সার্দ্ধগাথায় মনের ভাব প্রকাশ করিল ঃ—

৩৮। শুককুলে সুপণ্ডিত তুমি হে মাঠর
তবে কেন মিছামিছি ত্বরা' এত কর?
অতি ত্বরা করে যেই, স্ত্রীকে নাহি লভে সেই
থাক হেথা যতদিন না পাও দর্শন
পঞ্চালপতির তুমি, হে শুকনন্দন।
সকালে সন্ধ্যায় তুমি শুনিবে মৃদঙ্গধ্বনি
জুড়াবে মধুর গানে শ্রবণযুগল;
দেখিবে রাজার কত ধন আর বল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল; শুক ও শারিকা একসঙ্গে শয়ন করিয়া দাম্পত্য সুখ ভোগ করিল। তাহারা পরস্পরের সহবাসে পরমা প্রীতি লাভ করিল। ইহার পর শুক ভাবিল, 'অতঃপর শারিকা আমার নিকট আর রহস্য গোপন রাখিবে না। এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া (রহস্য জানিয়া) প্রস্থান করা আবশ্যক।' ইহা চিন্তা করিয়া সে বলিল, "শারিকে!" শারিকা বলিল, "কি বলিতেছেন, স্বামিন্!" "আমি তোমাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি ; বলিব কি?" "বলুন না স্বামিন্!" "থাকুক; আজ আমাদের উৎসবের দিন; অন্য কোন দিন বলিব কি না, ভাবিয়া দেখিব।" "যাহা বলিবেন, তাহা যদি উৎসবদিবসোচিত হয়, তবে এখনি বলুন, নচেৎ বলিবেন না।" "আমার বক্তব্য উৎসবদিবসোচিতই বটে।" "তবে বলুন না।" "তোমার যদি শুনিতে আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, তবে বলিব বৈ কি।" অনন্তর শুক রহস্য জানিবার জন্য সার্দ্ধগাথা বলিল ঃ—

৩। টীকাকার বলেন ঃ—পুরাকালে বৎস-নামক এক ব্রাহ্মণ বিষয়ভোগের অসারতা দেখিয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্য পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই পর্ণশালার অদূরে একটা গুহার মধ্যে বহু কিন্নরী বাস করিত। একটা ঊর্ণনাভ জাল বিস্তার করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদ করিয়া রক্তপান করিত। কিন্নরগণ দুর্ব্বল ও শান্তস্বভাব ; কিন্তু ঊর্ণনাভটা ছিল প্রকাণ্ড; কাজেই তাহারা ইহাতে বাধা দিতে পারিত না। অনন্তর তাহারা ঐ তপস্বীর শরণ লইল। তপস্বী তাহাদিগকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে, তাঁহার পক্ষে প্রাণাতিপাত নিষিদ্ধ। কিন্নরদিগের মধ্যে রথবতী-নাম্নী এক কুমারী ছিল। কিন্নরেরা তাহাকে সাজাইয়া তপস্বীর নিকট গিয়া বলিল, "মহর্ষে, এই কিন্নরী আপনার পাদচারিকা হইল। আপনি দয়া করিয়া আমাদের শত্রুর নিপাত করুন।" রথবতীকে দেখিয়া তপস্বীর মন ফিরিল; তিনি মুদ্‌গরাঘাতে ঊর্ণনাভটাকে মারিলেন এবং রথবতীর সহবাসে বহু পুত্রকন্যার জনক হইয়া কালক্রমে দেহত্যাগ করিলেন।

৩৯। এবে কি মহাশব্দ দূর দেশ দেশান্তরে
শ্রবণগোচর হয়? ব্রহ্মদত্তসুতা,
দেহের ঔজ্জ্বল্যে যাঁর মানে পরাজয়
দীপ্তিমতী শুকতারা—হইবেন নাকি
বিদেহপতির পাদচারিকা এখন?
ব্রহ্মদত্ত নিজে তাঁরে করিবেন দান?
অচিরে সম্পন্ন হবে বিবাহ উৎসব?

শুকের কথা শুনিয়া শারিকা বলিল, "স্বামিন্! আজ এই উৎসবের দিনে আপনি কেন অমঙ্গলের কথা তুলিলেন।" শুক বলিল, "আমি ত মঙ্গলের কথাই বলিতেছি; অথচ তুমি বলিতেছ, ইহা অমঙ্গলবাচক! ইহার অর্থ কি?" "স্বামিন্, যাহারা পরম শত্রু, তাহাদেরও যেন এমন মঙ্গল না ঘটে।" "ভদ্রে, সব কথা খুলিয়া বল ত।" "না স্বামিন্, আমার তাহা বলিবার সাধ্য নাই।" "ভদ্রে, তুমি যে রহস্য জান, তাহা যখনই আমার নিকট গোপন করিবে, তখন হইতেই আমাদের এক সঙ্গে বাস অসম্ভব হইবে।" অনন্তর শুকের পীড়াপীড়িতে শারিকা বলিল, "তবে শুনুন।

৪০। ব্রহ্মদত্তসুতাসহ বিদেহরাজ
বিবাহ, মাঠর, যাহা হবে সংঘটন,
না হয় শত্রুর(ও) যেন বিবাহ সেরূপ।"

শুক জিজ্ঞাসিল; "তুমি এরূপ কথা বলিতেছ কেন?" শারিকা উত্তর দিল, "শুনুন; এই বিবাহের প্রস্তাবে যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বলিতেছি।

৪১। মহারথ ব্রহ্মদত্ত বিদেহপতিকে
আনিয়া এখানে তাঁরে বধিবেন প্রাণে;
না হবেন মিত্র তাঁর তিনি কোন দিন।"

শারিকা শুকের নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিল। সুপণ্ডিত শুক তাহা শুনিয়া কৈবর্তের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। সে বলিল, "আচার্য্য উপায়কুশল; এই কৌশলে বিদেহরাজের প্রাণ বধ করা আশ্চর্য্য বটে। এরূপ অমঙ্গলের কথায় কিন্তু আমাদের কি ইষ্টানিষ্ট আছে? আমাদের পক্ষে মৌন থাকাই বিধেয়।"

শুক যে অভিপ্রায়ে উত্তর পঞ্চালে গিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল; সে ঐ রাত্রি শারিকার সহিত বাস করিয়া পরদিন বলিল, "ভদ্রে, আমি শিবিরাজ্যে গিয়া রাজাকে জানাইব যে, মনোমত ভার্য্যা লাভ করিয়াছি।" শারিকার নিকট বিদায় পাইবার জন্য সে বলিল,

৪২। সাত রাত্রি তরে মোরে দাও গো বিদায়।
এর মধ্যে গিয়া আমি বলিব, প্রেয়সি,
শিবিরাজ-মহিষীকে, শারিকার ঠাঁই
পেয়েছি বাসের স্থান আমি মনোমত।

শারিকার ইচ্ছা ছিল না যে, শুকের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে; কিন্তু শুকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সে বলিল,

৪৩। দিতেছি বিদায় বটে সাত রাত্রি তরে;
কিন্তু সাত রাত্রি পরে তুমি, প্রাণেশ্বর,
না আসিলে ফিরি হেথা, থাকিবে না বুঝি
এ দেহে জীবন মোর, দেখিবে আসিয়া
শারিকা তাজেছে প্রাণ বিচ্ছেদে পতির।

শুক বলিল, "ভদ্রে, তুমি ও কি কথা বল? অষ্টম দিনে তোমাকে দেখিতে না পাইলে আমিই বা বাঁচিব কেমনে?" সে মুখে এইরূপ বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, 'তুমি বাঁচ বা মর, তাহাতে

আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি' সে উঠিয়া শিবিরাজাভিমুখে অল্পদূর অগ্রসর হইল; তাহার পর ফিরিয়া মিথিলায় চলিয়া গেল এবং মহাসত্ত্বের স্কন্ধোপরি অবতীর্ণ হইল। মহাসত্ত্ব তাহাকে লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গেলেন এবং সে কি জানিয়া আসিল, জিজ্ঞাসিলেন। শুক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তিনিও পূর্ব্ববৎ তাহার আদরযত্ন করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৪। পণ্ডিত মাঠর তবে করিয়া প্রস্থান
নিবেদিল মহৌষধে শারিকার কথা।

শুকখণ্ড সমাপ্ত

---

(১৩)

শুকের মুখে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহাসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার ইচ্ছা না থাকিলেও রাজা উত্তর পঞ্চালে যাইবেনই যাইবেন। সেখানে গেলে কিন্তু তাঁহার মহাবিনাশ ঘটিবে। যে রাজা আমাকে এত ঐশ্বর্য্যদানে সম্মানভাজন করিয়াছেন, তাঁহার কটূক্তি মনে পোষণ করিয়া এখন তাঁহার হিতসাধন না করিলে আমি নিন্দাভাজন হইব। আমার মত পণ্ডিত ব্যক্তি জীবিত থাকিতে তিনি বিনষ্ট হইবেন কেন? আমি রাজার অগ্রেই উত্তরপঞ্চালে গিয়া চূড়নীর সহিত দেখা করিব, সুব্যবস্থা করিয়া রাখিব, বিদেহরাজের বাসের জন্য একটী নগর, ক্রোশপ্রমাণ সঙ্কীর্ণ[1] সুরুঙ্গ এবং অর্দ্ধযোজনপ্রমাণ প্রশস্ত সুরুঙ্গ নির্ম্মাণ করাইব, চূড়নীর কন্যার অভিষেক করিয়া তাঁহাকে আমাদের রাজার পাদচারিকা করিব; আমাদের চারিদিকে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এবং এক শত এক জন রাজা বেষ্টন করিয়া থাকিলেও বিদেহনাথকে রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া মিথিলায় ফিরিব। এ ভার আমার উপর থাকিল।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাসত্ত্বের দেহে প্রীতির সঞ্চার হইল; তিনি হর্ষের আবেগে উদান গান করিলেন :—

৪৫। নানামত সুখ করে পরিভোগ গৃহে যার,
সাধে লোকে কায়মনে হিত চিরদিন তার।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাসত্ত্ব স্নান করিলেন এবং প্রসাধনান্তে বহু অনুচরসহ রাজভবনে গিয়া রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কি সত্যসত্যই উত্তর পঞ্চালে যাইবেন?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, বৎস। পঞ্চালচণ্ডীকে লাভ না করিতে পারিলে আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? বৎস, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না; আমার সঙ্গেই চল। উত্তর পঞ্চালে গেলে আমার দ্বিবিধ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে—আমি পঞ্চালচণ্ডীকে লাভ করিব, ব্রহ্মদত্তের সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিব।" মহৌষধ বলিলেন, "তবে, মহারাজ, আমি অগ্রে যাত্রা করি। আমি গিয়া আপনার বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া রাখি; আমি সংবাদ পাঠাইলে আপনি যাত্রা করিবেন।

৪৬। বিদেহরাজের যোগ্য প্রাসাদাদি করিতে নির্ম্মাণ
সুরম্য পঞ্চালপুরে অগ্রে আমি করিব প্রয়াণ।
৪৭। আপনার উপযুক্ত প্রাসাদাদি নির্ম্মিয়া যখন
সংবাদ পাঠাব আমি, করিবেন তখন গমন।"

ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'পণ্ডিত ত তবে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না!' তিনি অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকে অগ্রে যাত্রা করিতে হইলে সঙ্গে কি লইয়া যাইতে চাও, বল।" মহৌষধ বলিলেন, "মহারাজ, আমি সেনা ও বাহন চাই।" "যত ইচ্ছা, লইয়া যাও।" "মহারাজ, কারাগার

১। গব্যূতি = ১৪ যোজন অর্থাৎ প্রায় এক ক্রোশ। মূলে 'জঙ্ঘুম্মগ্গ' আছে। ইহার অর্থ এই যে, ঐ সুরুঙ্গ দিয়া পদব্রজে যাতায়াত চলিত; কিন্তু গাড়ীঘোড়া প্রভৃতি চলিতে পারিত না।

চারটী খোলাইয়া চোরদিগের যে শৃঙ্খলবন্ধনাদি আছে, সেগুলি ভাঙ্গিতে আজ্ঞা দিন; ঐ সকল চোরও আমার সঙ্গে চলুক।" "তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, কর।" তখন মহাসত্ত্বের আদেশে কারাগারগুলি উন্মুক্ত হইল; তিনি বন্দীদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন সব লোক বাহির করাইলেন, যাহারা সাহসী ও মহাযোধ, যাহারা যে কর্ম্মেই নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আজ হইতে তোমরা আমার ভৃত্য হইলে"। তিনি এই সকল লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করলেন এবং সূত্রধার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, চিত্রকর প্রভৃতি অষ্টাদশ শ্রেণীর বহু সুনিপুণ শিল্পী ও বাসি-পরশু-কুদ্দাল-খনিত্র প্রভৃতি বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিপুল সেনাসহ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৮। সুরম্য পঞ্চালপুত্রের করিতে নির্ম্মাণ
মহাযশা বিদেহনাথের বাসস্থান
সর্ব্ব অগ্রে মহৌষধ করিলা প্রস্থান।

যাইবার সময়ে মহাসত্ত্ব প্রতি যোজনান্তরে একখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং প্রতিগ্রামে একজন অমাত্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, 'রাজা যখন পঞ্চালচণ্ডীকে লইয়া ফিরিবেন, তখন আপনি হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া শত্রুকে নিকটস্থ হইতে দিবেন না এবং রাজাকে অতি শীঘ্র মিথিলায় পৌঁছাইয়া দিবেন।" যখন তিনি গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, তখন তিনি আনন্দকুমার নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আনন্দ, তুমি তিন শত সূত্রধার লইয়া গঙ্গার উজানে যাও, সারবান্ কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক তিন শত নৌকা নির্ম্মাণ কর, আমরা যে নগর নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্যবহারার্থ কাঠ কাটাও, এবং লঘুকাষ্ঠদ্বারা নৌকাগুলি বোঝাই করিয়া যত শীঘ্র পার, ফিরিয়া আইস।" আনন্দকে প্রেরণ করিয়া তিনি নিজে নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন এবং যে স্থানে অবতরণ করিলেন, সেই স্থান হইতে পা ফেলিয়া মাপিতে মাপিতে 'এই বোধ হয় অর্দ্ধ যোজন হইল; এইখানে মহাসুরুঙ্গ হইবে; এখানে আমাদের রাজার জন্য নগর নির্ম্মাণ করিব; এখান হইতে রাজভবন পর্য্যন্ত এক গব্যূতি স্থানে সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইবে';—এইরূপে সমস্ত স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্ব আসিয়াছেন, শুনিয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'এত দিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল ; আমি শত্রুগণের পৃষ্ঠ দেখিবার (অর্থাৎ নিপাত করিবার) সুযোগ পাইলাম; যখন এ লোকটা আসিয়াছে, তখন বিদেহের রাজাও অচিরে আগমন করিবেন; তখন এই দুইজনেরই প্রাণবধ করিয়া 'আমি জম্বুদ্বীপে অখণ্ড আধিপত্য প্রাপ্ত হইব'। রাজা পরম সন্তোষ লাভ করিলেন, সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইল, লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, 'ইনিই না কি সেই মহৌষধ পণ্ডিত! লোকে যেমন লোষ্ট্র দ্বারা কাক তাড়ায়, ইনিও সেইরূপে অবলীলাক্রমে এক শত এক জন রাজাকে পলায়নপর করিয়াছিলেন। নগরবাসীরা মহাসত্ত্বের রূপসম্পত্তি অবলোকন করিতে লাগিল, তিনি রাজদ্বারে গিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে সংবাদ দিলেন এবং রাজার অনুমতি পাইয়া প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিয়া একপার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, রাজা কবে আসিবেন?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "আমি সংবাদ পাঠাইলেই আসিবেন।" "তুমি কি উদ্দেশ্যে অগ্রে আসিলে?" "আমাদের রাজার বাসভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য, মহারাজ।" "বেশ করিয়াছ;" ইহা বলিয়া রাজা মহাসত্ত্বের সেনার খাদ্যাদির জন্য অর্থ দেওয়াইয়া তাঁহার মহাসম্মান করাইলেন, তাঁহার বাসের জন্য একটা বাড়ী দেওয়াইলেন এবং বলিলেন, "বাপু, যত দিন তোমার রাজা না আসেন, তত দিন তুমি এখানে নিরুদ্বেগে বাস কর, এবং আমাদের সম্বন্ধে কিছু কর্ত্তব্য দেখিলে তাহাও সম্পাদন কর।' বোধিসত্ত্ব যখন প্রাসাদে অধিরোহণ করিতেছিলেন, তখনই না কি তিনি সোপানপাদমূলে দাঁড়াইয়া ভাবিয়াছিলেন, 'এইখানে সঙ্কীর্ণ

সুরুঙ্গের ছাদ থাকিবে, কাজেই সুরঙ্গ খনন করিবার কালে যাহাতে এই সোপান পড়িয়া না যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' অতঃপর রাজা যখন বলিলেন, 'আমাদেরও কোন কাজ যদি তুমি নিজ কর্ত্তব্য মনে কর; তবে তাহা সম্পাদন করিও', তখন মহাসত্ত্ব অবসর পাইয়া বলিলেন, "প্রাসাদে প্রবেশ করিবার কালে সোপান পাদমূলে দাঁড়াইয়া বাহিরে যে মেরামতের কাজ হইতেছে, তাহা দেখিতেছিলাম। লক্ষ্য করিলাম, আপনার মহাসোপানে একটা দোষ আছে। আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে কিছু কাঠ দিন, আমি উহা দিয়া সোপানটীকে এমন ঠিক করিয়া দিব যে, উহাতে কোন দোষ থাকিবে না।" রাজা বলিলেন, "বেশ, বাপু; তুমি সোপানটীকে ঠিক কর," অতঃপর মহাসত্ত্ব কোন্ স্থানে সুরুঙ্গের দ্বার থাকিবে, আবার তাহা ভাল করিয়া দেখিলেন, সোপানটীকে সরাইলে[১] যেখানে সুরুঙ্গের দ্বার থাকিবে, সেখানে মাটি পড়িয়া না যায়, এই জন্য তক্তা বিছাইলেন এবং সোপানটী পড়িয়া না যায় এমন ভাবে উহা সেই তক্তার উপর রাখিয়া নিশ্চল করিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না; তিনি ভাবিলেন, আমার ভালর জন্যই ইহা করিতেছে। প্রথম দিন এইরূপে মেরামতের কাজে কাটাইয়া পর দিন মহাসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন, "আমাদের রাজার জন্য যেখানে বাসভবন নির্ম্মিত হইবে, সেই স্থানটী জানিতে পারিলে, আমি উহা সুন্দররূপে সাজাইয়া রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "বেশ কথা, পণ্ডিত, আমার বাড়ী ছাড়া নগরে যে বাড়ী ইচ্ছা কর, তাহাই লইতে পার।" "মহারাজ, আমরা আগন্তুক; আপনার বহু প্রিয় যোদ্ধা আছে, আমরা তাহাদের কাহারও বাড়ী লইতে গেলেই তাহারা আমাদের সঙ্গে কলহ করিবে। তখন আমরা কি করিব, বলুন ত?" "দেখ, পণ্ডিত, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না; যে বাড়ী তোমাদের মনোনীত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে।" "মহারাজ, তাহারা পুনঃ পুনঃ আসিয়া আপনার নিকট অভিযোগ করিবে; তাহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন। যদি অনুমতি দেন, তবে আমরা যতদিন সেই সকল বাড়ীতে থাকিব, ততদিন আমাদের লোকজনই দ্বারবানের কাজ করিবে; আপনার লোকে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে কি আমাদের, কি আপনার, কাহারও বিরক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না।" "বেশ, সেই ব্যবস্থাই হউক" বলিয়া রাজা মহাসত্ত্বের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মহাসত্ত্ব সোপানপাদমূলে, সোপানশীর্ষে, মহাদ্বারে[২] সর্ব্বত্র নিজের লোক রাখিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, কাহাকেও যেন প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়।

অতঃপর মহাসত্ত্ব কতকগুলি লোককে বলিলেন, "তোমরা রাজমাতার গৃহে গিয়া দেখাইবে, যেন উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।" তাহারা গিয়া দ্বারকোষ্ঠক, অলিন্দ প্রভৃতি হইতে ইষ্টক ও মৃত্তিকা সরাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই কাণ্ড জানিতে পারিয়া রাজমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাপু সকল, তোমরা আমার বাড়ী ভাঙ্গিতেছ কেন?" তাহারা উত্তর দিল, "মহৌষধ পণ্ডিত এই বাড়ী ভাঙ্গাইয়া এখানে নিজের রাজার জন্য বাড়ী প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" "যদি তোমাদের রাজার জন্য বাড়ী আবশ্যক হয়, তবে এই বাড়ীতেই বাস কর না কেন?" "আমাদের রাজার সঙ্গে বহু সৈন্যসামন্ত আসিবে; এ বাড়ীতে কুলাইবে না; আমাদিগকে একটা খুব বড় বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে।" "তোমরা আমাকে জান না; আমি রাজমাতা। পুত্রের কাছে গিয়া শুনি যে, ব্যাপারখানা কি?" "আমরা রাজার আদেশেই ভাঙ্গাইব, সাধ্য থাকে, বারণ করুন।" ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজমাতা বলিলেন, "দেখবে এখন, আমি কি করিতে পারি।" ইহা বলিয়া তিনি রাজভবনের দিকে চলিলেন; কিন্তু দ্বারস্থ ব্যক্তিরা, "ভিতরে যেও না" বলিয়া তাঁহাকে বারণ করিল। তিনি বলিলেন, "আমি রাজমাতা।" তাহারা বলিল, "তাহা জানি, কিন্তু রাজার আদেশ, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না, আপনি ফিরিয়া যান।" রাজমাতা দেখিলেন, তিনি যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিবার উপায় নাই। কাজেই তিনি ফিরিয়া নিজের বাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া তাকাইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, "এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, চলিয়া যাও।" সে উঠিয়া তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিল। রাজমাতা ভাবিলেন, ইহারা প্রকৃতই রাজার আজ্ঞা পাইয়া বাড়ী

১। সম্ভবতঃ কাঠের সিঁড়ি; কাজেই সরাইবার সুবিধা ছিল

২। সদর দরজায়।

ভাঙ্গিতেছে; নচেৎ এরূপ করিতে সাহস পাইত না. একবার পণ্ডিতের নিকটে গিয়া দেখি।' তিনি গিয়া বলিলেন, "বাবা মহৌষধ, আমার বাড়ীটা ভাঙ্গাইতেছ কেন?" কিন্তু মহাসত্ত্ব এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না; নিকটস্থ আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসিল, "দেবি, আপনি কি বলিতেছেন?" "আমার বাড়ীখানা ভাঙ্গাইতেছেন কেন?" "মহাসত্ত্ব বলিলেন, "বিদেহরাজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইবার জন্য।" "বল কি, বাবা? এই মহানগরে বিদেহরাজের বাসোপযোগী অন্য স্থান কি পাইলে না? এই লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ লও; অন্য কোথাও গিয়া তোমাদের রাজার জন্য বাড়ী প্রস্তুত কর।" "বেশ দেবি; আপনার বাড়ী ছাড়িয়া দিতেছি, কিন্তু আমি যে উৎকোচ লইলাম, ইহা কাহাকেও বলিবেন না। বলিলে অন্য সকলেও উৎকোচ দিয়া স্ব স্ব গৃহ ছাড়াইতে চাহিবে।" "বাবা, রাজার মাতা হইয়া উৎকোচ দিয়াছি, ইহা আমার পক্ষেও লজ্জার কারণ। আমি কাহাকেও কিছু বলিব না।" "বেশ, মা," ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব রাজমাতার নিকট লক্ষমুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন এবং কৈবর্ত্তের বাড়ীতে গেলেন। কৈবর্ত্ত রাজদ্বারে গেলেন; সেখানে বাখারির আঘাতে তাঁহার পিঠের চামড়া উঠিয়া গেল; যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া তিনিও শেষে লক্ষমুদ্রা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

এই উপায়ে, সমস্ত নগরে গৃহনির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচন করিতে করিতে মহাসত্ত্ব নয় কোটি কার্যাপণ উৎকোচ পাইলেন। তিনি সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়া রাজভবনে ফিরিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে পণ্ডিত, তোমার রাজার বাসোপযোগী স্থান পাইলে কি?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ স্থান দিতে চায় না, এমন কেহই নাই; কিন্তু আমরা কোন বাড়ী লইলেই, যাহার বাড়ী সে বড় দুঃখিত হয়। তাহারা যাহা ভালবাসে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা আমাদেরও কর্ত্তব্য নয়। নগরের বাহিরে এক ক্রোশ দূরে গঙ্গা ও নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগে আমাদের রাজার বাসের জন্য নগর নির্ম্মাণ করিতে চাই।" ইহা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'নগরের মধ্যে যুদ্ধ করা বিপজ্জনক, কারণ যোদ্ধাদিগের মধ্যে কে স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ, ইহা জানিতে পারা যায় না। নগরের বাহিরে যুদ্ধ করায় সুবিধা; অতএব নগরের বাহিরেই ইহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া বধ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ, মহৌষধ; তুমি যে স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছ, সেখানেই নগর নির্ম্মাণ কর।" "তাহাই করিব, মহারাজ। কিন্তু আমরা যেখানে নূতন কাজ করিব, সেখানে আপনার লোকজন কাঠ ও শাকসবজি প্রভৃতি আনিবার জন্য যাইতে পারে; গেলেই কলহ ঘটিবে; তাহাতে কি আপনার, কি আমাদের, সকলেরই অস্বস্তির কারণ হইবে।" "আচ্ছা পণ্ডিত; যাহাতে সে পাশ দিয়া কেহ না যায়, তাঁহার ব্যবস্থা কর।" "মহারাজ, আমাদের হস্তীগুলি জল ভালবাসে; বহুক্ষণ জলকেলি করে। তাহাতে জল ঘোলা হইবে; নগরের লোকে হয় ত চটিবে; তাহারা বলিবে, মহৌষধের আগমনকাল হইতে আমরা পানার্থ নির্ম্মল জল পাইতেছি না।' আপনাকে এ অসুবিধাও সহ্য করিতে হইবে, মহারাজ।" রাজা বলিলেন, "তোমাদের হস্তীগুলি স্বচ্ছন্দে জলকেলি করুক।" অনন্তর তিনি ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে জানাইলেন, "যে নগর হইতে বাহির হইয়া মহৌষধের নগরনির্ম্মাণ-স্থানে যাইবে, তাহার সহস্র মুদ্রা দণ্ড হইবে।"

উল্লিখিতরূপে সুব্যবস্থা করিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক নিজের অনুচরগণসহ নগরের বাহিরে গেলেন এবং পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত স্থানে নগর-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গঙ্গার অপর পারে গগগলি নামক একটী গ্রাম পত্তন করিলেন, সেখানে নিজে হস্তী, অশ্ব ও রথ এবং গো-বলীবর্দ্দ সমস্ত রাখিলেন, তাহার পর নগর-নির্ম্মাণে মন দিলেন। তিনি সমস্ত কর্ম্ম ভাগ করিয়া, কত জন লোকে কত অংশ করিবে তাহা নির্দ্দেশ করিলেন এবং তদনন্তর সুরুঙ্গ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। মহাসুরুঙ্গের দ্বার হইল গঙ্গার ঘাটে, ছয় হাজার যোদ্ধা মহাসুরুঙ্গ খনন করিতে লাগিল। তাহারা বড় বড় চামড়ার থলি পুরিয়া গঙ্গায় মাটি ফেলিত, যেমন মাটি পড়িত, অমনি হাতীগুলা তাহা পায়ে দলিত; গঙ্গার স্রোত ঘোলা হইত, লোকে বলিত, "মহৌষধের আগমনকাল হইতে আমরা নির্ম্মল জল পাইতেছি না, গঙ্গা এখন আবিল জল বহন করিতেছে, ইহার কারণ কি?" মহৌষধের চরেরা বলিত, "মহৌষধের হস্তীসমূহ না কি জলকেলি করিবার কালে কর্দ্দম আলোড়িত করিয়া উপরে তুলে, সেই জন্যই আবিল জল প্রবাহিত হইতেছে।"

বোধিসত্ত্বদিগের অভিপ্রায় সর্ব্বত্রই সিদ্ধ হয়। সেইজন্য সুরুঙ্গের মধ্যস্থ তরুলতাদির মূল এবং প্রস্তরগুলি আপনা হইতে ভূগর্ভে অদৃশ্য হইল। সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গের দ্বার হইল উত্তর পঞ্চাল নগরের মধ্যে; সাত শ লোকে উহা খনন করিল। তাহারা চামড়ার থলিতে মাটি তুলিয়া নগরের মধ্যেই ফেলিত; মাটি ফেলিবামাত্র জল মিশাইয়া তাহা দিয়া প্রাকার নির্ম্মাণ করিত, অন্য কাজও করিত। মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিবার দ্বারও নগরের মধ্যে থাকিল। ঐ দ্বারের উচ্চতা হইল আঠার হাত। উহার কবাটে এমন একটী যন্ত্র ছিল যে, একটী মাত্র ভুমনীর উপরে থাকিয়াই উহা বন্ধ হইত। মহাসুরুঙ্গের দুই পাশ ইট দিয়া গাঁথা হইল এবং সেই ইটের উপর চূণকাম করা হইল। মাথার দিক্ তক্তা দিয়া ছাওয়াইয়া তক্তাগুলির তলদেশ মাটি দিয়া[১] লেপাইয়া তাহাতে শাদা রং দেওয়া হইল। এই মহাসুরুঙ্গে সর্ব্বশুদ্ধ আশীটা বড় দরজা এবং চৌষট্টিটা ছোট দরজা থাকিল। সকল দরজাই যন্ত্রযুক্ত ছিল এবং কবাটগুলি এক একটী মাত্র ভুমনীর উপর ঘুরিয়া খুলিত ও বন্ধ হইত। দুই পাশে বহুশত দীপালয় ছিল; সেগুলিও যন্ত্রযুক্ত ছিল; একটী খুলিলে সবগুলি খুলিত, একটা বন্ধ করিলে সবগুলি বন্ধ হইত। পার্শ্বদ্বয়ে আরও ছিল এক শত এক জন রাজার জন্য শয়নকক্ষ; প্রত্যেক কক্ষতল চিত্র আভরণে মণ্ডিত ছিল; উহার মধ্যভাগে সমুচ্ছ্রিত শ্বেতচ্ছত্র, উৎকৃষ্ট শয্যা, শয্যার পার্শ্বে সিংহাসন এবং একটী পরমসুন্দরী নারীমূর্ত্তি। হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিলে সেই মূর্ত্তি যে মানুষী নয়, ইহা বুঝা যাইত না। সুনিপুণ চিত্রকরেরা সুরুঙ্গের অভ্যন্তরে উভয় পার্শ্বে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। তাহাদের চিত্র কৌশলে শক্রের বিভূতি, সুমেরুর চতুষ্পার্শ, সাগর, মহাসাগর, চতুর্ম্মহাদ্বীপ, হিমালয়, অনবতপ্ত হ্রদ, মনঃশিলাতল, চন্দ্র, সূর্য্য, চাতুর্ম্মহারাজিকাদি ষট্‌কামস্বর্গ এবং তাহাদের নানাবিধ অংশ—সমস্তেরই প্রতিকৃতি সেই মহাসুরুঙ্গে দেখা যাইত। সুরুঙ্গের ভূতল রজতশুভ্র বালুকায় আস্তৃত ছিল; উপরে প্রস্ফুটিত কমলসমূহ, উভয় পার্শ্বে নানাবিধ বিপণি; মধ্যে মধ্যে গন্ধমাল্য ও পুষ্পমাল্য প্রলম্বিত। ফলতঃ সমস্ত সুরুঙ্গটা দেবরাজের সুধর্ম্মা সভার ন্যায় সমলঙ্কৃত হইল।

মহাসত্ত্ব গঙ্গার উজানে যে তিন শ সূত্রধার পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও তিন শত নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া সেগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া ঠিক ঠাক্ করিল এবং গঙ্গাপথে অবতরণ করিয়া মহাসত্ত্বকে সংবাদ দিল। তিনি নূতন নগরের অধিবাসীদিগের ব্যবহারার্থ ঐ সকল দ্রব্য লইয়া গেলেন এবং নৌকাগুলি কোন গুপ্তস্থানে রাখাইয়া বলিলেন, "আমি যখন আদেশ করিব, তখন লইয়া আসিবে।" নূতন নগরে উদক পরিখা, অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ প্রাকার, তোরণ, অট্টালক, রাজার প্রাসাদসমূহ, হস্তিশালা, পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্তই সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইল; মহাসত্ত্ব চারি মাসের মধ্যে মহাসুরুঙ্গ, সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গ, নগর, এই সমুদায়েরই নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলেন এবং এই চারিমাস অতীত হইলে বিদেহরাজকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪১।	বিদেহরাজের তরে	প্রাসাদাদি করিয়া নির্ম্মাণ
	দূতমুখে জানাইলা	তাঁরে মহৌষধ মতিমান্
	"আসুন, রাজন, এবে,	বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন
	হয়েছে নির্ম্মিত তব	বাসহেতু সুন্দর ভবন।"]

দূতের কথা শুনিয়া বিদেহরাজ মহানন্দে বহু অনুচরসহ উত্তর পঞ্চালাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১। মূলে 'উল্লোক মত্তিকায়' আছে। 'উল্লোক' শব্দের অর্থ নিশ্চয় করা কঠিন; গদির নীচে এক প্রকার কাপড় খাটাইয়া করা হয়; তাহাকে 'উল্লোক' বলিত। আমার মনে হয় ঐরূপ কাপড়ে মাটি মাখাইয়া তক্তার তলদেশে দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহাদির সময়ে আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে বরণের কুলা চিত্র করা হইত, তাহার সম্বন্ধে রমণীরা এই উপায়ে প্রয়োগ করিতেন। তাঁহারা প্রথমে একখানা ন্যাকড়ায় এঁটেল মাটি মাখিয়া উহা কুলায় লাগাইতেন; পরে তাহার উপর দুই এক পোঁচ মাটির লেপ দিয়া জমি সমান করিতেন; শেষে খড়ির পোঁচ দিয়া তাহার উপর চিত্র করা হইত।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫০। শুনিয়া দূতের বাণী চতুরঙ্গ বলসহ
করিলা প্রয়াণ নরমণি মিথিলার
দেখিতে সমৃদ্ধিমতী কাম্পিল্যের রাজধানী,
অনন্ত বাহনে সমাকীর্ণ পথ যার।]

বিদেহরাজ যথাকালে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন, মহাসত্ত্ব প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বনির্ম্মিত নগরে লইয়া গেলেন। তিনি সেখানে উৎকৃষ্ট প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সায়াহ্নকালে নিজের আগমন জানাইবার জন্য চূড়নীর নিকট দূত পাঠাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫১। কাম্পিল্যে পৌঁছিয়া ভূপ জানাইলা ব্রহ্মদত্তে,
"আসিয়াছি আমি তব বন্দিতে চরণ;
৫২। সাজায়ে স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তব
কন্যা মোরে কর দান সহ দাসীগণ।"]

দূতের কথা শুনিয়া চূড়নী মহা সন্তোষ লাভ করিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'এখন আমার শত্রু কোথায় পলাইবে? তাহাদের দুই জনেরই মাথা কাটিয়া জয়পানোৎসব করিব।' কিন্তু মুখে কেবল হর্ষের চিহ্ন দেখাইয়া তিনি দূতের সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং বলিলেন,

৫৩। স্বাগত হে বিদেহের নৃপতিপুঙ্গব পাইলাম প্রীতি বড় আগমনে তব।
শুভদিন, শুভক্ষণ করহ নির্ণয় কন্যা সম্প্রদান আমি করিব নিশ্চয়।
থাকিবে সর্ব্বাঙ্গে তার স্বর্ণ-আভরণ, কত দাসী সঙ্গে তার করিবে গমন।[১]

ইহা শুনিয়া দূত বিদেহরাজের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, "মহারাজ, ব্রহ্মদত্ত বলিয়াছেন যে, এই মঙ্গলক্রিয়ার উপযুক্ত শুভলগ্ন কখন হইবে, তাহা জানুন, তিনি আপনাকে ঐ লগ্নে কন্যাদান করিবেন।" বিদেহরাজ পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "অদ্যই শুভলগ্ন আছে।"

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫৪। জানিতে চাহিলা তবে রাজা বিদেহের, কখন হইবে শুভ লগ্ন বিবাহের?
শুভ লগ্ন হল স্থির, অমনি তখন চূড়নী-সকাশে দূত করিলা প্রেরণ।
৫৫। "শুভদিন শুভক্ষণ করিয়াছি আজ(ই) স্থির"—
দূত-মুখে আবার করিলা বিজ্ঞাপন
"সাজায়ে স্বর্ণালঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তব
কন্যা মোরে কর দান সহ দাসীগণ।"]

চূড়নী রাজা বলিয়া পাঠাইলেন,

৫৬। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী হবে এবে ভার্য্যা তব
সুবর্ণে মণ্ডিতা, অনুগতা দাসীগণে
তোমায়, বিদেহনাথ, নিশ্চয় করিব আমি
অবিলম্বে কন্যা সম্প্রদান হৃষ্টমনে।

এই গাথা বলিয়া চূড়নী রাজা 'এখনই পাঠাইতেছি', 'এখনই পাঠাইতেছি' এইরূপ মিথ্যাকথা বলিয়া

১। বিদেহরাজ যেন তাঁহার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন, ব্রহ্মদত্ত এইভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই গাথাটী বলিলেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দূত গিয়া বিদেহরাজকে এই কথাগুলি শুনাইবে।

সেই এক শত এক জন রাজাকে সঙ্কেত দ্বারা জানাইলেন, 'আপনারা সকলে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়া নগর হইতে নির্গত হউন, আজ দুই জন শত্রুরই শিরশ্ছেদ করিয়া জয়পানোৎসব করা যাইবে।' এই আদেশ পাইয়া রাজারা নগর হইতে বাহির হইলেন; চূড়নী নিজে বাহির হইবার কালে তাঁহার মাতা তলতাদেবী, অগ্রমহিষী নন্দাদেবী, পুত্র পঞ্চালচণ্ড এবং কন্যা পঞ্চালচণ্ডী, এই চারিজনকে অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদিগের সহিত প্রাসাদের মধ্যে রাখিয়া যাত্রা করিলেন।

বিদেহরাজের সঙ্গে যে সকল যোদ্ধা আসিয়াছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে প্রচুর অন্নপানাদি দিয়া তুষ্ট করিলেন। কেহ সুরা পান করিতে লাগিল, কেহ মৎস্য মাংস খাইতে লাগিল, কেহ বা দূরপথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। বিদেহরাজ নিজে সেনকাদি পণ্ডিতদিগকে লইয়া এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া প্রাসাদের অলঙ্কৃত মহাতলে বসিয়া রহিলেন। এদিকে চূড়নী রাজা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা নূতন নগরটাকে চারি পঙ্‌ক্তিতে বেষ্টন করিলেন, এই চারি পঙ্‌ক্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী অংশত্রয়ে কোন সেনা থাকিল না, সেখানে বহু শত সহস্র লোকে উল্কা জ্বালিয়া অবস্থিত হইল। ব্রহ্মদত্ত অরুণোদয় কালেই নগর অধিকার করিবেন, এই ভাবে সেনা সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। তাহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব নিজের তিন শত যোদ্ধাকে বলিলেন, 'তোমরা সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গপথে গিয়া ব্রহ্মদত্তের মাতা, অগ্রমহিষী, পুত্র ও কন্যাকে লইয়া ঐ পথেই আনয়নপূর্ব্বক মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিবে; কিন্তু মহাসুরুঙ্গের নির্গমদ্বার খুলিবে না; আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় উহার মধ্যেই থাকিবে; আমরা যখন আসিব, তখন তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া নির্গমদ্বারের নিকটস্থ মহাবিশাল প্রাঙ্গণে লইয়া যাইবে।" তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গ দিয়া অগ্রসর হইল; মহাসোপানতলে যে তক্তার মঞ্চ ছিল, তাহা খুলিল, সোপানপাদমূলে, সোপান শীর্ষে ও মহাতলে যে সকল প্রহরী এবং কুব্জাদি দেখিতে পাইল, সকলকে ধরিয়া তাহাদের হাত পা বান্ধিল, মুখ চাপা দিল, যেখানে যেখানে গুপ্তস্থান দেখিল, সেই সেই খানে তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিল, রাজার জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত ছিল, তাহার কিছু খাইল, যে সকল দ্রব্য সম্মুখে পাইল সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং প্রাসাদোপরি আরোহণ করিল। তখন তলতা দেবী, কি জানি কি ঘটিবে ভাবিয়া, নন্দাদেবী এবং রাজপুত্র ও রাজকন্যার সহিত এক শয্যায় শুইয়া ছিলেন। মহাসত্ত্বের যোদ্ধারা প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে গিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিল। তলতা বাহির হইয়া বলিলেন, 'কি জন্য ডাকিতেছ, বাপু সকল?' তাহারা বলিল, "দেবি, আমাদের রাজা বিদেহরাজকে এবং মহৌষধকে বধ করিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপের একাধীশ্বর হইয়াছেন এবং এক শত এক জন রাজার সহিত মহাসমারোহে মহাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আপনাদের এই চারিজনকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজমাতা ও রাজমহিষী প্রভৃতি প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সোপানপাদমূলে দাঁড়াইলেন; বোধিসত্ত্বের লোকেরা তাঁহাদিগকে লইয়া সঙ্কীর্ণ সুরুঙ্গে প্রবেশ করিল। তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা এতকাল এখানে বাস করিতেছি; কিন্তু এ পথে ত কখনও অবতরণ করি নাই?" বোধিসত্ত্বের লোকেরা বলিল, "এ পথ সর্ব্বদা চলিবার জন্য নহে; এটা মঙ্গলবীথি; আজ মঙ্গলোৎসব হইতেছে বলিয়া রাজা আপনাদিগকে এই পথে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।" রাজমাতা, রাজমহিষী প্রভৃতি একথা বিশ্বাস করিলেন। তখন এক দল তাঁহাদের চারিজনকে লইয়া চলিল; এক দল ফিরিল এবং রাজভবনের কোষাগার খুলিয়া ইচ্ছামত বহুমূল্য স্বর্ণমণি প্রভৃতি লইয়া গেল। এদিকে বন্দী চারিজন অগ্রসর হইয়া মহাসুরুঙ্গে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার দেবভবনের ন্যায় শোভা দেখিয়া ভাবিলেন, 'রাজার জন্যই বোধ হয় এস্থানটী এমন সুন্দর ভাবে সাজাইয়াছে।' বোধিসত্ত্বের লোকে ক্রমে তাঁহাদিগকে গঙ্গার অনতিদূরে লইয়া গিয়া সুরুঙ্গের মধ্যেই একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিল, কয়েকজন সেখানে পাহারা দিতে লাগিল এবং কয়েকজন গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইল যে, রাজমাতা, রাজমহিষী প্রভৃতিকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহাদের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।' তিনি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া বিদেহরাজের নিকট গিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। কামাতুর রাজা ভাবিতেছিলেন, 'এখনই বুঝি ব্রহ্মদত্ত তাঁহার কন্যাকে পাঠাইবেন, এই বুঝি ব্রহ্মদত্ত তাঁহার কন্যাকে পাঠাইতেছেন।' তিনি পল্যঙ্ক হইতে উঠিয়া বাতায়নপথে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, বহু শত সহস্র উল্কার আলোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং অসংখ্য যোদ্ধা নূতন নগরটা বেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার মহাভয় জন্মিল; ব্যাপার কি, এ সম্বন্ধে তিনি পণ্ডিতদিগের (সেনকাদির) সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,

৫৭। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি— ধর্ম্মধারী যোধগণ
রয়েছে নগর এই করিয়া বেষ্টন;
জ্বলিতেছে উল্কা কত বল ত, পণ্ডিতগণ,
কি হেতু হয়েছে এই মহা আয়োজন?

ইহা শুনিয়া সেনক বলিলেন, "কোন চিন্তার কারণ নাই। বহু বহু উল্কা দেখা যাইতেছে, বোধ হয় রাজা আপনাকে দান করিবার জন্য কন্যা লইয়া আসিতেছেন।" পুক্কুশও বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন, আপনার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য ব্রহ্মদত্ত বোধ হয় দেহরক্ষিগণ লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।" এইরূপে যাঁহার মনে যেটা ভাল লাগিল, পণ্ডিতেরা সেই মত উত্তর দিলেন। কিন্তু রাজা শুনিতে পাইলেন, লোকে আদেশ দিতেছে, "অমুক স্থানে সেনা থাকুক, অমুক স্থানে রক্ষী স্থাপন কর, সকলে সতর্ক ভাবে স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্য্য কর" ইত্যাদি। ইহাতে এবং সুসজ্জিত সেনা দেখিয়া তিনি মরণভয়ে ভীত হইলেন এবং মহৌষধ কি বলেন শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,

৫৮। হস্তি অশ্ব রথ-পত্তি বর্ম্মধারিগণ রয়েছে নগর এই করিয়া বেষ্টন
জ্বলিতেছে উল্কা কত বলত পণ্ডিত করিবে কি আমাদের ইহারা অহিত?

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই মূর্খ রাজাকে একটু ভয় দেখান যাউক, তাহার পর আমার ক্ষমতা দেখাইয়া ইহাকে আশ্বাস দেওয়া যাইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন।

৫৯। চূড়নীর মহাসেনা দিতেছে পাহারা
না পার যাহাতে যেতে পলাইয়া তুমি,
ঘোর শত্রু ব্রহ্মদত্ত তোমার রাজন্
প্রভাতে তোমার সেই করিবে নিধন

ইহা শুনিয়া সকলেই মরণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাজার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, মুখে লালানিঃসরণ বন্ধ হইল শরীরে দাহ জন্মিল। তিনি মরণভয়ে পরিবেদন করিতে করিতে দুইটি গাথা বলিলেন।—

৬০। কাঁপিছে হৃৎপিণ্ড মোর শুকাইছে মুখ
কিছুতেই না পাই স্বস্তি অগ্নিদগ্ধ করি
রেখেছে প্রখর রৌদ্রে কেহ যেন মোরে

৬১। কামারের উল্কাবৎ[1] হৃদয় আমার—
অন্তরে ভীষণ জ্বালা করিতেছি ভোগ
বাহিরে লক্ষণ তার কিন্তু কিছু নাই।

রাজার পরিবেদন শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, এই মূর্খ রাজা অন্য দিন আমার কথা মত কাজ করে না, আজ ইহাকে আরও একটু নিগৃহীত করিব। তিনি বলিলেন,

৬২। কামমত্ত সুমন্ত্রণাগ্রহণ বিমুখ
তুমি ভূপ। পণ্ডিতেরা করুন এখন
উদ্ধার তোমায় এই সঙ্কট হইতে।

৬৩। আত্মপ্রীতিরত হয়ে রাজারা যখন
না শুনেন সুমন্ত্রণা হিতৈষী মন্ত্রীর
পড়েন বিপদে তাঁরা মূঢ় মৃগ যথা
না বিচারি ভালমন্দ পড়ে গিয়া ফাঁদে।

৬৪। বলেছিনু পূর্ব্বে আমি কর ত স্মরণ
মাংসে আচ্ছাদিত বক্র অংশ বড়িশের
লোভবশে মীন যথা না পেয়ে দেখিতে
করে গ্রাস বুঝে না ক মৃত্যু এতে হবে

৬৫। সেইরূপ মহারাজ কামবশে তুমি
চূড়নীর কন্যারূপ 'চারে' মুগ্ধ হয়ে
দেখিতে না পাইতেছ সম্মুখে বিপদ্।

৬৬। উত্তর পঞ্চালে যদি করহ গমন,
অচিরে হইবে তব প্রাণান্ত নিশ্চয়।
পতিত মনুষ্যপথে হরিণের মত
মহাভয় উপস্থিত হইবে তোমার।"[2]

৬৭। অঙ্কস্থিত সর্পবৎ অমাত্য অসৎ[3]
দংশে পালকেরে, নৃপ ; প্রাজ্ঞ সে কারণ,
অসাধুর সঙ্গে মৈত্রী করে না ক'খন।
অসাধুসংসর্গ হয় দুঃখের নিদান।

১। উল্কা — হাপর (furnace)।

২। ৬৪, ৬৫, ৬৬ সংখ্যাযুক্ত গাথা তিনটী ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ গাথারই পুনরুক্তি।

৩। কৈবর্ত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৬৮। শীলবান্, শাস্ত্রবিৎ বলি জানে যারে,
তার(ই) সঙ্গে করে প্রাজ্ঞ মিত্রতা স্থাপন।
সাধুসঙ্গ চিরদিন সুখের নিদান।

রাজা পূর্ব্বে মহাসত্ত্বকে যে গালি দিয়াছিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে আর কখনও সেরূপ কথা না বলেন, এই উদ্দেশ্যে মহাসত্ত্ব তাহা উল্লেখ করিয়া তাহাকে আরও নিগৃহীত করিলেন ঃ—

৬৯। "মূঢ় তুমি, মহারাজ ; বধিরের মত
না শুনিলে, দিলাম যে হিত উপদেশ।
লাঙ্গলের মুষ্টি ধরি বর্দ্ধিত যে জন,
কি রূপে সে পাবে বুদ্ধি অন্যের মতন?

৭০। দিলা কত গালি মোরে, বলিলে তখন,
গলা ধরি বহিস্কৃত এ রাজ্য হইতে
এখন(ই) করহ এরে। অহো কি আস্পর্দ্ধা।
বলে কি না হবে যাহা মম অন্তরায়
ব্রহ্মদত্ত কন্যারূপ রতন লভিতে।"[১]

মহারাজ, আমি ত গৃহপতিপুত্র। সেনকাদি পণ্ডিতেরা আপনার হিতাসাধনোপায় যেরূপ জানেন, আমি তাহা কিরূপে জানিব? উপস্থিত ব্যাপার আমার বুদ্ধির অগোচর; আমি কেবল গৃহপতিদিগের বিদ্যা জানি। উপস্থিত ব্যাপারে কি কর্ত্তব্য, সেনকাদিই তাহা ভাল বুঝেন। তাঁহারা সুপণ্ডিত ; তাঁহারাই আজ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী-পরিবৃত আপনাকে উদ্ধার করুন। বরং গলাধাক্কা দিয়া আমাকে তাড়াইতে আজ্ঞা দিন। এখন আমার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন, মহারাজ?" মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপে মনের সাধে ভর্ৎসনা করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি যে দোষ করিয়াছি, মহৌষধ কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছে ; এইরূপ বিপদ্ যে ঘটিবে মহৌষধ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সেই জন্যই এ আমাকে এত ভর্ৎসনা করিতেছে। কিন্তু এ যে এতদিন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়াছিল, ইহা অসম্ভব ; এ নিশ্চয় আমার রক্ষার উপায় করিয়া রাখিয়াছে।' ইহা চিন্তা করিয়া রাজা দুইটি গাথায় মহাসত্ত্বকে ভর্ৎসনা করিলেন ঃ—

৭১। পণ্ডিতেরা মহৌষধ, খোঁচা নাহি দেন
অতীতের কথা তুলি; তুমি তবে কেন
বাক্যবাণে বিদ্ধিতেছ হৃদয় আমার?
রজ্জুবদ্ধ অশ্ববৎ আমি হে এখন।
প্রতোদকণ্টকে ক্ষত কর কেন আর?

৭২। উদ্ধারের পথ যদি পাও নিরখিতে
কিংবা কি উপায়ে রক্ষা হইবে জীবন
আমা সবাকার এবে তাহাই নির্দ্দেশ
কর, বৎস যাও ভুলি পূর্ব্বের সে কথা।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, রাজা ত মহামূর্খ। কে ভাল, কে মন্দ, তাহা ইহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ইঁহাকে আরও একটু কষ্ট দিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করা যাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন।

৭৩। উদ্ধার। দুষ্কর, ভূপ; অসম্ভব অতি
মানুষের সাধ্যাতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারসাধন তব করিতে আমার
নাই শক্তি ; কর যাহা ভাল বুঝ নিজে।

৭৪। ঋদ্ধিমান্, সুবিখ্যাত হস্তী কোন কোন
অন্তরিক্ষ পথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন হস্তী থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।[২]

৭৫। ঋদ্ধিমান্ সুবিখ্যাত অশ্ব কোন কোন
অন্তরিক্ষপথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন অশ্ব থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাঁহারাই পারে এবে তাঁরে।[৩]

৭৬। ঋদ্ধিমান্ মহাবল পক্ষী কোন কোন
অন্তরিক্ষপথে সদা পারে বিচরিতে।
হেন পক্ষী থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।[৪]

৭৭। বুদ্ধিমান্, সুবিখ্যাত যক্ষ কোন কোন[৫]
অন্তরিক্ষপথে না কি পারে বিচরিতে।
হেন যক্ষ থাকে যদি কোন নৃপতির,
উদ্ধারিতে তাহারাই পারে এবে তাঁরে।

৭৮। উদ্ধার। দুষ্কর ইহা, অসম্ভব অতি ;
মানুষের সাধ্যাতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারসাধন তব করিতে আমার
অন্তরিক্ষপথে, ভূপ, শক্তি কোন নাই।

১। ২১শ গাথারই পুনরুক্তি।

২। টীকাকার বলেন, ষড়্দন্ত ও উপোসথকুলজ হস্তীরা এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট।

৩। টীকাকার বলেন, বলাহকাশ্বগণ এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট।

৪। যেমন গরুড় ও সুপর্ণ

৫। 'সাখাগরাদয়ো' — টীকাকার।

ইহা শুনিয়া রাজার মুখে আর কথা সরিল না। অনন্তর সেনক ভাবিলেন 'এক মহৌষধ ভিন্ন রাজার বা আমাদের, কাহারও কোন উদ্ধারকর্ত্তা নাই। রাজা কিন্তু ইঁহার কথা শুনিয়া এমন ভয় পাইয়াছেন, যে তাঁহার মুখ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। অতএব আমিই পণ্ডিতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি দুইটি গাথা বলিলেন ঃ—

৭৯। মহার্ণবে ভগ্নপোত নৌ যাত্রী যখন
কোন্ দিকে তীরভূমি, না পেয়ে দেখিতে
যে দিকে চালায় ঊর্ম্মি সেই দিকে যায়
এরূপে চলিয়া শেষে লভিলে কোথাও
দাঁড়াবার স্থান তার কি সুখ তখন।

৮০। সেরূপ রাজার, আর আমা সবাকার
তুমি একা, মহৌষধ, দাঁড়াবার স্থান।
শ্রেষ্ঠ তুমি আমাদের মন্ত্রিগণ মাঝে;
নাই অন্য কার(ও) সাধ্য দুঃখ ঘুচাইতে।

অতঃপর সেনককে ভর্ৎসনা করিয়া মহাসত্ত্ব একটি গাথা বলিলেনঃ—

৮১। উদ্ধার! দুষ্কর ইহা; অসম্ভব অতি
মানুষের সাধ্যাতীত উদ্ধার এখন।
উদ্ধারিতে কিছু মাত্র সাধ্য মোর নাই।
করহ, সেনক, তুমি উপায় চিন্তন।

রাজা নিষ্কৃতিলাভের উপায় চাহিতেছিলেন; কিন্তু তাহা পাইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্বের সহিত তাঁহার আর বাক্যালাপ করিবার সাধ্য ছিল না বলিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সেনক হয় ত কোন উপায় জানিতে পারেন।' এই জন্য তিনি সেনককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,

৮২। বলি যাহা, শুন সবে; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি সেনকে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?

সেনক ভাবিলেন, 'রাজা উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শোভন হউক বা না হউক, একটা উপায় বলা যাউক।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,

৮৩। নগরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমরা
করিব প্রয়োগ অগ্নি প্রতি বাসগৃহে;
শস্ত্রহস্তে তার পর কাটি পরস্পরে
সত্বর ত্যজিব প্রাণ আমরা সকলে।
ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,
এ দুঃখ কাহার(ও) ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।

সেনকের পরামর্শ শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি মনে মনে বলিলেন, "তোমার স্ত্রীপুত্রদিগের জন্যই এইরূপ চিতার ব্যবস্থা কর।" অনন্তর তিনি পুক্কুশাদিকেও প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারাও স্ব স্ব প্রজ্ঞার অনুরূপ নিতান্ত নির্ব্বোধের মত উত্তর দিলেন। রাজার প্রশ্ন এবং পণ্ডিতদিগের উত্তর এইভাবে কথিত হইয়া থাকে ঃ—

৮৪। "বলি যাহা, শুন সবে ; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি পুক্কুশে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৫। "ত্যজিব এখন(ই) প্রাণ করি বিষ পান।
ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,
এ দুঃখ কাহার(ও) ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।"

৮৬। "বলি যাহা শুন সবে; মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি কবীন্দ্রে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৭। "উদ্বন্ধনে, কিংবা পড়ি প্রপাত হইতে
ত্যজিব জীবন এবে আমরা সকলে।
ব্রহ্মদত্ত বধিবে যে তিল তিল করি,
এ দুঃখ কাহার(ও) ভাগ্যে নাহি ঘটে যেন।"

৮৮। "বলি যাহা, শুন সবে, মহাভয় এবে
হইয়াছে উপস্থিত আমা সবাকার।
জিজ্ঞাসি দেবেন্দ্রে আমি, এ ঘোর সঙ্কটে
তাঁর মতে কি করিলে পাব পরিত্রাণ?"

৮৯। "নগরের দ্বাররুদ্ধ করিয়া আমরা
করিব প্রয়োগ অগ্নি প্রতি বাসগৃহে,
শস্ত্রহস্তে তার পর কাটি পরস্পরে
সত্বর ত্যজিব প্রাণ আমরা সকলে।
নাই শক্তি আমাদের কাহার(ও), রাজন্,

করিতে মুক্তির কোন পথ নির্দ্ধারণ।
প্রজ্ঞাবলে মহৌষধ কিন্তু অনায়াসে
পারেন করিতে ত্রাণ আমা সবাকারে।"

দেবেন্দ্র ভাবিলেন, "রাজা করিতেছেন কি? সম্মুখে অগ্নি রহিয়াছে, অথচ তিনি খদ্যোতে ফুৎকার দিতেছেন! এখন এক মহৌষধ ভিন্ন কি রাজার, কি আমাদের, কোন ত্রাণকর্ত্তা নাই। রাজা কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া এমন ভয়বিহ্বল হইয়াছেন যে, তাঁহার সঙ্গে আর কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাদিগকে প্রশ্ন করিতেছেন! আমরা ইহার কি জানি?" ইহা চিন্তা করিয়া এবং অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সেনক যাহা বলিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই বলিয়া তাহাতে চারিটী চরণ যোগ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি মহৌষধের গুণ বর্ণন করিলেন ঃ—

৯০। আমার যে অভিপ্রায়, করি নিবেদন ঃ—
আমরা সকলে মিলি করি অনুরোধ
মহাপ্রাজ্ঞ মহৌষধে, 'কর রক্ষা তুমি
অনুরুদ্ধ হয়ে যদি না পারেন তিনি
অবলীলাক্রমে রক্ষা করিতে সকলে,
এই মাত্র দেখালেন সেনক যে পথ,
সে পথে চলিয়া মোরা ত্যজিব জীবন।

রাজা ইহা শুনিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি বোধিসত্ত্বের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না; অথচ তিনি শুনিতে পারেন এইভাবে পরিদেবন লাগিলেন ঃ—

৯১। কদলি তরুর সার খুঁজিলে না কভু পাওয়া যায়;
তেমতি প্রশ্নের মোর উত্তর না পাইলাম, হায়।
৯২। শাল্মলি তরুর সার খুঁজিলে না কভু পাওয়া যায়;
তেমতি প্রশ্নের মোর উত্তর না পাইলাম, হায়।
৯৩। অস্থানে করেছি বাস; অমাত্যেরা অপদার্থ অতি,
সকল বিষয়ে অজ্ঞ, সকলেই মূর্খ, মূঢ়মতি।
নিরুদক স্থানে বাস করে যদি কুঞ্জর কখন,
শত্রুবশে পড়ে সেই, মোর(ও) এবে দুর্দ্দশা তেমন।
৯৪। কাঁপিছে হৃদপিণ্ড মোর; শুকাইছে মুখ;
কিছুতে না পাই স্বস্তি; অগ্নিদগ্ধ করি
রেখেছে প্রখর রৌদ্রে যেন কেহ মোরে।
৯৫। কামারের উল্কাবৎ হৃদয় আমার;
অন্তরে ভীষণ জ্বালা করিতেছি ভোগ;
বাহিরে লক্ষণ তার কিন্তু কিছু নাই।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব বুঝিলেন 'রাজা অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়াছেন; এখন তাঁহাকে আশ্বাস না দিলে হয় ত তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবে ও প্রাণান্ত ঘটিবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৯৬। অর্থদর্শী, সুধীবর, প্রাজ্ঞ মহৌষধ
বিদেহ-রাজের দুঃখ হেরি, কৃপাবশে
এরূপ আশ্বাস তাঁরে দিলেন তখন ঃ—]

৯৭। নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়; আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
রাহুগ্রস্ত চন্দ্র পায় মুক্তি যে প্রকার, সেই মত মুক্তিলাভ হইবে তোমার।
৯৮। নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়, আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
রাহুগ্রস্ত সূর্য্য পায় মুক্তি যে প্রকার, সেই মত মুক্তিলাভ হইবে তোমার।
৯৯। নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়, আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
পঙ্কমগ্ন নাগে লোকে তুলে যে প্রকারে সেরূপে উদ্ধার আমি করিব তোমারে।
১০০। নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়; আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
দুর্দ্দশা পেটিকাবদ্ধ সর্পের যেমন, তোমার(ও) সে দুর্দশা, আমি করিব মোচন।

১০১। নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়; আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
জালবদ্ধ মীনের দুর্দ্দশা যে প্রকার, তোমার(ও) তাদৃশী। আমি করিব উদ্ধার।
১০২। নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়; আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
নিশ্চয় উপায় আমি করিব, রাজন্, যাহাতে পাইবে ত্রাণ সবলবাহন।
১০৩। নাই ভয়, মহারাজ; নাই কোন ভয়, আমিই উদ্ধার তব করিব নিশ্চয়।
করিব পঞ্চালসেনা আমি বিতাড়ন, লোষ্ট্র ক্ষেপি কাকে লোকে তাড়ায় যেমন।
১০৪। প্রজ্ঞায় কি ফল হয়? কোন্ প্রয়োজন বুদ্ধিমান্ অমাত্যে বা করিবে সাধন,
সঙ্কটে পড়িলে প্রভু রক্ষিতে তাঁহায় উপায় করিতে যদি পারা নাহি যায়?

মহাসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, 'এতক্ষণে আমি প্রাণ পাইলাম।' বোধিসত্ত্ব সিংহনাদ করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। তখন সেনক জিজ্ঞাসিলেন, "পণ্ডিত, আপনি আমাদের সকলকে কি উপায়ে লইয়া যাইবেন, বলুন ত?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে অলঙ্কৃত সুরুঙ্গপথে লইয়া যাইব; আপনারা সজ্জিত হউন।" অনন্তর তিনি যোদ্ধাদিগকে সুরুঙ্গের দ্বারা খুলিতে আজ্ঞা দিলেন ঃ—

১০৫। উঠ হে যুবকগণ, খোল শীঘ্র করি
সুরুঙ্গের দ্বার, আর প্রকোষ্ঠগুলির;
যাবেন বিদেহরাজ সুরুঙ্গের পথে।

যোদ্ধারা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; অমনি সমস্ত সুরুঙ্গ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দেবসভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০৬। পণ্ডিতের ভৃত্যগণ আজ্ঞা পেয়ে তাঁর
খুলিল সুরুঙ্গদ্বার, সার্গল কবাট
রুদ্ধ ও উন্মুক্ত হ'ত যন্ত্রবলে যার।]

যোদ্ধারা সুরুঙ্গদ্বার খুলিয়া মহাসত্ত্বকে জানাইল; তিনি রাজাকে জানাইলেন, "মহারাজ, সময় উপস্থিত; আপনি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করুন।" রাজা অবতরণ করিলেন; সেনক নিজের মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া লইলেন, উত্তরাসঙ্গও খুলিলেন। ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন, "কি করিতেছেন?" সেনক বলিলেন, "পণ্ডিত, সুরুঙ্গপথে যাইতে হইলে শিরোবেষ্টন খুলিয়া দৃঢ়রূপে কচ্ছ বন্ধন করা আবশ্যক।" "সেনক, আপনি ভাবিবেন না যে, এই সুরুঙ্গ দিয়া যাইবার কালে দেহ অবনত করিয়া জানুর উপর ভর দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। যদি হাতীর উপর চড়িয়া যাইতে চান, তবে হাতীতেই চড়ুন; এই সুরুঙ্গ আঠার হাত উঁচু; ইহার দরজা প্রকাণ্ড; আপনার যে ভাবে ইচ্ছা হয়, সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে চলুন।" মহাসত্ত্ব সেনককে রাজার অগ্রে যাইতে দিয়া রাজাকে মধ্যে রাখিলেন এবং নিজে সকলের পশ্চাতে থাকিলেন। ইহার উদ্দেশ্য এই ছিল ঃ— রাজা সুরুঙ্গের শোভা দেখিতে দেখিতে যেন ধীরে ধীরে না চলেন। ঐ সুরুঙ্গের মধ্যে বহুলোকের উপযুক্ত প্রচুর যবাগূ, ভক্ত প্রভৃতি খাদ্য ছিল; লোকে যখন সেইগুলি খাইতে খাইতে ও পান করিতে করিতে এবং সুরুঙ্গটী দেখিতে দেখিতে, যাইবে, তখন মহাসত্ত্ব পশ্চাদ্দেশ হইতে রাজাকে শীঘ্র শীঘ্র চলিতে উৎসাহিত করিবেন। রাজা দেবসভার ন্যায় সুসজ্জিত সুরুঙ্গ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০৭। সর্ব্বাগ্রে সেনক, মধ্যে সামাত্য ভূপাল;
মহৌষধ সকলের পশ্চাতে থাকিয়া
চলিলেন সে বিচিত্র সুরুঙ্গের পথে।]

বিদেহরাজ উন্মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন জানিয়া বোধিসত্ত্বের যোদ্ধারা চূড়নীর মাতা, মহিষী, পুত্র ও কন্যাকে সুরুঙ্গের বাহিরে লইয়া সেই বিশাল অঙ্গনে রাখিয়া দিল। এ দিকে বিদেহরাজও বোধিসত্ত্বের সহিত সুরুঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজমহিষী প্রভৃতি বিদেহরাজ ও বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারা নিশ্চয় শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন ও যাহারা তাঁহাদিগকে লইয়া আসিয়াছে, তাহারা মহৌষধ পণ্ডিতের লোক। এই কারণে তাঁহারা মরণভয়ে ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন; বিদেহরাজ পাছে

পলায়ন করেন, এই আশঙ্কায় চূড়নী গঙ্গা হইতে মাত্র এক গব্যূতি দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন বন্দিনীদিগের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন একবার তাঁহার বলিতে ইচ্ছা হইল, 'নন্দাদেবীর কণ্ঠস্বর।' কিন্তু পাছে লোকে পরিহাস করিয়া বলে, 'কোথায় আপনি নন্দাদেবীকে দেখিতেছেন?' এই ভয়ে তিনি নীরব রহিলেন। এদিকে মহাসত্ত্ব সেই অঙ্গনে কুমারী পঞ্চালচণ্ডীকে রত্নরাশির উপর বসাইয়া মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বিদেহরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ইঁহারই জন্য আগমন করিয়া ছিলেন; ইনি আপনার অগ্রমহিষী হউন।" অতঃপর তিন শত নৌকা ঘাটে আনীত হইল; রাজা অঙ্গন হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করিলেন; সেনকাদি চারিজন পণ্ডিতও নৌকায় উঠিলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১০৮। সুরুঙ্গ হইতে গিয়া বাহিরে তখন
করেন বিদেহরাজ নৌকা আরোহণ।
উঠিলে নৌকায় তিনি, সুধী মহৌষধ
রাজাকে করিলা এই উপদেশ দান :—

১০৯, ১১০। শ্বশুরস্থানীয় এবে তব, মহারাজ,[1]
ইনি সে পঞ্চাল চণ্ড; সোদরের মত
ইঁহারে বাসিবে ভাল। এই যশস্বিনী
শাশুড়ী তোমার হন; পূজিবে ইঁহারে
মাতৃজ্ঞানে, সসম্মানে সদা সাবধানে।

১১১। ইনি সে পঞ্চালচণ্ডী রাজার নন্দিনী,
পেতে যাঁরে এত ব্যগ্র হয়েছিলে তুমি।
ভার্য্যা এবে ইনি তব; সহবাসে এঁর
ভুঞ্জ সুখ; করিও না কভু অনাদর।

রাজা বলিলেন, "আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার উপদেশ পালন করিব।" (মহাসত্ত্ব রাজমাতার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে তিনি অতিবৃদ্ধা; কাজেই তাঁহার দিকে রাজার কামদৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না)। মহাসত্ত্ব তীরে দাঁড়াইয়াই এই সকল কথা বলিলেন। রাজা মহাসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; নৌকাপথে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "বৎস মহৌষধ, তুমি তীরে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছ!

১১২। শীঘ্র করি উঠ, বৎস, নৌকায় এখন;
তীরে দাঁড়াইয়া কেন বলিতেছ কথা?
বহু কষ্টে দুঃখ হ'তে পেয়েছি নিস্তার;
চল, মহৌষধ, মোরা যাই ত্বরা করি।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমার যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

১১৩। এ নয় ধর্ম্মসঙ্গত, ওহে নরনাথ।
সেনার নায়ক আমি; ছাড়ি সেনা হেথা
পারি কি নিজের মুক্তি করিতে সাধন?

১১৪। এসেছি নগরে ফেলি সেনা আমাদের।
চূড়নীর অনুমতি লয়ে, মহারথ,
লইয়া সে সেনা আমি যেতেছি পশ্চাতে।

আমাদের সেনারা অনেকে দূরদেশ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে; কেহ কেহ বা পান ভোজন করিতেছে। আমরা যে সুরুঙ্গপথে নির্গত হইয়াছি, তাহা কেহ জানে না। আবার কেহ কেহ আমার সঙ্গে এই চারিমাস খাটিয়া পীড়িত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে আমার সাহায্যকারী বহুলোক আছে। আমি ইঁহাদের একটি লোককেও পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। আমি এখান হইতেই ফিরিব, এবং বিনাযুদ্ধে ব্রহ্মদত্তের অনুমতি পাইয়া আপনার সমস্ত সেনাই লইয়া আসিব। আপনি বিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করুন; আমি আপনার গমনপথে হস্তী, রথ প্রভৃতি রাখিয়া দিয়াছি; যাইতে যাইতে যে সকল হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ক্লান্ত হইবে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সামর্থ্যযুক্ত বাহনাদি লইয়া শীঘ্র শীঘ্র মিথিলায় প্রতিগমন করুন।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

---

১। টীকাকার বলেন যে, ব্রহ্মদত্তের অনুপস্থিতিবশতঃ তাঁহার পুত্রকেই বিদেহপতির শ্বশুরস্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

১১৫। অল্প তব সেনাবল; যুঝিবে কেমনে
চূড়নীর সুবৃহৎ বাহিনীর সহ?
সবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে দুর্ব্বল
নিজেই বিনষ্ট হয়, নাহিক সন্দেহ।

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন,

১১৬। অল্প সৈন্য হয় জয়ী সুমন্ত্রণাবলে;
মহাসৈন্য নষ্ট হয় সুমন্ত্রণা বিনা;
পান যদি রাজা মন্ত্রী উপায়কুশল,
একাকী পারেন তিনি বিতাড়িতে রণে
অন্য রাজগণে, যথা উদিত ভাস্কর
রজনীর তমোরাশি করে বিতাড়ন।

অনন্তর মহাসত্ত্ব রাজাকে নমস্কারপূর্ব্বক ''আপনি তবে এখন যাত্রা করুন'' বলিয়া বিদায় দিলেন। 'শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলাম; এই রাজকন্যাকে পাইয়া আমার মনোরথও পূর্ণ হইল' ইহা ভাবিয়া বিদেহরাজ মহাসত্ত্বের গুণ স্মরণ করিয়া প্রীতিবশে ও মনের আনন্দে একটি গাথায় সেনকের নিকট মহৌষধ পণ্ডিতের গুণ কীর্ত্তন করিলেন ঃ—

১১৭। পণ্ডিতের সঙ্গে বাস বড় সুখকর।
হয়েছিনু মোরা সবে শত্রুহস্তগত
অসহায়—পক্ষী যথা আবদ্ধ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন।—মহৌষধ সবে
করিলেন পরিত্রাণ এ মহাসঙ্কটে

ইহা শুনিয়া সেনকও একটি গাথায় মহৌষধের গুণ বর্ণনা করিলেন ঃ—

১১৮। প্রকৃতই, মহারাজ, বড় সুখকর
পণ্ডিতের সঙ্গে বাস; হয়েছিনু মোরা
শত্রুহস্তগত; পক্ষী আবদ্ধ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন যথা অসহায়,
ঠিক সেই মত, হায়। মহৌষধ সবে
করিলেন মুক্ত আজ নিজ প্রজ্ঞাবলে।

বিদেহরাজ নদী পার হইয়া এক যোজন দূরে মহাসত্ত্ব যে গ্রাম স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেখানে পৌঁছিলেন। মহাসত্ত্ব ঐ গ্রামে যে সকল লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা রাজাকে হস্তী, রথ প্রভৃতি বাহন এবং প্রচুর খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিল। এই সকল বাহন পথ চলিতে চলিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন গ্রামান্তরে সেগুলি ফিরাইয়া অন্য বাহনাদি লইয়া রাজা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই উপায়ে এক শত যোজন অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি পরদিন প্রাতঃকালেই মিথিলায় প্রবেশ করিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব সুরুঙ্গদ্বারে গিয়া নিজের কটিদেশ হইতে যে তরবারি প্রলম্বিত ছিল, তাহা খুলিয়া বালি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে রাখিলেন। তাহার পর সুরুঙ্গে প্রবেশ করিয়া তিনি ঐ পথেই নগরে প্রবেশ করিলেন, গন্ধোদকে স্নান করিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেন, এবং 'আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল', ইহা ভাবিতে ভাবিতে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া চূড়নী ব্রহ্মদত্ত সেনা পরিচালনপূর্ব্বক উপকারী নগরের[১] নিকটবর্ত্তী হইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

১১৯। করি অতি সাবধানে নগর বেষ্টন
চূড়নী সমস্ত রাত্রি, সূর্য্যোদয়কালে
অগ্রসর হন উপকারীর নিকট।

১২০, ১২১। পরি মণিময় বর্ম্ম, শর লয়ে হাতে,
বলবান্ ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জরে
আরোহি বলিলা ব্রহ্মদত্ত মহাবল

১। বিদেহরাজের জন্য বোধিসত্ত্ব উত্তর পঞ্চালের নিকটে যে নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, লোকে তাহার 'উপকারী' এই নাম রাখিয়াছিল।

সম্বোধি সে সমাগত যোধগণে, যারা
সুনিপুণ ছিল নানা সমর-কৌশলে।]

সেই সেনার স্বরূপ বর্ণনা ঃ—

১২২। গজসাদী, দেহরক্ষী, রথী, পত্তিগণ—
ধনুর্বেদবিশারদ, বালবেধক্ষম—
সমাগত ছিল তাঁর পতাকার তলে।

ব্রহ্মদত্ত এখন বিদেহরাজকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলেন ঃ—

১২৩। দীর্ঘদন্ত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক, সবল,
আছে যত হস্তী মোর চালাও এখনি;
মর্দ্দন করুক তার সুন্দর নগর,
হয়েছে নির্ম্মিত যাহা বিদেহের তরে।

১২৪। সিতোজ্জ্বল গোবৎসের দন্তের মতন
তীক্ষ্ণ-অগ্র, অস্থিবেধী শায়ক সকল
হউক নিক্ষিপ্ত চাপবেগে মুহুর্মুহুঃ,
পড়ুক এখনি গিয়া এদিকে, ওদিকে।

১২৫। বর্ম্মধারী, মহাবীর্য্য যুবা যোধগণ,
মাতঙ্গের সঙ্গে যারা সমর্থ যুঝিতে,
চিত্রদণ্ডযুক্তায়ুধ ধরি শীঘ্র সবে
হও সম্মুখীন গজগণের শত্রুর।

১২৬। হইয়াছে শ্রেণীবদ্ধ সহস্র সহস্র
শক্তি হেথা, তৈলধৌত ফলক যাদের
ভাস্বর, উজ্জ্বল, জ্বলে শুকতারাসম।

১২৭। অস্ত্রবলে বলীয়ান্, কবচে রক্ষিত,
সংগ্রামে কভু না জানে পলাইতে যারা,
ঈদৃশ, কেয়ূরধারী যোধগণ মম
থাকিতে এখানে, বল, বিদেহের রাজা,
হয় যদি পক্ষী সেই, তবু কি প্রকারে
পারিবে পলাতে এই নগর হইতে?

১২৮। একটি একটি করি বাছিয়া বাছিয়া
এনেছি এখানে ঊনচল্লিশ সহস্র
যোধ, যাহাদের কেহ তুলাকক্ষ নাই।
চায় তারা শুধু বীরবাঞ্ছিত গৌরব।

১২৯। দীর্ঘদন্ত, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক, সজ্জিত,
হের গজগণ মোর, স্কন্ধে যাহাদের
শোভিছে কুমারগণ সুচারুদর্শন

১৩০। পীত-আভরণধারী; পরিয়াছে সবে
পীতবস্ত্র, পীতবর্ণ উত্তর-আসঙ্গ;
শোভে গজস্কন্ধে এরা, শোভা যে প্রকার
ইন্দ্রের নন্দনধামে দেবপুত্রগণ।

১৩১, ১৩২। সুশাণিত, সিতোজ্জ্বল পাঠীনের[১] মত,
বিমল, ভাস্বর, তৈলধৌত, সমধার,
অতিদৃঢ়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহ সুগঠিত[২]
তরবারি ধরিয়াছে নরবীরগণ,
বলবান্ সবে তারা, প্রহারে নিপুণ।

১৩৩। করিতেছে যোধগণ যবে বিবর্ত্তন,
অসির লোহিত কোষ, সুবর্ণে খচিত
উজলিছে সৌরকরে ঝলসি নয়ন,
নিবিড় মেঘের কোলে সৌদামিনী যথা।

১৩৪। অসিচর্ম্মব্যবহারে অতীব নিপুণ,
দৃঢ়মুষ্টিধৃতৎসরু,[৩] এমনি শিক্ষিত,
কাটিতে গজের স্কন্ধ পারে একাঘাতে,—
হেন বর্ম্মী যোধগণ পতাকা লইয়া
হইতেছে প্রধাবিত অরাতি নাশিতে।

১৩৫। ঈদৃশী সেনায় হয়ে বেষ্টিত চৌদিকে
পারে না, বিদেহরাজ, মুক্তি তুমি আজ,
না দেখি তোমার সাধ্য মিথিলায় যেতে।

বিদেহরাজকে এইরূপে তর্জ্জন করিতে করিতে, এবং এখনই তাঁহাকে বন্দী করিব, ইহা ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মদত্ত বজ্রাঙ্কুশদ্বারা হস্তীকে তাড়না করিতে লাগিলেন, এবং ধর, মার, কাট বলিয়া যোধগণকে আদেশ দিতে দিতে প্রবল জলস্রোতের ন্যায় উপকারী নগরের উপরে গিয়া পড়িলেন। কে জানে কি ঘটে, এই আশঙ্কায় মহাসত্ত্বের চরগণ স্ব স্ব অনুচরগণসহ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শারীরকৃত্য সম্পাদনানন্তর

১। পাঠীন = বোয়াল মাছ।

২। মূলে 'সিকায়সময়া' এই পদ আছে। উৎকৃষ্ট লৌহচূর্ণের সহিত মাংস মিশাইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীকে খাইতে দেওয়া হইত এবং ঐ ক্রৌঞ্চের মল দগ্ধ করিয়া যে লৌহচূর্ণ পাওয়া যাইত, তাহা আবার মাংসের সঙ্গে মিশাইয়া আর একটা ক্রৌঞ্চকে খাইতে দেওয়া হইত। একে একে সাতবার এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা যে লৌহ পাওয়া যাইত, তাহা দিয়া লোকে তরবারি গড়িত —ব্রহ্মদেশীয় টীকা।

৩। দৃঢ়মুষ্টিতে ধৃত হইয়াছে ৎসরু (খড়্গের মুঠি) যাহাদিগের দ্বারা।

প্রাতরাশ ভোজনপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইলেন। তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যের কাশীজাত বস্ত্র পরিধান করিলেন, রক্ত কম্বল দ্বারা এক স্কন্ধ আচ্ছাদিত করিলেন, এবং তাঁহার পদোচিত সপ্তরত্নখচিত দণ্ড ধারণপূর্ব্বক সুবর্ণ পাদুকা পরিধান করিলেন। অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী রমণীরা তাঁহার পার্শ্বে চামর ব্যজন করিতে লাগিল। তিনি অলঙ্কৃত প্রাসাদের বাতায়ন উদ্‌ঘাটন করিয়া চূড়নীকে দেখাইয়া একবার এদিকে, একবার তাহার বিপরীত দিকে শক্রলীলায় চঙ্ক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া চূড়নী বিকলচিত্ত হইলেন;— 'এখনই ইহাকে ধরিব' মনে করিয়া হস্তীটীকে আরও তাড়াতাড়ি চালাইতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'বিদেহরাজকে হাতে পাইয়াছি মনে করিয়া এই রাজা এত শীঘ্র ছুটিয়া আসিতেছেন; আমাদের রাজা যে ইঁহার পুত্র ও কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা ইনি জানেন না। আমি ইঁহাকে আমার সুবর্ণদর্পণোপম মুখ দেখাইয়া ইহা জানাইব।' ইহা স্থির করিয়া সেই বাতায়নে থাকিয়াই তিনি মধুর স্বরে চূড়নীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন ঃ—

১৩৬। "কেন ব্রহ্মদত্ত, হেন দ্রুতবেগে করিতেছ গজ পরিচালন তোমার?
হৃষ্টমুখে আসিতেছ; নিশ্চই ভেবেছ মনে, 'পূরিয়াছে কামনা এবার'?;
১৩৭। দাও ফেলি চাপ তব, কর প্রতিসংহরণ চাপ হ'তে ক্ষুরপ্র এখনি;
ছাড় ও সুন্দর বর্ম্ম, বৈদূর্য্যে খচিত যাহা, বৃথা এবে এ সব, নৃমণি।"

ইহা শুনিয়া চূড়নী ভাবিলেন, 'গৃহপতির পুত্রটা আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছে। আজই দেখিয়া লইব, ইহাকে আমি কি দণ্ড দিতে পারি।' তিনি তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,

১৩৮। প্রসন্ন বদন তব; স্মিতমুখে কথা কও;
আমাকে দেখিয়া যেন কিছুমাত্র ভীত নও।
আসন্ন মরণ যবে, সে সময়ে মানুষের
এমন সুন্দর শোভা হয় মুখমণ্ডলের।

তাঁহারা দুজনে এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এই সময়ে ব্রহ্মদত্তের সৈনিকেরা মহাসত্ত্বের লোকাতীত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিল, "আমাদের রাজা মহৌষধ পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।" চল, গিয়া শুনা যাউক, ইঁহারা কি কহিতেছেন?' ইহা বলিতে বলিতে তাহারা তাঁহাদের নিকটে গেল; মহৌষধ রাজার তর্জ্জন শুনিয়া বলিলেন, 'আপনি জানেন না যে, আমি মহৌষধ পণ্ডিত। আমি কিছুতেই আপনাকে আমায় বধ করিতে দিব না। আপনি যে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। আপনি এবং কৈবর্ত্ত যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা ঘটে নাই; আপনারা মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।[১]

১৩৯। বৃথা এ গর্জ্জন তব; মন্ত্রণা তোমার
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ভূপ; সাধ্য নাই তব
বিদেহরাজকে বন্দী করিতে এখন।
নিকৃষ্ট জাতীয় অশ্বে করি আরোহণ
ধরিতে সৈন্ধবে কেহ কভু নাহি পারে।[২]

১৪০। অমাত্য সপরিজন নৃপতি আমার
গঙ্গা পার হয়ে কল্য গিয়াছেন চলি;
পশ্চাতে তাঁহার এবে যাও যদি ছুটি
ঘটিবে দুর্দ্দশা তব, ঘটে যে প্রকার
হংসরাজ-অনুধাবী কাকের, রাজন।"

অতঃপর মহাসত্ত্ব নির্ভীক সিংহের ন্যায় অকুতোভয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিলেন ঃ—

১৪১। কিংশুকের ফুল্লপুষ্প দেখি চন্দ্রালোকে,
ভাবি তাহা মাংসপিণ্ড পশুকুলাধম
শৃগালেরা থাকে তরু করিয়া বেষ্টন
প্রভাতে খাইবে তাহা, এই দুরাশায়।

১৪২। কিন্তু রাত্রি হলে শেষ, উদিলে ভাস্কর
পুষ্প দেখি ভগ্নাশ যেমন তারা হয়,

১৪৩। সেইরূপ তুমি, ভূপ, বেষ্টিলা এ পুরী
বিদেহরাজকে বন্দী করিবার আশে;
ভগ্নাশ হইয়া কিন্তু যাবে এবে ফিরি,
কিংশুক পাদপ ছাড়ি শিবা যথা যায়।

১। অর্থাৎ বিদেহরাজ সত্য সত্যই আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।
২। কৈবর্ত নিকৃষ্টজাতীয় অশ্ব; মহৌষধ উৎকৃষ্টজাতীয় (সৈন্ধব) অশ্ব।

মহাসত্ত্বের ভীতিশূন্য বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, "গৃহপতিপুত্রটা যে বড় জোরে কথা বলিতেছে! বোধ হয়, বিদেহরাজ সত্য সত্যই পলায়ন করিয়াছেন।' এই কারণে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল; তিনি ভাবিলেন, 'পূর্ব্বে এই গৃহপতিপুত্রের কৌশলেই আমরা এমন ভাবে পলায়ন করিয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিতে পারি নাই; এখন আবার ইহারই চক্রান্তে আমার মুষ্টিমধ্যগত মহাশত্রু পলায়ন করিয়া গেল। এবম্প্রকারে এই লোকটা আমার বহু অনিষ্ট করিয়াছে; বিদেহরাজ এবং মহৌষধ এই দুই জনকে যে দণ্ড দিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, এখন একা মহৌষধের জন্যই সেই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি যোধগণকে আজ্ঞা দিলেন,

১৪৪। হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ করিয়া ছেদন
দাও এ ধূর্ত্তকে এবে দণ্ড সমুচিত।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত; কিন্তু এ দুর্ম্মতি
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

১৪৫। কর পাক মাংস এর শূলে চড়াইয়া।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত; কিন্তু এ দুর্ম্মতি
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

১৪৬। বৃষচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম আদি
ভূতলে পাতিয়া লোকে শঙ্কুবিদ্ধ করি
শুকায় যেমন ভাবে, আমিও তেমনি

১৪৭। শক্তিবিদ্ধ করি এরে রাখিব পাতিয়া
ভূতলে, মরিবে সেথা তিল তিল করি।
আমার পরম শত্রু বিদেহের রাজা
হয়েছিল হস্তগত; কিন্তু এ দুর্ম্মতি
কৌশল করিয়া মুক্তি দিয়াছে তাহারে।

ব্রহ্মদত্তের তর্জ্জন শুনিয়া মহাসত্ত্ব স্মিতমুখে চিন্তা করিলেন, 'এই রাজা জানেন না যে, আমি ইঁহার মহিষী ও অন্যান্য পরিজনকে মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছি। এই কারণেই ইনি আমাকে এরূপ দণ্ড দিবার আদেশ দিতেছেন। ক্রোধবশে ইনি আমাকে বাণবিদ্ধ করিতে পারেন, নিজের ইচ্ছামত অন্য দণ্ডও দিতে পারেন; কাজেই ইঁহাকে শোকাভিভূত করিবার প্রয়োজন; যাহাতে ইনি হস্তীপৃষ্ঠেই বিসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, তাহা করিতেছি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

১৪৮। কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর;
পঞ্চালচণ্ডের জন্য ঠিক সেই মত
ব্যবস্থা বিদেহরাজ করিবে নিশ্চয়।

১৪৯। কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর
পঞ্চালচণ্ডীর হস্তপদকর্ণনাসা
ছেদন বিদেহপতি করিবে নিশ্চয়।

১৫০। কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর,
নন্দা মহিষীর জন্য ঠিক সেই মত
ব্যবস্থা বিদেহরাজ করিবে নিশ্চয়।

১৫১। কাট যদি হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ মোর,
দারাপত্যাদির তব হস্তপদ আদি
ছেদন বিদেহপতি করিবে নিশ্চয়।

১৫২। শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডের মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৩। শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর
পঞ্চালচণ্ডীর মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৪। শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর
নন্দামহিষীর মাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৫। শূলে চড়াইয়া মোর মাংস যদি পাক
করাও, হে মূঢ়মতি পঞ্চাল-ঈশ্বর,
তব দারাপত্যমাংস ঠিক সেই মত
করাবে বিদেহরাজ পাক নিঃসংশয়।

১৫৬। শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমির উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
পঞ্চালচণ্ডকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৭। শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমির উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর
পঞ্চালচণ্ডীকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৮। শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমির উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
নন্দা মহিষীকে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।

১৫৯। শক্তিবিদ্ধ করি মোরে ভূমির উপর,
রাখ যদি ফেলি, ওহে পঞ্চাল-ঈশ্বর,
তব দারাপত্যে বিদ্ধ করি সেই মত
রাখিবে ভূতলে ফেলি রাজা বিদেহের।
বিদেহরাজের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণায়
করিয়াছি নির্দ্ধারণ আমি এ উপায়।

১৬০। শত পল ক্ষার দ্বারা করিয়া কোমল,[১]
সেই চর্ম্মে চর্ম্মকার যত্নসহকারে
নিরমে যে ঢাল, তাহা রক্ষে যথা দেহ,
অরাতি-নিক্ষিপ্ত শর করি প্রতিহত,

১৬১। তেমতি আমিও রক্ষি, করি সুখী সদা
যশস্বী বিদেহে; করি দুঃখ তার দূর।
তোমার চক্রান্তরূপ শায়ক, নৃপণি,
করিয়াছি পুনর্ব্বার প্রতিহত আমি।

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহপতিপুত্র বলে কি! আমি ইহাকে যেরূপ দণ্ড দিব, বিদেহরাজও আমার পুত্রদারাদিকে সেইরূপ দণ্ড দিবেন! এ জানে না যে আমি পুত্রদারাদির জন্য যথোচিত রক্ষী নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। এখন মরিবার ভয়ে এ নিশ্চয় প্রলাপ করিতেছে। ইহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজা মনে করিতেছেন যে, আমি তাঁহার ভয়েই এরূপ বলিতেছি। ইঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া দিতেছি।' তিনি বলিলেন,

১৬২। দেখ গিয়া, শূন্য এবে অন্তঃপুর তব।
দারাসুতকন্যামাতা, সবে মোর লোকে
বাহির করিয়া আনি সুরুঙ্গের পথে
করিয়াছি সমর্পণ বিদেহের হাতে।

তখন ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'গৃহপতিপুত্র অতীব দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিতেছে ; আমিও রাত্রিকালে গঙ্গার পার্শ্বে নন্দাদেবীর গলার স্বর শুনিয়াছিলাম। মহৌষধ মহাপ্রাজ্ঞ ; হয় ত এ সত্য কথাই বলিতেছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে মহাশোক জন্মিল ; কিন্তু ধৈর্য্যালম্বনপূর্ব্বক, যেন শোকার্ত্ত হন নাই এইভাবে, প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য একজন অমাত্যকে প্রেরণ করিবার কালে বলিলেন,

১৬৩। যাও অন্তঃপুরে ; গিয়া জান ভালরূপে
সত্য কিংবা মিথ্যা কথা বলিলেন ইনি।

অমাত্য নিজের অনুচরদিগকে লইয়া রাজভবনে গমনপূর্ব্বক দ্বার খুলিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বদ্ধহস্তপাদ ও রুদ্ধমুখ অন্তঃপুর-রক্ষিগণ ও কুব্জবামনাদি নাগদন্তসমূহ হইতে প্রলম্বিত রহিয়াছে, লোকে ভোজনপাত্রাদি খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ভোজনসামগ্রীসকল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, রত্নকোষগুলি খুলিয়া রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছে, শয়নকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং মুক্ত বাতায়নপথে কাক প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত বিচরণ করিতেছে। ফলতঃ সমস্ত প্রাসাদ শ্রীহীন হইয়া লোকপরিত্যক্ত গ্রামবৎ কিংবা শ্মশানভূমিবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহারা ফিরিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিলেন,

১৬৪। সত্য বটে, মহৌষধ বলিলেন যাহা ;
শূন্য অন্তঃপুর তব ; সাগরতীরের
কাকপুরীবৎ[২] তাহা জনহীন এবে।

চূড়নী পুত্র, কন্যা, মহিষী ও মাতা, এই চারিজনের বিয়োগজনিত শোকে কম্পিত হইয়া বলিলেন, "ঐ গৃহপতিপুত্রটাই আমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে।" তিনি মহাসত্ত্বের উপর দণ্ডাহত, আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহাসত্ত্ব রাজার আকারপ্রকার দেখিয়া ভাবিলেন, "এই রাজা মহা যশস্বী ; যদি ইনি ক্রোধবশে মনে করেন, 'দূর হউক ও চারিজন! উহাদিগকে আমি চাই না', তবে ক্ষত্রিয়সুলভ অভিমানবশতঃ আমাকে দণ্ড দিতে পারেন। আচ্ছা, রাজা যেন নন্দাদেবীকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, এই মনে করিয়া যদি আমি তাঁহার রূপ বর্ণনা করি, তবে কেমন হয়? রাজা নন্দার রূপগুণ স্মরণ করিয়া নিশ্চয় ভাবিবেন, 'আমি যদি মহৌষধকে বধ করি, তবে ঈদৃশ স্ত্রীরত্ন হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইব।' অতএব, ভার্য্যার প্রতি স্নেহবশতঃ ইনি আমাকে দণ্ড দিবেন না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাসত্ত্ব আত্মরক্ষার জন্য প্রাসাদে অবস্থিত থাকিয়াই রক্ত-কম্বলাভ্যন্তর হইতে সুবর্ণবর্ণ বাহু বিস্তারপূর্ব্বক, নন্দার নির্গমনপথ দেখাইবার ছলে তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ঃ—

১। মূলে 'ফলসতং চম্মং' আছে। টীকাকার বলেন, 'ফলসতং – ফলসতপ্পমাণং বহু খারে খাদাপেত্বা মুদুভাবং উপনীতং'।

২। মূলে 'কাকপট্টনকং যথা' আছে। কাকপট্টন – যে স্থানে মৎস্যলোভে কেবল কাক বাস করে, অন্য কোন জনপ্রাণী নাই।

১৬৫। এই পথে গিয়াছেন মহিষী তোমার,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, যিনি, মধুরভাষিণী
কলহংসীসমা, যাঁর নিতম্ববিশাল
সুবর্ণপট্টের ন্যায় সুচারুবরণ।

১৬৬। নারীকুলে শ্রেষ্ঠা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,
কৌষেয়বসনা, শ্যামা, নিতম্বে যাঁহার
সুগঠিত সুবর্ণ মেখলা শোভা পায়,
এই পথে তাঁকে, ভূপ, করেছি প্রেরণ।

১৬৭-১৭০।[1] অলক্তরঞ্জিত তাঁর পদযুগলের
আমরি, কি শোভা। মণিমুক্তায় খচিত
হেমমেখলায় চারু নিতম্ব বেষ্টিত।
কাঞ্চনবেদির মধ্যভাগের মতন
ক্ষীণ কটিদেশ,[2] রথ ঈষাগ্রসদৃশ
অগ্রভাগে আকুঞ্চিত দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ।
কুঞ্জরশুণ্ডের মত উরু সুবর্ত্তুল।
হেমন্তের অগ্নিশিখা মানে পরাজয়
রূপের ছটায় তাঁর। শোভে বক্ষঃস্থলে
তিন্দুক ফলের মত গোল স্তনদ্বয়।
নাতিদীর্ঘা, নাতিখর্ব্বা, তন্বী, বিম্বাধরা,
মদিরাক্ষী ;[3] মোহনবিলাসবতী সদা
(যতনে বর্দ্ধিতা ভূজবল্লী[4] যে প্রকার,
কিংবা যথা কেলিশীলা ব্যাঘ্রের পোতিকা
পর্ব্বতের পাদদেশে), পঞ্চাঙ্গকল্যাণী,[5]
নাতিলোমা, অলোমা বা। শোভে রোমরাজি
গিরিনদীবক্ষে যথা বেতস-লতিকা।
কি আর বলিব আমি? প্রকৃতি-বিষয়ে
আদ্যা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সৃষ্টি মহিষী তোমার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নন্দার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিলেন ; তাহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্তের বোধ হইতে লাগিল যেন, তিনি পূর্ব্বে কখনও নন্দাকে দেখেন নাই। তাঁহার মনে অকস্মাৎ প্রবল দাম্পত্য স্নেহের উৎপত্তি হইল। তিনি স্নেহাভিভূত হইয়াছেন জানিয়া মহাসত্ত্ব আর একটী গাথা বলিলেন ঃ—

১৭১। ওহে ব্রহ্মদত্ত, রাজ্যশ্রীবল্লভ,
ঘটিবে যখন নন্দার মরণ।
নন্দা আর আমি, দু'য়ে এক সাথে ;
নিশ্চয় আনন্দ উপজিবে তব,
শমনভবনে করিব গমন
নাই কিছুমাত্র সংশয় তাহাতে।

মহাসত্ত্ব এইভাবে কেবল নন্দারই রূপগুণ বর্ণনা করিলেন, অন্য কাহারও সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। ইহার কারণ এই যে, লোকে প্রিয়া ভার্য্যার প্রতি যেমন আসক্ত, অন্য কাহারও প্রতি সেরূপ নহে। মহাসত্ত্ব কেবল নন্দারই রূপ কীর্ত্তন করিলেন, কেন না তিনি জানিতেন যে, গর্ভধারিণীর কথা মনে পড়িলে সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় গর্ভজ পুত্রকন্যার কথাও মনে পড়িবে। ব্রহ্মদত্তের মাতা অতি বৃদ্ধা বলিয়া তিনি তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। মহাপ্রাজ্ঞ মহাসত্ত্ব যখন মধুরস্বরে নন্দাদেবীর রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন ব্রহ্মদত্ত মনে করিলেন, নন্দা যেন তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা হইয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, 'মহৌষধ ভিন্ন অন্য কেহই নন্দাকে আনিয়া আমায় দিতে পারিবে না।' নন্দাকে স্মরণ করিয়া তিনি শোকার্ত্ত হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কোন চিন্তা নাই ; মহিষী, আপনার পুত্র ও মাতা, এই তিনজনই ফিরিয়া আসিবেন। আমি ফিরিয়া গেলেই ইহার প্রমাণ পাইবেন। আপনি আশ্বস্ত হউন, নরেন্দ্র।" রাজা ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি নিজের রাজধানী সুরক্ষিত করিয়া এত

১। যথাসম্ভব পুনরুক্তি পরিহারের ও সুসঙ্গতিরক্ষার জন্য আমি এই চারিটী গাথা এক করিয়া অনুবাদ করিলাম।

২। তু° — "মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা" — কুমারসং।

৩। মূলে 'পারেবটক্খী' (পারাবতাক্ষী) আছে।

৪। ভূজবল্লী বা ভুজঙ্গবল্লী — পানের গাছ।

৫। ত্বক্, মাংস, কেশ, স্নায়ু ও অস্থি — এই পঞ্চাঙ্গে যে নারী সুন্দরী, তাহাকে পঞ্চাঙ্গকল্যাণী বলা যায়।

বলবাহন দ্বারা উপকারী নগর অবরোধ করিয়া আছি, অথচ এই পণ্ডিত সুরক্ষিত নগর হইতেও আমার মহিষী, পুত্র, কন্যা ও মাতাকে আনয়ন করিয়া বিদেহরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন! আমরা এমন ভাবে নগর অবরোধ করিয়া আছি অথচ সকল প্রাণীরই অগোচরে ইনি বিদেহরাজকে সেনাবাহনসহ মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছেন! ইহা কি ইন্দ্রজাল, না আমার দৃষ্টিভ্রম? তিনি একটী গাথায় ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

১৭২। শিখেছ কি দিব্য মায়া? করেছ কি চক্ষু সম্মোহন?
অবরুদ্ধ বিদেহকে কি উপায়ে করিলা মোচন?

মহাসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি দিব্য মায়া জানি বৈ কি। পণ্ডিতেরা দিব্য মায়া শিখিয়াই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষা করেন, পরকেও রক্ষা করিয়া থাকেন।

১৭৩। দিব্যমায়া শিখে, ভূপ, পণ্ডিত যাহারা ; মন্ত্রণা প্রয়োগে সাধে আত্মমুক্তি তারা।
১৭৪। সন্ধিচ্ছেদে সুনিপুণ যুবা শত শত সাধিতে আমার কার্য্য রহিয়াছে রত।
তাহারাই করিয়াছে সুরুঙ্গ নির্ম্মাণ ; সে পথে বিদেহরাজ করিলা প্রস্থান।

ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত ভাবিলেন, 'অলঙ্কৃত সুরুঙ্গ দিয়া গিয়াছে! এ সুরুঙ্গ কেমন? তিনি সুরুঙ্গ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া মহাসত্ত্ব তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন ; ভাবিলেন, 'রাজা সুরুঙ্গ দেখিতে চান ; ইঁহাকে সুরুঙ্গ দেখাইতেছি।' তিনি রাজাকে সুরুঙ্গে দেখাইতে গিয়া বলিলেন,

১৭৫। "দেখ আসি সুনির্ম্মিত সুরুঙ্গ, ভূপাল ;
হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি অভ্যন্তরে যার
সুনিপুণ চিত্রকরে করেছে চিত্রিত।
উদ্ভাসিত দীপালোকে এ মহাসুরুঙ্গ।

মহারাজ, এই সুরুঙ্গ আমারই প্রজ্ঞাবলে নির্ম্মিত ; ইহার অভ্যন্তরভাগ আলোকে এমন উদ্ভাসিত যে, মনে হইবে যেন সেখানে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত ; ইহাতে অশীতি মহাদ্বার এবং চতুঃষষ্টি ক্ষুদ্র দ্বারা আছে। ইহার মধ্যে এক শত একটী শয়নকক্ষ এবং বহুশত দীপগর্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। আপনি আমার সঙ্গে সম্প্রীতভাবে ও মহানন্দে সসৈন্যে উপকারী নগরে প্রবেশ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নগরদ্বার উদঘাটন করাইলেন ; ব্রহ্মদত্ত এক শত এক জন অনুগামী রাজার সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। মহাসত্ত্ব তখন প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে লইয়া সুরুঙ্গে প্রবেশ করিলেন। রাজা দেবনগরবৎ অলঙ্কৃত সেই অপূর্ব্ব সুরুঙ্গ দেখিয়া বোধিসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ঃ—

১৭৬। অহো কি পরম লাভ বিদেহবাসীর।
ত্বাদৃশ প্রাজ্ঞের সঙ্গে এক গৃহে কিংবা
এক রাজ্যে বাস যারা করে, মহৌষধ,
তাহাদের(ও) মহালাভ ; ধন্য তারা সবে!

অতঃপর মহাসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তকে এক শত একটী শয়নকক্ষ দেখাইলেন। তাহাদের একটীর দ্বারা খুলিলে সকলগুলিরই দ্বার খুলিয়া যাইত, একটীর দ্বার বন্ধ করিলে সকলগুলিরই দ্বারা বন্ধ হইত। রাজা সুরুঙ্গ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মহাসত্ত্ব তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন ; রাজার সমস্ত সেনাই সুরুঙ্গে প্রবেশ করিল। ইহার পর রাজা সুরুঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ; তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন জানিয়া মহাসত্ত্বও নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অন্য কাহাকেও বাহির হইতে না দিয়া সুরঙ্গদ্বার বন্ধ করিবার নিমিত্ত অর্গলের কাছে গেলেন। অর্গলটা আকর্ষণ করিবামাত্র সুরুঙ্গের আশীটা মহাদ্বার, চৌযট্টিটা ক্ষুদ্রদ্বার, এক শত একটী কক্ষদ্বার, বহুশত দীপগর্ভদ্বার যুগপৎ রুদ্ধ হইল ; সমস্ত সুরুঙ্গটী লোকান্তরিক নরকের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল ; সুরুঙ্গমধ্যে সেই লোকসমূহ মহাভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

মহাসত্ত্ব পূর্ব্বদিন[1] সুরুঙ্গে প্রবেশ করিবার কালে যে খড়্গ বালুকায় প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন[2], এখন তাহা তুলিয়া লইয়া ভূমি হইতে এক লম্ফে আঠার হাত উচ্চে উঠিলেন ; অবতরণ করিয়া রাজার হাত ধরিলেন এবং খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজত্ব এখন কাহার?" রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন, "এ রাজত্ব তোমার পণ্ডিত! তুমি আমাকে অভয় দাও।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ! আমি আপনাকে বধ করিবার জন্য খড়্গ ধরি নাই, আমার প্রজ্ঞার বল দেখাইবার জন্যই ইহা ধারণ করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি খড়্গখানি রাজার হস্তে দিলেন এবং রাজা যখন খড়্গ হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তখন তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমাকে বধ করাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে এখনই এই খড়্গাঘাতে আমার প্রাণান্ত করুন। আর যদি আমাকে অভয় দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাও দিন।" ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি ত তোমাকে অভয় দিয়াই রাখিয়াছি। তুমি কোন চিন্তা করিও না।" অনন্তর পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করিবেন, উভয়ে অসি স্পর্শ করিয়া এই শপথ করিলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এতাদৃশ প্রজ্ঞাবলসম্পন্ন হইয়া রাজ্য কেন গ্রহণ করিতেছ না?" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইচ্ছা করিলে আমি জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজাকে বধ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পারি। কিন্তু অন্যের প্রাণান্ত করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য নয়।" "পণ্ডিত, বহুলোক বাহির হইবার পথ না পাইয়া পরিদেবন করিতেছে ; দ্বার উদঘাটন করাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা কর।" তখন মহাসত্ত্ব দ্বার উদঘাটন করাইলেন, সমস্ত সুরুঙ্গ আলোকে উদ্ভাসিত হইল ; লোকে আশ্বাস পাইল ; রাজারা স্ব স্ব সেনাসহ নির্গত হইয়া মহাসত্ত্বের নিকটে গেলেন ; তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া মহাপ্রাঙ্গণে অবস্থিত হইলেন। রাজারা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনার অনুগ্রহেই আমাদের প্রাণরক্ষা হইল ; আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সুরুঙ্গের দ্বারা খোলা না হইলে আমরা সকলেই মারা যাইতাম।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজগণ, কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও আমারই অনুগ্রহে আপনাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে।", "সে কখন, পণ্ডিতবর?" "স্মরণ হয় কি, তখনকার কথা, যখন আপনারা আমাদের নগর ব্যতীত জম্বুদ্বীপের অন্য সমস্ত রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক উত্তর পঞ্চালে ফিরিয়া উদ্যানে জয়পান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন এবং আপনাদের জন্য প্রচুর সুরার আয়োজন হইয়াছিল?" "স্মরণ হয় বৈ কি, পণ্ডিত।" "ঐ সময়ে কৈবর্ত্তের দুর্মন্ত্রণায় রাজা সুরায় ও মৎস্যমাংসে বিষ মিশাইয়া আপনাদের প্রাণান্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বিদ্যমান থাকিতে এতগুলি রাজাকে অসহায় অবস্থায় মরিতে দিব না, এই উদ্দেশ্যে আমি সেখানে নিজের লোক পাঠাইয়াছিলাম এবং সমস্ত সুরাভাণ্ডাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ইঁহাদের মন্ত্রণা পণ্ড করিয়াছিলাম, আপনাদেরও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া রাজারা সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে চূড়নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একথা সত্য কি, মহারাজ?" "হাঁ, আমি কৈবর্ত্তের কথা শুনিয়া একাজ করিয়াছিলাম। পণ্ডিত সত্যই বলিয়াছেন।" তখন রাজারা সকলে মহাসত্ত্বকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি আমাদের সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা ; আপনার অনুগ্রহেই আমরা জীবিত আছি।" অনন্তর তাঁহারা নানাবিধ আভরণ দিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন ; বোধিসত্ত্ব চূড়নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না ; ইহা দুষ্টমিত্রসংসর্গের দোষ ; আপনি এই রাজাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" চূড়নী রাজাদিগকে বলিলেন, "আমি দুষ্টের পরামর্শে আপনাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছি ; ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইয়াছে ; আমাকে ক্ষমা করুন ; আর কখনও এরূপ করিব না।" তিনি ক্ষমা পাইলেন, রাজারাও পরস্পরের নিকট স্ব স্ব দোষ স্বীকারপূর্ব্বক মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মদত্তের আদেশে বহু খাদ্যভোজ্যগন্ধমাল্যাদি আনীত হইল ; চূড়নী সকলের সঙ্গে সেই সুরুঙ্গের মধ্যে এক সপ্তাহ কাল আমোদ উৎসব করিয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। তিনি মহাসত্ত্বের

১। মূলে দেখা যায় 'ভিয়্যো'। কিন্তু প্রকৃত পাঠ হইবে 'হিয়্যো' (হ্যঃ)।

২। ৩১১ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

প্রতি প্রভূত সম্মান দেখাইলেন, এবং এক শত এক জন রাজার সহিত প্রাসাদ-মহাতলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের রাজধানীতে বাস করাইবার জন্য বলিলেন,

১৭৭। বৃত্তি, ভূমি, খাদ্য, ভোজ্য দ্বিগুণ প্রমাণ, বিবিধ ভোগের দ্রব্য করিতেছি দান।
কর কাম্য ভোগ যত ইচ্ছা হয় মনে ; যেও না বিদেহে ফিরে ; থাক এইখানে।
এত ধন, এত মান বিদেহ-ঈশ্বর পারিবেন দিতে কি তোমায়, প্রাজ্ঞবর?

রাজার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া মহৌষধ বলিলেন,

১৭৮। ধনলোভে ভর্ত্তাকে যে করে পরিহার, ভাগ্যে ঘটে উভয়ত্র গ্লানিনিন্দা তার
করিয়াছি পাপ, ইহা করিয়া স্মরণ আত্মাকে ধিক্কার সেই দেয় অনুক্ষণ।
পরেও কৃতঘ্ন বলি নিন্দা করে তার ; তাই ত্যাগ করিব না প্রভুকে আমার
যাবৎ বিদেহ, ভূপ, রহেন জীবিত, অন্যের সেবায় আমি না হব প্রবৃত্ত।

১৭৯। ধনলোভে ভর্ত্তাকে যে করে পরিহার, ভাগ্যে ঘটে উভয়ত্র গ্লানিনিন্দা তার।
করিয়াছি পাপ, ইহা করিয়া স্মরণ আত্মাকে ধিক্কার সেই দেয় অনুক্ষণ।
পরেও কৃতঘ্ন বলি নিন্দা করে তার ; তাই করিব না ত্যাগ প্রভুকে আমার।
থাকিতে বিদেহ ধরাধামে বিদ্যমান, হবে না অন্যের রাজ্যে মম অবস্থান।

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "তবে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমার রাজা দেবত্বপ্রাপ্ত হইলে এখানে আসিবে।" মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যদি তখন জীবিত থাকি, নিশ্চিত আসিব।" অতঃপর রাজা এক সপ্তাহকাল মহাসত্ত্বের মহাসম্বর্দ্ধন করিলেন ; তাহার পর মহাসত্ত্ব যখন বিদায় চাহিলেন, তখন একটী গাথায় মহাসত্ত্বকে তিনি কি কি উপহার দিলেন, তাহা বলিলেন ঃ—

১৮০। সহস্র সুবর্ণনিষ্ক করিলাম দান,
কাশীরাজ্যে অবস্থিত আশীখানি গ্রাম,
চারি শত দাসী আর ভার্য্যা এক শত।
লয়ে এ সকল সর্ব্বসেনাঙ্গের সহ
নিরুদ্বেগে, মহৌষধ, যাও নিজ দেশে।

মহাসত্ত্বও রাজাকে বলিলেন, "আপনি স্বজনবর্গের জন্য ভাবিবেন না ; আমার রাজা যখন প্রস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি, নন্দাদেবীকে যেন মাতৃস্থানে এবং পঞ্চালচণ্ডকে কনিষ্ঠ সোদরস্থানে স্থাপন করেন। আপনার কন্যার অভিষেক সম্পাদন করিয়াই আমি রাজাকে বিদায় দিয়াছি। আপনি শীঘ্রই আপনার মাতার, মহিষীর ও পুত্রের দর্শন পাইবেন।" রাজা বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলাম।" অনন্তর তিনি কন্যাকে দেয় দাসদাসী, বস্ত্রালঙ্কার, সুবর্ণরজতাদি ধন এবং অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি যৌতুক মহাসত্ত্বের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই সকল দ্রব্য পঞ্চালচণ্ডীকে দিও।" মহাসত্ত্বের সেনাবাহনাদির পরিচর্য্যার জন্যও তিনি আদেশ দিলেন ঃ—

১৮১। দ্বিগুণ দ্বিবিধ যাব[১] অশ্বহস্তিগণে কর দান ;
রথিপত্তিগণে তোষ দিয়া সুপ্রচুর অন্নপান।

অনন্তর মহৌষধকে বিদায় দিবার কালে তিনি বলিলেন,

১৮২। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি— লয়ে সব করহ গমন ;
মিথিলায় গিয়া পুনঃ বিদেহকে দাও দরশন।

ব্রহ্মদত্ত এইরূপে মহাসত্ত্বকে মহাসম্মানের সহিত বিদায় দিলেন ; সেই এক শত এক জন রাজাও মহাসত্ত্বের প্রতি মহাসম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে বহু উপহার দিলেন। তাঁহাদের সভায় মহাসত্ত্বের যে সকল গুপ্তচর ছিলেন, তাঁহারা মহাসত্ত্বকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি অসংখ্য অনুচরসহ মিথিলাভিমুখে যাত্রা

১। গবাদি গৃহপালিত পশুকে খোল, বিচালি, দানা প্রভৃতি মিশাইয়া যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহাকে এখন আমরা 'যাব' বলি। ইহা 'যব' শব্দজ। টীকাকার বলেন, রাজা অশ্বদিগকে যব ও গোধূম, উভয় শস্যের দ্বিগুণ 'যাব' দেওয়াইলেন ; পথে যাহাতে রথিপদাতিক প্রভৃতির কষ্ট না হয়, এজন্য তাহাদিগের জন্যও প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দিবার আদেশ করিলেন।

করিলেন এবং ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে যে সকল গ্রাম দান করিয়াছিলেন, যাইতে যাইতে ঐ সকল গ্রাম হইতে কর আদায় করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অবশেষে তিনি বিদেহরাজ্যে উপনীত হইলেন।

বিদেহরাজকে ধরিবার জন্য চূড়নী আসেন কি না আসেন, অন্য কেহই বা যদি আসে, ইহা জানাইবার জন্য সেনক পথে একজন লোক রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি মিথিলার তিন যোজন দূরে মহাসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিল, "মহৌষধ পণ্ডিত অনুচরপরিবৃত্ত হইয়া আগমন করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া সেনক রাজভবনে গেলেন ; রাজা প্রাসাদবাতায়ন হইতে মহতী সেনা দেখিয়া ভাবিতেছিলেন, 'মহাসত্ত্বের সেনা ত ক্ষুদ্র ; এ সেনা, দেখিতেছি, অতি বৃহৎ ; তবে কি চূড়নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন?' তিনি ভীতত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,

১৮৩। হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি— চতুরঙ্গসমন্বিতা সেনা ওই আসিছে মহতী
বল ত, পণ্ডিতগণ, এ আবার কি ব্যাপার ; হেরি ভয় পাইতেছি অতি।

সেনক তাঁহাকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইবার জন্য বলিলেন,

১৮৪। ভয় নাই, মহারাজ ; আনন্দের সময় এখন ;
বড়ই উত্তম দৃশ্য করিতেছ এবে দরশন।
সেনাঙ্গ সকল লয়ে মহৌষধ আসিলেন ফিরি
নিরাপদে নিজালয়ে তব, ভূপ, মুখোজ্জ্বল করি।

রাজা বলিলেন, "সেনক, মহৌষধের সঙ্গে বেশী সেনা নাই ; কিন্তু এ সেনা যে অতি বৃহৎ!" সেনক বলিলেন, "মহারাজ, খুব সম্ভব, চূড়নী প্রসন্ন হইয়া মহৌষধকে এই সমস্ত অনুচর দিয়াছেন। তখন রাজার আদেশে লোকে ভেরীবাদন দ্বারা নগরবাসীদিগকে নগর সুসজ্জিত করিতে এবং মহৌষধের প্রত্যুদ্গমন করিতে বলিল। নগরবাসীরা তাহাই করিল। মহাসত্ত্ব নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন ; রাজা উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসিয়া প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন,

১৮৫। চারি জন মধ্যে বহি শবকে শ্মশানে যথা ফেলি চলি যায়,
সেরূপ আমরা সবে ফিরিনু, কাম্পিল্য রাজ্যে ফেলিয়া তোমায়।
১৮৬। বল, শুনি, কি উপায়ে, কোন্ হেতুবলে তুমি, কি কৌশল করি,
লভিয়াছ মুক্তি, বৎস ; ফিরিয়াছ অরাতির রাজ্য পরিহরি?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

১৮৭। উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যজালে মন্ত্রণা মন্ত্রণাবলে
করিলাম তাহাদের সর্ব্বতঃ বেষ্টন ;
সাগরের জল যথা বেষ্টি আছে জম্বুদ্বীপে।
শত্রুহস্ত হ'তে মুক্তি লভি সে কারণ

মহাসত্ত্বের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর, চূড়নী মহাসত্ত্বকে যে সকল উপহার দিয়াছিলেন, তিনি একটী গাথায় সেগুলি বলিলেন ঃ—

১৮৮। সহস্র সুবর্ণনিষ্ক, কাশীরাজ্যস্থিত
আশীখানি ভাল গ্রাম, দাসী চারি শত,
এক শত ভার্য্যা আর দিয়াছেন মোরে।
সেনাঙ্গ সমস্ত লয়ে নিরাপদে আমি
ফিরিয়া এসেছি এবে নিজের আলয়ে।

তখন রাজা অতিমাত্র তুষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া একটী উদানে মহাসত্ত্বের গুণকীর্ত্তন করিলেন ঃ—

১৮৯। পণ্ডিতের সঙ্গে বাস বড় সুখকর।
হয়েছিনু মোরা সবে শত্রুহস্তগত,
অসহায়—পক্ষী যথা আবদ্ধ পঞ্জরে,
কিংবা জালবদ্ধ মীন ; মহৌষধ সবে
করিলেন পরিত্রাণ সে মহাসঙ্কটে।

সেনকও রাজার কথায় সায় দিয়া বলিলেন,

১৯০। প্রকৃতই মহারাজ, বড় সুখকর
পণ্ডিতের সঙ্গে বাস ; হয়েছিনু যারা
শত্রুহস্তগত ; পক্ষী আবদ্ধ পঞ্জরে
কিংবা জালবদ্ধ মীন যথা অসহায়,
ঠিক সেই মত, হায়! মহৌষধ সবে
করিলেন মুক্তি দান নিজ প্রজ্ঞাবলে।[১]

অনন্তর রাজা নগরে উৎসব-ভেরী বাজাইবার আজ্ঞা দিলেন। তিনি নাগরিকদিগকে বলিলেন, "তোমরা এক সপ্তাহকাল উৎসবে প্রবৃত্ত হও ; যে আমার অনুরক্ত, সেই যেন মহৌষধ পণ্ডিতের প্রতি মহাসম্মান দেখায় ও তাঁহাকে উপঢৌকনাদি দেয়।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৯১। বাজুক সকল বীণা, ভেরী ও ডেণ্ডিম ;
মগধদেশজ শঙ্খ উঠুক বাজিয়া ;
দুন্দুভি মধুর শব্দে বাজাও সকলে।]

পৌর ও জানপদগণ স্বভাবতঃই মহাসত্ত্বের সসম্মান অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ; ভেরীর শব্দ শুনিয়া তাহারা আরও অধিক মাত্রায় সেই সম্মান প্রদর্শন করিল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

১৯২। রাজপত্নী, রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ — সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান — মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান।
১৯৩। গজসাদি-অশ্বারোহ-রথি-পত্তিগণ — সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
বহুবিধ উপহার, অন্ন আর পান — মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান।
১৯৪। সমবেত হয়ে পৌরজানপদগণ — সকলেই করিলেন সত্বর প্রেরণ
নানাবিধ উপহার, অন্ন আর পান — মহৌষধ পণ্ডিতকে করিতে সম্মান
১৯৫। হেরি মহৌষধে গৃহে প্রত্যাগত — হয় মগ্ন সবে আনন্দ-সাগরে।
দেখি তাঁরে সবে হরষের বেগে — উত্তরীয়বাস সঞ্চালন করে।

উৎসবান্তে মহাসত্ত্ব রাজভবনে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, চূড়নী রাজার মাতা, মহিষী ও পুত্রকে শীঘ্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।" রাজা বলিলেন, " বেশ, বৎস। তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দাও।" মহাসত্ত্ব তখন সেই তিন জনের প্রতি মহাসম্মান দেখাইলেন, তাঁহার সঙ্গে উত্তর পঞ্চাল হইতে যে সকল সৈনিক আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও সসম্মানে পুরস্কৃত করিলেন এবং নিজের লোকজন সঙ্গে দিয়া মহিষী প্রভৃতিকে ব্রহ্মদত্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে যে এক শত ভার্য্যা ও চারি শত দাসী দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি নন্দাদেবীর সঙ্গে প্রেরণ করিলেন ; তাঁহার সঙ্গে যে সেনা আসিয়াছিল, তাহাও মহিষী প্রভৃতির সঙ্গে দিলেন। এইরূপে উক্ত তিন ব্যক্তি বহু অনুচরে পরিবৃত হইয়া উত্তর পঞ্চালে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, বিদেহের রাজা তোমাদের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিয়াছিলেন ত?" রাজমাতা বলিলেন, "কি বল, বাবা? তিনি আমাকে দেবতার স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেবা করিয়াছেন।" নন্দাদেবী বলিলেন যে, তিনিও মাতৃস্থানে থাকিয়া বিদেহরাজের সেবা পাইয়াছেন। পঞ্চালচণ্ড বলিলেন, "তিনি কনিষ্ঠ সহোদরজ্ঞানে আমার সস্নেহ আদর যত্ন করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিদেহরাজকে বহু উপহার পাঠাইয়া দিলেন। ফলতঃ এই সময় হইতে উক্ত দুই জন রাজা পরস্পরের সহিত মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতভাবে স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সুরুঙ্গখণ্ড সমাপ্ত

১। ১৮৯ এবং ১৯০ চিহ্নিত গাথা দুইটী যথাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৭ম ও ১১৮ম গাথার পুনরুক্তি।

(১৩)

পঞ্চালচণ্ডী বিদেহরাজের অতি প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন : বিবাহের দ্বিতীয় বর্ষে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের বয়স্ যখন দশ বৎসর হইল, তখন বিদেহরাজ দেহত্যাগ করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিকের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র উত্থাপিত করিয়া 'দেব, আমি তোমার মাতামহ চূড়নী রাজার নিকটে যাইব'' বলিয়া বিদায় চাহিলেন। বালক রাজা বলিলেন, ''আমি অল্পবয়স্ক ; আপনি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না ; আমি আপনাকে পিতৃস্থানীয় মনে করিয়া সম্মান করিব।'' পঞ্চালচণ্ডীও বলিলেন, ''পণ্ডিত, আপনি চলিয়া গেলে আমরা নিতান্ত অশরণ হইব ; আপনি যাইবেন না।'' বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ''আমি চূড়নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; এখন না যাইয়া পারিতেছি না।'' রাজ-ভবনের এবং নগরের লোকে সকরুণ পরিদেবন করিতে লাগিল ; কিন্তু বোধিসত্ত্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া নিজের পরিচারকদিগকে লইয়া উত্তর পঞ্চাল নগরে গমন করিলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক মহাসম্মানের সহিত তাঁহাকে নগরে লইয়া গেলেন, তাঁহার বাসের জন্য একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ দিলেন, পূর্ব্বে তাঁহাকে যে আশীখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া আরও সম্পত্তি দান করিলেন ; বোধিসত্ত্বও তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ভেরী-নাম্নী এক পরিব্রাজিকা প্রতিদিন রাজভবনে আহার করিতেন ; তিনি সুপণ্ডিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি মহাসত্ত্বকে এতদিন দেখেন নাই, কেবল লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, মহৌষধপণ্ডিত রাজসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাসত্ত্বও তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, কেবল শুনিয়াছিলেন যে, ভেরী-নাম্নী এক পরিব্রাজিকা রাজভবনে আহার করিয়া থাকেন।

রাজমহিষী নন্দা বোধিসত্ত্বের প্রতি বিরূপ ছিলেন, কেন না তিনিই চক্রান্ত করিয়া কিয়ৎকালের জন্য রাজার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। তিনি নিজের প্রিয়পাত্র পাঁচজন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, '' তোমরা মহৌষধের একটা দোষ বাহির করিয়া রাজাকে তাঁহার প্রতি বিরূপ করিবার চেষ্টা কর।'' তখন হইতে এই পাঁচ জন পরিচারিকা সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন ঐ পরিব্রাজিকা আহারান্তে রাজভবন হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজাঙ্গনে দেখিতে পাইলেন, বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইতেছেন। বোধিসত্ত্ব পরিব্রাজিকাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন পরিব্রাজিকা ভাবিলেন, ' লোকটী না কি পণ্ডিত ; একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, ইনি প্রকৃতই পণ্ডিত, বা অপণ্ডিত।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্ন করিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে দেখাইয়া নিজের করতল প্রসারিত করিলেন (হাত খুলিলেন)। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই প্রশ্ন করা ঃ— 'রাজা পণ্ডিতকে বিদেশ হইতে আনিয়া এখন তাঁহার ভরণপোষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন কি না?'' ভেরী হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্ন করিতেছেন বুঝিয়া মহাসত্ত্ব হস্তমুষ্টিদ্বারা তাহার উত্তর দিলেন। এই উত্তরের মর্ম্ম এই—''আর্যে,[২] আমাদ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া রাজা আমাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন বটে ; কিন্তু এখন তিনি এমন দৃঢ়মুষ্টি হইয়াছেন যে, আমাকে পূর্ব্বের মত কিছুই দান করেন না।'' মনে মনে ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব হস্তমুদ্রাদ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এই উত্তর পাইয়া ভেরী হাত তুলিয়া নিজের মস্তকে হাত বুলাইলেন। ইহা করিবার অভিপ্রায় এই ঃ—''পণ্ডিত, যদি তুমি দুররস্থ হইয়া থাক, তবে আমার ন্যায় কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না?'' ইহা বুঝিয়া মহাসত্ত্ব নিজের উদরে হাত বুলাইলেন। তাঁহার এই উত্তরের তাৎপর্য্য ঃ— ''আর্যে, আমার বহু পোষ্য ; সেইজন্যই প্রব্রজ্যা লইতে পারি না।'' এইরূপে হস্তমুদ্রাদ্বারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ভেরী নিজের আবাসে চলিয়া গেলেন ; মহাসত্ত্বও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া রাজদর্শনে গমন করিলেন।

নন্দাদেবী যে সকল বিশ্বস্তা পরিচারিকা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহারা বাতায়ন হইতে ভেরী ও মহাসত্ত্বের এই বাক্যহীন কথোপকথন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারা চূড়নীর নিকটে গিয়া লাগাইল,

---

১। ১৯২ম হইতে ১৯৫ম পর্য্যন্ত চারিটী গাথা যথাক্রমে বিদুরপণ্ডিত-জাতকের ৩০৯ম হইতে ৩১২ম গাথা।

২। মূলে 'অয্যো' আছে। যদি কোন পরিব্রাজকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইত, তবে এ সম্বোধনপদ চলিতে পারিত।

"মহারাজ, মহৌষধ ভেরী পরিব্রাজিকার সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজ্যগ্রহণাভিলাষে আপনার শত্রু হইয়াছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ?" "মহারাজ, পরিব্রাজিকা যখন আহারান্তে প্রাসাদ হইতে নামিয়া যাইতেছিলেন, তখন মহৌষধকে দেখিয়া নিজের করতল প্রসারিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল জিজ্ঞাসা করা যে, 'তুমি কি রাজাকে নিষ্পেষণপূর্ব্বক আমার করতলের ন্যায় বা খলমণ্ডলের ন্যায় সমতল করিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পার না।' ইহার উত্তরে মহৌষধ খড়্গগ্রহণাকারে মুষ্টি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ঃ— 'কয়েকদিনের মধ্যেই রাজার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক রাজ্য আত্মসাৎ করিব।' 'বেশ, শিরশ্ছেদই কর', ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যে পরিব্রাজিকা তখন হাত তুলিয়া নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়াছিলেন। তখন মহৌষধ নিজের উদর স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং ঐ সঙ্কেত দ্বারা জানাইয়াছিলেন, 'রাজার দেহটা মাঝখানে কাটিয়াই দুই টুকরা করিতে পারি।' মহারাজ, আপনি সাবধান হউন ; মহৌষদের প্রাণবধ করা এখন নিতান্ত আবশ্যক।"

পরিচারিকাদিগের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'আমি পণ্ডিতের কোন অনিষ্ট করিতে পারি না ; পরিব্রাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনি, ব্যাপারটা কি?' পরদিন পরিব্রাজিকার আহারের সময়ে তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যে, আপনি কখনও মহৌষধ পণ্ডিতকে দেখিয়াছেন কি?" পরিব্রাজিকা বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ ; কাল যখন আহারান্তে এখান হইতে যাইতেছিলাম, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি।" "আপনাদের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কি?" "কোন কথা হয় নাই ; তবে শুনিয়াছিলাম, তিনি একজন পণ্ডিত ; তিনি প্রকৃত পণ্ডিত হইলে বুঝিতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া আমি হস্তমুদ্রা-সঙ্কেতে হাত খুলিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'পণ্ডিত, রাজা তোমার সম্বন্ধে মুক্তহস্ত বা সঙ্কুচিতহস্ত?—তিনি তোমার আদর যত্ন করেন বা করেন না।' তিনি হস্তমুষ্টি দ্বারা উত্তর দিয়াছিলেন, 'রাজা আমাদ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন বটে ; কিন্তু এখন আমায় কিছুই দেন না।' ইহার পর আমি হস্ত মুদ্রাদ্বারা নিজের মাথায় হাত বুলাইয়া জানিতে চাহিয়াছিলাম, যদি দুরবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তবে কেন তিনি আমার মত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন না? ইহার উত্তরে তিনি নিজের পেটে হাত বুলাইয়া জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বহু পোষ্য আছে, তাঁহাকে বহু উদর পূর্ণ করিতে হয় ; এইজন্যই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অক্ষম।" "আর্য্যে, মহৌষধ সত্য সত্যই পণ্ডিত কি?" "হাঁ মহারাজ ; এই পৃথিবীতে প্রজ্ঞাবলে অন্য কেহই তাঁহার তুল্যকক্ষ নহে।" ভেরীর কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিলেন। তিনি চলিয়া গেলে বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনের জন্য প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পণ্ডিত, তুমি ভেরী পরিব্রাজিকাকে দেখিয়াছ কি?" "হাঁ মহারাজ ; কাল যখন তিনি এখান হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি। হস্তমুদ্রাদ্বারা তিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহাকে হস্তমুদ্রাদ্বারাই উত্তর দিয়াছিলেন।" অনন্তর, প্রশ্ন ও উত্তরসম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, বোধিসত্ত্ব রাজাকে তাহা জানাইলেন। ইহাতে রাজা সেদিন প্রসন্ন হইয়া মহাসত্ত্বকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন ; সমস্ত কার্য্যের ভারই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী ও গৌরবভাজন রহিল না।

একদিন মহাসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা ত অকস্মাৎ আমাকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন ও গৌরবভাজন করিয়াছেন। রাজারা কিন্তু যখন বিনাশ করিতে চান, তখনও এইরূপ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া থাকেন। রাজা আমার প্রকৃত সুহৃৎ কি না, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। অন্য কেহ ত পরীক্ষা করিতে পারিবে না ; ভেরী পরিব্রাজিকা প্রজ্ঞাবতী ; তিনি কোন একটা উপায়ে পরীক্ষা করিতে পারেন।" ইহা চিন্তা করিয়া তিনি একদিন প্রচুর গন্ধমালাদি লইয়া পরিব্রাজিকার আবাসে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা ও নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি যেদিন রাজার নিকট আমার গুণের কথা বলিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তিনি আমাকে এত ঐশ্বর্য্য দিতেছেন এবং আমাকে এরূপ গৌরবভাজন করিতেছেন যে, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার এই দান প্রসন্নান্তঃকরণ-সম্ভূত কি না, তাহা আমি জানি না। আমার সম্বন্ধে রাজার মনের প্রকৃত ভাব কি, আপনি যদি তাহা জানিতে পারেন,

তবে বড় ভাল হয়।" পরিব্রাজিকা অঙ্গীকার করিলেন, "বেশ কথা ; আমি তাহা জানিতেছি।" তিনি পরদিন যখন রাজভবনে যাইতেছিলেন, তখন উদকরাক্ষস-প্রশ্নটী[1] তাহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন 'আমি চর হইব না ; কৌশলে প্রশ্ন করিয়া রাজা পণ্ডিতের সুহৃৎ কি না, জানিব। তিনি গিয়া আহারান্তে উপবেশন করিলেন ; রাজাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। ইহার পর তিনি ভাবিলেন, 'রাজা যদি পণ্ডিতের প্রতি বিরূপ হন, তবে আমি যখন প্রশ্ন করিব, তখন তাহার উত্তরে বহুলোকের সম্মুখে নিজের বিরূপ ভাব প্রকাশ করিবেন। তাহা কিন্তু ভাল হইবে না। আমি রাজাকে নিভৃতে প্রশ্ন করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, গোপনে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" ইহা শুনিয়া রাজা অন্য লোকজনকে সরাইয়া দিলেন। তখন পরিব্রাজিকা বলিলেন, "মহারাজ, আপনার নিকট আমার একটা প্রশ্ন আছে।" রাজা বলিলেন, "প্রশ্ন করুন, আর্য্যে ; যদি জানি, উত্তর দিব।" তখন পরিব্রাজিকা উদকরাক্ষস প্রশ্নের প্রথম গাথা বলিলেন :—

১৯৬। ভাবুন, হে মহারাজ, আপনারা সাত জন[2]
যেতেছেন সাগরের পথে ;
হেন কালে নরবলি পাইতে রাক্ষস এক
নৌকাখানি ধরিল দু'হাতে।
পর পর কোন্ জনে করিবেন হস্তে তার
আত্মরক্ষা তরে সমর্পণ?
সর্ব্বাগ্রে দিবেন কারে? কাহাকে বা সর্ব্বশেষে?
চাই আমি শুনিতে, রাজন্।

১। পঞ্চম খণ্ডের উদকরাক্ষস-জাতকে (৫১৭) এই প্রশ্নের উল্লেখ আছে।

২। রাজমাতা, রাজমহিষী নন্দা, রাজার সহোদর তীক্ষ্ণমন্ত্রী, রাজার বন্ধু ধনুঃশেখ, রাজার পুরোহিত, মহৌষধ এবং রাজা নিজে—এই সাতজন।—টীকাকার।

টীকাকার বলেন :— চূড়নীর পিতার নাম ছিল মহাচূড়নী ; ছন্তী ছিল তাঁহার পুরোহিত। চূড়নী যখন শিশু, সেই সময়ে তাঁহার মাতা (তলতা) পুরোহিতের সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া বিষপ্রয়োগে মহাচূড়নীর প্রাণান্ত করেন এবং পুরোহিতকেই রাজত্ব দিয়া নিজে তাঁহার অগ্রমহিষী হন। একদিন চূড়নী বলিয়াছিলেন, "মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" ইহা শুনিয়া মাতা তাঁহাকে গুড়ের সহিত খাজা খাইতে দিয়াছিলেন। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া বালককে ঘিরিল, মাছি তাড়াইয়া খাইবার উদ্দেশ্যে বালক একটু পিছনে হটিয়া কয়েক বিন্দু গুড় মাটিতে ফেলিল ; নিজের সম্মুখে যে সকল মাছি ছিল, সেগুলাকে দূর করিয়া দিল। এইরূপে নির্মক্ষিক হইয়া সে খাজা খাইল, হাত ধুইল, মুখ প্রক্ষালন করিল এবং চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বালকের কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই বালক এখনই এই উপায়ে নির্মক্ষিক গুড় খাইল। এ যখন বড় হইবে, তখন ত আমার হাত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইবে।' অতএব এখনি ইহাকে বধ করিতে হইবে।' তিনি তলতাকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তলতা মুখে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক। আপনার প্রতি অনুরাগবশতঃ আমি নিজের স্বামীকেও ত বধ করিয়াছি ; ছেলে দিয়া আমি কি করিব? তবে বেশী লোকজনকে না জানাইয়া গোপনে ইহাকে মারিব।' তলতা ব্রাহ্মণকে এইরূপে বঞ্চনা করিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও উপায়কুশলা ছিলেন; কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য একটা উপায় স্থির করিলেন। তিনি পাচককে ডাকাইয়া বলিলেন, " সৌম্য আমার পুত্র চূড়নী এবং তোমার পুত্র ধনুঃশেখ একই দিনে জন্মিয়াছে ; উভয়েই শৈশব হইতে একসঙ্গে লালিত পালিত হইয়া বড় হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বও জন্মিয়াছে। ছন্তী এখন আমার পুত্রটাকে বধ করিতে চাহিতেছে ; তুমি আমার বাছাকে রক্ষা কর।" পাচক বলি, "আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" 'আমার পুত্র এখন হইতে প্রায় সর্ব্বদা তোমার গৃহে থাকুক; যাহাতে কাহারও মনে কোন সন্দেহ না জন্মে, এজন্য সে ও তুমি কয়েকদিন একসঙ্গে পাকশালায় নিদ্রা যাও ; কেহ কোন সন্দেহ করে নাই জানিলে একদিন তোমার শয্যার উপর কতকগুলি ভেড়ার হাড় রাখিবে এবং লোকে যখন ঘুমাইবে তখন পাকশালায় আগুন লাগাইবে। তাহার পর, কাহাকেও না জানাইয়া তোমার ও আমার ছেলে লইয়া অগ্রদ্বার দিয়া বাহির হইবে ও অন্য কোন রাজার রাজ্যে যাইবে ; সেখানে প্রকাশ করিও না যে, আমার পুত্র রাজপুত্র। এই উপায়ে তুমি বাছাকে রক্ষা কর।" পাচক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন তলতা তাহাকে বহু ধন দিলেন ; সে তাঁহার নির্দেশ মত সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিল এবং কুমারকে লইয়া মদ্রদেশস্থ শাকল নগরে গিয়া তত্রত্য রাজার পাচকের পদে নিযুক্ত হইল। মদ্ররাজ তাঁহার পুরাতন পাচককে পদচ্যুত করিলেন। বালক দুইটী নূতন পাচকের সঙ্গে রাজভবনে যাইত। একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কাহার ছেলে?" পাচক বলিল, "এ দুটী আমার ছেলে, মহারাজ।" এদের চেহারা ত এক নয়?" "ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে, মহারাজ।" এইরূপে কিয়দ্দিনের মধ্যে বালক দুইটী সূপকারপুত্র সকলের বিশ্বাসভাজন হইল। তাহারা

ইহা শুনিয়া রাজা, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, এই গাথায় বলিলেন ঃ—

১৯৭। মাতাকে প্রথমে, মহিষীকে তার পর, ভ্রাতৃবন্ধুপুরোহিত ক্রমে অনন্তর
রাক্ষসের গ্রাসে আমি করিব অর্পণ ; শেষে দিব আত্মবলি হ'লে প্রয়োজন।
প্রাণাপেক্ষা মহৌষধ প্রিয়তর মম ; তাহাকে রাক্ষসগ্রাসে দিব না কখন(ও)

রাজা যে মহাসত্ত্বকে পরম সুহৃৎ মনে করেন, পরিব্রাজিকা তাহা বুঝিতে পারিলেন। ইহাতেও মহাসত্ত্বের গুণ প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হইল না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি বহুলোকের সমক্ষে এই সকল লোকের গুণ কীর্ত্তন করিব ; রাজা তাঁহাদিগের অগুণ দেখাইয়া কেবল পণ্ডিতের গুণই বর্ণনা করিবেন; ইহাতে নভস্তলে চন্দ্রমার ন্যায় পণ্ডিতের গুণ প্রকটিত হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি অন্তঃপুরচর সকল লোক সমবেত করাইয়া রাজাকে আদিতঃ সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন ; রাজা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, ''মহারাজ, আপনি প্রথমে মাতাকে দিবেন বলিতেছেন ; কিন্তু মাতার গুণ যে বলিয়া শেষ করা যায় না ; বিশেষতঃ আপনার মাতা ত অন্যের মাতার মত নন ; তিনি আপনার বহু উপকার করিয়াছেন।'' পরিব্রাজিকা দুইটী গাথায় এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন ঃ—

১৯৮। ধরিলা জঠরে মাতা, করিলা পালন, করিলা সুদীর্ঘকাল স্নেহ বিতরণ।
করিল মনন ছন্তী বধিতে তোমায় ; পেলে পরিত্রাণ তুমি মাতার কৃপায়।
তব হিতৈষিণী এই প্রজ্ঞাবতী নারী। রাখিয়া মেষের অস্থি তব শয্যোপরি
বলিলেন, দগ্ধ তুমি হয়েছ অনলে ; ভুলালেন পাপাত্মাকে এ কৌশলবলে।
১৯৯। হেন প্রাণদাত্রী, গর্ভধারিণী যে জন, বুকে পিঠে রাখি যিনি করিলা পালন,
সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে, তুমি, বল, কোন দোষে অর্পণ করিতে চাও রাক্ষসের গ্রাসে?

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, ''আর্য্যে, আমার মাতার বহু গুণ ; তিনি যে আমার কত উপকার করিয়াছেন, তাহাও জানি। কিন্তু গুণ অপেক্ষা তাঁহার অগুণই অধিকতর।'' অনন্তর তিনি দুইটী গাথায় মাতার দোষ বলিলেন ঃ—

মদ্ররাজের কন্যার সঙ্গে খেলা করিত। চূড়নী ও মদ্ররাজসুতা অনুক্ষণ একসঙ্গে থাকিয়া পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইলেন ; খেলিবার কালে কুমার রাজসুতার দ্বারা কন্দুক, পাশটি প্রভৃতি আনাইতেন ; তিনি না আনিলে তাঁহার মাথায় আঘাত করিতেন; রাজকন্যা কান্দিয়া উঠিতেন ; তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া রাজা বলিতেন '' কে আমার মেয়েকে মারিল?'' ধাত্রীরা ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসিত ; রাজকন্যা ভাবিতেন, 'এই ছেলেটী আমাকে মারিয়াছে বলিলে বাবা ইহাকে দণ্ড দিবেন। কাজেই কুমারের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি প্রকৃত কথা বলিতেন না; তিনি বলিতেন, '' কেহই আমায় মারে নাই।'' একদিন রাজা স্বচক্ষেই দেখিলেন, কুমার তাঁহার কন্যাকে প্রহার করিতেছে। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই বালক পাচকের সদৃশ নহে ; এ পরম সুন্দর ও নির্ভীক ; দেখিলেই ইহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এ কখনও পাচকের পুত্র হইতে পারে না।' অতঃপর তিনি কুমারকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ধাত্রীরা খেলিবার জায়গায় খাদ্য লইয়া গিয়া রাজকন্যাকে দিত ; রাজকন্যা তাহা হইতে কিছু কিছু তাহার খেলার সাথী অন্য ছেলেপিলেকে দিতেন। অন্য ছেলেরা অবনত দেহে হাঁটুর উপর ভর দিয়া উহা গ্রহণ করিত ; চূড়নী কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাজকন্যার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইতেন। রাজা এসব কাণ্ডও লক্ষ্য করিতেন। ইহার পর একদিন চূড়নীর কন্দুকটা রাজার ক্ষুদ্র পল্যঙ্কের নিম্নদেশে প্রবেশ করিলে উহা ধরিতে গিয়া চূড়নীর মনে নিজের আভিজাত্যাভিমান জাগিয়া উঠিল; 'কিছুতেই এই প্রত্যন্তরাজের শয্যার নিম্নে প্রবেশ করিব না।' এই সঙ্কল্পে তিনি একটা দণ্ডের সাহায্যে উহা বাহির করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার প্রতীতি হইল যে, নিশ্চয় এই কুমার পাচকের পুত্র নহে। তিনি পাচককে ডাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এই ছেলে দুইটী কাহার?'' সে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল, ''এরা আমার ছেলে।'' কে তোমার পুত্র, কে তোমার পুত্র নয় তাহা আমি জানি। সত্য কথা বল ; নচেৎ তোমার প্রাণ থাকিবে না।'' ইহা বলিয়া তিনি খড়্গ উত্তোলন করিলেন। তখন পাচক মরণভয়ে বলিল, ''বলিতেছি, মহারাজ ; আমি গোপনে বলিতে চাই।'' রাজা তাহাকে গোপনে বলিবার সুযোগ দিলেন ; সে অভয় প্রার্থনা করিয়া যথাভূত সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল; রাজা তত্ত্বতঃ জানিয়া কন্যাকে নানাভরণে মণ্ডিত করিয়া কুমারের সহিত বিবাহ দিলেন।

পাচক যেদিন কুমারদ্বয়কে লইয়া উত্তর পঞ্চাল হইতে পলায়ন করিয়াছিল, সেইদিন সমস্ত নগরে কোলাহল হইতে লাগিল যে, রাজার পাকশালায় আগুন লাগায় পাচক, পাচকপুত্র এবং চূড়নীকুমার, তিনজনেই পুড়িয়া মরিয়াছেন। তলতাদেবী গিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ''দেব, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে ; তাহারা তিনজনেই না কি পাকশালায় আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে।'' এই সংবাদে ব্রাহ্মণ অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। মেষাস্থিগুলি যেন চূড়নীর অস্থি, ব্রাহ্মণকে ইহা বুঝাইয়া তলতা সেগুলি দগ্ধ করিলেন।

২০০। বৃদ্ধা, তবু তরুণীর মত তিনি সদা
পরিধান অলঙ্কার করেন, যে সব
পরিধানযোগ্য নয় এখন তাঁহার।
এতই নির্লজ্জা তিনি, যত ছোট লোক—
দৌবারিক-রক্ষি-পত্তি—ডাকি অসময়ে
অট্টহাস্যে হন রতা সঙ্গে তাহাদের।

২০১। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা যত আছেন আমার,
নিজেই তলতাদেবী করেন প্রেরণ
দূত তাঁহাদের ঠাঁই।—এই সব দোষে
রাক্ষসের গ্রাসে তাঁরে নিক্ষেপিতে চাই।

ভেরী বলিলেন, "বেশ, মহারাজ, আপনার মাতাকে এই দোষে বিসর্জ্জন করুন ; কিন্তু আপনার মহিষী ত গুণবতী।" অনন্তর তিনি নন্দাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করিলেন ঃ—

২০২। রমণীর শিরোমণি, সুপ্রিয়ভাষিণী,
আশৈশব ছায়াসমা তবানুবর্ত্তিনী,
শীলবতী,

২০৩। অক্রোধনা, প্রজ্ঞা-সমন্বিতা,
বুদ্ধিমতী, হিতাহিত-বিচার-নিপুণা,—
হেন গুণবতী পত্নী তোমার, রাজন্।
কি দোষে রাক্ষসগ্রাসে দিতে তাঁরে চাও?

রাজা মহিষীর অগুণ বলিলেন ঃ—

২০৪। অনর্থকারক-কেলি-কামবশগত
হইয়াছি দেখি চান নিকটে আমার
সেই সব আভরণ-ধন-রত্ন আদি,
পুত্রকন্যাগণে দিতে যে সব মনন
করিয়াছি পূর্ব্বে আমি ;

২০৫। স্ত্রৈণতাবশতঃ
দেই তাঁরে সুদুস্ত্যাজ্য ধন সে সকল,
কভু অল্প, কভু বহু। দিয়া কিন্তু শেষে
হইয়া বিষণ্ণ করি অনুতাপ ভোগ।
পত্নীর এ দোষ আমি করিয়া স্মরণ
রাক্ষসের গ্রাসে তাঁরে নিক্ষেপিতে চাই।

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "আচ্ছা, মহারাজ, পত্নীকে যেন এই দোষে বিসর্জ্জন করিলেন ; কিন্তু আপনার কনিষ্ঠ তীক্ষ্ণমন্ত্রিকুমার ত আপনার বহুপকারক ; আপনি কি দোষে তাঁহাকে রাক্ষসের মুখে দিতে চান বলুন ত?

২০৬। রাজ্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছেন যিনি,
আনিলেন দেশে পুনঃ যে জন তোমায়,[১]
পররাজ্য বিমর্দ্দন করি যিনি, ভূপ,
বহুধন এনেছেন ভাণ্ডারে তোমার,

২০৭। ধনুর্দ্ধর-অগ্রগণ্য, মহাপরাক্রম
সোদর সার্থকনামা তীক্ষ্ণমন্ত্রী তব।
কি দোষে রাক্ষসগ্রাসে দিতে তাঁরে চাও?"

রাজা ভ্রাতার দোষ বলিলেন ঃ—

১। তীক্ষ্ণমন্ত্রীর সম্বন্ধে টীকাকার বলেন ঃ—মহাচূড়নীকে নিহত করিয়া তলতা যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্ত হন, তীক্ষ্ণমন্ত্রী তখন মাতৃগর্ভে ছিলেন। কালক্রমে তিনি যখন বড় হইলেন, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একখানি তরবারি দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে ইহা হাতে লইয়া আমার কাছে থাকিবে।" কুমার জানিতেন, তিনি ব্রাহ্মণেরই পুত্র ; তিনি ব্রাহ্মণের কথামত খড়্গ লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু একদিন কোন অমাত্য তাঁহাকে বলিলেন, "কুমার, তুমি এই ব্রাহ্মণের পুত্র নও ; তুমি যখন গর্ভে ছিলে, তখন তলতাদেবী রাজাকে বধ করিয়া এই ব্যক্তিকে রাজচ্ছত্র দিয়াছেন। তুমি মহারাজ মহাচূড়নীর পুত্র।" ইহা শুনিয়া কুমার ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কোন কৌশলে তাঁহার প্রাণবধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন রাজভবনে প্রবেশ করিবার কালে তিনি তরবারিখানি জনৈক ভৃত্যের হস্তে দিয়া অপর এক ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি রাজদ্বারে গিয়া, 'এ তরবারি আমার' ইহা বলিয়া এই লোকটীর সহিত কলহ আরম্ভ কর।" কুমার রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ; ঐ দুই ব্যক্তি কলহে প্রবৃত্ত হইল। কি হেতু কলহ হইতেছে জানিবার জন্য তিনি একটী লোক পাঠাইলেন; সে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "একখানি তরবারির জন্য।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, "কি হয়েছে?" কুমার উত্তর দিলেন, "বলিতেছি", আপনি আমাকে যে তরবারি দিয়াছেন, তাহা নাকি আর এক ব্যক্তির?" ""কি বল, বৎস?" "তরবারি খানি আনাই ; দেখিলেই আপনি চিনিতে পারিবেন।" "আনাও।" কুমার তখন তরবারিখানি আনাইয়া নিষ্কোষিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা পরীক্ষা করাইবার ছলে 'দেখুন' বলিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া একাঘাতে তাঁহার মাথাটা কাটিয়া নিজের পাদমূলে ফেলিলেন। অতঃপর রাজভবনের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ও রাজধানী সুসজ্জিত করিয়া লোকে যখন তাঁহার অভিষেকের আয়োজন করিল, তখন তলতা জানাইলেন যে, তাঁহার অগ্রজ মদ্ররাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা শুনিয়া কুমার সেনা সঙ্গে লইয়া মদ্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং অগ্রজকে আনয়ন করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই কুমারের নাম হইল তীক্ষ্ণমন্ত্রী।

২০৮। রাজ্যের সমৃদ্ধি আমি করেছি বর্দ্ধন,
আমিই এনেছি পুনঃ এ রাজ্যে অগ্রজে,
বিমর্দ্দিয়া পররাজ্য আনি বহুধন
আমিই ভাণ্ডার পূর্ণ করেছি রাজার,

২০৯। ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ, শূর, তীক্ষ্ণ মন্ত্রণায়
তীক্ষ্ণমন্ত্রী নাম মোর হয়েছে সার্থক,
আমার(ই) প্রভাবে রাজা সুখী এত এবে,—
এই অহঙ্কারে মত্ত অনুজ এখন
তুচ্ছ জ্ঞান করে মোরে,

২১০। আসে না দেখাতে
সম্মান আমার প্রতি পূর্ব্বের মতন ;—
হেরি এ সকল দোষ ভ্রাতার আমার
রাক্ষসের গ্রাসে তারে নিক্ষেপিতে চাই।

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "ভাল, আপনার ভ্রাতার ত এই সকল দোষ। ধনুঃশৈক্ষ্যকুমার কিন্তু আপনার বহুপকারক এবং আপনার প্রতি সদাস্নেহশীল।

২১১। উত্তর পঞ্চালে এই জন্মিলা তোমরা—
তুমি আর ধনুঃশৈক্ষ্য এক(ই) রজনীতে ;
উভয়েই পরিজ্ঞাত পঞ্চাল নামেতে ;
পরস্পরের মিত্র ; থাক এক সঙ্গে।

২১২। সমদুঃখসুখ তব ধনুঃশৈক্ষ্য সদা ;
সতত তোমার সঙ্গে ছায়ার মতন।
রহে সে ; নাই ক তার অন্য কোন কাজ
অহর্নিশ। হিতচিন্তা ব্যতীত তোমার।
সাধে সে অক্লান্তভাবে সর্ব্বকৃত্য তব।
হেন উপকারী মিত্রে, বল, কোন্ দোষে
রাক্ষসের গ্রাসে তুমি চাও নিক্ষেপিতে?"

অনন্তর রাজা ধনুঃশৈক্ষ্যের দোষ বলিলেন ঃ—

২১৩। ধনুঃশৈক্ষ্য পূর্ব্বে যথা আমার সহিত
থাকি সদা অট্টহাস্য করিত, এখন(ও),
আমি যে হয়েছি রাজা, এই কথা ভুলি,
করে হাস্য পরিহাস ঠিক সেইরূপে।

২১৪। যখন(ই) সুযোগ আর অবসর পায়,
করে সে নিলর্জ্জভাবে অসম্মান মোর।
মিত্রের এ সব দোষ করি নিরীক্ষণ
রাক্ষসের মুখে তারে নিক্ষেপিতে চাই।

ভেরী বলিলেন, "মানিলাম, ধনঃশৈক্ষ্যের এ সব দোষ আছে ; পুরোহিত কিন্তু আপনার বহুপকারক।" অতঃপর তিনি পুরোহিতের গুণ বর্ণনা করিলেন ঃ—

২১৬। সকল নিমিত্তপাঠে নিপুণ যে জন,
সমর্থ বুঝিতে সর্ব্ব পশুপক্ষিরব,
আগমে ব্যুৎপন্ন, দৈবোৎপাতেও দুঃস্বপ্নে
স্বস্ত্যয়নদ্বারা যিনি কুফল তাহার
করেন নিরাকরণ ; যাত্রাকালে আর
গৃহপ্রবেশাদিকালে নক্ষত্র বিচারি[১]
শুভক্ষণ যে ব্রাহ্মণ করেন নির্ণয়,

২১৭। ভূতলে ও অন্তরিক্ষে দোষগুণ কোথা
কি আছে, বুঝিতে যাঁর তুল্য কেহ নাই ;
নক্ষত্রের কোষ্ঠ যাঁর নখদর্পণেতে ;
হেন পুরোহিতে তুমি, কি দোষে, রাজন,
রাক্ষসের মুখে চাও করিতে অর্পণ?

রাজা পুরোহিতের দোষ বলিলেন ঃ—

২১৮। সভামধ্যে, আর্য্যে, তিনি মুখপানে মোর
বিস্ফারিত-নেত্রে সদা থাকেন তাকায়ে।
সে রুদ্রভ্রূভঙ্গী মোর ভাল নাহি লাগে,
পুরোহিতে চাই তাই রাক্ষসকে দিতে।

২১৯। আসমুদ্র ক্ষিতিনাথ তুমি মহারাজ।
লইয়া অমাত্যগণে শাসিতেছ তুমি
সাগরকুণ্ডলাধরা এই বসুন্ধরা।

ভেরী কহিলেন, "মহারাজ, আপনি বলিতেছেন যে, মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচ জনকেই রাক্ষসের মুখে ফেলিয়া দিতে পারেন। আপনার নিজের যে এত সৌভাগ্য ও এত ঐশ্বর্য্য, ইহাও তৃণজ্ঞান করিয়া, আপনি মহৌষধপণ্ডিতকে রক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারেন, ইহাও বলিতেছেন। মহৌষধের আপনি এমন কি গুণ দেখিতে পাইয়াছেন?

১। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ।

২২০। সাম্রাজ্য বিশাল—চতুর্দ্দিগন্তবিস্তৃত,
সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে করিয়াছ লাভ ;
মহাবল তুমি ; একরাজ পৃথিবীতে ;
সর্ব্বত্র হয়েছে যশ বিস্তৃত তোমার।

২২১। নানা জনপদ হ'তে পাইয়াছ তুমি
ষোড়শসহস্র শুভলক্ষণা রমণী,
রূপে দেবকন্যাসমা ; কর্ণে তাহাদের
মণি-কুণ্ডলের আভা কিবা শোভাময়ী।

২২২। এরূপ সকল ভোগ আয়ত্ত যাহার,
না জানে অভাব যেই কাম্য পদার্থের,—
ঈদৃশ যে সুখী, সেই সদা মনে করে
সুদীর্ঘ জীবন অতি প্রিয়, মহারাজ।

২২৩। তবে তুমি কি কারণে, কোন্ যুক্তিবলে,
পণ্ডিতে করিতে রক্ষা দুস্ত্যাজ্য জীবন
উৎসর্গ করিতে চাও রাক্ষসের মুখে?"

রাজা পণ্ডিতের গুণ বর্ণনা করিলেন ঃ—

২২৪। যে দিন হইতে, আর্য্যে, মহৌষধ হেথা
এসেছেন, আমি কভু সে সুধীবরের
কোন কাজে অণুমাত্র দেখি নাই দোষ।

২২৫। ঘটে যদি তাঁর পূর্ব্বে মরণ আমার
পুত্রে ও প্রপৌত্রে মোর করিবেন তিনি
প্রজ্ঞাবলে নিঃসংশয় কল্যাণভাজন।

২২৬। অতীতানাগত-বর্ত্তমান, সমস্তই
প্রজ্ঞানেত্রদ্বারা তিনি পারেন দেখিতে।
এমন নির্দ্দোষ সেই মহাপুরুষকে
পারি কি রাক্ষসমুখে আমি নিক্ষেপিতে?

এতক্ষণে এই জাতককথা যথানুরূপ সমাপ্তি প্রাপ্ত হইল। পরিব্রাজিকা ভাবিলেন, পণ্ডিতের গুণ প্রকটিত করবার জন্য ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। লোকে সাগরবক্ষে সুবাসিত তৈল নিক্ষেপ করিলে উহা যেমন চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়, আমিও তেমনি নাগরিকদিগের সমক্ষে পণ্ডিতের গুণগ্রামের কথা সর্ব্বতঃ প্রকটিত করিব।" তিনি রাজাকে লইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজাঙ্গনে আসন সাজাইয়া সেখানে উপবেশন করিলেন, নগরের সমস্ত লোক সমবেত করাইলেন, এবং রাজাকে আবার প্রথম হইতে উদকরাক্ষস-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; রাজাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তখন পরিব্রাজিকা নাগরিকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

২২৭। শুনহ পঞ্চালগণ রাজার বচন
পণ্ডিতের রক্ষা হেতু দুস্ত্যাজ্য নিজের প্রাণ
বিসর্জ্জিতে নন তিনি কুণ্ঠিত কখন।

২২৮। মাতা, ভার্য্যা, ভ্রাতা, বন্ধু, পুরোহিত আর
নিজে তিনি,—এই ছয় জীবের জীবন দিতে,
পণ্ডিতের রক্ষাহেতু, সঙ্কল্প তাঁহার।

২২৯। প্রজ্ঞাবলসম অন্য বল আর নাই।
সর্ব্বকার্য্যে পটিয়সী, সম্মার্গগামিনী প্রজ্ঞা ;
প্রজ্ঞার অসাধ্য কিছু দেখিতে না পাই।
প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ ফল ঐহিক মঙ্গল ;
পারত্রিক সুখ তার অদৃষ্ট যে ফল।

পরিব্রাজিকা এইরূপে মহাসত্ত্বের গুণাবলী বর্ণনদ্বারা ধর্ম্মদেশনের চূড়ান্ত করিলেন, — মহামণিদ্বারা যেন রত্নময় গৃহের চূড়া নির্ম্মিত হইল।

উদক-রাক্ষস-প্রশ্ন সমাপ্ত

মহাসুরুঙ্গের বর্ণনা ও সর্ব্বশঃ সমাপ্ত

২৩০। ছিলেন উৎপলবর্ণা থেরী সেই কালে,
শুদ্ধোদন মহৌষধ-জনক তখন ;
মহামায়া মাতা, বিম্বাসুন্দরী[১] অমরা ;

২৩১। আনন্দ দিলেন সেই শুক বিহঙ্গম ;
সারিপুত্র ব্রহ্মদত্ত পঞ্চাল-ঈশ্বর ;
লোকনাথ[২] নিজে মহৌষধ প্রাজ্ঞবর।

২৩২। ছিলা দেবদত্ত ধূর্ত কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ,
স্থূলনন্দা ব্রহ্মদত্ত-জননী তলতা ;
সুন্দরী পঞ্চালচণ্ডী, যশাস্বিকা নন্দা ;

২৩৩। অম্বষ্ঠ কবীন্দ্র, প্রোষ্ঠপাদ পুক্কশক ;
পিলোতিক দেবেন্দ্র ; সত্যক সেই কালে
সেনক পণ্ডিত নামে ছিলেন বিদিত।

২৩৪। দৃষ্টমঙ্গলিকা[৩] ছিলা দেবী উডুম্বরা ;
কুণ্ডলী শারিকা, ভিক্ষু লালুদায়ী তদা
ছিলা সেই বুদ্ধিহীন বিদেহের রাজা।

৫৪৭—বিশ্বন্তর-জাতক[৪]

[কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিবার কালে শাস্তা পুষ্করবর্ষ-সম্বন্ধে[৫] এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা মহাধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের পর যথাসময়ে রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক সেখানে অতিবাহিত করেন। অনন্তর স্থবির উদায়ী তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিলেন ; তিনি বিংশতিসহস্র অর্হনের সঙ্গে প্রথমবার কপিলবস্তুতে প্রতিগমন করিলেন। "আমাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিব" এই উদ্দেশ্যে শাক্যরাজগণ সমবেত হইলেন, এবং কোথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবেন, ইহা আলোচনা করিয়া দেখিলেন, ন্যগ্রোধ শাক্যের উদ্যানই সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান। তাঁহারা ঐ উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং গন্ধপুষ্পাদি-হস্তে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক নগরের বালক ও বালিকাদিগকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া অগ্রে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর চলিলেন রাজকুমার ও রাজকুমারীরা। প্রবীণ শাক্যেরাও ইঁহাদের সঙ্গে মিশিলেন এবং পুষ্পগন্ধচূর্ণাদি দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিতে করিতে তাঁহাকে লইয়া ন্যগ্রোধারামে গমন করিলেন। সেখানে বিংশতিসহস্র-অর্হৎপরিবৃত হইয়া ভগবান্ নির্দ্দিষ্ট সুসজ্জিত বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন।

শাক্যেরা নিতান্ত অভিমানী ও মানসর্ব্বস্ব ছিলেন। সিদ্ধার্থ কুমার তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ; তিনি কাহারও বয়ঃকনিষ্ঠ, কাহারও ভাগিনেয়, কাহারও পুত্র, কাহারও নাতি, এই চিন্তা করিয়া প্রবীণেরা অল্পবয়স্ক রাজকুমারদিগকে বলিলেন, 'যাও, তোমরা গিয়া প্রণাম কর ; আমরা তোমাদের পশ্চাতে থাকিব।" কুমারেরা প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ভগবান্ প্রবীণদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভাবিলেন, 'জ্ঞাতিরা আমাকে বন্দনা করিতেছেন না ; আমি এখনই তাঁহাদের দ্বারা বন্দনা করাইতেছি'। তিনি

১। 'বিম্বাসুন্দরী' যশোধরার নামান্তর।

২। 'লোকনাথ' বুদ্ধের একটা উপাধি।

৩। নন্দের পত্নীর নাম দৃষ্টমঙ্গলিকা।

সম্ভবতঃ ২৩০ম হইতে ২৩৫ম পর্য্যন্ত পাঁচটী গাথার পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে। সুন্দরী মিথ্যাবাদিনী গণিকা। পঞ্চালচণ্ডীর চরিত্রে আমরা এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, যে জন্মান্তরে সে সুন্দরীর ন্যায় চরিত্রহীনা পাপিষ্ঠা ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে লেখা আছে যে, সুন্দরী ছিল সেই শারিকা, গৌতমী ছিলেন উডুম্বরা (বুদ্ধের বিমাতা, অনিরুদ্ধ ছিলেন পঞ্চালচণ্ড, শোণদন্তক ছিলেন দেবেন্দ্র, কাশ্যপ ছিলেন সেনক। ইহাতেও কাশ্যপের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, কারণ সেনক পণ্ডিত না হইয়াও পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং এতই ঈর্ষ্যাপরায়ণ যে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

৪। পালি 'বেস্সন্তর'। জাতককারের মতে বৈশ্য (বেস্স)-বীথিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া নায়কের নাম 'বেস্সন্তর'। কিন্তু জাতকমালায় 'বিশ্বন্তর' নাম গৃহীত হইয়াছে ; বাঙ্গালাভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার অনুগামিনী বলিয়া আমিও 'বিশ্বন্তর' শব্দই ব্যবহার করিলাম। যিনি বিশ্বকে ত্রাণ করেন এই অর্থে, 'বিশ্বন্তর' শব্দের অনুকরণে, 'বিশ্বন্তর' শব্দটী অসিদ্ধ নয়।

বৌদ্ধদিগের নিকট বিশ্বন্তর-জাতক অতি পবিত্র, কারণ এই জন্মের পরেই বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থরূপে শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ বুদ্ধলীলাবসানে তিনি মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিশ্বন্তর দান-পারমিতা পূর্ণ করেন। তাঁহার আখ্যায়িকা পাঠ করিলে দানবীর হরিশ্চন্দ্রের কথা মনে পড়ে। এই জাতক যে এক সময়ে বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সুবিদিত ছিল, জুজকের নাম হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। এখনও লোকে জুজকের কথা ভুলে নাই ; তাহারা দুরন্ত ছেলেমেয়েকে শান্ত করিবার জন্য জুজুর (ছেলেধরার) ভয় দেখাইয়া থাকে।

৫। পুষ্কর = পদ্ম বা পদ্মপত্র। পদ্মপত্রের উপর বৃষ্টিপাত হইলে উহা ভিজিয়া যায় না ; বৃষ্টির সমস্ত জল গড়াইয়া বাহির হইয়া যায়। 'পুষ্করবর্ষ বলিলে একরূপ অদ্ভুত বৃষ্টিপাত বুঝায়, যাহাতে যে ইচ্ছা করে, সেই জলসিক্ত হয় ; যে ইচ্ছা করে না, তাহার শরীরে জল লাগে না।

আত্মচিত্তে অভিজ্ঞামূলক ধ্যানবল উৎপাদন করিলেন এবং আসন হইতে উত্থিত হইয়া আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক, যেন প্রবীণ শাক্যদিগের মস্তকোপরি পদরজঃ বিকিরণ করিতেছেন এই ভাব দেখাইয়া, উত্তরকালে গণ্ডাম্রবৃক্ষমূলে যে যমকপ্রাতিহার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল[১], সেইরূপ প্রাতিহার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া শুদ্ধোদন বলিলেন, 'ভদন্ত, আপনার জন্মদিনে, কালদেবল যখন আপনাকে বন্দনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তখন আপনি পা ফিরাইয়া সেই ব্রাহ্মণের মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমিও আপনাকে বন্দনা করিয়াছিলাম। ইহাই আমার প্রথম বন্দনা। বপ্রমঙ্গলের দিনে আপনি জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় শ্রীশয়নে শয়ান ছিলেন ; সূর্য্যের গতির সঙ্গে ছায়া ফিরিল না, নিশ্চল থাকিল, ইহা দেখিয়া আমি আপনার চরণ বন্দনা করিয়াছিলাম ; ইহা আমার দ্বিতীয় বন্দনা। এখন আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া আবার আপনার চরণ বন্দনা করিতেছি। ইহা আমার তৃতীয় বন্দনা।" ইহা বলিয়া শুদ্ধোদন যখন ভগবান্‌কে বন্দনা করিলেন, তখন অন্য কোন শাক্যই আর তাঁহাকে বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। জ্ঞাতিদিগের দ্বারা এইরূপে বন্দনা করাইয়া ভগবান্ আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আবার নির্দ্দিষ্টাসনে আসীন হইলেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞাতিরা তাঁহার লোকাতীত বিভূতি উপলব্ধ করিতে পারিলেন ; তিনি আসন গ্রহণ করিলে সকলেই একাগ্রচিত্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর মহামেঘ উত্থিত হইয়া পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল ; মহাশব্দে তাম্রবর্ণ বারিপাত হইতে লাগিল ; যাহাদের ইচ্ছা হইল, তাহারা ভিজিল ; যাহাদের ইচ্ছা হইল না, তাহাদের শরীরে বিন্দুমাত্র জলও পড়িল না। এই কাণ্ড দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "অহো, বুদ্ধদিগের কি বিস্ময়কর, কি অদ্ভুত প্রভাব! দেখ না, তাঁহাদের জ্ঞাতিগণের উপর কি অভূতপূর্ব্ব বৃষ্টিপাত হইতেছে।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও আমার জ্ঞাতিগণের উপর এইরূপ পুষ্কর-বর্ষণ হইয়াছিল।" অনন্তর তাঁহাদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।]

পুরাকালে শিবিরাজ্যে জেতুত্তর নগরে শিবিমহারাজ নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তিনি সঞ্জয়কুমার নামক এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিবিমহারাজ মদ্ররাজকন্যা পৃষতীকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দেন এবং তাঁহাকেই রাজ্য দান করিয়া পৃষতীকে তাঁহার অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করেন। পৃষতীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই ঃ—

বর্ত্তমান সময়ের একনবতিকল্প পূর্ব্বে ইহলোকে বিদর্শিনামক শাস্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বন্ধুমতী নগরের নিকটবর্ত্তী ক্ষেমনামক মৃগদাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন রাজা বন্ধুমতীর রাজাকে মহার্ঘ চন্দনসারের সহিত লক্ষমুদ্রা মূল্যের একটী সুবর্ণমালা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বন্ধুমতীরাজের দুই কন্যা ছিলেন। তিনি কন্যাদ্বয়কে এই উপহার দান করিবার ইচ্ছা করিয়া জ্যেষ্ঠাকে চন্দনসার এবং কনিষ্ঠাকে সুবর্ণমালা দান করিয়াছিলেন। উভয় কন্যাই স্থির করিয়াছিলেন, 'আমরা এই দুই দ্রব্য নিজ শরীরে ধারণ করিব না ; এতদ্দ্বারা শাস্তার পূজা করিব।' তাঁহারা রাজাকে বলিয়াছিলেন, "পিতঃ, আমরা এই চন্দনসার ও মালা দিয়া শাস্তাকে পূজা করিব।" রাজা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে জ্যেষ্ঠা চন্দনসার চূর্ণ করাইয়া একটী করণ্ডক পূর্ণ করাইয়াছিলেন, কনিষ্ঠা সুবর্ণমালাটী দিয়া একটী উরশ্ছদ গঠন করাইয়াছিলেন এবং উহা আর একটী সুবর্ণকরণ্ডে রাখিয়াছিলেন। অনন্তর দুই ভগিনীই মৃগদাব-বিহারে গিয়াছিলেন ; সেখানে জ্যেষ্ঠা চন্দনচূর্ণ দ্বারা দশবলের হেমবর্ণ দেহ চর্চ্চিত করিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা গন্ধকুটীরের মধ্যে বিকিরণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, অনাগত কালে আমি যেন ভবাদৃশ বুদ্ধের গর্ভধারিণী হই।" কনিষ্ঠাও সুবর্ণমালা দ্বারা গঠিত সেই উরশ্ছদ দিয়া তথাগতের সুবর্ণবর্ণ দেহ অর্চ্চনাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ভদন্ত, যতদিন আমি অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত না হই, ততদিন যেন এই আভরণ আমার দেহ হইতে বিচ্যুত না হয়।" শাস্তা বিদর্শী তাঁহাদের দুই জনেরই প্রার্থনা অনুমোদন করিয়াছিলেন। এই দুই ভগিনী আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে দেবলোকে জন্মান্তর লাভ করেন। যিনি জ্যেষ্ঠা, তিনি অতঃপর কখনও দেবলোক হইতে নরলোকে, কখনও নরলোক হইতে দেবলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে করিতে এক নবতিকল্পাবসানে বুদ্ধমাতা মায়াদেবীরূপে অবতীর্ণ হন ; কনিষ্ঠাও উক্তরূপে নানা জন্ম পরিগ্রহ করিতে করিতে দশবল কাশ্যপের সময়ে কিকিরাজের কন্যারূপে শরীর পরিগ্রহ করেন। জন্মকাল হইতেই বক্ষঃস্থল সুচিত্রিত উরশ্ছদ-চিহ্নে লাঞ্ছিত ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল উরশ্ছদা। তাঁহার বয়স্ যখন ষোল বৎসর, তখন একদিন শাস্তা কাশ্যপের ভক্তানুমোদন[২] শ্রবণ করিয়া তাঁহার

১। শরভমৃগ জাতকের (৪৮৩) বর্ত্তমান বস্তু দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ আহারান্তে অনুমোদনসূচক যে কথা বলা যায়।

পিতা স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন ; তিনি নিজেও অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কিকিরাজের আরও সাতটী কন্যা ছিলেন ঃ—

শ্রমণী, শ্রমণা, গুপ্তা, সঙ্ঘদাসী, ধর্ম্মা ও সুধর্ম্মা,
ভিক্ষুদাসী—হয়েছিল ভিক্ষুণী যে—এই সাত জনা।

বর্ত্তমান বুদ্ধের (গৌতম বুদ্ধের) সময়ে ইঁহারা যথাক্রমে

ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা, পটাচারা, মৃগধর-মাতা[1]
ধর্ম্মদত্তা, মহামায়া, সিদ্ধার্থের গৌতমী বিমাতা।[2]

ইঁহাদের মধ্যে সুধর্ম্মাই হইয়াছিলেন পৃষতী। তিনি বিদর্শী বুদ্ধের শরীর চন্দনচূর্ণ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ; তাহারই ফলে রক্তচন্দন-চর্চ্চিত দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া দেব ও নরলোকে জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিতেছিলেন। কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে নানাবিধ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া তিনি দেহত্যাগের পর দেবরাজ্ শক্রের অগ্রমহিষীরূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হন। এখানে যত কাল তাঁহার পরমায়ুঃ ছিল, তাহা পূর্ণপ্রায় হইলে পঞ্চবিধ পূর্ব্ব নিমিত্ত[3] দেখা দিল। তাঁহার আয়ুঃক্ষয় হইয়াছে দেখিয়া দেবরাজ শক্র একদিন তাঁহাকে মহাসমারোহে নন্দনোদ্যানে লইয়া গেলেন, অলঙ্কৃত শয্যায় শয়ন করাইলেন, নিজে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে পৃষতি, আমি তোমাকে দশটী বর দিতেছি ; তুমি গ্রহণ কর।' পৃষতীকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া তিনি গাথাসহস্র-মণ্ডিত-মহাবিশ্বন্তর জাতকের প্রথম গাথা বলিলেন ঃ—

১। উজ্জ্বল বরণী পৃষতী আমার ; মাগি লও তুমি দশবিধ বর ;
সর্ব্বাঙ্গ শোভনে! প্রিয় যা' তোমার হবে পৃথিবীতে, চাও তা' সত্বর।

এইরূপে মহাবিশ্বন্তর-ধর্ম্মদেশনা দেবলোকে আবদ্ধ হইল। পৃষতী বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার স্বর্গবিচ্যুতির সময় আসিয়াছে। তিনি শক্রের কথার উত্তরে বিসংজ্ঞভাবে বলিলেন,

২। নমি, দেবরাজ, চরণে তোমার ; কি দোষ দাসীর, বল একবার।
রমণীয় এই স্বরগ হইতে কেন চাও মোরে বিচ্যুত করিতে?
বাতাহতা, হায়, লতিকা যেমন, করিবে অনাথা ভূতলে লুণ্ঠন।

পৃষতীর প্রমত্তভাব বুঝিতে পারিয়া শক্র দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

৩। হও নি অপ্রিয়া তুমি কোন দিন ; কর নাই পাপ ; দোষ তব নাই ;
হয়েছে তোমার পুণ্য পরিক্ষীণ ; এ কথা তোমায় বলিলাম তাই।
৪। ঘটিবে বিচ্ছেদ ; আসন্ন মরণ ; বরগুলি তাই করহ গ্রহণ।
দশবিধ বর দিতেছি তোমায় ; মাগ, যাহা পেতে ইচ্ছা তব হয়।

শক্রের কথা শুনিয়া পৃষতী দেখিলেন, নিশ্চয় তাঁহার মরণ আসন্ন। তিনি এই গাথাগুলি দ্বারা বর প্রার্থনা করিলেন ঃ—

৫। দিবে যদি বর, শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর, হউক মঙ্গল তব ; দাও এই বর ;
মর্ত্তালোকে যবে আমি করিব প্রয়াণ ; শিবিরাজ-গৃহে যেন পাই বাসস্থান।
৬। নীলভ্রূ-শোভিত নীল যুগল নয়ন পাই যেন পৃথিবীতে মৃগীর মতন।
পৃষতী নামেতে যেন সবে মোরে ডাকে ; এই বর, পুরন্দর, দাও হে আমাকে।
৭। অকৃপণ, দানশীল, যশস্বী, বরদ, যাচকের মনোরথ পূরণে নিরত,
প্রতাপে আদিত্যসম, শক্ররাজগণ অবনত হয়ে যারে করিবে পূজন,
হেন পুত্ররত্ন যেন তোমার কৃপায় লভি দাসী ধরাধামে সদা সুখ পায়।

১। অর্থাৎ বিশাখা

২। ইঁহার বৃত্তান্ত প্রথমখণ্ডের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ধম্মদিন্না = ধর্ম্মদত্তা—রাজগৃহ নগরের জনৈক শ্রেষ্ঠীর পত্নী; পতি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে ইনিও ভিক্ষুণী-সমাজে প্রবেশ করেন এবং সাধনার বলে 'থেরী' পদবি প্রাপ্ত হন।

৩। দেবতাদিগের পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গচ্যুতির পূর্ব্বে পাঁচটী লক্ষণ দেখা দেয় ঃ—মালা মলিন হয় ; বস্ত্র মলিন হয়; কক্ষ হইতে স্বেদ নির্গত হইতে থাকে ; দেহ বিবর্ণ হয় ; দেবাসনে আর অভিরতি থাকে না। এই সমস্ত পূর্ব্বনিমিত্ত নামে বিদিত।

৮। ধারণ করিব গর্ভ আমি যে সময়, কুক্ষিদেশ মোর যেন অনুন্নত রয়।
সুচিত্রিত চাপবৎ মধ্যে অনুন্নত থাকে যেন দেহ মোর তখন সতত।
৯। স্তন যেন ঝুলিয়া না পড়ে কোন দিন ; থাকুক মস্তক সদা পলিত-বিহীন ;
দেহ যেন মললিপ্ত হয় না কখন ; পারি যেন বধার্হের রক্ষিতে জীবন।
১০। ময়ূর-ক্রৌঞ্চের রবে সদা নিনাদিত, সুন্দরী রমণীগণে সদা সুশোভিত
শিবির প্রাসাদ রম্য ; যেথা কুব্জগণ বিচিত্র বিচিত্র ধ্বজ করে উত্তোলন।
জুড়ায় যেখানে সূতমাগধ সকল সুমধুর স্তুতিগানে শ্রবণযুগল ;
১১। বিচিত্র অর্গলযুক্ত কবাট যাহার রোধের সময়ে করে মধুর ঝঙ্কার,
'সুরামাংস খাও' এই শুনি আমন্ত্রণ প্রভাতে যেখানে নিদ্রা ত্যজে লোকজন,
দাও বর, শক্র, যেন আমি সে পুরীতে রাজার মহিষী হয়ে পারি বিহরিতে।[১]

শক্র বলিলেন,

১২। সর্বাঙ্গি শোভনে! আমি এ দশটী বরদান করিনু তোমায়,
শিবিরাজ-পত্নী হয়ে লভিবে সমস্ত তুমি, বলিনু নিশ্চয়।
১৩। বলিলেন দেবরাজ মঘবা,—সুজার পতি— এতেক বচন :
দিয়া দশবিধ বর পৃষতীকে সুরেশ্বর হন হৃষ্টমন।

বর গ্রহণ করিবার পর পৃষতী[২] দেবলোকচ্যুত হইয়া মদ্ররাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল তাঁহার শরীর যেন চন্দনচূর্ণে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই নিমিত্ত নামকরণ-দিবসে লোকে তাঁহার নাম রাখিল পৃষতী[২]। মদ্ররাজ তাঁহার লালন পালনের জন্য বহুলোক নিযুক্ত করিলেন। তিনি ক্রমে বড় হইয়া যোড়শবর্ষকালে পরমসুন্দরী যুবতীতে পরিণত হইলেন। শিবিমহারাজ স্বীয় পুত্র সঞ্জয় কুমারের জন্য তাঁহাকে জেতুত্তর নগরে লইয়া গেলেন, পুত্রকে রাজচ্ছত্র দান করিলেন এবং পুত্রের যোড়শসহস্র পত্নীর মধ্যে তাঁহাকেই সর্বোচ্চ আসনে স্থাপিত করিয়া অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিলেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

১৪। হইয়া ত্রিদিবচ্যুতা পৃষতী ক্ষত্রিয়কুলে লভিলা জনম ;
জেতুত্তর-অধিপতি সঞ্জয়ের সঙ্গে তাঁর ঘটিল মেলন।

পৃষতী সঞ্জয়ের অতি প্রিয়া ও মনোরমা হইলেন। এ দিকে শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পৃষতীকে যে সকল বর দিয়াছি তাহার মধ্যে নয়টী পূর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহাকে যে পুত্রবর দিয়াছি, তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এখন সেই বর পূরণ করিতে হইতেছে।' মহাসত্ত্ব ঐ সময়ে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবলোকে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া শক্র তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, "মারিষ, আপনাকে এখন মনুষ্যলোকে যাইতে হইবে। আপনি সেখানে সঞ্জয় রাজার অগ্রমহিষী পৃষতীর গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলে ভাল হয়।" তখন আরও ষষ্টিসহস্র দেবপুত্রের স্বর্গচ্যুতির সময় হইয়াছিল। শক্র মহাসত্ত্বের এবং (জেতুত্তর নগরে জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে) এই সকল দেবপুত্রের অঙ্গীকার গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

মহাসত্ত্ব স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃষতীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন ; সেই ষষ্টিসহস্র দেবপুত্রও ষষ্টি সহস্র অমাত্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব গর্ভে প্রবেশ করিলে পৃষতী দোহদবতী হইয়া নগরের চারিটী দ্বারে, নগরের মধ্যভাগে এবং প্রাসাদের নিকটে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয়লক্ষ মুদ্রা দান করিবার অভিলাষিণী হইলেন। রাজা তাঁহার দোহদের কথা শুনিয়া নিমিত্তপাঠকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, মহিষী এক দানাভিরত পুরুষকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। আপনার পুত্রের দানের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটিবে না।" ইহা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং উক্তরূপে

১। টীকাকার বর দশটীর এই তালিকা দিয়াছেন :-- (১) শিবিরাজের অগ্রমহিষীর পদলাভ, (২) নীলনেত্রপ্রাপ্তি, (৩) নীল ভ্রূযুগল-প্রাপ্তি ; (৪) 'পৃষতী' এই নামগ্রহণ, (৫) গুণধরপুত্রলাভ, (৬) অনুন্নতকুক্ষিতা, (৭) অলম্বস্তনতা, (৮) অপলিত ভাব, (৯) সুকুমার দেহলাভ, (১০) বধ্যপ্রমোচন।

২। পৃষতী এক প্রকার চিত্রহরিণী। ইহাদের শরীর লাল ; তাহার মধ্যে শাদা শাদা ছিট থাকে।

দান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যেদিন বোধিসত্ত্ব পৃষতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই দিন হইতে সঞ্চয়ের অপ্রমাণ আয় হইতে লাগিল, বোধিসত্ত্বের পুণ্যপ্রভাবে জম্বুদ্বীপের সকল রাজাই শিবিরাজকে উপহার প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

গর্ভধারণকালে পৃষতী বহুপরিচারিকা-পরিবৃত হইয়া রহিলেন। দশমমাসে নগরদর্শনের ইচ্ছা করিয়া তিনি রাজাকে সেই প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা নগরটীকে দেবনগরের মত সাজাইলেন, এবং পৃষতীকে উৎকৃষ্ট রথে তুলিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লাগিলেন। পৃষতী যখন বৈশ্যবীথির মধ্যে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার প্রসববেদনা জন্মিল। লোকে রাজাকে এই সংবাদ দিলে তিনি তখনই সেই বৈশ্যবীথিতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং মহিষীকে তাহার মধ্যে লইয়া গেলেন। মহিষী সেখানে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই জন্যই কথিত আছে যে,

১৫। দশমাস ধরি গর্ভে পুরী প্রদক্ষিণ
করিতেছিলেন যবে, পৃষতী আমার
বৈশ্যদের বীথিমধ্যে করিলা প্রসব।

মহাসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হেইতে নির্ম্মলদেহে ও উন্মীলিত নেত্রে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র মাতার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "দান দিব, মা। কিছু আছে কি?" "আছে বৈ কি, বাবা; যত ইচ্ছা দান কর," বলিয়া পৃষতী তাঁহার প্রসারিত হস্তে সহস্র মুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা[১] স্থাপন করিলেন। মহাসত্ত্ব তিন জন্মে জন্মিবার পরেই কথা বলিয়াছিলেন ঃ— প্রথমতঃ 'উন্মার্গ'-জন্মে, দ্বিতীয়তঃ এই জন্মে এবং পরিশেষে অন্তিমজন্মে (অর্থাৎ যে জন্মে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন)। বৈশ্যবীথিতে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম হইল "বেস্‌সন্তর।" এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

১৬। মাতৃকুল, কিংবা পিতৃকুল হ'তে — করি নাই আমি স্বনাম গ্রহণ ;
বৈশ্যবীথি মাঝে হইনু প্রসূত ; — নাম "বেস্‌সন্তর" মোর সে কারণ।

যেদিন মহাসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই দিনেই এক আকাশচারিণী হস্তিনী একটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত সর্ব্বশ্বেত হস্তিশাবক আনিয়া, যেখানে রাজার মঙ্গলহস্তী থাকিত সেইখানে রাখিয়া গেল। মহাসত্ত্বের প্রত্যয় অর্থাৎ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া লোকে এই হস্তীর নাম রাখিল প্রত্যয়। রাজা মহাসত্ত্বের জন্য অতিদীর্ঘাদিদোষ-রহিতা[২] চৌষট্টিজন মধুরক্ষীরবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। মহাসত্ত্বের সঙ্গে একদিনে যে ষষ্টিসহস্র অমাত্যপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, রাজা তাঁহাদেরও জন্য ধাত্রী দিলেন। মহাসত্ত্ব এই ষষ্টিসহস্র অমাত্যপুত্রের সঙ্গে বহু পরিচারক-পরিচারিকা-পরিবেষ্টিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। রাজা লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া তাঁহার ব্যবহারোপযোগী আভরণ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন মহাসত্ত্বের বয়স্ চারি পাঁচ বৎসর হইল, তখন তিনি সেগুলি খুলিয়া ধাত্রীদিগকে দান করিলেন ; ধাত্রীরা সেগুলি ফিরাইয়া দিতে চাহিলেও তিনি গ্রহণ করিলেন না। ধাত্রীরা রাজাকে এ কথা জানাইলে তিনি বলিলেন," আমার পুত্র যাহা দিয়াছে তাহা উপযুক্ত দানই হইয়াছে ; উহা ব্রহ্মদেয় (ব্রহ্মদত্ত)[৩] বলিয়া গণ্য হউক।" তিনি কুমারের জন্য আবার এক প্রস্থ আভরণ প্রস্তুত করাইলেন। কিন্তু কুমার শৈশবেই সেইগুলিও দাত্রীদিগকে দান করিলেন। এইরূপে একে একে নয় বার অলঙ্কার গড়া হইল ; কুমার নয় বার সেগুলি ধাত্রীদিগকে দিলেন।

মহাসত্ত্বের বয়স্ যখন আট বৎসর, তখন তিনি একদিন শয্যায় আসীন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি যাহা দান করি, তাহা সমস্তই বহিরাগত[৪] ; ইহাতে আমার পরিতোষ হয় না। যাহা আমার ভিতরে আছে— আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার দেহ—তাহাই আমার দান করিতে ইচ্ছা। কেহ যদি আমার হৃৎপিণ্ড চায়, আমি নিজের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া হৃৎপিণ্ডটা বাহির করিয়া দিব ; কেহ যদি আমার চক্ষুদুইটী

১। থলি।
২। এই খণ্ডের মূকপঙ্গু-জাতক (৫৩৮) দ্রষ্টব্য।
৩। 'ব্রহ্মদেয্য'—উৎকৃষ্টদান, শ্রেষ্ঠদান, রাজার দান ; যাহা দিতে দাতার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।
৪। 'বাহিরদান' এবং 'অধ্যাত্মিকদান' সম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডের শিবি-জাতক (৪৯৯) দ্রষ্টব্য

চায়, তবে চক্ষুই উৎপাটন করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিব ; কেহ যদি আমার শরীরের মাংস চায়, তবে সমস্ত দেহ হইতে মাংস ছেদন করিয়া তাহাকে দান করিব।' মনে মনে যখন তিনি এইরূপে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন চতুর্নহুত ও দ্বিলক্ষ যোজন বিস্তৃতা, বিশালা পৃথিবী মত্তবারণের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কাঁপিয়া উঠিল, পর্ব্বতরাজ সুমেরু উত্তপ্তজলসিদ্ধ বেত্রাঙ্কুরের ন্যায় জেতুত্তর নগরাভিমুখ অবনত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, পৃথিবীর গর্জ্জনে আকাশও গর্জ্জন করিতে করিতে অকস্মাৎ বারিবর্ষণ করিল, মেঘের কোলে বিদ্যুল্লতা স্ফুরিতে লাগিল, সাগর উদ্বেলিত হইল, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ কোলাহলময় হইল। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

১৭। ছিলাম বালক যবে, অষ্টবর্ষ বয়স্ যখন,
তখন(ই) প্রাসাদে বসি দান দিতে করিনু মনন।
১৮। করিলাম মনে স্থির, কেহ যদি চাবে মোর কাছে
চক্ষু-হৃৎপিণ্ড-মাংস- রক্ত আদি দেহে যাহা আছে,
তাহাও করিতে দান হইব না কাতর কখন।
এ দৃঢ় সঙ্কল্প মোর ত্রিজগৎ করুক শ্রবণ।
১৯। এ সত্য কামনা মনে করিলাম যখন নির্ভয়ে
বিস্ময়ে কাঁপিল, যেন অকস্মাৎ স্থানচ্যুত হ'য়ে,
বিপুলা পৃথিবী এই, সুমেরু কিরীট শিরে যার,
কর্ণে অবতংসরূপে শোভে কত কানন সুন্দর।

বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন ষোড়শবর্ষ হইল, তখনই তিনি সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তখন পিতা তাঁহাকে রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি পৃষতীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মদ্ররাজকুল হইতে বোধিসত্ত্বের মাতুলকন্যা মাদ্রীকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে ষোড়শসহস্র রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া মহাসত্ত্বের অগ্রমহিষী করিলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন ; এবং অভিষেকের পর হইতেই প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা-দানের ব্যবস্থা করিয়া মহাদান আরম্ভ করিলেন।

কালক্রমে মাদ্রী দেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে কাঞ্চন-জাল দ্বারা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল জালিকুমার। তিনি যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন মাদ্রী এব কন্যা প্রসব করিলেন। তাঁহাকে কৃষ্ণাজিন দ্বারা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল কৃষ্ণাজিনা।

(২)

মহাসত্ত্ব প্রতিমাসে ছয় বার অলঙ্কৃত গজবরের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক ছয়টী দানশালা পরিদর্শন করিতেন। ঐ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সেজন্য শস্য জন্মে নাই, ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; লোকে জীবনধারণে অসমর্থ হইয়া চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত জানপদগণ রাজসদনে সমবেত হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে ; বাপু সকল?" প্রজারা তাহাদের দুঃখের কাহিনী জানাইল ; "আমি বৃষ্টি বর্ষণ করাইতেছি" বলিয়া রাজা তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি যথারীতি শীলব্রত গ্রহণ করিলেন, পোষধ পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃষ্টিবর্ষণ করাইতে পারিলেন না। তখন তিনি নাগরিকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমি যথারীতি শীল পালন করিতেছি, পোষধী হইয়াছে, কিন্তু বৃষ্টিপাতন করিতে পারিতেছি না। এখন আমার কর্ত্তব্য কি, বল।" নাগরিকেরা বলিল, "মহারাজ, জেতুত্তর নগরে সঞ্জয়রাজপুত্র বিশ্বন্তর দানাভিরত ; তাঁহার একটী সর্ব্বশ্বেত মঙ্গলহস্তী আছে ; ঐ হস্তী যেখানে যায়, সেখানেই বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। আপনি যদি নিজে বৃষ্টিপাত ঘটাইতে অসমর্থ হন, তবে ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইয়া যাচ্ঞা করাইয়া ঐ হস্তী আনয়ন করুন।" "বেশ পরামর্শ দিয়াছ" বলিয়া রাজা তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ব্রাহ্মণদিগকে সমবেত করাইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে আটজনকে বাছিয়া লইলেন এবং ঐ আটজনকে উপযুক্ত পাথেয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনারা যাত্রা করুন ; বিশ্বন্তরের নিকট যাচ্ঞা করিয়া হস্তীটা লইয়া আসুন।" ব্রাহ্মণেরা যথাকালে জেতুত্তরে উপনীত হইলেন, দানশালায় অন্ন আহার করিয়া স্ব স্ব দেহে ধূলি বিকিরণ ও কর্দ্দম

লেপন করিলেন, এবং পূর্ণিমার দিন বিশ্বন্তরের নিকট হস্তী চাহিবেন এই উদ্দেশ্যে, তিনি যখন দানশালায় আসিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্বদ্বারে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিশ্বন্তর দানশালা পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে প্রাতঃকালেই ষোলটী গন্ধোদকপূর্ণ ঘটে স্নান করিয়া আহারান্তে প্রসাধন সমাপনপূর্ব্বক অলঙ্কৃত গজবরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদ্বারে গিয়া কোন উন্নত ভূভাগে অবস্থিত হইলেন। বিশ্বন্তর পূর্ব্বদ্বারের দান-বিতরণ পরিদর্শন করিয়া যখন দক্ষিণদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক "বিশ্বন্তরের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া তাঁহারা যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে হস্তী চালাইলেন এবং হস্তীর স্কন্ধে আসীন থাকিয়াই প্রথম গাথা বলিলেন ঃ—

২০। হইয়াছে দীর্ঘ কক্ষলোম, নখ সব।
পঙ্কে লিপ্ত দন্তরাজি ; মস্তকে সবার
ধূলি-ধূসরিত কেশ ;— এ বেশে তোমরা
প্রসারি দক্ষিণ হস্ত কি চাহিছ, বল?

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিলেন,

২১। শিবির পালনকর্ত্তা তুমি দানবীর ;
চাহিতেছি রত্ন এক মোরা তব ঠাঁই।
ঈষাদন্ত, মহাভারবহনসমর্থ
এই গজবর তব কর, ভূপ, দান।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, "আমি আধ্যাত্মিকদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজের মস্তক প্রভৃতি দিতে অভিলাষী হইয়াছি ; ইহারা ত কেবল যাহা বাহ্য বস্তু, তাহাই যাচ্ঞা করিতেছে। ইহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতেছি। ইহা স্থির করিয়া তিনি গজবরের স্কন্ধ হইতেই বলিলেন,

২২। চাহেন ব্রাহ্মণগণ রাজার বাহন,
মদস্রাবী, দীর্ঘদন্ত এই গজোত্তম।
অকুণ্ঠিত চিত্তে ইহা করিলাম দান।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া,

২৩। সুদৃঢ়-সঙ্কল্প দানে শিবির পালক
অবতরি গজবর-স্কন্ধ হ'তে তবে
করেন ব্রাহ্মণগণে সম্প্রদান তাহা।

ঐ হস্তীর চারি পায়ের অলঙ্কারের মূল্য ছিল চারি লক্ষ মুদ্রা ; পার্শ্বদ্বয়ের অলঙ্কারের মূল্য ছিল দুই লক্ষ মুদ্রা ; উহার উদরের নিম্নে যে কম্বল থাকিত, তাহার মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা ; পৃষ্ঠোপরি মুক্তজাল, কাঞ্চনজাল ও মণিজাল এই যে তিনটী জাল ছিল, সে গুলির মূল্য তিন লক্ষ মুদ্রা ; কর্ণদ্বয়ে যে আভরণ ছিল তাহার মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা ; পৃষ্ঠোপরি যে কম্বল আস্তৃত হইত, তাহার মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা ; কুম্ভের আভরণের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা; কপালের অবতংস তিনখানির মূল্য তিন লক্ষ মুদ্রা; কর্ণমূলের আভরণগুলির মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা; দন্তদ্বয়ের অলঙ্কারের মূল্য দুই লক্ষ মুদ্রা; শুণ্ডস্থ স্বস্তিকাকার আভরণের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা ; লাঙ্গুলালঙ্কারের মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা ; ইহা ব্যতীত তাহার দেহস্থ অন্যান্য আভরণের মূল্য দ্বাবিংশতি লক্ষ, তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিবার জন্য সিঁড়িটার মূল্য এক লক্ষ এবং ভোজন-কটাহের মূল্য এক লক্ষ—এই গুলিরই ত মূল্য হইল চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ। আবার উহার ছত্রপৃষ্ঠে মণি, চূড়ামণি, মুক্তাহারে মণি, অঙ্কুশে মণি, কণ্ঠস্থ মুক্তাহারে মণি, কুম্ভে মণি, এইরূপ বহু মহার্ঘ মণি ছিল। পরিশেষে গজবর নিজে ; তাহার মূল্যের ত ইয়ত্তাই ছিল না। মহাসত্ত্ব এই সপ্তবিধ অমূল্যধন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। কেবল ইহাই নহে ; তিনি হস্তীর সেবার জন্য হস্তিপাল প্রভৃতির সহিত পাঁচ শ ঘর পরিচারকও দান করিলেন। এই দানের প্রভাবে, পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবে ভূকম্পনাদি হইল।

[এই বৃত্তান্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৪। জন্মিল ভীষণ ভয়, কাঁপিল মেদিনী,
শিহরি উঠিল সবে, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৫। পাইল ভীষণ ভয় নাগরিকগণ,
শিহরি হইল ক্ষুব্ধ, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৬। সমাকুলা হ'ল পুরী, মহা কোলাহলে
নিনাদিত চতুর্দ্দিক্‌, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

সমস্ত জেতুত্তর নগর সংক্ষুব্ধ হইল। কলিঙ্গব্রাহ্মণগণ দক্ষিণদ্বারে হস্তী লাভ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন এবং বহু অনুচর-পরিবৃত হইয়া নগরের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। ইহা দেখিয়া নগরবাসীরা বলিতে লাগিল, "ভো ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাদের হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" ব্রাহ্মণেরা নানারূপ হস্তভঙ্গী করিয়া উত্তর দিলেন, "মহারাজ বিশ্বন্তর আমাদিগকে এই হস্তী দান করিয়াছেন। তোমরা জিজ্ঞাসা করিবার কে?" তাঁহারা নগরের মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক দৈবানুগ্রহে উত্তরদ্বার দ্বারা নিক্রান্ত হইলেন। নগরবাসীরা বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইল এবং রাজদ্বারে সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৭। উঠিল ভীষণ, মহাতুমুল নিনাদ,
কাঁপিয়া উঠিল ধরা, যবে বিশ্বন্তর
করিলেন সম্প্রদান সেই গজবর।

২৮। উঠিল ভীষণ, মহাতুমুল নিনাদ,
নগরবাসীরা সবে সংক্ষুব্ধ হইল,
করিলেন বিশ্বন্তর যবে গজ দান।

২৯। উঠিল ভীষণ, মহাতুমুল নিনাদ,
শিবির পালক যবে সেই গজবর
কলিঙ্গ-ব্রাহ্মণগণে করিলেন দান।

নগরবাসীরা বিশ্বন্তরের দানে সংক্ষুব্ধ হইয়া রাজা সঞ্জয়কে এই ব্যাপার জানাইল। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

৩০। উগ্র[১] রাজপুত্র-বৈশ্য ব্রাহ্মণাদি নাগরিকগণ,
গজসাদি-দেহরক্ষি- রথি-পত্তি আদি অগণন,

৩১। সকল নিগমবাসী, জনপদবাসী প্রজা সবে,
কলিঙ্গেরা গজ লয়ে যেতেছে দেখিতে পেল যবে,
সমবেত হ'ল গিয়া তখনই রাজার আবাসে
উচ্চৈঃস্বরে অভিযোগ করে তারা তাঁহার সকাশে।

৩২। হ'ল রাজ্য ছারখার। কেন তব পুত্র বিশ্বন্তর
পুজে রাজ্যবাসী যারে, করে দান হেন গজবর?

৩৩। ঈষাবৎ দীর্ঘাকার দন্ত যার ; নাই যার মত
বহিতে বিপুলভার অন্যকোন কুঞ্জর সমর্থ,
সর্ব্বশ্বেত, সর্ব্ববিধ যুদ্ধক্ষেত্রে বাছি যেই লয়
হেন স্থান, যেথা হতে করিতে পারিবে শত্রুক্ষয়,

৩৪, ৩৫। এমন শত্রুদমন, কৈলাসের মত শুভ্রকায়,
মদস্রাবী, যানশ্রেষ্ঠ রাজবাহী গজোত্তমে, হায়,
কলিঙ্গ-ব্রাহ্মণগণে করিলেন দান তিনি আজ,
পাণ্ডুকম্বলাচ্ছাদন— চামরাদিসহ, মহারাজ!
নিপুণ অথর্ব্ববেদে বাছি বাছি গজাচার্য্য আর[১]
দিয়াছেন সঙ্গে তার। অহহ, এ কি যথেচ্ছাচার!

১। 'উগ্র' শব্দটীর অর্থ টীকাকারের মতে 'উগ্‌গতা পঞ্‌ঞাতা'—সুবিখ্যাত। ইংরাজী অনুবাদে ইহা 'উগ্রক্ষত্রিয়' বলিয়া ধরা হইয়াছে।

১। 'সাধাসনং'—অথর্ব্ববেদজ্ঞদিগের সাহস। অথর্ব্ববেদে গজশাস্ত্রসম্বন্ধে মন্ত্র আছে।

তাহারা আরও বলিল,

৩৬। অন্নপানবস্ত্রশয্যা দাতারা করেন বটে দান ;
আপত্তি তাহাতে নাই ; দানার্হ ব্রাহ্মণে তাহা পান।
৩৭। কিন্তু যিনি শিবিদের কুলক্রমাগত অধীশ্বর,
করিলেন গজবর দান কেন সেই বিশ্বন্তর।
৩৮। প্রজাদের কথা মত কাজ যদি না কর, রাজন্,
তাহাদের হাতে তব পুত্রসহ ঘটিবে পতন।

প্রজাদের কথা শুনিয়া রাজার মনে হইল, তাহারা বুঝি বিশ্বন্তরের প্রাণবধ করিতে চাহিতেছে। তিনি বলিলেন,

৩৯। যা'ক রাজ্য অধঃপাতে, জনপদ হো'ক ছারখার ;
শুনি প্রজাদের কথা করিবনা কখন(ও) আমার
ঔরস পুত্রকে স্বীয় রাজ্য হ'তে আমি নির্বাসন ;
প্রাণাধিক প্রিয় সেই ; কোন দোষ করেনি কখন।
৪০। যা'ক রাজ্য অধঃপাতে ; জনপদ হো'ক ছারখার ;
শুনি প্রজাদের কথা করিব না কখন(ও) আমার
আত্মজ পুত্রকে স্বীয় রাজ্য হ'তে আমি নির্বাসিন;
প্রাণাধিক পুত্র সেই কোন দোষ করেনি কখন।
৪১। আর্য্য-শীলবান্ সেই; করি যদি তার কোন ক্ষতি,
হব আমি মহাপাপী; ঘটিবে কলঙ্ক মোর অতি।
প্রাণাপেক্ষা বাসি ভাল পরম ধার্ম্মিক বিশ্বন্তরে;
পিতা হয়ে শস্ত্রাঘাতে করিতে কি পারি বধ তারে ?

শিবিরাজ্যবাসীরা বলিল,

৪২। দণ্ড কিংবা শস্ত্রাঘাতে করাতে চাইনা মোরা আহত তাঁহারে;
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকিবার যোগ্য নন তিনি কারাগারে।
কর, মহারাজ, তুমি এ রাজ্য হইতে তাঁর শীঘ্র নির্ব্বাসন;
আছে যথা বঙ্কগিরি, সেখানে বসতি তিনি করুন এখন।

রাজা বলিলেন,

৪৩। বুঝিলাম শিবিদের সঙ্কল্প ইহাই; বিরুদ্ধে ইহার আমি যেতে নাহি চাই।
এক রাত্রি মাত্র সবে দাও বিশ্বন্তরে ভুঞ্জিতে বিষয়সুখ থাকি এ নগরে।
৪৪। প্রভাত হইলে রাত্রি, উদিলে তপন, সমবেত হো'ক শিবিরাজ্যবাসিগণ;
হয়ে সবে এক মত, ইচ্ছা যদি করে, করুক তাহারা নির্বাসিত বিশ্বন্তরে।

প্রজারা রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "তিনি এক রাত্রির জন্য এখানে থাকুন।" সঞ্জয় তখন তাহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং পুত্রকে সংবাদ দিবার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে[১] বিশ্বন্তরের নিকট যাইতে বলিলেন। কর্ম্মচারী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিশ্বন্তরের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৫। উঠ, কর্ত্তা, শীঘ্র গিয়া বল বিশ্বন্তরে,
"শিবিরাজ্যবাসিগণ হইয়াছে বড়
ক্রুদ্ধ তব প্রতি, দেব; নাগরিক সবে—

৪৬। উগ্ররাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি,
যোধগণ যত—গজসাদি-দেহরক্ষি-
রথি-পদাতিক—সর্ব্বজনপদবাসী
হইয়াছে সমবেত দণ্ডিতে তোমায়।

১। মূলে 'কর্ত্তা' (কত্তা) এই পদ আছে। কত্তা বা ক্ষত্তা বলিলে, রাজার কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ সারথি বা দৌবারিক বুঝায়।

৪৭। পোহাইলে এই রাত্রি, সূর্য্যোদয় কালে
একমত হয়ে শিবিদেশবাসী সবে
করিবে এ রাজ্য হতে তব নির্ব্বাসন।"

৪৮,৪৯। সঞ্জয়ের আজ্ঞা পেয়ে, ধুইয়া মস্তক,
সুন্দর বসন কর্ত্তা করি পরিধান,
কনক-বলয় পরি, কর্ণে মণিময়
কুণ্ডলযুগল, চন্দনানুলিপ্ত দেহে
হন শীঘ্র উপনীত যে রম্য ভবনে
করিতেন বিশ্বন্তর বসতি তখন।

৫০। দেখিলেন কর্ত্তা, বিরাজিছেন কুমার[১],
সেই স্বীয় রম্যাগারে, অমাত্য-বেষ্টিত,
বেষ্টিত ত্রিদশগণে বাসব যেমন।

৫১, ৫২। গিয়া শীঘ্র কর্ত্তা বিশ্বন্তরের সকাশে
বলিলেন সাশ্রুমুখে প্রণমি তাঁহারে,
"ভর্ত্তা তুমি, মহারাজ, সর্ব্বকামদাতা;
আসিয়াছি নিবেদিত অশুভ সংবাদ,
অভয় তোমার ঠাঁই মাগি সে কারণ।

৫৩। শিবিরাজ্যবাসিগণ হইয়াছে বড়
ক্রুদ্ধ তব প্রতি, দেব; নাগরিকগণ
উগ্র-রাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ—সকলে,

৫৪। যোধগণ যত—গজসাদি-দেহরক্ষি
রথি-পদাতিক—সর্ব্বজনপদবাসী
হইয়াছে সমবেত দণ্ডিতে তোমায়।

৫৫। পোহাইলে এই রাত্রি, সূর্য্যোদয়কালে
একমত হয়ে শিবিদেশবাসী সবে
করিবে এ রাজ্য হতে তব নির্ব্বাসন।"

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৫৬। শিবিরা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ কি কারণ?
কোনই ত অপরাধ না হয় স্মরণ।
বল, কর্ত্তা, স্পষ্ট করি, জিজ্ঞাসি তোমায়,
কি দোষে তাহারা মোরে নির্ব্বাসিতে চায়?

রাজকর্ম্মচারী বলিলেন,

৫৭। উগ্র-রাজপুত্র-বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি,
গজসাদি-দেহরক্ষি-রথি-পদাতিক,
হইয়াছে ক্রুদ্ধ সবে গজদান হেতু;
চায় তাই নির্ব্বাসিতে তোমায়, রাজন্।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

৫৮। ধন-রত্ন-স্বর্ণ-মুক্তা-বৈদূর্য্য প্রভৃতি
বাহ্যবস্তু দান—এ ত অতি তুচ্ছ কথা।
মাগে যদি কেহ মোর চক্ষু বা হৃদয়,
তাহাও অদেয় আমি ভাবি না কখন।

৫৯। আমার দক্ষিণ বাহু যাচে যদি কেহ,
অকাতরে ছেদি তাহা দিব আমি তারে;
দানেই পরমা প্রীতি পাই আমি মনে।

৬০। শিবিরাজ্যবাসী সবে করুক আমায়
নির্ব্বাসিত, নিহত বা সপ্তধা খণ্ডিত।
দান হ'তে কভু আমি হব না বিরত।

ইহা শুনিয়া কর্ম্মচারী নিজের বুদ্ধিমত এমন একটী আদেশ জানাইলেন, যাহা রাজা দেন নাই, নাগরিকেরাও দেয় নাই। তিনি বলিলেন,

৬১। শিবি নাগরিক আর জানপদগণ
সমবেত হ'য়ে সবে বলিতেছে এবে,
কোন্তিমারা নদীতীরে অরঞ্জর নামে
রয়েছে পর্ব্বতরাজি ; অভিমুখে তার
যায় নির্ব্বাসিতগণ; সে পথে সত্বর
করুন গমন দানব্রত বিশ্বন্তর।

এক দেবতা নাকি কর্ম্মচারীর মুখ দিয়া এই কথাগুলি বলাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'বেশ; অপরাধীরা যে পথে প্রস্থান করে, আমিও সেই পথেই যাইব। কিন্তু নাগরিকেরা আমাকে অন্য

১। বিশ্বন্তর তখন নিজেই রাজা; কিন্তু তাঁহার মাতাপিতা তখনও জীবিত বলিয়া তাঁহাকে 'কুমার' বলা হইয়াছে। —টীকাকার।

কোন দোষে নির্ব্বাসন করিতেছে না; আমি হস্তী দান করিয়াছি এই জন্যই তাহারা আমার নির্ব্বাসন চাহিতেছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমি (নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে) সপ্তশতকাখ্য[১] মহাদান করিয়া যাইব। নাগরিকেরা আমাকে এই দান সম্পাদন করিবার জন্য এক দিনের অবসর দিউক।' তিনি বলিলেন,

৬২। যে পথে চলিয়া যায় অপরাধিগণ আমিও সে পথ ধরি করিব গমন।
এক রাত্রি, এক দিন ক্ষমুক আমায়; ইচ্ছামত করি দান লইব বিদায়।

"যে আজ্ঞা। আমি নাগরিকদিগকে এই কথা জানাইতেছি," ইহা বলিয়া কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া মহাসত্ত্ব জনৈক সেনানীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি আগামী কল্য সপ্তশতকাখ্য মহাদান করিব। সপ্তশত হস্তী, সপ্তশত অশ্ব, সপ্তশত রথ, সপ্তশত নারী, সপ্তশত ধেনু, সপ্তশত দাসী ও সপ্তশত দাস সংগ্রহ করুন; এবং নানাবিধ অন্ন, পানীয়, এমন কি সুরা প্রভৃতি অন্যান্য দাতব্য দ্রব্যও আনয়ন করিয়া রাখুন।" এইরূপে সপ্তশতক মহাদানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে বিদায় দিলেন এবং একাকী মাদ্রীর ভবনে গমনপূর্ব্বক রাজকীয় পল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

[এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৩। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মদ্রসুতাকে সম্বোধি
বলিলেন বিশ্বন্তর, "যাহা কিছু আমি,
ধন, ধান্য,

৬৪। স্বর্ণ-মুক্তা-বৈদুর্য্য প্রভৃতি
দিয়াছি তোমায়, প্রিয়ে, পৈতৃক যে ধন
পাইয়াছ আর তুমি,—সমস্ত এখন
করহ স্থাপন কোন নিরাপদ্ স্থানে।"

৬৫। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন তখন, "কোথায় এ সব, প্রভো, করিব স্থাপন?"

বিশ্বন্তর বলিলেন,

৬৬। শীলবান্ ব্যক্তি যাঁরা, তাঁহাদের মাঝে যিনি যা' পাইতে যোগ্য, দাও তাহা তাঁকে
দান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রাণিগণ নিরাপদে রক্ষিতে না পারে নিজ ধন।

মাদ্রী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বন্তর তাঁহাকে আরও উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,

৬৭। পুত্রগণে ক'রো স্নেহ; শ্বশ্রূ ও শ্বশুরে
ভক্তিভরে ক'রো সেবা; ভর্ত্তা যিনি তব
হইবেন অতঃপর, পরিচর্য্যা তাঁর
করিও যতনে, মাদ্রী, কায়ে, বাক্যে, মনে।

৬৮। এ রাজ্য হইতে আমি করিলে প্রস্থান
যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয়ে কোনজন
চান তব ভর্ত্তা হতে, ভর্ত্তা মনোমত
নিজেই খুঁজিয়া লবে। বিরহে আমার
না যেন শুকায়ে যায় ও বরাঙ্গ তব।

মাদ্রী ভাবিলেন, 'বিশ্বন্তর এরূপ কথা বলিতেছেন কেন?' তিনি বলিলেন, "আর্য্য-পুত্র, আপনি আমাকে এরূপ নীতিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন কেন?" বিশ্বন্তর বলিলেন, "ভদ্রে, আমি হস্তী দান করিয়াছি বলিয়া শিবিরাজ্যের লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছে। আমি আগামী কল্য সপ্তশতকাখ্য দান করিয়া অদ্য হইতে তৃতীয় দিনে নগর হইতে নিষ্ক্রমণ করিব।

৬৯। শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্যে আমায়
যাইতে হইবে, প্রিয়ে। সেই মহাবনে
একাকী থাকিয়া আমি জীবিত যে রব,
এ আশা দুরাশা মাত্র, এই মনে লয়।"

৭০। সর্ব্বাঙ্গশোভনা মাদ্রী বলিল তখন, "হেন অসঙ্গত কথা বল কি কারণ?
বলিলে, শুনিলে কিংবা প্রস্তাব এমন হয় লোকে পাপভাক্, নিন্দার ভাজন।

৭১। একাকী যাইবে তুমি—এত ধর্ম্ম নয়। আমি যাব সঙ্গে তব, বলিনু নিশ্চয়।
যে পথে তোমার গতি, আমার ও সে পথ; ভুঞ্জিব সম্পদে সুখ, বিপদে বিপদ্।

১। যে দানে প্রত্যেক দাতব্য পদার্থের সাত শতটি থাকে।

৭২। বলে যদি কেহ মোরে, 'ঘটিবে মরণ
কিন্তু জীবনের হানি হবে না আমার,
মরণই মাগিব আমি, বাঁচিতে না চাই,
তব সঙ্গে করি যদি অরণ্যে গমন;
করি যদি পরিত্যাগ সংসর্গ তোমার,'
যদি সদা সঙ্গে তব থাকিতে নাপাই।

৭৩। চিতানল প্রজ্বলিত করিয়া তাহায়
জীবন ধারণ, প্রভো, অসাধ্য আমার;
পুড়িয়া মরণ ভাল; ছাড়িয়া তোমায়
জীবনে-মরণে দাসী সঙ্গিনী তোমার।

৭৪, ৭৫। সম বা বিষম গিরিবর্ত্মে বিচরণ
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় হস্তিনী সতত,
শিশু দুটী কোলে লয়ে; হব না কখন
বরঞ্চ করিব তব চিত্ত বিনোদিত;
করে যে আরণ্যগজ, তাহার যেমন
আমিও তোমার সঙ্গে যাব সেই মত
দুর্ভরা তোমার আমি। সেবি অনুক্ষণ
নির্জ্জনবাসের ক্লেশ হবে অন্তর্হিত।

৭৬। যখন এ শিশু দু'টি আধ আধ স্বরে
বনে বসি বরষিবে অমৃতের ধারা,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলে যাবে সব;

৭৭। যখন এ শিশু দু'টি আধ আধ স্বরে
কথা বলি বনে বসি খেলিবে, তখন
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৭৮। রম্য তপোবনে যবে শিশু দু'টি এই
মঞ্জুভাষে কবে কথা, শুনি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৭৯। রম্য তপোবনে যবে তব মঞ্জুভাষী
শিশু দু'টী খেলিবেক, হেরি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮০। বনকুসুমের মালা পরিবে যখন।
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টি,
মুখচন্দ্র তাহাদের করি দরশন
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮১। বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী
খেলিবে, দেখিয়া তাহা, ওহে প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮২। বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী
নাচিবে আনন্দে, তাহা হেরি, প্রাণেশ্বর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৩। বনকুসুমের মালা পরিয়া যখন
রম্য তপোবনে তব এই শিশু দু'টী
নাচিবে, খেলিবে, তাহা হেরি, প্রাণেশ্বর
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৪। বন্যগজ, ষষ্টিবর্ষ বয়স্ যাহার,
চরিছে, একাকী বনে; দেখিয়া তাহার
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৫। বন্যগজ, ষষ্টিবর্ষ বয়স যাহার,
বিচরিছে সায়ংপ্রাতঃ, দেখিয়া তাহার
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৬। যূথপতি—ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জর
করেণুগণের অগ্রে চরিতে চরিতে
করিবে বৃংহণ ; শুনি সেই ক্রৌঞ্চনাদ
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৭। পথের উভয়পার্শ্বে বনস্থলী-শোভা
নিরখি, কামদ,[১] হবে সার্থক নয়ন।
যদিও শ্বাপদাকীর্ণ সে অরণ্য, তবু
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৮। সায়াহ্নে গহনস্থানে মৃগ পঞ্চমালী[২]
আসিতেছে ফিরি, যবে করিবে দর্শন,
কিন্নরগণের নৃত্য দেখিবে যখন,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৮৯। প্রবাহিনী-সমূহের কঠোর গর্জ্জন,
কিন্নরগণের গান করিয়া শ্রবণ,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯০। গিরিগুহাচর উলূকের উচ্চরাব
হইবে তোমার যবে শ্রবণগোচর,
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯১। সিংহ, ব্যাঘ্র-খড়্গ-গবয়াদি হিংস্রগণ
এক সঙ্গে নিনাদিবে যবে রাত্রিকালে,
পঞ্চাঙ্গিক[৩] তূর্য্যধ্বনি ভাবি সে নিনাদে
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।"

ইহা বলিয়া মাদ্রী এমন ভাবে হিমালয়ের শোভা বর্ণন করিতে শুনিয়া বোধ হইল, তিনি যেন পূর্ব্বে ঐ অঞ্চল স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ঃ—

১। 'কামদং' এবং 'কামদ' উভয় পাঠই দেখা যায়। আমি 'কামদ' পাঠই গ্রহণ করিলাম। বিশ্বন্তর মাদ্রীর পক্ষে সর্ব্বকামদাতা।

২। টীকাকার 'পঞ্চমালী' শব্দের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। নতুন পালি অভিধানে ইহাকে 'বন্যজন্তু বিশেষ' বলা হইয়াছে।

৩। আতত, বিতত, আতত-বিতত, ঘন ও সুষির—এই পঞ্চবিধ যন্ত্রের বাদ্য। আতত—যাহার এক মুখ চামে ঢাকা; বিতত— যাহার দুই মুখই চামে ঢাকা; আতত-বিতত, যেমন বীণা ইত্যাদি। ঘন— যেমন কাঁসর, করতাল ইত্যাদি। সুষির অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত, যেমন শাঁখ, বাঁশী, ডমরু।

৯২। বেষ্টিত ময়ূরীগণে ময়ূর যখন
আনন্দে করিবে নৃত্য পর্ব্বত-মস্তকে
বিস্তারি বিচিত্র্য পুচ্ছ, হেরি দৃশ্য সেই
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯৩। বেষ্টিত ময়ূরীগণে ময়ূর যখন
প্রসারি চিত্রিত পুচ্ছ নাচিবে আনন্দে,
এ রাজ্যের কথা ভুলি যাবে সব।"[১]

৯৪। বেষ্টিত ময়ূরীগণে নীলকণ্ঠ শিখী
নাচিবে যখন, সেই শোভা নিরখিয়া
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯৫। হিমাত্যয়ে তরুগণ পুষ্পিত হইয়া
বিস্তারিবে চারিদিকে সৌরভ; তখন
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলি যাবে সব।

৯৬। হিমাত্যয়ে হরিদাবরণ-বিভূষিতা
মেদিনীর নিরখিবে শোভা মনোলোভা;
উজ্জ্বল-লোহিতবর্ণ ইন্দ্রগোপ কীট
করিবে সে বসনের বৈচিত্র্য সাধন।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।

৯৭। হিমাত্যয়ে সুপুষ্পিত হবে তরুগণ—
বিম্বজাল[২] লোধ্র গিরিমল্লিকা প্রভৃতি—
মারুত হিল্লোলে করি সৌরভ বিস্তার।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।

৯৮। হিমাত্যয়ে সুপুষ্পিতা হবে বনস্থলী;
দেখা দিবে কমলের কোরক সুন্দর।
এ রাজ্যের কথা তুমি ভুলিবে তখন।[৩]

মাদ্রী যেন হিমালয়বাসিনী, এই ভাবে তিনি উক্ত গাথাগুলিতে হিমালয় বর্ণনা করিলেন।

হিমালয়বর্ণন সমাপ্ত

---

(৩)

এদিকে পৃষতী দেবী ভাবিতেছিলেন, 'আমার পুত্রের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; তাহা শুনিয়া বাছা আমার কি করিতেছে, দেখি গিয়া।' তিনি আবৃত গোযানে আরোহণ করিয়া বিশ্বন্তরের ভবনে গমন করিলেন, এবং তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া বিশ্বন্তর ও মাদ্রীর কথোপকথন শুনিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—

৯৯। পুত্র, পুত্রবধূ বসি কক্ষ-অভ্যন্তরে
করিতেছিলেন যাহা কথোপকথন,
শুনি যশস্বিনী রাণী পৃষতি সকল
করুণ বিলাপ কত করিলেন, হায়!

১০০। "বিষপানে, কংবা পড়ি ভৃগুস্থান হ'তে,
কিংবা উদ্বন্ধনে মৃত্যু—সেও মোর ভাল;
সর্ব্বদোষহীন মোর পুত্র বিশ্বন্তর,
নির্ব্বাসিত করিতে কি হেতু তারে চায়?

১০১। নানাবিদ্যাবিশারদ, মুক্ত-হস্ত দানে,
দানশৌণ্ড, অমৎসর, যশঃকীর্ত্তিমান,—
প্রতিপক্ষ রাজগণ গুণপাশে যার
বদ্ধ হয়ে করে পূজা, হেন দোষহীন
বিশ্বন্তরে তারা কেন নির্ব্বাসিতে চায়?

১০২। মাতার পিতার সেবা করে যে যতনে,
সম্মানে সতত তোষে কুলজ্যেষ্ঠগণে,
হেন দোষহীন মোর পুত্র বিশ্বন্তরে
কি হেতু প্রজারা বনে নির্ব্বাসিত করে?

১০৩। রাজার, রাণীর, জ্ঞাতিবন্ধু সকলের—
সমস্ত রাজ্যের হিতকারী বিশ্বন্তর!
সর্ব্ববিধদোষহীন হেন পুত্রে মোর
কি হেতু প্রজারা বনে নির্ব্বাসিত করে?'

এইরূপে করুণ পরিদেবন করিয়া এবং পুত্র ও পুত্রবধূকে আশ্বাস দিয়া পৃষতীদেবী রাজার (সঞ্জয়ের) নিকট গিয়া বলিলেন,

---

১। মূলে ময়ূরের 'অণ্ডজ' এই বিশেষণ আছে। অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

২। বিম্বজাল বা বিম্বিজাল রক্ত কুরুবক বৃক্ষ। মূলে ' লোম-পদ্মকং' এবং ' লোদ্দ পদ্দকং' এই দুই পাঠ আছে। উভয় পাঠই ভ্রমাত্মক।

৩। শেষের চারিটী গাথায় পুষ্পোদগমের কাল 'হেমন্তে', 'হেমন্তিক মাসে', ও 'হেমন্তিকে' পদদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক, বিশেষতঃ হিমালয়ে। এই জন্য আমি 'হেমন্তিকে' পদের পরিবর্ত্তে 'হিমচ্চয়ে' (হিমাত্যয়ে, অর্থাৎ শীত ঋতুর অবসানে) এই পাঠ কল্পনা করিলাম।

১০৪। মক্ষিকারা পলাইলে মৌচাক হইতে
যার ইচ্ছা সেই মধু লুঠি লয়ে যায়;
ভূতলে পড়িলে আম, যে সে আসি সেথা
কুড়াইয়া লয় তাহা: ঠিক সেই রূপ
হইবে এ রাজ্য তব ভোগ্য যার তার,
বিনাদোষে পুত্রে যদি কর নির্বাসিত।

১০৫। ছাড়ি যাবে অমাত্যেরা এ রাজ্য তোমার;
একাকী পাইবে কষ্ট, পায় যে প্রকার
ছিন্নপক্ষ হংস শুষ্ক পল্বলে পড়িয়া।

১০৬। তাই বলি, মহারাজ, আত্মহিত তুমি
করিও না পরিহার। প্রজার কথায়
বিনাদোষে বিশ্বন্তরে পাঠা'ও না বনে।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,

১০৭। শিবিশ্রেষ্ঠ বিশ্বন্তরে নির্বাসিত করি
পালিতেছি, ভদ্রে, আমি কুলক্রমাগত
শিবিরাজধর্ম্ম আজ। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
সত্য বটে পুত্র মোর; তথাপি তাহার
রাজ্য হতে নির্বাসন ঘটিবে নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া পৃষতীদেবী পরিবেদন করিতে লাগিলেন :—

১০৮। যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
রক্ষিগণ; সুরঞ্জিত পতাকাগ্র সব
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
শত শত ফুল্ল কর্ণিকার সঙ্গে তার।
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১০৯। যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
রক্ষিগণ; সুরঞ্জিত পতাকাগ্র সব
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
প্রস্ফুটিত কর্ণিকার-বন সঙ্গে তার।
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়!

১১০। যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
বিচিত্রবসনধারী যোধ অগণন।
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
বহু ফুল্ল কর্ণিকার-তরু সঙ্গে তার।
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা দোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১১। যাত্রাকালে অনুগামী হইত যাহার
বিচিত্রবসনধারী যোধ অগণন,
দেখিলে হইত মনে, চলিতেছে যেন
প্রস্ফুটিত কর্ণিকার-বন সঙ্গে তার!
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনাদোষে, হায়,
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১২। যাত্রাকালে সঙ্গে যার যেত এত দিন
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি পরিধান
ইন্দ্রগোপনিভরক্ত গান্ধার-কম্বল,
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনাদোষে, হায়
একাকী বিজন বনে রাজ্য ছাড়ি যায়।

১১৩। গজপৃষ্ঠে, শিবিকায়, কিংবা রথে বসি
চলিত যে এতকাল, সেই বিশ্বন্তর
কিরূপে যাইবে, হায়, পদব্রজে আজ ?

১১৪। হইত চন্দনে লিপ্ত শরীর যাহার,
নৃত্যগীতধ্বনি যা'রে বিনিদ্র করিত,
কিরূপে সে পরিধান করিবে এখন
কর্কশ অজিনবাস? বহিবে কিরূপে
কুঠার, ভিক্ষার ভাণ্ড, বাঁক সেই আজ?

১১৫। কাষায় বসন কিংবা অজিন কি হেতু
আনে নাই এতক্ষণ? যাবে বনে যেই,
শিখায় না কেন তারে জানে যারা নিজে,
কিরূপে বান্ধিতে হয় শরীরে বল্কল?
স্বচক্ষে দেখিলে ইহা বুঝিবেন রাজা,
কি সুখে অরণ্যে গিয়া রবে বিশ্বন্তর।

১১৬। নির্ব্বাসিত নৃপতিরা অহো কি প্রকারে
করেন অরণ্যে গিয়া বল্কল ধারণ!
রাজকন্যা—রাজবধূ মাদ্রী, হায়, হায়,
কুশচীর[1] পরিধান করিবে কিরূপে?

১১৭। কাশীজাত বস্ত্র, কুটুম্বর দেশজাত[2]
ক্ষৌমবস্ত্র, এই সব পরে যে সতত
সে মাদ্রী কুশের চীর পরিবে কেমনে?

১। চীর ত্রিবিধ—বল্কল, কুশ ও ফলক।

২। কুটুম্বর সম্বন্ধে এই খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৮। শিবিকা রথাদি যানে ভ্রমিত যে সদা।
সে অনবদ্যাঙ্গী আজ পারিবে কি হায়,
বিচরিতে পদব্রজে ঘোর বনপথে?

১১৯। সুকোমল করতল; চরণ দু'খানি
কোমল পাদুকা দ্বারা থাকে সুরক্ষিত;
সে অনবদ্যাঙ্গী ভীরু পুত্রবধূ মোর
পারিবে কি পদব্রজে ভ্রমিতে অরণ্যে?

১২০। সুকোমল পদতল;—চরণযুগল
পীড়িত হইত যার সুবর্ণখোচিত
কোমল পাদুকা পরি, সে অনবদ্যাঙ্গী
কিরূপে যাইবে বনে নগ্নপদে আজ?

১২১। মালা পরি যেত মাদ্রী কোথাও যখন,
ধাইত সহস্র দাসী অগ্রে অগ্রে তার;
সে অনবদ্যাঙ্গী, হায়, আজ কি পারিবে
চলিতে ভীষণ মহারণ্যে একাকিনী?

১২২। শৃগালের রব শুনি মুহুর্মুহুঃ যেই
কাঁপিয়া উঠিত ভয়ে, সে অনবদ্যাঙ্গী
কিরূপে যাইবে আজ ভয়াবহ বনে?

১২৩। ইন্দ্রগোত্রজাত বলি জানে যারে সবে,
সে পেচক রাত্রিকালে ডাকিত যখন,
শুনিতে পাইলে মাদ্রী সে বিকট রব,
সভয়ে উঠিত কাঁপি ভূতাবিষ্টাবৎ।[১]
সে অনবদ্যাঙ্গী ভীরু, হায়, কি প্রকারে
শ্বাপদসঙ্কুল বনে করিবে গমন?

১২৪। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
পক্ষিনী যেমন হয় শোকাতুরা অতি,
শূন্য দেখি আমি বিশ্বন্তরের ভবন
তেমতি হইব দগ্ধ চিরশোকানলে।

১২৫। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
শোকে জর্জ্জরিত হয় পক্ষিণী যেমন,
তেমতি আমিও হায়, তিল তিল করি
শুকায়ে মরিব প্রিয় পুত্রের বিহনে।

১২৬। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
দুঃখিনী পক্ষিনী যথা ইতস্ততঃ ধায়,
প্রিয় পুত্রে দেখিতে না পেয়ে আমি, হায়,
তেমতি ছুটিব সদা পাগলিনী-প্রায়।

১২৭। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
কুররী যেমন হয় শোকাতুরা অতি,
শূন্য দেখি আমি বিশ্বন্তরের ভবন
তেমতি হইব দগ্ধ চিরশোকানলে।

১২৮। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
শোকে জর্জ্জরিত হয় কুররী যেমন,
তেমতি আমিও, হায়, তিল তিল করি
শুকায়ে মরিব প্রিয় পুত্রের বিহনে।

১২৯। শাবক মেরেছে ব্যাধে ; শূন্য নীড় হেরি
দুঃখিনী কুররী যথা ইতস্ততঃ ধায়,
প্রিয় পুত্রে দেখিতে না পেয়ে আমি, হায়,
তেমতি ছুটিব সদা পাগলিনী প্রায়।

১৩০। শূন্য দেখি মম প্রিয় পুত্রের আগার
দুঃখানলে দগ্ধ আমি হব চিরকাল,
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩১। প্রাণাধিক বিশ্বন্তরে না পেলে দেখিতে
জীর্ণা শীর্ণা হব আমি তিল তিল করি
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩২। প্রাণাধিক বিশ্বন্তরে না পেলে দেখিতে
ছুটি যাব ইতস্ততঃ পাগলিনী প্রায়,
জলহীন পল্বলেতে চক্রবাকী যথা।

১৩৩। করিতেছি, প্রভো, আমি করুণ বিলাপ;
করে নাই পুত্র মোর কোন অপরাধ;
তথাপি তাহার যদি কর নির্ব্বাসিন,
বোধ হয় দেহে আর না রবে জীবন।

এই সকল ঘটনা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১৩৪। শুনিয়া বিলাপ তাঁর শিবিনরেশের
অন্তঃপুরবাসিনীরা হয়ে সমবেত
বাহু তুলি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।

১৩৫। বিশ্বন্তর-গৃহে দারা, সুত সমুদায়
শোকাবেগে হ'ল, হায়, ভূতলে লুণ্ঠিত
প্রভঞ্জন-প্রমর্দ্দিত শালতরুবৎ।

১৩৬। হইল প্রভাতা রাত্রি, উদিল ভাস্কর;
সপ্তশতকাখ্য মহাদানের উদ্দেশ্যে
দানাগারে বিশ্বন্তর করিলা গমন।

১৩৭। 'দাও সৌম্যগণ, আজ যেজন যা' চায়,
বস্ত্রার্থীকে দাও বস্ত্র, মদ্যপকে সুরা,[২]
বুভুক্ষুকে দাও অন্ন পরিতুষ্ট করি।

১৩৮। আসিবে ভিক্ষার্থী যারা আজ এই স্থানে,
কেহ যেন কোনরূপ কষ্ট নাহি পায়,

১৩৯। শুনি এ ঘোষণা যত ভিখারীর দল
অবিলম্বে সমবেত হল দানাগারে।

১। কৌশিক ইন্দ্রের একটি নাম; আবার ইহাতে পেচকও বুঝায়। এইজন্য পেচককে ইন্দ্রগোত্রজ বলা হইয়াছে। 'বারুনীষ পবেধতি'—বারুণী-যক্ষদাসী, অথবা যে রমণী ভূতাবিষ্ট হইয়াছে, এই ভাণ করিয়া লোকের ভাগ্য গণনা করে।

২। টীকাকার বলেন যে, সুরাদান নিষ্ফল হইলেও, পাছে লোকে বলে যে, বিশ্বন্তরের দানশালায় সুরা পাইলাম না, এই আশঙ্কায় তাহাও দিবার ব্যবস্থা হইবে।

অন্নপান করি দান তোষ সবকারে;
ধন্য ধন্য বলি তারা করুক প্রস্থান।"[১]

কেহ গায়, কেহ খেলে, মহানন্দে তারা,
শিবির পালক মহারাজ বিশ্বন্তর
রাজ্য ছাড়ি বনবাসে যাইতে যখন
করিতেছিলেন এই সব আয়োজন।

১৪০। বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
সেই মহাতরু, যাহা নানাবিধ ফল
অকাতরে অনুক্ষণ করিত প্রদান।

১৪১। বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
সেই কল্পতরু, যাহা সর্ব্বকামদানে
তুষিত যাচক জনে সদা অকাতরে।

১৪২। বিনা দোষে বিশ্বন্তরে নির্ব্বাসিত করি
ছেদিল নির্ব্বোধ শিবিরাজ্যবাসিগণ
কল্পতরু, যাহা সর্ব্বকামরস দিয়া
তুষিত যাচকগণে সদা অকাতরে।

১৪৩। বাল, বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক—সর্ব্বজন
বাহু তুলি আরম্ভিল করিতে ক্রন্দন
শিবির পালক মহারাজ বিশ্বন্তর
স্বীয় রাজ্য ত্যজি যবে বনবাসে যান।

১৪৪। ভূতবিদ্যা-বলে[২] যারা ভাগ্য গণি বলে,
নপুংসকগণ,[৩] যারা রক্ষে অন্তঃপুর,
রাজার রমণীগণ—সবে বাহু তুলি
কান্দিতে লাগিল যবে শিবির পালক
ছাড়িয়া নিজের রাজ্য বনবাসে যান।

১৪৫। নগরে যে সব নারী ছিল সে সময়ে,
সকলেই বাহু তুলি লাগিল কান্দিতে
শিবির পালক যবে বনবাসে যান।

১৪৬। ব্রাহ্মণ, শ্রমণ আর ভিক্ষার্থী, যাহারা
উপস্থিত ছিল সেথা, বাহু তুলি সবে
কান্দিতে লাগিল বলি, "অহো কি অধর্ম্ম!

১৪৭। স্বপুরে সতত দানে মুক্তহস্ত যিনি,
শিবিদের কথামত সেই বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে আজ হন নির্ব্বাসিত।

১৪৮। করিলেন দান যিনি হস্তী সপ্তশত,
সুশোভিত সর্ব্ববিধ আভরণে যারা,—
কপালে সুবর্ণ-পট্ট, হেমসূত্রময়
আস্তরণ পৃষ্ঠোপরি;

১৪৯। অঙ্কুশ, তোমর
হস্তে লয়ে-গজাচার্য্যগণ স্কন্ধোপরি
রয়েছে আসীন—অহো, সেই বিশ্বন্তর
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫০। করিলেন দান যিনি অশ্ব সপ্তশত,
আজানেয়, সিন্ধুদেশজাত, দ্রুতগামী,
সুশোভিত সর্ব্ববিধ আভরণে যারা,

১৫১। পৃষ্ঠোপরি যাহাদের রয়েছে আসীন
ইলী আর চাপহস্তে অশ্বাচার্য্যগণ,—
সেই বিশ্বন্তর, হায়, বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫২। করিলেন দান যিনি রথ সপ্তশত,
সবাহক, দ্বীপিব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত,
মণ্ডিত নানালঙ্কারে, সমুচ্ছ্রিতধ্বজ;—

১৫৩। বর্ম্ম পরি চাপহস্তে সারথি নিপুণ
চালায় প্রত্যেক রথ, অহো, কি সুন্দর।
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫৪, ১৫৫। করিলেন দান যিনি নারী সপ্তশত,
সুমধ্যমা, স্মিতমুখী, সুশ্রোণি সকলে,—
পরিধান পীতবস্ত্র, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত পীত আভরণে;—
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র রথে রয়েছে তাহারা;—
সেই বিশ্বন্তর আজ বিনা অপরাধে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫৬। রজত-দোহনপাত্রসহ সপ্তশত
ধেনু দান করি, হের, বিশ্বন্তর এবে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫৭। সপ্তশত দাসী, আর দাস সপ্তশত
করি দান, হের, বিশ্বন্তর বিনা দোষে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৫৮। হস্তী, অশ্ব, রথ আর অলঙ্কৃতা নারী—
এ সব করিয়া দান বিশ্বন্তর এবে
হইলেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।"

১। টীকাকার এখানে আরও একটি গাথা দিয়াছেন ঃ—

উঠিল তুমুল শব্দ নগরে তখন—
"দানহেতু ঘটিয়াছে তব নির্ব্বাসন;
তথাপি এখন(ও) দান করিতেছ তুমি।"

২। 'অতিসেকথা' ('ভূতবিজ্জা ইকখণিকাপি—টীকাকার (ভূতুড়ে, যাদুকর, দৈবজ্ঞ প্রভৃতি) নির্দেশ করিয়াছেন।

৩। [illegible] সংস্কৃত 'বর্ষবর'।

১৫৯। অহো কি ভীষণ দান হইল তখন।
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি মহাদান,
কাঁপিল মেদিনী সেই দানের প্রভাবে।

১৬০। অহো কি ভীষণ দান হইল তখন!
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি মহাদান,
দান করি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে যবে যান বনবাসে।

জনৈক দেবতা সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজাদিগকে জানাইলেন যে, বিশ্বন্তর মহাদানে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষাত্রিয়কন্যাদি দান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজারা দেবতার অনুভাববলে রথে আরোহণ করিয়া জেতুত্তর নগরে গমনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কন্যাদি লাভ করিয়া প্রতিগমন করিলেন; ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণবৈশ্যশূদ্রেরাও দান লইয়া গেলেন। দান শেষ করিতে করিতে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন বিশ্বন্তর নিজ ভবনে গমন করিলেন, এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া পরদিনই যাত্রা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে অলঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাসভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাদ্রীদেবীও শ্বশ্রূর অনুমতি লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সঙ্গে গেলেন। মহাসত্ত্ব পিতাকে প্রণাম করিয়া জানাইলেন যে, তিনি বনবাসে যাইতেছেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

১৬১। সম্বোধি ধার্ম্মিকবর সঞ্জয়ে তখন
বলিলেন বিশ্বন্তর, "নির্ব্বাসিত মোরে
করিলেন, পিতা; আমি চলিলাম, তাই,
করিতে বসতি বঙ্ক পর্ব্বতে এখন।

১৬২। বিশ্বের সমস্ত প্রাণী—ভূত, ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমান আছে যারা, সকলেই, ভূপ,
অতৃপ্ত-বাসনা লয়ে জীবনাবসানে
গিয়াছে বা যাবে মৃত্যুরাজের সদনে।

১৬৩। নিজের আলয়ে আমি করিয়াছি দান;
প্রজারা পেয়েছে পীড়া মনে সে কারণ।
তাহাদের(ই) কথামত এবে, মহারাজ,
হইলাম নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৬৪। সে পাপের শাস্তি ভোগ করিব এখন
খড়্গিদ্বীপি-নিষেবিত অরণ্যে থাকিয়া;
পুণ্যার্জ্জনে সেথা আমি যাপিব জীবন;
কামপঙ্কে মগ্ন হেথা থাকুন আপনি।"

মহাসত্ত্ব পিতাকে এই চারিটি গাথা বলিয়া মাতার নিকটে গেলেন এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি চাহিলেন ঃ—

১৬৫। দাও, মাগো, অনুমতি; প্রব্রজ্যা আমার
বড় ভাল লাগে মনে; করিয়াছি দান
ইচ্ছামত এতকাল নিজের আলয়ে;
প্রজারা পেয়েছে পীড়া মনে সে কারণ।
তাদের(ই) আদেশ এবে করিতে পালন
হইলাম নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।

১৬৬। সে পাপের শাস্তি ভোগ করিব এখন
খড়্গিদ্বীপি-নিষেবিত অরণ্যে থাকিয়া।
পুণ্যার্জ্জনে সেথা আমি যাপিব জীবন;
কামপঙ্কে মগ্ন হেথা থাকুন আপনি।

ইহা শুনিয়া পৃষতীদেবী বলিলেন,

১৬৭। দিনু অনুমতি, বৎস; প্রব্রজ্যা তোমার
হউক সফল, এই করি আশীর্ব্বাদ।
কিন্তু এই সুমধ্যমা, সুশ্রোণি, কল্যাণী
মাদ্রী, এর পুত্র আর দুহিতাকে ল'য়ে
থাকুক এখানে; তার অরণ্যে কি কাজ?

বিশ্বন্তর বলিলেন,

১৬৮। দেখি যদি ইচ্ছা নাই, দাসীকেও, মাতঃ,
না চলে আমার প্রাণ লয়ে যেতে বনে,
ইচ্ছা যদি হয়, মাদ্রী পারেন যাইতে
সঙ্গে মোর বনবাসে; ইচ্ছা না থাকিলে
করুন স্বচ্ছন্দে তিনি হেথা অবস্থিতি।

পুত্রের কথা শুনিয়া সঞ্জয়ও মাদ্রীকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

১৬৯। করিলেন অনুরোধ সুষাকে তখন
মহারাজ নিজে "বৎসে, শরীর তোমার
চন্দনে চর্চ্চিত; ভ্রমি বনে বনে তুমি,
ক'রো না আচ্ছন্ন ইহা ধূলি আর মলে।

১৭০। করো'না, কল্যাণি, কুশচীর পরিধান।
সর্ব্বসুলক্ষণা তুমি; যেও না ক বনে;
বনবাসে, বৎসে, দুঃখকর সাতিশয়।"

১৭১। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন সঞ্জয়ে,
"বিশ্বন্তরে ছাড়ি যাহা ভুঞ্জিতে হইবে,
সে সুখে আমার কোন নাই প্রয়োজন।"

১৭২। শিবির পালক রাজা সঞ্জয় আবার
বলেন মাদ্রীকে, "বৎসে, করহ শ্রবণ
যে সব দুঃসহ দুঃখ ঘটে বনবাসে;—

১৭৩। কীট ও পতঙ্গ সেথা আছে অগণন,—
বৃশ্চিক-মশক-মধুমক্ষিকা-জলৌকা;
দংশিবে তোমায় তারা; পাবে দুঃখ কষ্ট।

১৭৪। বনে গিয়া নদীতীরে বাস যারা করে,
তাহাদের(ও) আছে বড় ভয়ের কারণ;—
মহাবল অজগর বিচরে সেখানে।
যদিও নির্বিষ তারা,

১৭৫। মৃগ বা মানুষ
পাইলে নিকটে ভোগে বেষ্টি দেহ তারে
টানি লয় ভোজনার্থ নিজের বিবরে।

১৭৬। কৃষ্ণজটাধর, ক্রুর, ভল্লুক-নামক
মহাহিংস্র-জন্তুগণ অরণ্যে বিচরে;
তাহাদের দৃষ্টিপথে হইলে পতিত,
বৃক্ষেও আরোহি লোকে নিস্তার না পায়।

১৭৭। সোতুম্বরা নদীতীরে আরণ্য মহিষ
পালে পালে বিচরণ করে অহরহ;
তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গের দ্বারা করিয়া আঘাত
মানুষে বধিতে তারা পারে অনায়াসে।

১৭৮। মহিষাদি পশুযূথ দেখিবে যখন,
বৎস না দেখিতে পেলে ধেনু যথা ভয়ে
বিহ্বলা হইয়া কোন না পায় উপায়,
তোমার(ও) কি হইবে না, মাদ্রী, সেই দশা?

১৭৯। বনবাসে অনভিজ্ঞা তুমি, বৎস, যবে
দেখিবে, বিকটাকার প্লবঙ্গমগণ
করিতেছে উল্লম্ফন 'তরুশির' পরি,
নিশ্চয় কাঁপিবে তুমি পেয়ে মহাভয়।

১৮০। শুনি শৃগালের রব, প্রাসাদে বসিয়া
কাঁপিয়াছ মুহুর্মুহু ভয় পেয়ে তুমি;
গমন করিলে বঙ্ক পর্ব্বতে এখন
দেখ ত ভাবিয়া, হবে কি দুর্দ্দশা তব!

১৮১। মধ্যাহ্নে পক্ষীরা যবে নীরব হইয়া
কুলায়ে বসিয়া থাকে, তখন(ও) অরণ্যে
শুনা যায় পশুদের ভীষণ গর্জ্জন।
কেন সেথা যেতে, বৎসে, ইচ্ছা হয় তব?"

১৮২। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজপুত্রী মাদ্রী সতী
বলিলেন সবিনয়ে, "ভয়ের কারণ
আছে যত মহারণ্যে, শুনিলাম সব।
সকল(ই) সহিব আমি অম্লানবদনে;
যাইব পতির সঙ্গে, রথিবর, আমি।

১৮৩। কাশকুশপোটগল-উশীর-বল্বজ-[1]
মুঞ্জ আদ তৃণ বুকে ঠেলি দুই পাশে
আগে আগে যাব আমি; হব না ইঁহার
দুর্ব্বাহা কখন(ও) বনে বিচরণকালে।

১৮৪। লভিতে মনের মত পতি কুমারীরা
কতই না করে কষ্ট! থাকে উপবাসী;
করিতে নিতম্বদেশ বিশাল নিজের
মর্দ্দন গোহনুদ্বারা করে কটি তা'রা।[2]

১৮৫। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
করিতে তাহাকে হয় বার বার স্নান,
অগ্নিপরিচর্য্যা আর, ত্রিসন্ধ্যা প্রত্যহ।
এহেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৮৬। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
উচ্ছিষ্ট খাইতে তার যোগ্য যেই নয়,
সেও চেষ্টা করে তারে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে,
হইতে নিজের সঙ্গে ব্যভিচারে রতা!
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৮৭। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
পরপুরুষেরা তারে তুলে চুল ধরি;

১৮৮। কত কষ্ট পায়, হায়, বিধবা যে নারী!
সুন্দরী[3] বিধবা কোন পাইলে দেখিতে

১। পোটগল (পালি 'পোটকিল') শরজাতীয় এবং বল্বজ (পালি 'পব্বজ') নলজাতীয় তৃণ। উশীর- বীরণ (বেণা)।

২। এই গাথার ইংরাজী অনুবাদের সহিত টীকার কোন ঐক্য নাই। অনুবাদক 'গোহনু' শব্দটী 'গোহন' শব্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার 'গোহনুবেঠনেন' পদটী 'গোহনুনা' ও 'বেঠনেন' (বেঠন = বেষ্ঠন) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিসালকটিওনতউত্তরপসসাব ইত্থিয়ো সামিকং লভন্তীতি কত্বা গোহনুনা কটিথালকং কোট্টাপেত্বা বেঠনেন পসসানি উপনামেত্বা কুমারিকা পতিং পটিলভন্তি"। কিন্তু 'গোহনুবেঠন' পদের গোহনু + উব্বেঠন এইরূপ ব্যাখ্যা করাই বোধ হয় সমীচীন। উব্বেঠন = মর্দ্দন (massage)। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, গোহনুদ্বারা মর্দ্দন করিলে নিতম্ব প্রশস্ত হয়। নারীদের পক্ষে প্রশস্ত নিতম্ব সৌন্দর্য্যের একটি অঙ্গ।

৩। সুকাচ্ছবি—শুক্লচর্ম্মবিশিষ্টা অর্থাৎ গৌরাঙ্গী। 'বেধবেরা' শব্দের অর্থসম্বন্ধে নূতন পালি অভিধানে যে আলোচনা আছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। সেখানে ইহা সংস্কৃত 'বৈধবেয়' (বিধবার পুত্র) শব্দস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং জাতকের টীকায় (৪র্থ খণ্ড, ১৮৪ম পৃষ্ঠে [illegible]) অর্থ সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু আমি [illegible] অনুরোধে [illegible]

মাটিতে ফেলিয়া দেয়; এত দুঃখ দিয়া
তাহাকে নিঃশঙ্ক মনে দেখে দাঁড়াইয়া!
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

দিয়া তারে ধন কিছু ভাবে লোকে মনে,
হইয়াছি আমি এর প্রণয়ভাজন!
নাহি তার ইচ্ছা, তবু করে জ্বালাতন,
পেচকে বায়সগণ করে যে প্রকার।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৮৯। কত কষ্ট পায় হায়, বিধবা যে নারী!
থাকে যদি জ্ঞাতিকুলে ঐশ্বর্য্য অপার,
সুবর্ণরজত পাত্রে গৃহ আলাময়,
তথাপি সোদর, সখী, সকলেই তারে
সতত গঞ্জনা দেয় বিধবা বলিয়া।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৯০। নগ্না জলহীনা নদী; নগ্ন সেই দেশ
শাসন করিতে যেথা নাই কোন রাজা;
থাকে যদি বিধবার ভ্রাতা দশজন,
তবু সে অনাথা, নগ্না, সহায়বিহীনা।
অহো কি বা দুর্বিসহ বৈধব্য যন্ত্রণা।
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৯১। ধ্বজ হয় নির্দ্দেশক রথের যেমন,[1]
ধূমে বুঝা যায় যথা অস্তিত্ব অগ্নির,
রাজাই রাজ্যের যথা পরিচয় স্থান,
স্বামীর নামেতে তথা স্ত্রীকে জানা যায়।
অহো কি বা দুর্বিষহ বৈধব্যযন্ত্রণা!
এ হেতু, হে রথিবর, যাব আমি বনে।

১৯২। যে নারী সমানভাবে অম্লান বদনে
পতির সঙ্গিনী হয়, ভাবি আপনাকে
সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী, দারিদ্র্যে দরিদ্রা,
নিশ্চয় সে করে কর্ম্ম অতীব দুষ্কর;
করেন দেবতাগণ প্রশংসা তাহার।[2]

১৯৩। পরিয়া কাষায় বস্ত্র পতিসহ সদা
বিচরিব বনে আমি; বিশ্বন্তর বিনা
চাই না করিতে, প্রভো, আধিপত্য আমি
অখণ্ড এ ভূমণ্ডলে।

১৯৪। চাহি না পাইতে
নানা রত্নগর্ভা এই সাগর-অম্বরা
বসুধারে আধিপত্য বিশ্বন্তর বিনা।

১৯৫। আছে কি হৃদয় তার? বড় সে নিঠুরা,
পতির দুঃখের দিকে দৃকপাত না করি
শুধু আত্মসুখে রতা হয় যে রমণী।

১৯৬। তাই, মহারাজ, আমি করিয়াছি স্থির,
শিবি হ'তে বিশ্বন্তর হ'লে নির্ব্বাসিত
আমিও হইব অনুগামিনী তাঁহার।
সর্ব্বকামপ্রদ, পিতঃ, তিনি যে আমার!"

১৯৭। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মদ্ররাজনন্দিনীকে
বলিলেন মহারাজ সঞ্জয় আবার,
"জালি-কৃষ্ণাজিনা অতি শিশু, সুলক্ষণে;
এ দুটি রাখিয়া যাও; আমিই করিব
সযতনে ইহাদের লালন পালন।"

১৯৮। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী বলেন সঞ্জয়ে,
"প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মোর জালি-কৃষ্ণাজিনা
অরণ্যে থাকিয়া সঙ্গে করিবে ইহারা
আমাদের নির্ব্বাসন-দুঃখাপনোদন।"

১৯৯। শিবিরপালক পুনঃ বলেন মাদ্রীকে,
"শালি তণ্ডুলের অন্ন সুপক্ক মাংসের
সঙ্গে মিশাইয়া যারা করিত ভক্ষণ,
কিরূপে সে শিশু দু'টী বাঁচিবে খাইয়া
বনের বিস্বাদ ফল, দেখ ত ভাবিয়া।

২০০। শত-রাজি-সুশোভিত, শত পল ভারী
হিরণ্ময় পাত্রে যারা করিত ভোজন,
কিরূপে সে শিশু দু'টী বৃক্ষপত্রে এবে
করিবে আহার, পান, ভাবি দেখ মনে।

২০১। কাশীজাত বস্ত্র, ক্ষৌম কুটুম্বরজাত
পরিত যে শিশু দু'টী, কিরূপে তাহারা
কুশচীর পরিধান করিবে এখন?

২০২। সুবাহিত শিবিকারথাদি যানে যারা
করিত ভ্রমণ, এবে সেই শিশুদ্বয়
পদব্রজে বিচরিতে পারিবে কি বনে?

২০৩। সার্গল কবাটযুক্ত কূটাগারে যারা
করিত শয়ন নিত্য, সেই শিশুদ্বয়
কিরূপে বৃক্ষের মূলে করিবে শয়ন?

২০৪। বিচিত্রকম্বলাস্তৃত পল্যঙ্কে যাহারা
করিত শয়ন, হায়, সেই শিশুদ্বয়
তৃণশয্যোপরি এবে শুইবে কেমনে?

২০৫। অগুরুচন্দন আদি গন্ধদ্রব্যে যারা
হ'ত অনুলিপ্ত, হায়, সেই শিশুদ্বয়
হয়ে ধূলিমলাচ্ছন্ন দুঃখ পাবে কত!

২০৬। সুখে যারা এত কাল হয়েছে পালিত।
করিত যে শিশুদ্বয়ে যতনে ব্যজন
চামরময়ূরপুচ্ছ দিয়া ভৃত্যগণ,
পারিবে তাহারা সহ্য করিতে কি, হায়,
দংশমশকাদি কীটগণের দংশন?"

১। ধ্বজচিহ্ন দেখিয়া রথ কাহার তাহা জানিতে পারা যায়; যেমন কপিধ্বজ, মীনকেতন ইত্যাদি।

২। তু'—আর্তার্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা, মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

তাঁহারা সমস্ত রাত্রি এইরূপ কথোপকথন করিলেন; ক্রমে প্রভাত হইল, সূর্য্য উঠিল; লোকে মহাসত্ত্বের চতুঃসৈন্ধবযুক্ত রথ আনয়ন করিয়া রাজদ্বারে রাখিল। মাদ্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে প্রণাম করিয়া এবং অন্যান্য রমণীদিগকে সম্ভাষণ করিয়া ও তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া বিশ্বন্তরের অগ্রেই গিয়া রথে উঠিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

২০৭। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজসুতা মাদ্রী তবে
বলিলেন সঞ্জয়কে, "করিও না, দেব
এরূপ বিলাপ আর; হ'য়ো না বিষণ্ণ।
এই শিশু দুটী রবে সঙ্গে আমাদের;
যাইবে যেখানে মোরা করিব গমন।

২০৮। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা মাদ্রী সতী
সঞ্জয়কে বলি ইহা, শিশু দু'টী ল'য়ে,
নিষ্ক্রমি প্রাসাদ হ'তে শিবিরাজপথে
অগ্রসরি আরোহণ করিলেন রথে।

২০৯। দানান্তে প্রণমি আর প্রদক্ষিণ করি
মাতা ও পিতাকে, বিশ্বন্তর তার পর

২১০। চতুরশ্বযুক্ত রথে আরোহি সত্বর
মাদ্রী-কৃষ্ণাজিনা-জালিকুমারের সহ
করিলেন যাত্রা বঙ্কগিরি-অভিমুখে।

২১১। যেখানে অনেক লোক দেখিতে তাঁহাকে
হয়েছিল সমবেত, চালাইতে রথ
প্রথমে সেখানে আজ্ঞা দিলা বিশ্বন্তর;
বলিলা সম্বোধি সবে, "চলিলাম আমি;
দাও হে বিদায়; হও সুখি, জ্ঞাতিগণ।

মহাসত্ত্ব সমবেত সমস্ত লোকে এইরূপে সম্বোধন করিয়া, এবং 'তোমরা অপ্রমত্ত ভাবে দানাদি সৎকার্য্যে রত থাক' এই উপদেশ দিয়া যাত্রা করিলেন। এদিকে তাঁহার মাতা ভাবিলেন, 'আমার পুত্র দানাভিরত; সে আরও দান দিউক।' এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বন্তরের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ আভরণসহ সপ্তরত্নপূর্ণ বহু শটক পাঠাইলেন। এই সকল দ্রব্য এবং মহাসত্ত্ব নিজে কেয়ূর প্রভৃতি যে সকল আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইগুলি খুলিয়া তিনি উপস্থিত যাচকদিগকে অষ্টাদশবার দান করিলেন, এবং ইহার পরেও যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত বিতরণ করিলেন। তিনি নগরের বাহিরে গিয়া একবার পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া নগর দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার মন বুঝিয়াই যেন রথপ্রমাণ স্থানে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া কুলালচক্রের ন্যায় আবর্ত্তনপূর্ব্বক রথখানিকে নগরাভিমুখে রাখিল; তিনি মাতাপিতার বাসভবন দেখিতে লাগিলেন। এই হেতু তখন ভূকম্পনাদি নানা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিল। অতএব কথিত হইয়া থাকে যে,

২১২। নিষ্ক্রান্ত নগর হ'তে হইয়া যখন
ফিরালেন মুখ তাঁর, দেখিবার তরে
যে ভবনে মাতাপিতা করিতেন বাস,
সুমেরুবনাবতংসা মেদিনী আবার
কাঁপিল তাঁহার মহাতেজের প্রভাবে।

মহাসত্ত্ব নিজে দেখিয়া মাদ্রীকে দেখাইবার জন্য বলিলেন,

২১৩। ঐই দেখ, মাদ্রী, মোর পৈতৃক ভবন
শিবিরাজপুরী অহো কিবা রমণীয়া!

মহাসত্ত্বের সঙ্গে একদিনে যে ষষ্টিসহস্র অমাত্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নগরে ফিরাইয়া দিলেন এবং যখন রথ চলিতে লাগিল, তখন মাদ্রীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, আমাদের পশ্চাতে কোন যাচক আসিতেছে কি না, লক্ষ্য করিও।" মাদ্রী এই কথায় পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। মহাসত্ত্ব যখন সপ্তশতক দান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে চারিজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা নগরে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা কোথায়?' তখন শুনিতে পাইলেন যে, তিনি দান সমাপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা আবার

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি সঙ্গে কিছু লইয়া গিয়াছেন কি?" এবং উত্তর পাইলেন, "তিনি রথারোহণে গিয়াছেন।" অমনি তাঁহারা অশ্ব কয়টী চাহিয়া লইবার অভিপ্রায়ে, যে পথে বিশ্বন্তর গিয়াছিলেন সেই পথে ছুটিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, কয়েকজন যাচক আসিতেছে।" মহাসত্ত্ব রথ থামাইলেন; ব্রাহ্মণেরা গিয়া অশ্ব চাহিলেন; মহসত্ত্ব তাঁহাদিগকে চারিটী অশ্বই দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২১৪। ছুটিয়া ধরিলে তাঁরে সে চারি ব্রাহ্মণ;
যাচিল চারিটী অশ্ব; করিলেন দান
সে চারি ব্রাহ্মণে চারি অশ্ব বিশ্বন্তর।

অশ্ব দান করিবার পরে রথের ধুর ঊর্দ্ধমুখে রহিল। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা যেমন চলিয়া গেলেন, অমনি চারি জন দেবপুত্র লোহিতমৃগের বেশে উপস্থিত হইয়া উহাতে স্কন্ধ দিয়া চলিলেন। তাঁহারা যে দেবপুত্র, মহাসত্ত্ব ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

২১৫। হের, মাদ্রী, এ কি অতি অদ্ভুত ব্যাপার!
চারিটী লোহিত মৃগ আসিয়া এখন
সুশিক্ষিত অশ্ববৎ টানিতেছে রথ।

মহাসত্ত্ব যখন এইরূপে যাইতেছিলেন, তখন অপর এক ব্রাহ্মণ গিয়া রথখানি চাহিলেন। মহসত্ত্ব স্ত্রীপুত্রকন্যাকে অবতরণ করাইয়া তাঁহাকে উহা দান করিলেন। যখন রথ দেওয়া হইল, তখন দেবপুত্রেরা অন্তর্দ্ধান করিলেন।

রথদানবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২১৬। পঞ্চম যাচক আসি মাগে রথখান।
যেমন চাহিল সেই, অকুণ্ঠিত চিতে
করিলেন দান তারে রথ বিশ্বন্তর।

২১৭। নামাইয়া রথ হ'তে নিজ পরিজন
তুষিতে ধনার্থী সেই ব্রাহ্মণের মন,
রথখানি তৎক্ষণাৎ করিলেন দান!

এই সময় হইতে তাঁহারা পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। মহাসত্ত্ব মাদ্রীকে বলিলেন,

২১৮। তুমি কোলে লও কৃষ্ণাজিনাকে এখন;
ছোট সেই, লঘুভার; জালী বড় তার;
সে হেতু তাহার আমি লইলাম ভার।

ইহা বলিয়া তাঁহারা দুই জনে দুইটী শিশুকে কোলে লইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২১৯। কুমারকে লয়ে রাজা, কন্যাকে মহিষী
চলিলেন প্রীতমনে; প্রিয় কথা বলি
পরস্পরের মন তুষিতে তুষিতে।

দানখণ্ড সমাপ্ত

---

(৪)

বিপরীত দিক্ হইতে কোন লোক আসিতেছে দেখিলেই তাঁহারা "বঙ্কপর্ব্বত কোথায়?" ইহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লোকে উত্তর দিত "দূরে।" এই জন্য কথিত হইয়াছে,

২২০। চলিতে চলিতে যারে দেখিতাম আমি
আসিতেছে কেহ বিপরীত দিক্ হ'তে,
পুছিতাম তারে, "বঙ্কগিরি কতদূরে?"

২২১ পথকষ্ট আমাদের হেরি পথিকেরা
কতই করিত, অহো, করুণ বিলাপ!
বলিত, "অশেষ দুঃখ পাইবে তোমরা;
বঙ্কগিরি হেথা হ'তে আছে বহুদূরে।"

পথের উভয় পার্শ্বে বিবিধ ফলধারী বৃক্ষ দেখিয়া শিশু দুইটী (ফল পাইবার জন্য) কান্দিত; মহাসত্ত্বের অনুভাববলে ফলবান্ তরুগণ অবনত হইয়া তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিত; তিনি সেগুলি হইতে সুপক্ক ফল চয়ন করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। ইহা দেখিয়া মাদ্রী বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে,

২২২। দেখিতে পাইত যদি তরু ফলবান্
বনমাঝে, শিশু দু'টী করিত ক্রন্দন
ফল পাইবার তরে;

২২৩। কান্দিতেছে তারা
হেরি তরু নিজেই হইয়া অবনত
আনিয়া হাতের কাছে দিত পক্ক ফল।

২২৪। দেখি এ বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপার
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মাদ্রী পুলকিত হয়ে
শতবার সাধুকার দিলেন পড়িয়ে ঃ—

২২৫। "অহো কি বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপার।
দেখিলে শিহরে অঙ্গ ; নিজে তরুগণ
অবনত হয়ে ফল করিতেছে দান;
এতই তেজস্বী মহাভাগ বিশ্বন্তর।

জেতুত্তর নগর হইতে সুবর্ণগিরিতাল-নামক পর্ব্বত পাঁচ যোজন দূরে; সেখান হইতে কোন্তিমারা নদী পাঁচ যোজন দূরে; কোন্তিমারা হইতে অরঞ্জর নামক পর্ব্বতও পাঁচ যোজন দূরে; অরঞ্জর গিরি হইতে দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রামও পাঁচ যোজন দূরে; সেখান হইতে মাতুলগ্রামের[1] দূরত্ব দশ যোজন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জেতুত্তর নগর হইতে মাতুলগ্রাম ত্রিশ যোজন দূরে। কিন্তু দেবতারা এই দীর্ঘপথ সংক্ষেপ করিয়া দিলেন; বিশ্বন্তর ও তাঁহার পরিজনেরা একদিনেই মাতুলগ্রামে উপনীত হইলেন। এই জনাই কথিত হইয়া থাকে যে,

২২৬। কষ্ট দেখি শিশুদের সদয় হইয়া
সংক্ষিপ্ত করেন পথ দেবতা সকল।
ছাড়িলেন জেতুত্তর নগর যে দিন,
সে দিনেই বিশ্বন্তর দেবতানুগ্রহে
পৌঁছিলেন চেত রাজ্যে পরিজনসহ।

তাঁহারা প্রাতরাশসময়ে জেতুত্তর নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং সায়াহ্নকালে চেতরাজ্যস্থ মাতুলগ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২৭। অতিক্রমি দীর্ঘপথ পৌঁছিলেন তাঁরা
সুসমৃদ্ধ চেতরাজ্যে, পরিপূর্ণ যাহা
সুপ্রচুর মাংস-সুরা-অন্নপানে সদা।

মাতুল নগরে যাট হাজার ক্ষত্রিয়[2] বাস করিতেন। মহাসত্ত্ব নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া দ্বারদেশস্থ পান্থশালায় উপবেশন করিলেন। মাদ্রী তাঁহার পায়ের ধূলা পুঁছিয়া পা টিপিয়া দিয়া ভাবিলেন, 'বিশ্বন্তর যে এখানে আসিয়াছেন, নগরবাসীদিগকে এই সংবাদ দেওয়া যাউক।' তিনি গৃহের বাহিরে গিয়া বিশ্বন্তরের দৃষ্টিপথেই দাঁড়াইলেন। যে সকল স্ত্রী লোক নগর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে নগরে যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২২৮। চেতের রমণীগণ সুলক্ষণা মাদ্রীকে দেখিয়া
অবিলম্বে চারিদিকে দাঁড়াইল তাঁহাকে ঘিরিয়া।
বলিতে লাগিল তারা, "হায়, আর্য্যা মাদ্রী সুকুমারী
চলিবেন পায়ে হাঁটি কি প্রকারে, বুঝিতে না পারি।

১। ইংরাজী অনুবাদক 'মাতুলগ্রাম' শব্দে বিশ্বন্তরের মামার গ্রাম বুঝিয়াছেন। বিশ্বন্তর মদরাজদুহিতা পৃষতীর পুত্র : মাতুলগ্রাম কিন্তু চেতরাজ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই চেতরাজ্য কোথায়, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। তথাপি ইহা যে মদ্‌রাজ্যে নহে, তাহা নিশ্চিত। অতএব 'মাতুলগ্রাম' বিশ্বন্তরের মামার বাড়ী হইতে পারে না ; বোধ হয়, কোন কারণে গ্রামটা এ নামেই পরিচিত ছিল।

২। পরে দেখা যাইবে, ইঁহারা সকলেই 'রাজা' ছিলেন, ইহা বলা হইয়াছে। [illegible] 'ক্ষত্রিয়' ও 'রাজা' শব্দ সাধারণতঃ [illegible]

২২৯। ভ্রমিতেন যিনি পূর্ব্বে শিবিকাদি সুখদ বাহনে,
সে রাজমহিষী আজ পদব্রজে যেতেছেন বনে।"

বহুলোকে মাদ্রীকে, বিশ্বন্তরকে এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাদুইটিকে এইরূপে অনাথভাবে আগত দেখিয়া রাজাদিগকে জানাইল। তখন ষষ্টিসহস্র রাজা রোদন ও পরিবেদন করিতে করিতে বিশ্বন্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৩০। চেতের রাজারা তাঁর পাইয়া দর্শন সাশ্রুমুখে সমবেত হলেন তখন।
শুধালেন, "মহারাজ, কুশল ত সব? নাই ত অসুখ দেহে? পিতৃদেব তব
আছেন ত সুস্থকায়? শিবিবাসিগণ সুস্থদেহে করিছে ত জীবন যাপন?
২৩১। কোথা তব সেনা? কোথা অলঙ্কৃত রথ? অশ্ব বিনা, রথ বিনা এলে দীর্ঘপথ।
ঘটেছে কি শত্রুহস্তে তব পরাজয়, এসেছ যে হেতু হেথা লইতে আশ্রয়?

মহাসত্ত্ব রাজাদিগকে আপনার আগমনের কারণ জানাইলেন ঃ—

২৩২। কুশল আমার, সৌম্যগণ, নাই ব্যাধি;
পিতাও আছেন ভাল; শিবিবাসিগণ
সুস্থদেহে করিতেছে জীবন যাপন।

২৩৩। ঈষাসমদীর্ঘদন্ত, মহাভারবহ,
সর্ব্বশ্বেত, নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ
যুদ্ধক্ষেত্রে হেন স্থান, যেথা হতে পারে
দমিতে অরাতিগণে, অরাতিদমন,

২৩৪, ২৩৫। মদস্রাবী, যানোত্তম, রাজবাহী গজ,
অমলধবল যথা কৈলাস ভূধর
কলিঙ্গ ব্রাহ্মণগণে করেছিনু দান
সর্ব্বআভরণ সহ—চামরাস্তরণ,
পাণ্ডুকম্বলাচ্ছাদন, অঙ্কুশাদি আর
রতনে খচিত দ্রব্য যত ছিল তার;
দিয়াছিনু আর(ও) তার পরিচর্য্যাহেতু
নিপুণ অথর্ব্ববেদে গজাচার্য্য যারা।

২৩৬। সে হেতু আমার প্রতি ক্রুদ্ধ শিবিগণ;
পিতাও বিরূপ অতি হয়েছেন এবে।
পেয়ে নির্ব্বাসন-দণ্ড যাইতেছি তাই
বঙ্কগিরি-অভিমুখে। জান কি তোমরা
হেন কোন বনভূমি সে বঙ্কপর্ব্বতে,
পারিব থাকিতে মোরা নির্ব্বিঘ্নে যেখানে?

রাজা বলিলেন,

২৩৭। স্বাগত, হে মহারাজ; আগমনে তব
পাইনু পরমা প্রীতি আমরা সকলে।
এ রাজ্য তোমার(ই); বল কি আছে এখানে,
দিয়া যাহা পরিতুষ্ট করিব তোমায়?

২৩৮। শাক, বিস, মধু, মাংস, শালির ওদন,
প্রস্তুত হয়েছে যাহা যত্নসহকারে,
কর ভোগ মহারাজ; ধন্য মোরা আজ
পাইয়া অতিথিরূপে তোমায় এখানে।

বিশ্বন্তর বলিলেন,

২৩৯। চাহিলা যে সব দিতে, সমস্তই আমি,
ভাব মনে, লইলাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে।
কিন্তু রাজা করেছেন নির্ব্বাসিত মোরে;
যাব বঙ্কপর্ব্বতে সত্বর সে কারণ।
বল দেখি, অরণ্যের কোন্ অংশে গিয়া
থাকিতে পারিব মোরা নিরুদ্বেগে সেথা?

রাজারা বলিলেন,

২৪০। এই চেতরাজ্যে তুমি থাক, রথিবর।
আমরা ইত্যবসরে চেতবাসী সবে
যাই চলি মহারাজ সঞ্জয়ের পাশে,
করি গিয়া তাঁর ঠাঁই প্রার্থনা সকলে
হইতে তোমার প্রতি প্রসন্ন আবার।

২৪১। নিশ্চয় জানিও তুমি, চেতবাসীদের
হবে এ প্রার্থনা পূর্ণ; মহানন্দে সবে
অনুগামী হয়ে, প্রভো, তোমায় তখন
শিবিরাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে পুনর্ব্বার।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

২৪২। আপনারা যাইবেন জেতুত্তরে সবে
করিতে প্রার্থনা হেন রাজার নিকট,
বলিতে তাঁহাকে পুনঃ প্রসন্ন হইতে!
ত্যজুন সঙ্কল্প এই; শিবি দেশে রাজা
প্রকৃতিপুঞ্জের ইচ্ছা লঙ্ঘিতে অক্ষম।

২৪৩। শিবিবাসী সবে,—সেনা, নাগরিকগণ
হয়েছে অতীব ক্রুদ্ধ; আমার কারণ
রাজাকেও নির্ব্বাসিতে উদ্যত তাহারা।

রাজারা বলিলেন,

২৪৪। এই যদি প্রজাদের অবস্থা মনের
হয়ে থাকে শিবিরাজ্যে, হে রাজ্যবর্দ্ধন,
এখানেই কর তুমি রাজত্ব এখন;
করিবে তোমার সেবা চেতবাসিগণ।

২৪৫। ধনধান্যে পরিপূর্ণ পুর-জনপদ;
এ রাজ্য শাসিতে তুমি মতি কর স্থির।

বিশ্বন্তর বলিলেন,

২৪৬। রাজ্যশাসনের ইচ্ছা নাই মোর আর।
স্বরাজ্য হইতে আমি হয়ে নির্ব্বাসিত,
না চাই রাজত্ব পেতে অন্য কোন দেশে।
ইহাই সঙ্কল্প মোর, চেতবাসিগণ।

২৪৭। নির্ব্বাসিত বিশ্বন্তরে চেতবাসিগণ
রাজপদে অভিষিক্ত করেছ তোমরা
শুনিলে এ কথা, সেনা, পৌর, জানপদ,
শিবিরাজ্যে আছে যারা, হইবে কুপিত।

২৪৮। আমার(ও) অপ্রীতিকর হইবে নিশ্চয়,
শিবির, চেতের মধ্যে ঘটিলে বিরোধ
কেবল আমার জন্য; চাই না ক আমি
উভয় রাজ্যের মধ্যে ঘটাতে বিবাদ।

২৪৯। এরূপ বিবাদ সৃষ্টি করি যদি আমি,
হইবে ভীষণ যুদ্ধ বহুদিনব্যাপী
উভয় রাজ্যের মধ্যে; একের কারণ
বহুলোক পরস্পর করিবে নিধন।

২৫০। চাহিলে যে সব দিতে সমস্তই আমি,
ভাব মনে, লইলাম কৃতজ্ঞ হৃদয়ে।
কিন্তু রাজা করেছেন নির্ব্বাসিত মোরে;
যাব বঙ্কপর্ব্বত সত্বর সে কারণ।
বল দেখি, অরণ্যের কোন্ অংশে গিয়া
পারিব থাকিতে মোরা নিরুদ্বেগে সেথা।

চেতবাসীরা মহাসত্ত্বকে এইরূপে বহুবার অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। রাজারা তাঁহার মহা আদর অভ্যর্থনা করিলেন ; কিন্তু তিনি নগরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। তখন রাজারা সেই পান্থশালাই সুসজ্জিত করাইলেন ; উহার চারিদিকে পর্দ্দা খাটাইলেন, অভ্যন্তরে উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা করাইলেন, এবং উহা প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। মহাসত্ত্ব এক দিন এক রাত্রি সেই সুরক্ষিত পান্থশালায় অবস্থিতি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য ভোজন করিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ; চেতরাজেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন। ষষ্টিসহস্র ক্ষত্রিয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চদশ যোজন গমন করিলেন এবং বনদ্বারে উপনীত হইয়া পুরোবর্ত্তী পঞ্চদশযোজনদীর্ঘ পথ বলিয়া দিলেন ঃ—

২৫১। বলিতেছি কোন্ স্থানে করিলে বসতি
অগ্নিহোত্রী রাজর্ষিরা নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া
পারেন একাগ্রচিত্তে তপস্যা সাধিতে।

২৫২। অই যে দক্ষিণপার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
ও শৈলের নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত।
গিয়া অই শৈলে দারাপুত্রকন্যাসহ
করিও বিশ্রামসুখ ভোগ কিছু কাল।

২৫৩। বিদায় তোমায় প্রভো, দিতেছি আমরা
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সবে বিষণ্ণ বদনে।
চলিবে উত্তরমুখে সোজাসুজি তুমি
যবে আমাদের রাজ্য যাবে পরিহরি।

২৫৪। হউক কুশল তব। আছে তত্ঃপর
বিপুল-নামক গিরি অতি মনোরম,
বহুবিধ শীতচ্ছায় বিটপিশোভিত।

২৫৫। হও তুমি পথে সদা কুশলভাজন।
করিলে বিপুল গিরি অতিক্রম যবে,
কেতুমতী স্রোতস্বতী পাইবে দেখিতে,
[illegible]

২৫৬। মহোদকা কেতুমতী, সুরম্যা তটিনী ;
বিচরে বিবিধ মৎস্য নির্ভয়ে সেথায়।
করি স্নান সে নদীতে, পান করি জল
[illegible]

২৫৭। ঘটে না ক যেন তব বিঘ্ন কোনরূপ
দেখিবে সেখানে রম্য পর্ব্বত-শিখরে
সুন্দর মধুরফল বটতরু এক
রয়েছে শীতলচ্ছায়া বিস্তারি চৌদিকে।

২৫৮। ঘটে না ক যেন তব বিঘ্ন কোনরূপ।
দেখিবে সে স্থান ছাড়ি নালিক পর্ব্বত,
নানাদ্রুমসমাকীর্ণ, কিন্নরাধ্যুষিত।,

২৫৯। তাহার ঈশান কোণে আছে সরোবর,
মুচলিন্দ নাম যার। অমল ধবল
পুণ্ডরীক পুষ্প তার আবরি সলিল
বিতরে সুগন্ধ সদা অতি মনোহর।

২৬০। অতঃপর আছে বন, দূর হ'তে যাহা
নিবিড় মেঘের মত হয় দৃশ্যমান
হরিৎ শাদ্বলে ভূমি সদাবৃত তার।
ফলবান, সুপুষ্পিত তরু অগণন
আছে সেথা। খাদ্যান্বেষী সিংহবৎ তুমি
করিবে প্রবেশ সেই রমণীয় স্থানে।

২৬১। ঋতুরাজ-আগমনে তরুগণ যবে
বিবিধবরণ পুষ্পে হয় বিভূষিত,
কলকণ্ঠ বিহগের মধুর নিনাদে
মুখরিত হয় বন ; করিলে কূজন
কোন পক্ষী, তৎক্ষণাৎ অন্য পক্ষী তার
প্রতিকূজনের দ্বারা জানায় উত্তর।

২৬২। নদীর উৎপত্তিস্থান, পর্ব্বত-সঙ্কট —
এ সব করিবে যবে অতিক্রম তুমি,
পাইবে দেখিতে এক পুষ্করিণী শেষে,
করঞ্জ-ককুদ[১] দ্রুম শোভে যার তটে।

২৬৩। সূপের সলিলে পূর্ণা, দুর্গন্ধবিহীনা,
সমতল তটযুক্তা, চতুরস্রাকারা
সেই রম্যা পুষ্করিণী, চারি দিকে তার
রয়েছে সুন্দর ঘাট; বিচরে নির্ভয়ে
তাহার গভীর জলে মৎস্য নানাজাতি।

২৬৪। তাহার উত্তরপূর্ব্ব কোণে গিয়া তুমি
বাসহেতু পর্ণশালা করহ নির্ম্মাণ।
নির্ম্মিত হইলে শালা, দৃঢ়বীর্যসহ
উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কর জীবন যাপন।

রাজারা এইরূপে বিশ্বন্তরকে পঞ্চদশ যোজন পথ বুঝাইয়া বিদায় দিলেন। তাঁহার কোন ভয়ের কারণ না জন্মে এবং কোন শত্রু তাঁহার অনিষ্ট করিবার সুযোগ না পায়, এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বনদ্বারে একজন সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী চেতপুত্রকে রক্ষী নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে থাকিয়া যাহারা বনে প্রবেশ করিবে বা বন হইতে বাহির হইবে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।" এই ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা নগরে প্রতিগমন করিলেন।

বিশ্বন্তর দারাপত্যসহ গন্ধমাদনে গমন করিয়া সেদিন সেখানে বাস করিলেন ; অতঃপর উত্তরাভিমুখে বিপুলপর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া গমনপূর্ব্বক তাঁহারা কেতুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নদীর তীরে উপবেশন করিয়া তাঁহারা জনৈক বনেচরদত্ত মধুমাংস ভোজন করিলেন, তাহাকে একটী সুবর্ণসূচী উপহার দিলেন, জলে অবগাহন করিলেন, জলপান করিলেন এবং ক্লান্তি অপনোদনপূর্ব্বক প্রশান্তমনে নদী পার হইয়া অরণ্যমধ্যস্থ একটী পর্ব্বতের শিখরে পূর্ব্বকথিত বটবৃক্ষের মূলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। সেখানে তাঁহারা বটের ফল ভোজন করিলেন, এবং আসন হইয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে নালিক-নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা মুচলিন্দ সরোবর দেখিতে পাইলেন। এই সরোবরের তীরদেশ দিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা ইহার পূর্ব্বোত্তর কোণে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর এক সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বনে প্রবেশ করিলেন এবং এই বন পার হইয়া ও গিরিসঙ্কট ও নদীর উৎপত্তিস্থান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সেই চতুরস্র পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন।

এই সময়ে দেবরাজ শক্র চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বন্তরের নির্ব্বাসন-ব্যাপার জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'মহাসত্ত্ব যখন হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।' তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি গিয়া বঙ্কপর্ব্বতের মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট স্থান নির্ব্বাচনপূর্ব্বক সেখানে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া আইস।" বিশ্বকর্ম্মা বঙ্কপর্ব্বতে গিয়া দুইটা পর্ণশালা এবং দুই দুইটী চঙ্ক্রমণ, দিবাবিহার-স্থান ও রাত্রিবিহার-স্থান নির্ম্মাণ করিলেন চঙ্ক্রমণ-কোটির স্থানে স্থানে নানাবিধ পুষ্পগুল্ম ও কদলিতরু রোপণ করিলেন, প্রব্রাজক-ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্যের ব্যবস্থা করিলেন, "যে কেহ প্রব্রজ্যাগ্রহণাভিলাষী, সেই এই আশ্রমে বাস করিতে পারে"

১। করঞ্জ — করঞ্জক (Dalbergea Arborea)। ককুদ — অর্জুন বৃক্ষ।

পর্ণশালাদ্বারে এই অক্ষরগুলি লিখিলেন এবং প্রেতযক্ষাদি অমনুষ্য ও বিকটরাবী পশুপক্ষীদিগকে ঐ অঞ্চল হইতে দূর করিয়া দিয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। বঙ্কপর্ব্বতে একপদী পথ দেখিতে পাইয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এখানে সম্ভবতঃ প্রব্রাজকেরা বাস করেন।' তিনি মাদ্রীকে ও পুত্রকন্যাকে আশ্রমপদদ্বারে রাখিয়া নিজে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অক্ষরগুলি পড়িয়া বুঝিলেন শক্র তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পর্ণশালার দ্বার খুলিয়া খড়্গ ও ধনু নামাইয়া রাখিলেন, পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঋষিবেশ গ্রহণ করিলেন, প্রব্রাজক দণ্ড হস্তে লইয়া পর্ণশালার বাহিরে গেলেন, চঙ্ক্রমণে আরোহণ করিয়া কয়েকবার এদিকে ওদিকে পাদচারণ করিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধোচিত প্রশান্তির সহিত দারাপত্যদিগের নিকটে গেলেন। মাদ্রী তাঁহার পায়ে পড়িয়া কান্দিলেন এবং শেষে তাঁহারই সঙ্গে আশ্রমে গিয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া তাপসীবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা পুত্রকন্যাকেও তাপসসন্তানের বেশে সাজাইলেন। এইরূপে সেই চারিজন ক্ষত্রিয় বঙ্কপর্ব্বতের কুক্ষিতে বাস করিতে লাগিলেন।

মাদ্রী বিশ্বন্তরের নিকট একটী বর প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, আপনি বন্যফল সংগ্রহের জন্য আশ্রমের বাহিরে যাইবেন না, আপনি পুত্র ও কন্যা লইয়া এখানেই থাকিবেন ; আমি গিয়া ফলমূল আনয়ন করিব।" তদনুসারে মাদ্রীই বন্যফলমূল আনয়ন করিয়া তাঁহাদের তিনজনের সেবা করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বও মাদ্রীর নিকট বর চাহিলেন, "ভদ্রে, আমরা এখন হইতে প্রব্রাজিত ; স্ত্রীরা ব্রহ্মচর্য্যের মলস্বরূপ, তুমি অতঃপর কখনও আমার নিকটে যাইবে না।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া মাদ্রী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

মহাসত্ত্বের মৈত্রীর প্রভাবে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ত্রিযোজনপ্রমাণ স্থানে তির্য্যগ্‌দিগের মধ্যেও মৈত্রীভাব সঞ্চারিত হইল। মাদ্রী প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া স্বামিপুত্রাদির জন্য পানীয় ও খাদ্য রাখিয়া দিতেন, তাঁহাদের মুখপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দিতেন, সমস্ত আশ্রম সম্মার্জ্জন করিতেন, পুত্র ও কন্যাকে স্বামীর নিকটে রাখিয়া করণ্ড, খনিত্র ও অঙ্কুশ হস্তে লইয়া বনে প্রবেশ করিতেন, বন্যফল সংগ্রহ করিয়া করণ্ড পূর্ণ করিতেন, সায়ংকালে আশ্রমে ফিরিয়া ফলগুলি পর্ণশালায় রাখিয়া দিতেন, এবং পুত্র ও কন্যাকে স্নান করাইতেন। অনন্তর চারিজনে পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া ফল আহার করিতেন এবং মাদ্রী পুত্র ও কন্যাকে লইয়া নিজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিতেন। তাঁহারা এই নিয়মে উক্ত পর্ব্বতকুক্ষিতে সাত মাস বাস করিলেন।

বনপ্রবেশখণ্ড সমাপ্ত

---

(৫)

তৎকালে কলিঙ্গরাজ্যে দুর্নিবিষ্ট-নামক ব্রাহ্মণগ্রামে[১] জূজকনামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে ভিক্ষাচর্য্যা দ্বারা একশত-কার্ষাপণ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং উহা কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া পুনর্ব্বার ধনার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়াছিল। তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল, এদিকে সেই ব্রাহ্মণ পরিবার গচ্ছিত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল। জূজক যখন ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগের নিকট ন্যস্ত ধন চাহিল, তখন তাহারা উহা প্রত্যর্পণ করিতে অসমর্থ হইয়া উহার বিনিময়ে তাহাকে অমিত্রতাপনা-নাম্নী কন্যাকে সম্প্রদান করিল। জূজক অমিত্রতাপনাকে লইয়া কলিঙ্গরাজ্যের দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রামে বাস করিতে লাগিল। অমিত্রতাপনা সম্যগ্‌রূপে জূজকের পরিচর্য্যায় রতা হইল। তত্রত্য ব্রাহ্মণযুবকগণ তাহার পাতিব্রত্য দেখিয়া স্ব স্ব ভার্য্যাকে এই বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, "দেখ ত, ঐ রমণী নিজের বৃদ্ধপতির কিরূপ সেবা করে! আর আমাদের পরিচর্য্যা করিবার কালে তোমাদের কত ত্রুটি হয়!" এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ অমিত্রতাপনাকে গ্রাম হইতে দূর করিবার চক্রান্ত করিল। তাহারা নদীতীরে সমবেত হইয়া তাহাকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্ত হইল।

১। পূর্বে কিন্তু চেতরাজ্য হইতে বঙ্কপর্বতে যাইবার পথেও এক দুর্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল, ইহা বলা হইয়াছে।

। এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৬৫। জূজক-নামক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কলিঙ্গদেশে করিত বসতি
কিন্তু জুটেছিল তার আমিত্রতাপনা-নাম্নী বনিতা যুবতী।

২৬৬। জল আনিবার তরে নদীতীরে গিয়া যত গ্রামনারীগণ
বলিল সে রমণীরে সকলে মনের সাধে অপ্রিয় বচন।

২৬৭। 'অমিত্রা জননী তোর ; পিতাও অমিত্র বটে, বুঝেছি আমরা ;
তাই হেন তরুণীরে বৃদ্ধের সেবার তরে দিয়াছে তাহারা।

২৬৮। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর নিশ্চয় গোপনে বসি করি কুমন্ত্রণা ;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা

২৬৯। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর গোপনে দুষ্কর এই করিল মন্ত্রণা ;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা

২৭০। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর করিল গোপনে সবে এ পাপ মন্ত্রণা ;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা

২৭১। জ্ঞাতিবন্ধুগণ তোর গোপনে অপ্রীতিকর করিল মন্ত্রণা ;
সেবিতে বৃদ্ধকে, হায়, করিয়াছে সম্প্রদান যুবতী ললনা।

২৭২। এ নব যৌবনে তুই সেবি বৃদ্ধ পতি, বল্, কি সুখে আছিস্?
মরণ(ও) যে এর চেয়ে শতগুণে ভাল তোর। কেন না মরিস্?

২৭৩। মাতাপিতা তোর বুঝি কোথাও না ভাল বর খুঁজিয়া পাইল?
এ নব-যৌবন, রূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে তাই ঢালি দিল।

২৭৪। নবমীর যজ্ঞ তোর নিশ্চিত হয়েছে পণ্ড[১] অগ্নিতে আহুতি
দিস্ নি কখন(ও) তুই ; ঘটিয়াছে সে কারণ এমন দুর্গতি।
সুন্দরী যুবতী কন্যা কোন্ প্রাণে বাপ মায়ে দিয়াছে রে, হায়,
যাপিতে জীবন বৃথা হেন এক জরাজীর্ণ পতির সেবায়।

২৭৫। শাস্ত্রবিৎ, শীলবান্, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ— এমন ব্রাহ্মণে
নিশ্চয় বলিয়াছিলি কটু বাক্য কোন দিন, এবে সে কারণে
এ নব যৌবনে তুই জরাজীর্ণ পতি লাভ করিলি রে, হায়!
জীবনে কি সুখ, বল? ভাবিলে দুর্দ্দশা তোর বুক ফেটে যায়।

২৭৬। কষ্ট বটে পায়ে লোকে সাপের কামড়ে, কিংবা শেলের খোঁচায় ;
বৃদ্ধপতিসহবাসে তার(ও) চেয়ে বেশী দুঃখ যুবতীরা পায়।

২৭৭। নাই রতি, নাই কেলি জরাজীর্ণ পতিসহ, দ্যাখ্ ভাবি মনে।
দন্তহীন মুখে বুড়া হাসিলেও সুখ তাহে পাস্ কি, ললনে?

২৭৮। তরুণ তরুণীসহ গোপনে প্রণয়ালাপে রত যবে হয়,
মনের যা কিছু দুঃখ, সমস্তই পায়, অহো, নিমিষে বিলয়।

২৭৯। যুবতী রূপসী তুই ; দেখি তোরে ভুলি যায় পুরুষের মন ;
যা চলি বাপের বাড়ী, বৃদ্ধ কি করিবে তোর সন্তোষ সাধন?'

প্রতিবেশিনীদিগের এই পরিহাস শুনিয়া অমিত্রতাপনা জলের কলসী লইয়া কান্দিতে কান্দিতে গৃহে ফিরিল। জূজক তাহাকে কান্দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,

২৮০। যাব না নদীতে আর জল আনিবার তরে
তুমি বুড়া বলি মোরে স্ত্রীরা উপহাস করে।

জূজক বলিল,

২৮১। করো না আমার সেবা ; আনিও না জল আর ;
আমিই আনিব জল ; কর ক্রোধ পরিহার।

১। বোধ হয় স্ত্রীলোকেরা মনোমত পতিলাভের জন্য নবমী তিথিতে এক প্রকার ব্রত করিত। ব্রতে যে পিণ্ড দেওয়া হইত, তাহাতে যদি দৈবাৎ কোন বৃদ্ধ কাকে ঠোকর দিত, তবে তাহারা আশঙ্কা করিত যে, ব্রতকর্ত্রীর ভাগ্যে বৃদ্ধ পতি জুটিবে।

ব্রাহ্মণী বলিল,

২৮২। যে কুলে জন্মেছি আমি, সে কুলে রমণীগণ
করায় না পতিদ্বারা কভু জল আনয়ন।
তুমিও, ব্রাহ্মণ, যদি কর নীচ কাজ হেন,
তিলেক তোমার ঘরে রব না নিশ্চয় জেন।

২৮৩। দাস কিংবা দাসী যদি আনিয়া না দিতে পার,
নিশ্চয় তোমার সঙ্গে তিলেক না রব আর।

জূজক বলিল,

২৮৪। নাই বিদ্যা ঘটে নাই ধন ধান্য ঘরে;
দাস কিংবা দাসী আমি কি রূপে আনিব?
খাটিতে তোমায়, প্রিয়ে, না হইবে আর ;
পূরাব বাসনা তব, বল, কি প্রকারে?
নিজেই তোমার সেবা এখন করিব।
থাক বসি ঘরে ; কর ক্রোধ পরিহার।

ব্রাহ্মণী বলিল,

২৮৫, ২৮৬। শুন, বলি, যাহা আমি করেছি শ্রবণ : —
বঙ্কগিরি মধ্যে করি আশ্রম নির্ম্মাণ ;
মাগ গিয়া দাস কিংবা দাসী এক জন ;
রাজা বিশ্বন্তর নাকি আছেন এখন
তাঁহারই নিকটে গিয়া চাও তুমি দান।
করিবেন রাজা তব প্রার্থনা পূরণ।

জূজক বলিল,

২৮৭। জীর্ণ ও দুর্ব্বলা আমি ; দুর্গম সুদীর্ঘ পথ ;
যাইতে সেখানে, প্রিয়ে, সাধ্য মোর নাই।
ক'রোনা বিলাপ—দুঃখ ; ত্যজ ক্রোধ ; আমি নিজে
হব রত তব পরিচর্য্যায় সদাই।

ব্রাহ্মণী বলিল,

২৮৮। সংগ্রামে না গিয়া, যুদ্ধ কিছুই না করি,
পরাজয় মানে যেই, ভীরু তারে বলি।
তুমিও, ব্রাহ্মণ, কোন চেষ্টা না করিয়া
মানিতেছ পরাজয় অসাধ্য' বলিয়া!

২৮৯। দাস কিংবা দাসী যদি আনিতে না পার,
নিশ্চয় তোমার ঘরে না রহিব আর
করিব অপ্রিয় কার্য্য তোমার সতত ;
ভেবে দেখ, তা'তে তব দুঃখ হবে কত।

২৯০। ঋতুর আরম্ভে কিংবা নক্ষত্রাবশেষে
যে সব সমাজোৎসব[১] হয় এই দেশে,
দেখিবে, তখন আমি পরি অলঙ্কার
পরপুরুষের সঙ্গে করিব বিহার।
দেখ ভাবি, সেই দৃশ্য করি বিলোকন
পাবে কি না মহাদুঃখ অন্তরে তখন!

২৯১। দেখিতে না পেয়ে মোরে নিকটে তোমার
করিবে তখন, বৃদ্ধ, দুঃখে হাহাকার,
আর(ও) শাদা হবে চুল, দেহ বক্রতর
সেই মহাদুঃখভার বহি নিরন্তর।

এই বৃত্তান্ত বিশদ করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

২৯২-২৯৩। ব্রাহ্মণীর বশানুগ কামার্ত্ত ব্রাহ্মণ
ভয় পেল ব্রাহ্মণীর শুনিয়া বচন।
বলে সে, "পাথেয় দিয়া পূর্ণ কর থলি;
রান্ধ পিঠা গুড় দিয়া, ভাজ কিছু পুলি ;
মধু দিয়া বান্ধ লাড়ু, খেতে যাহা ভাল ;
ছাতুর লাড়ুও কিছু করহ যোগাড়।

২৯৪। এক যোড়া দাস দাসী, এক জাতি হ'তে
আনিব যোগাড় করি তোমায় সেবিতে।
সেবিবে তোমায় তারা দিবারাত্রে, প্রিয়ে,
প্রাণপণে ; থাক তুমি নিশ্চিন্ত হইয়ে।

ব্রাহ্মণী তাড়াতাড়ি পাথেয় প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণকে জানাইল। এদিকে ব্রাহ্মণ গৃহের যে যে অংশ ভাঙ্গাচুরা ছিল, সেগুলি মেরামত করিয়া সুরক্ষিত করিল, দরজাটা মেরামত করিয়া বেশ শক্ত করিল; কলসী কলসী জল আনিয়া সমস্ত পাত্র পূর্ণ করিয়া রাখিল, এবং অবিলম্বে তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, "ভদ্রে, এখন হইতে তুমি অসময়ে ঘরের বাহির হইও না ; আমি যতদিন না ফিরি, খুব সাবধান হইয়া থাকিবে।" এই উপদেশ দিয়া সে পাদুকা পরিধান করিল, পাথেয়ের থলিটা কান্ধে ঝুলাইল এবং অমিত্রতাপনাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে যাত্রা করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

১। ঋতুর শাকালে কিংবা ঋতুর প্রারম্ভে দোলযাত্রা (হোলী) প্রভৃতি উৎসব হইয়া থাকে।

২৯৫, ২৯৬। বলি ইহা, ব্রহ্মবন্ধু[১] পাদুকা পরিল ;
বলিয়া অস্ফুটস্বরে "দাও গো বিদায়"
দাস আর দাসী লাভ করিবার তরে
ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ ভার্য্যাকে করিল।
সাজিয়া তপস্বী সেই সাশ্রুনেত্রে যায়
ধনজনে পূর্ণ শিবিরাজ্যের নগরে।[২]

সে শিবিরাজধানীতে গিয়া উপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বন্তর কোথায়?"

২৯৭। গিয়া সেথা জিজ্ঞাসিল সমাগত জনে,
"বিশ্বন্তর রাজা, বল, আছেন কোথায়?
কোথা গেলে দরশন পাইব তাঁহার?"

২৯৮। সমাগত জন সবে বলিল তাহারে :—
তোমাদের(ই) উপদ্রবে, শুন, হে ব্রাহ্মণ,
অতিদান হেতু, হায় রাজা বিশ্বন্তর
হয়েছেন নির্বাসিত স্বরাজ্য হইতে ;
এবে বঙ্ক পর্ব্বতে করেন তিনি বাস।

২৯৯। তোমরাই করিয়াছ সর্ব্বনাশ তাঁর ;
তোমাদের(ই) উপদ্রবে, শুনহে, ব্রাহ্মণ,
অতিদান হেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে এবে হয়ে নির্ব্বাসিত
স্বাপত্যসহ বাস করেন সেখানে।

এইরূপে আমাদের রাজার সর্ব্বনাশ করিয়া আবার এখানে আসিয়াছ! দাঁড়াও!" ইহা বলিয়া তাহারা লোষ্ট্রদণ্ডাদি হাতে লইয়া জূজককে তাড়া করিল : কিন্তু সে দেবগণ কর্তৃক চালিত হইয়া বঙ্কপর্ব্বতেই উপনীত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণন করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩০০। ভার্য্যার তাড়নে সেই কামার্ত্ত ব্রাহ্মণ
পাইল প্রথমে দুঃখ জেতুত্তরপুরে ;
তার পর আর(ও) দুঃখ ভুঞ্জিতে সে মূঢ়
প্রবেশিল খড়্গিদ্বীপি-নিষেবিত বনে।

৩০১। বংশদণ্ড, কমণ্ডলু, চমস (যাহাতে
অগ্নিতে আহুতি দিত)—এই সব লয়ে
প্রবেশিল মহাবনে, করিতে দর্শন
যাচকের কামপ্রদ রাজা বিশ্বন্তরে।

৩০২। প্রবেশ করিল যবে মহাবনে সেই,
কোকগণ[৩] ঘিরি তারে দাঁড়াইল পথে ;
কান্দিতে কান্দিতে সেই ছুটিয়া চলিল
ঘটিল দিগ্‌ভ্রম তার পেয়ে মহাভয়
পথ হতে বহুদূরে পড়িল সরিয়া।

৩০৩। ভোগলুব্ধ দুষ্টমতি জূজক ব্রাহ্মণ
বঙ্কে গমনের পথ হারায়ে তখন
বলিতে লাগিল ভয়ে এই সব গাথা :—

৩০৪। 'নরর্ষভ, সদাজয়ী, অজিত সতত,
বিপদে অভয়দাতা রাজা বিশ্বন্তর
কোথায় করেন বাস, কে বলিবে মোরে?

৩০৫। যাচকগণের যিনি সদৈকশরণ,
ধরণী জীবের যথা, — সেই মহারাজ
বিশ্বন্তর কোথা এবে, কে বলিবে মোরে?

৩০৬। যাচকগণের যিনি একমাত্র গতি ;
নদীদের মহোদধি গতি যে প্রকার,—
কোথায় সাগরোপম সেই বিশ্বন্তর
আছেন এখন, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩০৭। সুপেয় শীতল জলে পূর্ণ অনুক্ষণ,
পুণ্ডরীক-সমাচ্ছন্ন, সুতীর্থ, সুন্দর,
কমলকিঞ্জল্করেণুগন্ধে আমোদিত
হ্রদ যথা, সেইরূপ সর্ব্বতাপহর
বিশ্বন্তর কোথা এবে, কে বলিবে মোরে?

৩০৮। পথিপার্শ্বে জাত শীতচ্ছায়, মনোরম,
বটপাদপের মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে,
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩০৯। পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
অশ্বত্থ তরুর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে?

১। ব্রহ্মবন্ধু—অব্রাহ্মণ, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ।

২। অমিত্রতাপনা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে, বিশ্বন্তর বঙ্কগিরিতে (গাথা ২৮৫ম) আছেন। কাজেই জূজকের শিবিরাজ্যে যাইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

৩। টীকাকার 'কোক' শব্দ 'কুকুর' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন জূজক বনে প্রবেশ করিয়াই পথ হারাইয়াছিল এবং এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিল। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বনদ্বারে নিয়োজিত চেতপুত্রের কুকুরগুলা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে, কারণ পরে দেখা যাইবে, জূজক ভয় পাইয়া শেষে একটা গাছেই চড়িয়াছিল এবং বনেচরের কুকুরগুলা তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছিল। কোক (ন্যাকড়ে) ও কুকুর এক জাতীয় প্রাণী হইলেও 'কোক' শব্দ 'কুকুর' অর্থে প্রয়োগ করা যাবে কি না, ইহা বিবেচ্য।

৩১০। পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
রসাল তরুর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩১১। পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
শাল পাদপের মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসতি, হায়, কে বলিবে মোরে?

৩১২। পথিপার্শ্বে জাত, শীতচ্ছায় মনোরম
মহা বিটপীর মত যিনি অনুক্ষণ
শ্রান্তের বিশ্রামদাতা, ক্লান্তের রক্ষক,
কোথা সেই মহারাজ বিশ্বন্তর এবে
করেন বসতি হায়, কে বলিবে মোরে?

৩১৩। করিতেছি এই মহাবনে হাহাকার ;
কেহ যদি দয়া করি বলে একবার,
"জানি আমি বিশ্বন্তর আছেন কোথায়,"
অপার আনন্দ তবে দিবে সে আমায়।

৩১৪। করিতেছি এই মহাবনে হাহাকার ;
কেহ যদি দয়া করি বলে একবার,
"জানি আমি বিশ্বন্তর আছেন কোথায়,"
নিশ্চয় সে মহাপুণ্য করিবে অর্জ্জন
এই এক বাক্যবলে আশ্বাসি আমায়।"

বিশ্বন্তরের রক্ষকরূপে নিযুক্ত সেই চেতপুত্র মৃগ শিকার করিবার জন্য বনে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি জূজকের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ বিশ্বন্তরের বাসস্থানে যাইবার জন্য পরিদেবন করিতেছে ; কিন্তু এ নিশ্চয় সদ্ভিপ্রায়ে এখানে আসে নাই ; এ হয় মাদ্রীকে, নয় ছেলে মেয়ে দুইটীকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে। অতএব এখানেই ইহাকে বধ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জূজকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ধনুর জ্যা আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "অরে ব্রাহ্মণ, আমি তোর প্রাণ রাখিব না।"

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৩১৫। চেতপুত্র বনেচরবেশে বিচরণ
অরণ্যে করিতেছিল ; শুনি সে বিলাপ
দেখা দিয়া জূজককে বলিল তখন ;
'তোরাই করিয়াছিস্ সর্ব্বনাশ তাঁর!
তোদের(ই) জ্বালায়, দ্যাখ্, রে দুষ্ট ব্রাহ্মণ,
অতিদানহেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
হয়েছেন নির্ব্বাসিত স্বরাজ্য হইতে।
এবে বঙ্ক পর্ব্বতে করেন তিনি বাস।

৩১৬। তোরাই করিয়াছিস্ সর্ব্বনাশ তাঁর
তোদের(ই) জ্বালায়, দ্যাখ্ রে দুষ্ট ব্রাহ্মণ,
অতিদানহেতু, হায়, রাজা বিশ্বন্তর
স্বরাজ্য হইতে হয়ে নির্ব্বাসিত এবে
দারাপত্যসহ বাস করেন সেখানে।

৩১৭। পাপকর্ম্মা, পাপমতি তুই, রে ব্রাহ্মণ ;
লোকালয় ছাড়ি বনে এসেছিস্ তুই
অন্বেষিতে রাজপুত্রে, অন্বেষে যেমন
জলাশয়ে নামি মৎস্য বক দুষ্টাশয়

৩১৮। রাখিব না প্রাণ তোর আজ, রে ব্রাহ্মণ ;
এই মোর শর ছুটি করিবে রে পান
শরীরের রক্ত তোর, জানিস্ নিশ্চয়।

৩১৯। কাটিব মাথাটা তোর, ছিঁড়িব কলিজা
সমস্ত বন্ধনসহ ; মাংস দিয়া তোর
করিব রে যজ্ঞ আমি, পক্ষিমাংসে যথা
করে লোকে যজ্ঞ পথিদেব-তৃপ্তি হেতু।[১]

৩২০। মেদ, মাংস শোণিত হৃদয় তোর কাটি
দিব রে মনের সাধে অগ্নিতে আহুতি।

৩২১। সুসম্পন্ন হবে যজ্ঞ, যদি, রে, আহুতি
মাংসে তোর দেই আমি ; পারিবি না তুই
লয়ে যেতে নৃপতির ভার্য্যাসুতসুতা।'

চেতপুত্রের কথা শুনিয়া জূজক মরণভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলিল ঃ—

১। লোকে পথরক্ষিকা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধনার্থ কুক্কুটাদি পক্ষী বলি দিত। উৎসর্গীকৃত পক্ষীগুলিকে 'পন্থসকুন' বলা হইত।

৩২২। শুন, ওহে চেতপুত্র ; অবধ্য ব্রাহ্মণ, দূত ;
দূতকে বধ না কেহ করে।
এই ধর্ম্ম সনাতন অবিদিত নয় তব ;
তবু চাও বধিতে আমারে।

৩২৩। শিবিরা করেছে ক্ষমা ; রাজাও দেখিতে চান
পুত্রে পুনঃ ; জননী পৃষতী, —
কান্দিতে কান্দিতে তাঁর চক্ষুদুটী অন্ধপ্রায় ;
হয়েছেন জীর্ণা শীর্ণা অতি।

৩২৪। শুন, চেতপুত্র, তাই দূতরূপে তাঁরা মোরে
করিলেন এখানে প্রেরণ ;
লয়ে যাব বিশ্বন্তরে ; বল, যদি জান তুমি,
কোথা তিনি আছেন এখন।

ব্রাহ্মণ বিশ্বন্তরকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে শুনিয়া চেতপুত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কুকুরগুলাকে বান্ধিয়া ব্রাহ্মণকে গাছ হইতে নামাইলেন এবং তাহাকে দুইটী শাখার মধ্যে বসাইয়া বলিলেন,

৩২৫। প্রিয় বিশ্বন্তর মোর ; তুমি দূত, প্রিয় তাঁর ;
দিতেছি তোমায় আমি পূর্ণপাত্র[1] উপহার।
মৃগসক্থি, মধু এই লইয়া ভোজন কর ;
বলিতেছি কোথা এবে রয়েছেন বিশ্বন্তর।

জুজকখণ্ড সমাপ্ত

(৬)

চেতপুত্র জুজককে ভোজন করাইয়া তাহার পাথেয়ের জন্য এক অলাবুপাত্র-পূর্ণ মধু ও একখানি শূলপক্ক মৃগসক্থি দান করিলেন এবং তাহাকে আশ্রমগমন-পথে লইয়া গিয়া মহাসত্ত্বের আশ্রমের দিকে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উহা বর্ণন করিতে লাগিলেন ঃ—

৩২৬। অই যে দক্ষিণ পার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
উহাই গন্ধমাদন নামে অভিহিত।
জায়াপুত্র-কন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।[2]

৩২৭। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস, শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া করে[3] হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি দেন নিত্য যথাবিধি
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হতে বনাফল পাড়িবার তরে।

৩২৮। অই রহিয়াছে কত ফলবান্ তরু
অতি উচ্চ, গাঢ়নীল মেঘকূটবৎ,
অথবা অঞ্জনশৈলসম দৃশ্যমান।

৩২৯। অশ্বকর্ণ, ধব[4] শাল, খদির, পলাশ,
মালু প্রভৃতি তরুলতা বায়ুবেগে
দুলিতেছে, দুলে যথা মানুষেরা, যবে
একটানে কত সুরা করে তারা পান।

১। পূর্ণপাত্র—নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ পাত্র। কেহ কোন সুসংবাদ আনিলে তাহাকে এইরূপ পাত্র উপহার দেওয়া হইত। ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে যে 'ভোজ্য' দেওয়া হয় তাহাও পূর্ণপাত্র নামে অভিহিত। ২৫৬ মুষ্টি তণ্ডুলে এক পূর্ণপাত্র ধরিবার রীতি ছিল।

২। পূর্বে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, বিশ্বন্তর বঙ্ক পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। বঙ্কপর্ব্বতকে গন্ধমাদনের অংশ মনে করিলে কোন বিরোধ থাকে না।

৩। মূলে 'আসদংচ মসং' আছে। ইহা 'আসদং চমসং' হইবে। আসদ = অঙ্কুশ — ফল পাড়িবার জন্য দীর্ঘ দণ্ড বিশেষ। ইহার অগ্রভাগ অঙ্কুশাকার, কাজেই ইহা দ্বারা ফল টানিতে ও ফলের বোঁটা ছিঁড়িতে পারা যায়। প্রদেশভেদে আমরা ইহাকে আকর্ষী বা (পূর্ববঙ্গে) কোটা বলি।

৪। ধব বা ধও গাছ। উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে লোকে ইহাকে ধও বলে। স্পন্দন-জাতকেও (৪৭৫) এই বৃক্ষের নাম পাওয়া গিয়াছে। 'মালুবা' এক প্রকার লতা।

৩৩০। শুনা যায় তাহাদের শাখার উপর
পাখীর মধুর গান। কলকণ্ঠ কত
কোকিলাদি বিহগেরা[১] করিয়া কূজন
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে উড়ি চলি যায়।

৩৩১। শাখা পত্র অন্তরালে বসিয়া তাহারা
সাদরে পথিকে যেন করে সম্ভাষণ।[২]
আগন্তুক, অধিবাসী সকলেই হোথা
হেরি প্রকৃতির শোভা প্রীতি সদা পায়।
জায়া-পুত্র কন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।

৩৩২। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস, শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হতে বন্য ফল পাড়িবার তরে।

৩৩৩। কপিত্থ, পনস, আম্র, শাল, বিভীতক,
জম্বু, হরীতকি, ধাত্রী, অশ্বত্থ বদরী,

৩৩৪। তিম্বরু[৩] সুবর্ণবর্ণ, ন্যগ্রোধ, মধুক,
(সুমধুর ফুল যার), উড়ুম্বর আর
(যাদের সুপক্ব ফল শোভিতেছে নীচে),

৩৩৫। পারাবত,[৪] ভব্য,[৫] দ্রাক্ষা (ফল হতে যার
মধু নিঃসরণ হয়)—এই সব সেথা,
আর(ও) নানাবিধ বৃক্ষ আছে অগণন।
নিজেই বিশুদ্ধ মধু আহরি সেখানে
ইচ্ছামত করি পান তৃপ্ত হয় লোকে।

৩৩৬। আম্রতরু ফল দেয় হোথা বার মাস ;—
কোনটী পুষ্পিত, কার(ও) হইতেছে গুটি ;
কোনটীতে কাঁচা পাকা উভয় প্রকার
ভেকবর্ণ ফলগুলি যাইতেছে দেখা।

৩৩৭। দাঁড়ায়ে গাছের তলে লোকে অনায়াসে
কাঁচা পাকা আম সব হাত বাড়াইয়া
ছিঁড়িয়া লইতে পারে। বর্ণে, গন্ধে, রসে
তুলনা কোথাও নাই এ সব ফলের।

৩৩৮। দেবভূমি নন্দনের তুল্য সে আশ্রম
আশ্চর্য্য এ সব দেখি বলি সবিস্ময়ে
'অহো কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম আমি।"

৩৩৯। আছে এই মহাবনে তাল, নারিকেল
খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ কত। পুষ্পরাজি সব
বৃক্ষাগ্রে বিরাজে, অহো! মালার আকারে,
অথবা বিচিত্রবর্ণ ধ্বজাগ্র যেমন।
নানাবর্ণ পুষ্পে অই বন শোভা পায়
নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডলের ন্যায়।

৩৪০-৩৪২। কুটজ, তগর কুষ্ঠ,[৬] পাটলি, পুন্নাগ,
কোবিদার, উদ্দালক, অগুরু, ভল্লিক,
পুত্রঞ্জীব, ককুদ, অসন, নীপ, ধব,
সরল, কোসম্ব, সোম, লবুজাদি কত
পাদপ বিরাজে হোথা কুসুমে মণ্ডিত।
অগণন কুসুমিত শাল দূর হতে
পলালখলের মত দৃশ্যমান হয়।

৩৪৩। মনোরম ভূমিভাগে, অদূরে উহার
আবৃত কমলোৎপলে শোভে পুষ্করিণী,
নন্দনকাননে যথা দেবসরোবর।

৩৪৪। তটরুহ তরুরাজি বসন্ত-আগমে
সুশোভিত হয় যবে কুসুমভূষণে
পল্লবান্তরালে মত্ত পুষ্পরসপানে
কলকণ্ঠ পিকগণ মনের আহ্লাদে
পবনে মধুর স্বরে করে সম্ভাষণ।

৩৪৫। পদ্মপত্রে ক্ষরে মধু পদ্মরেণু হতে ;
বহে সেথা সমীরণ, কভু বা দক্ষিণ,
কভু বা পশ্চিম হ'তে করি বিতরণ
পদ্মরেণু সমন্তাৎ আশ্রম উপরি।

১। মূলে 'নজ্জুহ' পক্ষীরও নাম আছে। কিন্তু অভিধানে 'নজ্জুহ' শব্দ পাওয়া যায় না ; টীকাকারও ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা দাত্যূহ (ডাহুক) কি?

২। অথবা — সমীরণ-সঞ্চালিত শাখাপত্র দ্বারা করে যেন পান্থে তরু সাদরে আহ্বান।

৩। আবলুশ। সাঁওতাল পরগণায় ইহাকে কেন্দ্ বলে। ইহার ফল গাবের ফলের মত।

৪। পারাবত বা পারেবত = গাব।

৫। ভব্য = সংস্কৃত 'কর্ম্মরঙ্গ' ; বাঙ্গালা 'কামরাঙ্গা'।

৬। কুষ্ঠ—এক প্রকার সুগন্ধিকাষ্ঠ-বিশিষ্ট বৃক্ষ। নামান্তর 'কেমুক।' অসন = পিয়াশাল। ভল্লিক = ভল্লাতক (ভেলা) কি? 'কোসম্ব' ও 'সোমবৃক্ষ' কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'সোমবৃক্ষ' = সোমলতা কি?

৩৪৬। স্থূল স্থূল শৃঙ্গাটক[1] জন্মে জলে তার,
স্বয়ংজাত শালি আর প্রচুর-প্রমাণ।[2]
মীন-কূর্ম্ম-কর্কটাদি জলচরগণ
আনন্দে সে সরোবরে করে ছুটাছুটি।
বিসাগ্র হইতে ক্ষরে রস সুমধুর;[3]
মৃণালের রস তার ক্ষীরসর্পিঃসম।

৩৪৭। সঞ্চরে সমীর সেথা বিবিধ পুষ্পের
সুগন্ধ বহন করি, ঘ্রাণ পেয়ে তার
আনন্দে মাতিয়া উঠে মন সকলের।

৩৪৮। পুষ্পগন্ধলুব্ধ অলি পুঞ্জে পুঞ্জে সেথা
গুঞ্জরি চৌদিকে ধায়, বিচরে সেখানে
বিবিধ বিচিত্রবর্ণ বিহগমিথুন
কূজনে প্রতিকূজনে তুষি পরস্পরে ঃ—

৩৪৯। নন্দিকা ও জীবপুত্রা, প্রিয়া, আর নন্দা—
এই সব বিহঙ্গম বাস করে সেথা।
মধুর কূজন দ্বারা করিতেছে তারা
সতত সে রাজর্ষির কুশল কামনা।[4]

৩৫০। বিচিত্র সুরভি পুষ্পরাজি তরুশাখে
কি সুন্দর শোভা পায় মালার আকারে,
অথবা বিচিত্রবর্ণ ধ্বজাগ্র যেমন।
করেন ঈদৃশ স্থানে নির্ম্মাণি আশ্রম
জায়াপত্যসহ বাস রাজা বিশ্বন্তর।
ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায় ;—
শিরে জটা, চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হ'তে বন্যফল পাড়িবার তরে

চেতপুত্র এইরূপে বিশ্বন্তরের বাসস্থান বর্ণন করিলে জূজক তুষ্ট হইয়া প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিল ঃ—

৩৫১। ছাতুর এ সব মোয়া মধুদিয়া বান্ধা
মধুমাখা এই সব লাড়ু যত আছে,
দিলাম তোমায়, ভাই ; করহ ভোজন।

ইহা শুনিয়া চেতপুত্র বলিলেন,

৩৫২। এসব তোমার(ই) হোক পথের সম্বল ;
হেথা হ'তে আরও কিছু ল'য়ে যাও তুমি।
গমন মনের সুখে করহ ব্রাহ্মণ।

৩৫৩। অই যে সম্মুখে দেখ একপদী পথ,
গেছে উহা ঋজুভাবে অচ্যুত-আশ্রমে।
পঙ্কদন্ত, রজঃশির অচ্যুত সেখানে
করেন বসতি ;

৩৫৪। তাঁর ব্রাহ্মণের বেশ ;
শিরে জটা ; চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
তাঁর কাছে গিয়া তুমি জানি লও পথ

ক্ষুদ্রবনবর্ণন সমাপ্ত

১। শৃঙ্গাটক—সিঙ্গাড়া (পানিফল)।

২। মূলে 'সংসাদিয়া পসাদিয়া' আছে। সংসাদিয়া এক প্রকার স্বয়ংজাত শালি (সংস্কৃত 'স্যবংসাতিকা') কি? টীকাকার ইহার নামান্তর দিয়াছেন 'সূকরসালি'। "পসাদিয়া" বোধ হয় সংস্কৃত 'প্রসাতিকা'। ইহাও এক প্রকার স্বয়ংজাত শালি।

৩। মূলে ও টীকায় 'ভিংসেহি' আছে। শুদ্ধপাঠ 'ভিসেহি'। ভিস = বিস

৪। মূল গাথাটী এই ঃ—
নন্দিকা জীবপুত্তা চ জীবপুত্তা পিয়া চ নো
পিয়া পুত্তা পিয়া নন্দা দিজা পোক্‌খরণীঘরা।

বলা বাহুল্য যে 'নন্দিকা' প্রভৃতি কল্পিত নাম। টীকাকার বলেন ঃ—নন্দিকা তি আদিনি তেসং নামানি। তেসং পঠমা "সামি বেস্‌সন্তর ইমস্মিং বনে বসন্তো নন্দা' তি বদন্তি ; দুতিয়া "ত্বং চ সুখেন জীবপুত্তা চ তে" তি বদন্তি, ততিয়া "ত্বংচ জীবাপয়পুত্তা চ তে" তি বদন্তি ; চতুত্থা চ "ত্বং চ নন্দপিয়পুত্তা চ তে" তি বদন্তি। তেন তেসং এতানেব নামানি অহেসুং।

(৭)

৩৫৫। শুনি ইহা ব্রহ্মবন্ধু চেতপুত্রে প্রদক্ষিণ করি হৃষ্টমনে
চলিল সত্বর সেই একপদী পথ দিয়া অচ্যুত-আশ্রমে।
৩৫৬। উপনীত হয়ে সেথা ভারদ্বাজ[১] অচ্যুতের পেল দরশন ;
আরম্ভিল সঙ্গে তার অতঃপর ভারদ্বাজ প্রীতি-সম্ভাষণ।

৩৫৭। "কুশল ত, প্রভো, তব? শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অসুখ ত নাই?
করেন ত উঞ্ছ দ্বারা জীবন যাপন হেথা?
ফলমূল পান ত সদাই?
৩৫৮। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করেনা ত উপদ্রব
আপনার এ ভীষণ বনে?[২]

অচ্যুত বলিলেন,

৩৫৯। "কুশল, ব্রাহ্মণ, মোর, শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অনাময় নাই ;
উঞ্ছদ্বারা করি আমি জীবন যাপন হেথা ;
ফলমূল সুপ্রচুর পাই।
৩৬০। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর ;
নাই হেথা বলিলেই চলে ;
শ্বাপদসঙ্কুলবনে বাস করি এতকাল
জানি না ক হিংসা কারে বলে।
৩৬১। এ রম্য আশ্রমপদে একাকী বসতি আমি
করিলাম অনেক বৎসর ;
কিন্তু দিনেকের তরে করি নাই ভোগ আমি
কোনরূপ রোগ কষ্টকর।
৩৬২। স্বাগত, হে বিপ্রবর! তব আগমনে আজ
অতি হৃষ্ট হল মোর বন।
প্রবেশি কুটীরে এবে কর পাদ প্রক্ষালন ;
হও তুমি কল্যাণভাজন ;
৩৬৩। তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্র ফল
আছে হেথা প্রচুরপ্রমাণ ;
ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি সে সব ভোজন কর,
বার বার, যত চায় প্রাণ।
৩৬৪। পর্ব্বত-কন্দর হতে নির্ম্মল শীতল জল
করিয়াছি আমি আনয়ন ;
ইচ্ছা যদি হয়, তবে পান করি অই জল
কর তুমি পিপাসা দমন।"

জূজক বলিল,

৩৬৫। দিলেন যে সব, প্রভো, অর্ঘরূপে মোরে,
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি করিনু গ্রহণ।
শিবিরা করেছে নির্ব্বাসিত বিশ্বন্তরে —
সঞ্জয়ের পুত্র যিনি — দেখিতে তাঁহারে
আসিয়াছি আমি হেথা, কোথা তাঁর বাস,
জানা যদি থাকে তব, বলুন আমায়।

১। জূজক ভরদ্বাজ-গোত্রজ বলিয়া এই নামে অভিহিত।

২। এই গাথাগুলি শোণনন্দ-জাতকেও (৫৩২) পাওয়া গিয়াছে।

অচ্যুত বলিলেন,

৩৬৬। বুঝিনু উদ্দেশ্য তব নয় সাধু, যে কারণ
করিয়াছ হেথা আগমন ;
বোধ হয়, লবে যাচি রাজার ভার্য্যাকে, যিনি
পতিব্রতা, রমণীরতন।

৩৬৭। যাচিবে কৃষ্ণাজিনাকে দাসী করিবার তরে ;
জালীকে করিবে তুমি দাস ;
মাতা-পুত্র কন্যাতিনে লইতে এ বন হ'তে
আসিয়াছ, এ মোর বিশ্বাস।
ভোগ্য বস্তু, ধনধান্য রাজার ত নাই কিছু,
যাচিবে যা' তুমি তাঁর ঠাঁই ;
করিয়াছ আগমন যে উদ্দেশে তুমি, তাহা
সাধু নয়, বুঝিলাম তাই।

ইহা শুনিয়া জূজুক বলিল,

৩৬৮। নই আমি, ভগবন্, ক্রুদ্ধ কার(ও) প্রতি ; যাচিতে না কিছু আমি এসেছি সম্প্রতি।
সতত কল্যাণকর সাধুদরশন ; সাধু সঙ্গে হয় লোকে সুখের ভাজন।

৩৬৯। দেখি নাই পূর্ব্বে আমি রাজা বিশ্বন্তরে, নির্ব্বাসিত করিয়াছে শিবিরা যাঁহারে।
তাঁহার(ই) দর্শনহেতু এসেছি হেথায় ; জান যদি কোথা তিনি, বলহ আমায়।

অচ্যুত জূজকের কথা বিশ্বাস করিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে তাঁহার বাসস্থান বলিয়া দিতেছি ; তুমি আজ এই আশ্রমে অবস্থিতি কর।" অনন্তর তিনি তাহাকে বন্য ফল ভোজন করাইয়া তৃপ্ত করিলেন এবং পরদিন হস্ত বিস্তার করিয়া পথ দেখাইয়া দিলেন ঃ—

৩৭০। "অই যে দক্ষিণ পার্শ্বে শৈল দেখা যায়,
উহাই গন্ধমাদন নামে অভিহিত।
জায়াপুত্রকন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।

৩৭১। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা ; চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হ'তে বন্য ফল পাড়িবার তরে।

৩৭২। অই রহিয়াছে বহু ফলবান্ তরু,
অতিউচ্চ, গাঢ়নীল মেঘকূটবৎ,
অথবা অঞ্জনশৈলসম দৃশ্যমান।
অশ্বকর্ণ, ধব, শাল, খদির, পলাশ,
মালুব প্রভৃতি তরুলতা বায়ুবেগে
দু'লে হোথা, দুলে যথা মানুষেরা, যবে
একটানে বহুসুরা করে তারা পান।

৩৭৩। শুনা যায় তাহাদের শাখার উপর
পাখীর মধুর গান। কলকণ্ঠ কত
কোকিলাদি বিহগেরা করিয়া কূজন
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে উড়ি চলি যায়।

৩৭৪। শাখাপত্র-অন্তরালে বসিয়া তাহারা
সাদরে পথিকে যেন করে সম্ভাষণ।
আগন্তুক, অধিবাসী — সকলেই হোথা
হেরি প্রকৃতির শোভা প্রীতি সদা পায়।
জায়াপুত্রকন্যাসহ আছেন এখন
নির্ম্মাণি আশ্রম হোথা রাজা বিশ্বন্তর।

৩৭৫। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি রত তপস্যায়—
শিরে জটা ; চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল।
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।
কখন(ও) অঙ্কুশ লয়ে বিচরেণ বনে
বৃক্ষ হ'তে বন্য ফল পাড়িবার তরে।[১]

৩৭৬। অই রম্য ভূমিভাগ রয়েছে বিতত
করেরী-মালায়;[২] সমাচ্ছন্ন অনুক্ষণ
হরিৎ শাদ্বলে, তাই, ধূলি কোন কালে
করে না ক জ্বালাতন উড়িয়া বাতাসে।

৩৭৭। ময়ূরগ্রীবাসঙ্কাশ তৃণচয় সেথা
তূলবৎ সুকোমল, সর্ব্বত্র সমান ; —
চারি অঙ্গুলের বেশী বাড়ে না ক তাহা।
আম্র, জম্বু, কপিত্থ ও উডুম্বর তরু
(পক্বফল যাহাদের হস্তলভ্য সদা), —
এই সব, আর(ও) কত ভোগের পাদপ—
আছে হোথা, তাই উহা এত সুখকর।

১। ৩৭০ম হইতে ৩৭৫ম গাথা ৩২১ম হইতে ৩৩২ম গাথার পুনরুক্তি।
২। করেরী — করেরী পুষ্প। করেরী — বরুণ বৃক্ষ।

৩৭৮। নীলকান্তিনিভা হোথা করে নিস্যন্দন
বিমল,[১] সুগন্ধ,[২] শুচি সলিল সতত।
দলে দলে করে মীন গর্ভে বিচরণ।

৩৭৯। মনোরম ভূমিভাগে, অদূরে উহার,
আবৃত কমলোৎপলে শোভে পুষ্করিণী,
নন্দন কাননে যথা দেব সরোবর।

৩৮০। শ্বেত-নীল-রক্তভেদে বিচিত্র ত্রিবিধ
শতদল সমাচ্ছন্ন জলরাশি তার।

এইরূপে চতুরস্র পুষ্করিণী বর্ণন করিয়া অতঃপর অচ্যুত মুচলিন্দ সরোবরের শোভা বলিতে লাগিলেন[৩] ঃ—

৩৮১। মুচলিন্দ সরোবরে কমলনিকর
ক্ষৌমবৎ শুভ্র ; জল আবৃত তাহার
শ্বেত সরোরুহে আর কলম্বী লতায়।

৩৮২। জল জানুপ্রমাণ গভীর যতদূর
আচ্ছন্ন সে সরোবর প্রফুল্ল কমলে ;
কি গ্রীষ্মে, কি শীতে, — সর্ব্ব ঋতুতে সেখানে
রয়েছে কমলরাজি ফুটি অগণন।

৩৮৩। বিবিধ বিচিত্র পুষ্পাভরণ-মণ্ডিত
আমোদিত সরোবর সৌরভে সতত ;
কুসুমের গন্ধাকৃষ্ট মধুকরগণ
মধুরগুঞ্জনে সেথা জুড়ায় শ্রবণ।

৩৮৪-৩৮৮। উদকান্তে তটদেশে রয়েছে পুষ্পিত
কদম্ব, পাটলি, কোবিদার, কচ্চিকার,
অঙ্কোল, নাগকেশর, শ্বেতচ্ছ, শিরীষ,
রক্তমাল, স্থলপদ্ম, নির্গুণ্ডী, অসন,
পঙ্গুর, বকুল, শোভাঞ্জন, কর্ণিকার,
অৰ্জ্জুন, কেতকী, অর্জুকর্ণা, মহানামা,
বিবিধ কদলী, শাল, শিংশপ, কিংশুক
(রক্ত-পুষ্প শোভে যার অগ্নিশিখাসম।)

৩৮৯-৩৯১। শত শতবিধ তরু আর(ও) কত আছে—
শ্বেতপর্ণী, শ্বেতাগুরু, অক্ষিব, তগর,[৪]
সপ্তপর্ণী, জটামাংসী, কদলী, শল্লকী,
ছোট বড় ঋজু সব ; দেখিতে সুন্দর ;
সদাপুষ্পসুশোভিত। রয়েছে চৌদিকে
আশ্রমের অগ্নিশালা বেষ্টিয়া তাহারা।

৩৯২-৩৯৩। রয়েছে জলের ধারে ভূতৃণ প্রচুর
শৈবাল, বরবটি, মুগ, কলম্বী, শীর্ষক,
দাসিম, কণ্ঠক আদি জলজ উদ্ভিদ।
ঢেউ খেলি বহে বায়ু উপরে তাদের ;
মধু খেয়ে করে অলি মধুর গুঞ্জন

৩৯৪। এলম্বরা নামে বল্লী দেখিবে সেখানে
উঠিয়াছে তরু' পরি ; কুসুম তাহার
এমনি সুগন্ধি যে তা' করিলে ধারণ
সপ্তাহের(ও) অন্তে সেই গন্ধ পাওয়া যায়

৩৯৫। ইন্দীবর-বিভূষিত সে মুচলিন্দের
রয়েছে উভয় পার্শ্বে এমন পাদপ,
সুগন্ধি কুসুম যার করিলে ধারণ
অৰ্দ্ধমাসে সৌরভ না নষ্ট হয় তার।

৩৯৬-৩৯৭। নীলপুষ্পী, শ্বেতবারী, গিরিকর্ণিকার,
কটেরুহ, তুলসী প্রভৃতি লতাগুল্মে
সমাচ্ছন্ন বনভূমি। আমোদিত তাহা
পুষ্পের সুগন্ধে সদা ; সর্ব্বত্র সেখানে
অলির গুঞ্জন শুনি জুড়ায় শ্রবণ[৫]

৩৯৮। ত্রিবিধ কক্কারু[৬] জন্মে সেই সরোবরে ; —
কুম্ভের সমান একপ্রকার তাহার ;
আর দু'টী মৃদঙ্গের সম-আয়তন।

১। মূলে 'বেড়ুরিয়বণ্ণসন্নিভ (বৈদুর্যবর্ণসন্নিভ) আছে।

২। জলের গন্ধ নাই, কাজেই ইহা সুগন্ধি নয় ; তবে পদ্মরেণু সংস্পর্শে ইহা 'সুগন্ধ', ইহা বলা যাইতে পারে।

৩। বিশ্বন্তর-জাতকের আশ্রম ইত্যাদির বর্ণনা পড়িয়া সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) ও কুণাল-জাতকের (৫৩৬) বনভূমি-বর্ণনার কথা মনে পড়ে। তরুলতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির নামের সংখ্যায় বিশ্বন্তর-জাতক পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকদ্বয়কেও অতিক্রম করিয়াছে। বর্ণনায় পুনরুক্তি দোষ অতিবহুল — একই নাম ভিন্ন ভিন্ন গাথায় দেখা যায়; একই বিশেষণ নানা স্থানে প্রযুক্ত হইয়া নিতান্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে। অনেকগুলি নাম অভিধানেও পাওয়া যায় না ; সুতরাং পদার্থগ্রহ অসম্ভব। নিম্নে কতকগুলি অপ্রচলিত নামের যথাসাধ্য পরিচয় দিলাম। — কচ্চিকার — কুণাল-জাতকের (৫ম খণ্ড, ২৬৫ম পৃষ্ঠে) এই নাম পাওয়া গিয়াছে। অঙ্কোল — (কুণাল-জাতকের ২৬৫ম পৃঃ) অকরকণ্ট। নির্গুণ্ডী = নিষিন্দা, সিন্ধুবার। 'পঙ্গুর' অভিধানে নাই। 'মহানাম' কি বৃক্ষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অর্জুকর্ণা = পিয়াশাল (Pentaptera tomentosa)। পারিজঞ্ঞা = কতমাল, রক্তকমাল (টীকাকার)। বারণ ও সায়ন = নাগবৃক্ষ (টীকাকার)। সেতবারিসা = 'সেতচ্ছরুক্খা' ; ইহারা শ্বেতস্কন্ধ ও মহাপর্ণ এবং ইহাদের পুষ্প কর্ণিকার পুষ্পের মত (টীকাকার)।

৪। অক্ষিব — সজিনা ; আবার শোভাঞ্জনও সজিনা। 'সিকল' ও 'কুলাবর' অভিধানে নাই। শল্লকী — কুন্দুরু বৃক্ষ। ইহার নির্য্যাসের নাম 'লবান্'। ফণিজ্জক — ভূতৃণ বা ভূস্তৃণ — গন্ধবেণা। 'শীর্ষক' কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। করোতি — বরবটি বা রাজমাষ। 'দাসিম' ও 'কণ্টক' কি তাহা বুঝিলাম না। এলম্বরা — দ্রাক্ষাজাতীয়া একপ্রকার লতা।

৫। নীলপুষ্পী, শ্বেতবারী ও কটেরুহ, এগুলি যে কি গাছ, তাহা বুঝা যায় না।

৬। কক্কারু — [illegible] (পালি, কুমাণ্ড [illegible])।

৩৯৯। সর্ষপ, সপুষ্পবর্ণ লশুন প্রচুর,
অসীতক্র তালদীর্ঘ, ইন্দীবর যাহা
তীরে বসি পারা যায় করিতে চয়ন, —
রয়েছে এসব মুচলিন্দ সরোবরে।[1]

৪০০-৪০১। আস্ফোতক, সূর্য্যবল্লী, সুগন্ধি-চন্দন,
অশোক, বলিভ, ক্ষুদ্রপুষ্পিকা, অনোজ,
করণ্ডক, নাগবল্লী, কিংশুকলতিকা,
শোভে লয়ে পুষ্পভার মস্তক উপরি।[2]

৪০২-৪০৩। বাসন্তী, যূথিকা (যার গন্ধ মনোহর),
কটেরুহ, নীলী, ভণ্ডী, জাতী, পদ্মোত্তর,
পাটলি, কার্পাস,[3] কর্ণিকার (পুষ্প যার
শোভে যথা অগ্নিশিখা কিংবা হেমজাল।

৪০৪। কি আর বর্ণিব? সেই মহাসরোবর
অতি রমণীয় ; সেথা স্থলজ, জলজ
সর্ব্ববিধ পুষ্প সর্ব্বকালে শোভা পায়।

৪০৫। বহু জলচর তার জলে করে বাস—
রোহিত, নড়পি, শৃঙ্গী, মকর, কুম্ভীর,
শিশুমার আদি নানাবিধ জলচর।

৪০৬-৪০৮। ভোগের বিবিধ বস্তু আছে সেই খানে—
যষ্টিমধু, ভদ্রমুস্তা, প্রিয়ঙ্গু, তালিস,
শতপুষ্প, তুঙ্গবৃন্ত, পদ্মক, নরদ,
হরেণু, ঋামক, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, হ্রীবের ;
গন্ধশীল, গুগ্‌গুল, চোরক, তালতরু,
কর্পূর, কলিঙ্গ আদি। নিরত এসব
পরের সেবায় নানা ভোগ্যবস্তু দানে।[4]

৪০৯-৪১৩। পুরিসালু, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ,
পৃষত, শরভ, এণি, রোহিত হরিণ,[5]
শৃগাল, কুক্কুর, নলপুষ্পাভ, তুলিকা,
চমরী, চলনী, লঙ্ঘী প্রভৃতি বিবিধ
মর্কটজাতীয় পশু—ঝাপিত ও পিচু,
কর্কট ও কৃতমোয়নামা মহামৃগ
ভল্লুক, বন্য গো, খড়্গী, নকুল, কালক,
মহিষ, চিত্রক, গোধা, দ্বীপী, প্রচালক,
শশ, কোকমাংসভোজী শ্বাপদ ভীষণ,
অন্যের উচ্ছিষ্টভোজী শকুন অনেক
করে বিচরণ মুচলিন্দের চৌদিকে।

৪১৪। শ্বেতহংস-কুকুত্থক-কুক্কুট-চকোর—
শিখি-নাগ-বক-ক্রৌঞ্চ-বলাকা-টিট্টিভ—
বাদিকা-নজ্জুহ-আদি পক্ষী অগণন
বিচরে নিকটে ; কেহ, করিছে কূজন
কেহ বা প্রতিকূজনে দিতেছে উত্তর।

৪১৫-৪১৭। তিত্তির-লোহিতপৃষ্ঠ-শোন-জীবঞ্জীব-
কুলাব-প্রতিকুত্তক-পম্পক-পেচক-
কপিঞ্জর মদ্দালক স্বর্গ-চেলকেতু-
গোধক তিত্তির-ভণ্ডু-পিক-চেলাবক-
কুকুহ-অঙ্গহেতুক প্রভৃতি বিহগে
আকীর্ণ সে বনভূমি ; হয় মুখরিত
সতত অশেষবিধ রবে তাহাদের।[6]

৪১৮। চিত্ররাজি শতপত্র[7] সুমধুরস্বর
ভার্য্যাসহ মহানন্দে করে সেথা বাস,
কূজনে প্রতিকূজনে তুষি পরস্পরে।

১। অসীতক্র = সিনিদ্ধায় ভূমিয়ং খিতা তালাবিয় রুকৃথা (টীকাকার)।

২। আস্ফোতক = যূথিকাজাতীয়া লতাবিশেষ। বলিভ = কুষ্মাণ্ড। অনোজ = রক্তপুষ্প উদ্ভিদ্‌বিশেষ। কিংশুক নামে এক প্রকার লতারও উল্লেখ দেখা যায়। পুষ্পসাদৃশ্যবশতঃ বোধ হয় এই নাম হইয়া থাকিবে।

৩। মূলে সমুদ্দকপ্পাসী' আছে। টীকায় বা অভিধানে ইহার নাম পাওয়া যায় না। আমি 'সমুদ্দ' (সমুদ্র) অংশ ছাড়িয়া কপ্পাস (কার্পাস) নামটী গ্রহণ করিলাম।

৪। এই গাথা তিনটীতে প্রধানতঃ নানারূপ সুগন্ধি উদ্ভিদের নাম আছে। উন্নক, লোলুপ প্রভৃতি কয়েকটী নাম নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। বিভেদক = তাল গাছ।

৫। পুরিসালু বা পুরিসল্লু কুণাল-জাতক, ২৬তম পৃষ্ঠ) = বড়বামুখপেক্‌খিয়োযক্‌খিনীয়ো (টীকাকার)। নলসন্নিভ = নলপুষ্পবর্ণ বৃক্ষকুক্কুর (টীকাকার)। তুলিকা = পক্ষবিড়াল অর্থাৎ বাদুড়। 'সুলোপী' একপ্রকার ক্ষুদ্র হরিণ। লঙ্ঘী ও চলনী দ্রুতগামী হরিণ (বাতমৃগ)। ঝাপিত মর্কট (মুখপোড়া) হনুমান্ কি? কালক = কৃষ্ণবর্ণ মৃগ (কৃষ্ণসার কি?)। চিত্রক-চিতা বাঘ নয় ত? কিন্তু দ্বীপীও ত চিতা। ৪১২ম গাথাতে 'শোণ' ও 'সিগালের' নাম আছে ; কিন্তু ৪১০ম গাথাতেও এই জন্তুদ্বয়ের নাম পাওয়া গিয়াছে। 'পম্পক' নামটীও পরিত্যক্ত হইল। ইহা ৪১২ম গাথায় মর্কট-পর্য্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। কন্তক্ত যে ইহা কোন্ জীব, তাহা বুঝা গেল না। প্রচালক = গজকুম্ভমিগা (টীকাকার)। ৪১৩ম গাথার দ্বিতীয়ার্দ্ধে 'অট্ঠাপদ' শব্দ আছে। ইহা শরভ মৃগেরই নামান্তর ; এজন্য পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু ইহাতে 'ঊর্ণনাভ'ও বুঝাইতে পারে।

৬। ৪১৬ম গাথায় 'পিঙ্গুক' এবং ৪১৭ম গাথায় 'উহুঙ্কার' নাম আছে। দুইটীই পেচক-বাচক। প্রথমটী লক্ষ্মী পেঁচা এবং দ্বিতীয়টী কালপেঁচা বুঝায় কি? 'স্বর্গ' শব্দের সম্বন্ধে টীকাকার বলিয়াছেন, ইহা 'বানকসকুন'। কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝা যায় না। ব্যাগ্‌ঘিনাস = শ্যেন।

৭। মূলে 'নীলক' আছে। টীকার পাঠান্তরে ইহাকে 'চিত্ররাজি শতপত্র' বলা হইয়াছে।

৪১৯। বিহগ চিত্রপক্ষ, মঞ্জুস্বর এবং
আছে সেথা, শ্বেত অক্ষিকূট যাহাদের
বিরাজে উভয় পার্শ্বে অতি মনোরম।

৪২০। নীলগ্রীব মঞ্জুস্বর ময়ূরমিথুন
কূজনে প্রতিকূজনে তোষে পরস্পরে।

৪২১-৪২৪। কুকুত্থক, কুলীরক, কুট্টক, সারস[২]
হস্তিলিঙ্গ, মিষ্টস্বর শুনিয়া যাহার
সায়ংপ্রাতে প্রতিদিন যুড়ায় শ্রবণ
শুক, শারি, ভৃঙ্গরাজ, কুক্কুশ, কুরর,
আটি, পরিনন্দন্তিক, হংস, জীবঞ্জীব,
অতিবল পাকহংস, কদম্ব, দাত্যূহ,
পারাবত, রবিহংস, চক্রবাকগণ
(নদীতে বিচরে যারা), — বিবিধবরণ
এ সব বিহগ সেথা করে বিচরণ।
কেহ বা কূজন করে, কেহ বা তাহার
প্রতিকূজনের দ্বারা দিতেছে উত্তর।

৪২৫। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই মাত্র বলি ঃ—
বিবিধ-বরণ সেথা পক্ষী অগণন
নিজ নিজ ভার্য্যাসহ মনের আনন্দে
কূজনে প্রতিকূজনে তোষে পরস্পরে।

৪২৬। বিবিধবরণ বিহঙ্গম অগণন
মুচলিন্দ সরোবরে — চৌদিকে তাহার—
বরষে অমৃতধারা মধুর কূজনে।

৪২৭। কোকিল-মিথুন সেথা আছে অগণন
ভার্য্যাসহ মহানন্দে বিচরে তাহারা
কূজনে প্রতিকূজনে তুষি পরস্পরে।

৪২৮। মুচলিন্দ সরোবরে— চৌদিকে তাহার—
কলকণ্ঠ পিকগণ করে বিচরণ
বরষি অমৃতধারা মধুর-কূজনে।

৪২৯। পৃষতে, কদলিমৃগে, এণি আর নাগে
আকীর্ণ সে বনভূমি ; নানা পুষ্পলতা
পল্লবে কুসুমে করে সন্তাপ হরণ।

৪৩০। প্রচুর সর্ষপ সেথা। নীবার, কলায়,
শালি (যা'র ভাত রান্ধা যায় কাষ্ঠ বিনা) ;
আছে বহুপরিমাণে সে বনভূমিতে।

৪৩১। ঐই যে সম্মুখে তব একপদী পথ,
গেছে উহা ঋজুভাবে সে আশ্রমপদে।
উৎকণ্ঠা ও ক্ষুৎপিপাসা হয় বিদূরিত
প্রবেশ করিবামাত্র সেই শান্ত স্থানে।
সেখানে সদারাপত্য রাজা বিশ্বন্তর
তপস্যা-নিরত হয়ে আছেন এখন।

৪৩২। ব্রাহ্মণের বেশ তিনি করেন ধারণ ঃ—
শিরে জটা ; চর্ম্ম বাস ; শয্যা ভূমিতল ;
চমস লইয়া হস্তে হুতাশনে তিনি
প্রণমি আহুতি নিত্য দেন যথাবিধি।"

৪৩৩। শুনি অচ্যুতের কথা জূজক তখন
হৃষ্টমনে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে
চলিল সত্বর সেই আশ্রমাভিমুখে
যেথা রাজা বিশ্বন্তর করেন বসতি।

মহাবনবর্ণন সমাপ্ত

---

(৮)

অচ্যুত যে পথ বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিয়া জূজক প্রথমে চতুরস্র সরোবরে উপস্থিত হইল। তখন সে ভাবিল, 'আজ অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে ; মাদ্রী এ সময় নিশ্চয় অরণ্য হইতে আশ্রমে

১। মূলে 'মঞ্জুস্সরা সিতা' আছে। আমি 'সিতা' পদটী পরিত্যাগ করিলাম, কারণ পরবর্ত্তী 'চিত্রপেখুন' পদের সহিত ইহার বিরোধ। 'সিতার' পরিবর্ত্তে 'ঠিতা' পাঠও দেখা যায় ; কিন্তু তাহাও অনাবশ্যক।

২। পক্ষীদিগের সমাজে কুলীরককে টানিয়া আনা নিতান্তই বিসদৃশ হইয়াছে। 'কাড়ামেয্য' ও 'বলীযক্খ' এই দুইটী নাম নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। 'হিঙ্গুরাজ' স্পষ্টতঃ ভিঙ্গরাজ (ভৃঙ্গরাজ) শব্দের দুষ্ট পাঠান্তর। পাকহংস-সম্বন্ধে পঞ্চমখণ্ডের ২২২ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। মূলের 'কোট্‌ঠ' আমি কুট্টক বা কাষ্ঠকুট্টক অর্থে গ্রহণ করিলাম। মূলের ' পোক্‌খরসতক' (পুষ্করসতক) বোধ হয় সারস। 'বারণ' পক্ষীর নাম দুই বার আছে। ইহা আমি 'হস্তিলিঙ্গ' অর্থে গ্রহণ করিয়া একবার মাত্র উল্লেখ করিলাম। 'হস্তিলিঙ্গ'-সম্বন্ধে পঞ্চম খণ্ডের ২৬৩ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এই সুদীর্ঘ বনবর্ণনের টীকায় যে সকল নামের ব্যাখ্যা দেওয়া গেল না, সেগুলি 'উদ্ভিদ্-বিশেষ', 'জন্তু-বিশেষ' বা 'পক্ষিবিশেষ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাদের সেনাক্ত করা অসাধ্য। টীকাকার 'আটি' পক্ষীর সম্বন্ধে বলেন যে ইহা 'দর্ব্বীমুখ'।

ফিরিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা নানা বিঘ্ন ঘটায় ; কাল যখন তিনি আবার বনে যাইবেন, তখন আমি আশ্রমে গিয়া বিশ্বন্তরের নিকট তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে যাচ্ঞা করিব, এবং তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে একটা শৈলের উপর উঠিয়া একটু ভাল স্থান দেখিয়া সেখানে শয়ন করিল।

'সেই রাত্রিতে মাদ্রী স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটা লোক যেন দুইখানি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়াছে। তাহার কর্ণদ্বয়ে রক্তবর্ণের মালা ; হস্তে আয়ুধ। সে পর্ণশালায় প্রবেশপূর্ব্বক মাদ্রীর জটা ধরিয়া টানিতে টানিতে যেন তাঁহাকে ভূতলে উত্তান করিয়া ফেলিল ; মাদ্রী চীৎকার করিতে লাগিলেন ; সে যেন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিল, বাহু দুইখানি ছেদন করিল এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল চিরিয়া নিঃসৃত রক্তধারা এবং হৃদয়মাংস লইয়া চলিয়া গেল। নিদ্রা ভঙ্গের পর মাদ্রী ভীতত্রস্ত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়, কি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম! বিশ্বন্তর ব্যতীত অন্য কেহই এ স্বপ্নের কারণ বলিতে পারিবেন না; তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' অনন্তর তিনি গিয়া মহাসত্ত্বের দ্বারে আঘাত করিলেন। মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, আমি মাদ্রী।" "প্রভো, আমি কামবশে আসি নাই ; একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি ; (তাহারই ফল জানিবার জন্য আসিয়াছি)।" "বল ত, কি দুঃস্বপ্ন দেখিলে।" মাদ্রী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। বিশ্বন্তর এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য বুঝিয়া ভাবিলেন, 'আমার দানপারমিতা পূর্ণ হইবে; কাল একজন যাচক আসিয়া আমার পুত্র ও কন্যাকে যাচ্ঞা করিবে। এখন মাদ্রীকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করা যাউক।' তিনি বলিলেন "ভদ্রে, দুঃশয়ন ও দুর্ভোজনবশতঃ বোধ হয় তোমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে; তুমি ভয় করিও না।" মাদ্রীকে এইরূপ ভুলাইয়া ও আশ্বাস দিয়া তিনি বিদায় দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে মাদ্রী সমস্ত প্রাতঃকর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুত্র ও কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া ও তাহাদিগের মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি ; তোমরা আজ একটু সাবধান থাকিও।" তিনি মহাসত্ত্বের তত্ত্বাবধানে শিশু দুইটী রাখিবার কালেও বলিলেন, "প্রভো, ইহাদের দিকে সাবধানে দৃষ্টি রাখিবেন।" অনন্তর ঝুড়ি প্রভৃতি লইয়া চক্ষুর জল পুঁছিতে পুঁছিতে তিনি ফলমূলাহরণের জন্য বনে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে জূজক ভাবিল, 'এতক্ষণ বোধ হয় মাদ্রী আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াছেন।' সে পর্ব্বতসানু হইতে অবতরণ করিয়া একপদী পথে আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইল। মহাসত্ত্ব পর্ণশালা হইতে বাহির হইয়া একখানা পাষাণফলকে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিতেছিলেন, 'এখনই যাচক উপস্থিত হইবে।' ফলতঃ সুরাসক্ত ব্যক্তি সুরাপিপাসু হইয়া যেমন কোন্ পথে সুরা আসিবে, তাহা দেখিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ যাচকের আগমনমার্গ অবলোকন করিতেছিলেন। শিশু দুইটী তখন তাঁহার পাদমূলে ক্রীড়া করিতেছিল। পথের দিকে অবলোকনপূর্ব্বক মহাসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া, এই সাত মাস তিনি যে দানরূপ ভার নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাই যেন পুনর্ব্বার স্কন্ধে লইয়া বলিলেন, "আসিতে আজ্ঞা হউক, ব্রাহ্মণ"। অনন্তর তিনি প্রীতমনে জালীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

৪৩৪। উঠিয়া দাঁড়াও, বৎস। আসিলেন বুঝি
ব্রাহ্মণ এখানে কেহ। দেখিয়া ইঁহাকে
জাগে আজ মনে পূর্ব্ব দানের বৃত্তান্ত ;
হইতেছে পুলকিত সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে।

ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন,

৪৩৫। দেখিতেছি আমিও, আসিছে একজন ;
ব্রাহ্মণের মত ওর আকার প্রকার।
আসিতেছে হেন ভাবে, চায় যেন কিছু।
অতিথি হবে এ ব্যক্তি আজ আমাদের।

ইহা বলিয়া আগন্তুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য জালী আসন হইতে উঠিয়া তাহার প্রত্যুদ্গমন

করিল এবং নিজে তাহার পুটুলি বহন করিতে চাহিল। তাহাকে দেখিয়া জূজক ভাবিল, 'এই ছেলেটাই বোধ হয় বিশ্বন্তরের পুত্র জালী কুমার ; প্রথমেই ইহাকে পরুষবাক্য বলিব।' সে "দূর হ, দূর হ" বলিয়া আঙ্গুলে তুড়ি দিতে লাগিল। কুমার ভাবিল, লোকটা অতি পরুষস্বভাব। সে তাহার দেহে পুরুষের অষ্টাদশ দোষ[১] দেখিতে পাইল। এ দিকে জূজক বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিল ঃ—

৪৩৬। কুশল ত, প্রভো, তব? শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অসুখ ত নাই?
করেন ত উঞ্ছদ্বারা জীবন যাপন হেথা?
ফল মূল পান ত সদাই?

৪৩৭। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করে না ত উপদ্রব
আপনার এ ভীষণ বনে?

বোধিসত্ত্ব তাহাকে প্রতিসম্ভাষণ করিলেন ঃ—

৪৩৮। কুশল, ব্রাহ্মণ মোর ; শারীরিক মানসিক
কোনরূপ অনাময় নাই ;
উঞ্ছদ্বারা করি আমি জীবন যাপন হেথা ;
ফলমূল সুপ্রচুর পাই।

৪৩৯। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর
নাই হেথা বলিলেই চলে ;
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে বাস করি এত দিন
জানি না ক হিংসা কারে বলে।[২]

৪৪০। সপ্তমাস এই বনে যাপিলাম মহাদুঃখে
অতিথি না পেয়ে কোন কালে ;
দেবকল্প ব্রাহ্মণের পাইলাম দরশন
অহো আজ কি সৌভাগ্যবলে।
হস্তে শোভে বংশদণ্ড, অগ্ন্যাধান, কমণ্ডলু ;
দেখি তব এ পবিত্র বেশ
এত দিন পরে আজ পাইনু পরমা প্রীতি ;
উপজিল আনন্দ অশেষ।

৪৪১। স্বাগত, হে বিপ্রবর! তব আগমনে আজ
অতিহৃষ্ট হ'ল মোর মন ;
প্রবেশি কুটীরে এবে কর পাদ প্রক্ষালন ;
হও তুমি কল্যাণভাজন।

৪৪২। তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্রফল
আছে হেথা প্রচুর প্রমাণ ;
ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি সে সব ভোজন কর
বার বার, যত চায় প্রাণ।

৪৪৩। পর্ব্বতকন্দর হ'তে নির্ম্মল শীতল জল
রাখিয়াছি করি আনয়ন ;
ইচ্ছা যদি হয়, তবে পান করি এই জল
কর তুমি পিপাসা দমন।

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ বিনা কারণে এই মহারণ্যে আগমন করেন নাই ; অতএব বিলম্ব না করিয়া ইঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করা যাউক।' তিনি বলিলেন,

১। পরবর্ত্তী ৪৭৪—৪৭৬ সংখ্যক গাথায় এই দোষগুলি বর্ণিত হইবে।

২। এই গাথা চারিটি এবং পরবর্তী ৪৪১ম হইতে ৪৪৩ম গাথা পূর্ববর্তী ৩৫৭ম হইতে ৩৬৪ম গাথায় পুনরুক্ত।

৪৪৪। কি উদ্দেশ্যে—কি কারণ হেথা আগমন, জিজ্ঞাসি তোমায় আমি, বল, হে ব্রাহ্মণ।

জূজক বলিল ঃ—

৪৪৫। মহানদ অবিরত করি বারি দান কখন(ও) না হয়, ভূপ, যথা ক্ষীয়মাণ,
যাচকেরা তোমাকেও ভাবে সেই মত, ভাবে তারা হবে না ক কভু প্রত্যাখ্যাত।
তব পুত্র-কন্যা আমি এসেছি যাচিতে ; দাও শিশু দু'টী তুমি আমায় তুষিতে।

লোকে প্রসারিত হস্তে সহস্রমুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা পাইলে আনন্দিত হয়[১] জূজকের প্রার্থনা শুনিয়া বিশ্বন্তরও সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। তিনি পর্ব্বতপাদ উন্নাদিত করিয়া বলিলেন ঃ—

৪৪৬। অকম্পিত চিত্তে দিনু এই শিশুদ্বয় ; করিলাম প্রভু এবে এদের তোমায়।
গিয়াছেন প্রাতে বনে রাজার নন্দিনী ; সায়াহ্নে সংগ্রহি উঞ্ছ ফিরিবেন তিনি।
৪৪৭। এক রাত্রি বাস হেথা করহ, ব্রাহ্মণ ; শিশু দু'টী লয়ে প্রাতে করিবে গমন।
মাদ্রী আসি শিশুদ্বয়ে করাবেন স্নান ; করিবেন ইহাদের মস্তক আঘ্রাণ ;
বিবিধ ফুলের মালা দিয়া সুশোভন সাজাবেন পুত্র-কন্যা মনের মতন।
৪৪৮। এক রাত্রি বাস হেথা করহ, ব্রাহ্মণ ; শিশুদু'টী লয়ে প্রাতে করিবে গমন।
বিবিধ কুসুমদামে হয়ে সুশোভিত চন্দনাদি নানা গন্ধে হয়ে অনুলিপ্ত,
নানাবিধ ফলমূল করিয়া গ্রহণ প্রাতে এরা সঙ্গে তব করিবে গমন।

জূজক বলিল ঃ—

৪৪৯। থাকিতে না চাই হেথা ; প্রস্থানই ভাল মনে করি, রথিবর ;
পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে, এহেতু প্রস্থান আমি করিব সত্বর।
৪৫০। নারী নয় দানশীলা ; মাতা, অরী, উভয়ের(ই) প্রতিকূলে যায় ;
জানে মন্ত্র, যা'র বলে নিশ্চিত অর্থের মধ্যে অনর্থ ঘটায়।
৪৫১। শ্রদ্ধাবশে দানকালে মাতার(ও) না মুখ যেন দেখে কোন জন
দেখিলে সে পাবে বাধা তিলেক না তিষ্ঠি, তাই, করিব গমন।
৪৫২। ডাক সুতসুতা তব ; জননীকে তা'রা যেন না পারে দেখিতে ;
শ্রদ্ধাবশে দিলে দান দাতারা প্রচুর পুণ্য পারেন অর্জ্জিতে।
৪৫৩। ডাক সুতসুতা তব, জননীকে তা'রা যেন না পায় দেখিতে ;
তুষিলে আমায় দানে নিশ্চয় ত্রিদিবে, ভূপ, পারিবে যাইতে।

বিশ্বন্তর বলিলেন,

৪৫৪। পতিব্রতা ভার্য্যা মোর, দেখিতে তাঁহারে কিন্তু যদি তুমি না চাও, ব্রাহ্মণ,
ল'য়ে এই শিশুদ্বয়ে পিতামহে ইহাদের একবার করাও দর্শন।
৪৫৫। হেরি এ মধুরভাষী শিশু দু'টী পিতা মোর পাইবেন আনন্দ অপার ;
নিশ্চয় প্রফুল্লচিত্তে সুপ্রচুর ধন তিনি দিবেন তোমায় পুরস্কার।

জূজক বলিল,

৪৫৬। পাই ভয়, রাজপুত্র, চোর বলি রাজা পাছে সর্ব্বস্ব আমার কাড়ি লন,
দেন দণ্ড, দাসরূপে বিক্রয় করেন মোরে, কিংবা মোরে করেন নিধন।
যাবে ধন, যাবে দাস, তখন দুর্দ্দশা মম কি হইবে দেখ ভাবি মনে ;
রিক্তহস্ত দেখি মোরে গৃহিণী ধিক্কার দিবে ; গৃহে আমি তিষ্ঠিব কেমনে?

বিশ্বন্তর বলিলেন,

৪৫৭। সুকুমার, প্রিয়ভাষী দেখিলে এ শিশু দু'টী শিবিরাজ ধার্ম্মিকপ্রধান
হবেন প্রফুল্লচিত্ত, নিশ্চয় তোমায় তিনি করিবেন বহু ধন দান।

জূজক বলিল,

৪৫৮। যে আদেশ তুমি দিতেছ আমায়, পারিব না তাহা করিতে পালন।
পুত্রকন্যা তব লয়ে যাব আমি ব্রাহ্মণীর পরিচর্য্যার কারণ।

১। বিশ্বন্তর যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন পৃষতী তাঁহার প্রসারিত হস্তে এইরূপ একটা থলি দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এখানে সেই বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এদিকে জূজকের পরুষবাক্য শুনিয়া শিশু দুইটী প্রথমে পর্ণশালার পশ্চাদ্ভাগে পলাইয়া গেল এবং সেখান হইতে আবার পলাইয়া একটা নিবিড় গুল্মের মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু এখানেও তাহারা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না ; তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল, জূজক বুঝি আসিয়া তাহাদিগকে ধরিল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নানাদিকে ছুটিতে লাগিল, সেই চতুরস্র পুষ্করিণীর তীরে গিয়া বল্কলচীবর কষিয়া বান্ধিয়া জলে নামিল এবং পদ্মের পাতা দিয়া মাথা ঢাকিয়া জলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপ ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৫৯। শুনি জূজকের পরুষ বচন জালী কৃষ্ণাজিনা বড় ভয় পায়।
হস্ত হ'তে তার পরিত্রাণ হেতু এদিকে ওদিকে ছুটিয়া পলায়।

জূজক শিশু দু'টীকে দেখিতে না পাইয়া বোধিসত্ত্বকে গালি দিতে লাগিল। সে বলিল। ''অহে বিশ্বন্তর, তুমি এখনই আমাকে শিশু দু'টী দিলে ; কিন্তু আমি যেমন বলিলাম, আমি জেতুত্তরে যাইব না, শিশু দু'টীকে লইয়া ব্রাহ্মণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিব, অমনি তুমি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে সরাইলে ; আর, কিছুই যেন জান না, এই ভাবে বসিয়া রহিলে! বুঝিলাম, এ ভূভারতে তোমার মত মিথ্যাবাদী দ্বিতীয়টী নাই।'' জূজকের ভৎর্সনায় মহাসত্ত্ব কম্পিত হইলেন ; ভাবিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা বুঝি পলায়ন করিয়াছে। তিনি বলিলেন, ''ব্রাহ্মণ, তোমার চিন্তার কারণ নাই। আমি শিশু দুইটীকে আনিয়া দিতেছি।'' অনন্তর আসন ত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে পর্ণশালার পৃষ্ঠভাগে গেলেন, বুঝিলেন যে তাহারা সেখান হইতে নিবিড় গুল্মে প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে গিয়া পদচিহ্ন দেখিয়া তিনি পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে তাহারা জলে নামিয়া রহিয়াছে। তখন তিনি ''বৎস জালী, বৎস জালি'' বলিয়া ডাকিলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

৪৬০। এস, প্রিয় পুত্র, হেথা ; এস, প্রাণধন। দানপারমিতা মোর করহ পূরণ।
কর সিক্ত প্রীতিরস হৃদয়ে আমার ; পালহ আদেশ, বৎস, পিতার তোমার।
৪৬১। হও তুমি নৌকা মোর, জালী প্রাণধন, তরিব যাহাতে ভবসাগর ভীষণ ;
আর না হইবে জন্ম ; লভিব যে আমি নির্ব্বাণ-অমৃত, দেবলোক অতিক্রমি।

মহাসত্ত্ব ''বৎস জালী, বৎস জালি'' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ; কুমার পিতার স্বর শুনিতে পাইয়া ভাবিল, 'ব্রাহ্মণ আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক ; আমি পিতার আদেশের বিরুদ্ধে যাইব না।' সে মাথা তুলিয়া ও পদ্মের পাতাগুলি সরাইয়া জল হইতে উপরে উঠিল এবং মহাসত্ত্বের দক্ষিণ পাদমূলে পড়িয়া তাঁহার গুলফ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব বলিলেন, ''বৎস, তোমার ভগিনী কোথায়?'' জালী বলিল, ''বাবা, প্রাণিমাত্রেই ভয় উপস্থিত হইলে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করে।'' মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, অঙ্গীকারানুসারে তাঁহাকে দুইটী শিশুই দিতে হইবে। তিনি ''বৎসে কৃষ্ণে'' বলিয়া ডাকিলেন এবং দুইটী গাথা বলিলেন ঃ—

৪৬২। এস, বৎসে কৃষ্ণাজিনে, এস প্রাণধন ; দানপরিমিতা মোর করহ পূরণ।
কর সিক্ত প্রীতিরস হৃদয়ে আমার ; পালহ আদেশ, বৎসে, পিতার তোমার।
৪৬৩। হও তুমি নৌকা মোর, কৃষ্ণে প্রাণধন, তরিব যাহাতে ভবসাগর ভীষণ।
আর না হইবে জন্ম, লভিব যে আমি নির্ব্বাণ-অমৃত দেবলোক অতিক্রমি।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণাও ভাবিল, 'আমি পিতার আদেশের বিরুদ্ধে চলিব না।' সে জল হইতে উঠিয়া মহাসত্ত্বের পাদমূলে পতিত হইল এবং দৃঢ়রূপে তাঁহার গুলফ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশু দুইটীর অশ্রুবিন্দুগুলি মহাসত্ত্বের প্রফুল্লপদ্মসঙ্কাশ পাদপৃষ্ঠে এবং তাঁহার অশ্রুবিন্দুগুলি তাহাদের সুবর্ণফলকোপম পৃষ্ঠোপরি পড়িতে লাগিল। মহাসত্ত্ব শিশুদ্বয়কে উঠাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ''বৎস জালী, তুমি কি জান না যে, দান করিয়াই আমি পরমপরিতোষ লাভ করি? তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ কর।'' অনন্তর, লোকে যেমন গরুর মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তিনিও সেইরূপে শিশু দুইটীর মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ''বৎস জালী, তুমি যদি দাসত্বমুক্ত হইতে চাও, তবে ব্রাহ্মণকে

এক সহস্র নিষ্ক দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবে। তোমার ভগিনী সুন্দরী ; যদি কোন নীচ জাতীয় লোক ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়া ইহাকে দাসত্বমুক্ত করে, তবে ইহার জাতিনাশ হইবে। এইজন্য তোমার ভগিনী দাসত্বমুক্ত হইতে চাহিলে ব্রাহ্মণকে যেন এক শত দাস, এক শত দাসী, এক শতত হস্তী, এক শত অশ্ব, এক শত বৃষ এবং এক শত নিষ্ক দেয়।'' এইরূপে তিনি শিশু দুইটীর মূল্য নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং কমণ্ডলুতে জল লইয়া বলিলেন, ''এস, ব্রাহ্মণ''। অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্ঞতালাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ''সর্ব্বজ্ঞতালাভ আমার পক্ষে শতগুণে, সহস্রগুণে, সতসহস্র গুণে প্রিয়তর।'' এই বাক্যে পৃথিবী নিনাদিত করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রিয় পুত্র ও কন্যা দান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৬৪, ৪৬৫। জালী ও কৃষ্ণাজিনার হাত ধরি বিশ্বন্তর ব্রাহ্মণকে করিলেন দান ;
দিলেন তাহাই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা— ছিল তাঁর যে দু'টী সন্তান।

৪৬৬। সুত, সুতা, উভয়কে ব্রাহ্মণকে দান যবে করিলেন হৃষ্টমনে তিনি,
হেরি এ অদ্ভুত ত্যাগ শিহরিল সর্ব্ব লোক ; দানতেজে কাঁপিল মেদিনী।

৪৬৭। সুখসম্বর্দ্ধিত যারা হয়েছিল এতকাল, হেন সুত সুতাকে যখন
শিবিপতি বিশ্বন্তর সে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণকে হৃষ্টমনে করিলা অর্পণ,
''অহো কি অদ্ভুত ত্যাগ!'' বলে ত্রিভুবনবাসী ; চৌদিক্ পূরিল কোলাহলে
শিহরিল সর্ব্বলোক হেরি এ অপূর্ব্বদান ; ''ধন্য, ধন্য' সকলেই বলে।

'আমার দান সুন্দররূপে (অকুণ্ঠিতচিত্তে) প্রদত্ত হইয়াছে', ইহা ভাবিয়া মহাসত্ত্ব প্রীতি লাভ করিলেন এবং শিশুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জূজক বনগুল্মে প্রবেশ করিয়া দাঁত দিয়া একটা লতা কাটিয়া আনিল : উহা দিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্তের সহিত কুমারীর বামহস্ত বান্ধিল এবং তাহাদিগকে ঐ লতারই একপ্রান্ত দিয়া আঘাত করিতে করিতে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৬৮। নিঠুর ব্রাহ্মণ আনিল তখন দাঁতে দিয়া লতা করিয়া ছেদন;
লতার আঘাতে দু'জনে তাড়ায়। কান্দিল তাহাতে শিশু দু'টী, হায়!

৪৬৯। বান্ধি রজ্জু'পাশে, দণ্ডের আঘাতে শিশু দু'টী সেই যায় তাড়াইয়া ;
এ দারুণ দৃশ্য অবিকৃতমনে লাগিলা দেখিতে রাজা দাঁড়াইয়া

কুমার ও কুমারীর দেহে যে যে স্থানে আঘাত লাগিল, সেই সেই স্থানেই চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল ও রক্ত বাহির হইল। প্রহারের কালে তাহারা ভয় পাইয়া পিঠাপিঠি হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অতঃপর, এক বিষম স্থান দিয়া যাইবার কালে ব্রাহ্মণের পদস্খলন হইল এবং সে আছাড়ি পড়িল। অমনি শিশু দুইটীর কোমল হস্ত হইতে সেই কঠিন লতাপাশ খুলিয়া গেল ; তাহারা কান্দিতে কান্দিতে গিয়া মহাসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৭০। ব্রাহ্মণের হস্ত হ'তে মুক্তি করি লাভ
শিশু দু'টী ফিরি গিয়া সাশ্রুনেত্রে, হায়,
পিতার নিকটে তাঁর মুখ পানে চায়।

৪৭১। অশ্বত্থপত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে
পিতার চরণ তারা করিল বন্দন।
প্রণমি বলিল জালী এতেক বচন :—

৪৭২। মা নাই আশ্রমে এবে ; তবু, বাবা, তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণকে আমা দুই জনে।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর ; মা আসুন ফিরি ;
দেখি তাঁরে একবার জনমের মত।
করো শেষে ব্রাহ্মণকে, বাবা, তুমি দান।

৪৭৩। মা নাই আশ্রমে এবে ; তবু বাবা তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণকে আমা দুই জনে!
যাবৎ না আশ্রমে মা আসিবেন ফিরি,
আমা দুইজনে, বাবা, দিও না ক তুমি।
তার পর যাহা ইচ্ছা করুক ব্রাহ্মণ ;
বেচুক অথবা প্রাণ বধুক মোদের।

৪৭৪। কাকের পায়ের মত পা দু'খানা ওর ;[১]
নখগুলি আধা ভাঙ্গা ; ঝুলে নানা স্থানে
লোলমাংস পিণ্ডাকারে শরীরে উহার ;
উত্তরোষ্ঠ ঢাকিয়াছে অধরোষ্ঠখানি ;
মুখ হ'তে লালাস্রোত হতেছে বাহির ;
শূকরের দন্তবৎ লম্বা লম্বা দাঁত ;
নাকটা গিয়াছে যেন ভেঙ্গে মাঝখানে ;

৪৭৫। কলসীর মত মোটা উদর উহার ;
পিঠ বাঁকা, —কেন যেন দিয়াছে ভাঙ্গিয়া—
এক চক্ষু ছোট ওর, এক চক্ষু বড় ;
লাল দাড়ি, কটা চুল, লোলচর্ম্ম দেহে ;
দেখা যায় তা'র' পরি তিলক বহুল ;

৪৭৬। পিঙ্গল, ত্রিভঙ্গ—কটিস্কন্ধপৃষ্ঠে বাঁকা ;
বিকলাঙ্গ, অতিদীর্ঘ, পরুষস্বভাব
ব্রাহ্মণ অজিনবাসা অহো কি ভীষণ!
রাক্ষসের মত মূর্ত্তি দেখি ভয় পায়।

৪৭৭। বল কি মানুষ ওরে, কিংবা যক্ষ ঘোর,
মাংসভুক্, রক্তপায়ী? আসি গ্রাম হ'তে
এই মহাবনে ধন যাচে তব ঠাঁই।
তব পুত্রকন্যা দু'টী এমন পিশাচে
যাবে লয়ে ; তুমি তাহা দেখিবে বসিয়া!

৪৭৮। নিশ্চয় তোমার হিয়া গঠিত পাষাণে,
লৌহপাশে বদ্ধ তাহা! সন্তান তোমার
এত দুঃখ পায়, তবু কিছুই না যেন
জান তুমি, হেনভাবে রয়েছ বসিয়া!
এ মহানিষ্ঠুর ধনপিপাসু ব্রাহ্মণ
বান্ধিয়া প্রহার করে সন্তানে তোমার,
বান্ধি লয়ে যায় লোকে গরুকে যেমন ;
তথাপি মধ্যস্থভাবে তুমি উদাসীন ;

৪৭৯। কৃষ্ণা ত নিতান্ত শিশু ; দুঃখ সে জানে না;
যূথভ্রষ্টা হরিণপোতিকা যে প্রকার
স্তনান্তরে কান্দে, বাবা, কৃষ্ণাও তেমনি
কান্দিতেছে ; মরিবে সে না পাইলে মাকে।
থাকিতে এখানে তারে দাও অনুমতি।

কুমারের ঈদৃশী কাতরোক্তি শুনিয়াও মহাসত্ত্ব কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর কুমার মাতাপিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল ঃ—

৪৮০। জন্মিলেই দুঃখ নানা পায় জীবগণ ;[২]
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় এই দুঃখ মোর—
পাব না দেখিতে আর মায়েরে আমার।

৪৮১। জন্মিলেই দুঃখ নানা পায় জীবগণ ;
কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় এই দুঃখ মোর—
পাব না দেখিতে আর বাবাকে আমার।

৪৮২। না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন দুঃখিনী জননী।

৪৮৩। না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন শোকার্ত্ত জনক।

৪৮৪। না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন আশ্রমে জননী।

৪৮৫। না দেখিতে পেয়ে চারুদর্শনা কৃষ্ণাকে
কান্দিবেন চিরদিন আশ্রমে জনক।

৪৮৬। সায়াহ্নে, নিশীথে, শেষ যামে জাগি থাকি
কান্দিবেন চিরকাল, দুঃখিনী জননী ;
হইবেন শোকশীর্ণা, হয় যে প্রকার
স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতী নিদাঘের তাপে।

৪৮৭। সায়াহ্নে, নিশীথে, শেষ যামে জাগি থাকি
কান্দিবেন চিরকাল শোকার্ত্ত জনক ;
হইবেন শোককীর্ণ, হয় যে প্রকার
স্বল্পতোয়া স্রোতোবহ নিদাঘের তাপে।

৪৮৮। এই জম্বুবৃক্ষ সব, নিম্বিন্দ, বেদিশ,—
বিবিধ এসব তরু ত্যজিয়া আমরা
চলিলাম আজ ক্রুর ব্রাহ্মণের সাথে।

৪৮৯। অশ্বত্থ-পনস-বট-কপিত্থাদি নানা।
ফলবান্ বৃক্ষ আছে এ রম্য আশ্রমে ;
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়!

৪৯০। এই যে আরাম সব, নদী মনোহরা,
হরে তৃষ্ণা সুশীতল জল দিয়া যাহা,
খেলিতাম যেথা মোরা সুখে এত দিন—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম হায়!

৪৯১। অই যে ফুটিয়া আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, পরিতাম যাহা
আভরণরূপে অঙ্গে এত দিন মোরা—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়।

৪৯২। অই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খাইতাম যাহা
এতদিন মহাসুখে মোরা দুইজনে—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়।

৪৯৩। হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিকৃতি গড়ি মোরা করিতাম খেলা—
ত্যজি সে সকল আজি চলিলাম, হায়।

১। এই গাথাত্রয়ে অষ্টাদশবিধ পুরুষদোষ বর্ণিত হইয়াছে। মূলে জুজককে 'বলঙ্কপাদ' বলা হইয়াছে। 'বল' = কাক; জুজকের পায়ের নখগুলি লম্বা লম্বা ও আঁকা বাঁকা, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। টীকাকার ইহার অর্থ দিয়াছেন 'পথরিতপাদ'—অর্থাৎ যাহার পা খুব চওড়া।

২। ৪৮০ম হইতে ৪৮৭ম গাথাগুলি আমাদের ১২৩শ পৃষ্ঠের গাথার সঙ্গে তুলনীয়।

কুমার ভগিনীর সঙ্গে যখন এইরূপ পরিদেবন করিতেছিল, তখনই জূজক আসিয়া আবার তাহাদিগকে ধরিল এবং প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৪৯৪। শিশু দু'টী টানি লয়ে যেতেছিল জূজক যখন
বলিতে লাগিল তারা পিতাকে করিয়া সম্বোধন
দেখিও মায়েরে বাবা, সুখে তারে রেখ সর্ব্বক্ষণ,
তুমিও করোনা দুঃখ ; সুখে কাল করহ যাপন।

৪৯৫। এ সব খেলার দ্রব্য— হস্তী, অশ্ব, বৃষ আমাদের
দিও তাঁকে, দেখি তাঁর উপশম হইবে শোকের।

৪৯৬। এ সব খেলার দ্রব্য— হস্তী, অশ্ব, বৃষ আমাদের
দেখিলে তাঁহার কিছু উপশম হইবে শোকের।"

পুত্রকন্যার জন্য মহাসত্ত্ব মহাশোক অনুভব করিলেন, তাঁহার হৃদয়মাংস উষ্ণ হইল ; তিনি সিংহধৃত গজের ন্যায়,—রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন, কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

৪৯৭। ক্ষত্রিয়প্রবর রাজা বিশ্বন্তর করি দান গেলা কুটীর ভিতর।
লাগিলা করিতে করুণ বিলাপ, দুঃসহ তাঁহার শোকের সন্তাপ।

৪৯৮। "কান্দিবে যখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, সন্ধ্যাকালে, পরিবেষণ-বেলায়,[১]
অনাথ এ দু'টী শিশুকে তখন খাদ্য ও পানীয় দিবে কোন জন?

৪৯৯। সন্ধ্যাকালে, পরিবেষণ-বেলায় ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আজ শিশুদ্বয়
বলিবে যখন, 'দাও, মা খাবার, বড় খিদে, মা গো, পেয়েছে আমার'
কে চাহিবে তাহাদের মুখপানে? কে তুষিবে, হায়, খাদ্যপেয়-দানে?

৫০০। নাই যে পাদুকা তাহাদের পায়। কিরূপে তাহারা ছুটি যাবে, হায়?
কাঁপিবে পা যবে শ্রমে আর ভয়ে, হাত ধরি কেবা যাইবেক লয়ে?

৫০১। করে নি বাছারা কিছুমাত্র দোষ, তথাপি ব্রাহ্মণ দেখাইল রোষ।
আমার(ই) সম্মুখে করিতে প্রহার তিলমাত্র লজ্জা হইল না তার।
অহো কি নির্লজ্জ ও ক্রূর ব্রাহ্মণ। বিনা অপরাধে করে সে পীড়ন।

৫০২। রাজ্যভ্রষ্ট আমি হয়েছি এখন ; তবু যদি কেহ করয় শ্রবণ,
দাস-অনুদাস অমুক আমার, পারে কি সে তারে করিতে প্রহার?
করিলেও, হবে লজ্জিত নিশ্চয়। কিন্তু ও ব্রাহ্মণ ক্রূর, দুষ্টাশয়
আমার(ই) সম্মুখে আমার সন্তানে করিল প্রহার, অহো, কোন প্রাণে?

৫০৩। কুমিনে[২] আবদ্ধ মীনের মতন দুর্দ্দশা আমার হয়েছে এখন।
প্রিয় সুত সুতা দু'টীকে আমার গালি দিয়া ক্রূর করিল প্রহার।
স্বচক্ষে সকল হ'ল নিরখিতে ; পারিলাম না ক বাধা তারে দিতে।

অপত্যস্নেহ-বশতঃ মহাসত্ত্বের মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল। 'ঐ ব্রাহ্মণ আমার সন্তানদিগকে দারুণ প্রহার করিতেছে', ইহা ভাবিয়া তিনি শোকসংবরণ করিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, 'অনুধাবন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পুত্রকন্যাকে আশ্রমে ফিরাইয়া আনি।' কিন্তু ইহার পরেই তিনি চিন্তা করিলেন, 'পুত্রকন্যার এইরূপ পীড়ন দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ দান করিয়া দত্তবস্তুর জন্য অনুতাপ সাধুদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ'। এই অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য দুইটী বিতর্ক-গাথা আছে ঃ—

৫০৪। হস্তে লয়ে শরাসন, বামপার্শ্বে বান্ধি তরবারি
আনিগে সন্তান দু'টী। পুত্রশোক সহিতে না পারি।[৩]

১। মূলে 'সংবেসনাকালে' আছে। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'মহাজনস্‌স পরিভুঞ্জনকালে'। ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকে 'পরিবেসনা' আছে।

২। মাছ ধরিবার ফাঁদ বা খাঁচা।

৩। তৃতীয় খণ্ডের ১৯৪ম ও ১৯৫ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫০৫। কিন্তু নয় সমুচিত দুঃখভোগ করা কোন মতে,
যদিও শিশুরা মোর যায় অই ব্রাহ্মণের হাতে।
দান করি অনুতাপ পান না ক যাঁরা সাধুজন ;
আমিও এখন সেই সাধুধর্ম্ম করিব স্মরণ।

এদিকে জূজক শিশু দুইটীকে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। তখন কুমার বিলাপ করিতে লাগিল ঃ—

৫০৬। বুঝিলাম, সত্য সেই প্রবাদ-বচন, লোকমুখে যাহা আমি করেছি শ্রবণ ঃ—
মা যাহার নাই, পিতা সেই অভাগার থেকেও না-থাকাবৎ ; নামমাত্র সার।
৫০৭। এস, কৃষ্ণে, আজি মোরা জীবন দু'জন ; এ প্রাণ রাখিতে আর নাই প্রয়োজন।
করেছেন দান পিতা ধনার্থী ব্রাহ্মণে। মহাক্রূর এ ব্রাহ্মণ ; টানে দুই জনে।
গরু যেন মোরা ভাবি টানে ও তাড়ায় ; কেমনে এমন দুঃখ সহ্য করা যায়।

৫০৮। এই জম্বুবৃক্ষ সব, নিষিন্দা, বেদিশ—
বিবিধ এ সব তরু ত্যজি, কৃষ্ণে, মোরা
চলিলাম আজ ক্রূর ব্রাহ্মণের সাথে।[1]

৫০৯। অশ্বত্থ-পনস-বট-কপিত্থাদি নানা
ফলবান্ বৃক্ষ আছে এ রম্য আশ্রমে—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়।

৫১০। এই যে আরাম সব, নদী মনোহরা,
হরে তৃষা সুশীতল জল দিয়া যাহা ;
খেলিতাম যেথা মোরা সুখে এতদিন—
ত্যজি এ সকল আজি চলিলাম, হায়।

৫১১। অই যে ফুটিয়া আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, পরিতাম যাহা
আভরণরূপে অঙ্গে এতদিন মোরা—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়।

৫১২। অই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খাইতাম যাহা
এতদিন মহাসুখে মোরা দুই জন—
ত্যজি ও সকল আজি চলিলাম, হায়।

৫১৩। হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিকৃতি গড়ি মোরা করিতাম খেলা—
ত্যজি সে সকল আজি চলিলাম, হায়

জূজক আবারও এক বিষম স্থানে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেল ; কুমার ও কুমারী তাহার করধৃত হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং আহত কুক্কুটের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে একছুটে বিশ্বন্তরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

৫১৪। জালী ও কৃষ্ণাজিনাকে যখন ব্রাহ্মণ
লইয়া যাইতেছিল, মুক্তি পেয়ে তারা
উভয়েই ইতস্ততঃ ছুটিয়া পলায়।

জূজক তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই লতা ও দণ্ড হস্তে লইয়া প্রলয়াগ্নিসদৃশ ক্রোধাগ্নি উদ্‌গিরণ করিতে করিতে সেখানে গেল এবং " তোরা ত বেশ পলায়নবিদ্যা শিখিয়াছিস্" বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাদের হাত বান্ধিয়া লইয়া চলিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৫১৫। রজ্জু আর দণ্ড লয়ে ব্রাহ্মণ তখন
বারবার প্রহার করিয়া দুই জনে
চলিল লইয়া ; শিবিরাজ বিশ্বন্তর
দেখেন এ দৃশ্য, বসি নির্ব্বিকার চিতে।

এইরূপে নীত হইবার কালে কৃষ্ণাজিনা মুখ ফিরাইয়া পিতার দিকে চাহিয়া বলিল,

৫১৬। দেখ, বাবা, এ ব্রাহ্মণ যষ্টির আঘাতে
করিছে প্রহার মোরে। আমি যেন, হায়।
দাসী হয়ে জন্মিয়াছি আগারে ইহার।

৫১৭। এ নয়, ব্রাহ্মণ, বাবা। ব্রাহ্মণ যাঁহারা
ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁরা খ্যাত সব ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের বেশধারী যক্ষ এ নিশ্চয় ;
যেতেছে লইয়া, বাবা, আমা দুই জনে
বধ করি খাবে মাংস, এই অভিপ্রায়ে।
পিশাচে ধরিয়া লয় ; তুমি কি কারণ
নীরবে দর্শন কর এ দৃশ্য ভীষণ?

১। ৫০৮ম হইতে ৫১৩ম গাথার সঙ্গে পূর্ববর্তী ৪৮৮ম হইতে ৪৯৩ম গাথা তুলনীয়।

শিশুকন্যাটী এইভাবে বিলাপ করিতেছে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে জূজকের সঙ্গে যাইতেছে, ইহা দেখিয়া মহাসত্ত্ব আবার মহাশোকাভিভূত হইলেন ; তাঁহার হৃৎপিণ্ড উষ্ণ হইল ; নিঃশ্বাসবেগের তুলনায় নাসারন্ধ্র অপ্রশস্ত বলিয়া মুখ দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে লাগিল। চক্ষু হইতে রক্তবিন্দুকল্প অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন যে, এরূপ দুঃখ স্নেহদোষজ ; ইহার অন্য কোন কারণ নাই ; অতএব স্নেহ না করিয়া মধ্যস্থের ন্যায় থাকাই যুক্তিসঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি নিজের জ্ঞানবলে তাদৃশ শোকশল্যও হৃদয় হইতে উৎপাটন পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থভাবে বসিয়া রহিলেন।

এদিকে, যতক্ষণ না জূজক শিশুদুইটীকে লইয়া গিরিদ্বার[১] পর্য্যন্ত পৌঁছিল, ততক্ষণ কুমারী বিলাপ করিয়া চলিল ঃ—

৫১৮। হয়েছে ক্ষত বিক্ষত পা'দুখানা আমাদের ;
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ এখন(ও) দুর্গম ;
পশ্চিম আকাশে এবে সূর্য্য পড়িয়াছে হেলি ;
তবু পুনঃ পুনঃ তাড়া করিছে ব্রাহ্মণ।

৫১৯। এই রম্য সরোবরে, সুতীর্থ নদীর জলে,
পর্ব্বতে, কাননে দেব আছেন যাঁহারা,
পাদপদ্মে তাঁহাদের লুটায়ে মস্তক এবে
জানাই যে দুঃখভোগ করিতেছি মোরা।

৫২০। তৃণলতা-মহীরুহ- ওষধি-কানন-শৈলে
আছেন যে সব দেব, করি নিবেদন,
মায়েরে রাখুন সুখে ; বলিবেন তাঁরে, যেন,
আমা দু'ইজনে লয়ে গিয়াছে ব্রাহ্মণ।

৫২১। মাদ্রী মাতা আমাদের ; বলিবেন তাঁরে যদি
চান তিনি মোদের করিতে অন্বেষণ,
বিলম্ব না ঘটে যেন ; এখন(ই) আসুন ধেয়ে ;
আর(ও) দূরে যতক্ষণ না যায় ব্রাহ্মণ।

৫২২। এই একপদী পথ, চলিতেছি যা'তে মোরা,
আশ্রম হইতে ইহা সোজা আসিয়াছে ;
এ পথে আসিলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে
হইবেন উপস্থিত আমাদের কাছে।

৫২৩। হায় রে দুঃখিনী মাতা! শিরে তোর জটাভার!
কুড়াস্ বনের ফল আমাদের তরে!
কি যে দুঃখ পাবি তুই যখন দেখিবি, হায়,
হৃদয়ের মণি তোর নাই আর ঘরে!

৫২৪। ফিরিতে বিলম্ব বড় ঘটেছে মায়ের আজ ;
উঞ্ছ বুঝি কষ্ট লাভ করেছেন বনে ;
তাই, না জানেন তিনি, কখন আশ্রমে এসে
ধনার্থী ব্রাহ্মণ বান্ধে আমা দুই জনে।
বড়ই নিষ্ঠুর এই ; রজ্জুপাশে উভয়কে
বান্ধিয়াছে ; যাইতেছে টানিয়া লইয়া ;
বান্ধি, টানি লোকে যথা গরুকে নির্দ্দয়ভাবে
লয়ে যায় তাহার অজ্ঞাত পথ দিয়া।

৫২৫-৫২৬। উঞ্ছ লয়ে সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আশ্রমে মাতা
দিতেন ব্রাহ্মণে যদি মধুমাখা ফল,
খেয়ে তাহা খুসী হয়ে নিষ্ঠুর তাড়না এত
দিত না সে ; হ'ত তার হৃদয় কোমল।

১। গিরিব্রজে বা পর্ব্বতবেষ্টিত স্থানে প্রবেশ করিবার দ্বার—'ঘাট'।

দিতেছে সে এত তাড়া, মোদের পায়ের শব্দ
দূর হ'তে শুনা যায় ; এত বেগে ছুটি। —
এরূপ বিলাপ কত করিল না দেখি মাকে
ফিরে যেতে মার কোলে সেই শিশু দুটী।

কুমারপর্ব্ব সমাপ্ত

---

(৯)

রাজা বিশ্বন্তর যখন পৃথিবী নিনাদিত করিয়া ব্রাহ্মণকে নিজের প্রিয় পুত্র ও কন্যা দান করিলেন, তখন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব এককোলাহলময় হইল ; এবং সেই কোলাহল হিমালয়বাসী দেবগণের হৃদয় স্পর্শ করিল। ব্রাহ্মণ কুমার ও কুমারীকে লইয়া যাইবার কালে তাহারা যে বিলাপ করিল, তাহা শুনিয়া তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "মাদ্রী যদি আজ সকাল সকাল আশ্রমে ফিরেন, তবে পুত্র কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া বিশ্বন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাহারা জূজককে প্রদত্ত হইয়াছে জানিয়া বলবান্ স্নেহবশতঃ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া মহাদুঃখ পাইবেন।" এইজন্য তাঁহারা তিন জন দেবপুত্রকে আজ্ঞা দিলেন ঃ— "তোমরা সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপীর রূপ ধারণ করিয়া মাদ্রীদেবীর গমনপথ রুদ্ধ কর; তিনি বার বার প্রার্থনা করিলেও যতক্ষণ সূর্য্য অস্তমিত না হয়, ততক্ষণ পথ ছাড়িয়া দিবে না ; তিনি যাহাতে চন্দ্রালোকে আশ্রমে প্রবেশ করেন তাহা করিবে। সিংহাদি জন্তুর আক্রমণ হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিবে।

[এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

৫২৭। সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী[১] শুনি বিলাপ তাদের
পরস্পরে সম্বোধিয়া লাগিল বলিতে ঃ—

৫২৮। "না ফিরে সংগ্রহি উঞ্ছ রাজপুত্রী যেন
সন্ধ্যার প্রাক্কালে আজ আশ্রমে নিজের।
না পারে শ্বাপদ কোন মোদের এ বনে
বধিতে তাহারে যেন, হও সাবধান।

৫২৯। মাদ্রী দেবী সুলক্ষণা ; সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী
কেহই তাহাকে যেন বধিতে না পারে।
মরিলে সে রাজপুত্রী মরিবেক জালী ;
কৃষ্ণা ত নিতান্ত শিশু — মরিবে নিশ্চয়।
মাদ্রী সুলক্ষণা ; তার করিলে রক্ষণ
পতিপুত্র সকলের(ই) রক্ষিবে জীবন।

দেবপুত্রত্রয় "উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া ঐ দেবতাদিগের আদেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপীর বিগ্রহধারণপূর্ব্বক মাদ্রীর আগমনপথে একে একে শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে মাদ্রী ভাবিলেন; 'আজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি ; সকাল সকাল ফলমূল লইয়া আশ্রমে ফিরিব।' তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে, কোথায় ফলমূল পাইবেন, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে খনিত্রখানি খসিয়া পড়িল, তাঁহার স্কন্ধ হইতে ঝুড়ির দড়ি ছিঁড়িয়া গেল ; তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল ; ফলবান্ বৃক্ষগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে ফলহীনরূপে প্রতীয়মান হইল ; দশদিকের মধ্যে কোন্‌টা কোন্ দিক্, তাহাও তাঁহার বুঝিবার সামর্থ্য রহিল না। তিনি বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'পূর্ব্বে যাহা ঘটে নাই, আজ কেন তাহা ঘটিতেছে?

৫৩০। খনিত্র পড়িছে খসি হাত হ'তে মোর ;
নাচিতেছে বার বার দক্ষিণ নয়ন ;
ফল আছে বৃক্ষে, তবু যেন মনে হয়
ফল নাই ওতে ; আহো এ কি মতিভ্রম।
দিক্ ও বিদিক্ নারি করিতে নির্ণয়।'

৫৩১। আসিল সায়াহ্নকাল ; সূর্য্য অস্ত যায় ;
চলিলেন রাজপুত্রী আশ্রমাভিমুখে।
অমনি সে ব্যালত্রয় দাঁড়াইল এসে
গমন-মার্গেতে তাঁর, অবরোধি পথ।

১। অর্থাৎ সিংহাদির রূপধারী দেবপুত্রত্রয়।

৫৩২। "হেলিয়া পড়েছে সূর্য্য, দূরস্থ আশ্রম।
আমি যাহা লয়ে যাব তাহাই খাইয়া
পতিপুত্রকন্যা মোর রহিবে বাঁচিয়া।

৫৩৩। ফিরিতে বিলম্ব মোর হেরি বিশ্বন্তর
একাকী কুটীরে বসি নিশ্চয় এখন
কহিছেন মিষ্ট কথা, ভুলাইতে মন
ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের আর কন্যার আমার।

৫৩৪। সায়াহ্ন এখন ; ইহা ভোজনের বেলা ;
অভাগীর শিশু দু'টী খাবার না পেয়ে
ঘুমাইয়া এতক্ষণ পড়েছে নিশ্চয়,
স্তন্যপায়ী শিশুগণ স্তন্য না পাইলে
কান্দিতে কান্দিতে যথা পড়ে ঘুমাইয়া।[১]

৫৩৫। সায়াহ্ন এখন ; ইহা ভোজনের বেলা ;
অভাগীর শিশু দু'টী জল না পাইয়া
ঘুমাইয়া এতক্ষণ পড়েছে নিশ্চয়,
পিপাসার্ত্ত শিশুগণ না পাইলে জল,
কান্দিতে কান্দিতে যথা পড়ে ঘুমাইয়া।

৫৩৬। অথবা এ অভাগীর শিশু দু'টী এবে
দেখি দুঃখিনীর আজ বিলম্ব এমন
অগ্রসর হয়ে পথে আছে দাঁড়াইয়া,
গোবৎস যেমন থাকে গাভীকে দেখিতে।

৫৩৭। অথবা এ অভাগীর শিশু দু'টী এবে
দেখি দুঃখিনীর আজ বিলম্ব এমন
অগ্রসর হয়ে পথে আছে দাঁড়াইয়া,
হংসপোত থাকে যথা পল্বল উপরি।

৫৩৮। নিশ্চয় এ অভাগীর শিশু দু'টী, হায়,
আশ্রমের অবিদূরে অগ্রসর হয়ে
রয়েছে উদ্বিগ্ন মনে দাঁড়ায়ে এখন
দুঃখিনী মায়ের আগমন-প্রতীক্ষায়।

৫৩৯। কেবল একটী পথ আছে এইখানে ;
যেতে পারে তাহা দিয়া মাত্র এক জন ;
দুই পাশে ডোবা, গর্ত্ত রয়েছে অনেক ;
ছাড়ি ইহা অন্যদিকে চলা অসম্ভব।
কেমনে আশ্রমে আমি করিব গমন?

৫৪০। মহাবল পশুগণ রাজা কাননের ;
নমস্কার করি আমি তোমা সবাকারে।
হও মোর ধর্ম্মভাই তোমরা সকলে ;[২]
মাগি পথ ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

৫৪১। শ্রীমান্ ভূপতি বিশ্বন্তর মোর স্বামী,
রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হয়েছেন যিনি।
সীতাদেবী পুরাকালে বনবাস যথা
করিলা রামের সঙ্গে, আমিও তেমন
পতিসহ বনবাস করিতেছি এবে;
ভ্রমেও না করি কভু অনাদর তাঁর।

৫৪২। সায়াহ্নে ভোজনকালে তোমরাও সবে
সন্তানগণের মুখ দেখি পাও সুখ।
জালী ও কৃষ্ণাকে মোর দেখিবার তরে
আমিও হয়েছি এবে নিতান্ত উৎসুক।

৫৪৩। আনিয়াছি সুপ্রচুর ফলমূল আমি :
ভোজনের দ্রব্য বহু আছে সঙ্গে মোর।
ইহার অর্দ্ধেক আমি করিতেছি দান ;
মাগি পথ ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

৫৪৪। রাজপুত্রী মাতা মোর ; রাজপুত্র পিতা ;
হও মোর ধর্ম্মভাই তোমরা সকলে ;
মাগি পথ ; দয়া করি দাও হে ছাড়িয়া।

সেই দেবপুত্রত্রয় সময়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, মাদ্রীকে পথ ছাড়িয়া দিবার কাল আসিয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৫৪৫। করিলেন মাদ্রী বহু করুণ বিলাপ।
বীণার ঝঙ্কারবৎ বচন তাঁহার
শুনিয়া শ্বাপদত্রয় ছাড়ি দিল পথ।

শ্বাপদেরা অপগত হইলে মাদ্রী আশ্রমে গমন করিলেন। সেদিন পূর্ণিমার পোষধ ছিল। মাদ্রী চঙ্ক্রমণ-কোটির নিকটে গিয়া অন্যান্য দিন পুত্রকন্যাকে যে যে স্থানে দেখিতেন, আজ সেই সেই স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন :—

৫৪৬। এখানে ত অগ্রসর হইয়া বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
ধূলাবালি মাখি গায়ে থাকিত দাঁড়ায়ে,
বৎসবৎ, গাভী যবে ফিরে গোঠ হ'তে।

৫৪৭। এখানে ত অগ্রসর হইয়া বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
থাকিত দাঁড়ায়ে মাখি ধূলাবালি গায়ে,
থাকে যথা হংসপোত পল্বল উপরি!

১। মূলে "খীরপীতা ব অচ্ছরে" আছে। টীকাকার ব্যাখ্যা করেন :— "যথা খীরপীতা খীরস্স ব অত্থায় কন্দিত্বা তং অলভিত্বা কন্দন্তা ব নিদ্দং ওক্কমন্তি এবং ফলাফলত্থায় কন্দিত্বা তং অলভিত্বা কন্দমানা ব নিদ্দং উপগতা ভবিস্সন্তি।" কিন্তু 'খীরপীতা' পদের এই ব্যাখ্যা যে কিরূপে হইল তাহা বুঝা গেল না।

২। কেননা তোমরা বনের রাজা ; আমি মানবরাজের কন্যা ও পত্নী।

৫৪৮। আশ্রমের আঁবদুরে হেথা ও বাছারা
প্রতিদিন মম আগমন-প্রতীক্ষায়
থাকিত দাঁড়ায়ে মাখি ধূলাবালি গায়ে।

৫৪৯। মৃগশাবকের মত উৎকর্ণ হইয়া
আমার পায়ের সাড়া পাইত যখন,
ছুটিত উন্মত্তভাবে চৌদিকে তাহারা,
জানা'ত আনন্দ কত লম্ফঝম্ফ করি।
হরষে হৃদয় মোর উঠিত নাচিয়া।
সেই জালী, সেই কৃষ্ণা, হায়, কি কারণ
দিতেছে না অভাগীরে দেখা এতক্ষণ?

৫৫০। শাবক রাখিয়া ঘরে ছাগী চরে মাঠে;
কুলায়ে শাবক রাখি পক্ষিণী বিচরে ;
গুহাতে শাবক রাখি সিংহী মাসে খোঁজে ;
আমিও আশ্রমে রাখি পুত্র কন্যা দু'টী
ফল আহরিতে বনে যাই প্রতিদিন।
কিন্তু সেই প্রাণধন জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে আমি আজি কি কারণ?

৫৫১। এই খেলিবার স্থান বাছাদের মোর ;
রয়েছে পায়ের দাগ — পর্ব্বত উপরি
হস্তীর পায়ের দাগ দেখায় যেমন।
এ সব মাটির ঢিপি আশ্রমের কাছে
খেলা করিবার কালে গড়েছে তাহারা।
কিন্তু সেই প্রাণধন জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে আমি আজ কি কারণ?

৫৫২। ধূলাবালি সর্ব্ব অঙ্গে মাখিয়া বাছারা
ছুটিত আনন্দে মোরে বেষ্টি এ সময়।
আজ কেন তাহাদের দেখা নাহি পাই?

৫৫৩। অরণ্য হইতে যবে আসিতাম ফিরি,
দূর হতে দেখি মোরে ছুটি গিয়া তারা
ধরিত জড়ায়ে। আজ জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে কেন আমি এতক্ষণ?

৫৫৪। হইয়া আশ্রম হ'তে দূরে অগ্রসর
দেখিতে আসিত মোরে তারা দুইজন,
দেখে যথা ছাগশিশু ছাগী যবে ফিরে
সন্ধ্যাকালে মাঠ হতে। কোথা আজ তারা?

৫৫৫। এই পাণ্ডু বিল্বফল রয়েছে পড়িয়া,
খেলিত যা' লয়ে তারা। জালী ও কৃষ্ণাকে
পাই না দেখিতে কেন আজ এতক্ষণ?

৫৫৬। দুগ্ধে পূর্ণ হইয়াছে স্তনদ্বয় মোর ;
বিপত্তি-শঙ্কায় মোর বুক ফাটি যায় ;
জালী, কৃষ্ণা, অভাগীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ?

৫৫৭। জড়িয়ে ধরিয়া কোলে একটী উঠিত ;
স্তন ধরি অপরটী ঝুলিয়া থাকিত।
জালী, কৃষ্ণা, দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ?

৫৫৮। সন্ধ্যাকালে ধুলা-মাখা গায়ে বাছা দু'টী
করিত আমার কোলে কত লুঠালুঠি।
জালী, কৃষ্ণা, দুঃখিনীর হৃদয়ের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ?

৫৫৯। আমাদের এ আশ্রম ছিল এত দিন
সন্ধ্যাকালে মহানন্দ-মেলনের স্থান।
আজ কিন্তু বাছাদের অদর্শনে, হায়,
মনে হয় ঘুরিতেছে সমস্ত আশ্রম
কুলালচক্রের মত চারিদিকে মোর।

৫৬০। কি কারণ হেন আজ নিস্তব্ধ আশ্রম?
কাকোলের(ও)[১] শব্দ এবে শুনা নাহি যায়।
নিশ্চয় বাছারা মোর হারায়েছে প্রাণ।

৫৬১। কি কারণ হেন আজ নিস্তব্ধ আশ্রম?
একটী পাখীর(ও) শব্দ শুনা নাহি যায়
নিশ্চয় বাছারা মোর হারায়েছে প্রাণ।

মাদ্রী এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে মহাসত্ত্বের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ফলমূলের ঝুড়ি নামাইয়া রাখিলেন। মহাসত্ত্ব নীরবে বসিয়া আছেন এবং ছেলে মেয়েরা তাঁহার নিকটে নাই দেখিয়া তিনি বলিলেন,

৫৬২। নির্ব্বাক্ আপনি কেন?
কাঁপিছে হৃদয় মোর
কি ভীষণ নিস্তব্ধতা!
ফলেছে দুঃস্বপ্ন বুঝি।
রাত্রিতে যে দেখেছি স্বপন
এখন(ও) তা' করিয়া স্মরণ।
কাকোলও নীরব রয়েছে।
জালী, কৃষ্ণা নিশ্চয় মরেছে।

৫৬৩। নির্ব্বাক্ আপনি কেন?
কাঁপিছে হৃদয় মোর
কি ভীষণ নিস্তব্ধতা!
ফলেছে দুঃস্বপ্ন বুঝি।
রাত্রিতে যে দেখেছি স্বপন
এখন(ও) তা' করিয়া স্মরণ।
পাখীরাও নীরব রয়েছে!
জালী, কৃষ্ণা নিশ্চয় মরেছে।

১। কাকোল — বন্য কাক, দাঁড় কাক।

৫৬৪। খেয়েছে কি, আর্য্যপুত্র, পশু কোন জালী ও কৃষ্ণারে?
অথবা নিয়াছে কেহ জনহীন বনের মাঝারে?

৫৬৫। তাহারা মধুরভাষী। শিবিরাজ সমীপে প্রেরণ
করিলা কি দূতরূপে জালী ও কৃষ্ণাকে সে কারণ?
কুটীরের মাঝে কিংবা আছে তারা এবে ঘুমাইয়া?
খেলায় হইয়া মত্ত গিয়াছে কি বাহিরে চলিয়া?

৫৬৬। হস্ত-পাদ-কেশ আমি তাহাদের দেখিতে না পাই ;
ছোঁ মারি শকুনে বুঝি লইয়া গিয়াছে কোন ঠাঁই?
বল, তব পায়ে পড়ি, কে হরিল আমার সন্তান?
অদর্শনে তাহাদের নিশ্চয় ত্যজিব আমি প্রাণ।

মাদ্রীর এ সকল কথা শুনিয়াও মহাসত্ত্ব নিরুত্তর রহিলেন। তখন মাদ্রী বলিলেন, "প্রভো, আমার সঙ্গে কথা বলিতেছেন না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?

৫৬৭। দুঃখের নাহিক শেষ — রাজ্য ছাড়ি আমি
করিতেছি বনে বাস ; হৃদয়ের ধন
জালী ও কৃষ্ণাকে হেথা দেখিতে না পাই।
সব চেয়ে বেশী দুঃখ কিন্তু দুঃখিনীর
আপনি যে তার সঙ্গে না বলেন কথা।
শল্যবিদ্ধ ব্রণসম এ দুঃখ আমায়
দিতেছে যন্ত্রণা, যাহা সহ্য নাহি যায়।

৫৬৮। না দেখি জালীকে আর কৃষ্ণাকে এখানে
পাইতেছি দুঃখ বড় ; কাঁপিতেছে হিয়া।
আপনি যে মোর সঙ্গে না বলেন কথা,
এ দ্বিতীয় দুঃখশল্য দুর্বিষহ অতি

৫৬৯। আজ, এই রাত্রিকালে যদি মোর সনে
না করেন, আর্যাপুত্র, কোন বাক্যালাপ,
নিশ্চয় প্রভাতে উঠি পাবেন দেখিতে
মরিয়াছে মাদ্রী, দুঃখ সহিতে না পারি।

মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ইহার পুত্রশোক দূর করা যাউক।' তিনি বলিলেন,

৫৭০। রাজপুত্রী তুমি মাদ্রি, পরম সুন্দরী
প্রত্যুষে অরণ্যে গিয়া একাকিনী সেথা
কাটায়ে সমস্ত দিন দেখা দিলে আসি
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রালোকে — এ কি ব্যবহার?

মাদ্রী বলিলেন,

৫৭১। এসেছিল সরোবরে জলপান তরে
সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ আদি প্রাণী শত শত ;
শুনিতে কি পান নাই গর্জ্জন তাদের
পক্ষীর বিরাবসহ মিশি সে সময়
করেছিল বন একাকোলাহলময়?[১]

৫৭২। মহারণ্যে বিচরণ করিবার কালে
বহু দুর্নিমিত্ত, প্রভো, দেখিয়াছি আজ ;
পড়েছে খনিত্র খসি হস্ত হ'তে মোর ;
স্কন্ধ হ'তে ঝুড়ি মোর পড়েছে ছিঁড়িয়া।

৫৭৩। ভয় পেয়ে মহাদুঃখে যুড়ি দুই কর
করিনু প্রণাম দশ দিকে একে একে,
অশুভ হইবে দূর এ আশায় আমি।

৫৭৪। মাগিলাম সবিনয়ে, "রক্ষ, দেবগণ।
এই ভিক্ষা চায় দাসী, সিংহ কিংবা দ্বীপী
না বধে স্বামীকে যেন ; ঋক্ষ বা তরক্ষু
জালীও কৃষ্ণাকে যেন ছুঁইতে না পারে।

৫৭৫। সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, এই তিনটা শ্বাপদ
অবরোধ করি পথ আছিল আমার।
ফিরিতে বিলম্ব আজ ঘটেছে সে হেতু।

মহাসত্ত্ব কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় কথা বলিলেন না। এদিকে মাদ্রী তখন হইতে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

১। যখন বিশ্বন্তর পুত্রকন্যা দান করেন, তখন সেই দানের তেজে ও বিস্ময়ে পশুপক্ষিগণ এই নিনাদ করিয়াছিল।

৫৭৬। আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য, যাঁর জটা শিরে
পতিপুত্র দিবারাত্র সেবিয়াছি আমি,
শিষ্য সেবে আচার্য্যকে যতনে যেমন।

৫৭৭। পরিয়া অজিন বাস নিত্য গিয়া বনে
কতকষ্টে ফলমূল করিয়া সংগ্রহ
এনেছি তোদের(ই) জন্য, বাছারা আমার।

৫৭৮। তোদের স্নানের জন্য সোণার বরণ
এনেছি হরিদ্রা কত ; খেলিবার তরে
পাণ্ডুবর্ণ বেল আমি দিয়াছি আনিয়া,
আর(ও) নানাবিধ ফল। দিতাম যখন
সে সব তোদের হাতে, বলিতাম স্নেহে,
"এই সব লয়ে খেলা কর গে, বাছারা।"

৫৭৯। বলিতাম আর্য্যপুত্রে, "পুত্রকন্যা লয়ে
করুন ভোজন, প্রভো, তৃপ্তিসহকারে
মৃণাল, শালুক, শৃঙ্গাটক মধুসহ।

৫৮০। ডাকিয়া আনুন, শিশু দু'টী নিজ পাশে,
জালীকে কমল দিন, কৃষ্ণাকে কুমুদ,
মালা পরি, শিবিরাজ, নাচুক তাহারা।

৫৮১। শুনুন, হে রথিবর, কি মধুর স্বরে
গাইতে গাইতে কৃষ্ণা আসিছে আশ্রমে।"

৫৮২। রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হইয়া আমরা
সমদুঃখসুখভাবে আছি এত কাল।
জান যদি জালিকৃষ্ণা আছে কোথা এবে
বল, শিবিরাজ, কষ্ট দিও না ক আর।

৫৮৩। শ্রমণে, ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণে,
শীলবানে, সুপণ্ডিতে কতই না যেন
বলেছি দুর্ব্বাক্য পূর্ব্বে, যে পাপের ফলে
জালী ও কৃষ্ণাকে আজ না পাই দেখিতে।

মাদ্রী এত বিলাপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু মহাসত্ত্ব কোন কথাই বলিলেন না। তাহাকে নীরব দেখিয়া মাদ্রী কান্দিতে কান্দিতে চন্দ্রালোকে সন্তান দুইটীকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন এবং জম্বুবৃক্ষতল প্রভৃতি যে যে স্থানে তাহারা খেলা করিত, সেই সেই স্থানে গিয়া তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ঃ—

৫৮৪। এই জম্বুবৃক্ষসব, নিম্বিন্দা, বৈদিশ —
বিবিধ এ সব তরু রয়েছে এখানে ;
কিন্তু মোর পুত্রকন্যা দেখিতে না পাই।

৫৮৫। অশ্বত্থ-পনস-বট-কপিত্থাদি নানা
ফলবান্ বৃক্ষসব আছে পূর্ব্ববৎ ;
কিন্তু মোর পুত্রকন্যা দেখিতে না পাই।

৫৮৬। এই যে আরাম সব ; নদী মনোহরা
হরে তৃষ্ণা সুশীতল জলদানে যাহা,
খেলিত বাছারা যেথা পূর্ব্বে প্রতিদিন —
দেখা ত তাদের আমি পাই না ক আজ।

৫৮৭। অই যে ফুটিয়া আছে পর্ব্বত উপরি
বিবিধ কুসুমরাজি, আভরণরূপে
পরিত বাছারা যাহা মনের আনন্দে —
দেখা ত তাদের আমি পাই না ক আজ।

৫৮৮। অই যে রয়েছে পাকি পর্ব্বত উপরি
বিবিধ মধুর ফল, খেত যাহা তারা
যখন(ই) হইত ইচ্ছা — কোথা এবে তারা?

৫৮৯। হস্তি-অশ্ব-বৃষ আদি বিবিধ জন্তুর
প্রতিমূর্ত্তি গড়ি খেলা করিত বাছারা।
রয়েছে সে সব পড়ি। কোথা এবে তারা?

৫৯০। শ্যাম[১] ও কদলীমৃগ, শশক, পেচক
প্রভৃতি জন্তুর কত প্রতিমূর্ত্তি হেথা।
খেলিত এ সব লয়ে বাছারা আমার।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই।

৫৯১। ময়ূর বিচিত্রপুচ্ছ, হংস ক্রৌঞ্চ আদি
বিবিধ পক্ষীর মূর্ত্তি রয়েছে পড়িয়া।
খেলিত এ সব লয়ে বাছারা আমার;
কিন্তু তারা এবে কোথা দেখিতে না পাই।

আশ্রমের কোথাও প্রিয় সন্তান দুইটাকে দেখিতে না পাইয়া মাদ্রী বাহিরে গেলেন এবং পুষ্পিত গুল্মবনে প্রবেশ করিয়া উহার এক একটি অংশ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—

৫৯২। এই ত গুল্মবন, সকল ঋতুতে
থাকে যাহা সুশোভিত বিবিধ কুসুমে,
আসি যেথা নিত্য খেলা করিত বাছারা।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই।

৫৯৩। এই ত রয়েছে রম্য পুষ্করিণী সব,
চক্রবাক করে যেথা মধুর কূজন;
শ্বেত, নীল, রক্ত পদ্ম বিকসিত হয়ে
ঢাকিয়া বিমল জল রেখেছে যাদের।
খেলিত এদের তীরে বাছারা আমার।
কিন্তু তারা এবে কোথা, দেখিতে না পাই।

সন্তান দুইটিকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া মাদ্রী মহাসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন,

১। শ্যাম — "সুবণ্ণকো সামো সুবণ্ণমিগো" — টীকাকার।

৫৯৪। চির নাই কাঠ আজ; কর নাই এতক্ষণ নদী হ'তে জল আনয়ন;
জ্বাল নি আগুন তুমি; জড়বৎ, মহারাজ, কি চিন্তায় হয়েছ মগন?
৫৯৫। তুমি প্রিয়তম মোর; হেরিলে তোমার মুখ সর্ব্বদুঃখ পাশরিয়া যাই;
কিন্তু হায়, কি কারণ, আসিয়া তোমার পাশে মনে আজি শান্তি নাহি পাই?
বুঝেছি বুঝেছি আমি, যে জন্য আমার আজি উৎকণ্ঠিত হয়েছে হৃদয়;
জালী কৃষ্ণা নাই হেথা; না দেখি তাদের মুখ ব্যাকুল হয়েছি সাতিশয়।

মাদ্রী এত বলিলেও মহাসত্ত্ব নীরব রহিলেন। তাঁহার মুখে কথা নাই দেখিয়া শোকার্ত্তা মাদ্রী আহতা কুক্কুটীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে পূর্বে যে যে স্থানে খুঁজিয়াছিলেন, আবার সেই সেই স্থানে খুঁজিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,

৫৯৬। জানি না ক, আর্যপুত্র, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ; পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান,
কাকোলের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায়; নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে হায়।
৫৯৭। জানি না ক, আর্যপুত্র, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ; পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান,
পক্ষীদের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায়; নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে হায়।

কিন্তু মহাসত্ত্ব মাদ্রীর এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। পুত্রশোকাতুরা জননী সন্তান দুইটীকে তৃতীয়বার খুঁজিতে গেলেন এবং বায়ুবেগে সেই সকল স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক রাত্রির মধ্যে তিনি তাহাদের অনুসন্ধানার্থ নানা স্থানে পঞ্চদশ যোজন বিচরণ করিলেন। তাহার পর প্রভাত হইল; তিনি অরুণোদয়ের পর মহাসত্ত্বের নিকট দাঁড়াইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

৫৯৮। করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ হাহাকার, শৈলে শৈলে বনে বনে ভ্রমি বার বার
আবার আসিলা মাদ্রী আশ্রমে ফিরিয়া; কান্দিতে লাগিলা পতিপাশে দাঁড়াইয়া।
৫৯৯। "পাই না দেখিতে, দেব, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে বাছাদের প্রাণ; পাই না ক কিছুমাত্র কাহার(ও) সন্ধান।
কাকোলের(ও) রব এবে শুনা নাহি যায় নিশ্চয় বাছারা মোর মারা গেছে, হায়।
৬০১। পাই না দেখিতে, দেব, আসি কোন্ জন লুকায়ে রেখেছে মোর হৃদয়ের ধন;
অথবা কে বধিয়াছে তাহাদের প্রাণ; খুঁজিয়াও কিছু মাত্র পাই না সন্ধান।
তরুমূলে, বনে, শৈলে দেখিনু খুঁজিয়া; কোথাও নাই ক তারা; বিদারিছে হিয়া।"
৬০২। গুণবতী রাজপুত্রী পরমসুন্দরী মাদ্রীদেবী বাহু তুলি পরিতাপ করি,
না পারি করিতে আর শোক সংবরণ ভূতলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িলা তখন।

"মাদ্রী বুঝি মারা গেলেন' ভাবিয়া মহাসত্ত্ব কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "হায়, মাদ্রী আজ অস্থানে—বিদেশে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যদি আজ জেতুত্তর নগরে ইনি দেহত্যাগ করিতেন, তবে কত সমারোহে ইহার সৎকার হইত! শিবি ও মদ্র, উভয় রাজাই বিচলিত হইত। আমি একাকী বনবাসী; আমি কি করিব'। এইরূপ চিন্তায় তাঁহার মহাশোক জন্মিল; কিন্তু তিনি অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইলেন, প্রকৃতই মাদ্রীর মৃত্যু হইল কি না, দেখিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার বু'কে হাত দিলেন এবং দেখিলেন, দেহ তখনও উষ্ণ আছে। তখন তিনি কমণ্ডলুতে জল আনিলেন; যদিও সাতমাস তাঁহার দেহ স্পর্শ করেন নাই, তথাপি মহাশোকবেগে তিনি প্রব্রাজকধর্ম্মের দিকে আর লক্ষ্য রাখিতে পারিলেন না; তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার মস্তক তুলিয়া নিজের উরুদেশে স্থাপন করিলেন, উহাতে জল প্রোক্ষণ করিলেন, এবং বসিয়া বসিয়া তাহার মুখ ও বক্ষঃস্থল পরিমর্দন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীও ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং উঠিয়া সসম্ভ্রমে মহাসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,"প্রভো বিশ্বন্তর, আমার ছেলে মেয়ে কোথায়? বিশ্বন্তর বলিলেন; দেবি, আমি তাহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের দাস হইবার জন্য দান করিয়াছি।"

। এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬০৩। তখন নিকটে গিয়া রাজা বিশ্বন্তর
মাদ্রীর মস্তকে জল করিলা প্রোক্ষণ;
লভিলা যখন সংজ্ঞা মাদ্রী পতিব্রতা,
শুনাইলা তাঁরে সত্য ঘটিয়াছে যাহা।।

মাদ্রী বলিলেন," ব্রাহ্মণকে ত পুত্রকন্যা দান করিলেন; কিন্তু আমি যে সমস্ত রাত্রি পরিবেদন করিয়া বেড়াইলাম, আমাকে এ কথা বলিলেন না কেন?" মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৬০৪, ৬০৫। ছিল না ইচ্ছা মাদ্রি   দুঃখ দিতে হঠাৎ তোমায়
সে হেতু উত্তর কোন   দেই নাই তোমার কথায়।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক   এসেছিল ভিক্ষার্থ আশ্রমে;
তুষিয়াছি তাহাকেই   প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদানে।
মরে নি বাছারা, মাদ্রি   নাই কোন ভয়ের কারণ।
মুখ পানে চেয়ে মোর   হও তুমি আশ্বস্ত এখন।
করিও না দুঃখ বেশী   বাঁচি যদি নীরোগ হইয়া
হব সুখী পুনর্ব্বার   পুত্রকন্যামুখ নিরখিয়া।
৬০৬। পুত্র, কন্যা, পশু আর   গৃহে যত থাকে অন্য ধন,
সাধুরা করেন দান   প্রার্থী যবে দেয় দরশন।
এ দান অনুমোদন   কর, মাদ্রি, সুপ্রসন্নমনে;
পুত্রদানসম দান   দেখিতে না পাই ত্রিভুবনে।

মাদ্রী বলিলেন,

৬০৭। সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন তোমার   করিনু এ দান আমি, শুন বিশ্বন্তর।
দানমধ্যে পুত্রদান সর্ব্বোত্তম হয়;   দিয়া তাহা মহাপুণ্য অর্জ্জিলা নিশ্চয়।
দিয়াছ; এখন হও সুপ্রসন্ন মন;   এইরূপ আর(ও) দান করহ, রাজন্।
৬০৮। মানুষেরা স্বার্থপর। তুমি শিবিশ্বর   স্বার্থ দলি পায়ে দিলা অপত্য তোমার
দরিদ্র ব্রাহ্মণে; এতে দুঃখ মোর নাই;   দানে অভিরতি তব থাকুক সদাই।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "মাদ্রি, তুমি এ কি কথা কহিতেছ! পুত্রদানের পর আমার যদি চিত্তপ্রসাদ না জন্মিত, তবে কি এসব বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিত?" অনন্তর তিনি মাদ্রীকে পৃথিবীনিনাদ ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন; মাদ্রী তাঁহার দান অনুমোদন করিবার কালে নিজমুখে সেই সকল অদ্ভুত ব্যাপার কীর্ত্তন করিলেন ঃ—

৬০৯। "করিল পৃথিবী ঘোর নিনাদ তখন;
ত্রিদিববাসীরা তাহা করিল শ্রবণ।
অকালে চৌদিকে আসি   বিদ্যুৎ স্ফুরিল হাসি,
বজ্রের গর্জ্জন শুনা গেল বার বার;
পর্ব্বতে হ'ল প্রতিধ্বনি তার।
৬১০। নারদ, পর্ব্বত ঋষি   সে দান দেখিয়া খুসী;
ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সোম, যম, কুবের প্রভৃতি
দান দেখি তুষ্ট সবে হইলেন অতি।"[1]
৬১১। বলি ইহা গুণবতী   সুন্দরী সুশীলা সতী
বিশ্বন্তরে বার বার দিলা সাধুকার ঃ—
পুত্রদানসম অন্য দান নাই আর।

মহাসত্ত্ব আপনার দান বর্ণন করিলে মাদ্রীও এইরূপে তাহা পুনর্ব্বার বর্ণনা করিলেন; তিনি বলিলেন,"মহারাজ, আপনি উত্তম দান করিয়াছেন।" তিনি দান বর্ণনা করিয়া উহা অনুমোদন করিতে করিতে উপবেশন করিলেন। এই নিমিত্তই শাস্তা "বলি ইহা গুণবতী" ইত্যাদি গাথা (৬১১ম) বলিলেন।

মাদ্রীপর্ব্ব সমাপ্ত

১। এই প্রসঙ্গে 'প্রজাপতি'দের নাম আছে। পালি সাহিত্যে ব্রহ্মা ও প্রজাপতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা।

(১০)

বিশ্বন্তর ও মাদ্রী পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবরাজ শক্র ভাবিলেন,' রাজা বিশ্বন্তর কল্য জূজককে পুত্রকন্যা দান করিয়া পৃথিবী নিনাদিত করিয়াছেন; এখন যদি কোন নরাধম তাঁহার নিকটে গিয়া সর্ব্বসুলক্ষণা শীলবতী মাদ্রীকে যাচ্ঞা করে এবং তাঁহাকে লইয়া বিশ্বন্তরকে একাকী ফেলিয়া যায়; তবে ত তিনি নিতান্ত অসহায় ও নিঃসম্বল হইবেন। অতএব আমিই ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইব এবং মাদ্রীকে চাহিব। ইহাতে তিনি দানপারমিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন; মাদ্রীকে যে অন্য কেহ লইয়া যাইবে, তাহাও সম্ভবপর হইবে না; অতঃপর তাঁহার মাদ্রীকে তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া আমি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সূর্য্যোদয়-কালে বিশ্বন্তরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন :—

৬১২। প্রভাতা হইলে রাত্রি সূর্য্যোদয়কালে
ব্রাহ্মণের বেশে গিয়া সে আশ্রমে
মাদ্রী আর বিশ্বন্তরে দিলা দরশন।

শক্র বলিলেন,

৬১৩। কুশলে ত আপনারা করেন বসতি হেথা? কোনরূপ অসুখ ত নাই?
করেন ত উঞ্ছ দ্বারা জীবন যাপন সুখে? ফল মূল পান ত সদাই?
৬১৪। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করে না ত উপদ্রব কোনরূপ এ ভীষণ বনে?

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৬১৫। কুশলে রয়েছি মোরা; শারীরিক, মানসিক কোনরূপ অনাময় নাই;
উঞ্ছ আহরণ করি রাখি মোরা প্রাণ হেথা; ফল মূল সুপ্রচুর পাই।
৬১৬। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর নাই হেথা বলিলেই চলে ;
শ্বাপদসঙ্কুল বনে বাস করি এত কাল, নাহি জানি হিংসা কারে বলে।
৬১৭। সপ্ত মাস এই বনে আছি; বড় দুঃখ মনে, না করি অতিথি লাভ সদা;
এত দীর্ঘকাল মধ্যে কেবল দ্বিতীয়বার দেখিলাম ব্রাহ্মণ দেবতা।
হস্তে শোভে বংশদণ্ড; পবিত্র অজিন বাস; দেখি তব এই সাধু বেশ
হইলাম ধন্য মোরা; অতিথি লভিয়া আজ পাইলাম আনন্দ অশেষ।
৬১৮। স্বাগত, হে বিপ্রবর; তব আগমনে হেথা অতি হৃষ্ট হইয়াছে মন।
প্রবেশি কুটীরে এবে, কর পাদ প্রক্ষালন; হও তুমি কল্যাণভাজন।
৬১৯। তিন্দুক, পিয়াল আর মধুকাদি ক্ষুদ্র ফল আছে হেথা প্রচুর প্রমাণ;
ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে তুমি সে সব ভোজন কর, বার বার, যত চায় প্রাণ।
৬২০। পর্ব্বত-কন্দর হ'তে নির্ম্মল শীতল জল রাখিয়াছি করি আনয়ন;
ইচ্ছা যদি হয় তব, পান করি অই জল কর তুমি পিপাসা দমন।

ব্রাহ্মণবেশী শক্রকে এইরূপ প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া মহাসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন,

৬২১। কি উদ্দেশ্যে—কি কারণ হেথা আগমন? জিজ্ঞাসি তোমায় আমি; বল হে ব্রাহ্মণ,

মহাসত্ত্ব আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি অতি বৃদ্ধ; তথাপি আপনার ভার্য্যা মাদ্রীকে যাচঞা করিবার জন্য এত পথ পর্য্যটন করিয়া এখানে আসিয়াছি। আপনি মাদ্রীকে আমায় দিন।

৬২২। মহনদ অবিরাম করি বারি দান কখন(ও) না হয়, ভূপ , যথা ক্ষীয়মান,
যাচকেরা তোমাকেও ভাবে সেই মত । ভাবে তারা কভু না ক হবে প্রত্যাখ্যাত।
ভার্য্যাকে তোমার আমি এসেছি যাচিতে; কর তাঁরে সম্প্রদান আমায় তুষিতে।"[১]

১। ৬১৩ম হইতে ৬২২ম পর্যন্ত গাথাগুলি প্রধানতঃ ৪৩৬ম হইতে ৪৪৫ম গাথার পুনরুক্তি।

"কাল এক ব্রাহ্মণকে পুত্রকন্যা দুইটী দিয়াছি; মাদ্রীকে দিয়া আমি একাকী এই বনে কিরূপে থাকিব?— মহাসত্ত্ব একথা বলিলেন না। তিনি পূর্ব্বে প্রসারিত হস্তে যেমন সহস্রমুদ্রাপূর্ণ স্থবিকা স্থাপন করিয়াছিলেন সেই ভাবে, অনাসক্তমনে এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে পর্ব্বত উন্নাদিত করিয়া বলিলেন,

৬২৩। অকম্পিত চিত্তে দান করিলাম যাহা তুমি মোর ঠাঁই চাহিলে ব্রাহ্মণ;
আমার যা' আছে, তাহা গোপন করি না কভু; দানে অভিরত মোর মন।

ইহা বলিয়া তিনি অবিলম্বে কমণ্ডলুতে জল আনয়নপূর্ব্বক হস্তে জল লইয়া ব্রাহ্মণকে ভার্য্যা দান করিলেন। অমনি পূর্ববৎ অদ্ভুত কাণ্ড সকল ঘটিল।

এই বৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬২৪। ধরিয়া মাদ্রীর হাত, কমণ্ডলু লয়ে করে শিবিরাজ্যাধিপ বিশ্বন্তর
ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিলেন ভার্য্যা নিজ; 'ধন্য, ধন্য' বলে চরাচর।
৬২৫। ধরিয়া মাদ্রীর হাত ব্রাহ্মণকে দান যবে হৃষ্টমনে করিলেন তিনি;
হেরি এ অদ্ভুত ত্যাগ শিহরিল সর্ব্বলোক; দানতেজে কাঁপিল মেদিনী।
৬২৬। ভ্রূকুটি-বিকার কিছু না হ'ল মাদ্রীর মুখে; রোষ, দুঃখ নাই মনে তাঁর;
নীরবে ভাবিলা সতী, 'করেন যা' মোর পতি, হবে তাহে কল্যাণ আমার।'

বিশ্বন্তর সর্ব্বজ্ঞতালাভের অভিপ্রায়েই এই মহাদান করিয়াছিলেন। এই হেতু কথিত হইয়া থাকে যে,

৬২৭। দান পারমিতা দ্বারা সম্বোধি লভিতে
পুত্র জালী, কন্যা কৃষ্ণা, পত্নী মাদ্রী পতিব্রতা,
এ তিনে করিনু দান অকুণ্ঠিত চিতে।
৬২৮। নয় দ্বেষ্য সুত সুতা, মাদ্রী দ্বেষ্যা নন;
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা আমি, ভাবি প্রিয়তম মনে;
প্রিয় জনে করিলাম দান সে কারণ।

ব্রাহ্মণহস্তে অর্পিত হইয়া মাদ্রীর মনের ভাব কিরূপ হইল, তাহা জানিবার জন্য মহাসত্ত্ব তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন কষ্ট হইতেছে না ত, মাদ্রী?" মাদ্রী সিংহনাদে বলিলেন," প্রভো, আপনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কি দেখিতেছেন?

৬২৯। আকৌমার আমি ভার্য্যা হয়েছি যাঁহার, পতি যিনি মোর, জীবিত-ঈশ্বর,
যা'কে ইচ্ছা দান তিনি করুন আমায়, বেচুন বধুন কিংবা, দুঃখ নাহি তায়।

শক্র তাঁহাদের সাধু সংকল্প দেখিয়া অতঃপর তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৩০। সংকল্প তাঁদের বুঝি দেবেন্দ্র তখন
বলিলেন বিশ্বন্তরে এতেক বচন :—
সম্বোধি-লাভের পথে দৈব ও মানুষ বিঘ্ন
দানবলে করিয়াছ তুমি অতিক্রম;
উদ্দেশ্য তোমার ব্যর্থ হবে না কখন।
৬৩১। নিনাদিল পৃথ্বী, দান করিলা যখন;
ত্রিদিবে বসিয়া তাহা শুনে দেবগণ।
অকালে চৌদিকে আসি বিদ্যুৎ স্ফুরিল হাসি;
বজ্রের গর্জ্জন শুনা গেল বার বার;
পর্ব্বতে পর্ব্বতে হ'ল প্রতিধ্বনি তার।
৬৩২। নারদ, পর্ব্বত ঋষি, এ দান দেখিয়া খুসী;
ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সোম, যম কুবের প্রভৃতি
দুষ্কর করিলে দেখি, তুষ্ট সবে অতি।
৬৩৩। সুদুস্ত্যাজ্য প্রিয় বস্তু পারে যেই দিতে,
যে জন দুষ্কর কার্য্য পারে সম্পাদিতে,
না পারে করিতে তার এ দৃষ্টান্ত অনুসার
অসাধু কার্য্যকালে। অসাধু যে জন,
না পারে চলিতে কভু সাধুর মতন।

৬৩৪। সাধু, অসাধুর, তাই, ভিন্ন ভিন্ন গতি।
অসাধু নরকে যায়; সাধু স্বর্গধাম পায়;
ব্যতিক্রম নাই এতে; ইহাই নিয়তি।
৬৩৫। বনে বাস করি তুমি করিয়াছ দান
পুত্র, পুত্রী, ভার্য্যা—যারা প্রাণের সমান।
করি এই মহাদান লভিয়াছ ব্রহ্মযান;[১]
অপায়ে তোমার আর হবে না পতন;
লভিবে সুফল স্বর্গে করিয়া গমন।

এইরূপে মহাসত্ত্বের দান অনুমোদনপূর্ব্বক শক্র ভাবিলেন,'এখানে আর বিলম্ব করিব না; মাদ্রীকে আবার ইহাকেই দান করিয়া চলিয়া যাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বলিলেন,

৬৩৬। সর্ব্বাঙ্গশোভনা মাদ্রী বনিতা তোমার।
তোমাকেই এবে এঁরে করিলাম দান।
সর্ব্বাংশে তুমি এঁর অনুরূপ পতি;
উপযুক্তা ভার্য্যা তব ইনিও, রাজন্।

৬৩৭। জল আর শঙ্খ যথা সমান-বরণ,
তোমরাও দুইজনে ঠিক সেই মত
ভিন্ন দেহে একচিত্ত, একমন সদা।

৬৩৮। রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হইয়া আশ্রমে
করিতেছ উভয়েই বসতি এখন;
জাতিগোত্রে উভয়েই তুল্য পরস্পর।
মাতৃকুলে, পিতৃকুলে উভয়ে তোমরা
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়জন্ম করিয়াছ লাভ;
উভয়েই পুণ্যার্জ্জন কর সমভাবে।
করিও যথারূপ আর(ও) বহুদান।

ইহা বলিয়া বিশ্বন্তরকে বর দিবার অভিপ্রায়ে শক্র আত্মপ্রকাশ করিলেন ঃ—

৬৩৯। আমি শক্র দেবরাজ; হেথা আগমন কেবল তোমার হিত করিতে সাধন।
মাগ বর, বিশ্বন্তর, যাহা প্রাণে চায়; অষ্টবর দিয়া আমি তুষিব তোমায়।

এই পরিচয় দিবার কালে শক্র প্রদীপ্ত বালসূর্যের ন্যায় আকাশে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব বর গ্রহণ করিলেন ঃ—

৬৪০। বর যদি দেন শক্র সর্ব্বভূতেশ্বর,
মাগি আমি তাঁর ঠাঁই প্রথম এ বর ঃ—
হউন প্রসন্ন পুনঃ জনক আমার প্রতি;
আবাসে ফিরিব যবে এখান হইতে,
ডাকি মোরে রাজ্য যেন চান তিনি দিতে।
৬৪১। দ্বিতীয় যে বর চাই, করি নিবেদন ঃ—
প্রাণবধে কার(ও) যেন,— হোক না সে অপরাধী—
না হয় আমার রুচি; বধার্হ যে জন,
তাহাকে(ও) পারি যেন করিতে মোচন।
৬৪২। তৃতীয় যে বর চাই, করি নিবেদন ঃ—
বাল, বৃদ্ধ, মধ্যমবয়স্ক সর্ব্বজন
আমার আশ্রয় লভি হয় যেন সদাসুখী ;
হই যেন সকলের অনন্যশরণ।
৬৪৩। চতুর্থ এ বর, শক্র মন মোর চায় ঃ—
পরদার সেবা যেন ভ্রমেও না করি কভু;
থাকি যেন অনুরক্ত নিজের ভার্য্যায়;
রমণীর বশে যেন পড়িতে না হয়।

১। ব্রহ্মযান—সর্বোত্তম পথ। " সেট্‌ঠযানং তিবিধো হি সুচরিতধম্মো এবরূপো দানধম্মো অরিয়মগ্গস্‌স পচ্চয়ো হোতীতি ব্রহ্মযানং তি বুচ্চতি।"—টীকাকার।

৬৪৪। পঞ্চম যে বর চাই, শুন মহাশয় ঃ—
দীর্ঘজীবি হয় যেন আমার তনয়;
কর্ত্তব্যসাধনে রত; পালি সদাচার ব্রত
করে যেন ধর্ম্মবলে পৃথিবীকে জয়।

৬৪৫। এই ষষ্ঠ বর আমি মাগি তব ঠাঁই ঃ—
রজনী প্রভাত হ'লে, সূর্য্যের উদয়কালে
দিব্যভক্ষ্য আমি যেন প্রতিদিন পাই,
দিয়ে, খেয়ে যাহা সুখী হইব সদাই।

৬৪৬। সপ্তম এ বর আমি মাগি মহাশয় ঃ—
অকাতরে দিব দান, তথাপি আমার যেন
বিত্তের কখন(ও) নাহি ঘটে অপচয় ;
দিব সুপ্রসন্নমনে ; দানান্তে আমায় যেন
অনুতাপ কিছুমাত্র পাইতে না হয়।

৬৪৭। অষ্টম যে বর চাই, নিবেদি তোমারে ঃ—
ত্যজি দেহ স্বর্গে গিয়া, লভিয়া বিশিষ্টা গতি
অনিবর্ত্তী জন্ম যেন পাই তার পরে;
তখন নির্ব্বাণ লভি যাই যেন চলি; আর
আসিতে না হয় যেন ভব-কারাগারে।[1]

অতঃপর শাস্তা বলিলেন,

৬৪৮। শুনিয়া তাঁহার কথা শক্র দেবরাজ
বলিলেন, "অচিরেই জনক তোমার
দেখিতে তোমায়, ভূপ, আসিবেন হেথা।

মহাসত্ত্বকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া এবং উপদেশ দিয়া শক্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৪৯। বলি ইহা সুজম্পতি দেবেন্দ্র মঘবা
দিয়া বর বিশ্বন্তরে গেলা স্বর্গধামে।

শক্রপর্ব্ব সমাপ্ত

---

(১১)

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ও মাদ্রী শক্রদত্ত সেই আশ্রমে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে, জূজক জালী ও কৃষ্ণাকে লইয়া ষষ্ঠি যোজন দীর্ঘ পথ চলিতে লাগিল। দেবতারা শিশু দুইটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্ত হইলে জূজক তাহাদিগকে একটি গুল্মে বান্ধিয়া ভূতলে রাখিয়া নিজে হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণপূর্বক বিটপান্তরে শুইয়া থাকিত; ইত্যবসরে এক দেবপুত্র বিশ্বন্তরের বেশে এবং এক দেবকন্যা মাদ্রীর বেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বন্ধন খুলিয়া দিতেন তাহাদের হস্তপাদ সংবাহন করিতেন, তাহাদিগকে স্নান করাইতেন ও সজ্জিত করিতেন, ভোজন করাইতেন ও দিব্য শয্যায় শয়ন করাইতেন; কিন্তু অরুণোদয় কালে বদ্ধভাবেই শয়ন করাইয়া অন্তর্হিত হইতেন। এইরূপে দেবতাদিগের অনুগ্রহ পাইয়া তাহারা বিনা কষ্টেই পথ চলিতে লাগিল। জূজক কিন্তু দেবতাদিগের অনুভাব-বলে কলিঙ্গ রাজ্যে যাইতেছে মনে করিয়া পনর দিন পরে জেতুত্তর নগরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দিন প্রত্যূষকালে শিবিরাজ সঞ্জয় স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন যে, তিনি যেন বিচারালয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা লোক দুইটী পদ্ম আনয়ন করিয়া তাঁহার হস্তে স্থাপন করিল; তিনি পদ্মদুইটী দুই কর্ণে ধারণ করিলেন; পদ্মের রেণু তাঁহার উদরে পতিত হইল। তিনি নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালেই ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া

১। বিশ্বন্তর তুষিত স্বর্গে বিশিষ্টা গতি লাভ করিয়া তদনন্তর সিদ্ধার্থরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সম্বোধি লাভ করিয়া মহানির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

এই স্বপ্নের মর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, বহুদিন প্রবাসে ছিলেন, আপনার এইরূপ দুইটী বন্ধুর সমাগম হইবে।" অনন্তর তিনি প্রাতঃকালেই নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত দ্রব্য আহার করিয়া বিচারালয়ে আসন গ্রহণ করিলেন; একজন দেবতাও (অদৃশ্য থাকিয়া) জূজক ব্রাহ্মণকে আনয়ন পূর্বক রাজাঙ্গনে স্থাপন করিলেন। ঠিক ঐ সময়ে সঞ্জয় অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জালী ও কৃষ্ণাকে দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন,

৬৫০। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় মুখখানি শোভা পায়;
কে অই আসিছে হেথা? দেহের বরণ
স্বর্ণনিষ্কসমোজ্জ্বল, উল্কামুখবৎ[১] দীপ্ত।
জান কি তোমরা কেহ, ও কার নন্দন?

৬৫১। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা উভয়ে(ই) মনোলোভা;
উভয়ের(ই) এক রূপ আকারে প্রকারে;
একটি জালীর মত; অপরটী কৃষ্ণা যেন;
এল কি বাছারা ফিরে এতকাল পরে?

৬৫২। গুহার বাহিরে আসি সিংহ যেন দিল দেখা
হেরিলে এ শিশুদু'টী এই মনে লয়।
অহো কি সুন্দর রূপ! বিশুদ্ধ কাঞ্চন দিয়া
গঠিত হয়েছে যেন এই শিশুদ্বয়।

এই রূপে রাজা তিনটি গাথা দ্বারা শিশু দুইটীকে বর্ণন করিয়া একজন অমাত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও ব্রাহ্মণকে শিশু দুইটির সঙ্গে এখানে লইয়া এস।" অমাত্য শীঘ্র গিয়া তাহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন,

৬৫৩। কোথা হ'তে ভারদ্বাজ, বলুন আপনি
করিলেন আনয়ন এই শিশুদু'টী।

জূজক বলিল,

৬৫৪। পঞ্চদশ দিন পূর্বে দাতা একজন
করেছেন হৃষ্টমনে দান, মহারাজ:
এই দুই শিশু; এরা এবে মোর দাস।

রাজা বলিলেন,

৬৫৫। কি বাক্য বলিয়া তুমি সে দাতার মনে
জন্মাইলা হেন শ্রদ্ধা? কি সাধু উপায়ে
হেন দানে প্রবর্তিত করিলা তাঁহারে?
কে তোমারে হেন দান করিলেন, বল।
পুত্রদানসম দান নাই যে জগতে।

জূজক বলিল,

৬৫৬। যাচকগণের যিনি সদৈকশরণ,
ধরিত্রী প্রতিষ্ঠা যথা ভূতসমূহের,
বনবাসী মহারাজ সেই বিশ্বন্তর
করিলেন মোরে নিজ পুত্রকন্যা দান।

ইহা শুনিয়া অমাত্যেরা বিশ্বন্তরের নিন্দা করিতে লাগিলেন ঃ—

৬৫৮। গৃহবাসী শ্রদ্ধাবান্ রাজা যদি কোন
করেন এমন দান, তথাপি তাঁহাকে
অকৃতকারক বলি নিন্দিবে সকলে।
নির্বাসিত, বনবাসী বিশ্বন্তর এবে
কোন প্রাণে পুত্রকন্যা করিলেন দান?

৬৫৯। সমবেত সভাগণ, শুনুন সকলে,
করেছেন কি অন্যায় কাজ বিশ্বন্তর।
নিজে এবে বনবাসী, তবু কোন প্রাণে
দিয়াছেন নিজ পুত্রকন্যা এ ব্রাহ্মণে?

১। উল্কা — কামারের হাপর।

৬৬০। দাস, দাসী, অশ্ব, অশ্বতরী, হস্তি, রথ,
এ সকল(ই) দেয় লোকে। পুত্রকন্যা দান
করিলেন কেন তিনি, দেখহ বিচারি।

ইহা শুনিয়া এবং পিতার নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া জালী, নিজের বাহু দ্বারাই যেন বাতাভিহত সুমেরু পর্ব্বতকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, এইভাবে বলিলেন,

৬৬১। বলুন ত, পিতামহ, কি দিবেন তিনি,
দাস, অশ্ব, অশ্বতরী, হস্তি-আদি এবে
অন্য ধন কিছুই না আছে গৃহে যাঁর?

রাজা বলিলেন,

৬৬২। প্রশংসা দানের তাঁর করি, বৎসগণ।
নিন্দি না তাঁহারে আমি; কিন্তু যবে দান
করিলেন পুত্রকন্যা ভিক্ষু জনে তিনি
মনের অবস্থা কি যে হয়েছিল তাঁর
সে সময়ে, ভাবি তাহা উপয়ে বিস্ময়।

জালী বলিল,

৬৬৩। কৃষ্ণাজিনা করেছিল বিলাপ যখন,
শুনি তাহা দুঃখ তাঁর হয়েছিল মনে;
উত্তপ্ত হৃদয়ে তিনি ছিলেন দেখিতে
ব্রাহ্মণ বান্ধিল যবে আমা দুইজনে।
রক্তবর্ণ চক্ষু হ'তে অশ্রুধারা তাঁর
ঝর ঝর পড়েছিল ভূতলে তখন।

অতঃপর কুমার সঞ্জয়কে কৃষ্ণাজিনার তখনকার কথাগুলি শুনাইলেন ঃ—

৬৬৪। দেখ, বাবা, এ ব্রাহ্মণ যষ্টির আঘাতে
করিছে প্রহার মোরে, আমি যেন হায়,
দাসী হয়ে জন্মিয়াছি আগারে ইহার।[১]

৬৬৫। এ নয় ব্রাহ্মণ, বাবা; ব্রাহ্মণ যাঁহারা
ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁরা খ্যাত সব ঠাঁই।
ব্রাহ্মণের বেশধারী যক্ষ এ নিশ্চয়।
যেতেছে লইয়া বাবা, আমা দুই জনে
বধ করি খাবে মাংস, এই অভিপ্রায়ে।
চুপ করি দেখিতেছ এ দৃশ্য ভীষণ?[২]

ব্রাহ্মণ তখনও জালীর ও কৃষ্ণার বন্ধন খুলিয়া দিতেছে না দেখিয়া রাজা বলিলেন,

৬৬৬। রাজপুত্রী মাদ্রী মাতা, শিবিরাজসুত
দানবীর বিশ্বন্তর পিতা তোমাদের;
উঠিতে আমার কোলে পূর্ব্বে কত বার,
এবে কেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছ দূরে?

কুমার বলিল,

৬৬৭। রাজপুত্রী মাতা বটে, রাজপুত্র পিতা
কিন্তু মোরা দাস এবে এই ব্রাহ্মণের,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দূরে এবে সেকারণ।

রাজা বলিলেন,

৬৬৮। বলিস্ না দাদা, তুই ও কথা আমায়;
শুনি উহা দুঃখে মোর বুক ফাটি যায়।
পুড়িছে চিতায় যেন শরীর আমার;
আসনে বসিয়া সুখ পাই না রে আর।
৬৬৯। বলিস্ না, দাদা, তুই ও কথা আবার,
শুনি যে দুর্ব্বহ মোর হয় শোকভার।
করিব নিষ্ক্রয় দিয়া তোদের মোচন;
হবি না রে দাস তোরা কাহার(ও) কখন।

১। 'রোহিণী হেব তম্বকখী'। রোহিণী = লাল রঙের গাই।
২। এই দুইটি পূর্ব্বকথিত ৫১৬ম ও ৫১৭তম গাথা।

৬৭০। নির্দ্ধারি তোদের মূল্য কত পরিমাণ
করিলেন বিশ্বন্তর ব্রাহ্মণকে দান,
সত্য করি বল্ শুনি, তাহাই ব্রাহ্মণ
পাইবে; তোদের হবে দাসত্বমোচন।

কুমার বলিল,

৬৭১। বলিলেন পিতা, যবে করিলেন দান,
হইবে নিষ্ক্রয় মোর সহস্রপ্রমাণ।
গজ, অশ্ব, রথ আদি বহু দ্রব্য আর,
প্রত্যেকের শত হবে নিষ্ক্রয় কৃষ্ণার।

রাজা জালীর ও কৃষ্ণার নিষ্ক্রয় দিবার জন্য বলিলেন,

৬৭২। 'উঠ কর্ত্তা[1] কর শীঘ্র ব্রাহ্মণকে দান
দাস, দাসী, গবী, বৃষ এক এক শত,
সহস্র, সুবর্ণ আর। দিয়া এ নিষ্ক্রয়
পৌত্রের, পৌত্রীর কর দাসত্ব মোচন।''

৬৭৩। করিল সত্বর কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে দান
দাস, দাসী, গবী, বৃষ এক এক শত,
সহস্র সুবর্ণ আর। দিয়া এ নিষ্ক্রয়
জালীর, কৃষ্ণার করে দাসত্ব মোচন।

রাজা এ সকল ব্যতীত জূজককে একটী সপ্তভূমিক প্রাসাদও দান করিলেন; সে বহু অনুচর লাভ করিল এবং লব্ধ ধন যথাস্থানে রাখিয়া প্রাসাদে অধিরোহণ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজনপূর্ব্বক মহার্হ শয্যায় শয়ন করিল। রাজভৃত্যেরা জালী ও কৃষ্ণাকে স্নান করাইল, খাওয়াইল এবং নানা অলঙ্কার দিয়া সাজাইল; তাদের একজনকে পিতামহ এবং একজনকে পিতামহী কোলে লইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৬৭৪। উদ্ধারি নিষ্ক্রয়দানে পৌত্র ও পৌত্রীকে,
করাইয়া স্নান দোঁহে, করায়ে ভোজন,
নানাবিধ আভরণে করি বিভূষিত
একজনে রাজা, আর একজনে রাণী
স্নেহভরে লইলেন তুলি অঙ্কোপরি।

৬৭৫। ধৌতশিরা, শুচিবাস, সর্ব্ব-আভরণে
বিভূষিত পৌত্র-পৌত্রী রাখি অঙ্কোপরি
করেন জিজ্ঞাসা পিতামহ শিবিরাজ ঃ—

৬৭৬। দুলিছে কুণ্ডল কর্ণে মধুর নিক্কণে;
সুগন্ধ পুষ্পের মালা গলে শোভা পায়;
সর্ব্ব আভরণে তারা বিভূষিত এবে।
হেন পৌত্র-পৌত্রী স্নেহে রাখি অঙ্কোপরি
বলেন সঞ্জয় রাজা এতেক বচন ঃ—

৬৭৭। আছেন ত, জালী, ভাল মাতা পিতা তব?
করেন ত উঞ্ছ দ্বারা জীবন যাপন?
ফলমূল সুপ্রচুর আছে ত সে বনে?

৬৭৮। অল্প ত মশকদংশসর্পাদি সেখানে;
করে না ত উপদ্রব হিংস্র জন্তু কোন?

কুমার বলিল,

৬৭৯। সুস্থদেহে মাতা পিতা আছেন সেখানে;
করেন ধারণ প্রাণ উঞ্ছদ্বারা তাঁরা।
ফলমূল সুপ্রচুর আছে সেই বনে।

৬৮০। অল্পই মশকদংশসর্পাদি সেখানে;
করেনা ক উপদ্রব হিংস্র জন্তু কোন।

৬৮১। খনিত্র লইয়া করে জননী মোদের
নানারূপ কন্দ[2] নিত্য করেন খনন;
কোল-ভল্লাতক-বিল্ব[3] আদি নানা ফল

৬৮২। পাড়েন অঙ্কুশ দ্বারা; করেন এ সব
আনয়ন প্রতিদিন; সবে মিলি মোরা
খাই রাত্রিকালে; ভাই বোন দুইজন
ক্ষুধা পেলে দিবসেও খাই সে সকল।

৬৮৩। বৃক্ষ হ'তে নিত্য ফল আনিতে আনিতে
শুকায়ে গিয়েছে তাঁর সোনার শরীর;
শীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ এবে, হায় রে যেমন
সুকুমার পদ্মফুল যায় শুকাইয়া
বাতাতপে, কিংবা হস্তে করিলে মর্দ্দন।

৬৮৪। নাই সে ভ্রমরকৃষ্ণ ঘনকেশদাম,
মায়ের মস্তকে আর; বিচরেণ যবে
শ্বাপদসঙ্কুল, খড়্গিদ্বীপিনিষেবিত
বিজন অরণ্যে তিনি ফল আহরণে,
প্রায় সব কেশ শাখালতার আঘাতে
এক একটি করে গিয়াছে ছিঁড়িয়া।

১। কর্ত্তা—রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য। পঞ্চম খণ্ডে উন্মাদয়ন্তী-জাতকে এবং এই খণ্ডে বিদুরপণ্ডিত-জাতকে এই শব্দটি উক্ত অর্থে কয়বার পাওয়া গিয়াছে। ২০৮পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। জাতকমালায় 'ক্ষত্তৃ' শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। মূলে আলু (ওল), কলম্ব, বিড়ালি ও তক্কল এই কয়েক জাতীয় কন্দের নাম আছে।

৩। ভল্লাতক— ভেলা। ইহার ফলের এক অংশ খাদ্য; এক অংশ বিষাক্ত।

৬৮৫। শিরে জটা, কক্ষে এবে অগ্নিকা তাঁহার;
পরিধান মৃগচর্ম্ম, শয্যা ভূমিতল।
হেন দীন বেশে দিন যাপিছেন মাতা।
অগ্নিকে করেন পূজা অবসর-কালে।

এইরূপে মাতার দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া কুমার একটী গাথায় তাহার পিতামহের নিন্দা করিলঃ—

৬৮৬। পুত্র সকলের(ই) প্রিয়, হেরি সব ঠাঁই ; কিন্তু পিতামহ, তব পুত্রস্নেহ নাই।

রাজা নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন,

৬৮৭। শিবিদের শুনি কথা এ রাজ্য হইতে
বিনাদোষে বিশ্বন্তরে নির্বাসিত করি
অতীব দুষ্কৃতকারী হইয়াছি আমি।
স্বপদে কুঠারাঘাত করিয়াছি, হায়![1]

৬৮৮। যা' কিছু রয়েছে ধন এখানে আমার,
সমস্তই বিশ্বন্তরে করিলাম দান ;
ফিরি সে আসুক হেথা নির্বাসিন হ'তে ;
শিবিরাজ্য পুনর্ব্বার করুক শাসন।

কুমার বলিল,

৬৮৯। শিবিনরদেব, দেব, আমার কথায়
কখন(ও) না আসিবেন ফিরিয়া এখানে।
আপনি নিজেই গিয়া, সেচি স্নেহরস
পুত্রবরে পরিতুষ্ট করুন এখন।

৬৯০। দিলেন সঞ্জয় সেনাপতিকে আদেশ ঃ—
হস্তী, অশ্ব, রথ, পত্তি সৈনিকেরা এবে
আয়ুধ লইয়া সবে হউন প্রস্তুত।
নিগমবাসীরা সব, বিপ্র পুরোহিত
সকলেই সঙ্গে মোর করুক গমন।

৬৯১। আন শীঘ্র যোধ ষষ্ঠিসহস্র-প্রমাণ,
দেখিতে সুন্দরকায়; সুসজ্জিত সবে
বিবিধ চর্ম্ম-আয়ুধাদিসহ।

৬৯২। হয় যেন পরিচ্ছদ সে সব যোধের
বিবিধ বর্ণের; কা'র(ও) নীল, কা'র(ও) পীত,
কাহার(ও) বা শুভ্রবর্ণ, কাহার(ও) উষ্ণীষ
হয় যেন রক্তবর্ণ। এই বেশে সবে
সুসজ্জিত হয়ে শীঘ্র হো'ক সমবেত।

৬৯৩,৬৯৪। নানাবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন, মহাভূতালয়[2]
হিমাদ্রি-গান্ধার, গন্ধমাদন পর্ব্বতে,[3]
দিব্য ঔষধির ভাসে উজ্জ্বলে যেমন
দশদিক্ আমোদিত করিয়া সৌরভে,
সেইরূপ যোধগণ আসুক সত্বর
উদ্ভাসিয়া দশদিক্ সজ্জার প্রভায়,
অঙ্গ বিলেপনগন্ধ করি বিকিরণ।

৬৯৫। যোত শীঘ্র চর্তুদশ সহস্র কুঞ্জর,
পৃষ্ঠে হেমসূত্রময় ঝালর যাদের,
কপালে সুবর্ণপট্ট করে ঝলমল।[4]

৬৯৬। অঙ্কুশ-তোমর হস্তে সুসজ্জিত সব
গ্রামণীরা আরোহিয়া স্কন্ধে তাহাদের
অবিলম্বে সমবেত হো'ক এই খানে।

৬৯৭। যোত শীঘ্র চর্তুদশ সহস্র ঘোটক
আজানেয়, দ্রুতগামী, সিন্ধুদেশজাত ;

৬৯৮। ইল্লীচাপ ধরি করে, হয়ে সুসজ্জিত
আরোহি গ্রামণীগণ পৃষ্ঠে তাহাদের
অবিলম্বে সমবেত হো'ক এইখানে।

৬৯৯। যোত শীঘ্র চর্তুদশ সহস্র স্যন্দন,
লৌহে সুগঠিত সব নেমি যাহাদের,
সুবর্ণ-খচিত প্রান্ত[5] শোভে মনোহর।

১। মূলে 'ভূনহচ্চং' কতং ময়া' আছে। 'ভূনহা' শব্দ পূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। টীকাকার অর্থ করিয়াছেন, 'বড়্ঢিঘাতকম্মং' (কুশলনাশক বা উন্নতিবিরোধী কর্ম্ম)। ঋষিগণের অবমাননাকারীদিগকেও পূর্ব্বে 'ভূনহা' বলা হইয়াছে। 'ভূন' শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আভিধানিকেরা কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ইহাকে 'ভ্রূণ' শব্দের রূপান্তর মনে করা যায় না কি? 'ভূনহচ্চ' = ভ্রূণহত্যা অর্থাৎ মহাপাপ, এরূপ অর্থ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

২। প্রত্যেক বুদ্ধ, যক্ষ প্রভৃতির বাসভূমি।

৩। মূলে 'গন্ধর' আছে। গাথাকার বোধ হয় ইহাকেও হিমাদ্রির একটী অংশ মনে করিয়াছেন। কিন্তু হিমাদ্রির শৃঙ্গপর্য্যায়ে গান্ধারের নাম পাই নাই। পালি সাহিত্যে সচরাচর কৈলাস, চিত্রকূট, গন্ধমাদন, সুদর্শন ও কালকূট, এই পাঁচটি শৃঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়।

৪। এই কয়েকটী গাথার সঙ্গে মহাজনক-জাতকের (৫৩৯) ৪৮ম প্রভৃতি কয়েকটী গাথা তুলনীয়।

৫। মূলে 'সুবর্ণচিত্ত-পক্খরে' আছে। পক্খর (সংস্কৃত [illegible]) শব্দটী মহানারদকাশ্যপ জাতকের ১৯শ গাথাতেও পাওয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ [illegible]

৭০০। কর ধ্বজ উত্তোলন অই সব রথে।
দৃঢ়বীর্য্য, বর্ম্মচর্ম্মধর রথিগণ—
প্রহারে নিপুন যারা—হয়ে সুসজ্জিত,
আরোহণ করি সবে নিজ নিজ রথে
টঙ্কারি ধনুক হেথা আসুক সত্বর।

রাজা এইরূপে সেনাঙ্গ সমস্ত নির্দেশ করিয়া বলিলেন, আমার পুত্রের আগমন হেতু জেতুত্তর নগর হইতে বঙ্ক পর্ব্বত পর্যন্ত অষ্ট উষভ[1] বিস্তারবিশিষ্ট একটি পথ সমতল করিয়া উহা সুসজ্জিত করিয়া রাখ। পথ কিরূপে অলঙ্কৃত হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার জন্য তিনি বলিলেন,

৭০১। নানাবিধ পুষ্প আর সঙ্গে তার লাজ
কর বিকিরণ পথে; মাল্য সচন্দন
ঝুলাও দু'পাশে; অর্ঘ হস্তে লয়ে লোকে
দাঁড়া'ক যে পথে তিনি আসিবেন ফিরি।

৭০২। বিবিধ সুরার কুম্ভ এক এক শত শত[2]
প্রতি গ্রামদ্বারে লোকে করুক স্থাপন;
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

৭০৩। মাংস, পূপ, শষ্কুলিকা,[3] কুল্মাষ (যাহাতে
হয়েছে মিশ্রিত মৎস) রাখ স্থানে স্থানে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

৭০৪। ঘৃত, তৈল, দধি, ক্ষীর, সুরা, সুপ্রচুর,
কঙ্গু ও তণ্ডুলপিষ্ট রাখ স্থানে স্থানে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

৭০৫। পাচক, মোদক, নট, নর্ত্তক, গায়ক,
পাণিস্বরকুম্ভস্থূণী[4] বাজায় যাহারা,
মন্দ্রবাদকগণ,[5] মায়াকাল আর,[6]
(ইন্দ্রজালে করে যারা শোকাপনোদন)—
করুক লোকের চিত্ত বিনোদন সবে,
আসিবেন বিশ্বন্তর যে পথে এখানে।

৭০৬। বাজুক সকল বীণা, ভেরী ও ডিণ্ডিম;
বাজুক বিবিধ শঙ্খ, বাদ্যযন্ত্র আর
একমুখ মাত্র যার চর্ম্মে আচ্ছাদিত।

৭০৭। মৃদঙ্গ, পণব, বীণা,[7] কুটুম্ব, তিণ্ডিম—
একসঙ্গে এ সকল উঠুক বাজিয়া।

কিরূপে পথ সাজাইতে হইবে, এইরূপে রাজা তাহা আজ্ঞা দিলেন। জূজক প্রমাণাতিরিক্ত ভোজন করিয়াছিল; সে তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া সেখানেই প্রাণত্যাগ করিল। রাজা তাহার শবসৎকারান্তে নগরে ভেরীবাদন দ্বারা তাহার জ্ঞাতিবন্ধু প্রভৃতি কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না, জানিতে চাহিলেন; কিন্তু কাহাকেও পাইলেন না। কাজেই রাজাই তাঁহার সমস্ত ধন প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর সপ্তমদিনে সমস্ত লোক সমবেত হইল ; রাজা মহাসমারোহে ও বহু অনুচরসহ জালীকে পথপ্রদর্শক করিয়া রাজধানী হইতে যাত্রা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

৭০৮। শিবিদের সুসজ্জিতা সে মহতী সেনা,
জালী কুমারকে করি পথপ্রদর্শক,
বঙ্ক পর্ব্বতাভিমুখে করিল প্রয়াণ।

৭০৯। ষষ্টিবর্ষ বয়সের কুঞ্জর সকল
কচ্ছবন্ধনের কালে শুণ্ড আস্ফালিয়া
ক্রৌঞ্চনাদে আরম্ভিল করিতে বৃংহণ।

৭১০। আজানেয় দ্রুতগামী ঘোটক সকল
আরম্ভিল হ্রেষারব। রথসমূহের
চক্রের ঘর্ঘরে কর্ণ হইল বধির।
চলিতে লাগিল শিবিরাজের বাহিনী
ধূলিজালে নভস্তল আবরিত করি।

৭১১। গ্রহীতব্য যাহা তাহা গ্রহণে সমর্থা
শিবিদের সুসজ্জিতা সে মহতী সেনা,
জালী কুমারকে করি পথপ্রদর্শক
বঙ্ক পর্ব্বতাভিমুখে করিল প্রয়াণ।

১। এক উসভ = ২০ যষ্টি বা ১২০ হাত।

২। মূলে'মেরয়' নামক এক প্রকার মদ্যেরও উল্লেখ আছে। ইহা সংস্কৃত ভাষায় মৈরেয়'।

৩। শষ্কুলিকা—এক প্রকার গোলাকার তৈলভ্রষ্ট পিষ্টক; ইহা তণ্ডুলচূর্ণ, শর্করা ও তিলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইত।

৪। বিদুরপণ্ডিত-জাতকের (৫৪৩) ৬০ম গাথার টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। মন্দক-গম্ভীরস্বরবিশিষ্ট আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ।

৬। মায়াকার—ঐন্দ্রজালিক।

৭। মূলে' গোধা পরিবদেন্তিক' আছে। গোধা=বীণার তার। কুটুম্ব ও তিণ্ডিম যে কি যন্ত্র, তাহা বুঝা যায় না।

৭১২। মহারণ্যে ক্রমে তারা করিল-প্রবেশ,
নানাপুষ্পফলতরু রয়েছে যেখানে
বিস্তারি বিটপজাল ঢাকিয়া আকাশ।
বহুবিধ বিহঙ্গম করে সেথা বাস।

৭১৩। ভূষিতা আর্ত্তব পুষ্পে বনস্থলী যবে,
বিবিধ বিচিত্রপক্ষ বিহগেরা সেথা
মধুর কূজনে প্রতিকূজনে সতত
শ্রবণে সুধার ধারা করে বরষণ।

৭১৪। অহোরাত্র অবিরাম করি পর্য্যটন
করিল সে দীর্ঘপথ অতিক্রম সবে;
উপনীত হ'ল গিয়া সে রম্য আশ্রমে,
যেথা রাজা বিশ্বন্তর করেন বসতি।

মহারাজপর্ব্ব সমাপ্ত

(১২)

জালীকুমার সুমুচলিন্দ সরোবরের তীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া সেই সহস্র রথ আগমনমার্গাভিমুখে রাখাইলেন এবং সিংহব্যাঘ্রগণ্ডার প্রভৃতি তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত নানা স্থানে রক্ষী নিয়োজিত করিলেন। গজাদির রবে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ভাবিলেন, 'শত্রুরা কি আমার পিতার প্রাণ বধ করিয়া আমার অনুসন্ধানে এখানে উপস্থিত হইল'? তিনি মরণভয়ে ভীত হইয়া মাদ্রীকে লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক সেই সেনা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন ঃ—

৭১৫। শুনি সে নির্ঘোষ ঘোর ভয় পেয়ে বিশ্বন্তর পর্ব্বতে করেন আরোহণ;
দাঁড়ায়ে সেখানে তিনি করেন উদ্বিগ্ন চিত্তে সে মহতী সেনা নিরীক্ষণ।

৭১৬। "শুন, মাদ্রী বন মাঝে হয়েছে উত্থিত অই অতি ভয়ঙ্কর কোলাহল;
তুরগের হ্রেষারবে বধির হতেছে কর্ণ; দেখা যায় ধ্বজাগ্র সকল।

৭১৭। অরণ্যে ব্যাধেরা যথা আবদ্ধ করিয়া জালে কিংবা গর্ত্তে করিয়া পাতন
রূঢ় বাক্য বলি নানা, বার বার তীক্ষ্ণ শস্ত্রে বিদ্ধ করে বন্য পশুগণ,

৭১৮। ইহারাও সেইরূপে, বধিবে মোদের প্রাণ ; দুর্ব্বল-ঘাতক এরা সবে;
বিনাদোষে নির্ব্বাসিত হইয়াছি এই বনে ; শত্রুহস্তে পড়িলাম এবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া মাদ্রী সেনার দিকে অবলোকন-পূর্ব্বক অনুমান করিলেন যে, উহা তাঁহাদের স্বপক্ষেরই সেনা। তিনি মহাসত্ত্বকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন,

৭১৯। করিবে অনিষ্ট তব, অরাতির নাই হেন বল;
উত্তপ্ত করিতে নারে অগ্নি কভু অর্ণবের জল।
শক্রদত্ত বরগুলি একবার করহ স্মরণ;
এসেছে করিতে এরা আমাদের উদ্ধার সাধন।

মহাসত্ত্ব তখন শোক পরিহার পূর্ব্বক মাদ্রীর সঙ্গে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পর্ণশালাদ্বারে উপবেশন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭২০। পর্ব্বত হইতে অবতরি বিশ্বন্তর বসিলেন গিয়া পর্ণশালার ভিতর।
বুঝিলেন, নাই কোন ভয়ের কারণ ; করিলেন চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন।

ঠিক এই সময়ে সঞ্জয় তাঁহার মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে পৃষতি, আমরা সকলে একসঙ্গে গেলে মহাশোকোচ্ছ্বাস হইবে; অতএব প্রথমে কেবল আমি যাইব; যখন বুঝিবে যে, আমরা শোক অপনোদনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়াছি, তুমি তখন বহু অনুচর লইয়া সেখানে যাইবে। অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে জালী ও কৃষ্ণা যেন যায়।" ইহা বলিয়া তিনি রথখানি ফিরাইয়া আগমনমার্গাভিমুখে রাখাইলেন এবং স্কন্ধাবাররক্ষার জন্য স্থানে স্থানে প্রহরী নিয়োজিত করিয়া অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক পুত্রের নিকটে গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭২১। ফিরাইয়া দিয়া রথ, সন্নিবেশ সেনা
স্কন্ধাবার-রক্ষাহেতু চলিলেন পিতা
দেখিতে পুত্রকে, যেথা অরণ্যে একাকী
বসতি করেন তিনি।

৭২২। গজস্কন্ধ হ'তে
অবতরি, এক অংসে উত্তর আসঙ্গে
আবরিয়া যান তিনি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
অমাত্যগণের সঙ্গে, পুত্রে পুনর্ব্বার
রাজপদে অভিষিক্ত করিবার আশে।

৭২৩। দেখিলেন, মনোহরবপু পুত্র তাঁর
আছেন আসীন সেই পর্ণশালা-দ্বারে
শান্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন; শ্রীমুখমণ্ডলে
উদ্বেগের, আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই।

৭২৪। আসিছেন পিতা, ব্যগ্র দেখিতে পুত্রকে,
হেরি ইহা মাদ্রী-বিশ্বন্তর দুই জনে
প্রত্যুদ্গমন করি বন্দিলেন তাঁরে।

৭২৫। স্থাপিয়া মস্তক মাদ্রী শ্বশুরের পায়ে
করিলা প্রণাম তাঁরে; বলিলা, "ঠাকুর,
মাদ্রী আমি স্নুষা তব; প্রণমি চরণে।"
পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া তখন
বুলাইলা হাত একে পিঠে অপরের।

কিয়ৎক্ষণ রোদন ও পরিদেবনের পর শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সঞ্জয় পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে প্রীতি সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন ঃ—

৭২৬। কুশল ত, বৎসগণ? শারীরিক, মানসিক কোনরূপ অসুখ ত নাই?
উঞ্ছ পেয়ে প্রতিদিন বাঁচাও ত প্রাণ হেথা? ফলমূল পাও ত সদাই?
৭২৭। দংশমশকাদি কীট, সরীসৃপগণ আর তত বেশী নাই ত এখানে?
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ কভু করেনা ত উপদ্রব কোনরূপ এ ভীষণ বনে?

পিতার প্রশ্ন শুনিয়া মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৭২৮। কোনরূপে কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন
করিতেছি হেথা মোরা। উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা
জীবিকানির্ব্বাহ, দেব, বড় দুঃখকর।

৭২৯। অশ্বকে দমন করে সারথি যেমন
দারিদ্র্যও, মহারাজ, দমে সেইরূপে
অধনকে, দর্প তার করে চুরমার।
আমরা অধন, এবে, তাই অপগত
হইয়াছে আমাদের দম্ভ, দর্প যত।

৭৩০। হয়েছি যে কৃশ মোরা, কারণ তাহার
দীর্ঘকাল অদর্শন মাতার পিতার।
হইয়াছে নির্ব্বাসিত অরণ্যে যাহারা
জাগরূক থাকে সদা শোক তাহাদের।

অনন্তর বিশ্বন্তর নিজের পুত্রকন্যার সংবাদ লইবার জন্য আবার বলিলেন ঃ—

৭৩১। দায়াদ তোমার যারা—জালী, কৃষ্ণাজিনা—
অপূর্ণ রহিল, হায়, বাঞ্ছা যাহাদের,
পড়েছে তাহারা এবে মহাক্রূর এক
ব্রাহ্মণের হাতে, পিতঃ, লয়ে গেছে সেই
টানিয়া দুজনে, গরু টানে লোকে যথা।

৭৩২। রাজপুত্রী-গর্ভজাত সেই শিশু দু'টী
আছে কোথা, বল যদি ; জানা থাকে তব।
সর্পদষ্ট মানবের মত আমি এবে;
সদুত্তরদানে রক্ষ জীবন আমার।

সঞ্জয় বলিলেন,

৭৩৩। ধন দিয়া ব্রাহ্মণকে জালী ও কৃষ্ণার করেছি নিষ্ক্রয়; কোন ভয় নাই আর।

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব আশ্বস্ত হইলেন এবং পিতাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন ঃ—

৭৩৪। কুশল ত তব, পিতঃ? শরীর ত আছে ব্যাধিহীন,
পিতার, মাতার মোর হয় নি ত দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ?

রাজা বলিলেন,

৭৩৫। কুশল আমার, বৎস; শরীর রয়েছে ব্যাধিহীন;
পিতার, মাতার তব হয় নি ক দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ।

মহাসত্ত্ব বলিলেন,

৭৩৬। যানবাহনাদি তব কার্যক্ষম আছে ত সকল?
রাজ্য ত সমৃদ্ধ? বর্ষে পর্জন্য ত যথাকালে জল?

রাজা বলিলেন,

৭৩৭। যানবাহনাদি মোর কার্যক্ষম রয়েছে সকল;
রাজ্যও সমৃদ্ধিশালী; বর্ষে মেঘ যথাকালে জল।

পিতাপুত্রে এইরূপ কথোপথন করিতেছিলেন; এদিকে পৃষতী ভাবিলেন, "এতক্ষণ তাঁহারা শোকসংবরণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন।" ইহা স্থির করিয়া বহু অনুচরসহ পুত্রের নিকট গমন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৩৮। পিতা আর পুত্র যবে কথোপকথন
করিতেছিলেন হেন, অনাবৃত পদে
পদব্রজে গিরিদ্বারে দিলা দরশন
রাজার নন্দিনী—বিশ্বন্তরের জননী।

৭৩৯। আসিছেন মাতা,ব্যগ্রা দেখিতে পুত্রকে—
হেরি ইহা মাদ্রী, বিশ্বন্তর দুইজনে
প্রত্যুদ্গমন করি বন্দিলেন তাঁরে।

৭৪০। স্থাপিয়া মস্তক মাদ্রী শ্বাশুড়ীর পায়ে
করিলা প্রণাম তাঁরে; বলিলা, "তোমার
পুত্রবধূ মাদ্রী, মা গো, প্রণমে চরণে।"

৭৪১। আছেন বাঁচিয়া মাদ্রী, দেখি দূর হ'তে
কুমার, কুমারী ধায় অভিমুখে তাঁর
কান্দিতে কান্দিতে, ধায় গোবৎস যেমন,
দেখিতে সে পায় যবে আসিতে মাতাকে।

৭৪২। দূর হ'তে দেখিলেন মাদ্রীও যখন
নির্বিঘ্নে রয়েছে তাঁর অঞ্চলের ধন,
ভুতাবিষ্টাবৎ[1] তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে
পড়িলেন ধরাতলে সংজ্ঞা হারাইয়া।
স্তন হ'তে ক্ষীরধারা ছুটিয়া তাঁহার
পড়িল মূর্চ্ছিত শিশু দুইটির মুখে।[2]

এই সময়ে পর্ব্বতসমূহে নিনাদ শুনা যাইতে লাগিল; পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল; মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইল, গিরিরাজ সুমেরু তাহার মস্তক অবনত করিল,—ষট্‌কামাবচর দেবলোক এককোলাহলময় হইল। দেবরাজ শক্র দেখিলেন, 'ছয় জন ক্ষত্রিয় সানুচর মূর্চ্ছিত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও শক্তি নাই যে, উঠিয়া অপরের দেহে জল সেচন করিতে পারেন। অতএব এই সময়ে পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করা আবশ্যক।' ইহা স্থির করিয়া যেখানে সেই ছয়জন ক্ষত্রিয় সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি সেখানে পুষ্করবৃষ্টি বর্ষণ করাইলেন; যাহারা ভিজিতে ইচ্ছা করিল, তাহারা ভিজিল; যাহারা ভিজিতে ইচ্ছা করিল না, তাহাদের শরীরে এক বিন্দু জলও তিষ্ঠিল না, পদ্মপত্রোপরি পতিত জলের ন্যায় গড়াইয়া চলিয়া গেল। কাজেই সেই বর্ষণ পদ্মবনে পতিত বর্ষণের মত হইল। ক্ষত্রিয় ছয় জন সংজ্ঞা লাভ করিলেন, জ্ঞাতিগণের উপরে পুষ্কর বর্ষণ এবং ভূকম্পন ইত্যাদি আশ্চর্যাজনক কাণ্ড দেখিয়া সমাগত জনসঙ্ঘ বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৪৩। সমাগত জ্ঞাতিগণ হইলেন যবে,
শুনা গেল চতুর্দ্দিকে কারুণ্য-নির্ঘোষ;
নিনাদিত হ'ল গিরি; কাঁপিল মেদিনী।

৭৪৪। জ্ঞাতিগণসহ যবে রাজা বিশ্বন্তর
হইলেন সম্মানিত, জলদ তখন
অদ্ভুত পুষ্করবৃষ্টি করিল বর্ষণ।

১। মূলে "বারুণীব পবেধন্তি" আছে। বারুণী-সম্বন্ধে এই জাতকের ১২৩ম গাথার টীকা দ্রষ্টব্য।

২। টীকাকার বলেন, প্রথমে মাদ্রী মূর্চ্ছিতা হইলেন; তাহার পর কুমার, কুমারী, বিশ্বন্তর, সঞ্জয়, পৃষতী এবং [illegible] অনুচরগণের মূর্চ্ছা হইল। [illegible]

৭৪৫, ৭৪৬। নপ্তা, নপ্ত্রী, পুত্র, স্নুষা, সঞ্জয়, পৃষতী
একত্র মিলিত যবে হ'লেন আবার,
দেখি তাহা পুলকিত হ'ল সর্বজন।
রাজ্যবাসী প্রজা সব হয়ে সমবেত
কর যুড়ি, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে
মাদ্রীকে ও বিশ্বন্তরে যাচে সবিনয়ে,
"রাজত্ব গ্রহণ কর ; তোমরা দু'জন
ঈশ্বরী, ঈশ্বর হও মোদের আবার।"

ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব পিতার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বলিলেন,

৭৪৭। করিলাম যথাধর্ম্ম রাজত্ব যখন,
পৌরজানপদগণসহ মিলি মোরে
করিলেন নির্ব্বাসিত নিজেই আপনি।

সঞ্জয় তখন পুত্রের নিকট ক্ষমা পাইবার জন্য বলিলেন,

৭৪৮। শিবিদের কথা শুনি, বিনা অপরাধে,
রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত করিয়া তোমায়
হ'য়েছি দুষ্কৃতকারী আমি, বৎস, অতি।

অনন্তর নিজের দুঃখহরণার্থ তিনি আবার কহিলেন,

৭৪৯। পিতার, মাতার, দুঃখ, দুঃখ ভগিনীর
যে কোন উপায়ে—করি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত—
করেন সাধুরা দূর। লোকধর্ম্ম এই।

ষট্‌ক্ষত্রিয়খণ্ড সমাপ্ত

(১৩)

বোধিসত্ত্বের রাজত্ব করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলে পাছে তাঁহার গৌরব নষ্ট হয়, এজন্য এতক্ষণ তাহা বলেন নাই। এখন তিনি রাজার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তাঁহার সম্মতি জানিতে পারিয়া সহজাত[১] সেই ষষ্টিসহস্র অমাত্য এক সঙ্গে বলিলেন,

৭৫০ (ক) স্নানের সময় এই; কর, মহারাজ,
ধূলির ঝল্লিকা ধৌত গাত্র হ'তে তব।

মহাসত্ত্ব বলিলেন, "ক্ষণকাল অপেক্ষা কর"। তিনি পর্ণশালার অভ্যন্তরে গিয়া ঋষিবেশ ত্যাগ করিলেন এবং তাহা এক পাশে রাখিয়া দিলেন; অতঃপর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এই স্থানে আমি সার্দ্ধ নব মাস শ্রামণ্যধর্ম্ম পালন করিয়াছি; এখানেই পারমিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিবার জন্য দানদ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি তিনবার পর্ণশালাটি প্রদক্ষিণ করিলেন এবং উহাকে পঞ্চাঙ্গে[২] প্রণাম করিয়া অবস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্ষৌরকার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহার কেশ শ্মশ্রু কাটিয়া ছাটিয়া সুবিন্যস্ত করিল। তিনি তখন সর্ব্বাভরণ-ভূষিত হইয়া দেবরাজের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলে তাঁহার অভিষেক সম্পাদক করিলেন। এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে যে,

৭৫০ (খ) করি স্নান বিশ্বন্তর ধুইলা তখন
সর্ব্বাঙ্গ হইতে সব ঝল্লিকা ধূলির।

মহাসত্ত্বের তখন মহতী বিভূতি হইল; তিনি যে দিকে দৃক্‌পাত করিলেন, সেই দিক্‌ই কম্পিত হইল।

১। সহজাত—যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে একদিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

২। 'পঞ্চপতিট্ঠিতেন'। ললাট, দুই কনুই, কটিদেশ, দুই জানু ও দুই পা দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকা।

মুখমঙ্গলিকেরা[1] স্বস্তিবচন পাঠ করিলেন, যুগপৎ সমস্ত তূর্যাধ্বান হইল, মহাসমুদ্রের কুক্ষিতে গর্জমানবৎ শব্দ শুনা গেল; অনুচরেরা হস্তিরত্ন সাজাইয়া আনিল।[2] তিনি কটিদেশে উৎকৃষ্ট খড়্গ বন্ধন করিয়া হস্তিরত্নে আরোহণ করিলেন, অমনি তাঁহার সহজাত ষষ্টিসহস্র অমাত্য সর্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। লোকে তখন মাদ্রীকেও স্নান করাইয়া ও সাজাইয়া মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিল, অভিষেকের পর তাঁহার মস্তকে অভিষেকোদক প্রোক্ষণ করিল এবং "বিশ্বন্তর তোমাকে পালন করুন" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৫১। ধৌতশিরা, শুচিবস্ত্র সর্ব্বাভরণমণ্ডিত
বিশ্বন্তর করিলেন গজে আরোহণ;
বান্ধিলেন কটিদেশে কোষসহ অসি-এক,
সুগঠিত, সুশাণিত, অরাতি-দমন।

৭৫২। ছিল সহজাত তাঁর যত জেতুত্তরে
পরমসুন্দরকায় সে ষষ্টিসহস্র যোধ
বেষ্টি রথিবরে এবে আনন্দিত করে।

৭৫৩। সমাগতা হয়ে সেথা শিবিকন্যাগণ
মাদ্রীকে করায় স্নান; বলে সবে, "বিশ্বন্তর
নিরন্তর যত্নে তব করুন পালন।
জালী, কৃষ্ণা, দুইজনে করে যেন প্রাণপণে
পিতার, মাতার সেবা ভক্তি-সহকারে,
ভূপাল সঞ্জয়(ও) যেন আজীবন অনুক্ষণ
সস্নেহে করেন রক্ষা, সুগাত্রি, তোমারে।"

৭৫৪। প্রতিষ্ঠা পাইয়া পুনঃ, স্মরি পূর্ব্ব দুঃখ ক্লেশ যত
রম্য সেই গিরিব্রজে উৎসবে হইল সবে রত।

৭৫৫। প্রতিষ্ঠা পাইয়া এবে পুত্রকন্যা পাইয়া আবার
স্মরি পূর্ব্ব দুঃখ পতি লভিলেন আনন্দ অপার।

৭৫৬। প্রতিষ্ঠা পাইয়া পুনঃ পূর্ব্ব দুঃখ করিয়া স্মরণ
পুত্রকন্যাসহ পত্নী হন প্রীতিসাগরে মগন।

নিজে এইরূপ প্রীতি লাভ করিয়া মাদ্রী জালী ও কৃষ্ণাকে বলিলেন,

৭৫৭। ব্রাহ্মণ লইয়া যবে গিয়াছিল তো'দিগকে
আবার তোদের মুখ করিতে দর্শন
করেছিনু এই ব্রত আমি রে ধারণ ঃ—
অহোরাত্রে একবার আমার ছিল আহার ;
অনাবৃত ভূমি নিত্য ছিল রে শয়ন।
এত কষ্টে এতদিন যেপেছি জীবন।

৭৫৮। সে ব্রত করেছে দান সুফল আমায়;
পাইয়া তোদের দেখা হৃদয় জুড়ায়।
মাতার, পিতার পুণ্যে তোরা যেন চিরদিন
যাপিস জীবন সুখে; সঞ্জয় ভূপাল
করেন তোদের যেন রক্ষা চিরকাল।

৭৫৯। জনক তোদের আর আমি, বৎসগণ,
করেছি যে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যের অর্জ্জন,
সেই সত্যবলে যেন হ'স দুইজনে তোরা
অজর, অমর, সদা কল্যাণভাজন।

১। মহাজনক-জাতকেও (৫৩৯) এই শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। যাহারা স্বস্তিবাচন করে তাহারাই মুখ-মঙ্গলিক।

২। চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী গৃহপতি ও পরিনায়ক, এই সপ্তরত্ন সার্বভৌমত্ব জ্ঞাপক। মূলে 'পচ্চয়ং নাগং' আছে। টীকাকার বলেন, 'অস্সো আত দিন্নো উত্তমং হত্থিনাগং'। "পচ্চয়" এখানে বিশ্বাসযোগ্য; যাহা হইতে ভয়ের কারণ নাই, এই অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পৃষতী দেবি ভাবিলেন, "এখন হইতে আমার পুত্রবধূ উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং উৎকৃষ্ট আভরণ ধারণ করিবেন।" এই উদ্দেশ্যে তিনি মনোমতো বস্ত্র ও আভরণে পূর্ণ করিয়া মাদ্রীর নিকট একটি পেটিকা প্রেরণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৬০। কার্পাসিক, ক্ষৌম[১]; আর কৌষেয়—ত্রিবিধ,
কুটুম্বর প্রভৃতি অনেক দেশজাত
বহু বস্ত্র করিলেন শাশুড়ী প্রেরণ
বধূর নিমিত্ত। তাহা করি পরিধান
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

৭৬১। কেয়ূর, অঙ্গদ[২], ক্ষৌম, সুচারু মেখলা
(মণিতে খচিত যাহা)-শ্বশ্রূ এ সকল
করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত এই সব আভরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

৭৬২। রত্নময় গ্রৈবেয়,[৩] কেয়ূর, ক্ষৌম-আদি
আভরণ নানাবিধ শ্বশ্রূ স্নেহভরে
করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সে সব প্রসাধনে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

৭৬৩। বিবিধ বর্ণের মণিদ্বারা সুগঠিত
মুখফুল্ল উন্নতাদি[৪] শ্বশ্রূ স্নেহভরে
করিলা প্রেরণ পুত্রবধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সেই সব আভরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।

৭৬৪। উদ্‌ঘট্টন, গিঙ্গমক, পালিপাদ আর
সুবর্ণরজতময় চারু চন্দ্রহার
করিলা প্রেরণ শ্বশ্রূ বধূর নিকটে।
হইয়া মণ্ডিত সেই সব আভরণে
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা।[৫]

৭৬৫। সূত্রবদ্ধ, সূত্রহীন সর্ব্ব আভরণ[৬]
যেখানে যে খাটে তাহা করি পরিধান
ধারণ করেন মাদ্রী শোভা অনুপমা—
বিরাজে নন্দন ধামে দেবকন্যা যেন।

৭৬৬। ধৌতশিরা, শুচিবস্ত্রা, ভূষণমণ্ডিতা
রাজপুত্রী মাদ্রীদেবী করিলা বিরাজ,
বিরাজে ত্রিদিব-ধামে বিদ্যাধরী যথা।

৭৬৭। বিম্বাধরা রাজপুত্রী বিরাজেন এবে
চিত্রলতাবনজাতা সুবর্ণ কদলী
সমীর-হিল্লোলে দুলি বিরাজে যেমন।[৭]

৭৬৮। বিচিত্র বসন আর আভরণ পরি
বিম্বাধরা[৮] মাদ্রী দেবী সঞ্চরেন যবে,
মনে হয় চিত্রপত্রা পক্ষিণী বা কোন
মানুষী-বিগ্রহ ধরি বিচরে আকাশে।

৭৬৯। শক্তিশরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ
নাতিবৃদ্ধ মহাকায় দীর্ঘদন্ত এক
কুঞ্জর তাঁহার তরে হইল আনীত।

৭৭০। শক্তিশরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ,
নাতিবৃদ্ধ মহাকায় দীর্ঘদন্ত সেই
গজস্কন্ধে করিলেন মাদ্রী আরোহণ।

এইরূপে, মাদ্রী ও বিশ্বন্তর উভয়েই মহাসমারোহে স্কন্ধাবারে গমন করিলেন। মহারাজ সঞ্জয় দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ একমাস কাল পর্ব্বতে ও বনে আমোদ করিলেন। মহাসত্ত্বের তেজে কোন হিংস্র পশু বা পক্ষী কাহারও ক্ষতি করিল না।

১। ক্ষৌম—অতসী প্রভৃতি উদ্ভিদের তন্তুজাত (linen)। কুটুম্বর-সম্বন্ধে এই খণ্ডের মহাজনক-জাতকের ৪৬শ গাথার (৩৩শ পৃষ্ঠ) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। অঙ্গদ — বলয়। ক্ষৌম—টীকাকারের মতে ইহা গ্রীবাপ্রসাধন বিশেষ—চিক বা necklace.

৩। গ্রৈবেয় বোধ হয় হার বা তৎসদৃশ কোন গ্রীবাপ্রসাধন। কেয়ূর ও ক্ষৌম পুনরুক্তি মাত্র।

৪। মুখফুল্ল—টীকাকারের মতে ইহা "ললাটন্তে তিলকমালাভরণং"। সীঁথির অনুরূপ কিছু কি? 'উন্নত' পদের কোন ব্যাখ্যা নাই। 'নপের' সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বিবেচ্য।

৫। 'উদ্‌ঘট্টন' বোধহয় এমন কোন আভরণ, যাহা পরিয়া চলিবার কালে ঝুনুর ঝুনুর শব্দ হয়। 'গিঙ্গমক' কিঙ্কিণী কি? যদি তাহা হয়, তবে ইহা কটিদেশের প্রসাধন। 'পালিপাদ'—এক প্রকার পাদপ্রসাধন—নূপুর কি? মূলে চন্দ্রহারের পরিবর্তে 'মেখল' আছে। টীকাকার বলেন, ইহা সুবর্ণরজতময়। ৭৬১ম গাথাতেও মেখলার উল্লেখ আছে।

৬। কোন কোন আভরণ সূত্রদ্বারা গ্রথিত হয়, যেমন মুক্তাহার ইত্যাদি। কেয়ূরবলয়াদি সূত্রহীন।

৭। চিত্রলতা শক্রের একটী প্রমোদোদ্যানের নাম। মূলে 'বিম্বাধরা' পদের পরিবর্তে 'দন্তাবরণসম্পন্না' আছে। দন্তাবরণ = অধর ও ওষ্ঠ। ইহা হইতে বিম্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু টীকাকার বলেন, ইহা 'বিম্বফলসদিসেহি দন্তাবরণেহি সমন্নাগতা'। বস্তুতঃ ব্যাখ্যাও ইহাই হইবে।

৮। মূলে 'নিগ্রোধপত্তবিম্বোট্ঠী' আছে। বোধ হয় ইহা 'নিগ্রোধপক্কবিম্বোট্ঠী' হইবে; টীকাতেও এই পাঠ ধরা হইয়াছে। ওষ্ঠৌ বা নিগ্রোধ-(ন্যগ্রোধ,বট) পক্কের (ফলের) বর্ণের ন্যায় এবং বিম্বের বর্ণের ন্যায়।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৭১। মহাতেজা বিশ্বন্তর; প্রভাবে তাঁহার,
যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি
করিল না কোনরূপ অনিষ্ট কাহার(ও)।

৭৭২। মহাতেজা বিশ্বন্তর; প্রভাবে তাঁহার,
যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি
করিল না কেহ কা'র(ও) হিংসা কোনরূপ।

৭৭৩। যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি,
সমবেত একস্থানে হইল সকলে,
চলিলেন বন ছাড়ি রাজা-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

৭৭৪। যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি,
না করে মধুর রব আর তারা, হায়,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজা-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

৭৭৫। যত পশু সে অরণ্যে করিত বসতি
না করে মধুর রব আর তারা, হায়,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজা-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

৭৭৬। যত পক্ষী সে অরণ্যে করিত বসতি
করে না ক তারা মধুর কূজন,
গেলেন অরণ্য ছাড়ি রাজা-অভিমুখে
শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়।

নরেন্দ্র সঞ্জয় একমাস আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া সেনাপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদ্র, আমরা বহুদিন বনে কাটাইলাম; আমার পুত্র যে পথে যাইবেন, তোমরা তাহা সুসজ্জিত করিয়াছ কি?" সেনাপতি বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ ; এখন আমাদের প্রতিগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।" তখন সঞ্জয় বিশ্বন্তরকে এই সংবাদ জানাইলেন এবং সেনাসহ রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্কগিরির অভ্যন্তর হইতে জেতুত্তর নগর পর্যন্ত যে ষষ্ঠি যোজনদীর্ঘ পথ সুসজ্জিত হইয়াছিল, মহাসত্ত্ব তদবলম্বনে মহাসমারোহে এবং বহু অনুচর সহ প্রস্থান করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৭৭। বিশ্বন্তর এতদিন ছিলেন যেখানে,
সেথা হ'তে জেতুত্তর নগর পর্যন্ত
বিচিত্র যে রাজমার্গ ছিল সুশোভিত,
হ'ল সমাবৃত তাহা কুসুমাস্তরণে।

৭৭৮। সে ষষ্ঠিসহস্র যোধ, মনোহরবপু,
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে,
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

৭৭৯। পুরন্ধ্রী, কুমার, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, সকলে
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

৭৮০। গজসাদি-দেহরক্ষি-রথি-পত্তিগণ
চৌদিকে ঘিরিল আসি রাজা বিশ্বন্তরে
যখন অরণ্য ছাড়ি চলিলেন তিনি।

৭৮১। করোটিক,[1] চর্ম্মধর,[2] খড়্গধর আর
আবৃত বিচিত্র বর্ম্মে লক্ষ লক্ষ যোধ
অগ্রে অগ্রে চলে সবে, বিশ্বন্তর যবে
জেতুত্তর-অভিমুখে করেন প্রয়াণ

রাজা দুই মাসে ষষ্ঠিযোজনদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া জেতুত্তর নগরে উপস্থিত হইলেন এবং অলঙ্কৃত নগরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাসাদে অধিরোহণ করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৮২। অনেক প্রাকার আর তোরণে শোভিত
অন্নপানে পরিপূর্ণ, নৃত্যগীতোৎসবে
সতত আনন্দময় রম্য রাজপুরে
অবশেষে উপনীত হইলেন তাঁরা।

৭৮৩। শিবির পালক বিশ্বন্তর যে সময়
ফিরিলা নগরে, পৌর-জানপদগণ
অপার আনন্দ লভি হ'ল সমবেত।

৭৮৪। ধনদাতা বিশ্বন্তর এসেছেন ফিরি,
শুনি ইহা বস্ত্রসঞ্চালন দ্বারা সবে
মনের আনন্দ আজ করে বিজ্ঞাপন।
ভেরী বাজাইয়া তারা জানায় সকলে,
'হইল বন্ধনমুক্ত সর্ব্বসত্ত্ব এবে।'

১। যাহাদের মস্তকে করোটিক আত্মরক্ষার্থ শিরস্ত্রাণ (helmet) থাকে।

২। চর্ম্মধর — ঢালী।

মহারাজ বিশ্বন্তরের আদেশে বিড়াল পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী বন্ধনবিমুক্ত হইল। তিনি যেদিন নগরে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনই প্রত্যূষকালে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিয়া কাল, রাত্রি প্রভাতা হইলেই, যাচকগণ আগমন করিবে; আমি তখন তাহাদিগকে কি দিব?' তাঁহার এই চিন্তার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ শক্রের আসন উত্তপ্ত হইল; শক্র চিন্তা করিয়া ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন; অমনি তিনি, মহামেঘ হইতে যেমন বারিবর্ষণ হয় সেই ভাবে, রাজভবনের পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী স্থানগুলিতে কটিপ্রমাণ এবং সমস্ত নগরে জানুপ্রমাণ গভীর সপ্তরত্ন বর্ষণ করাইলেন। পরদিন মহাসত্ত্ব, যাহার গৃহের পুরোবর্ত্তী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তীস্থানে যে রত্নবর্ষণ হইয়াছিল, তাহা তাহাকেই দেওয়াইলেন, এবং অবশিষ্ট ধন আহরণপূর্ব্বক স্বগৃহে পতিত ধনের সহিত কোষ্ঠাগারে নিক্ষেপ করাইলেন। অনন্তর তিনি যথাপূর্ব্ব নিত্যদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য শাস্তা বলিলেন,

৭৮৫। শিবিরাজ বিশ্বন্তর প্রবেশিলা নগরে যখন
স্বর্গ হতে দেবরাজ করিলেন সুবর্ণ বর্ষণ।

৭৮৬। অতঃপর বহু দান করি মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বন্তর
দেহান্তে ত্রিদিবে গিয়া লভিলেন জনম আবার।

বিশ্বন্তরবর্ণনা সমাপ্ত

সমবধান ঃ— শাস্তা গাথাসহস্রপ্রতিমণ্ডিত বিশ্বন্তরবৃত্তান্ত দ্বারা ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক এইরূপে জাতকের সমবধান করিলেন তখন দেবদত্ত ছিল জূজক; চিঞ্চা মাণবিকা ছিল অমিত্রতাপনা; ছন্দক ছিলেন সেই চেতপুত্র ; সারিপুত্র ছিলেন অচ্যুত তাপস; অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র; মহারাজ শুদ্ধোধন ছিলেন সঞ্জয় নরেন্দ্র; মহামায়া ছিলেন পৃষতী দেবী ; রাহুল-মাতা ছিলেন মাদ্রী; রাহুল ছিলেন জালী কুমার ; উৎপলবর্ণা ছিলেন কৃষ্ণাজিনা ; বুদ্ধের অনুচরেরা ছিলেন জাতকবর্ণিত অন্যান্য লোক এবং আমি ছিলাম বিশ্বন্তর।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖